

হিন্দু-পত্রিকা ।

(হিন্দুধর্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা ।)

শ্রীমদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্
কর্তৃক সম্পাদিত ।



সভা ।

বিষয়*	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। তদ্বাৎসেবণ	১০	৫। পণেশ-প্রতিঃসরণ-স্তোত্রম্	১৬
২। ভ-গোল-পরিচয়	৬	৬। চণ্ডী-প্রতিঃসরণ-স্তোত্রম্	১৭
৩। চিন্তা-মহরী	১১	৭। বৈশেষিক দর্শন	১৮
৪। স্বমত ও পরমত	১০	৮। সাংখ্যদর্শন	১৯

যশোহর ।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকানীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

শকাব্দী ১৮২২ ।

১৩০৭/১৩০৮ সনের কাছাই হিন্দু-পত্রিকা প্রতি মাস ১০ এবং ১৩০৫ ও ১৩০৬ খ্রীঃাব্দে পত্রিকা ১০ কুলো বিক্রম ।

SANDILYA SUTRA OR

The Religion of Love.

With Original Texts in Deb nagar character, English translation independent commentary, and an introduction in English by Jadunath Mozoomdar M. A. B. L. Vakil, Bengal High Court, and Editor Hindu-Patrika, Price Re. 1 paper-bound, and Re. 1-8 cloth-bound. Apply to the Manager, Hindu-Patrika, Jessore, Bengal.

“আমিষের প্রসার” । —১ম খণ্ড। ইহাতে ভূতযজ্ঞ, মহুয়াযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ ও বৃজযজ্ঞ, এই পঞ্চযজ্ঞ; বৃজগারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু, এই চারি আশ্রমী; এবং শ্রাদ্ধ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণের শাসন ও যুক্তিসঙ্গত বিশদ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ডিসাই ৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ পূর্বা, কাগজে বাঁধান। মূল্য—সমস্ত ডাকমাশুল ৮০ আনা মাত্র। হিন্দুর দৈনিক কার্যাবলী বিক্রমে আত্মপ্রসারের অহুকুল, এই গ্রন্থে জাহা চকুতে অঙ্কুলি দিয়া দেখান হইয়াছে। “আমিষের প্রসার”—২য় খণ্ড সৌত্র প্রকাশিত হইবে। যশোভব হিন্দু-পত্রিকার ম্যানেজারের নিকট প্রাপ্য।

THE BRAHMACHARIN.

PUBLISHED MONTHLY. FROM JESSORE, (INDIA.)

Annual subscription Rs. 3 for India, Ceylon and Burmah and 8s. for foreign countries.

No order will be registered, unless accompanied with remittance of the full subscription of a year or with direction to collect it by V. P. P. The year commences in January. Persons becoming subscribers in the course of the year, may be supplied with all the back numbers.

No communication will be attended to, if the Register-number is not quoted, and if name and address are not written legibly.

Changes of addresses should be promptly brought to the notice of the manager or he will not be responsible for non-delivery of the paper.

Jessore.

Nivaran Chandra Mukerjee,
Manager

অঙ্গলাচরণ ।

যজ্ঞাগ্রতে। দূরমুদৈতিদৈবস্তুভূতশ্চতুর্থৈবোত ।
দূরঙ্গমঞ্জোতিষাজোতিরেকতন্মোমনঃশিবসঙ্কল্পমস্ত ॥১
যেনকর্মাণ্যপমো মনীষিণৌযজ্ঞেকৃণ্ডন্তিবিদথেষুধীরাঃ ।
যদপূর্ব্বংযজ্ঞমস্তঃ প্রজানান্তন্মোমনঃশিবসঙ্কল্পমস্ত ॥২
বৎপ্রজ্ঞানমূতচেতোধ্বতিশ্চযজ্যোতিরন্তুরমূতপ্রজাস্ত ।
যস্মানপাতেকিঞ্চনকর্শ্মক্রিয়তেতন্মোমনঃ শিবসঙ্কল্পমস্ত ॥৩
যেনেদন্তুতন্তুবনস্তবিষ্যৎ পরিগৃহীতমমূতেন সর্বম্ ।
যেনযজ্ঞস্তায়তেসগুহোতাতন্মোমনঃ শিবসঙ্কল্পমস্ত ॥৪
যস্মিন্মূচঃ সামযজুৎমিয়স্মিন্প্রতিষ্ঠিতারথনাভাবিবারাঃ ।
যস্মিন্শিচত্ৰৎ সর্বমোতপ্রজানান্তন্মোমনঃ শিবসঙ্কল্পমস্ত ॥
স্মারথিরশানিব যস্মানুম্যামেনীয়তেভীশুভ্রির্বাজিনইব ।
হুংপ্রতিষ্ঠংদজিরঞ্জবিষ্ঠন্তন্মোমনঃ শিবসঙ্কল্পমস্ত ॥

যাহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয় হইতেছে, সেই পরমাত্মাকে আমরা বার বার নমস্কার করি। জ্ঞানের যতই বিকাশ হয়, মানব ততই সুখিতে পারে যে, এই বিশ্বের অন্তরালে যে অদৃশ্য, অব্যক্ত, অচিন্ত্য শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই মহাশক্তির নিকট তাহার ক্ষুদ্র শক্তি অতি অকিঞ্চৎকর। মানবের ক্ষুদ্র-শক্তি, যদি সেই মহাশক্তি লক্ষ্য করিয়া, তাহাকে আদর্শ করিয়া আপনাকে গঠিত করে, তাহা হইলে ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত থাকে না; বিশ্ব সংসার তাহার করতলস্থ হয়। মানব কিন্তু এই মহাশক্তির শক্তিতে শক্তিমান হইবার চেষ্টা না করিয়া, অহঙ্কার প্রভাবে স্বীয় শক্তিকে প্রাধাত্য দিয়া, সেই মহাশক্তিকে তাহার অধীন করিতে চাহে। মানব যখন এইরূপ করিতে যায়, তখনই তাহার পতন অবশ্যস্তাবী। বিকৃত আত্ম-শক্তিতে প্রাধাত্য দেওয়াতেই, সংসারে এত অশান্তি। বিশ্বনিয়ন্তা যে সুলভ্র হারা এই বিশ্বের পরিপালন করিতেছেন, সেই মন্ত্রই মানবের ইষ্ট-মন্ত্র হওগী আবশ্যক, এবং যে ব্যক্তি সেই মন্ত্রকে যতদূর স্বীয় ইষ্ট-মন্ত্র করিতে পারে, তাহার জীবন ততদূর ফলপ্রসূ হয়। বিগত ৬ ছয় বৎসর ধরিয়ী আমরা হিন্দু ধর্ম, হিন্দু-শাস্ত্র, এবং হিন্দু-সমাজের পরিচর্যা করিয়া আসিতেছি। আমাদের বিকৃত ব্যক্তিগত ইচ্ছা আপনাকে অতি সামান্যভাবেও বিশুদ্ধ বিশ্বজনীন-ইচ্ছার অধীন করিতে পারিয়াছে কিনা জানি না। কিন্তু যে মহাশক্তি এই বিশ্বের মঙ্গলে নিয়োজিত রহিয়াছে, সেই

সহাশক্তি আমাদের জীবনের একমাত্র আদর্শ। কার্য-সফলতা ভগবানের হস্তে, কর্ম সম্পাদনই আমাদের একমাত্র কর্তব্য; এবং সেই কর্তব্য হইতে আমরা কখন ভ্রষ্ট না হই, ইহাই ভগবানের নিকট আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

হিন্দু-জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অনেকসময়ে নৈরাশ্য-তিমিরে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়, কিন্তু আশা-বরি স্নগকাল মধ্যে উহা ধ্বংস করিয়া হৃদয় আনন্দে উদ্ভাসিত করে। যখনই দিশা হারা হইয়া, “কিংকর্তব্যবিমূঢ়” হই; যখনই সহস্র সহস্র বিপদ আসিয়া চিত্তকে ব্যাকুল করে; তখনই যেন হৃদয়াকাশে “দৈব-বানী” নিষোধিত হয় “ভয় নাই, এ প্রাচীন জাতি বিলুপ্ত হইবে না”। ভারতের ধর্মনিষ্ঠাই উক্ত দৈব-বাক্যের প্রতি আস্থা স্থাপন করায়। ভারতবর্ষ যতই ছর্দশাগ্রস্ত হউক না কেন, ভারত-বর্ষ এখনও ঈশ্বরকে বিশ্বস্ত হয় নাই, এবং নানাবিধ অধ্যর্মাচরণের মধ্যেও এই জগন্ত জাতীর আন্তিকতা এই জাতির ভবিষ্যৎ অভ্যুত্থানের একমাত্র আশা ও অবলম্বন; এবং সেই আশা-সূত্র ধরিয়াই হিন্দু-পত্রিকা কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ। দিন দিন হিন্দু-পত্রিকার কার্য-ক্ষেত্রও প্রসারিত হইতেছে। হিন্দু-পত্রিকার পাঠক, গ্রাহক, অর্জুগ্রাহক-গণ সকলের নিকটেই আমরা খণ্ডি; তাঁহাদের অমুগ্রহে হিন্দু-পত্রিকা নানাবিধ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া, আপাতঃ নীরস কেবল মাত্র শাস্ত্রাদির বিষয় আলোচনা করিয়াও ৬ষ্ঠ বর্ষ অতিক্রম করতঃ, ৭ম বর্ষে পদার্পণ করিল।

হিন্দু-পত্রিকাই ব্রহ্মচারি-আশ্রম এবং ব্রহ্মচারিন্ নামক ইংরেজী ধর্ম বিষয়ক মাসিকপত্রের প্রসূতি, এবং ভগবৎ রূপায় নবজাত শিশুদ্বয়ও এই অল্পকাল মধ্যে স্বদেশ-সেবার স্বীয় জননীর ন্যায় দেশের সর্বত্র সমাদৃত হইতেছেন। ব্রহ্মচারি-আশ্রমের গতবর্ষের বিস্তৃত কার্য-বিবরণ শীঘ্র স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া, সাধারণে প্রচারিত হইবে।

হিন্দু-পত্রিকার পাঠকগণের নিকট প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন ব্রহ্মচারি-আশ্রমের প্রতিও রূপা-কটাক্ষ পূর্বক অক্ষুণ্ণ রাখেন।

উপসংহারে ভগবানের নিকট আমরা এই প্রার্থনা করি, যে তাঁহার রূপায় যেন হিন্দু-পত্রিকা ও হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণ স্বদেশ ও স্বদেশের সেবার পূর্ববৎ নিযুক্ত থাকেন।



শ্রীশ্রীহরিঃ ।

[১৮৪৭ শালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড,
১ম সংখ্যা ।

ত্রৈশাখ ।

১৩০৭ সাল,
১৮২২ শকাব্দা ।

তত্ত্বাষ্মেণ ।

— ০ ০ —

(সূচনা)

নূনাতন আৰ্যাসম্প্রদায়ের কিয়দংশ
মানবদীর ছায় মাতৃ-ক্রোড়চ্যুত হইয়া
দিগ্দিগন্ত প্রধাবিত হইয়াছে; কিন্তু পুনরায়
জননীর পবিত্র অঙ্কে স্থান না পাইয়া,
নূতন সম্প্রদায়ের সুখ-সমৃদ্ধি অমুভব করি-
য়াও, মাতৃস্রোহী পরশুরামের ছায় মুতপ্ত
হবরে কাল যাপন করিয়া আসিতেছে।
ধর্মবিশেষাবলম্বার স্বীয় ধর্মমতের পুঁড়
মর্ম অজ্ঞাত থাকাই ধর্ম-বিপ্লবের মূল।
আজকাল আৰ্য্য-ধর্ম-তত্ত্ব শিক্ষিতমণ্ডলী-
মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে আলোচিত ও অমু-
শীলিত হওয়াতেই, পুত-জাতনী-বারি-
বিধৌত—প্রাচীন ব্রহ্মনিষ্ঠ আৰ্য্যঋষিগণ-
পরিদেখিত ভারতবর্ষে ধর্ম বিপ্লবের বিকট
মূর্ত্তি ক্রমশঃ ঐশাস্ত্যভাব অবলম্বন করি-
তেছে। সমাজের উপস্থিত অবস্থার যাজক
অধাপক-পরিষদ যদি ধর্মের নিগূঢ়

আলোচনার প্রবৃত্ত ও সমাজ মধ্যে তদ্বি-
বরণে বন্ধপরিষ্কার হন, তাহা হইলে আশা
করা যায়, ধর্মতত্ত্বের বিনয়ালোককে সমু-
দ্ভাসিত আৰ্য্যাসম্প্রদায়ের হৃদয়-দর্পণ হইতে
ধর্ম-সংশয়ের ভীষণ ছায়া নিমেষের মধ্যে
অন্তর্হিত হইয়া, ধর্মাত্মশীলন উত্থাকে নব-
জীবনে অমুপ্রাণিত করিয়া, সমাজের আদর্শ-
স্থানীয় করিয়া তুলিবে।

সুচিন্তেদা বনাক্ষক্যেতে দিগ্ভ্রমণে ক্রিয়ৎ-
কাল পর্যন্ত সমাজের থাকিলে, কণ্ঠগায়ী
কণ্ঠপ্রভার ক্ষৌবালোক-রেখাতেও চিত্ত
যেক্ষণ প্রসন্ন ভাব অবলম্বন করে, জটিল
সংশয়জালে জড়িত মানব-হৃদয়েও সংশয়-
বিশেষের আংশিক নিরাসেও তদনুরূপ
প্রসন্নতা অবলম্বন করে। সমুদয়-জগতে
একের প্রতি অপরের সাপেক্ষতাই
সমাজ-বৃক্ষের বীজ, সুখ-মৌকর্য্য তাহার
ফল মাত্র। (সমাজ গঠনের মূল তত্ত্ব
নির্দ্বন্দ্বিতা করা উপস্থিত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য
না হইলেও, উদ্দিষ্ট প্রস্তাবের বোধ-মৌক-
র্য্যার্থে কথাটা একটু বিস্তৃতরূপে আলো-
চনা করিয়া দেখা যাউক) সমুদয়-স্বীবন

১৫

হিন্দু-পত্রিকা।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পরনির্ভরতার একটা বিস্তৃত আধ্যাত্মিক যাত্রা। সামাজিক মানব যতই কেন চেষ্টা করুন না, একরূপ সময় তাঁহার জীবনে কখনও আসিবে কিনা জানি না, যে সময়ে তিনি মৃত্যুর জন্ম ভাবিতে পারিবেন, 'আমি অস্ত্রের অপেক্ষা রাখিনি'। নিরপেক্ষ স্বাবলম্বন আমাদের মতে কবিত্ব-কল্পনা মাত্র। এই অন্তর্নিহিত অপরিহার্য পরাপেক্ষণীবৃত্তিই আমাদেরকে প্রভূত ভূত্যের ভ্রায় পরতুল্য-সাধনরূপ মহৎ ব্রতে ত্রস্তী করিয়াছে। মানব যখন ধর্মবিপ্লবের উদ্বেল তরঙ্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তমান বা কুট ধর্মতত্ত্বের মীমাংসায় অসমর্থ হইয়া চিত্ত-ক্ষোভকর সংশয়-দোলায় দোহলা-মান, যখন একটা মাত্র সংশয়-বিমোচনে তাঁহার হৃদয় পবিত্র স্বর্গীয়স্থানে সমুদ্রাসিত হয়, সমাজের এই অবস্থায় সামাজিক ভ্রাতার নিকট ধর্মতত্ত্বের নিগূঢ় অর্থ বিজ্ঞাপিত করিয়া, পরম পবিত্র লোকহিতকর ব্রতসম্পাদনে তৎপর হওয়া প্রত্যেক মনুষ্যের সর্বোৎকৃষ্ট কর্তব্য।

সংশয়-বৃক্ষ মানব-হৃদয়-ক্ষেত্রে নানা কারণে পুষ্টলাভ করিয়া থাকে। শোক-তাপ-ভয়-আফ্রাদান্দু মানবহৃদয়ে ধর্ম সংশয়ের অঙ্কুর স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্যক্তিবিশেষের ধর্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞতার ফলে ক্রমে তাহাতে কাণ্ড-প্রকাণ্ড সমৃদ্ধ হইয়া, পরিশেষে ধর্মদেবীর পোনঃপুনিক আক্রমণে উহা ক্রমশঃ বর্ধিত কলেবরে ভীষণাকার মহান্ মহীকহ রূপে পরিণত হয়। যাহাতে এইরূপ পরিপুষ্ট হইয়া এই বিষবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বহু দূরে প্রসারিত না হয়,

তদ্বিষয়ে সতত সচেষ্ট থাকা প্রত্যেক মানবেরই একান্ত কর্তব্য। নচেৎ ভীষণ ধর্ম-সংশয়ের মর্মস্পর্শী দংশনে জর্জরীভূত হইয়া জীবন অশান্তির ক্রোড়াঙ্কল হইয়া উঠে।

আজকাল ধর্ম সম্বন্ধে ছই একটি কথা লোকমুখে প্রায়ই শুনা যায়; তাহাতে মনে স্বতঃই আশার সঞ্চার হয়, বৃদ্ধি সমাজ মধ্যে ধর্মালোচনা বহুল পরিমাণে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সমাজের প্রতি একটু সতর্কদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই, আশা-কুহ-কিনীর সে কুহক অচিরেই ভাঙ্গিয়া যান। কোন কোন উচ্চ শিক্ষিতের সহিত ধর্মের সূত্র বিষয়ের আলাপ করিয়াও তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতা দর্শনে মর্ম্মাহত হইতে হয়। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভগবদগীতা ও ভাগবত, এই দুইখানি প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থে কোন পার্থক্য আছে কিনা, তাহা পর্য্যন্ত অবগত নহেন, গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয় ত দূরের কথা! চিন্তের সর্বাসীন উৎকর্ষ সাধনকে যদি যথার্থ শিক্ষা বলা যায়, তাহা হইলে ঈদৃশ অপুষ্ট ধর্মপ্রবৃত্তিমান উচ্চশিক্ষিতের শিক্ষাকে অপশিক্ষা বা অসম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যতীত আর কি বলিব? আমাদের শিক্ষা যে সমস্ত বিদ্যালয়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে, সেখানে ধর্মাত্মনীলনের কোনও বিধান নাই। পিতামাতাও বিদ্যালয়ের উপর শিক্ষাবিষয়ক সমস্ত ভার স্ত্রস্ত করিয়া সন্তানের প্রতি ধর্মোপদেশ দেওয়া হইতে বিরত থাকেন; স্মরণ্য আমাদের ধর্ম-প্রবৃত্তি পরিপুষ্ট না হইয়া, দিন দিন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়া, আমাদেরকে কতকটা নাস্তিক ও ধর্মহীন

করিয়া দেয়। ধর্মসম্বন্ধীয় আন্দোলনে প্রায়শঃ যে উচ্চশিক্ষিতদিগকে সর্কাস্তঃ করণে যোগদান করিতে দেখা যায়, ঐতিহাসিক ধর্মসম্বন্ধীয় আন্দোলনের অভাবই ইহার মূল কারণ। সামাজিক জীবনের সমস্ত বিধে সহায়ত্বই সমাজের জীবন; কিন্তু ধর্মবিধে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সহায়ত্বের অভাবই সমাজের অগ্রহানি সম্পাদন করিয়া, সমাজ-শরীরে নানাবিধ ভ্রষ্টাচার প্রবেশ করাইতেছে। তাহাতে সমাজবন্ধন দিন দিন যেরূপ শিথিল হইয়া আসিতেছে, সঙ্গতর ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অমুভব করিতেছেন। এক ধর্মসম্বন্ধীয় আন্দোলনের অভাবেই সামাজিক জীবনের সহিত আমাদের নৈতিক জীবনও দিন দিন ভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে।

ধর্মবিধি যে রাজ ও সমাজবিধি অপেক্ষা প্রাথমিক, তাহা প্রত্যেক মানবেরই অমুভব-সিদ্ধ। রাজা ও সমাজের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, কিন্তু ধর্মের সূক্ষ্ম-দৃষ্টি সর্বব্যাপক; সুতরাং সে চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ মনুষ্য-চেষ্টারত নহে। কখনো একটু বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কেহ রাজবিধি অতিক্রম করিয়াছে, জানিতে পারিলেই, রাজা তাহার সমুচিত দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন; এবং যাহাতে কোন অপরাধী তাহার চক্ষু অতিক্রম করিতে না পারে, এইজন্ত তিনি বহু সংখ্যক রাজপুরুষ ও বিচারালয়ে দেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এত সতর্কতা, এত দূরদৃষ্টি সবেও অপরাধী দিন দিন বিচার-মঞ্চ হইতে মানন্দে অবতরণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছে। আবার শত শত রাজবিধিজনককারীকে

রাজপুরুষের চক্ষুগোচর হইতে পর্যন্ত দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, সমাজই আমাদের নৈতিক জীবনের নেতা; অতএব নৈতিক পদস্থলনের প্রতি সমাজ ধৃষ্ণ হইবে। কিন্তু সমাজের সাস্থ্য-দৃষ্টিও অতিক্রম করিয়া দিন দিন কত শত নীতিবিগর্হিত আচরণ সংশ্লিষ্ট হইতেছে, তাহা সামাজিক মাত্রেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। কিন্তু ধর্মবিধির সীমা অতিক্রম করিয়া, ধর্মনিয়ন্তর চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করতঃ সেই অপরাধোচিত দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ ক্রমাৎ কোন্ মতেই যুক্তি বা অমুভবসিদ্ধ নহে। ধর্ম-জগতের নিয়ন্ত্রক অচিন্ত্যশক্তি বিশ্বপাত্ত স্বয়ং জগদীশ্বর। পরম কারুণিক এই শাসনভার সমাজ বা রাজশক্তির তায় অস-মাগ্দর্শীর হস্তে অর্পণ না করিয়া, নিজের সর্বব্যাপকতা ও সর্বজ্ঞতা শক্তির অধীন রাখিয়াছেন। তিনি জাগতিক কার্য-পরম্পরা সর্কদা প্রত্যক্ষ করিয়া পরিমাণানুযায়ী স্ক্রুত বা সংকাগ্যের পুরস্কার ও স্ক্রুত বা পাশের দণ্ডবিধান করিয়া, অনতিক্রমণীয় স্রোত-বিচারে বিশ্বসংসারের শাসন-দণ্ড পরিচালিত করিতেছেন। দণ্ড-পুরস্কারের ভোগ জীবন-ব্যাপক সময় মধ্যে শেষ না হইলে, পর-লোক বা পরজন্মের স্ক্রুতকার্যের অবশ্যস্বাদী ফল প্রসারিত হইয়া থাকে। এই অতিক্রম-সম্ভাবনার অভাববশতই ধর্মবন্ধন একইভাবে জগৎ-সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে মনুষ্যসদরে বিরাজমান। সুতরাং আমাদের জীবন সংপথে পরিচালিত করিতে, কি রাজবিধি, কি সামাজিক বা নৈতিকবিধি, সকলেই ইহার নিকট পরিত্যা

এইরূপ বিচরণরম্পরা দ্বারা আমরা ধর্ম্মাঙ্গীলনের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। এক্ষণে বিবেচনা, কি উপায় অবলম্বনে ধর্ম্ম সুচারুরূপে অহুত্বিত হইয়া, মানুষজীবনকে সম্পূর্ণ ধর্ম্ম-জীবনে পরিণত করিতে পারে। আমরাদিগের শিক্ষারস্তর প্রথম বিভাগের মাতৃশিক্ষা। সর্গপ্রাপ্তে মাতা, পরে পিতা, অর্থাৎ সেই জগৎপূজা সংস্কার দেবতারূপ আদি গুরু জনক-জননী দ্বারা শিক্ষা বীজ আঁচী উৎপন্ন হইয়া অঙ্কুরিত হয়; কালে তাহাই সমাজ-মাহাত্ম্যে ও ব্যক্তিগত চেতনায় বহুদূর প্রসারিত হইয়া জগৎপাতার সর্গস্থিত-চরণ-স্পর্শনোন্মুখ হয়। মাহাত্ম্যে আমরাদিগের চিরজীবন সুখে অতিবাহিত হয়, পিতা-মাতা আমরাদিগকে তদনুসরণ শিক্ষা দিয়া থাকেন। অনেকে ধর্ম্ম-শিক্ষার অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করিয়া দ্বাষ্ট্র-বশতঃ শিক্ষার বিভিন্ন পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ফল-বৈপ্লবীতাদর্শনে অহুত্ব হন। অপরাধের শিক্ষাদানের মনো, পিতা-মাতার প্রধান কর্তব্য, সমস্তানকে ধারণার উপযুক্ত ধর্ম্ম-শিক্ষা দিয়া, তাহার পরিণাম-জীবনকে সুখময় ও শান্তিময় করিয়া দেন। মাতৃশিক্ষার সহিত শিশুদায় ধর্ম্মশিক্ষা প্রবেশ লাভ করিলে, যে শিক্ষা ক্রমে স্ববন্ধ-মুখ হওয়ার তাহার জীবন শান্তিদেবীর গীলা-ফের হইয়া উঠে।

আমাদিগের শিক্ষার দ্বিতীয়স্থল বিজ্ঞান-শিক্ষা। বিজ্ঞানকে অস্বাভাবিক সহিত ধর্ম্মশিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয় হইলেও, আক্ষে-পের বিষয়, সেখানে ধর্ম্মাঙ্গীলন সম্পূর্ণরূপে

উপেক্ষিত হইয়া থাকে; আজকাল অধিকাংশ বিজ্ঞানময়ই দেশীয়বঙ্গের অধ্যক্ষতার পরি-চালিত। তাহাদিগের দ্বারা অনার্য্যসে চত-বর্গের ধর্ম্মাঙ্গীলনের সুবিধি সংস্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতে দেখিয়া, আমরা মর্শ্বাহত হই। আমরা বালক-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাঙ্গীলনের প্রয়োজনীয়তাবিষয়ে তাহাদিগকে গৃষ্টরূপে চিন্তা করিতে অহুরোধ করি। আশা করি, এই চিন্তার ফলে, ধর্ম্মাঙ্গীলন অচিরেই তাহাদিগের বিজ্ঞানময় প্রবেশ লাভ করিয়া সমাজের সহজুককার মাধনে তৎপর হইবে। *

আমাদিগের শিক্ষার তৃতীয়স্থল সমাজ। প্রথম হইতেই সমাজ আমরাদিগের শিক্ষা-কার্য্যে সহায়তা করিলেও, এই সময়েই শিক্ষা-দানের সমস্ত ভারই নিজে গ্রহণ করেন। সমাজে ধর্ম্ম-শিক্ষার ভার সর্গদেশেই ধর্ম্ম-যাজকের উপর অস্ত। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যাজকেরা রাজকোষ হইতে বৃত্তি পান, তাই তাহারা ভীতনয়াকার বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিয়া বদেশে বিদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন। আমরা খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী নহি, সুতরাং আমরাদিগের অভাব তাহাদিগের দ্বারা পুরিত হওয়া চূরে থাকুক, বিদেব-বুদ্ধিবশতঃ বরং তাহারা আমরাদিগের ধর্ম্ম-মতের উপর কতকগুলি কাল্পনিক দোষা-রোপ করিয়া আমরাদিগের মস্তক বিলো-ড়িত করিয়া দেন। দেশীয় ভূস্বামী ও

* বারানসীর সেন্ট্রাল হিন্দু-কলেজ ও কলি-কাতার আধ্যাত্মশন-ইন্সটিটিউশনকে এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দ ।

হিন্দু-পত্রিকা

খনাচ:বাস্তবিক ধর্মালোচনার অবশু প্রয়ো-
জনীয়তা অবধাৰণে সম্পূর্ণ উদাসীন।
নচেৎ আমরা তাঁহাদিগকে যাজকদিগের
বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া ধর্ম-সুশীলন
বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিতে দেখিতাম।
এবস্থিধ নানাৰূপ অসুবিধা সত্ত্বেও আমা-
দিগকে ধর্মচর্চা অক্ষয় রাখিতে হইলে।
সমাজ মধ্যে সামাজিকগণের সমন্বয়-সংগঠিত
সভা-সংস্থাপন ধর্মালোচনার প্রদান হইবে।
এ রীতি কতকটা বৈদেশিক হইলেও,
আমাদিগের উপস্থিত সামাজিক অবস্থায়
ধর্ম-সুশীলনের উপায়স্বরূপ অভাবেই নিতান্ত
আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে সভার অস্থ-
ত: সাংস্কৃতিক অধিবেশনেও বাস্তবিক ধর্ম-
প্রচারি পরিমার্জিত হইয়া স্বাধীন ধর্ম-
চিন্তার উপযোগী হইয়া উঠে। ধর্মবিমিত্তির
ঈশ্বরী শোকহিতৈষীশক্তি অশুভব করিয়া,
সমাজ শুভাভিপায়ী মাতেই বোধের ইহার
বৈদেশিক-আত্মীয় স্বাক্ষর করা করত: মাদরে
সমাজমধ্যে স্থান দিয়া সমাজের পুষ্টি ও
ধর্মালোচনার প্রচার সম্পাদন করিতে
উদাসীন থাকিবেন না। এইরূপ সমিতি
সংগঠিত হইলে, ধর্ম সংশয়ের নিরাস ও সা-
পার্থক্যের সীমাসংসার করিবার জন্ত একজন
ধর্ম-সুশীল শাস্ত্রদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিকে
আচার্য্যপদে সংস্থাপন করিলে ধর্ম-চিন্তার পথ
ক্রমশ: সুগম হইয়া আসিবে, এক্ষণে আশা করা
যায়। আমাদিগকে এইরূপ মতের পোষ-
কতা করিতে দেখিয়া, হয়ত অনেক পুরাতন-
প্রা: ত্রিতশীল সমাজনেতা আমাদিগের
উপর বিরক্ত হইতেছেন। আমরা তাঁহা-
দিগকে এ বিষয়ে চিন্তা করিতে অসুযোগ

করি যদি তাঁহারা ধর্ম-সুশীলনের ইহা অপে-
ক্ষাও সুখসাদা রীতি সমাজমধ্যে প্রবর্তিত
করিয়া ধর্মালোচনা অর্থাৎ হ্রস্বরূপ প্রবহ-
মান রাখিতে পারেন, তাঁহারা শোক-সাধা-
রের ধর্মবাদভাঙন ও পূজা-পাতীয় হইবেন।
আমরাও সমাজের ঈশ্বর সংস্কৃত অবস্থা
দেখিবার জন্ত একান্ত বাঞ্ছা।

ধর্মের উৎকর্ষসাধনেই মানব-জীবনের
পূর্ণতা সম্পাদিত হয়, এবং এইরূপ সম্পূর্ণ
মানবই ঈশ্বর-সামীপ্যলাভে সমর্থ হন;—
অর্থাৎ ঈশ্বরে ও তাঁহাতে অরূ বচনশ-
বাসী ব্যবধায় থাকে না। তিনি জগতের
প্রত্যেক কার্য্যই জগৎকর্তার সভা অশুভব
করিয়া বিমলানন্দ লাভ করিয়া থাকেন।
আমাদিগের আর্গাশাস্ত্রকারেরা এই অব-
স্থাকে মুক্তির অবস্থা-বিশেষ বলিয়াছেন—
যংকৃ:চাপরং লাভং স্মৃতে নাধিকং তত:।
যস্মিন্ হিতেন ত:গেন গুরুণাপি বিচালা:তে॥

ঐ. মঙ্গলদায়ীতা; ৬ অ: ২২।

বলা বাচসা, মানব-প্রাণ এই অবস্থায়
উপনীত হইবার জন্ত লাগায়িত। এই
অসুদর্শী তৃষ্ণাবোগে মহনে অক্ষয় হইয়াই,
ইহারই পরিতৃষ্ণিবাসিনীর চিত্তত: বিক্ৰিপা-
মান হওয়ার, নয়নাকর্ষক মনীচিকার মোহ-
জাত প্রবর্তিত পিপাসা মানবগণকে জীবন-
কালব্যাপী হতাশায় নিক্ষেপ করিতেছে।
তাই বলিতে চলাম, সমাজ সেত ধর্ম প্রসারণ-
করিত জ্ঞানবাণি পরিপূরিত শাস্ত্র-ভ্রুদের পথ-
প্রদর্শক হইয়া, শত শত জনের উৎকট তৃষ্ণা
অপনয়ন করিয়া, যথার্থ শোকহিতসাধনে
তৎপর হন, ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক
প্রার্থনা এবং এইজন্যই এই সূত্র প্রবন্ধের

অবতারণা। দীর্ঘটার আশঙ্কায় বক্রব্য বিষয়ে কেবল ইঙ্গিত মাত্র করা হইয়াছে; স্থানবিশেষে অপেক্ষাকৃত অল্প চিন্তাশীল পাঠকদিগের জন্য নিতান্ত আবশ্যক বোধে একটু বিবৃত্ত করিতে হইয়াছে। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, পাঠকগণ বোধহয় এ দোষগুলি ক্ষমা করিবেন।

শ্রীশ্রীশ্রী.মোহন মুখোপাধ্যায়। বারানসী।

মহর্ষি দত্তর মতে ষড়ঙ্গ মধো গণিত বা জ্যোতিষশাস্ত্রই প্রধান।

তোমরা জানিতেছ—

বেদমা নিৰ্ম্মলং চক্ষুঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রমকস্মৎ
বিনেতদবিলং শ্রোতং স্মার্ত্তং কৰ্ম্ম ন সিদ্ধতি ॥
তস্মাচ্ছগন্ধিতায়েদং ব্রহ্মণা নিৰ্ম্মিতং পুরা
স্মত এব দ্বিজরেতদধোতব্যং প্রযত্নতঃ।

নারদঃ

“দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, জ্যোতিষ পাঠ দ্বিজগণের অবশ্য কর্তব্য। জ্যোতিষ বিনা বেদবিহিত ও স্মৃতিবিহিত ক্রিয়াকলাপ কদাচ নিষ্পন্ন হইতে পারে না; এজন্য স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষ-গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

তোমরা জানিতেছ—

জ্যোতির্জ্ঞানস্ত যো বেদ স যাতি

পরমাং গতিং। গর্গঃ

মহর্ষি গর্গ বলিয়াছেন, জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিত পরম গতি লাভ করেন। সুতরাং জ্যোতিষ পাঠ যে সর্বতোভাবে কর্তব্য, তাহা বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন নাই।

প্রাচীন গণিত বা সিদ্ধান্ত কতগুলি ছিল, তাহার নিবয় করা কঠিন। যে ২৪ খানি প্রচলিত আছে বা উদ্ধরণ উপলক্ষ্যে বাহাদের নাম-উল্লেখ গ্রন্থান্তরে দৃষ্ট হয়, তাহাদের সংখ্যা বিংশতির অধিক নহে; যথা—

- ১। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত। ২। নারদসিদ্ধান্ত।
- ৩। মণিচ সিদ্ধান্ত। ৪। কশ্যপসিদ্ধান্ত।
- ৫। সূর্য্যসিদ্ধান্ত। ৬। মনুসিদ্ধান্ত।
- ৭। অশ্বিরাসিদ্ধান্ত। ৮। বৃহস্পতিসিদ্ধান্ত
- ৯। অত্রিসিদ্ধান্ত। ১০। সোমসিদ্ধান্ত।
- ১১। পুনসিদ্ধান্ত। ১২। বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত।

ভং-গোলপরিচয়।

উপক্রমণিক্য।

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নিগূর্ণায় গুণায়নে।

সমস্ত-জগদধার-মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ॥

ব্রহ্মচারিণ্য! তোমরা বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছ। কেহবা বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের সোপানে দণ্ডায়মান। তোমরা জানিতেছ—

শিখা করো ব্যাকরণং নিকরুং

জ্যোতিষশুধু।

ছন্দশ্চেতি ষড়ঙ্গানি বেদানাং বৈদিকা বিহুঃ ॥

শব্দরত্নাবলী।

শিখা করা, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিকরু এবং জ্যোতিষ, বেদের অঙ্গভূত এই ছয়টি শাস্ত্র বেদের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যয়ন করিতে হয়। ইহা বলিলেও অতুলি হয় না যে, ষড়ঙ্গশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ব্যতীত বেদার্থ-বোধে অধিকার জন্মে না। তোমরা জানিতেছ—

যথা শিখা ময়ুরাণাং নাগানাং মণয়ো যথা।

ভববেদাঙ্গ শাস্ত্রাণাং গণিতং মূর্দ্ধগণিতং ॥

মহঃ।

- ১৩। পরাশরসিদ্ধান্ত। ১৪। বাসিসিদ্ধান্ত
 ১৫। ভৃগুসিদ্ধান্ত। ১৬। চাংবনসিদ্ধান্ত।
 ১৭। গর্গসিদ্ধান্ত। ১৮। পুলিসিদ্ধান্ত।
 ১৯। লোমশসিদ্ধান্ত। ২০। যবনসিদ্ধান্ত।
 আধুনিক সিদ্ধান্ত।

- ১। অর্ঘ্যভট্টকৃত আর্গাসিদ্ধান্ত।
 ২। বরাহমিহিরকৃত পঞ্চসিদ্ধান্তিক।
 ৩। ব্রহ্মগুপ্তকৃত ব্রহ্মসুটসিদ্ধান্ত।
 ৪। মুনীশ্বরকৃত সিদ্ধান্তমার্মভৌম।
 ৫। মাধবাচার্য্যকৃত সিদ্ধান্তচূড়ামণি।
 ৬। ভাস্করাচার্য্যকৃত সিদ্ধান্তশিরোরমণি।
 ৭। কালিদাসকৃত রাশিচক্রনিকূপণ।
 ৮। রত্নমালা।

টীকাকার জ্যোতিষিক।

পৃথ্বীদকস্বামী, নৃসিংহ লর, শ্রীধর, বিশ্বনাথ, কেশব, গণেশ, শ্রীপতি।

১ম পাঠ। ১ম প্রাপাঠক।

জ্যোতিষ শাস্ত্র।

যে শাস্ত্রে বিশ্ব-গোলকের গঠন ও গোলক-ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতিষ্কগণের সংখ্যা, আকার প্রকার, অমুরাশি (Mass), আকর্ষণ, স্থিতি আদি বর্ণিত হয়—এবং যে শাস্ত্রবলে জ্যোতিষ্কগণের দৃশ্য ও প্রকৃত স্থিতি, দূরত্ব, গতি ও কক্ষাদি গণনা দ্বারা নির্ণীত হয়, যে শাস্ত্রবলে সময় গণনা ও কালনির্ণয় হয়—যে শাস্ত্রবলে অন্তরীক্ষের দৃশ্য ঘটনাগুলির কারণ নির্কীর্ণিত হয় এবং যে শাস্ত্রবলে জ্যোতিষ্কগণের পরস্পরের সম্বন্ধ ও প্রকৃতির উপর জ্যোতিষ্কগণের ক্রিয়া বীমাংসিত হয়, সেই শাস্ত্রকে “জ্যোতিষশাস্ত্র” বলে এবং যে শাস্ত্রে অগৎ-

ব্রহ্মাণ্ডের গতির ও ঘটনার মূল কারণ আলোচিত হয়, সেই শাস্ত্রকে জ্যোতিষজ্ঞান বলে। (১)

১ম পাঠ, ২য় প্রাপাঠক।

ভ-গোল।

দিবাভাগে নিশ্চল গ্রহসত্ত্ব প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইরা দেখিলে, পৃথিবী-পৃষ্ঠ একটা চক্রাকার সীমা দ্বারা পরিবেষ্টিত; এবং ভৌমার মস্তকের উপরে কটাহ-আকারের আকাশ ঝুলিয়া ঐ সীমা পর্যন্ত পড়িয়াছে। ঐ চক্রাকার ভূমিহুলকে চক্রবাল (Sensible Horizon) বলে, এবং ঐ কটাহ মধ্যগত বিন্দু ঠিক ভৌমার মস্তকের উপরিভাগে আছে; ঐ বিন্দু ভৌমার “থ” বিন্দু (Zenith) ভৌমার চক্রবালের উত্তরবিন্দু ও দক্ষিণ-বিন্দু এবং থ বিন্দু সংযোগ করিয়া একটা রেখা টানিলে দেখিলে, রেখাটি একটা বৃত্ত-পরিধির অর্দ্ধভাগ, এবং ঐ রেখার নাম তুঙ্গরেখা (Meridian)। পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে ভৌমার সমস্ত্রে দণ্ডায়মান দর্শক দেখিতেছেন যে, পৃথিবী-পৃষ্ঠে তাহার দৃষ্টিহুল ঐরূপ চক্রাকার সীমাধারা পরিবেষ্টিত, এবং তাহার মস্তকের উপরে কটাহ-আকারের আকাশ ঝুলিয়া ঐ সীমা পর্যন্ত পড়িয়াছে, এবং সেই দর্শকের চক্রবালের উত্তরবিন্দু, দক্ষিণ বিন্দু এবং সেই দর্শকের থ বিন্দু সংযোগ করিয়া তুঙ্গরেখা টানিলে, ঐ তুঙ্গরেখা

(১) হিন্দুগণ জ্যোতিষশাস্ত্র ভাগে বিভক্ত করেন।
 প্রথমতঃ টীকাকার বলেন—

পঞ্চমুখনিবং, শাস্ত্রং হোরাগণিত সংহিতা।

কেনরলি শব্দমুখেব এববতি মনোনিধঃ।

বৃত্তপরিধির অর্ধেক হইবে। তোমার আকাশ-কটাহ ও অপর দর্শকের আকাশ বোড়া দিলে একটা বৃত্তময় বর্জুলাকার গোলক হইবে (১) এই গোলকের নাম বিশ্বগোলক বা গোলক-ত্রকাণ্ড (Celestial Sphere) এবং ঐ গোলকের কেন্দ্রে গোলাকার পৃথিবী শূন্য অবস্থিত। (২) ঐ গোলকের পৃষ্ঠদেশ চক্র সূর্য্য-তারাগণ প্রভৃতি অগণ্য জ্যোতিষ্মণ্ডলে পরিবৃত্ত ও পরিশোভিত। ঐ জ্যোতিষ্মণ্ডল পরিশোভিত গোলক-পৃষ্ঠকে ভূ-গোলক বলে। সূর্য্যের উদয়ে আকাশ-কটাহের তারাগণ অদৃশ্য হয়; কেবল সূর্য্যকেই দেখা যায়।

ভূ-গোলকের দৃশ্যগতি।

দিবাভাগে আকাশ-কটাহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিলে, সূর্য্য সকালে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া উঠিতে থাকে; ক্রমে মধ্যদিনে সূর্য্য তোমার তুঙ্গবরপায় উপনীত হইবে এবং বিকালে সূর্য্য ক্রমে নামিয়া অবশেষে সায়ং-সন্ধ্যাকালে সূর্য্য পশ্চিম দিকে অস্ত যাইবে। সায়ংসন্ধ্যাকালে বসান্তানে দণ্ডায়মান হইয়া আকাশ-কটাহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, সূর্য্য পক্ষে দেখিলে, অত্রো ৫০ দৃষ্টগোচর হইবে; ১৮২০ টা বড় বড় তারা, তৎপরে ২৫।০০ টা মধ্যম আকারের তারা, পরে তিন লক্ষাধিক ছোট তারা আকাশে

(১) কটাহ বিস্তারন্যেব সম্পূর্ণ গোলকাকৃতিঃ।

স্ব্যাসিক্কাঃ ১২। ১২

কটাহ বস্তুর সম্পূর্ণ গোলকের আকৃতি।

(২) মধ্যে সমস্তদণ্ড ভূ-গোলো ন্যাস্তি ভিত্তি

স্ব্যাসিক্কাঃ ১২। ১২

বস্তুর ঠিক ব্যয়রণে পৃথিবী শূন্যে অবস্থিত।

ফুটিবে; পরে ক্ষুদ্র অগণ্য তারা উঠিয়া পড়িবে। ক্রমে দেখিলে, সচস্র তারাগুলি ক্রমশঃ পশ্চিমাত্মুখে চলিতেছে। তোমার পশ্চিম চক্রবালের সন্নিহিত তারাগণক্রমে অস্তগত হইতেছে এবং তোমার পূর্ব্বচক্রবালের নিম্নদেশ হইতে তারাকুল চক্রবালের উপরে ক্রমে উঠিতেছে। কেবল উত্তর চক্রবালের উপরিত্ত একটা তারা অচল—অটল হিরভাবে রহিয়াছে। তোমার মনস্বত্র এক দর্শকও পশ্চিমবাহিনী তারাস্রোত দেখিতেছেন এবং তাঁহার দক্ষিণ চক্রবালের উপরেও ঐরূপ অচল অটল হির এক তারা তিনি দেখিতেছেন। তুমি যে অচল তারা দেখিতেছ, ঐ তারা উত্তর-ক্রবতারা, দর্শক যে অচল তারা দেখিতেছেন, ঐ তারা দক্ষিণ ক্রবতারা। তোমার চক্রবালের উত্তর-দিশু হইতে উত্তরক্রবতারা যত উচ্চ, দর্শকের চক্রবালের দক্ষিণ-দিশু হইতে দক্ষিণক্রবতারা ঠিক তত উচ্চ। তুমি দেখিতেছ, যেন সমস্ত তারাগণ উত্তর বা ক্রবতারাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। দর্শক দেখিতেছেন যে, সমস্ত তারাগণ দক্ষিণ বা যাম্য ক্রবতারা প্রদক্ষিণ করিতেছে। তোমরা উভয়ে দেখিতেছ যে তারা ক্রবতারার যত নিকটত্ব, সেই তারার গতি তত যুহমন্দ। তোমরা উভয়ে দেখিতেছ যে, চক্রবাল হইতে আপনত্ব ক্রবতারা যত দূর, তাহা অপেক্ষা ক্রব হইতে কম দূরে স্থিত তারা অস্ত যাইতেছে না। এবং যে তারা-গণ অস্ত যাইতেছে, পরদিন সায়ংসন্ধ্যায় সময়ে প্রায় স্ব স্ব স্থানে দৃষ্ট হইতেছে। তোমাদের উভয়ের পর্য্যবেক্ষণের ফল এই দাঁড়াইল, যেন ভূ-গোলা উত্তর-দিশে

আবদ্ধ হইয়া ক্রমাগত প্রতিদিন এক এক
বার ঘুরিতেছে (১) এবং তোমরা উত্তরে
পৃথিবী-পৃষ্ঠে স্থির ভাবে রহিয়াছ (২)
কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভূগোলের কোন
দৈনিক গতি নাই, ভূ-গোল স্থির। ক্রত-
গামী মেল ট্রেনে গমন কালে আরোহী
যেমন পার্শ্ববর্তী বৃক্ষাদির গতি দর্শন করেন,
এং আপনাকে অচল স্থির জ্ঞান কতেন,
তোমরা অবিরত ক্রত ঘূর্ণায়মান পৃথিবী-
পৃষ্ঠে থাকিয়া সেইরূপ ভূ-গোলস্থ জ্যোতিষ্ক-
গণকে গতিশীল দেখিতেছ, অথচ পৃথিবী
প্রতি বিপলে প্রায় ৮ মাইল হিসাবে হোরায়
৬৯৮০০ মাইল চলিতেছে। পৃথিবীর এই
ক্রত দৈনিক আবর্তন বশতঃ ভূ-গোলের
জ্যোতিষ্কগণের দৈনিক উদয়-অস্ত দেখিতেছ
নাম্বা। ২।

(১) সূর্য্য সিদ্ধান্তে ভূ-গোলের মূলা গতি সম্বন্ধে
লিখিত আছে যে—ভূ-চক্রঃ প্রবয়োর্বন্ধমাক্ষিপ্তঃ
প্রবহান্নিলৈঃ।

পর্য্যোভ্যতমঃ। সূর্য্যসিদ্ধান্তঃ ১১২৭৩

ভূ-চক্র সৌমা ও বায়্য প্রব ধরে আবদ্ধ থাকিয়া
এবং নামক বায়ু ধারা ভাঙিত হইয়া সতত ঘূর্ণ-
ায়মান হইতেছে।

(২) সূর্য্য সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা হলে জ্যোতিষ্ক-
ধর আবর্তনট বলিয়াছেন, ভূ-পঙ্করঃ স্থিরঃ। ভূঃ এব
আবৃত্তা আবৃত্তা প্রাতি দৈনিকঃ উদয়াস্তঃ ইয়ং
সম্পাদয়তি প্রহ-নক্ষত্রাণাম্।

ভূ-গোল স্থির। পৃথিবীর দৈনিক আবর্তন দ্বারা
এই নক্ষত্রগণের দৈনিক উদয় ও অস্ত প্রদর্শিত
হয়। ইটালিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ গেলিলিও
(পূঃ আঃ ১৫৬৪) মহাজ্ঞান বহু পূর্বে মহাজ্ঞা আর্ধ্য-
তটের আবির্ভাব হয়।

১ম পাঠ।

৩য় প্র-পাঠক।

ভূগোল।

পৃথিবীর উত্তর সীমান্ত বিন্দু হইতে
দক্ষিণ সীমান্ত বিন্দু পর্য্যন্ত যে কল্পিত রেখা
ভূগোলের কেন্দ্র ভেদ করিয়া অবস্থিত,
ঐ রেখার নাম মেরুদণ্ড (axis); মেরুদণ্ড
পৃথিবীর কটি দেশস্থ প্রকৃত বায়ুগের সমদীর্ঘ,
সুতরাং ৭৯২৬ মাইল লম্বা; পৃথিবীর উত্তর
সীমা বিন্দুর নাম উত্তর মেরু, এবং দক্ষিণ
সীমা বিন্দুর নাম দক্ষিণ মেরু। পৃথিবীর
উত্তর-দক্ষিণ প্রান্ত কিঞ্চিৎ চাপা এবং
পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ সীমা বিস্তৃত বায়ু
পরিমাণ ৭৯০০ মাইল; সুতরাং মেরুদণ্ড
পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ সীমার ১৩ মাইল
হিসাবে ২৬ মাইল বিনির্গত পৃথিবীর
এই উত্তরস্থিত বিনির্গত মেরুদণ্ডাংশকে
সুমেরু ও দক্ষিণস্থিত মেরুদণ্ডাংশকে কুমেরু
পর্কিত বলে। (১) এবং উহার বর্ণনার
বশেই কবিকল্পনা আছে।

(১) সূর্য্যসিদ্ধান্তে দেখিবে,

অনেক রত্ন নিচরো ভাষু মদ মনোশিরিঃ।

ভূ-গোল মধ্যগো মেরুদণ্ডরূপে বিনির্গতঃ ১১২৭৩

পৃথিবীর উত্তর সীমান্ত বিন্দু হইতে দক্ষিণ
সীমান্ত বিন্দু পর্য্যন্ত ভূগর্ভ ভেদ করিয়া পৃথিবীর
সারাংশ বা স্থির ন্যার যে স্থবর্ণ শেল বাহির
হইয়াছে, তাহার নাম মেরু বা মেরুদণ্ড।

এই কনকাচলের নাম লোকালোক পর্কিত।

শ্রীমদ্ভাগবত মতে সুমেরু, মন্বর, মেরু সীলর, সু-
পাধ ও কুমুদ, এই চারি পর্কিতে পরিণেপিত।

উপরিহাৎ স্থিতাঃ তস্য সেন্দ্রো দেবা মহর্ষরঃ।

অধস্তানহরাস্তবৎ

১১৩৫

ঐ মেরু পর্কিতের উর্দ্ধ বা উত্তর ভাগকে সুমেরু
বলে এবং ঐ সুমেরু ইন্দ্রাদিবেষণ এবং
মহর্ষিগণের বিকেন্দ্রন, এজন্য সুমেরুর অপর
নাম ভূর্ধ্ব এবং ঐ মেরু পর্কিতের নিম্ন বা দক্ষিণ
ভাগস্থ প্রদেশে স্নেহগণের আবাসস্থিতি

ভূগোলের যে পরিধি উত্তর মেরুর সমদূরে স্থিত, ঐ পরিধিকে নিরক্ষ-রেখা (Equator) বলে। নিরক্ষ-রেখা, ভূগোল উত্তর-দক্ষিণ সমান্তরালে বিভক্ত করিতেছে। উত্তর খণ্ডকে উত্তর গোলার্ধ বলে এবং দক্ষিণ খণ্ডকে দক্ষিণ গোলার্ধ বলে (২)।

অবস্থি নগরের দক্ষিণে ঐ নিরক্ষ রেখার যে বিন্দু, ঐ বিন্দুকে কীলক পরিয়া, নিরক্ষ-রেখা সম ৪ খণ্ডে বিভক্ত কর এবং ঐ প্রত্যেক খণ্ডের বিবরে এক একটা নগর কল্পনা কর। প্রথম বিন্দুকীলকে ভারত-বর্ষে লঙ্কানগর, লঙ্কানগরের পূর্বে ২য় কীলকে ভ্রাজ্ঞবর্ষে যমকোটি নগর। লঙ্কা নগরের পশ্চিমে ৩য় বিবরে কেতু-খালবর্ষে রোমক পত্তন এবং লঙ্কানগরের সমস্ত ৪র্থ বিবরে কুরুবর্ষে সিদ্ধপুর। এই চারি নগরের উত্তরে স্মেরু, দক্ষিণে ষড়বানল, মধ্যে কুম্বেক। মগদ্বীপের সন্নিহিত লঙ্কানগর, মোসাইটা দ্বীপের নিকট যমকোটি, সেটটনাম দ্বীপের সন্নিহিত রোমক পত্তন এবং কুইটোনগর সন্নিহিত সিদ্ধপুর। 'ভূপরিধির এক এক

(২) 'মহাভারত' সমস্ত পরিধি: ক্রমেন অয় মহার্ণব মেখলে অবস্থিতো ধ্যাহা দেবাহর বিভাগকৃৎ ১১২:৬ উত্তর ও দক্ষিণ মেরু হইতে সমদূরে স্থিত মহার্ণব বা সাগর মালা ক্রমে পৃথিবীর পরিধিরূপে মেখলার স্থায় ভূগোল বেটন করিয়া রিহিয়াছে এবং দেব ও অহর বংশের অধিকারের সীমান্ত রেখা রূপে বিদ্যাক্রমান আছে। পৃথিবীর এই সাগর মধ্য পরিধির নাম নিরক্ষ রেখা। নিরক্ষ রেখার উত্তরস্থ ভূগোলার্ধকে দেবভাগ বলে, এবং দক্ষিণ ভূগোলার্ধকে অহর ভাগ বলে।

পদ অন্তরে গোলবিন্দুগণ এই ৬৬টা বিন্দু স্থাপন করিয়াছেন (৩)।

ভূগোলে সূর্য্য যে চক্রাকার পথে এক সংসরে একবার পরিভ্রমণ করেন, ঐ পথকে রবিমার্গ বলে। রবিমার্গ বৃত্তের কেন্দ্রে ভেদ করিয়া রবিমার্গ বৃত্তের সমকোণে যে যষ্টি কল্পনা করা যায়, ঐ যষ্টি ভূ-গোলের উত্তর ভাগে যে বিন্দু স্পর্শ করে, ঐ বিন্দুকে কদম্ব বলে। এবং ঐ যষ্টি ভূ-গোলের দক্ষিণ ভাগে যে বিন্দু স্পর্শ করে, ঐ বিন্দুকে পরকদম্ব বলা যাইতে পারে এবং ঐ যষ্টিতে কদম্ব-যষ্টি বলা যাইতে পারে।

ভূ-গোলের যে কটি বক্র চক্রাকার রবিমার্গের উত্তর-দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে ১০ অংশ করিয়া বিস্তৃত। ঐ চক্রাকার কটি বক্র পথ ভূ-গোলাংশকে ভূ-চক্র বলে। রবি-মার্গ সহ ভূ-চক্রকে সমদ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিলে, প্রত্যেক খণ্ডকে রাশি বলে। ঐ-রূপ রবিমার্গ সহ ভূ-চক্রকে ২৭ ভাগে বিভক্ত করিলে, প্রত্যেক ভাগকে নক্ষত্র বলা (৩)

'কল্পনা দ্বারা পৃথিবীর মেরুদণ্ড উত্তরে ও দক্ষিণে প্রসারিত করিলে, প্রসারিত পার্শ্বিক মেরুদণ্ড ভূ-গোলের যে ২

(৩) লঙ্কাকুম্বো যমকোটি অস্যা: প্রাক পশ্চিমে রোমকপত্তনক।

অধস্তত: সিদ্ধপুরং স্মেরু: সৌম্যে অধ ষামো ষড়বা-
নলশ ভাস্তর ৩। ১৭
কুব্জ পাদান্তরিতাণি তানি স্থানানি ষট্ গোল বিদো
বহস্তি। ভাস্তর ৩। ১৮

(৪) পুনর্দ্বাদশখান্ডাং বিভক্তরাশি সংজ্ঞকং
নক্ষত্র রাশিণং ভূম: সপ্ত দিশাস্তকং বশী। পৃঃ ২২। ২৫

বিপরীত বিন্দু স্পর্শ করিবে, ঐ দুই বিন্দুকে
ক্রম বিন্দু বলে। উত্তরস্থ বিন্দুকে উত্তর বা
মৌমা ক্রম বিন্দু বলে। এবং দক্ষিণস্থ বিন্দুকে
দক্ষিণ বা বামা ক্রম বিন্দু বলে, এবং
উত্তর বিন্দুর সম্মিহিত তারাকে উত্তর ক্রম
তারা বলে। এবং দক্ষিণ ক্রম বিন্দুস্থিত
• বা দক্ষিণ ক্রম বিন্দুর সম্মিহিত তারাকে
দক্ষিণক্রম তারা বলে। দক্ষিণ ক্রম তারা
ভারতবাসীগণের দর্শনাতীত বলিয়া তাঁরত-
বাসীগণ উত্তর ক্রমতারাকে খালি ক্রম
বুলেন।

কদম্ব বিন্দুর ২১° ৩০' দূরে উত্তর ক্রম
বিন্দু অবস্থিত, এবং পর কদম্ব বিন্দুর
৩২° ৩০' দূরে দক্ষিণ ক্রম বিন্দু অবস্থিত ()

আবার ঐরূপে পৃথিবীর পরিমিত্ত
নিরক্ষ রেখার ক্ষেত্র বা বৃত্ত প্রসারিত
করিলে, ঐ বৃত্ত ভ-গোল স্পর্শ করিয়া
একটা গোলাকার রেখা ভ-গোলে উৎপন্ন
করিবে। ভ-গোলস্থ ঐ গোলাকার
রেখাকে বিষুপমণ্ডল বলে। বিষুপ রেখা
ভ-গোলকে সম দুই খণ্ডে বিভক্ত করিবে।
বিষুপ রেখার উত্তরস্থিত ভ-গোলার্দ্ধকে-
উত্তর ভ-গোলার্দ্ধ বলে এবং বিষুপ রেখার
দক্ষিণস্থিত ভ-গোলার্দ্ধকে দক্ষিণ ভ-
গোলার্দ্ধ বলে। বুদ্ধিতে হইবে যে, রবিমার্গের
অর্দ্ধভাগ বিষুপ রেখার উত্তরে পড়িবে এবং
রবিমার্গের অপর অর্দ্ধভাগ বিষুপ রেখার
দক্ষিণে পড়িবে, এবং রবিমার্গ বিষুপ রেখাকে

২ বিন্দুতে কাটিয়া সমদ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিবে
এবং বিষুপ রেখা রবিমার্গকে সেই দুই
বিন্দুতে কাটিয়া সমদ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিবে।
এই দুই বিন্দুকে বিষুপবিন্দু বা ক্রান্তি-
পাত বলে এবং রবিমার্গের উত্তরার্দ্ধের মধ্য-
বিন্দুকে কর্কট ক্রান্তি বলে এবং রবিমার্গের
দক্ষিণার্দ্ধের মধ্য-বিন্দুকে মকরক্রান্তি বলে।
পৃথিবী হইতে দর্শক দেখিবেন যে, বিষুপ-
রেখা ভ-গোলে সরলভাবে বিরাজমান।
কিন্তু রবিমার্গ সর্পাকৃতি বক্র ও জটিলভাৱে
বিষুপ রেখাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে।

চিন্তা-নহরী।

কি করিতে এলে, কি করিয়া গেলে,

কি ধন লাভিলে হায়!

শুধু কি হামিতে—শুধু কি কামিতে,

এসেছিলে এ দরকার ?

জীবন-যজ্ঞের, চরম-আছতি,

অপূর্ণ রাখিয়া গেলে;

কু-কাচ-ভরমে, সিতাংশু-উপল

হারের তাঁজিলে হেলে!

কতটুকু প্রাণ, কতটুকু জ্ঞান,

কতটুকু তার বাসা ?

তারি মাঝে হেন “আমিহ”-তিমির,

এ হেন মহতী আশা ?

না না—রে অবোধ, ও তো আশা মর,

ও যে মদীচিকা-দাঁধা;

আই তো শাপের পায়ের-সহরী;

সংসার-শাঙ্কের বাধা

(১) একটি বৃত্তের পরিধিকে ৩৬০ ভাগে বিভক্ত
করিলে, প্রতিটি ভাগকে অংশ বলে। এবং
এক অংশকে ৬০ ভাগ করিলে, প্রতিটি ভাগকে কলা
বলে, চিহ্ন অংশ বাচক, চিহ্ন কলা বাচক। "চিহ্ন
কলা বাচক।

ভালিয়া যায় ; আচার্য্যোপদেশ, পিতৃ-মাতৃ-
শুক্র-আদেশও অপহেলিত হয়। স্বনতই
সংসার-সুখের অঙ্গ, স্বনতই ভবের বাজারের
কড়ী, এক কথায়--স্বনতই মর্কস। পরমত
স্বমতের বিপরীত। আমরা যখন স্বমত-
বোধে পরমত আয়সাং করি, তখন তাহা
স্বমতই হইয়া যায়। তখন তাহাকে পর-
মত বলাই ভুল। যতদূর "পরমত" শব্দের
সার্থকতা, ততদূর তাহা স্বমত-বিরুদ্ধ বিষয়
বলিয়াই বোধ্য।

তর্থাপি পরমত একেবারে অবজ্ঞাত
বা অনাদৃত হওয়া শিষ্টতা-সঙ্গত নহে।
হৃদয়ে স্বমতের আসন অটল থাকুক,
প্রকাশে পরমতাবলম্বের বা পনের মতের
বিরুদ্ধে বাঙ্গ, বিজ্ঞপ, কুংসা, কোপ, কুভা-
ষণ প্রভৃতির সংযম সযত্নে সাধিতব্য। যে
দাস্তিক স্বনতসর্কস তাহা ভুলিয়া যায়,
বিজ্ঞজন-বিচারণার সে "অসভ্য" বিশেষণের
বিষয়ভূত। অসভ্যতা মাত্রই অবোধ পর-
মতোপেক্ষা ও স্বনতাত্তার ফল। আমরা
অনেক সময়ে চিন্তাসংবনের অভাবে ঐ সত্য
উপধাক্তি করিতে না পারিয়া, বাহিরে
"সভ্য" সংজ্ঞায় সুপরিচিত থাকিয়াই অন্তরে
সজ্ঞান-শ্রম্ভ্য হইতেছি।

পরমতের প্রতিকূলে বিশেষ বাড়াবাড়ি
করিতেই নাই। পরমত কখন স্বমত হইয়া
দাঁড়ায়, তাহারটো ঠিক কি? আবার
অন্তকার স্বমত কল্য পরমতে পরিণত হও-
য়াই বা বিচিত্র কি? সাহসের বহুপী-
সাজ কেবল বিজ্ঞিতে নহে, প্রকৃতিতেও
সেই "আজ" যে হিন্দু থাকিয়া পর-
মত বোধে ত্রাক-মতকে ব্যঙ্গ করিতেছে,

কাল সে-ই ত্রাক হইয়া বেদ-বেদান্ত কর্ম-
নাশার জলে নিক্ষেপ করিতেছে। আবার
চাটকি--পরম হরত খ্রীষ্টান হইয়া পাত্রী
গোহেবের পুস্তকবাহক সাজিতেছে। বিজ্ঞ-
জনের দৃষ্টিতে এইরূপ মুখস-বদল সংসার-
রঙ্গালয়ের প্রহসনাভিনয় মাত্র।

স্বমতের স্বতঃপ্রিয়তার কুসুম শরনে
নিশ্চিত হইয়া নিদ্রা বাগরা সুবিবেচনা-
সূচক নহে। পরমতের সংঘর্ষে স্বমতের
পরীক্ষা ও পরিমার্জনা প্রকৃতই প্রয়োজনীয়।
কোন স্বমতটি আগরণ অব্যাহত থাকিবে
পরমতের অপরিশ্রান্ত প্রতিঘাত পৌনে-
পুনোই তাহা প্রতীত হয়। তাই বলি-
তেছি, পরমত লইয়া বিরুদ্ধ বাপকতা
বাহুণীয় নহে। আবার স্বমত সাপায় করিয়া
"সাম্ভবস্ব ভূমিকম্প" করাও সুবুদ্ধি-সম্মত
নহে। অধুনা অন্বদীয় সভ্যতাভিমাত্রী—
শিক্ষাভিমাত্রী সমাজেও সময়সে সুবুদ্ধির
শোচনীয় সংহার পরিলাক্ষিত হয়।

একটি দৃষ্টান্ত দেখুন, ইদানীং যে সংবাদ-
পত্র মাজের পবিত্র আসন সময় সময় কবিন্দ
আসরে পরিণত হইতেছে, সে গরলোদগা-
রের কাঁজে সাহিত্যের সাধিক সজ্জীবতা ও
অনসিয়া বাইতেছে, স্বদেশসেবী বিজ্ঞজন-
নগ্নী কি তাহা বুঝিবেন না? বিরপেক্ষ
সমাজ-সেবা সংবাদ-পত্রের পবিত্র ব্রত ;
তাহাতে একরূপ স্বমত-পরমত-বিজ্ঞোহের
অবাধ-প্রশ্রয় বড়ই নৈরাশ্যপ্রদ। সংবাদপত্র
সমাজের মুখ স্বরূপ ; সেই মুখ যদি কেবল
মনুষ্টি মত—

"পারস্যমন্তকৈব পৈশুনাকাপি মর্কসঃ
অনস্বক প্রলাপচ বাঙ্ময়ঃ স্যাচ্চতুর্বিধ"।

এই:পার্বা, অনুষ্ঠ, পৈশ্চনা, অধ্বককল্পণপ
 রূপ চারি বায়র পাপেই অবিরত ক্রমা-
 গত কল্পিত হইতে থাকে, তবে মনের ছুঃপে
 সে মুখের "মুখে আশ্বন" বলিতে ইচ্ছা করে।
 যে ক্ষেত্রে মনে মনে "আপনার জন" ভাবিয়া
 আন্দার করিয়া—চঃখ করিয়া—চটা মনের
 কলা বলিতে ইচ্ছা হয়, আবার হয়ত সেই
 ক্ষেত্রেই—কখনবা মনের অঙ্ক-অঙ্কাতমারে
 একটু চেঃষামোদের—একটু 'মুখ-সামাগের'
 দর্শনতাও আসিয়া পড়ে। বলিতে কি,
 বর্তমান "মান-নাশ" বিভৌষিকার বিকট
 তাণ্ডবের মধ্যরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া
 লেখনী চালন করিতে হয়। যে কোন
 সামাজিক সংঘটনার সমালোচনার স্থলে ছ-
 কপা লিখিতে হইলে, লেখনীর মুখ, সংঘস,
 শিষ্টতা, বিনয়, মাধুর্য্য ঘরা সংস্কারের
 একান্ত প্রয়োজন। ফলে আমাদের অধিক
 কপা বলিবার নাই। দেশের সাধারণ
 নৈতিক "আব-হাওয়া" সংবাদপত্র ইত্যাদি
 ঘরাই অধিকাংশতঃ পরিচালিত ও পরি-
 স্ক্রিঃ হয়। অতএব তাহাতে নৈতিক স্বাস্থ্য-
 সংহারক স্বমত-পরমতের বিরোধ-বিপ্রক-
 জনিত বিষাক্ত আয়ুর্দ্রোহ বিসর্পিত হওয়া
 একান্তই অপেক্ষাজনক।

আমি বাহাতে স্বদেশ-হিতৈষিতা ভাবি,
 তুমি তাহাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ ভাব। আমি
 বাহা সমাজ-সংস্কার ভাবি, তুমি তাহা
 সমাজ-সংহার ভাব। আমি বাহাকে রাজ-
 ভক্তি বলি, তুমি তাহাকে রাজ-তোষামোদ
 বল। আবার আমি বাহাকে রাজ-সাहाয্য
 বিশ্বাস-করি, তুমি তাহাকে রাজ-দ্রোহ
 সন্দেহ কর। হরি! আমার মতে বাহা

স্বরূপবাহিতা, তোমার মতে তাহা দুর্শুখতা।
 বিলোমভাবেও ঐরূপ। তুমি ভাবতেজ-
 বিতা, আমি ভাবি ধুঃতা। তুমি সরুদয়তা,
 আমি তরাশয়তা; তুমি পরের চুঃ, আমি
 আপন মুখ; তোমার আশ্বাঃশাসদটুক,
 আমার মহারাজীর মুখ; তোমার হিতবাদ,
 আমার অহেতুবাদ; তে মার অমৃত, আমার
 গবল; তোমার আনন্দ, আমার বিবাদ।
 অধিক উদাতরণ অনাবশ্যক। ফলে এই
 ভাবেই স্বমত-পরমতের প্রবল প্রতিযোগ-
 প্রবাহ বহিয়া থাকে।

দেশের বিদ্বজ্জন-সমাজই দেশের বল।
 সেই বিদ্বজ্জন-সংগীল ঐ প্রবাহের এরূপ
 পুষ্টি-পঙ্কিল-প্রবহন নিতান্তই বিদাতার
 নিদারুণ অভিসম্পাত, সন্দেহ নাই। সবল,
 সমুন্নত ও সচৌব দেশে তহা তত অনিষ্ট
 কর নচে; বরং স্থলবিশেষে ঐহিক উন্ন-
 তির আংশিক আলম্ব স্বরূপুঃ হয়; কিন্তু
 এই দীন দুর্লভ দলিত দেশে মহ-বিরো-
 ধের অস্বর্পিবাদ ও উৎকট অস্বয়তা একা-
 স্তই আহিতকর।

এই মহ-বিরোধ-জনিত লজ্জাজনক
 আয়ুর্দ্রোহে সমাজ-শাস্তির হানি, সভ্যতাব
 হানি, জাতীয় স্বার্থ ও সম্মান হানি,
 অবশেষে সাহিত্যের হানি; হানি সর্বাধিক।
 আমরা যদি এইরূপ অবোধ আয়ুর্দ্রোহে
 ফের কুকুরেরও অধঃস্তামীয় হই, তবে
 আর আমাদের এই অধঃপতিত সমাজের
 কথাকিঃ পুনরুত্থানের আশাও তরাশা নাই।
 অনস্বয়তাই উন্নতি ও আনন্দের সিদান্ন;
 এই সারতম শিশুত্বের আমাদের গীতাদি
 শাস্ত্রে ভগবদুক্তিতেই বিধোষিত; অধঃ

তাগাদোষে—কর্মবশে আমরাই অধুনা সে
শিকার শোচনীয়ভাবে বঞ্চিত। ভগবান
কৃপা করিয়া তাঁহার পতিত ভারতকে
আবার সেই শিকার বল দিয়া উদ্ধার করি-
বেন, এই আশা লইয়া মরিতে পারিলেই
কৃতার্থ হইব।

শ্লোকঃ—

গণেশ-প্রাতঃস্মরণ- স্তোত্রম্।

প্রাতঃ স্মরামি গণনাথমনাথবক্ষুঃ
সিন্দুরপূরপরিশোভিতগণ্ডযুগুম্।
উদ্দণ্ডবিন্ম-পরিখণ্ডন-চণ্ডদণ্ড-
মাথণ্ডলাদি-স্মরণায় ক-বৃন্দবন্দ্যম্ ॥

অনাথ জনের যিনি বন্ধু অবিরল,
সিন্দুরে শোভিত ঝাঁর ছুটি গণ্ডমল,
প্রবল বিয়ের যিনি বিনাশ কারণ,
ইন্দ্রাদি দেবতা ঝাঁর করেন বন্দন,
প্রাতঃকালে শয্যা হ'তে গায়োথান করি,
সেই দেব গণেশের স্মরণ স্মরি।

প্রাতর্নামামি চতুরাননবন্দ্যমান-
নিচ্ছান্নিকূলমখিলং চ বরং দদানম্
তং তুন্দিলং দ্বিরসনপ্রিয়যজ্ঞসূত্রং
পুত্রং বিলাসচতুরং শিবয়োঃ শিবায় ॥

ব্রহ্মাণ্ড করেন ঝাঁর চরণ বন্দনা,
পূরণ করেন যিনি মনের বাসনা,
প্রধান করেন যিনি হস্ত কিছু বর,

ঝাঁর মত কেহ আর নাই লম্বোদর,
সর্প বজ্রস্বর ঝাঁর অতি প্রিয় মন,
বিবিধ বিলাসে যিনি দক্ষ বিলক্ষণ,
শঙ্কর জনক ঝাঁর, শঙ্করী জননী,
সুতরাং শিবময় বলি যাঁরে গণি,
প্রাতঃকালে শয্যা হ'তে উঠিয়াই আমি
সেই গণেশের পদ ভক্তিতরে নমি।

প্রীতর্ভজাম্যভয়দং খলুভক্তশোক-
দাবানলং গণ-বিভূং বরকুঞ্জরাম্যম্
অজ্ঞানকাননবিনাশনহব্যবাহ-
মুংসাহবর্দ্ধনমহং স্মৃতমীশ্বরস্য ॥

করেন অভয় দান যিনি অবিরল,
দহিতে ভক্তের শোক যিনি দাবানল,
যিনি দেব গণপতি, যিনি গজানন,
নরের উৎসাহ যিনি করেন বর্দ্ধন,
ঘোর অজ্ঞানতা-বন দাহনের তরে
অগ্নি সম একমাত্র যিনি এ সংসারে,
শিবের পরম প্রিয় পুত্র যিনি হন,
প্রাতঃকালে বন্দি সেই গণেশ-চরণ।

শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং সদা সাত্ৰাজ্য-
দায়কম্।
প্রাতরুথায়-সততং যঃ পাঠেৎ
প্রযতঃ পুমান্।
লভতে সকলান্ কামান্ ব্রহ্ম-
লোকে মহীয়তে ॥

প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া যে জন
এই তিন পুণ্য শ্লোক করে উচ্চারণ,
সাত্ৰাজ্যাদি কাম্য বস্ত্র তাগো তার রয়,
ব্রহ্মলোকে সমাদর তাহার নিশ্চয়।

চণ্ডী-প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্রম্।

প্রাতঃস্মরণি শরদিন্দুকরোজ্জ্ব-
লাভাঃ।

সদ্রত্নবৎসকলকুণ্ডলহারশোভাম্।
দিব্যাবুধোজ্জ্বলস্ননীলসহস্রহস্তাং
রক্তোৎপলাভচরণাং ভবতীং-
পরেশাম্ ॥

রত্ন-কুণ্ডল আর রতনের হার—
কর্ণে আর গলে ঘাঁর শোভে অনিবার ;
ধারণ করিয়া নিত্য দিব্যাজ সন্দর,
স্ননীল সহস্র কর ঘাঁর মনোহর ;
শরচ্ছত্র সম ঘাঁর উজ্জ্বল বরণ,
রক্তপদ্ম সম ঘাঁর স্নন্দর চরণ,
প্রাতঃকালে উঠি গেই পরম-ঈশ্বরী
চণ্ডিকার শ্রীচরণ মনে মনে স্মরি।

প্রাতঃস্মরণি মহিষাসুরচণ্ডী-
শুস্ত্রাসুরপ্রমুখদৈত্যবিনাশদক্ষাম্।
ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমুনিমোহনশীললীলাং
চণ্ডীং সমস্ত সুরমূর্ত্তিগর্নৈকরূপাম্ ॥

কিনা সে মহিষাসুর, কিবা চণ্ডীমুণ্ড,
কিবা শুস্ত্র, কি নিশুস্ত্র অসুর প্রচণ্ড,
কিবা আর আর যত ছুষ্ট দৈত্যগণ,
করিলেন রণে যিনি সবাবি নিধন ;
কিবা একা, কিবা ইন্দ্র, কিবা মহেশ্বর,
কিবা এই ত্রিভুবনে যত মুনিবর,
পরম বিচিত্র লীলা করিয়া ধারণ,
করেন তাঁদের যিনি মানস রঞ্জন,

যিনিই ধরেন সর্বদেবের মুরতি,
নানাকালে নানারূপে ঘাঁর অবস্থিতি,
প্রাতঃকালে শয্যা হাতে উঠিয়াই আমি
সেই চণ্ডিকার পদ ভক্তিভরেন-নামি।

প্রাতঃস্মরণি ভক্ততামভিলাষদাত্রীং
ধাত্রীং সমস্তজগতাং ছুরিতাপহস্ত্রীম্।
সংসারবন্ধনবিমোচনহেতুভূতাং
মায়াং পরাং সমধিগম্য পরস্যবিষেগাঃ ॥

করেন ভক্তের যিনি অতীষ্ট সাধন,
ধারণ করেন যিনি এই ত্রিভুবন,
সমস্ত পাপের যিনি নিধন কারণ,
সংসার-বন্ধন যিনি করেন ছেদন,
স্বয়ম্ বিষ্ণুও ঘাঁর পড়ি মায়াজালে—
হইয়াছিলেন বদ্ধ এই ভূমণ্ডলে,
প্রাতঃকালে উঠি গেই ত্রিলোকতারিণী—
পুজি আমি চণ্ডিকার চরণ ছুখানি।

শ্লোকত্রয়মিদং দেব্যাম্ চণ্ডিকায়াঃ
পাঠে মুরঃ ।
সর্বান্ কামান্বাপ্নোতি বিষ্ণুলোকে
মহীযুক্তে ॥

দেবী চণ্ডিকার এই পুণ্য-শ্লোকত্রয়
পাঠ করে যেই জন হইয়া তনয়, •
সমস্তই ভোগ্য বস্তু ভাগ্যে তার রয়,
বিষ্ণুলোকে সমাদর তাহার নিশ্চয়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ। :

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথমাধ্যায়, প্রথম আঙ্কিক।

(পূর্বাভূত)

জাগতিক পদার্থসমূহ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব, এই সাত ভাগে বিভক্ত বলিয়া বাখ্যাত হইয়াছে। এই বিভাগে অনেকে বিরুদ্ধবাদী আছেন। তাঁহারা শক্তি কিম্বা সাদৃশ্য প্রভৃতিকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া থাকেন। অগ্নি মধ্যে তৃণাদি প্রক্ষিপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ দগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু ঐ অগ্নির সহিত যদি কোন মণি-বিশেষের সংযোগ করা হয়, তাহা হইলে তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত বস্তুর আর দাহ হইতে দেখা যায় না, এ নিমিত্ত বলিতে হইবে যে, বহ্নিতে দাহের অন্তরূপ কোন শক্তি-বিশেষ আছে। মণি-বিশেষের সম্পর্কে ঐ শক্তির বিনাশ হয়। আবার যখন ঐ মণি-বিশেষকে অগ্নি হইতে অপসারিত করা হয়, তখন দাহিকাশক্তির পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে। এই শক্তি স্বরূপ কোন অতিরিক্ত পদার্থ। পদার্থ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও জাতি ইহাদের প্রত্যেকই এইরূপ সাদৃশ্য আছে। 'চন্দ্র সদৃশ মুখমণ্ডল' বলিলে মুখরূপ দ্রব্যে চন্দ্রের সাদৃশ্য বুঝায়। 'ঐরূপ কস্তুরীর গন্ধের ন্যায় গোলাপফুলের স্রাগ অতি মনোহর, এখানে গন্ধরূপ গুণে, বাত-মৃগগণ বায়ুর গতির ন্যায় দ্রুতগমন করে, এখানে গমনরূপ কর্ম পদার্থে এবং গোব্বের ন্যায় অশ্বজাতি নিত্য, এখানে জাতি পদার্থে, সাদৃশ্য-প্রতীতি সকলেরই হইয়া থাকে। বিশেষ, সমবায় ও অভাব

পদার্থেও নিঃশব্দাদিরূপে সাদৃশ্য জাতীত হয়। অনন্তরূপ নহে। ঐ সাদৃশ্য যে অভাব নর, অর্থাৎ ভাব পদার্থ, তাহা অনন্তব-
দ্বিক, অথচ উল্লিখিত ভাব পদার্থের মধ্যে কোনটাই সকল জাতীর পদার্থে থাকে না; এবিধায় সাদৃশ্য উহাদের কাটারও স্বরূপ নহে, সুরতাৎ অতিরিক্ত। এই আশঙ্কের সমাধান এই—দাহের প্রতি মণি-বিশেষ প্রতিবন্ধক—অর্থাৎ দাহের প্রতি যেমন বহ্নি একটা কারণ, ঐরূপ মণি-বিশেষের অভাবও আর একটা কারণ; সুরতাৎ যে স্থলে বহ্নি আছে, অথচ মণি-বিশেষ নাই, সেই স্থলেই উক্ত কারণ দ্বয় থাকে বিধায়, দাহরূপ কার্যটি জন্মে। আর যে স্থলে মণি-বিশেষ রহিয়াছে, সে স্থানে মণ্যভাবরূপ কারণ না থাকিতে দাহ জন্মে না। বহ্নিতে দাহিকা শক্তি আছে বলিয়া যে ব্যবহার হয়, তাহা ঐ দাহের কারণতা মাত্র, নতুবা মণি-সমবন্ধানে একবার দাহিকা-শক্তির নাশ হয়, মণির অপসারণে শক্ত্যন্তরের উৎপত্তি হয়, পুনর্বার মণি-বিশেষ যোগে ঐ শক্তির ধ্বংস হয়, পুনশ্চ মণ্যসারণে শক্ত্যন্তর জন্মে, এইরূপে অনন্ত শক্তির উৎপত্তি ও ধ্বংস কল্পনায় অতিশয় গৌরব হয়। সাদৃশ্যও অতিরিক্ত পদার্থ নহে, "তদ্ভিন্নশ্চে সতি তদগত ভূয়ো ধর্মবৎ সাদৃশ্যং" মুখমণ্ডলে চন্দ্রমার ভেদ এবং চন্দ্রগত আল্লাদকল্পরূপ ধর্ম আছে, ঐ আল্লাদজনকল্পরূপ ধর্মই 'চন্দ্রবদ্বুধ' ইত্যাদি স্থলে মুখে চন্দ্রের সাদৃশ্য; ইহা সর্বত্র এক নহে, স্থলভেদে পৃথক পৃথক। বাঁহারা সাদৃশ্যকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিতে

চাছেন, তাঁহাদেরও উহা দ্রব্য গুণ-কর্মাদি আশ্রয় ভেদে বিভিন্ন বলিতে হইবে, অন্যথা সকল পদার্থেই সকলের সমানভাবে সাদৃশ্য-ব্যবহারের আপত্তি হইতে পারে।

পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং
কালোদিগাত্মা মন ইতি

দ্রব্যানি ॥ ৫ ॥

পদার্থাঃ। পৃথিবী—কৃষ্ণিতর ভাগ—
অর্থাৎ বাহ্যতে গন্ধ আছে। আপঃ—জল,
বাহ্য অতঃসিক্ত দ্রব্য পদার্থ। তেজঃ—বহ্নি,
সূর্য্য-কিরণ ইত্যাদি—বাহ্যতে উষ্ণ স্পর্শ
থাকে। বাতাস, বাহ্য হইতে শ্বাস-প্রশ্বাস-
সাদি ক্রিয়া হয়। আকাশঃ—গগন, বাহার
গুণ শব্দ। কালঃ—সময়, বাহ্য হইতে
ঘোষ্ঠ্য-কনিষ্ঠ্য ব্যবহার হয়। দিক্—পূর্ন-
দক্ষিণ ইত্যাদি ব্যবহার সিক্ত, বাহ্য হইতে
দূরত্ব নিকটত্ব ব্যবহার হয়। আত্মা—
জ্ঞানের আশ্রয়—জীবাত্মা ও পরমাত্মা।
মনঃ—অস্তঃকরণ, অন্তরিত্রিয়, সুখ-দঃখাদি
প্রত্যক্ষের কারণ। ইতি—ইহাই।
দ্রব্যানি—দ্রব্য পদার্থ।

বস্তুার্থ। দ্রব্য পদার্থ সকল—কৃষ্ণিতর,
জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্,
আত্মা ও মন, এই নয় ভাগে বিভক্ত; অর্থাৎ
কৃষ্ণিতর, জলত্ব, তেজত্ব, বায়ুত্ব, গগনত্ব,
কালত্ব, দিক্‌ত্ব, আত্মত্ব, ও মনত্ব, এই নয়-
টিকে দ্রব্য বিভাজক ধর্ম বলে। তন্মধ্যে
গগনত্ব, কালত্ব ও দিক্‌ত্ব, এই তিনটি এক
ব্যক্তিতে গাত্র থাকে, এ জন্য ইহার জাতি
নহে; গগনাদি আশ্রয়ের স্বরূপ ধর্ম বিশেষ।
অবশিষ্ট ছয়টি জাতি পদার্থ।

তাৎপর্যার্থঃ। পৃথিব্যাদি নববিধ
পদার্থের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ গুণের
উৎপাদনে প্রাধান্য (সমন্বয়িকারণত্ব)
আছে। ঐ প্রাধান্য সূচনা করিবার মানসে
সূত্রে পদ সকলের অঙ্গমস্ত (সমাস না
করিয়া) নির্দেশ করিয়াছেন। ইতি শব্দের
অর্থ—অবধারণ। পৃথিবীত্ব প্রভৃতি নয়টি
ধর্মই দ্রব্যের বিভাজক, তদপেক্ষায় মনও
নহে, অধিকও নহে, ইহাই অবধারণের
বিষয়। যেখানে বিভাগ সূত্রে ইতি শব্দের
প্রয়োগ নাই, সেস্থলে তাহার সন্ধ্যাহার
করিয়া অবধারণ অর্থ বুঝিতে হইবে।

পৃথিবী বলিলে, সাধারণতঃ বাহার উপর
আমরা বসতি করি, তাহাকে বুঝায়; কিন্তু
এখানে কেবল সুলভাগই পৃথিবী-পদব্যাচ্য
নহে। বাহ্যতে পার্থিব পরমাণু-সমষ্টি
আছে, অর্থাৎ যে দ্রব্যে গন্ধ আছে, তাহার
নাম পৃথিবী। পাষণে সূহজতঃ কোন
গন্ধের উপলব্ধি হয় না সত্য, কিন্তু তাহাকে
দৃশ্য করিলে, তদীয় ভঙ্গ হইতে গন্ধ বহি-
র্গত হইয়া থাকে, স্তত্রাং পাষণে গন্ধ
আছে বলিয়া অনুমিত হইবে। বাহ্যতে
গন্ধের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ অথবা অনুমিতি হয়,
যথা মৃত্তিকা, প্রস্তর, মল্লবা, পশু, পক্ষী, কীট,
পতঙ্গ, তদ্র, লতা, ফল, পুষ্প, বস্তু ইত্যাদি
পার্থিব পরমাণু-সমুদ্ভূত দ্রব্য। জল পরি-
কৃত অবস্থায় থাকিলে, তাহাতে কোন
গন্ধের উপলব্ধি হয়নী। পরিষ্কৃত স্থানে
কোন সুগন্ধি দ্রব্য প্রক্ষিপ্ত হইলে, যেমত
তাহাই হইতে সুগন্ধের অনুভব হইয়া থাকে,
এরূপ পচা মৃত্তিকা প্রভৃতির সম্পর্কে দুর্ব-
ন্ধের উপলব্ধি হয়। বাস্তব জলে গন্ধ নাই।

এই প্রকার তেজ ও বায়ু গন্ধবিহীন পদার্থ। বায়ু গন্ধবিশিষ্ট পার্থিব অংশকে বহন করিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে যোগ করাইয়া দেয়, এজন্য গন্ধবহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব গন্ধ স্বরূপ ষড়ই ক্ষিতির একমাত্র পরিচায়ক বৃত্তিতে হইবে। অপ শব্দের অর্থ জল। যে সমস্ত বাষ্পরাশি গুণন-মণ্ডলে স্লেষাকারে পরিণত হয়, ঐ বাষ্প এবং শিশির, তুষার ও করকা, নিশ্চয় এ সমস্তও জলীয় পদার্থ। স্নেহ নামে জলে একটি বিশেষ গুণ আছে। ঐ স্নেহ দ্বিবিধ, প্রকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট। জলাশয়গত জলে অপকৃষ্ট স্নেহ থাকতে, ঐ জল অগ্নির নির্বা-পক হয়। আর তৈল মধ্যে প্রকৃষ্ট স্নেহ আছে, এ নিমিত্ত দহনের অন্তর্কুল হয়। অগ্নি, সূর্য্য, সূর্য্য, প্রভৃতি তৈজস পদার্থ শুরু ভাষর (বিজাতীয় শুরু) রূপই তেজের পরিচায়ক। তেজের অপর একটা বিশেষ গুণ উষ্ণ-স্পর্শ। সূর্য্য-মধ্যে ঐ উষ্ণস্পর্শ সূর্য্য সন্নিষ্ট পার্থিব অংশ দ্বারা স্তম্ভিত থাকায়, সম্যক উপলব্ধ হয় না। তৈজ পদার্থে শুরুত্ব (ভারত্ব) নাই। সূর্য্য-র্নের শুরুত্ব প্রতীতি হয়, তাহা তদুগত পার্থিব অংশের বৃত্তিতে হইবে। যেমন অল্প পরিমাণে কঁদম্ব কিম্বা মণী মিশ্রিত থাকিলে, জলের জলত্ব ব্যবহারের বাধাত হয় না, তদ্রূপ অত্যল্প পার্থিব অংশ সংমিশ্রণেও সূর্য্যের তৈজসত্ব ব্যাহত হইতে পারে না। সূর্য্যে যে অতিরিক্ত পরিমাণে তৈল-অংশ রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ এই যে, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অগ্নি সংযোগ করিলেও

আকার প্রথমতঃ অগ্নি-সংযোগোৎপন্ন

তাবলোর অপগম হয় না; পার্থিব পদার্থ শর্করাদি সেমত নহে। শর্করকে কোন পাত্রে সংস্থাপন করিয়া নিম্নদেশে বহিঃ সংযোগ করিলে, প্রথমতঃ তরল হয়, মত্যা, কিন্তু দীর্ঘকাল অগ্নি-সংযোগে সেই তরলতা আবার থাকে না, শেষে দৃঢ় হইয়া বিকৃত অবস্থা ধারণ করে। এইরূপ জলকে বিশেষ তাপ প্রদান করিলে, ক্রমশঃ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়; পরন্তু সূর্য্যের তাদৃশী অবস্থা ঘটেনা, এজন্য উহা যে তৈজস পদার্থ, ইহা নিশ্চিত। পার্থিব, জলীয় ও তৈজস পদার্থে উদ্ভূত (প্রত্যক্ষ বিষয়) রূপ ও স্পর্শ, এই দুই শ্রেণীর গুণ থাকতে, উহারা চক্ষু ও অগ্নি-ক্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে, সূতবাং পৃথিবাদি ভূত্বয়ে প্রত্যক্ষই প্রমাণ রহিয়াছে; তবে ইহাদের অণুভাগে মহত্ত্ব না থাকায় প্রত্যক্ষ হয় না। প্রত্যক্ষের প্রতি মত্বও একটা কারণ। বায়ু (বাতাস) পদার্থ অস্বাদাদির জীবন, অতএব বায়ু 'জগৎপ্রাণ' নামে অভিহিত হয়। বাতাসে শ্বেত-পীতাদি কোন রূপ নাই, এজন্য উহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে; তবে অগ্নিক্রিয়ের দ্বারা বায়ুর স্পর্শের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এবং বৃক্ষশাখাদির পরিচালন দেখিয়া বায়ুর অস্বাদমান স্বভাব হয়, ঐ অস্বাদমানই বায়ুতে প্রমাণ। আকাশ শব্দে নভোভাগকে বুঝায়। 'নভঃ' বলিলে সাধারণতঃ আমাদের উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু আকাশ সে কেবল উর্দ্ধদেশ অবলম্বন করিয়া, অবস্থিত, তাহা নহে, উহা ভূভাগের উপরি-অধঃসদা-পার্শ্ব-সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই আকাশ একমাত্র পদার্থ হইয়াও উপাধি-

(স্থান) ভেদে ঘটাকাশ—মঠাকাশ প্রভৃতি নানাবিধ আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া থাকে । কর্ণ-শঙ্কুস্বরূপ উপাধাভাস্বপ্ন আকাশভাগ শ্রবণেন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইয়া স্বকীয় বিশেষগুণ শব্দের প্রাবলিক প্রত্যক্ষ জন্মাইতেছে। শব্দাত্মক বিশেষ গুণই আকাশ-পদার্থের অন্ত্যমাপক । অনেকে হয়ত শব্দকে বায়ুর বিশেষ গুণ বলিতে চাহেন : বস্তুঃ শব্দের উৎপত্তিতে ও তাহার শ্রবণে বায়ুর উপযোগিতা রহিয়াছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহাবলিয়া শব্দকে বায়ু-সমবেত গুণ বলা যায়না । দেহাঘায়, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকের এক একটি ইন্দ্রিয় আছে । পার্থিব ইন্দ্রিয় নাসিকা হইতে গন্ধের প্রত্যক্ষ হয় । জলীয় ইন্দ্রিয় রসনা রস গ্রহণ করে । তৈজস ইন্দ্রিয় নয়ন রূপ-প্রত্যক্ষের সাধক হয় । বায়বীয় ইন্দ্রিয় ত্বক্ স্পর্শের প্রত্যক্ষ জন্মায় । ঐরূপ আকাশের ইন্দ্রিয় শ্রবণ শব্দের প্রত্যক্ষানুভূতি জন্মাইয়া থাকে । ঘ্রাণ-রসনা প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয়গণ প্রত্যেকে পৃথক পৃথক ভূতোপভাবী হইয়া পৃথক পৃথক গুণের প্রত্যক্ষ জন্মাইতেছে । নাসিকা বেসত রসের গ্রহণ করেনা, অথবা রসনার গন্ধ গ্রহণে সামর্থ্য নাই, সেইপ্রকার বায়বীয় ভূগিন্দ্রিয় কখনও শব্দের প্রত্যক্ষ করিতে পারেনা, কিম্বা শ্রবণেন্দ্রিয়েরও স্পর্শের প্রত্যক্ষে অধিকার নাই, সুতরাং শ্রবণেন্দ্রিয় বায়বীয় নহে, এবং শব্দ-গুণও যে বায়ুর নহে, ইহা অসম্ভবসিদ্ধ । আকাশ পদার্থের অস্তিত্ব বিষয়ে যুক্তি-প্রমাণাদি উত্তর গ্রাছে বিশেষ রূপে প্রকটিত হইবে । কাল নামক পদার্থ হইতে মনুষ্যাদির পরস্পর জ্যেষ্ঠত্ব-কনিষ্ঠত্ব

বাবহার হয় । জগতের আবার স্বরূপ এক-মাত্র কালকে উপাধি (স্বর্গের ক্রিয়াদি) ভেদে ক্ষণ, দণ্ড, দিনা, রাত্রি, মাস, মনুষ্যের প্রভৃতি নানাক্রমে বিভক্ত করা হইয়া থাকে । দিক্ পদার্থ থাকিতে দ্রব্যাদির অপেক্ষাকৃত দূরত্ব নিকটত্ব বাবহার হয় । কলিকাতা হইতে বৈদনাথ অপেক্ষা করিয়া কাশীক্ষেত্র অধিকদূরে অবস্থিত, অথবা কাশী হইতে কলিকাতা অপেক্ষা করিয়া বৈদনাথ সমীপবস্থিত, এই প্রকার বাবহারের প্রতি দিকই কারণ । এই দিক্ পদার্থ প্রাচীন অবাচী, প্রতীচী, উদীচী (অর্থাৎ পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর) প্রভৃতি নানা আখ্যায় (স্থানভেদে) আখ্যায়িত হইয়া থাকে ।

আত্মা দ্বিবিধ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা । উভয় আত্মাই জ্ঞানের আশ্রয় । তন্মধ্যে পরমাত্মার জ্ঞান নিত্য । জীবাত্মা নানা, মনুষ্যাদি প্রত্যেক শরীরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত । এই জীবাত্মা সকল প্রত্যেকে নিজ নিজ শরীরস্থ ইন্দ্রিয়াদির পরিচালক হইয়া ঐ ইন্দ্রিয়াদি জনিত ক্ষণিক জ্ঞানের আশ্রয় হইয়া থাকে । ন্যায় ও বৈশেষিক মতে ঈশ্বর পদ বাচ্য পরমাত্মাই জগতের সৃষ্টি স্থিতি-বিনাশের একমাত্র কর্তা । কৃষ্ণালের কৃতি (যন্ত্র) ক্রমশঃ বৈশিষ্ট্য ঘটের উৎপত্তি হয় কিম্বা তত্ত্ববায়ের কৃতি হইতে বস্তু জন্মে, সেইরূপ ঈশ্বরের কৃতি হইতে ক্ষিত্যকুর বিশেষের (যাহা অস্মদাদি জীব-কৃতি-সমুদ্ভূত নহে, অথচ জনা, তাহাদের) উৎপত্তি হইয়া থাকে । ঈশ্বর ও জীবের অস্তিত্ব, ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব ও জীবের দেহাধাতিরিক্তত্বাদি বিষয়ে অগ্রিম গ্রাছে

শিচার পূর্বক অমুমানাদি প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে। মনকে অস্তরিক্সর বলে। চক্ষুরাদি বহিরিক্সর হটতে যেমত বাহ্য ঘট-পটাদি দ্রব্যাজাত ও তাহার রূপাদি গুণের প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ অস্তরিক্সর মন হইতে শরীরাত্মস্থরস্থ জীবগত স্থখ-দুঃখাদিগুণের আশ্রয় রূপে জীবাত্মার মাংস-প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মন অতি সূক্ষ্ম দ্রব্য, উহা প্রত্যেক জীব-শরীরে ভিন্ন ভিন্ন। জীব যখন স্বকীয় কর্ম ফল (অদৃষ্ট) বশতঃ এক শরীর পরিত্যাগ পূর্বক শরীরাত্মর গ্রহণ করে, তখন মন জীবের অমুদর্শী হইয়া দেহাত্মের প্রবেশ করতঃ সেই নূতন দেহে জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি জন্মাইয়া থাকে। পৃথিবী হইতে নর্ন পর্যন্ত যে নয় প্রকার দ্রব্যের এ স্থানে উল্লেখ করা হইল, ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ উত্তরোত্তর প্রকাশিত হইবে। সাংখ্যাচর্চার্গগণ দ্রব্য পদার্থের উপরোক্ত নয় ভাগে বিভাগ করাকে অসঙ্গত বোধ করেন। তাঁহাদের মতে তমঃ (অন্ধকার) নামে আর একটা দশম দ্রব্য আছে। অন্ধকারে কালিমা রূপ আছে বলিয়া প্রতীতি হয় এবং দুব হইতে আলোক আমিতেছে দেখিলে, প্রতীতি হয় যে, অন্ধকার রাশি দূরে সরিয়া বাইতেছে। কালিমা, বর্ণ ও চলন ক্রিয়া দ্রব্যে ভিন্ন অন্যত্র থাকে না, এ নিমিত্ত অন্ধকারকে অবশ্য দ্রব্য বলিতে হইবে, কিন্তু উহা ক্ষিতি নহে, যেহেতু অন্ধকারের কোন গন্ধ নাই। তাহা জল নহে, কারণ তৈজস উহাতে নাই। উহা তৈজসনহে; কারণ তৈজস পদার্থ হইলে, উহাতে উষ্ণ-তাপর রূপ ও উষ্ণ স্পর্শ থাকিত

এক উহা বারুও নহে, কারণ বায়ুর কোন রূপ নাই। কালিমা বর্ণ থাকতে, অন্ধকার আকাশাদি দ্রব্যাত্মগতও হটতে পারে না; সুতরাং অতিরিক্ত দশম দ্রব্য, ইহাই সাংখ্যা-চর্চার্গাদিগের দিক্কাঙ্ক। এই স্থলে ন্যায় ও বৈশেষিক আচার্যেরা বলেন যে, কল্প পদার্থের দ্বারা উপপত্তি হইলে, অতিরিক্ত পদার্থ কল্পনা করা কদাচ সঙ্গত হইতে পারে না। যে স্থলে তেজের একান্ত অসম্ভাব, সেই স্থানেই বস্তুতঃ অন্ধকার-প্রতীতি হইয়া থাকে, এ নিমিত্ত অন্ধকার তেজের অভাব মাত্র, অতিরিক্ত পদার্থ নহে। রাজিকালে গৃহ হইতে বক্ষ্ম আলোকমাগাকে অপসারিত করা হয়, তখন বোধ হয়, যেন অন্ধকাররাশি আমিয়া গৃহ-প্রাঙ্গন আসৃত করিল। ইহা বস্তুতঃ অন্ধকারের গতি নহে। যেমত নৌকার গতি হইতে নৌকাই পুরুষের নিকট তীরস্থিত পদার্থ নিচয়ের চলন প্রতীতি হয়, সেইরূপ বাস্তবিকপক্ষে আলোকের অপসারণ প্রযুক্ত অন্ধকারের আগমন প্রতীতি হইয়া থাকে। এই প্রকারে অন্ধকারে কালরূপ আছে বলিয়া জন-সংধারণের ভ্রান্তি-বুদ্ধি জন্মে; নতুবা যখন নয়নদ্বরকে মুদ্রিত করা যায়, তখনও কি এক বিভাতীর অন্ধকার পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে। চক্ষুর মুদ্রিতাবস্থায় ঐ অন্ধকার পদার্থ আমাদের কোন্ ইন্দ্রিয়ের গোচর? অবশ্য বলিতে হইবে যে, কোন ইন্দ্রিয়েরই নহে, অথচ এক প্রকার অন্ধকার প্রতীতি হওয়া অমুভবদিক্কা; সুতরাং উহা দশম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অতএব হির

হইতেছে যে, দীপালোক, সূর্য্যাকরণ, চন্দ্রের স্নোৎস্না প্রভৃতি তেজোরশ্মি নিজের প্রকাশক হইয়া অন্য পদার্থেরও প্রকাশক হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত স্ব-পর-পাকশুক তেজের সামান্যভাবই বস্তুতঃ অন্ধকার পদার্থ। কান্দলী কারুনামে প্রসিদ্ধ পুরাতন আয়ুর্কার, অন্ধকারকে ক্ষিতি পদার্থের অস্ত-ভূতি বণেন। তাঁদের মতেও জব্য পদার্থের পৃথিব্যানি নববিদ্যের ব্যাধিত নাহি। সূত্রোক্ত পৃথিবী প্রভৃতি মনঃ পূর্বাণ্ড নববিধ পদার্থের উপর জব্য নামক একটা জাতি আছে, তাহাতে উক্ত সকলেই জব্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়। সকল জব্যই সংযোগ ও বিভাগেব সমবায়িকরণ হইয়া থাকে। এমন কোন জব্য নাহি, যাহাতে কোন মনের সংযোগ কিবা কোন মনের বিভাগের উৎপত্তি না হয়; এ নিমিত্ত যাবতীয় জব্যে যে সমবায়িকরণতা আছে, জব্যে জাতি ঐ কারণতার অবচ্ছেদক। কারণতার অবচ্ছেদক বলিলে, কোন ধর্ম্ম-বিশেষকে বুদ্ধিতে হইবে। যে ধর্ম্মবিশিষ্টী থাকিলে কার্য্য জন্মে এবং যে ধর্ম্মবিশিষ্টী না থাকিলে কার্য্য জন্মে না, সেই ধর্ম্মের নাম কারণতাবচ্ছেদক। জব্য (জব্যবিশিষ্ট) থাকিলে সংযোগ জন্মিতে পারে, না থাকিলে সংযোগও জন্মে না, এনিমিত্ত সংযোগ রূপ কার্য্যের প্রতি জব্য কারণ এবং জব্যে, কারণতার অবচ্ছেদক হইয়াছে; এই অবচ্ছেদকতা জাতি পদার্থে স্বীকার করা সম্ভব হইলে লাঘব হয়। কারণ এইটা জব্য, এইরূপ জ্ঞান হইতে গেলে, জব্যে জব্যেব স্বরূপতঃ জ্ঞান হয়;

অর্থাৎ জব্যেব উপর আর কোন পদার্থের ভাণ হয় না। এই স্বরূপতঃ ভাণী জাতি পদার্থে হইয়া থাকে; সূত্রবাং জাতির যে কারণতাবচ্ছেদকতা থাকে, তাহা নিরব-চ্ছিন্ন হয়; এ নিমিত্ত সংযোগ কিবা বিভাগের সমবায়ি কাণতাবচ্ছেদক হইয়াছে বিষয়, জব্য নামক জাতি গিদ্ধ হইয়াছে।
(ক্রমশঃ)

সাংখ্যদর্শন ।

(পূর্ব্বানুরূত)

(ঐশ্বরকৃষ্ণকৃত কারিকা।)

২৫

সাংখ্যিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে-
বৈকুতাদহঙ্কারাৎ ।

ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ সতামসতৈজ-
সাত্ত্বরং ॥

পদগাঠঃ । সাংখ্যিকঃ । একাদশকঃ ।
প্রবর্ত্ততে । বৈকুতাৎ । অহঙ্কারাৎ । ভূতাদেঃ
তন্মাত্রঃ । সঃ । তামসঃ । তৈজসাৎ ।
উত্তরং ।

ব্যাখ্যা । সাংখ্যিকঃ—স্বাংশকার্য্য ।
(সবশুণসম্পন্ন) । একাদশকঃ—এগারটা-
ইন্দ্রিয় । (পঞ্চ কশ্মেদ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়,
ও মন) । প্রবর্ত্ততে—উৎপন্ন হয় । বৈকুতাৎ—
বৈকুত অর্থাৎ সাংখ্যিক হইতে । অহঙ্কা-
রাৎ—অহঙ্কার হইতে । ভূতাদেঃ—তামস-
ভাগ হইতে । (ভূতগণের আদি অর্থাৎ কারণ
অহঙ্কারের তামসাংশ হইতে । তন্মাত্রঃ—
স্বল্প পঞ্চভূত । স—সে । (ভূতাত্ত্বিক) ।

তামসঃ—“তামস”নামে পরিচিত। তৈজস্যাং রাজস (অহঙ্কার) হইতে। উভয়ং—পূর্কোক্তগুণদ্বয়। (জগিয়াছে)।

বস্তুর্গা, একাদশেশক্রিয় অহঙ্কারের সাত্ত্বিকাংশ-কার্য্য; স্তরং তাহারা সাত্ত্বিক। তামসাংশ হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। তাহারাও তামস নামে বিখ্যাত। রাজস অহঙ্কারের কার্য্যদ্বয়। (পূর্কোক্ত সত্ত্বাংশ কার্য্য এবং তামসাংশকার্য্য, এততভয়ই রাজসাংশের কার্য্য।)

বিশদার্থাখ্যা। এই জড়জগৎ কেবল মাত্র স্তম্ভনয়ের বহুবিধ নিকার দই আর কিছুই নয়। জগতের মূলকারণ অব্যাক্তকে যখন সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ, এই তিন-ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তখন সমগ্র সৃষ্টির তিনভাগে বিভক্ত হইল, একথা বলিবার বিশেষ আবশ্যিকতা দেখিনা। অহঙ্কারের ভাগত্রয় আছে, কেননা উহা প্রাকৃত। তিনভাগের কার্য্য আবার তিনজাতীয়। সাত্ত্বিকাংশের ও তামসাংশের দ্বারা আমরা জাগতিক জিনিসের সংখ্যা একরূপ শেষ করিতেই পারিলাম। আণবিক জগৎ তন্মাত্র হইতেই আবিষ্কৃত হইল। অপর সনঃশক্তি, ও ইন্দ্রিয়শক্তি থাকিলেই সৃষ্টির-রচনা ও ব্যবহার নিষ্পত্তি অব্যাহত। রাজসাংশের সত্ত্ব কার্য্য নাই। সত্ত্বাংশ ও তমোংশ-কার্য্যে সহায়তা করাই রাজসাংশের কার্য্য। সত্ত্ব ও তমঃ অক্রিয়, রজোগুণ উহাদিগকে চালিত করে। অতএব উভয়ের কার্য্যই রজোগুণের বলা যাইতে পারে। এখানে “সাত্ত্বিক একাদশকঃ” শব্দের বিজ্ঞানভিক্ষুর অতিমত অর্থ মন। তিনি বলেন, একাদশের পূরণ মন একাদশক

এবং সত্ত্বাংশ কার্য্য। যাহা দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের একাদশ সংখ্যাপূর্ণ হইয়াছে, তাহা মন ভিন্ন আর অন্য হইতে পারে না। অথবা “একাদশকঃ” অর্থ এগারটা, কিন্তু তাহা দশেশক্রিয় ও মন, এই কয়টা নয়। দশেশক্রিয়ের দশটা অপিত্তাত্ত্ব দেবতা ও মনঃ, এই এগার। তিনি ইন্দ্রিয়কে সাত্ত্বিক কার্য্য বলেন না, কেবল মনকেই বলেন। “তৈজসাত্ত্বভয়ং” ইহার অর্থ তিনি বলেন, রাজসাহঙ্কারের কার্য্য; দশেশক্রিয়, জ্ঞান-কর্মেন্দ্রিয়-ভেদে দুই প্রকার, তাহার পক্ষে “রাজসানৌন্দ্রিয়ান্যেব সাত্ত্বিকঃ-দেবতামনঃ”, এই বাক্য প্রমাণ। বাগাদি দশেশক্রিয়ের অধিত্তাত্ত্বদেবতা দশজন, যথা, দিত্যাত্ত্বক প্রচেতোহাশ্ববহ্নীজ্রোপেন্দ্রমিত্র “কাঃ”। তাহারা সাত্ত্বিকাহঙ্কারের কার্য্য হইতে বাধা নাই। দশেশক্রিয়ের রাজসভাব অসুভব-বিরুদ্ধও নহে। বাচস্পতি মহাশয় স্বমতের বাখ্যায় কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ অথবা উপযুক্ত অসুভব গাইয়াছেন কিনা, জানা যায় না, তবে তিনি সে কথার কোন উল্লেখ করেন নাই। তাহার ব্যাখ্যায় আনাদিগকে চিহ্নিত করিয়াছে, মনেহ নাই।

২৬

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃ শ্রোত্র-
স্রোত্রসন স্রোত্রাণি।

বাক্‌পাণিপাদপায়ুপস্থানি
কর্মেন্দ্রিয়াণ্যাছঃ।

পদপাঠঃ। বুদ্ধি—ইন্দ্রিয়াণি। চক্ষুঃ—
শ্রোত্র—স্রোত্র—রসন—স্রু—আখ্যানি।
বাক্—পাণি—পাদ—পায়ু—উপস্থানি। কর্ণ-
ইন্দ্রিয়াণি। আঁহঃ।

ব্যাখ্যা। বুদ্ধীক্রিয়াণি—বুদ্ধি জনক অর্থাৎ জ্ঞানোৎপাদক ইক্রিয়। চক্ষুঃশ্রোত্র ঘ্রাণ রসনভগাথানি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ভৃক্ নামে অভিহিত। বাক্‌পাণিপাদ-পায়ুপস্থানি—মুখ, হস্ত, পদ, মলাপসারক ও শ্রেত্রাবনিঃসারক। (ইহাদিগকে) কর্মো-ক্রিয়াণি-কর্মোক্রিয় অর্থাৎ (বাক্যকথন, চলন, মনভাগ, মূত্রভাগ, এই পঞ্চকর্ম করে বলিয়া) কার্যজনকেন্দ্রিয়। (ইহারা চক্ষু-রাদির ন্যায় দর্শনাদি জ্ঞান নিস্পাদন করে না) আহঃ—পলিয়া থাকেন। (প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রাভিহিত বিদ্যমণ্ডলী)।

বঙ্গার্থঃ। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ভৃক্, এই পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত, পদ, মুখ, পায়ু, উপস্থ, ইহারা কর্মোক্রিয়।

বিশদব্যাখ্যা। দর্শনাদি জ্ঞানবিশেষ এবং আদানাদি ক্রিয়াবিশেষ বলিয়াই জ্ঞান-কর্মোক্রিয়ের পার্থক্য-প্রতীতি হয়। সাত্ত্বিক একাদশটীর কথা (বাচস্পতিমতে) বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই কারিকার বাহ্যেন্দ্রিয় দশটিকে দেখাইয়া, পর কারিকার মনের বিষয় ও তাহার ধর্মাদি বিস্তারিত-রূপে প্রদর্শিত হইবে।

২৭

উভয়ান্নকমত্রাণনঃ সঙ্কল্পকমিন্দ্রিয়-
ঞ্চসাবশ্ম্যাং ।

শুণপরিণাম-বিশেষাম্নানাং বাহ্য-
ভেদাশ্চ ॥

পদপাঠঃ। উভয়—আয়ুকং। অত্র। মনঃ। সঙ্কল্পকং। ইক্রিয়ং। চ। সাধর্ম্যাং। শুণপরিণাম-বিশেষাৎ। নানাং। বাহ্য-ভেদাঃ। চ॥

ব্যাখ্যা। উভয়ান্নকং—জ্ঞানসাদন ও কর্মসাদন, এই উভয় প্রকার। অত্র—এখানে (একাদশটীর মধ্যে) মনঃ—অন্তঃ-করণ। সঙ্কল্পকং—সঙ্কল্পধর্মকং। ইক্রিয়ং ইক্রিয়—অর্থাৎ জ্ঞান-ক্রিয়ার-কারণ। চ—ও। সাধর্ম্যাং—সাধারণ-ধর্মতা হেতু। শুণ-পরিণাম-বিশেষাৎ—শুণগণের--পরিণামের ভেদ নিবন্ধন। নানাং—বহুত্ব। বাহ্যভেদাঃ—(যেমন) ঘট-পটাদি বহুবিধ ভেদ। চ—এবং। বাহ্য ভেদাঃ এই অংশটুকু দৃষ্টান্তার্থ। যদ্বপ শুণ-পরিণামবিশেষ বশতঃ ঘট-পটাदि-নানা প্রকার বাহ্যভেদ অল্পভূত হয়, এখানেও তাহাই, অর্থাৎ এক সাত্ত্বিকাহঙ্কারের একাদশটা কার্য (বাচস্পতি-মতে একা-দশেক্রিয় ও বিজ্ঞানচাচের মতে দশ দেবতা ও মন) হইতে পারিয়াছে।

বঙ্গার্থঃ। মন, জ্ঞান ও কর্ম, এই উভয় নিস্পাদক। সঙ্কল্প তাহার অসাধারণ ধর্ম। অপরাপর ইক্রিয়ের অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মো-ক্রিয়ের সহিত (জ্ঞান-করণত্ব ও কর্মসম্পা-দকর্ত্ব, এই ধর্মদ্বয়) সমান বলিয়াও উহা ইক্রিয়। শুণের পৃথক পৃথক পরিণাম বশতঃ যেমন বাহ্য ঘটাদি পদার্থের নানাপ্রকারতা সিদ্ধ হয়, একই মনের সাত্ত্বিকাহঙ্কার সেই রূপ বহু কার্য অর্থাৎ এগারটা কার্য হইতে পারিল।

বিশদব্যাখ্যা। জ্ঞানেন্দ্রিয়ই হউক, আর কর্মোক্রিয়ই হউক, সকলেরই স্বকার্য সাধনে মন মহাশয়ের অল্পগত প্রার্থনা করিতে হয়। যদি কখনও চিন্তাকুল-চিত্তে কোনও ব্যক্তি তাঁদের দিকে চাহিয়া থাকেন, তবে তিনি চক্রেণ দর্শনজ্ঞান সম্পূর্ণকারে

লাভ করিতে পারিবেন না। বাহ্যে স্ক্রিয়বর্গ মনের নিকট পদার্থ-প্রতিবিম্ব উপস্থিত করে; মন তাহা বুদ্ধির কাছে, ইত্যাদি প্রকারে সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়। মন যদি অগ্র কার্যে ব্যাপ্ত থাকে, তবে সে ঐ প্রতিবিম্ব গ্রহণ করেনা। অল্পভব আছে, সকলেই নগেন, অল্পমনস্ক ছিলাম বলিয়া দেখি-নাট, শুনি নাট, ইত্যাদি। অতএব উভয় কাণ্য মন সহকারেই হইতে থাকে, স্তত্রাং মন উভয়ায়ক। সংকল্প মনের অসাধারণ ধর্ম; অসংকরণ সঙ্কল্প-বলেই স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ সংকার্যাবাদা সাংখ্যাচার্য্যগণের নিকট বেদব্যাক্য বাতীত, মনঃসাপেক্ষ প্রমাণ সংকল্পই আছে। পূর্বকালের পণ্ডিতেরা পদার্থতত্ত্বনির্ণয় করিতে গেলে সঙ্কল্পকে মনোধর্মই বলিয়াছেন। বাশিষ্ঠ-মহারামা-য়ণে কবি-কোকিল বাস্মীক মহোদয় পঞ্চমে তান তুলিয়া প্রাণের প্রবল আবেগ জানাইতে গাহিয়াছেন, যথা—

সঙ্কল্পনং মনোবিক্রি সঙ্কল্পারহু স্মিচ্ছতে ।

যত্র সংকল্পনং তত্র মনোহস্তী ভাবগমাতুং ॥

আচার্য্যগণের হৃদয়ের বন অনন্ত জ্ঞানের আকর বেদ গভীর শান্ত-স্বরে প্রচার করিতেছেন,—“কানঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাহ্রদ্ধা স্থিতিবধ্বতির্নী ভীত্বীরিতোতং সর্বং মন এবা” সকল ইঞ্জিরই মনের সমান ধর্মবিশিষ্ট। এই সাধর্ম্য বাচস্পতি মিশ্র মহাশয়ের মতে সাহ্বিকাহঙ্কার কাণ্যত্ব; অপরের অভিপ্রায়ানুসারে জ্ঞান-কর্ম্মনিষ্টি-দকত্ব। সাংখ্যাশাস্ত্রকারগণের মতে মন মধ্যম-পরিমাণ এবং পারমার্থিক অনিত্য। এই মনকেই নৈয়ারিক পণ্ডিতেরা অণুপ-

রিমাণ ও নিত্য বহুেন। তাহারা অক্ষুমানাদি বুদ্ধির সাহায্যাবলম্বন পূর্বক ঐরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। কপিলের মতে পরম প্রমাণ শ্রুতি।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্কেস্ত্রিয়াণিচ ।

এং বারুর্জোতিরাপশচ পৃথ্বী বিশ্বম্যা ধারিণী ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ, ২। সু ১ খ ৩ শ্লোক।

বেদাস্তবাদীরাও মনকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহেন। বস্তুতঃ সে সকল সাম্প্রদায়িকতায় আমাদের সম্বন্ধ নাই। এক বুদ্ধিকা হইতে শরাব-ঘট-প্রকারাদি নানাবিকার প্রবর্তিত হইয়া থাকে।

২৮

শব্দাদিমুপক্ষানামালোচন-
মাত্রমিম্যতে বৃত্তিঃ ।

বচনাদানবিররণোৎসর্গানন্দাশচ-
পক্ষানাং ॥

পদপাঠঃ । শব্দাদিমুপক্ষানাং আলোচ-
নমাত্রং । ইষাতে । বৃত্তিঃ । বচন-আদান-
বিররণ-উৎসর্গ-অনন্দাঃ । চ । পক্ষানাং ।

.. বাখ্যা । শব্দাদিমু—শব্দস্পর্শরূপস-
গন্ধ, এই পাঁচ পদার্থে । পক্ষানাং—পক্ষ-
জ্ঞানেঞ্জিরের অর্থাৎ যথাক্রমে শ্রোত্র-স্বক-চক্ষু-
রসনা ও নাসিকা, ইহাদের আলোচনমাত্রাং-
অন্যোচনা অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিত
ভাবের জ্ঞানবিশেষ। ইষাতে—ইচ্ছা করেন।
বৃত্তিঃ—বৃত্তি বলিয়া। বচনাদানবিররণোৎ-
সর্গানন্দাঃ—কথাবলা, গ্রহণকরা, মলপরিষ্কার-
করা ও রতিস্বত্বসম্ভোগ, এই সকল। চ—ও ।
পক্ষানাং—অপর পাঁচটির অর্থাৎ কর্মে-
ঞ্জিরগণের। (বৃত্তি ।)

বস্বাখ্যঃ। শব্দাদিপঞ্চকের আলোচন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও বচনাদি কর্মপাচটী কর্মে-
ন্দ্রিয়ের বৃত্তি।

বিশদব্যাখ্যা। এ শ্লোকের বিষয়গুলি
বারম্বার বলা হইয়াছে। এখানে আলোচন
জ্ঞানের কথা বিশদরূপে বলা উচিত।

জ্ঞান্দিহ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্দিকল্পকং।
বালমূকাদিবিজ্ঞানং সদৃশং মুখং বস্তুজং ॥

ততঃপরং পুনর্বস্তুবর্ষৈর্জ্ঞাতাদিভিঃ ॥

বুদ্ধ্যাত্তবদীয়তে সাহি প্রত্যক্ষেন্দ্রেন মনুহা ॥

ইহাই পূর্বার্চ্যা কথিত আলোচন-
জ্ঞানের স্বরূপ। আলোচন-জ্ঞানে বস্তুর
জ্ঞাতিধর্মাদি বিশিষ্ট প্রতীতি জন্মে না।
জাতি অথবা অপর্যাপর বস্তুধর্মগুলি এখানে
একই জ্ঞানে আভাত হয়, কিন্তু পরস্পরের
বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যবাব অবগাহন করে না। এই
জ্ঞানকে আরাচাণেরা নির্দিকল্পক বলিয়া
থাকেন। ইহাতে দিকল্প অর্থাৎ জাতি-
বাস্ত্যাদির বিশিষ্ট্যবাব অমুভবগোচর হয়
না। বিশিষ্টজ্ঞান হইতে গেলে বিশেষজ্ঞান
থাকা চাই, সূত্ররং বিশিষ্ট প্রতীতির
পূর্বে ঐরূপ নির্দিকল্পক স্বীকার করিতে
হয়। ঐ জ্ঞান অক্ষুট, উহাতে অমুভব
এই যে, অনেক সময় আমাদের একরূপ
অনেক জ্ঞান হইতে পারে, যাহার প্রকা-
রাদি আমরা বিশেষরূপে বলিয়া উঠিতে
পারিনা। বিশেষ কোনও কারণে ঐ জ্ঞান
সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। ঐ জ্ঞানের পদার্থ
সম্মুখ অর্থাৎ জ্ঞানে প্রতিভানিত হইবার
প্রকৃষ্ট যোগ্যতারহিত—বালকের জ্ঞানের
মত। অতি বালকের জ্ঞান একরূপ হয়,
দে তাহার প্রকার অর্থাৎ বিশেষণাঃশাদি

ক্ষুটরূপে অবগত হইতে পারে নাই। এই
জ্ঞান যে নির্দিকল্পস্থানীয় অথবা নির্দিক-
ল্পক, তাহার প্রমাণ শ্লোক হ' "নির্দিকল্পক"
এই অংশটুকু। ঐ জ্ঞান যে মূর্খবিকল্পক
জ্ঞানের পূর্বে জন্মে, তাহার শক্তি পূর্বে
প্রদর্শিত হইয়াছে, বর্তমানে শাস্ত্রীয় প্রমাণও
দেওয়া যাইতেছে; যথা,—

সম্মুখং বস্তু নাভস্তু প্রাগ্মুখকৃত্যধিকল্পিতং।
তৎ সামান্য বিশেষাভ্যাং কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ ॥

এখানে সম্মুখবস্তুগ্রহণই আলোচন।

“অধিকল্পিতং” এই পদ দ্বারা ইহার নির্দিক-
ল্পকতাও বলা হইয়াছে। সামান্য জাতি
ও বিশেষ ব্যক্তি, ইহাদের বিশিষ্ট বোধই
সধিকল্পক। জাতি বলাতে সধিকল্পকে
অপর গুণ-ক্রিয়াদির কথাও বলা হইয়াছে।
বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন “বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং
সম্মুখ-বস্তুবর্ষণমালোচনং” শব্দাদি বিষ-
য়ের এই সম্মুখ গ্রহণই অ্যাপাততঃ জ্ঞানে
ক্রিয়ের কার্য। পরে মনের ও বুদ্ধির কার্য
হইলে সম্পূর্ণ নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে। কর্মেন্দ্রিয়
পাচটীকে অনেকে ইন্দ্রিয় বলেন না তাহা-
দের মতে ইন্দ্রিয় ঙটী। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও
মন। তদনুসারেই তাহারা বুদ্ধিদ প্রত্য-
ক্ষের কথা বলিয়াছেন। কর্মেন্দ্রিয়গুলি
ওগিন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত নহে, ইহা অনেকের
অভিপ্রায়। এমতে অঙ্গীকৃত একাদশে-
ন্দ্রিয়েরই কার্যাদি বল্য হইল।

২৯

স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিস্বরূপস্য সৈমাভবত্য-
সামান্য।

সামান্য করণ বৃত্তিঃ প্রাণাদ্যাবায়বঃ

পদপাঠঃ। স্বাস্থ্যক্ষণঃ। বৃত্তিঃ। ত্রয়শ্চ।
সৈম্য (সা-এম)। ভবতি। অসামান্য।
(ন-সামান্য।) সামান্য করণ বৃত্তিঃ।
প্রাণাদ্যাঃ। বায়বঃ। পঞ্চ।

ব্যাখ্যান স্বাস্থ্যক্ষণঃ—(ভাব প্রত্যয়
স্বার্থিক এই হেতু) স্ব অর্থাৎ স্বীয় অসা-
ধারণ লক্ষণ। (মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও মন,
ইহাদের অসামান্য ব্যাপার অব্যবসায়, অতি-
মান ও সংকল্প, ইহারাই।) বৃত্তিঃ—ব্যাপার।
ত্রয়শ্চ—তিনটির (তিন সংখ্যাকরণ অর্থাৎ
মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও মন, এই অষ্টরিক্সি-
য়ত্রয়ের।) সা—সেই। এম্য—এইটী।
অসামান্য—অসাধারণ। সামান্য করণ-
বৃত্তিঃ—করণ অর্থাৎ অস্থংকরণত্রয়ের
সামান্য অর্থাৎ সাধারণ বৃত্তি। প্রাণাদ্যা—
প্রাণ আদি (প্রাণ, অপান; মনান, উদান,
দান, এই পাঁচটি।) বায়বঃ—বায়ু সকল।
(বায়ুতুল্য সকল ও বায়ুদেবতাবিষ্টিত
বলিয়া বায়ু সংজ্ঞা—বস্তুতঃ বায়ু নহে)
পঞ্চ—পাঁচটী।

বস্তুর্থঃ। অষ্টরিক্সিত্রয়ের অসামান্য
বৃত্তি অব্যবসায়াদি ও সামান্য বৃত্তি প্রমাণা-
দি পাঁচটী।

বিশদ ব্যাখ্যা ॥ সামান্য অসামান্য ভেদে
ছই প্রকার বৃত্তি। অব্যবসায়াদি যে বুদ্ধা-
দির অসাধারণ ব্যাপার, তাহা পূর্বে প্রদ-
র্শিত হইয়াছে, সম্প্রতি অনাদেশক। বুদ্ধি
আদি পঞ্চবায়ুকে (প্রাণাদিকে) আশ্রয় করি-
য়াই স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করে; তাহাদের
অভাবে সকলেরই অভাব ঘটে; সুতরাং
ইহা বুদ্ধাদির সাধারণ ব্যাপার। প্রাণা-
দিকে কেহ কেহ (সাংখ্যকারেরা) বায়ু

বলেন না, তাহাদের অভিপ্রায় “এতস্মাজ্জা-
য়তে প্রাণোমনঃ সর্পেক্সিরাণিচ খং বায়ুঃ”
ইত্যাদি প্রতিতে বায়ু এবং প্রাণ পৃথক্
বলা হইয়াছে, সুতরাং প্রাণ বায়ু নহে।
প্রাণের অভাবে শরীর চালন সম্ভব নহে
বলিয়া, চালক প্রাণে বায়ুর ধর্ম চালনাদি
রহিল, সুতরাং বায়ু ধর্মবৎ বলিয়া তাহাতে
বায়ু নামের ব্যবহার। প্রাণাদির গণনা ও
স্থান নির্ধারণের সংগ্রাহক শ্লোক, যথা,—
ক্রমে প্রাণোত্তমোহপানঃ সমানো নাভিমণ্ডলে।
উদ্যানঃ কণ্ঠদেশেচ বানঃ সর্বশরীরগঃ॥
কেহ কেহ বলেন নাসাগ্রে প্রাণবায়ুর স্থান।
“প্রাণো নাসাগ্রস্থানবর্তী প্রাণ্ গমনবান”
ইত্যাদি ভূতাকার প্রয়োগ। “নাসাগ্রা-
দ্বাদশাসুল পর্যাস্তং প্রাণঃ প্রচরতি” এই
রূপ বেদগণ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।
বাস্পতি মিশ্র বলেন “প্রাণো নাসাগ্র-
বন্যভিপাদাসুষ্ঠবৃত্তিঃ।” “অপানঃ কৃকা-
টিকাপৃষ্ঠপাদপায়ুপস্থ পার্শ্ববৃত্তিঃ” “সমানোজ-
নাভি সর্বমন্নিবৃত্তিঃ” “উদানো হংকণ্ঠতালু-
মূর্দ্ধক্রমণ্যবৃত্তিঃ।” “বানঃগুণবৃত্তিঃ ॥” এইরূপ
স্থাননির্দেশ সম্বন্ধে তাহার কোনও আচার্য্য-
বচন-প্রমাণ আছে কিনা, জানা যায়না;
তবে তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই,
ইহাই সন্দেহজনক। এই প্রাণাদির মধ্যে
নাগ কূর্ম্ম-কৃকর-দেবদত্ত-ধনঞ্জয় সংজ্ঞক পঞ্চ-
বায়ুর অস্থভাব বৃত্তিতে হইবে। নাগাদির
কার্য্যসংগ্রাহক শ্লোক, যথা,—
উদগারো নাগ অখ্যাতঃ কূর্ম্মস্তু নীলনে শ্বুতঃ।
কৃকরঃ ক্ষুংকরোজ্জয়ো দেবদত্তো বিজ্জ্বলে।
ন জহতি যুক্তধাপী সর্ববাপী ধনঞ্জয়ঃ॥
ইহাদের বধ্যুক্ত অস্থভাব স্বীকার করিলে,

প্রাণাদি পঞ্চকের দ্বারাই উপপত্তি হইল, অতিরিক্ত কল্পনা করিতে হইলনা। এই প্রাণাদি পঞ্চককেই কারিকায় অমৃতকরণ-ত্রয়ের সাধারণ বৃত্তি বলা হইল। অমৃতকরণত্রয়ের মধ্যে প্রত্যেকের ইহার বৃত্তি। অসাধারণ বৃত্তি একটা অপরের নহে, এইটুকু পার্থক্য। বুদ্ধির বৃত্তি অধাশয়-বুদ্ধিরই, মনেরও নয়, অহঙ্কারেরও নয়। এই-রূপ অহঙ্কারের অভিমান ও মনের সংকল্প অপরের নহে; এইটুকু ইহাদের অসাধারণতা।

• যুগপচ্চতুষ্টয়সাবৃত্তিঃ ক্রমশশচ
তস্য নির্দিষ্টা ।
দৃষ্টে তথাপ্যদৃষ্টে ত্রয়স্য
তৎপূর্ব্বিকাবৃত্তিঃ ॥

পদপাঠ। যুগপৎ। চতুষ্টয়স্য। বৃত্তিঃ।
ক্রমশঃ। চ। তত্র। নির্দিষ্টা। দৃষ্টে। তথা।
অপি। অদৃষ্টে। ত্রয়স্য। তৎপূর্ব্বিকা। বৃত্তিঃ।
বাখ্যা। যুগপৎ সমন্বয়ে চতুষ্টয়স্য
চারিটীর * (ইন্দ্রিয়সহকৃত মন, কেবল মন,
অহঙ্কার ও বুদ্ধি, ইহাদের) বৃত্তিঃ— বা পুরা
ক্রমশঃ—ক্রমেক্রমে অর্থাৎ পারস্পরবাহুনায়ে।
চ-ও। তস্য তাহারা। (পূর্ব্বোক্ত-চারিটীর)
নির্দিষ্টা নিরূপিত আছে। দৃষ্টে—প্রত্যক্ষ।
তথা—সেইরূপ। অপি ও। অদৃষ্টে—
পরোক্ষে। ত্রয়স্য (অহঙ্কার-মন-বুদ্ধি এই)
তিনটীর। তৎপূর্ব্বিকা দৃষ্টপূর্ব্বিকা (বৃত্তিঃ)-
বৃত্তি (হইয়া থাকে)।

বঙ্গার্থ। ইন্দ্রিয় সহিত মন, কেবল মন,
অহঙ্কার ও বুদ্ধি, ইহাদের যুগপৎ বৃত্তি হইয়া
থাকে, এবং ক্রমশঃও হইতে পারে, ইহা
প্রত্যক্ষ বিষয়ক। অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন, এই

তিনটীর অদৃষ্টে ও দৃষ্টপূর্ব্বিক বৃত্তি হয়।
বিশদব্যাখ্যা। প্রত্যক্ষজ্ঞানের সম্পূর্ণতা
অদাবম্বারে। ইন্দ্রিয়গণ মনের সাহায্যে
আলোচনা করিল, মন সংকল্প করিল,
অহঙ্কার অভিমান করিল, তদ্ব্যতিরিক্ত বুদ্ধির
অবাস্যায় হইল। এখানে জ্ঞান সম্পূর্ণ
হইল। অস্মৃতিরিয়ত্রয়ের এবং ইন্দ্রিয়-
সহকৃত মনের বৃত্তিগুলি যুগপৎ এবং ক্রমশঃ
এই উভয় প্রকারেই হইতে পারে। নৈ-
রায়িক মহাশয়দিগের মতে বৃত্তির যোগপদ্য
স্বীকার নাই। তাহাদের মতে মন অণু-
পরিমাণ, সূত্ররূপে একদা একাধিক ইন্দ্রিয়ের
সহিত সংযুক্ত হওয়া মনের ক্রমতায় কুলায়না।
বিখ্যাত লিখিয়াছেন—

অযোগপদ্যাক্ষ জ্ঞানান্যং তস্যাকণ্ঠমিহেবাতো
ভাষাপরিচ্ছেদে।
এই মত সাংখ্য-বেদান্ত-মতাদ্বয়ের নিকট
স্বীকৃত হয় নাই। ইহারা বলেন, এককালে
একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান হইতে পারে।
যখন দেখিতেছি, তখনই শুনিতেছি, আবার
স্পর্শ করিতেছি, ইত্যাদি অল্পতম এ অংশে
প্রমাণ। প্রত্যক্ষ-বুদ্ধি আচার্যগণ বলেন,
অনাতচক্রভ্রমণের ন্যায় অতি অল্প সময়ের
মধ্যে মন এক ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইয়া
আবার অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হয়,
আবার সেই ইন্দ্রিয়ে আসে ইত্যাদি। এত অল্প
সময়ের মধ্যে ঐ কার্য সম্পাদিত হয় যে
উহা আপাততঃ অল্পভবে আসেনা, বোধহয়
যুগপৎই হইতেছে। এখানে প্রত্যুক্তের
যোগপদ্যবাদীরা বলেন, যদি সামান্য সময়ের
জনাও মনের বিচ্ছেদ কোনও ইন্দ্রিয়
প্রাপ্ত হয়, তবে ঐ ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞানে

অবিচ্ছিন্ন ভাবে তাঁর বলিয়া অনুভব করি কেন? যাহা অনুভবে পাইনা, এক্রপ স্বল্প সময়ের কল্পনা করিয়া অনুভব-সিদ্ধি যৌগ-পদ্ধত্বানের অস্বীকার করা অসম্ভব। সম্প্রদায়সিদ্ধি ভিন্নমততার আমাদের বলিবার কিছুই নাই। ইউরোপীয় দার্শনিক-গণ অনেকের জ্ঞানের যৌগপদ্যে মামেন। এক সময়ে লোকের কতগুলি জ্ঞান হইতে পারে, তাহার তাহার সংখ্যা করিয়াছেন। তাহার অস্বাভিক্যার্থমারে মস্তিষ্কের সামর্থ্যের পরিমিত করা হইয়া থাকে। অসা-রজনীর নিবিড় অন্ধকারে স্পন্দান পৃথক অরণ্যে উপস্থিত হইয়া, চপলাবাল্যের সুমধুর হাসির সাহায্যে মন্থমে পিকট বাসু দর্শন করিয়া সহস্রাই পশ্চাৎ-প্রতিনিবৃত্ত হইবেন। এখানে পিতামহস্যকারের জয় সহস্রাই আলোচন, মঙ্গল, অভিনয় ও অবাসসার, এই বৃত্তি কয়টার উদয় হইয়া পরে অপসরণ কার্য সম্পাদিত হইয়া। যৌগপদ্যের এই দৃষ্টান্ত বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন। অবিস্পষ্ট-কোৎসার দূরে একটা কিছু দেখা গেল, এই জ্ঞান মুগ্ধভাবে অর্থাৎ অস্পষ্টরূপে জন্মিল। তৎপরে প্রনির্দিষ্ট চিত্তে স্থির করা গেল—করণ কালমর্প। তৎপরে অভিময় হইল—আমার দিকে আসিতেছে। পরে অবাসসার হইল—অপস্থিত হই। এক্রপ ক্রমে ক্রমেও কার্য দেখা যায়। পরোক্ষে অর্থাৎ অনুমানাদিষ্টলে যে দৃষ্টপূর্বক বৃত্তি হয়, তাহা অনুমানাদির স্বরূপ বুঝিলে আর বৃত্তি-স্বীকারী থাকেনা।

স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাকৃত

হেতুকাং বৃত্তিং।

পুরুষার্থএব হেতুর্ন কেনচিৎ

কার্যতে করণম্ ॥

পদপাঠঃ। স্বাংস্বাং। প্রতিপদ্যন্তে। পরস্পর আকৃত হেতুকাং। বৃত্তিং। পুরুষার্থঃ। এষ। হেতুঃ। ন। কেনচিৎ। কার্যতে। করণঃ।

বাংপা। স্বা স্বাং—স্বীয় স্বীয়। প্রতিপদ্যন্তে প্রাপ্ত হয়। পরস্পরাকৃত হেতুকাং—পরস্পরের অভিপ্রায় হেতুক। বৃত্তিং—বাপার। (কে) পুরুষার্থঃ—পুরুষ-প্রয়োজন (ভোগনোক্ষ)। এব-(নিশ্চয়ার্থে)। হেতুঃ—কারণ। ন—না। কেনচিৎ—কাহারও দ্বারা। কার্যতে—কারিত হয়। করণঃ—ইন্দ্রিয়াদি।

বঙ্গার্থঃ। করণগণ পরস্পরের অভিপ্রায় হেতুক স্বীয় স্বীয় বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। পুরুষার্থ হেতুক করণগণের প্রবৃত্তি অল্প কাহারও দ্বারা হইতে পারেনা।

বিশদব্যাখ্যা। ক্রমঃ এবং যুগপৎ, এই উভয় প্রকারের বৃত্তির বিষয় বলা হইয়াছে। কিন্তু এই বৃত্তি কেবল করণ মাত্রের অধীন নয়। যদি করণ থাকিলেই বৃত্তি হওয়া আবশ্যিক হয়, তবে সর্বদাই বৃত্তাদয় সম্ভব। যদি অকস্মাৎ হয়, তবে পরস্পর সাঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই অনি-ষ্টাশঙ্কা পরিহারের জন্য লিখিত হইতেছে। উহার পুরুষার্থ হেতুক স্বীয় স্বীয় বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। যোগ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু পদাতিক, অনেক অস্বারোহী ও সংস্কারোহী

দৈত্য যথাক্রমে অসি, ভল্লু ও বাণ গইয়া যুদ্ধ করে। যখন তাহাদের অধিনায়কের আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তখন অসিধারী দৈত্য চিরাগত অভায়াগুহারে অসিই গ্রহণ করে, বাণ গ্রহণ করেনা। অপরেও ঐরূপ। তাহাদের বেরূপ গ্রহণ-সাক্ষর্য্য ঘটেনা, তদ্রূপ ইঞ্জিয়ের বৃত্তি-সাক্ষর্য্য হয়না। এখানে অপরাপরের অভিপ্রায় অবগত হইয়াই অপর প্রবর্তিত হয়। যেমন বাণ-ধারী বাণই গ্রহণ করিলে, অতএব অসি আমুর অসিই গ্রহণ করি, ইত্যাদি। দৈত্য-গণ চেতন, তাহারা পরস্পরের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইতে পারে, ইঞ্জিয় অচেতন, তাহাদের সামর্থ্য্য কি? এ প্রশ্নে উত্তর এই যে, অচেতনও প্রয়োজন-বশে কার্য্য করিয়া থাকে; যেমন পোবৎসের ভোগের জন্ত অচেতন চক্ষু আপনাই ক্ষরিত হইয়া থাকে। পুরুষার্থনিমিত্ত অচেতন করণের বৃত্তি প্রাপ্তিও তদ্রূপ। এখানে একটী স্বতন্ত্রকর্তা স্বীকার করিতে বাওয়া কাপিলমতে দেখা যায়না।

৩২

করণং ত্রয়োদশবিধং । তদাহরণ-
ধারণ-প্রকাশকরণং ।
কার্য্যং চ তস্য দশদাহার্য্যং ধার্য্যং
প্রকাশ্যং ॥

পদপঠঃ। করণং ত্রয়োদশবিধং। তৎ।
আহরণ ধারণ প্রকাশকরণং। কার্য্যং। চ।
তস্য দশদাহার্য্যং। ধার্য্যং। প্রকাশ্যং।
হ।

ব্যাখ্যা। করণং—ত্রয়োদশবিধ করণ।
ত্রয়োদশবিধং—তের প্রকার। তৎ—তাহা
আহরণ-ধারণ-প্রকাশকরণং—আহরণ, ধারণ
ও প্রকাশকরণ। কার্য্যং—কার্য্য। চ—ও।
তস্য—তাহার। দশদাহার্য্যং—দশপ্রকার আহা-
র্য্যং—আহার্য্য। অর্থাৎ আহরণযোগ্য।
ধার্য্যং—ধারণযোগ্য। প্রকাশ্যং—প্রকাশ-
যোগ্য। চ—এবং।

বঙ্গার্থঃ। করণ তের প্রকার—কর্ষেঞ্জিয়,
মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি। তাহারা আহরণ,
ধারণ, প্রকাশকরণ। তাহাদের কার্য্য দশ
প্রকার, আহার্য্য, ধার্য্য, প্রকাশ্য।

বিশদব্যাখ্যা। করণত্রয়োদশবিধ করণের
কার্য্য—দশবিধ আহার্য্য, দশবিধ ধার্য্য, দশবিধ
প্রকাশ্য। করণ বলিলেই ব্যাপার বলা
দরকার হয়, তাহাই বলা হইয়াছে, আহ-
রণ, ধারণ, প্রকাশ্য, বাণাদি কর্ষেঞ্জিয়গণ
আহরণ করে, অর্থাৎ স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপ্ত
হয়। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন, ইত্যাদি—প্রাণা-
দিক্রমু সামান্য বৃত্তিদ্বারা ধারণ করে।
জ্ঞানেঞ্জিয়গণ স্ব স্ব বিষয় প্রকাশ করে।
কর্ষেঞ্জিয়ের বচন, আদান, বিহরণ—উৎ-
সর্গ ও আনন্দ, এই গুলি কার্য্য। ইত্যাদি
দিব্য এবং অদিব্য ভেদে দুই প্রকার,
সুতরাং দশবিধ। প্রাণাদির ধার্য্য শরীর,
তাহা আবার পঞ্চভূতের সমষ্টি মাত্র। ভূত
পাঁচটি দিব্যাদিব্য ভেদে দশ প্রকার হইল।
অতএব ধার্য্যকে দশবিধ বলা অযুক্ত হয়
নাই। বুদ্ধীজ্ঞিয়ের বিষয় সম্পর্শরসরূপগন্ধ।
তাহারা দিব্যাদিব্য ভেদে দশ প্রকার,
অতএব প্রকাশ্যে দশবিধ বিদ্য হইল।

৩৩

অন্তঃকরণং ত্রিবিধং দশদ্বা বাহ্যং
 ত্রয়স্য বিষয়াখ্যং ।
 সাম্প্রতিকালং বাহ্যং ত্রিকালমা-
 ভ্যন্তরং করণং ॥

পদপার্থঃ । অন্তঃকরণং । ত্রিবিধং ।
 দশদ্বা । " দ্বাং । ত্রয়স্য । বিষয়াখ্যং ।
 সাম্প্রতিকালং । বাহ্যং । ত্রিকালং । আভ্যন্তরং ।
 করণং ।

ব্যাখ্যা । অন্তঃকরণং—অন্তরিত্তির ।
 ত্রিবিধং—ত্রিপ্রকার । দশদ্বা—দশপ্রকার ।
 বাহ্যং—বহিরিত্তির । ত্রয়স্য—তিনটি অন্তঃ-
 করণের । বিষয়াখ্যং—সঙ্কল্প, অভিমান,
 ও অধাবসায়ের দ্বারীভূত হয় ।
 সাম্প্রতিকালং—বর্তমান কাল বিষয় । বাহ্যং—
 বহিরিত্তির । ত্রিকালং—বর্তমান-ভূত-ভবি-
 বাৎ, এই তিন কাল বিষয়ক । আভ্যন্তরং—
 অন্তরস্থ । করণং—(জ্ঞানের) অসাধারণ
 কারণ ।

বঙ্গার্থঃ । অন্তঃকরণ ত্রিবিধ ; বাহ্যেস্তির
 দশটি অন্তঃকরণ তিনটির সঙ্কল্পাদি বাপারে
 সহায়তা করে । (দ্বারীভূত হইয়া) বাহ্যে-
 স্তির বর্তমানকাল বিষয়ক, অন্তরিত্তির তিন
 কাল বিষয়ক ।

বিশদব্যাখ্যা । বুদ্ধিত্তিরগণ আনোচনদ্বারা
 ও কয়েস্তিরগণ মধ্যম বাপার দ্বারা
 সঙ্কল্প, অভিমান ও অধাবসায়ের দ্বারীভূত
 হয় । বাহ্যেস্তির বর্তমান কালের
 বস্তুকে গ্রহণ করে, অতীত কালের
 ঘটকে টঙ্ক দেখেনা ইত্যাদি বাক্য

ত্রিকালবিষয়ক হয় বহিরা বাগিত্তিরকে
 বর্তমান বিষয় বলা অসম্ভব হয় নাই;
 কেননা যুধিষ্ঠির ছিলেন এবং কছি
 হইবেন, ইত্যাদিও বর্তমান সামীপ্য বশতঃ
 বর্তমান কাল বিষয়ক প্রয়োগ বলা
 অনেকের অভিপ্রায় । মন-বুদ্ধাদির ত্রি-
 কালতা অল্পমানে দৃষ্ট হয় । নদীকূল ভাঙ্গি-
 যাচ্ছে, অতএব বৃষ্টি হইয়াছিল, এই অতীত
 কালের অধাবসায় । ধূম দেখা যাইতেছে,
 অতএব অগ্নি আছে, ইহা বর্তমানকাল
 বিষয়ক ও পিপীলিকারা অণু লইয়া বিচরণ
 করিতেছে, অতএব বৃষ্টি হইবে, এই ভবি-
 যাৎকাল বিষয়ক অধাবসায়াদি দৃষ্টান্তরূপে
 উদ্ধৃত হইতে পারে ।

(ক্রমশঃ)।

হিন্দু-পত্রিকা ।

(হিন্দুধর্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা ।)

শ্রীযত্ননাথ মজুমদার, এম, এ, বি, এল্
কর্তৃক সম্পাদিত ।



সূচী :

১।	বেড়াষতরোপনিবৎ	...	৩৩	১।	মীমাংসা দর্শনন্	...	৫৬
২।	চাই কি ?	...	৩৬	১০।	পুস্তক জ্ঞেয় বা ভক্তি	...	৫৮
৩।	শ্রীশ্রীসামরুৎ-কথামৃত	...	৩৮	১১।	রাধাবিনোদিনী	...	৬০
৪।	অন্নপূর্ণা স্তোত্রন্	...	৪৭	১২।	ভোজ	...	৬২
৫।	ভ-কোষ পরিচয়	...	৫০-৭৪	১৩।	আপত্যবীক্ষ, গৃহতন্ত্র	...	৬৭
৬।	চুক্তিক	...	৫৫	১৪।	সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	...	৭৪
৭।	কর্মসীতা	...	৫৯	১৫।	লক্ষণী	...	৭৯
৮।	প্রেমসীতা	...	৬১	১৬।	কল্পগারি-মাত্রম	...	১০৫

যশোহর ।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দ ১৮২২ ।

শ্রীমদ্র পত্রিকাবিশেষে, ঠাকুরা পাঠাইতে বা টিপানা-বদল কানাইতে, প্রবেশগণ অবশ্য ২ সাহস্রভবে বীস ২ ক্রাধক নগর বিবেশ।

শ্রীমদ্র ১৯০১বৎসর মনের বাসাই হিন্দু-পত্রিকা প্রতি মন ১।০ এবং ১৯০২ ও ১৯০৩ সাংসার-পত্রিকা ১।০ মূল্যে বিক্রয়।

হিন্দু-পত্রিকা।

SANDILYA SUTRA

The Religion of Love.

With Original Texts in Debnagar character, English translation, independent commentary, and an introduction in English, by Jadunath Mozoomdar 'M. A. B. L. Vakil, Bengal High Court, and Editor Hindu-Patrika, Price Re. 1 paper-bound, and Re. 1-8 cloth-bound. Apply to the Manager, Hindu-Patrika, Jessore, Bengal.

“আমিত্বে প্রসার”। —১ম খণ্ড। ইহাতে সূত্রবজ্জ, মনুস্মৃতিবজ্জ, পিতৃনজ্জ, দেববজ্জ ও বৃক্ষবজ্জ, এই পঞ্চবজ্জ; বৃক্ষচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও তিষ্ঠু, এই চারি আশ্রমী; এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণের শাস্ত্র ও কৃত্তিমতত বিশদ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ডিমাই ১০পৃষ্ঠা, কাগজে বাঁধান। মূল্য—সমেত ডাকমাত্র ৫০ আনা মাত্র। হিন্দু দৈনিক কার্যাবলী কিরূপে আত্মপ্রসারের অন্তর্ভুক্ত, এই গ্রন্থে তাহা চকুতে অঙ্কুশি, দিয়া দেখান হইয়াছে। “আমিত্বে প্রসার”—২য় খণ্ড শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। কলিকতা, হিন্দু-পত্রিকার ম্যানেজারের নিকট প্রাপ্তব্য।

হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকেরা কাগজে বাঁধা শাণ্ডিল্য সূত্র ১ স্থলে ৫০ আনার ও আমিত্বে-প্রসার ৫০ স্থলে ১০ আনা মূল্যে পাইবেন।

THE BRAHMACHARIN.

PUBLISHED MONTHLY. FROM JESSORE, (INDIA.)

Annual subscription Rs. 3 for India, Ceylon and Burmah and 8s. for foreign countries.

ভারতী।

১৩০৭ সাল

বর্তমান বর্ষ হইতে ভারতী মেন্সি প্রেসে অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাগজে অতি সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইতেছে। মলাটও মূল্যবান মরকো কাগজে ছাপা হইতেছে। ভারতীয় উন্নতি ফেবল বাহ্য অবস্থাবে পর্যাবসিত হয় নাই। অনেক সারবান প্রবন্ধ ইহার অন্তর্গত পূর্ণ হইয়াছে।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কার্যাধ্যক্ষ।

২৬নং বালিগঞ্জ সাকুলার রোড, কলিকাতা।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত বাঙ্গালী ও ইংরাজি গ্রন্থাবলি অর্ধ ও মিকি মূল্যে। ইহার তালিকা ও বিবরণ বিনামূল্যে পাইবার জন্য পত্রপাঠ পত্র লিখুন। হিন্দু-উদ্বোধন, বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীহারঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড,
২য় সংখ্যা ।

জৈষ্ঠ্য ।

১৩০৭ সাল,
১৮২২ শকাব্দা ।

• শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ।

(পূর্বানুবৃত্তিঃ)

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

অজ্ঞামেকাম্ লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্
বহ্নীঃ প্রজ্ঞাঃ স্বজ্ঞানাং সন্নপাম্ ।
অজ্ঞো হ্যেকো জ্ঞয়মাণোহনুশেতে
জহাতেত্বনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ ॥
অনয়ঃ—একঃ হি অজ্ঞঃ লোহিত শুক্লকৃষ্ণাঃ
বহ্নীঃ প্রজ্ঞাঃ স্বজ্ঞানাং, সন্নপাম্ একাম্
অজ্ঞাম্ (প্রকৃতিম্) জ্ঞয়মাণঃ অনুশেতে । অনয়ঃ
অজ্ঞঃ ভুক্তভোগাম্ (সত্যম্) এনাম্ (প্রকৃতিম্)
জহাতি ।

বিষমপদব্যাখ্যা—অজ্ঞঃ—ন জায়তে ইতি
শাখতঃ পুরুষঃ, নিত্য আত্মা । লোহিত-
শুক্ল-কৃষ্ণাম্—তেজঃ, অপ, অন্নঞ্চ ইতি
ত্রিবিধলক্ষণাম্, যদ্বা—“লোহিতম্” রজঃ,
“শুক্লম্”—দধম্, “কৃষ্ণম্”—তমঃ, এতেষাম্

ত্রয়মাণাম্ আদারভূমিঃ ত্রিগুণাদিকম্ ইত্যর্থঃ ।
তেজঃ, অপ, এবং অন্নরূপিণী অপবা সত্ব,
রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণাদিকা । সন্নপাম্—
বিকারমনাপদ্যমানাং—অবিকৃততা ।

জ্ঞয়মাণঃ—সেবনাক্ষঃ—সেবা করিতে করিতে
অর্থাৎ সেবকরূপে । অনুশেতে—অনুচরতি,
ভজতে—ভজনা করিতেছে । অজ্ঞঃ—
ভোগ-লালসা-পরিশৃঙ্খঃ অপন্নঃ সাক্ষি-সন্নপঃ
পুরুষঃ । “ভুক্ত-ভোগাম্ এনাম্”—বিষয়-
ভোগেন চরিতার্থবতীম্ আসতি শূন্যাম্ ।
এনাম্—পূর্বোক্তাং ভোগ-লালসাবতীম্
(ভোগাদিভিঃ পশ্চাৎ বিগতাসক্তিম্ ইতি
কেচিৎ ব্যাচক্ষতে) জহাতি—গরিত্যজতি ।

বদার্থ—অনাদি আত্মা, অগ্নি জল এবং
অন্নরূপিণী অপবা সত্ব, রজঃ এবং তমো-
গুণশালিনী, অনন্ত প্রজ্ঞার উৎপাদিনী
অবিকৃত এক অনাদি* প্রকৃতিকে ভজনা
করিয়া থাকেন । আর ভোগলালসা-পরি-
শৃঙ্খ অজ্ঞ আত্মা এই বিষয়-ভোগ-সাক্ষী

প্রকৃতিকে পরিহার করেন, অর্থাৎ প্রকৃতির নৈসর্গিক আকাজিক ভোগের অবসানে ভব-জ্ঞান উপস্থিত হওয়ার, অটল বিষয়সম্বন্ধে দৃঢ়ীভূত হয়।

বিশেষব্যাখ্যা—প্রকৃতি এবং পুরুষ (আত্মা) এতদূরই অনাদি। শরীর ও ইঞ্জিরাদি-বিভিন্ন এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়, এতদা সর্বশেষেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। সত্ত্ব-সংসর্গ এবং ইহাদের কারকতার কারণে কর্তৃজ্ঞের একমাত্র হেতুও প্রকৃতি। পুরুষ মর্জিৎসু-হুং-ভোগের হেতু, কেননা পুরুষ প্রকৃতিগত হইয়া প্রকৃতি-জাত গুণ-সমূহ ভোগ করিয়া থাকেন। যখন আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া গুণযুক্ত করেন, তখন "মন" উৎপাদি গ্রহণ করিয়া স্মৃৎ-হুং-প্ৰভৃতি ভোগ করেন এবং জীবরূপে নানা বিধ সদস্য যোনিতে প্রাকৃতীভূত হইয়া থাকেন। আত্মা অর্থাৎ পুরুষই "মন"রূপে যাবতীয় ভোগবিধির ভোগ করিয়া থাকেন, আবার যখন জ্ঞান-স্বাদে ভোগ-আলস্য-ক্লান হইয়া "মন" এই উপাদি দৃঢ়ীভূত হয়, তখন আবার ভোগবিধির অতীত বিচুই থাকেন। ভোগী আত্মা এবং ভোগশূন্য আত্মা, এই পৌকিক সত্ত্বের ত্রয়োদশ রূপ, উভয় এক হইয়া যায়। এই জল্পশাসনই অল্পজ্ঞানে গীতায় উক্ত হইয়াছে। গীতায় শ্লোক কএকটি আপাততঃ ত্রয়নং প্রতীকরন হইলেও, ফলতঃ ইহাদের তাৎপর্য এবং উপনিষদের এই সূত্রের তাৎপর্য এক, কোন তারতম্য নাই। গীতায় ভগবতাক্য

"প্রকৃতিঃ পুরুষকৈব বিদ্ধমানৌ উভাবপি ।
বিকারান্শচ গুণান্শৈশ্চ বিন্দি প্রকৃতি-সম্ভ-
বান্ ॥ ১৩—১৪ ॥
কারণ্য-কারণ কর্তৃজ্ঞে হেতুঃ প্রকৃতিরূপে ॥
পুরুষঃ স্মৃৎ-হুং-ভোগান্যং প্রোক্তৃত্তে পৌকিকরূপে ॥
১৩—২০ ॥
পুরুষঃ প্রকৃতিহেতুর্হি ভুক্তৃত্তে প্রকৃতিজাত্
গুণান্ ॥
কারণ্যং গুণসম্বোধিত্য সদস্যযোনি জন্মসু ॥
১৩—২১ ॥
উপপ্রতীকরনস্তা চ ভর্তা ভোক্তা মত্বেশ্বরঃ ॥
পূর্ণমায়ৈতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন পুরুষঃ
পরঃ ॥ ১৩—২২

৬

দ্বা স্পর্গা সমুজ্জা সখায়া
সমানং বৃক্ষম্ পরিষম্ভাতে ।
ভয়োরন্তঃ পিঙ্গলং স্বাস্বর্য
নচমন্যোহভিচ্যাক্ষীতি ॥

অন্তঃ—(রূপক্ষেণ অর্থাৎ) দ্বা (দ্বৌ)
সমুজ্জা (সমুজ্জৌ) সখায়া (সখারৌ) স্পর্গা
(স্পর্গৌ) নচমন্যং বৃক্ষম্ পরিষম্ভাতে ॥
ভয়োরন্তঃ (ভয়োরঃ) স্বাস্বর্যং স্বাস্বিত্যং ॥
অভিচ্যাক্ষীতি (স্পর্গা) অনমন্যং অভিচ্যাক্ষীতি
(সখারাম্) সখারূপেণ পর্যায় ॥

বিষয়গতব্যাখ্যা—দ্বা-দ্বৌ—৩ই-সমুজ্জা—
সমুজ্জৌ সখারৌ—একত্র বিহারকারী। সখায়া
সখারৌ সখাভাববিশিষ্ট। সমানম্—এক।
বৃক্ষম্—শরীর। পরিষম্ভাতে—অশ্রয়
করিয়া রহিয়াছে। স্পর্গা—স্পর্গা—
শোভনৌ পর্ণৌ যয়োঃ তৌ পাক্ষণৌ—জীব
এবং জ্বর রূপ পক্ষিঘর। ভয়োরঃ অন্তঃ—

কএকটি এই—

তাহাদের উভয়ের মধ্যে জীব রূপ এক পক্ষী
হাছ শিপ্লনন্ অতি—মিষ্ট ফল ভক্ষণ করি-
তেছে। অন্যঃ—অন্য অর্থাৎ ঈশ্বর। অন্যশ্বন-
ভোগ না করিয়া। অভিতাকর্ষিত—দেহন
সাক্ষিক্রমে দেখিতেছেন। নির্দিষ্ট থাকিয়া
মান অবলোকন করিতেছেন। (ছান্দগং)।

বস্তুার্থ—পরম্পর মিত্রতাপর নিয়ত
একর বিহরণার্থে জীব ও ঈশ্বররূপ দুইটি
পক্ষী দেহরূপ বৃক্ষে একত্রে বসিয়া থাকে।
উভয়ের উভয়ের মধ্যে জীবরূপ পক্ষী নিষ্ট
ফল—অর্থাৎ বিধ্বাসিক্রম স্থাপাততঃ নিষ্টবৎ
অভাসমান ফল ভক্ষণ করিতেছেন, আর
ঈশ্বররূপী অল্প পক্ষী ফল ভক্ষণ না করিয়া
মাত্র সাক্ষীর ছায়া ঐ জীবভিত্তয়ে পক্ষীর
ভক্ষণ বাণীরাদি ক্রিয়া দর্শন করিতেছেন।
জীবপক্ষী, আসক্ত, নিশ্চ এবং ভোগরত, আর
ঈশ্বরপাত পক্ষী অনাসক্ত, নির্দিষ্ট ও
ভোগশালসাপুত্র। জীব অর্থাৎ জীবাত্মা
এবং পরমাত্মা, উভয়েই দেহে বিরাজ করি-
তেছেন। তন্মধ্যে জীবাত্মা ভোগরত,
পরমাত্মা ভোগাদিবিহীন। সাধারণতঃ
মনে অবস্থিত বিতর্ক উৎপত্তি হইতে পারে
যে, হুঃখাদি ক্লেশময় বেহে থাকিয়াও
পরমাত্মা নির্দিষ্ট বা সুখ-হুঃখাদি-অমুভূতি-
বিহীন, ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর? ইহাতে
যে আঁপার-অভেদতা ভ্রমের বাস্তব হয়।
কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এতলে আনন্দ
ভগবদ্বাক্যের স্বরণ করিলেই প্রকৃত তথা
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।
“অনাদিষ্টাৎ নিগুণত্বাৎ পরমাত্মাহয়নব্যয়ঃ।
শরীরস্থোহপি কোন্তের ন করোতিন
নিপাত্যে ॥ যথা সর্বগতং সৌন্দর্য্যং আকাশং
নোপলিপ্যতে ।

সর্বত্রাবস্থিতো বেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥
যথা প্রকাশভোকঃ কুংসং নোকদিনং
রবিঃ ॥ কেত্রং কেদৌ তথা কুংসং প্রকাশরতি
ভারত ॥ গীতা ॥—২৩—৩১, ৩২, ৩৩।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
অনীশয়া শোচতি মুহমানঃ ।
জুটং বদা পণ্ডিত্যন্তনীশমস্ত
মহিমানমিতি বীত-শোকঃ ॥

অর্থঃ—পুরুষঃ—সমানে বৃক্ষে—নিমগ্নঃ
(সন্) অনীশয়া মুহমানঃ শোচতি । (সঃ)
যদা অল্পজুটং ঈশম্ (তথা) অনা ইতি
(ইদন্) মহিমানঃ (চ) পশুতি, (তদা)
বীত-শোকঃ (ভদতি) ।

বিষয়গদবাধা—পুত্রিশেতে ইতি—
পুরুষঃ জীবঃ—জীব। “সমানে বৃক্ষে”—
একশ্বিন্ এন বৃক্ষে—দেহ-রূপ এক মাত্র
বৃক্ষে। অর্থাৎ দেহকেই এক মাত্র অব-
লম্বনীর মনে করিয়া। অনীশয়া—শক্তি
বিরহেণ—শক্তিরহিততা নিবন্ধন। মুহমান
বিমুগ্ধ হইয়া অর্থাৎ অংশ ভাবে বিমো-
হিত হইয়া। “শোচতি” শোক করিয়া
পাকেন। বদা ইত্যং জুটং ঈশম্ পশুতি—
যে সময়ে সেই জীব সন্দেহে—
অর্থাৎ তর-নিষ্ট কর্তৃক দেহে—
আঁকে দেখেন : “তথা কুংসং ইত্যং
চ”—এবং এই পরমাত্মার অখণ্ডনীয় মহি-
মাদি নিলোকন করেন। তদা বীত-শোকঃ
সেই সময়ে শোকমুক্ত হইয়েন।

বস্তুার্থ। পুরুষ অর্থাৎ দেহাত্মার-
শরীর-জীবদেহরূপ বৃক্ষেই

প্রধান অবলম্বন করিয়া নিজের অজ্ঞতা এবং শক্তিহীনতা বশতঃ বিমুগ্ধভাবে প্রতিনিয়ত শোক করিতেছেন। আবার যখন তুষ্ণজ্ঞানসেবিত পরনায়ার প্রতি এবং তদীয় বিশ্বব্যাপী অখণ্ড মতিমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তখন আন্নার ভ্রান্তি দূর হইয়া যাইতেছে। এই অমুশাসনের প্রতি দৃষ্টি করিলে—প্রাচীন সাধকের নিম্নোক্ত কএক পংক্তি মনে পড়ে—
 হৃদয়-মন্দির-মার্বে মুগ্ধ তামসিক মাজে
 জ্বলন্তজীব সদা নিদ্রাগত ।

যেই অবশানে হয় ! কখনো বারেক চায়
 আবার অমনি জ্ঞান-হত !

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাঙ্গেন্দ্র নংগি বিদ্যাভূষণ ।

—•••—

চাই কি ?

সংসারের অধিকাংশ লোক জানেনা যে তাহারা কি চায়। অভাবের রবে সংসার প্রাপ্তিরিত, কিন্তু অভাব কি, অমুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে, ব্যক্ত অভাবটি বস্তুতঃ অভাব নয়। রুগ্ন ব্যক্তি বেরূপ কোন বস্তুবিশেষ তাহার সুখরোচক হইবে, বিবেচনা করিয়া, তদ্বস্তু

প্রার্থনা করে এবং তাহা প্রাপ্ত হইবা-
 মাত্র বস্তুত্তরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ-
 করে, ভ্রান্ত মানবও তদ্রূপ বস্তু হইতে
 বদুত্তর-প্রত্যাশী হয়, কিন্তু কিছুতেই
 তৃপ্তিবোধ করেনা। পুত্র অভাবে বন্দ্যার
 কতই মনোবেদনা, পুত্র হইলে যেন কতই
 আনন্দ-উপভোগ করিবে, পুত্রার্থে কতই
 শাস্তি-স্বস্তঃসনাদি করিল; পুত্র চাই।—
 সর্কস্বাস্ত হইনাও পুত্র চাই। পুত্র পাইল;
 কিন্তু পুত্র প্রাপ্তির পর দেখা গেল যে,
 তাহাতেও তাহার তৃপ্তি হয় নাই; তাহার
 হৃদয় আরো কিছু চায়। দরিদ্র সর্কদাই
 ধনাাকাঙ্ক্ষী, ধনের জন্য কতই ক্রেশ, কতই
 চেষ্টা, কতইবা অপকর্ষ করিল; ধন
 আদিল। দরিদ্রের গৃহে ধন আদিল বটে,
 কিন্তু তৃপ্তি আসিগনা। রোগগ্রস্ত ব্যক্তির
 যেন কোন বস্তুই প্রকৃত মুখরুচিকর
 হয়না, সেইরূপ সংসারী ব্যক্তিরও কোন
 সাংসারিক লাভেই তৃপ্তিলাভ হয় না।
 সুস্থ শরীরে কদম্বও অতি তৃপ্তিকর, কিন্তু
 অসুস্থ শরীরে অতিস্বাস্ত বস্তুও মুখ-রুচিকর
 নহে। সুতরাং রোগীর যে “চাই—চাই”—
 তাহা ভ্রান্ত-বাশনা মূলক। রোগী হয়ত মনে
 করিল, তিত্ত বস্তু আমার রুচিকর :নহে,
 মিষ্ট বা অন্ন রস আমার তৃপ্তকর হইবে;
 কিন্তু মিষ্ট বা অন্নাদি রস আনন্দ করিয়াও
 রোগীর আকাঙ্ক্ষিত তৃপ্তলাভ হইলনা;
 কারণ স্বাস্থ্য বা রুচিকরত্ব শুধু দ্রব্যো নাই;
 উহার মূল বস্তু ভোক্তার রসনা; কিন্তু
 রোগে এই রসনা-যন্ত্রের বিকৃতি উৎ-
 পাদন করার, রোগীর আকাঙ্ক্ষিত কোন
 সুস্বাদু বস্তুই স্বাদ-গ্রহ হইলনা। কিন্তু

রোগী রোগমুক্ত হইলে, তাহার রসনা-
যন্ত্রের অবিকৃতি সম্পাদিত হইলে, তখন
তিক্র-মিষ্ট-নির্কীর্ণশেষে সকল বস্তুই রুচিকর
ও তৃপ্তিজনক বোধ হইবে। রুচির অধার
মাহুষের অবিকৃত রসনা। তৃপ্তির আধার
অবিকৃত স্বাস্থ্য। যাহা হউক, এইরূপে পুনঃ
শিড়্ধিত হইয়া রোগী বৃদ্ধিতে পারে যে, তাহার
স্বাস্থ্য লাভ না হইলে, কোন বস্তুই তাহার
আশা পূরণে সমর্থ হইবেনা। এইরূপ
জ্ঞান জন্মিলে, সে আহার্য বস্তুর প্রতি
উদ্যোগী হইয়া, সর্ব প্রথম স্বাস্থ্য লাভের চেষ্টা-
করে, এবং স্বাস্থ্য লাভ হইলে, আর তাহার
এইরূপে অতৃপ্তি-তাড়িত হইয়া বস্তু হইতে
বস্তুস্তরের অভিলাষ থাকেনা। তখন সকল
বস্তুই যথাযথ ভাবে তাহাকে প্রীতি
দিতে সক্ষম হয়। তত্ত্বজ্ঞানবিহীন ব্যক্তির
পক্ষেও সাংসারিক কোন বস্তুতেই মুখ
দিতে পারেনা। সে ইহা চায়, উহা চায়,
কিন্তু বাহা চায়, তাহা পাইয়াও তাহার
তৃপ্তি হয় না। ক্রী-পুত্র-কন্যা, গো-অশ্ব-বান,
ধন-মান-বশ ইত্যাদি কোন বস্তুতেই তাহার
তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়না। যাহা যতক্ষণ না
পাই, তাহা ততক্ষণ চাই, কিন্তু পাইলেও
তাহাতে তৃপ্ত নাই, আবার অল্প জিনিস
চাই। এইরূপ 'চাই চাই' করিয়া যখন
কোন বস্তুতেই আশা পূর্ণি হয় না, তখনই
আমাদের বিবেকবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়,
এবং তখনই বৃদ্ধিতে পারি যে, আমার আশ্বা
রোগগ্রস্ত; সুতরাং তখনই রোগোপশমনের
চেষ্টা হয়। কাহারও ভাগ্যে এই বিবেক
অতি অল্প নিভূষনার পরেই উপস্থিত হয়,
কাহারও বা হৃদয়ে বশতঃ বহু লাঞ্ছনা

ভোগ করিতে হয়।

এক্ষণ আলোচ্য, আশ্বার রোগ কি ?
নির্শূল সচ্চিদানন্দ—নিত্য পদার্থের আবার
রোগ কি ? রোগের সাধারণ লক্ষণ নির্ণয়-
স্থলে আয়ুর্বেদ বলেন, “স্রোগস্ত দোষবৈষনাঃ
দোষসাম্যমরোগতা”। দোষের অর্থাৎ বায়ু-
পিত্ত-কফের বৈষম্যই রোগ এবং উহাদের
সাম্যই অরোগতা। সঙ্ঘ-রজ-তমোময়ী
প্রকৃতির বৈষম্যই আশ্বা রোগগ্রস্ত হন।
এই সঙ্ঘ-রজ-তমোগুণেরই ভৌতিক পরিণতি
আয়ুর্বেদের বায়ু-পিত্ত-কফ। যতক্ষণ
প্রকৃতি গুণত্রয়ে সাম্যবতী, ততক্ষণ আশ্বা
নীরোগ। অসীম আকাশ যেরূপ শুভাবদ্ধ
হইয়া সসীমে পরিণত হয়, তক্রূপ অসীম
নির্শূল আশ্বাও মারা-প্রকৃতির পরিবেষ্টনে
সসীম জীবাশ্বায় পরণত হইয়া, প্রকৃতির
গুণত্রয়-বৈষম্যজনিত ভবরোগে অক্রান্ত হন।
প্রকৃতির গুণ-বৈষম্য হেতুই ভেদ বা
দ্বৈতজ্ঞান। এই ভেদ বা দ্বৈতজ্ঞান হইতেই
কামনা বা বাসনা। এই বাসনাই তাবত
রোগের মূল। এই রোগ হইতে নিষ্কৃতি
লাভ না হইলে, মানব কিছুতেই প্রীতি
প্রাপ্ত হইতে পারেনা। এই রোগ হইতে
মুক্ত হইলেই মানব “যদৃচ্ছালাভসম্বষ্টৌ
দন্দাতীত বিমৎসরঃ” হইতে পারেন।
যতক্ষণ রোগ থাকে, ততক্ষণই মানবের
অতৃপ্তিজনিত “চাই চাই” থাকে। পাই-
লেও “চাই চাই” ফুরায় না। উহা বস্তু হইতে
কল্পিত-ক্রমে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়ায়;
কিন্তু নীরোগতা লাভ না হইলে, তৃপ্তিলাভ
কিছুতেই হইবার নহে। নীরোগতা ভিন্ন
সে নিমগ্নিষ্টি “চাই চাই”র বিভূষণা

কর্দাপি বিদূরিত, হইবার নহে। অতএব আমরা চাই আরোগ্য। আরোগ্যেই নিত্য তৃপ্তি। নিত্য তৃপ্তিতেই অভাববোধের নিবৃত্তি; সুতরাং চাওয়ারও নিবৃত্তি। ফলিতার্থে আমরা চাই নাচাওয়া; নিরাকাঙ্ক্ষাই মানব-আম্রার যথার্থ আকাঙ্ক্ষার বিধর। নিকামতাই পারেনার্থিক কাম্য। সকামতার বাহ্যর উৎসাহীনা, তিনিই অভাববোধশূন্য। তিনিই “সদ্যসৌ দেনকেনচিৎ।” উৎসাহ-রই “নিত্যঞ্চ সমচিৎসমিষ্ঠানিষ্ঠ-পশসিষু।” তিনিই “নপ্রহমোৎ প্রেরঃ প্রাপ্য নোদ্বিজোৎ প্রাপ্যচাপ্রিয়ং। সুতরাং উৎসাহ পক্ষে “চাই কি?” প্রশ্নের আর অবসন নাই। তিনি পূর্ণ, সুতরাং প্রার্থনা-প্রসূতি অপূর্ণতার সহিত উৎসাহ কোন সম্বন্ধ নাই।

“চাই কি” প্রশ্নের যথার্থ উত্তর যদি হয় না-চাওয়া, তবে আবার সেই ‘না চাওয়া’ পাওয়ার জন্ত কি চাই, তাহাও অবশ্য আগোচর। শাস্ত্র বলেন, বিনা সাধনে নিকামতা-লাভের অধিকার জন্ম না। যিনি উৎসাহে সতজে নিকাম ধর্মের অধিকারী হইবেন, তিনি বহুজন্মের সাধন-সাপিত বলে বলী, বৃত্তিতে হুঁষ্টবে। তেঁই সাধন চতুর্কিন্দা নিত্যানিত্য-দস্তবিনেক, ইগামনার্ণ-ফল-ভোগ-ধিরাগ, শন-দম চিত্তিকা-উপরতি-শ্রদ্ধা-পসাধানকা মুষ্টিসম্পত্তি ও মুসকুৎ। এই সাধন-চতুঃষ্টয় * সম্পন্ন “প্রনাতা”ই

* বারম্বারে প্রবন্ধান্তরে এই সাধন-চতুঃষ্টয় সম্বন্ধে একটু বিস্তার আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

বেদান্তবেদ্য অদ্বৈতজ্ঞান বলে যথার্থ নিকা-মতা লাভ পূর্ব্বক চরমে পরমপদ প্রাপ্ত হন। (কস্যাচিৎ পরিব্রাজকস্য।)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ।

(শ্রীম-কথিত)

(শ্রীবিবেকানন্দ, গিরীশের ঘোষ ঠাকুর দ্বারা সহিত অবতার সম্বন্ধে কথা ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের নানাবিধ ভাবাবেশ।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(রাজপথে)

গিরীশের নিমন্ত্রণ। রাতেরই ঘেতে হলে। এখন রাজ নটা হলে। বগরামও ঠাকুর পাবেন বলে রাজের বাবার প্রস্তুত করে-ছেন। পাছে বলরাম মনে কষ্ট করেন, ঠাকুর গিরীশের বাড়ী বাইবার সময় তাই বৃষ্টি বলিলেন—বলরাম, তুমি খাবার পাঠিয়ে দিও।

হুতাগ হইতে নীচে নামিতে নামিতেই ভগবন্তাবে বিভোর! যেন মাতাল! সঙ্গে—নারায়ণ, মাষ্টার। গলচাতে রাম, চুম্বী ইত্যাদি অনেক। একজন ভক্ত বলিলেন, সঙ্গে কে যাবে? ঠাকুর বলিলেন, একজন হলেই হলো।

নামিতে নামিতেই বিভোর। নারায়ণ

হাত ধরিতে গেলেন, পাছে পড়িয়া বান।
ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ
পরে নারায়ণকে বলিলেন, হাত ধরলে লোক
মাতাল মনে করবে। আমি অমনি
চলে যাব।

বোস-পাড়ার তেমাতা পার হলেন—
শিছুদুবেই ত্রীগুণ্ড গিরীশ ঘোষের বাড়ী।

এত শীঘ্র চলছেন কেন? ভক্তেরা
পশ্চাতে গড়ে থাকতে। না আমি হৃদয়-
মধ্যে কি অদ্ভুত দেন-ভাব হইয়াছে। বেদে
যাচ্যকে বাকা-মনের অর্থাৎ বলিয়াছেন,
তাঁহাকে চিন্তা করিয়া কি পাগলের
মত পাবিগণ্য করিতেছেন? এইবার
যে বলরামের বাড়ীতে বলিলেন যে, সেই
পুরুষ বাকা-মনের অর্থাৎ নছেন;
তিনি শুদ্ধ মনের, শুদ্ধ বুদ্ধির, শুদ্ধ আত্মার
গোচর। তবে বুঝে সেই পুরুষকে সাফা-
সফা করছেন। এই কি দেখছেন—“যো
কুর্হু মায়ো যো তুংহি মায়ু”।

এই যে নরেন্দ্র আসিতেছেন। নরেন্দ্র
নরেন্দ্র বলিয়া পায়গ। কৈ, নরেন্দ্র কোমলুখে
আসিলেন, ঠাকুর ততো কথা কহিলেন ন্যু!
লোক বলে এর নাম ভক্তি। এইরূপ
ঐশোনাগের ভক্তি। কে এ ভাব বুঝিলে?

শিবীশের বাড়ী প্রবেশ করিবার গলির
মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে ভক্ত-
গণ। এইবার নরেন্দ্রকে সন্মুখ করিলেন।

নরেন্দ্রকে বলিলেন, “ভাগ আছে বাবা?
আমি তখন কথা কইতে পারি নাই।”—
কপূর প্রতি অক্ষর করণা-নাথ। তখনও
ছাত্রদেশে উপস্থিত হন নাই, হঠাৎ হাঁড়া-
ইয়া পড়িলেন।

নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন,
একটা কথা—এই একটা (দেহী) ও
একটা ভগৎ!

জীবনগৎ—এমত কি ভাবে দেখিতে-
লিলেন, তিনিই জানেন। অক্ষয় হয়ে
দেখিলেন। ছ একটা কথা উচ্চারিত
হইল—যেন পদবাক্য—যেন দৈববাণী—
অপবাসেন অনন্ত সমুদ্রের তীরে গিয়াছি
ও অবাৎ হয়ে দাঁড়ারেছি, আর যেন অনন্ত
ভরণনাগোপিত অনাহত শস্যের একটা
দুগী ধনি কর্ণকরের প্রাচীরে হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(ভক্ত-মন্দিরে।)

স্বারদেশে গিরীশ; ঠাকুর রানকৃষ্ণকে
গৃহ মধ্যে লইয়া যাঁহিতে আসিয়াছেন।
ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে যেই নিকটে এলেন, অমনি
গিরীশ দণ্ডের ন্যায় সম্মুখে পড়িলেন।
আজ্ঞা পাইয়া উঠিলেন, ঠাকুরের পদধূলি
গ্রহণ করিলেন; সঙ্গে করিয়া ছতালার
বৈঠকখানার ঘরে লইয়া বসাইলেন।
ভক্তেরা শশবাস্ত হয়ে আসন গ্রহণ করি-
লেন—নকলের ইচ্ছা, তাঁহার কাছে
বসেন ও তাঁহার মধুর কপাসূত পান করেন।

(সংবাদপত্র ও ত্রীগুণ্ড)

আসন গ্রহণ করিতে গিয়া ঠাকুর দেখে-
লিলেন, একথানা খবরের কাগজ রহিয়াছে।
খবরের কাগজে বিবরণীদের কথা, বিষয়-
কথা, পরচর্চা, তাই অপবিত্র—তাঁহার
চক্ষে। তিনি ইসারা করিলেন, ওখানা
ঘাতে স্থানান্তরিত করা হয়। কাগজখানা
সরানো হবার পর আসন গ্রহণ করিলেন।

(নৃত্যগোপাল)

নৃত্যগোপাল প্রণাম করিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নৃত্যগোপালের প্রতি) ।

ওখানে—

নৃত্য। হাঁ, দক্ষিণেশ্বরে যাইনি,
শরীর পারাপ, বাপা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেমন আছিস্ ?

নৃত্য। ভাল নয়—

শ্রীরামকৃষ্ণ। দুই এক গ্রাম নীচে
পাকিস্ ।

নৃত্য।, লোক ভাল লাগে না। কত
কি বলে—ভয় হয়।—এক এক বার খুব
সাহস হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাহবে বৈ কি। তোর
সঙ্গে কে থাকে ?

নৃত্য। তারক ; * ও সর্কদা আমার
সঙ্গে থাকে ; ওকেও সময়ে সময়ে ভাল
লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ছাড়াটা বলতো, তাদের
মঠে একজন সিদ্ধ ছিল,—সে আকাশ
তাকিয়ে চলে যেতো—গণেশগঞ্জী—সঙ্গে
যেতে বড় ছাপ—অনৈর্ঘ্য হয়ে গিছিলো।

বলিতে বলিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবা-
স্তর হইল। আবার কি ভাবে আবাক
হয়ে রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে বলিলেন,
‘তুই এসেছিস্ ? আমিও এসেছি।’ এ সব
কথা কে বুঝবে ? এই কি দেব-ভাষা ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

—:○:○:—

[পার্শ্বদ-সঙ্গে ।]

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত—শ্রীরাম-
কৃষ্ণের কাছে বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র (বিবেক-
কানন্দ), গিরীশ, রাম, হরিপদ, চুনী,
বলরাম, মাঠার ইত্যাদি অনেকে ছিলেন।

(অবতার সম্বন্ধে বিচার)

নরেন্দ্র মানেন না, যে মানুষে ঈশ্বর
অবতার হন। এদিকে গিরীশের জলন্ত
বিশ্বাস, যে তিনি যুগে যুগে অবতার
হন, আর মানব-দেহ ধারণ করে মর্ত্য-
লোকে আসেন। ঠাকুরের ভারি ঠাছা,
যে এ সম্বন্ধে হুজনে বিচার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি) একটু
ইংরাজিতে হুজনে বিচার করো—আমি
দেপুবো।

বিচার আরম্ভ হইল। ইংরাজিতে হইল
না—ব্রাহ্মালাতেই হইল—মাঝে মাঝে দু-
একটা ইংরাজি কথা। নরেন্দ্র বলিলেন,
ঈশ্বর অনন্ত। তাঁকে ধারণ করা আমা-
দের সাধ্য কি ? তিনি সকলের ভিতরই
আছেন—শুধু একজনের ভিতর এসেছেন,
এমন নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সঙ্গে)। ওরও বা মত,
আমরাও তাই মত। তিনি সর্বত্র আছেন,
তবে একটা কথা আছে—শক্তি-বিশেষ।
কোন খানে অবিষ্টা-শক্তির প্রকাশ, কোন
খানে বিষ্টাশক্তির। কোন আধারে শক্তি

বেশী কোন আশার শক্তি কম। তাই সব সাহস সমান নয়।

রামানুজ। এ সব মিছে তর্কে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিরক্তভাবে) না, ওর একটা মানে আছে।

গিরীশ। (নরেন্দ্রের প্রতি) তুমি কেমন ক্রমে জানলে, তিনি দেহদারণ করব আদেশ না?

নরেন্দ্র। তিনি অসাড় মনসোপোচনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না; তিনি শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধআত্মা একট। অধিরা এই শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধআত্মা দ্বারা যেই শুদ্ধ আত্মাকে সাফাৎকার করেছিলেন।

গিরীশ। (নরেন্দ্রের প্রতি) সাহসে অন্তর না হলে কে বুঝিয়ে দেবে? বাহ্য-যকে জ্ঞান-ভক্তি দেবার জন্ত তিনি দেহ ধারণ করে আসেন। না হলে কে শিক্ষা দেবে?

নরেন্দ্র। কেন? তিনি অস্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সম্বোধে) হাঁ, হাঁ, অস্বপ্নমী-রূপে তিনি বুঝাবেন। তারপর ঘোরস্তর তর্ক হ'তে লাগলো। Infinity, তার কি অংশ হয়? অমুখ বিষয়ে Hamilton কি বলেন? Herbert Spencer কি বলেন, Tyndall, Huxley বা কি বলে গেছেন, এই সব কথা হ'তে লাগলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) দেখ, ইগুণ আমার ভাল লাগছে না। আমি তাই সব দেখছি! বিচার আর কি করবো? দেখছি তিনিই সব হয়েছেন।

(রামানুজ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাও বটে, আবার তাও বটে। এক অবস্থায়, অথগে—মন-বুদ্ধি হাবা হয়ে যায়। নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অথগে গীন হয়—তার কি করে বল দেখি?—

গিরীশ। (হাসিতে হাসিতে) এটে ছাড়া প্রায় সব বুঝেছি কিনা! (পকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার ছাপাক না নাগণে কথা কইতে পারিনা।

“দেদাস্ত—শঙ্কর বা বুঝিয়েছেন, তাও আছে। আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।

নরেন্দ্র। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আছে—রামানুজের মত। কি না, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। সব জড়িয়ে একটা।

যেমন একটা বেগ। এক জন খোলা আলাদা, বীজ আলাদা, আর শাঁস আলাদা করেছিল। বেলটা কত ওজনে, জানবার দরকার হয়েছিল; এখন শুধু শাঁসে ওজন পাওয়া যায়? খোলা, বীচি, শাঁস, সব এক সঙ্গে ওজন করতে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বীচি নয়, শাঁসটাই সার পদার্থ বলে বোধ হয়। তারপর বিচার করে দেখ যে, যে বস্তুর শাঁস, সেই বস্তুরই খোলা আর বীচি। আগে নেতি নেতি করে যেতে হয়;—জীব নেতি, জগৎ নেতি, এই-রূপ বিচার করতে হয়; ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু। তারপর জহুভব হয়, যারই শাঁস, তারই খোলা-বীচি। যা থেকে ব্রহ্ম ব্রহ্ম বুলুছো, তাই থেকেই জী-জগৎ।

যারই নিত্য (Absolute), তারই লীলা (Relative)। তাই রামায়ণ বলতে, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টা-দৈবতবাদ।

[ঈশ্বর-দর্শন (God-vision)]

(মাষ্টারের প্রতি) “আমি তাই দেখছি সাক্ষাৎ—আর কি বিচার করবো? আমি দেখছি, তিনিই এই সব হয়েছেন—তিনিই জীব, তিনিই জগৎ হয়েছেন।

“তবে চৈতন্য না লাভ করলে চৈতন্য জানা যায় না। বিচার কতক্ষণ? কতক্ষণ না তাঁকে লাভ করা যায়। শুধু মুখে বলে হবে না, এই আমি দেখছি, তিনি সব হয়েছেন। তাঁর রূপায় চৈতন্য লাভ করা চাই। চৈতন্য লাভ করলে সমাধি হয়; মাঝে মাঝে দেহ ভুল হয়ে যায়; কামিনী-কাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না; ঈশ্বর-কথা বই আর কিছু ভাল লাগে না; বিষয়-কথা শুনলে কষ্ট হয়। চৈতন্য লাভ করলে, তবে চৈতন্যকে জানতে পারা যায়।

(অবতারবাদ ও প্রত্যক্ষ Revelation)

বিচারান্তে ঠাকুর রামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বললেন—

“দেখছি, বিচার করে এক রকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান করে এক রকম জানা যায়। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন, সে এক। তিনি যদি দেখিয়ে দেন—এর নাম অবতার,—তিনি যদি তাঁর মনুষ্য-লীলা দেখিয়ে দেন, তাহলে আর বিচার করতে হয় না, কাকুর বুঝিয়েও দিতে

হয় না। কি রকম জান? যেমন অন্ধ-কারের ভিতর দৈশলাইঃষব্তে ২ দণ্ড করে আলো হয়। সেই রকম দণ্ড করে আলো যদি তিনি দেন, তা হলে সব সন্দেহ মিটে যায়। এরূপ বিচার করে কি তাঁকে জানা যায়?

(কালী * ও ব্রহ্ম †)

তখন ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন ও কুশল-প্রশ্ন ও কত আদর করিলেন।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) কৈ, কালী-ধ্যান তিন চার দিন করলুম, কিছুই ভোঁ হলো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ক্রমে হবে। কালী আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী। কালী আত্মশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রায় করেন, তখন শক্তি বলে কই, কালী বলে কই। যাকে তুমি ব্রহ্ম বল্চো, তাঁকেই কালী বল্ছি।

“ব্রহ্ম আর কালী অভেদ। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি। অগ্নি ভাবলেই দাহিকাশক্তি ভাবতে হয়, দাহিকাশক্তি ভাবলেই অগ্নি ভাবতে হয়। কালী মান্লেই ব্রহ্ম মান্তে হয়, আবার ব্রহ্ম মান্লেই কালী মান্তে হয়।

“ব্রহ্ম ও শক্তি (কালী) অভেদ। ঐ শক্তিই ঐ কালী, আমি বলি।”

* কালী—God in his relations to the conditioned.

† ব্রহ্ম—The unconditioned, the Absolute

এদিকে রাত হয়ে গেছে। সিরীশের
থিয়েটারে যেতে হবে। তাই হরিপদকে
বলিলেন, ‘ভাই একখান গাড়ী যদি ডেকে
দিস্, থিয়েটারে যেতে হবে।’

শ্রীরামকৃষ্ণ । (হাসিতে হাসিতে)
দেখিস্ যেন আনিস্ ।

হরিপদ । (হাসিতে হাসিতে) আমি
আনতে যাচ্ছি—আর আনব না ?

(ঈশ্বরলাভ ও কর্ম; ‘রাম ও কাম’)

গিরীশ । (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) আপনাকে
ছেড়ে আবার এখন থিয়েটারে যেতে হবে—

শ্রীরামকৃষ্ণ । না, ইদিক্-উদিক্—দুদিক্
রাখতে হবে; জনক রাজা ইদিক্ উদিক্
দুদিক্ রেখে খেয়েছিল দুধের বাটা ।

(সকলের হাস্য ।)

গিরীশ । থিয়েটারে গুলো ছোঁড়াদেরই
ছেড়ে দিই, মনে করছি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । না, না, ও বেশ আছে,
অনেকের উপকার হচ্ছে ।

নরেন্দ্র । এইতো—ঈশ্বর বলছে, অব-
তার বলছে; আবার থিয়েটারে টানে ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

(সমাধি-মন্দিরে)

ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে কাছে বসাইয়া
এক দৃষ্টে দেখিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার
সন্নিকটে আরো সরিয়া গিয়া বসিলেন ।
নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই—তার কি
এসে যায় ? ঠাকুরের ভালবাসা যেন
আরো উৎসাহিত পড়িল । গায়ের হাত দিয়া
শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) “মান

কয়লি তো কয়লি, আমরাও তোর মানে
আছি (রাই) ।”

(বিচার ও ঈশ্বর-লাভ)

(নরেন্দ্রের প্রতি) যুক্তকণ • বিচার,
ততকণ তাঁকে পায় নাই । ভোমরা বিচার
করুকিলে, আমার ভাল লাগে নাই ।

নিমন্ত্রণ-বাড়ীর শব্দ কতকণ শুনা
যায় ? যতকণ লোকে খেতে না বসে । বাই
লুচি-তরকারী পড়ে, অমনি বারআনা
শব্দ কমে যায় । (সকলের হাস্য), আরো
কমতে থাকে । দই পাতে পড়লে কেবল
সুপ্ সাপ্ । ক্রম ক্রমে খাওয়া হয়ে
গেলেই নিজা ।

“ঈশ্বরকে যতটুকু লাভ হইবে, ততই
বিচার কম্বে । তাঁকে লাভ হলে আর
শব্দ—বিচার—থাকে না । তখন নিজা—
সমাধি ।

এই বলিয়া, নরেন্দ্রের গায়ের হাত
বুলাইয়া, মুখে হাত দিয়া, আদর করিতে
লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, ‘হরি ও,
হরি ও’, হরি ও ।’

কেন এরূপ করিতেছিলেন ? ঠাকুর
রামকৃষ্ণ কি নরেন্দ্রের মধ্যে, সাক্ষাৎ
নারায়ণ দর্শন করিতে ছিলেন ? এরই নাম
কি মাথুবে ঈশ্বর-দর্শন ?

কি আশ্চর্য্য ! দেখিতে দেখিতে,
ঠাকুরের সংজ্ঞা যাইতেছে । ঐদেখ, বহি-
র্জগতের হুঁস চলিয়া যাইতেছে । এরি নাম
বুঝি অর্দ্ধবাহুদশা—বাহা শ্রীগৌরানন্দের হইত ?
এখনো নরেন্দ্রের গায়ের উপর হাত—যেন
হল করিয়া নারায়ণের পা টিপিতেছেন—

আবার গায়ে হাঠ বৃণাইতেছেন! এত
গা টেপা, পা টেপা কেন? একি নারায়ণের
সেবা করছেন না শক্তি-সঙ্কার করছেন?

দেখিতে দেখিতে আরো ভাবান্তর
হইল। এই আবার নরেশ্বরের কাছে হাত
খোড় করে কি বলছেন!

বলছেন,—“একটা গান (গা)—তাহলে
ভাল হব; নাহলে উঠতে পারবো কেমন
করে?—গোরা প্রেমে গর্গর—মাতোয়ারা—
(মিতাই আমার)”—

কিয়ৎক্ষণ আবার আবাক্ চিত্তপুত্রগিকার
মত চূপ করে রহিলেন। আবার ভাবে
মাতোয়ারা হয়ে বলছেন,—

“দেখিস্ রাই বনুয়াস যে পড়ে মাঝি—
কক্ষ-প্রেমে উদ্ভাদিনী।”

আবার ভাবে বিভেরী। বলিলেন,

মাঝি! সে বন কত দূর?

(যে বনে আমার শ্যামসুন্দর।)

(এ যে কক্ষ-গন্ধ পাওয়া যায়)

(আমি চলিতে যে নারি।)

এখন জগৎ ভুল হয়েছে—কাহাকেও
মনে নাই—নরেশ্বর সঙ্কুখে, কিন্তু নরেশ্বকে
মনে নাই—কোথাও বসে আছেন, কিছুই
হুঁস্ নাই। এখন মন-প্রাণ ঈশ্বর-গত
হয়েছে। “মদপত্র অস্তরায়ী”।

‘গোরা প্রেমে গর্গর মাতোয়ারা’—এই
কথা বলিতে ২ কঠাৎ হকার দিরা দণ্ডায়-
মান! আবার বসিয়েন; বসিয়া বলিতেছেন—

একটি আলো আস্তে দেখতে
পাচ্ছি; কিন্তু কোন্ দিক্ দিগে আলোটা
আস্তে, এখনো বুঝতে পারছি না।

এইবার নরেশ্বর গান গাইবেন—

সব ছব দূর করিলে দরশন দিয়ে।

মোহিলে প্রাণ।

মস্ত্র লোক ভুলে শোক, তোনারে পাইবো!

কোথায় আমি আঁত দীন হীন।

গান শ্রুতিতে শ্রুতিতে ঠাকুর দানকুঞ্চের
আবার বহির্জগৎ ভুল হইয়া আসিতে
লাগিল। আবার নিমীলিত নেত্র।
স্পন্দহীন দেহ। সমাধিহ।

‘সমাধি ভঙ্গের পর বলিয়া উঠিলেন,
“আমাকে নিয়ে যাবে?” বালক যেমন
সঙ্গী না দেখলে অঙ্ককার দেখে, সেইরূপ!

অনেক রাত হইয়াছে। ফাল্গুন-কুম্ভা-
দশমী—অঙ্ককার-রাত্রি। ঠাকুর দক্ষিণেথরে
সেই কালা-বাড়ীতে যাইবেন—গাড়ীতে
উঠিলেন। ভক্তেরা গাড়ীর কাছে
দাঁড়াইয়া। তিনি উঠিতেছেন—অনেক
সহৃদয়ে তাঁকে উঠান হইয়া এখনো
‘গর্গর মাতোয়ারা।’

গাড়ী চলিয়া গেল। ভক্তেরা—বে
ঘরে আনরাতিমুখে যাইতেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

(সেবক-হৃদয়ে)

মস্তকের উপরে তারকামণ্ডিত নৈশ-
গগন—হৃদয়পটে অদ্ভুত রামকৃষ্ণ-বি—স্মৃতি-
মধ্যে ভক্তের মজলিস্—স্বপ্ন-স্বপ্নের আশ
নয়ন-পথে সেই প্রেমের হাট! কলিকাতার
রাজ-পথে গৃহাভিমুখে ভক্তেরা যাইতেছেন।
কেহ সরস বসন্তানিল সেবন করিতে করিতে
সেই গানটা আবার গাইতে গাইতে যাচ্ছেন,

সব ছব দূর করিলে দরশন দিয়ে।

মোছিলে প্রাণে ।

কেউ ভাবতে ভাবতে যাচ্ছেন, সত্য সত্যই কি ঈশ্বর নাহুৎকরণে যোগ করে আসেন ? তবে অবশ্যই কি সত্য ? অনন্ত ঈশ্বর “চৌদ্ধ গোরা” মানুষ কেমন করে হবেন ? অনন্ত কি সান্ত হর ? কিচির তো অনেক হ'ল। কি বসুধাম ? বিচারের দ্বারা কিছুই বসুধাম না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তো বেশ বলেন “ভক্তজন বিচার—ভক্তজন বসুধাম নাই, ভক্তজন ঈশ্বরকে পাওয়া যায় নাই।—তাও বটে, এই তো এক ছটাক বুদ্ধি, এর দ্বারা আর কি বসুধাম ! ঈশ্বরের কথা ? একসের বাটীতে কি চার সের ছুদ ধরবে ? তবে অবতারাে বিশ্বাস কিরূপে হয় ? ঠাকুর বলেন, ঈশ্বর যদি দপ্ করে দেখিয়ে দেন, তাহলেই এক দণ্ডেই বুঝা যায়। Goethe মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন “Light ! More Light !” তিনি যদি দপ্ করে আলো ক্রমে দেখিয়ে দেন, তবে—

‘ভিদামেষে সর্কসংশরাঃ’

যেমন Palestineএ মুর্খ ধীরেরা Jesusকে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন, অথবা যেমন খ্রীণাসাদি ভক্ত খ্রীণোরাককে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন।

যদি দপ্ করে তিনি দেখান্, তা না হলে উপায় কি ? কেন ? যে কালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলছেন ও কথা, সে কালে অবতারাে বিশ্বাস করবো। তিনিই শিখায়েছেন,—বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস।—“তোমারেই করিয়াছি জীবনের প্রবতারা। এ সমুদ্রে আর কতু হবনাকো পথহাবা !”

আবার তাঁর বাক্যে ঈশ্বরকথা

বিদ্যা হয়েছে—আমি বিশ্বাস করবো মনে। তাই বলে পত্রক—আমি এই দেব-পুত্র। বিচারে কোন পুত্রের পুত্রিকার থাকে। জ্ঞান জেড়ি কাঁড়াক আর একটা Faust হব ? আবার কি গভীর রজনী-মদে বাতায়নপথে চন্দ্রকিরণ আসিবে, আর আমি একাকী ঘরের মধ্যে “হায় ! বিছু জানিহে পারিলাম না, Science, Philosophy বুঝা কথায়ন করিলাম ; এ জীবনে বিছু” এই বলিয়া বিশ্বের শিথিল লেটয়া আয়ত্ততা করিতে বলিব ? না Alstor-এর মত অজ্ঞানের বোঝা বইতে না পেরে শিখায়েত্তে উপর মাথা রাখিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিব ? না, আমি কি এ সব ভরানক পণ্ডিতদের মত এক ছটাক জ্ঞানের দ্বারা এ রহস্য ভেদ করতে যাবো ? প্রবেশন নাই। আর একসের বাটীতে চার সের ছুদ ধরলো না বলে, মরিচে বাবারও দরকার নাই। বেশ কথা,—গুরু-বাক্যে বিশ্বাস ! হে ভগবান্ ! আমার ঐ বিশ্বাস দাও, আর মিছামিছি ঘূবাইও না। যাঁ হবার নয়, তা পূজতে মাইও না। আর ঠাকুর যা শিখিয়েছেন, ‘যেন তোমার পাদ-পদ্মে শুদ্ধ ভক্তি হয়—অমলা, অহৈতুদী—ভক্তি ; আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ার মুগ্ধ না হই, রূপা করে এই আনী-কর্দ করা’

• আবার, কোন ভক্ত ঠাকুর-রামকৃষ্ণের অদৃষ্টপূর্ক প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে সেই তমসাজ্বর সাত্তিমধ্যে রাজপথ দিয়া বাঙী ফিরিয়া বাইতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন,

“কি ভালবাসা! গিরীশ পিয়েটরে চলে যাবেন, তবু তাঁর বাড়ীতে যেতে হবে! শুধু তা নয়। এমনও বলছেন না যে, ‘সব ত্যাগ কর, আমার জন্ত গৃহ, পরিজন, বিষয়কর্ম, সব ত্যাগ করে সম্যাস অবলম্বন কর।’ বুঝেছি, এর মানে এই যে, সময় না হলে ছাড়লে কষ্ট হবে; ঠাকুর বেদন নিজে বলেন—ঘায়ের মাগড়ী ঘা শুকুতে না শুকুতে ছিঁড়লে রক্ত পড়ে কষ্ট হয়, কিন্তু ঐ শুকিয়ে গেলে মাগড়ী আপনি খসে পড়ে যায়। সামান্য লোকে—যাদের অন্তর্দৃষ্টি নাই—তারা বলে, এক্ষণে সংসার ত্যাগ কর। ইনি সদ্গুরু, অহেতুক রূপাসিদ্ধ, প্রেমের সমুদ্র, কিসে মঙ্গল হয়, এই চেষ্টা নিশিদিন করিতেছেন।

“আর গিরীশের কি বিশ্বাস! হৃদয় দর্শনের পরই বলেছিলেন, ‘প্রভু তুমিই ঈশ্বর, মানুষ-দেহ ধারণ করে এসেছ—আমার পরিজ্ঞানের জন্ত। গিরীশ ঠিক্তো বলেছেন, ঈশ্বর মানব-দেহ ধারণ না করলে ঘরের লোকের মত কে শিক্ষা দেবে? কে জানিয়ে দেবে যে, ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু? কে ধরায় পতিত চরল সন্তানকে হাত ধরে তুলবে? কে কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত পাশবস্বভাবপ্রাপ্ত মানুষকে আবার পূর্ববৎ অমৃতের অধিকারী করিবে? আর তিনি মানুষরূপে সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ায়ে, যাঁরা তলতাস্তরাষ্ট্রা, যাঁদের ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে না—তাঁরা কি করে দিন কাটাবেন? তাই ‘পরিজ্ঞান সাধনাং বিনাশায় চ হৃদ্য তাম্ ধর্ম্মং স্বাপনার্থায় সত্ত্বামি যুগ্মে যুগে।’

“কি ভালবাসা!—নরেন্দ্রের জন্ত পাগল, নারায়ণের জন্ত ক্রন্দন। বলেন, ‘এরা ও অস্ত্র ছেলেরা—রাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাবুধাম ইত্যাদি—সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্ত দেহ ধারণ করে এসেছেন। এ প্রেমতো মানুষ-জ্ঞানে নয়; এ প্রেম দেখছি—ঈশ্বর-প্রেম। ছেলেরা—শুদ্ধ-আত্ম, জীব-লোক অস্ত্রভাবে স্পর্শ করে নাই, বিষয়-কর্ম করে করে এদের লোভ, অহঙ্কার, হিংসা ইত্যাদির ক্ষতি হয় নাই—তাই ছেলেদের ভিতর ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ; কিন্তু এ দৃষ্টি কার আছে? ঠাকুরের অন্তর্দৃষ্টি; সমস্ত দেখিতেছেন—কে বিদ্যাসক্ত, কে মরল, উদার, ঈশ্বর-ভক্ত। তাই একপ ভক্ত দেখলেই সাক্ষাৎ নারায়ণ মনে করেন। তাদের নাওয়ান, খাওয়ান, শোয়ান;—তাদের দেখিবার জন্ত কাঁদেন, কলিকাতায় ছুটিয়া বান; লোকের খোঁসামোদ করে বেড়ান—কলিকাতা থেকে তাদের গাড়ী করে আনতে; গৃহস্থ ভক্তদের সর্বদা বলেন—ওদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াইও, তাহলে তোমাদের ভাল হবে। একি মায়িক মেহ? না—বিগুহ ঈশ্বর-প্রেম?—প্রতিমতে এতো * ষোড়শো-পচারে ঈশ্বরের পূজা ও সেবা হয়, আর-শুদ্ধনরদেহে হয় না?

“নরেন্দ্রকে দেখতে দেখতে বাহুজগৎ ভুলে গেলেন; ক্রমে নরেন্দ্রকে ভুলে গেলেন; apparent manকে (বাহ্যিক-মহুয়াকে) ভুলে গেলেন—Real manকে (প্রকৃত মহুয়াকে) দর্শন করতে লাগলেন; অথও সচ্চিদানন্দে মন লীন হইল—যাঁকে

খান করে কখনও অবাক্ স্পন্দহীন হয়ে
চুপ করে থাকতেন—কখনওবা ওঁ ওঁ
বলতেন, কখনও মা মা করে বালকের মত
ডাকতেন। নরেন্দ্রের ভিতর—ভাঁর বৈশী
প্রকাশ দেখতেন, তাই নরেন্দ্র নরেন্দ্র
করে পাগল।

নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই,—তার
আর কি হয়েছে? ঠাকুরের দিবা চক্ষু,
তিনি দেখলেন যে, এ অভিমান হতে
পারে। তিনি যে বড় আপনার লোক;
তিনি যে আপনার মা, “পাতানো” মা ত
ননু; তিনি কেন বুঝিয়ে দেন না, তিনি
কেন দপ্ করে আলো জ্বলে দেখিয়ে
দেন না? —তাই বুঝি ঠাকুর বলেন,
“মান কয়লি ত কয়লি, আমরাও
তোয় মানে আছি।”

আত্মীয় হতে যিনি পরমাত্মীয়, তাঁর
উপর অভিমান করবেন না ত কার উপর
অভিমান করবেন? ধন্য নরেন্দ্রনাথ, তোমার
উপর এই পুরুষোত্তমের এত ভালবাসা!
তোমাকে দেখে এত সহজে ঈশ্বরের
উদ্দীপন!

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই
গভীর রাত্রে রামকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে
ভক্তেরা গৃহ-প্রত্যাবর্তন করিলেন।

অন্নপূর্ণা-স্তোত্রম্ ।

(শঙ্করাচার্য্য-রচিতম্)

মন্দারকল্পহরিচন্দন পারিজাত
সস্তানচন্দ্রমণিগণ্ডিতবেদিসংস্থে ।
অর্দ্ধেন্দুমৌলিস্বললাটমডর্কনেত্রে
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়-
মহ্যম্ ॥

পারিজাত-কল্প-হরিচন্দন-সস্তান
মন্দার পাঁদপপঞ্চ কিবা শোভমান ;
কিবা চন্দ্রকাস্তমণি পরম সুন্দর,
সবাই করিছে তব বেদী মনোহর ।
এ হেন বেদীর পরে নিত্য তব স্থিতি,
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে তব পাইতেছে ভাতি ।
পরম সুন্দর মাগো! ললাট তোমার,
ত্রিনেত্র ধরিয়া তুমি আছ অনিবার ।
কুন্দার জালায় গ্রাণ জলিছে সদাই,
ভিক্ষা দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই ।

২

তালীকদম্বপরিশোভিতপার্শ্বভাগে
শক্রাদয়ো মুকুলিতাজলয়ঃ স্তবস্তুি ।
দেবি ত্বদীয় চরণৌ শরণং প্রপদ্যে
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
মহ্যম্ ॥

কিবা ভাবতরু, কিবা কদম্বের দগা -
 মহাশোভা পায় তব পার্শ্বে অবিরণ।
 ইন্দাদি-দেববর্ত্তা কণ পাকি ময়িকটে,
 করিতে তোমার স্মার্ত্ত বক্রকন পুটে।
 ঈশ্বরের মত কিছু হাবিলা করনি।
 আশ্রয় করিছ তব চরণকপানি।
 ক্ষমার জালায় প্রাণ জলিছে সদাই,
 অন্ন দে না অন্নপূর্ণে ! এই ভিক্ষা চাই।

কেয়ূরহারমণি বন কণকর্ণপূর
 কাঞ্চিকুলাপমণিকাস্তিলসদুকুলে ।

তুঙ্গান্নপূর্ণবরকাঞ্চনদর্বিবহস্তে
 ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
 মহাম্ ॥

কেয়ূর ককণ কাঞ্চীকর্ণপূর হাব
 তোমার বস্ত্রের শোভা করে অনিবার ।
 সোনার হাতীর নিন্তা তুঙ্গ-অন্ন দরি,
 ক্ষুধিতের পাণ বাগ, তুমিই শঙ্করি !
 ক্ষমার জালায় প্রাণ জলিছে সদাই,
 অন্ন দে না অন্নপূর্ণে ! এই ভিক্ষা চাই।

সন্তুক্তকল্পনাতিকে ভুবনৈকবন্দ্য
 ভূতে শর্করং কমলমগ্নকুচাপ্রভৃঙ্গৈ ।
 কারুণ্যপূর্ণনয়নে কিমূপেক্ষসে মাং
 ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
 মহাম্ ॥

তোমাকেই কল্পতরু বলে ভক্তজন,
 তোমারি চরণ-পদ্ম পূজে জিভুবন ।
 শঙ্করের হৃৎপদ্মে করি অধিষ্ঠান,
 তোমারি কুচাপ্র-ভৃঙ্গ কবে মধুপান।

যখন কারুণ্য-পূর্ণ তোমার নয়ন,
 কেন মোরে স্নানাদর কর মা তখন ?
 ক্ষমার জালায় প্রাণ জলিছে সদাই,
 অন্ন দে না অন্নপূর্ণে ! এই ভিক্ষা চাই।

শব্দাত্মিকে শশিকলাভরণাঙ্গদেহে
 শান্তোত্তরঃস্থলনিকে তননিত্যবাসে।
 দারিদ্র্যভুঃখভয়হারিণি কং হৃদন্যা ।
 ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়-
 মহাম্ ॥

তোমাকেই শব্দময়ী বলে ত্রিসংসার,
 শশিকলা অঙ্গদেহে শোভিছে তোমার ।
 তুমি মাংগে ! শঙ্করের হৃদয়বাসিনী,
 তুমিই দারিদ্র্য-ভুঃখ-ভয়-নিবারিণী ।
 তুমি এই ত্রি-সংসারে একমাত্র সার,
 তোমা বিনা যাব বস্ত কিছু নাহি আর !
 ক্ষমার জালায় প্রাণ জলিছে সদাই,
 ভিক্ষা দে না অন্নপূর্ণে ! এই ভিক্ষা চাই।

দীপাবচাংসি তব দেবি ঋগাদিবেদাঃ
 সৃষ্টাদিকস্মরচনা ভবদীয়চেষ্টা ।
 ব্রহ্মজেনা জগদিদং প্রতিভাতি নিত্যং
 ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
 মহাম্ ॥

সাম-বজ্রঃ-ঋতগর্ভঃ-বেদ-চতুষ্টয়—
 তব গোণাবাকা বিনা কিছু আর নয় ;
 কিবা সৃষ্টি, কিবা স্থিতি, কিবা লয় আর,
 সকলি তোমার খেলা, এই বুঝি সার ।
 স্বাবর-অঙ্গম-পূর্ণ এই ত্রিসংসার
 তোমারি প্রভার প্রভা পায় অনিবার ।
 ক্ষমার জালায় প্রাণ জলিছে সদাই,
 ভিক্ষা দে না অন্নপূর্ণে ! এই ভিক্ষা চাই।

(১)

হৃন্দারবৃন্দমুনিনারদকৌশিকাত্রি-
ব্যাসাম্বরীমকলমৌদ্ভবকশ্যপাদ্যাঃ।
ভক্ত্যা স্তবন্তি নিগমাগমমুক্তমন্ত্রৈ
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
মহ্যম্ ॥

নারদ অমন্তা অত্রি বাস তপোধন, •
বিখ্যামিত্র অম্বরীম কশ্যপাদিগণ,
কিবা ত্রিভুবনে যত দেবতা সকল,
• সকলেই পূজে তব চরণ-কমল।
নিগম-আগম-মন্ত্র করি উচ্চারণ, •
করে মা তোমার স্তুতি, দেখি সর্দক্ষণ।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জলিছে সদাই,
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

(৮)

অম্ব ত্বদীয় চরণাম্বুজসেবনে
ত্রক্ষাদয়োহপি বহুলাং
শ্রিয়গাশ্রয়ন্তে।
তস্মাদহং চিব নতোহস্মি
পদারবিন্দে
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
মহ্যম্ ॥

তোমারি চরণ-পদ্ম সেবি সর্দক্ষণ,
ত্রক্ষাদির হইয়াছে ঐশ্বর্য এমন।
তাই মাগো! যত কিছু সকলি ত্যাজিয়া,
তোমারি চরণ-পদ্মে রহিছ পড়িয়া।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জলিছে সদাই,
ভিক্ষা দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

(২)

সক্ষ্যাত্রয়ে সকল ভূস্বরসেব্যগান।
স্বাহাস্বধামি পিতৃদেবগণার্ভিহন্ত্রী।
জয়া স্ততাঃ পরিজনোহতিশয়োহ-
মকামা
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
মহ্যম্ ॥

তিন সক্ষ্যা ধরি মাগো! যতক ভ্রাক্ষণ,
লইয়া তোমারি পূজা ব্যস্ত হ'রে রন।
তুমি স্বাহা দেবগণ-তর্পণকারিণী,
তুমি স্বধা পিতৃ-শোক-তৃপ্তি-প্রদায়িনী।
স্ত্রী-পুত্র-অর্তিপি আর যত পরিবার,
অন্নের লাগিয়া সদা করে হাহাকার।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জলিছে সদাই,
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

(১০)

একাত্মমূলনিলয়স্য মহেশ্বরস্য
প্রাণেশ্বরির প্রাণতত্তত্তজনায়া শীত্রম্।
বাগ্মাক্ষি রক্ষিতজগত্ৰিতয়েহন্নপূর্ণে
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
মহ্যম্ ॥

সকলেরি আত্মা ধারে-বলে ত্রিভুবন,
সেই শক্তরের মাগো! তুমি প্রাণধন।
পরম সুন্দর ছুটি নয়ন তোমার,
তুমিই করিছ রক্ষা এই ত্রিসংসার।
ঈগতের যত কিছু করিয়া বর্জন,
তোমারি শ্রীপদে মাগো! সঁপিমাছি মন।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জলিছে সদাই,
ভিক্ষা দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

(১১)

ভক্ত্যা পঠন্তি গিরিজাদশকং ।

প্রভাতে

ধর্মার্থকামবহুপূণ্যজমোক্ষকামাঃ ।

প্রীত্য্য মহেশবনিতা হিমশৈলকন্যা

তেভ্যো দদাতি সততং মনসে-

প্সিতানি ॥

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই চারি ধন—
যে জন কামনা করে প্রাপ্তির কারণ,
সেই জন এই অন্নপূর্ণা-শ্লোকচর,
পঠে যদি প্রাতঃকালে হইয়া তনয়,
তাহা হ'লে হিমালয়-সুতা মহেশ্বরী
অন্নপূর্ণা স্নেহভরে দৃষ্টিপাত করি,
তাহার মনের বাঞ্ছা করেন পূরণ,
ইহার অশ্রুণা নাহি হয় কদাচন ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ,

ভ-গোল পরিচয় ।

২য় পাঠ । ১ম প্রপাঠক ।

আমরা যে “পৃথিবীর পৃষ্ঠে বাস
করিতেছি, ঐ ভূপৃষ্ঠে আমরা সর্বত্র পদব্রজে,
অস্বারোহণে, বাস্প-শকটে, নৌযানে বা
বাস্পপোতে সতত দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ
করিতেছি । যেখানে সেখানে নির্মল প্রান্তরে
দণ্ডায়মান হইয়া সর্বদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ
করিলে আমরা দেখিতে পাইব, আমাদের
দৃষ্টির ক্ষেত্র সমতল ও চক্রাকার । চক্রা-
কার সমতল ক্ষেত্রে চক্রবাল বলে ।
কিন্তু উন্নত গিরি-শৃঙ্গে অস্বারোহণ করিলে

অথবা ব্যোমযান আরোহণে উর্দ্ধে উঠিলে
আমরা দেখিতে পাই যে, চক্রাকার চক্রবাল
সমতল নহে ; কূর্ম-পৃষ্ঠের স্থায় গোল বা
বর্তুলাকৃতি । (১) মানবদেহ খর্ব বলিয়া
এবং ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা বশতঃ ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়-
মান হইয়া আমরা ভূপৃষ্ঠের যে ক্ষুদ্র খণ্ড
দেখিতে পাই, ঐ ভূখণ্ডের গোলাক্স দর্শকের
পক্ষে উপলক্ষিত হয়না । কারণ কোন
বস্তুর পরিধির শতাংশ থাকিলে যেমন
ঐ পরিধি-খণ্ড সরল রেখা বলিয়া প্রতীয়-
মান হয়, সেইরূপ চক্রবালের ব্যাস ভূগোল-
পরিধির ক্ষুদ্র অংশ বলিয়া সরল রেখার
স্থায় দেখায় এবং চক্রবাল সমতল ক্ষেত্র
বলিয়া প্রতীয়মান হয় । (২) পৃথিবীর
গোলকের এই একটা বিশেষ প্রমাণ ।

দর্শক সুবিস্তীর্ণ অবক্ষুর নির্মল ভূতলে
দণ্ডায়মান হইয়া সুদূরবর্তী অস্বারোহী বন্ধুর
অনুসন্ধানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, দর্শক
অগ্রে বন্ধুর উদ্দেশ্য পাইবেন না । ক্রমে
বন্ধু নিকটে আসিলে, দর্শক বন্ধুর উচ্চীষ
মাত্র দেখিতে পাইবেন । ক্রমে বন্ধু নিকট-
তর হইলে, দর্শক অস্বারোহী বন্ধুর দেহ
দেখিতে পাইবেন । ক্রমে বন্ধু নিকট-
তম হইলে, দর্শক বন্ধুর বাহন দেখিতে পাই-
বেন । বিবেচনা করিয়া দেখ, এই অবক্ষুর
নির্মল প্রান্তরে কে দর্শকের দৃষ্টি রোধ করিয়া-
ছিল ? ভূপৃষ্ঠের বর্তুলতা ভিন্ন আর কিছুই
নহে । আবার চতুর্দিক হইতে অস্বারোহী

(১) অন্নকারতয়া লোকাঃ স্বহানাং সর্বতো
মুখং । পশুস্তি বৃতা মশ্যোতাং চক্রাকারঃ বহুকরাং
স্বর্ঘ্য ১২।৫৪

(২) সমঃ যতঃ স্যাৎ পরিধেঃ শতাংশঃ ।

সিদ্ধান্ত শিরোমণি ৩।১৩

বন্ধুগণ দর্শকের স্থিতি-স্থানে আসিতে লাগিলে, দর্শক অমুভব করিবেন যে, তিনি উচ্চতম স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং চতুর্দিক হইতে বন্ধুগণ উচ্চ আরোহণ করিতেছেন; কিন্তু ইহাও দর্শকের ভ্রম; (৩) কারণ ভূগোলের যে কোন স্থানে দণ্ডায়মান থাকিলে, দর্শকের ঐ ভ্রম জন্মিতে পারে যে, দর্শক যে স্থানে দণ্ডায়মান, ঐ স্থানই পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থান। ভূগোল বর্তুলাকার না হইলে, পৃথিবীর সর্বত্র এই ভ্রম জন্মিতে পারিত না। পৃথিবী বর্তুলাকার বলিয়াই এই ভ্রম পৃথিবীর সর্বত্রই জন্মে। এই ভ্রম বশতঃ স্মেরকৃষ্ণ ব্যক্তি মনে করেন যে, কুসেকৃষ্ণ ব্যক্তি পাতালে রহিয়াছে, এবং কুসেকৃষ্ণ ব্যক্তি মনে করেন যে, স্মেরকৃষ্ণ ব্যক্তি পাতালে রহিয়াছে। (৪)

এমনকি, দর্শকের সমস্ত্রপাতে ভূপৃষ্ঠের অপরাংশস্থিত আর দর্শক বিবেচনা করেন যে, তিনি ভূপৃষ্ঠের উচ্চতম স্থানে দণ্ডায়মান এবং দর্শক ভূপৃষ্ঠের নিম্নতম স্থানে দণ্ডায়মান এবং দর্শকও ঐ ভ্রম-প্রমাদে পতিত। ভদ্রাশ্ববর্ষে যমকোটি নগর-বাসিগণ এবং কেতুমালবর্ষে রোমকবাসী পরস্পর পরস্পরকে পাতালবাসী জ্ঞান করেন এবং ভারতবর্ষে লঙ্কাবাসিগণ এবং কুরুবর্ষে সিদ্ধপুরবাসিগণ পরস্পর

পরস্পরকে পাতালবাসী জ্ঞান করেন। (৫)

উভয় পক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন; শূন্যে স্থিত বর্তুলাকার পৃথিবীর উচ্চতম স্থানই বা কোথায়, নিম্নতম স্থানই বা কোথায়! (৬)

তরঙ্গহীন সমুদ্র-বক্ষে শত সহস্র জাহাজ বিচরণ করিতেছে, কিন্তু স্মদ্রঙ্গ জাহাজ একখানিও দৃষ্টিগোচর হয় না; এমন কি, দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেও দৃষ্টিগোচর হয় না। আগন্তুক জাহাজ চক্রবালের সীমাতলে উপনীত হইলে অগ্রে কেবল মাত্র জাহাজের জোষ্ঠ্য মাস্তুলের পাইল দৃষ্টিগোচর হয়, জাহাজের কাণ্ড দৃষ্টিগোচর হয় না। ক্রমে জাহাজ নিকটস্থ হইলে, জাহাজের কনিষ্ঠ মাস্তুল, তৎপরে জাহাজের কাণ্ড দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়। নির্মল তরঙ্গহীন সমুদ্র-বক্ষে কে জাহাজ দর্শকের দৃষ্টি হইতে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিল? সাগর-পৃষ্ঠের বর্তুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। (৭) ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

যখন কদম্ব পুষ্পের উন্নত কেশরমালা কদম্ব পুষ্পের গোলক নষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র পর্কত, বন, গ্রান, দেবস্থানী সমূহে পরিবৃত থাকিলেও, পৃথিবী গোলাকার রূপ পরিত্যাগ করেন।

(৫) অগ্রেইপি সনস্কৃতভাসমস্তেহং: পরস্পরং ভদ্রাশ্ব কেতুমাল লঙ্কাসিদ্ধপুরাশ্রিতা: সূর্য্য। ১২।৫২

(৬) খে যতো গোল: তস্তক উর্দ্ধংকনাসপি অথ: সূর্য্য। ১২।৫৩

(৭) সর্কত: পর্কতারাম গ্রাম চৈচ্য চয়ৈশ্চিত্য: কদম্বস্থানকার: কেশর-প্রসারৈরন। সিদ্ধান্ত-

(৩) সর্বত্রৈব মহীগোলে স্বস্থানমুপরিস্থিতং।
সূর্য্য ১২।৫৩

(৪) উপর্য্যাস্তানন্যোস্তং কল্পমস্তি হ্রাস্থা:।

সূর্য্য ১২।৫১

শিরোনামি। ১৩

ভূপৃষ্ঠ সমতল হইলে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে থাকিয়া এক কটােহর সমগ্র নক্ষত্রই দৃষ্টিগোচর হইতে পারিত, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, নিরক্ষ রেখায় দর্শক দণ্ডায়মান হইলে, উত্তর-ক্রব তারা ও দক্ষিণ-ক্রব তারা, এই উভয় তারা দর্শকের চক্র-বাল ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকে এবং দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু দর্শক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলে, দক্ষিণ-ক্রবতারা দর্শকের চক্রবাল ক্ষেত্রের নিম্নে ডুবিয়া যায়, গতিকে দক্ষিণ-ক্রব তারা অদৃশ্য হয়, এবং উত্তর-ক্রব তারা দর্শকের চক্রবাল ক্ষেত্রের উর্ধ্বে উঠিতে থাকে। দর্শক নিরক্ষরেখা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলে, উত্তর-ক্রব তারা দর্শকের চক্রবাল ক্ষেত্রের নিম্নে ডুবিয়া যায় এবং দর্শকের অদৃশ্য হয়। কিন্তু দক্ষিণ-ক্রবতারা ক্রমে দর্শকের চক্রবালক্ষেত্রের উর্ধ্বে উঠিতে থাকে। নিরক্ষ রেখা ত্যাগ করিয়া দর্শক যত উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইবেন, ততই উত্তর-ক্রব তারা দর্শকের চক্রবাল ক্ষেত্রের উর্ধ্বে উঠিতে থাকে, অবশেষে দর্শক সূর্য-বিন্দুতে উপনীত হইলে, উত্তর-ক্রব তারা দর্শকের সত্ত্বকোপরিস্থ-খ-বিন্দুতে উপস্থিত হয়। দর্শক নিরক্ষ-রেখা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যত অগ্রসর হইতে থাকেন, দক্ষিণ-ক্রবতারা দর্শকের চক্রবাল ক্ষেত্র হইতে তত উর্ধ্বে উঠিতে থাকে। অবশেষে দর্শক কুমেরু বিন্দুতে উপনীত হইলে, দক্ষিণ-ক্রব তারা দর্শকের সত্ত্বকোপরিস্থ-খ-বিন্দুতে উপস্থিত হয়। পৃথিবী বর্তুলাকার না হইলে, ক্রব তারা দ্বয়ের দৃষ্টি

সম্বন্ধে একরূপ বিপর্যয় ঘটনা কখনই হইত না। (৮) পৃথিবী সমতল ক্ষেত্র হইলে, সর্ব-দেশবাসিগণ উভয়-ক্রব তারা দেখিতে পাইতেন। কিন্তু কলিকাতাবাসিগণ নিরক্ষ রেখা হইতে প্রায় ২২½ অংশ উত্তরে অবস্থিত বলিয়া দক্ষিণ-ক্রবতারা কলিকাতাবাসীর দৃষ্টিগোচর নহে; কিন্তু দক্ষিণ-ক্রবতারা হইতে ৩৮ অংশ উত্তরস্থ অগস্ত্যা তারা কলিকাতাবাসিগণ অনেক সময়ে দেখিতে পান, কিন্তু লণ্ডনবাসিগণ নিরক্ষ রেখার ৫০ অংশাধিক উত্তরস্থিত বলিয়া অগস্ত্যা তারা কখনও দেখিতে পান না। আমরা দেখ—

ভূচ্ছায়ার আকৃতি মোচক বা কদলী-ফুলের স্তায়। এই মোচকাকৃতি ভূচ্ছায়া মনো চক্র পশ্চিম হইতে পূর্ব গমনে প্রবেশ করিয়া গ্রহণগ্রস্ত হয়। পৃথিবী বর্তুলাকার না হইলে, ভূচ্ছায়া সমতল মোচকাকৃতি হইত না। (৯)

পৃথিবী বর্তুলাকার বলিয়া পৃথিবীর দারুক (Globe) বর্তুলাকারে নির্মিত হয় এবং পৃথিবী-মানচিত্র বৃত্তাকারে অঙ্কিত হয় এবং মানচিত্রে উত্তর বিন্দুতে সূর্য শব্দ এবং দক্ষিণ বিন্দুতে কুমেরু শব্দ লিখিত থাকে এবং উভয় বিন্দুর মধ্যস্থলে নিরক্ষ রেখা অঙ্কিত থাকে।

(৮) ক্রবোপরিভূতচক্রস্বর্নাতমেরুঃ প্রয়াস্তুতঃ
নিরক্ষাভিমুখং যাতুঃ বিপরীতে নতোন্নতে। সূর্য্য
১১২১২

উনক্ ক্রবং পশ্চতি চ উন্নতং ক্ষিতেঃ। ভাস্কর। ৩। ৩৯

(৯) ভানোর্ডাক্ মহীচ্ছায়া তন্ত্বেহ্চর্ক
সমেহপিবা।

শশাক পাতে গ্রহণং * * * সূর্য্য ৩। ৬

২য় পাঠ ২য় প্রপাঠক।

পার্শ্বিক গোলে ও পৃথিবীর মানচিত্রে দেখিবে, নিরক্ষ রেখা হইতে সূর্যমুখ-বিন্দু পর্য্যন্ত পরিধির ১/৪ ভাগ সমান ৯০ বিভাগে বিভক্ত করিয়া, প্রতি বিভাগের বিবরে নিরক্ষ রেখার সমান্তরাল ৯০টি অক্ষ-বলয় অঙ্কিত আছে; ঐরূপ নিরক্ষ-রেখা হইতে কুমেরু বিন্দু পর্য্যন্ত ৯০টি বলয় অঙ্কিত আছে; ঐ বলয়কে অক্ষ-বলয় বা অক্ষরেখা বলে এবং বলয়গুলি ৬৯৥ মাইল অন্তরে অবস্থিত। নিরক্ষ-রেখার উত্তরস্থ অক্ষ-রেখাকে উত্তর-অক্ষ-রেখা এবং দক্ষিণস্থ অক্ষ-রেখাকে দক্ষিণ-অক্ষ-রেখা বলে। অক্ষরেখা দ্বারা পৃথিবী-পৃষ্ঠস্থ নগর দ্বয়ের উত্তর দক্ষিণ বাবধান নির্ণয় করা যায়।

পার্শ্বিক গোলে এবং পৃথিবীর মানচিত্রে অক্ষরও দেখিবে, জ্যোতির্বিদদের মান-মন্দিরে ভেদ করিয়া সূর্যমুখ-বিন্দু হইতে কুমেরু বিন্দু পর্য্যন্ত একটা রেখা অঙ্কিত আছে, এই রেখাকে মূল দ্রাঘিমা বলে। এই দ্রাঘিমায় সূর্য্য উপনীত হইলে, মান-মন্দিরে মধ্য দিন হয় বলিয়া এই রেখাকে মধ্য রেখা বলে। জ্যোতির্বিদগণের মান-মন্দির অবস্থি নগরে। মূল দ্রাঘিমা নিরক্ষ-রেখাকে যে বিন্দুতে ভেদ করিয়াছে ঐ বিন্দুতে লক্ষ্য নগর অবস্থিত। ঐ বিন্দুকে কীলক ধরিয়া নিরক্ষ রেখা পূর্বাভিমুখে ১৮০ ভাগে এবং পশ্চিমাভিমুখে ১৮০ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, এবং ঐ প্রত্যেক ভাগের বিবর দিয়া

সূর্যমুখ বিন্দু হইতে কুমেরু বিন্দু পর্য্যন্ত এক একটি দ্রাঘিমা অঙ্কিত আছে। ভূমধ্য-সাগর মূল দ্রাঘিমার পূর্কস্থ দ্রাঘিমাগণকে পূর্ক দ্রাঘিমা এবং পশ্চিমস্থ দ্রাঘিমাগণকে পশ্চিম দ্রাঘিমা বলে। নিরক্ষ দেশে দ্রাঘিমা-গুলি পরস্পর ৬৯৥ মাইল ব্যবধানে স্থিত এবং কুমেরু ও কুমেরু বিন্দুতে উহাদিগের বাবধান শূন্য এবং অন্তর্কর্ষী স্থলে অক্ষ রেখা-দ্বয়ের বাবধান কমে নূন হইয়াছে। দ্রাঘিমা দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ নগরদ্বয়ের পূর্ক-পশ্চিম বাবধান নির্ণয় করা যায়। অক্ষরেখা দ্বয়ের ও দ্রাঘিমা-রেখা দ্বয়ের বাবধানকে অংশ বলে। সুস্থিতে হইবেক, ৯০ অংশ পূর্ক দ্রাঘিমায় যমকোট নগর এবং পশ্চিম দ্রাঘিমায় রোমকপ্তন নগর এবং পূর্ক ও পশ্চিম ১৮০ অংশ দ্রাঘিমায় লক্ষ্য নগরের অধঃস্থিতকথিত সিদ্ধপুর নগর পড়িল।

পার্শ্বিক গোলকে এবং পৃথিবীর মানচিত্রে আরও দেখিবে যে, নিরক্ষরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে ২৩৥ অংশ বাবধানে দুইটি বিন্দু বলয় অঙ্কিত আছে। উত্তর বিন্দু বলয়কে কর্কট-ক্রান্তি-বলয় বলে এবং দক্ষিণ বিন্দু বলয়কে মকর-ক্রান্তি বলয় বলে এবং সূর্যমুখ বিন্দুর ২৩৥ অংশ দক্ষিণে একটি বিন্দু বলয় অঙ্কিত আছে, ঐ বিন্দু বলয়ের নাম উত্তর শীত বলয় এবং কুমেরু-বিন্দুর উত্তরে ২৩৥ অংশ বাবধানে আর একটি বিন্দু বলয় অঙ্কিত আছে, ঐ বিন্দু বলয়ের নাম দক্ষিণ শীত বলয়। মহাবিশ্ব সংক্রান্ত

এখন দেখিবে ভূদ্রাঘ পর্য্যন্ত যমকোট নগরের দ্রাঘিমার উপরি পর্য্যন্ত উপনীত হইলে, আরও বর্ণনা লক্ষ্য নগরে

হইতে পরবর্তী মহাবিশুপ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতিদিন লক্ষা নগরে সূর্য্যের উদয় অস্ত দর্শক পরীক্ষা করিলে দেখিবেন, মহা বিশুপ সংক্রান্তি দিনে প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে সূর্য্য পূর্বাধিকৈশমকোটি নগরে জাঘিমা হইতে উদয় হইয়া মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য দর্শকের মস্তকোপরে খবিন্দুতে উপনীত হইবে এবং সায়ং সন্ধ্যাকালে সূর্য্য পশ্চিমাদিকে রোমকপত্তনের জাঘিমায় অস্তগত হইবে। সূর্য্যের এই উদয় বিন্দুকে উদয়-লগ্ন এবং অস্ত বিন্দুকে অস্ত-লগ্ন বলে এবং ঐ উদয় ও অস্তলগ্ন নিরক্ষরেখার উপরে অবস্থিত, এবং এই দিন সূর্য্য বিশুপ-রেখায় পরিভ্রমণ করবে। এই দিন দ্বিতীয়া রাত্রি সমান হয়, এবং এই মহাবিশুপ সংক্রান্তি দিনের। উদয় বিন্দুকে বাসস্তিক জ্যোতিপাত বা বাসস্তিক বিশুপ বা সম-রাত্রি বিন্দু বলে। এই দিন সূর্য্য বিশুপরেখা সংক্রমণ করেন বলিয়া এই দিনে মহা

বিশুপ সংক্রান্তি হয়। পঞ্জিকানুসারে এই দিন চৈত্র-সংক্রান্তি। তৎপর দিন ১লা বৈশাখ তারিখে নিরক্ষ রেখার প্রায় ১৫ কলা উত্তরে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয়। ২রা বৈশাখ তারিখে নিরক্ষ রেখার ২০ কলা উত্তরে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয়। এইরূপে প্রতিদিন ১৫ কলা উত্তরে সরিয়া সরিয়া সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইয়া আষাঢ় সংক্রান্তির দিনে সূর্য্য যে বিন্দুতে উদয় হয়, ঐ বিন্দুকে উত্তর জ্যোতি বিন্দু বা কর্কট জ্যোতি বিন্দু বলে এবং আষাঢ় সংক্রান্তিকে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বলে, এবং ঐ দিন সূর্য্য নিরক্ষ রেখার ২৩।০ অংশ উত্তরে উদিত ও অস্তগত হয়। ১লা শ্রাবণ দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়। সূর্য্য প্রতিদিন ১৫ কলা দক্ষিণে সরিয়া উদয়াস্তগত হয় এবং তিন মাস গতে পুনরায় সূর্য্য-নিরক্ষ-রেখার উপরে আসিয়া উদয় হয়। আশ্বিন-সংক্রান্তি দিনে সূর্য্য-জল বিশুপ সংক্রান্তি-বিন্দুতে উদয়াস্তগত হয়। এবং ১লা কার্তিক হইতে পৌষ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত—সূর্য্য প্রতিদিন ১৫ কলা দক্ষিণে সরিয়া সরিয়া উদয়াস্তগত হয়। পৌষ-সংক্রান্তি—বা মকর-সংক্রান্তি দিনে সূর্য্যের দক্ষিণ-গমনের শেষ হয় ঐ জন্ত পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তিকে দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি বলে। ১লা মাঘ হইতে সূর্য্য প্রতিদিন ১৫ কলা উত্তরে সরিয়া উদয় ও অস্তগত হয়, এবং চৈত্র সংক্রান্তি দিনে পুনরায় বিশুপ রেখায় উপনীত হয়।

সূর্য্যের উদয় হইবে এবং কেতুমাল বর্ষস্থ রোমকপত্তন নগরের উপর-প্রাণিমায় সূর্য্য উপনীত হইলে লক্ষা অর্ধরাত্রি হইবে এবং কৃষ্ণ বর্ষস্থ সিদ্ধপুরের জাঘিমায় উপরে সূর্য্য উপনীত হইলে লক্ষা মধ্যরাত্রি হইবে। সিদ্ধান্ত শিরোমণি পাঠে দেখিবে

ভ্রাতাখোপরিগঃ সূর্য্যাস্তারতে তুদয়ঃ রবিঃ।

রাত্রার্কে কেতু মালতুকুরাবস্তময়ঃ তদা।

সূর্য্য ১২।১০

যখন লক্ষাপুরে সূর্য্যের উদয় হইবে, তখন যমকোটি পুরীতে মধ্য দিন হইবে। অধঃশক্তি কহ সিদ্ধপুরে তখন সূর্য্যাস্ত হইবে এবং রোমক নগরে রাত্রি বিপ্রহর হইবে।

লক্ষা পুরেৎকর্ত্ত যদোদয়ঃ স্যাস্তদা

দিবার্দ্ধং যমকোটি পুর্যাং।

অনন্তদা সিদ্ধপুরেৎকালস্যাস্ত্রোমকে

রাত্রি দ্বয়ং তদৈব ॥ ৩৪৪

দুর্ভিক্ষ !

ভ্রাজি মোহমুম, জাগরে হৃদয়,
বিষাদের গাথা চির অভিনয় !
দুঃখের পাণ্ডারে আজীবন ভ'রে
ভাগ কেন, আজ দেও পরিচয় ।

যে করাল ছায়া স্মৃৎ-স্মৃৎধাকরে
আনরি, ভারতগগনে বিহরে ;
যাহে প্রীতি-গতি-শান্তি-মতি-রতি—
নাপাও দেখিতে বারেকের তরে ;—

আঁধারে আলোক, পিপাসায় জল,
রোগে রসায়ন, ক্ষুধায় স্নফল,
বিলাপে সাস্তনা, মোহে উদ্দীপনা,
যে রাহু-কবলে মিশেছে সকল ;—

চিন কি উহারে ? যাহার দাপটে
ক্রন্দনের রোল কোটীকণ্ঠে উঠে,
বহু নরনারী শুধু আঁধি-বারি
সম্বল লইয়া ধুলায় লুটে ।

বিবর্ণ বিশাল জীর্ণ দেহ-ছবি,
মঁরিরে যেমন মেঘাবৃত রবি !
উদাম-মুরতি যুবক স্মৃতি
নিরাশ-মাগরে যাইছে ডুবি !

অনশনে, আহা ! ক্ষীণ কলেবর,
কমল বদন বিষাদে ধূসর,
শোক-কালীমাথা ভালে চিত্ত্বরেখা,
অব্যক্ত কপোলে ন্যস্ত হুঁটি কর !

নামাপথে বহে ক্ষীণ উশ্বাস,
বিপদে—জীবনে একটি আশ্বাস।
গণ্ডস্থলপরে চুপে চুরি ক'রে
অকৃতজ্ঞ আঁধি ঢালে জলোচ্ছাস !

প্রাণের আরাম—প্রাণের পুতলি
পুত্র প্রিয়তম—দীনভিক্ষা-বুলি,
“বড় ক্ষুণ্ণ” ব'লে ছুঁটে ঘাসে কোলে,
মেহের নিগড় ভুজয়ুগ তুলি ।

কি দিবে বদনে, হৃদয়ের ধনে
কি উত্তর দিবে হতভাগা, মনে
এই চিন্ত কুল রহিয়া আকুল,
অলু কুল যেন মরণেরে গণে !

সাহস-আশ্বাস-প্রয়াস-যতনে
ধরি প্রাণে পুনঃ হুঃখবেগ মনে,
দাঁড়াইছে হায় ! ঘন কাঁপে কার,
অমনি পাড়িছে বাধি হুচরণে !

ওইযে, অদূরে নবনিতম্বিনী,
সরলতাভরা চারুতার খনি,
এবে যেন ধনী নিদাঘে তটিনী :—
অন্ধ-অলঙ্কার অকলঙ্কমণি—

ক্ষুধায় আতুর, নহে, বাস্তব,
মনের অভাস আননে প্রকাশ,
কত সমাদরে ধরি হুঁটি করে
শুকচর্মসম নিতান্ত নীরস—

মাতৃপয়োধর, কত আশাক'রে
চুঁবিছে সে শিশু হায় ! দুঃখতরে,
বিষগ্ননদন—আকুল ক্রন্দনে
কেলিছে ঠেঁপিয়া অতীব কাতরে !

অভাগিনী মাতা প্রাণের জ্বালায়,
কপাল হানিছে করে, হায় হায় !
বলে, “বিশ্বময় ! জন্মে কত ময়,
রূপে আগার চরম আশ্রয়” ।

হেথা ভূমিতলে পুণি-বিনুষ্টিত,
দশম দশায় এবে উপস্থিত—
বৃদ্ধ অস্থিমার—লোচনে আঁখার,
আরো তারপর ক্ষুধায় পীড়িত ।

হেথা বৃক্ষতলে গাভীটী দাড়িয়ে ;
কৈ দেয়বা তৃণ তার মুগ্ধচেয়ে !
ক্লশ অনাহারে বৎস অল্পদরে,
হাষারব শুনি বিদরিচ্ছে হিয়ে ।

আদর্শে পালিত মার্জ্জার স্তনীন,
উপবাসী প্রায় পাঁচ ছয় দিন ;
জ্যেষ্ঠি আরাধনা উদরের জ্বালা
নিবার তাহার—দেহ বস্তু ফাগ ।

নদী-হৃদ-কূপ হ'ল বারিহীন,
আকাশের পানে চেয়ে দৃষ্টি দান,
এবে ধরাহ'তে স্নেহে চ'লে যেতে
চায়, তাই-বুঝি এ ঘোর তর্কিন !

প্রতিষেধে হেরি বিবাদ—রোদন—
স্বাহাকার রবে আকুল গগন ।
এ হুঃখ দেখিলে, নয়ন-সলিলে
পাষণেরো বুক ভাঙ্গে অক্ষুণ্ণ ।

হে দক্ষ ভারত, কতকাল আর
পরিনে গলায় কলঙ্কের হার ?
পবিত্র বিমলে জাহ্নবীর তলে
কর বিস্কন্দিত বুদ্ধা দেহ ভার ।

হে ভারতবাসি ! জাগ একবার,
এ ঘোর নিদ্রার কর পরিহার ।
কেন ধন-জন-মাণিক রতন
নাই ? শূন্য কেন সাধের ভাণ্ডার ?

বহুবর্ষ গত আছেহে নিদ্রিত,
এ কাল নিদ্রার নাই কি লয় ?
যুগ-যুগান্তর—বর্ষ-মাস-বার
যার পিছু ফিরে—কথা না কয় ।

“নীচ” বলি তোমা করে অবহেলা,
(কুকুরে যেমন গৃহস্থের বালা)
সবে পদে দলে, সবে কটুবলে;
কেমনে সাহছ এ বিষম আলা ?

কেন তুমি ভবে ঘুগার ভাজন ?
কেন নাই তব গ্রাস-আচ্ছাদন ?
অকর্মণ্য ব'লে কেন ধরাতলে
ঘোষে অপঘণ জগতের জন ?

সিংহের ঔরসে জনমে শূণাল,
“ভীরু” চিহ্নে তাই অঙ্কিত কপাল ।
উপহাস বাণী বিবতুলা গণি,
ক্রান্ত কর্ণ বল সবে কতকাল ?

সত্য কি সে কথা অথবা কল্পনা,
ঈর্ষাভরে শুধু আমার জল্পনা,
ভেবে দেখ এবে মনেতে তাই ।

আকাশে তারকাদল পাতালে সাগরজল
এ বিশাল ভূমণ্ডল সত্ত্ব যার গুণগানে,
প্রতিভার অবতার কীর্তির চারু আগার,
হেন আর্ষ্যবংশে জন্ম গুনি একথা পুরাণে;
হায় ভার ! লজ্জা হয় কহিতে সে কথা,

আধাবংশধর পরে স্তানির বারতা!
গেছে ধন-রক্ত আঁধি, আঁধোর শোণিত যদি
বিন্দুমাত্র থাকে দেহে, তবু নিরুচ্ছয়—
স্বপ্নিত লালিত আঁছো এ বড় বিষয়।*

প্রকৃতির গতি নববিধি নয়,
কতু অন্তমন কতু অভ্যাদয়;
কত পরাজয় কত বা বিজয়,
হের ইতিহাসে শত অভিনয়।

শত শত বর্ষ সহি নানা ক্লেশ,
সুখ-রজনীর দেখিয়াছে শেষ,
কত শত জাতি কত শত দেশ
একভাবে কেন তুমিই রও?

শরীরের বল শুধু কি সমল?
সাহস উজ্জম সবকি বিফল?
জ্ঞানের গরিমা—শিকার মহিমা
নহে কি জগতে দৃষ্টান্তের স্থল?

পদচিহ্নে ধীর আঁকা এ অবনী,
জিজ্ঞাস তাহারে, শুনিবে অমনি—
সাহসের বলে দীনতা-বিলয়,
সাহসের বলে জগৎ-জয়।

এ দারুণ ক্লেশ তবে কেন সও?
বুকে করি ভয় উত্তরা দাঁড়াও।
দেখ দেখি শান্তি পাও কি না পাও;
সুখে দিন কেটে কি ফল বল?

দেখহ আকাশে বিকল তপন,
জগৎ লভিছে আনন্দ-কিরণ,
বহে সুহু বায়—বায়ুলতা বায়,
সবাই রাখিছে আপন আপন।

অন্ধকারে ছিল যারা চির দিন,
অগভা বকর নীচ দীনহীন,
জঁবে আলোকিত সম্মানে প্রবীণ,
তবু তুমি কেন মলিন বেশে?

উদ্যমে হৃদয় অসুচ-বাদিরা,
জাতীয় পতাকা দেও উড়াইয়া,
লেখ ভারপরে, জ্বলন্ত অক্ষরে;—
অসুপ ভারত প্রবুদ্ধ আঁজ।

ধনি-সুতগণ! যুগে কেন আর?
নিধন-সাদন ধন কোন্ ছাঁর?
জগতের তরে হেসে নিজ করে,
দীন জনে দান কর অনিবার।

আফ্রিকা প্রদেশে হুবধর খনি,
গোলকুণ্ডা-ত্রীক্ষে রক্ত-মণি-চুনি,
মুক্তা সিংহলে—অতল মলিলে,
কতকি কোথার জগতে না জানি।

সে সকলে তব কোন অধিকার
আছে কি হে বায় নাকরিলে তার?
গৃহে অর্থ যত আছে রাশীকৃত,
সম্বায় বিহনে সম্মদে সবার।

চিরকাল কতু থাকেনা জাঁধার,
সব বিশ্ব নহে মরীচিকা সার;
জলদের দলে বিনাম-মস্তলে
সতত চালেনা বরিষার ধার।

রোগান্তে সুকান্তি, উষা নিশাশেষে,
সাহ-প্রাস-পরে পুনঃ শশী হাসে;
বরষা-বিগতে শরতে আগতে
হেরি বিশ্বজন সুখ-স্রোতে ভাসে।

ঐতিহাসিক দেখে যবেনা এ দিন,
রজনী গোছালে আসিবে সুদিন ;
কিন্তু সুনিষ্ঠর আসিবেনা হয় !
দুঃখের সুযোগ হেন কোন দিন।

পরের কলাগে আপন মঙ্গল,
পর-উপকার করহ সঙ্গল ।
সুধু উদাসীন তুমি যেতদিন,
জ্ঞান তোমার নাধিছে কুশল।

সুদূর কুমিরা, তুরস্ক, জর্জর্ন,
এ দেশের চুখে মলিন-বদন ;
তোমার লইতে কর্তব্যের পথে,
করে অর্থব্যয়, কর নিরীক্ষণ।

স্বর্গী সমকালে বহু জ্ঞানোদান—
তব সনে যারে করেনা সমান ;
বিজ্ঞান—দর্শন প্রকাশে সুতন,
হের আমেরিকা তোমা করে দান।

সহোদর সম মাতৃভূমি-সুত
করে হাহাকার—চুখে অভিতুত ;
আলস্য-কিঙ্কর তুমি শযাপর,
ভ্রমেও ভাবনা মূঢ়ে কত শত !

জরাজীর্ণ বৃদ্ধ দধীচি ব্রাহ্মণ
পরতরে করে আত্মবিসর্জন ;
কপোতে রাধিতে স্বীয় মাংস দিতে
অকুণ্ঠিত-চিত শিবি মহামন।

নেহের তনয়ে দিয়া বলিদান,
রাখে দান-বীর বাচকের দাশ ;
পরউপকার ভিন্ন স্বার্থ আর
না চিনিত বহু ভারত-সন্তান।

সে দেশেই হায় ! মোদের জনম !
তবে কেন মোরা এত নরাধম ?
স্বার্থমদে মত্ত, ভুলি পুরাতন,
সত্য তাজি কেন মিথ্যা মনোরম ?

বুঝছি এবার জুলে আর্ঘ্যাচার,
ভারত ভরিয়া প্রেত-বাবহার !
হারিয়ে স্বার্থ—জ্ঞান-যোগ-কর্ম,
সোনার ভারত হ'ল ছারখার।

পর-চুখে চুখী কর ধনি ! হিরা,
জ্ঞান দিতে শিখ পরের লাগিরা।
জাত্মশত্রুকে আপন অঙ্কলে—
সমেহ অন্তরে দেও সুহাইরা।

বিষম বিপদে, ভারত-সন্তান !
জুলে যাও, ছেব-হিংসা-অভিমান,
ধনী কি নির্ধন, সামর্থ্য বেমন,
অন্ন-ক্লিষ্টে দিয়া কর প্রাণদান।

দীনচুখিজনে অন্ন-বস্ত্র-দান,
আর্ঘ্যার্থে এই শাস্ত বিধান ;
উপেক্ষি এ নীতি যুগ্য নীচমতি —
চরমে—নিরয়ে লভে নিজস্থান।

ক্রীকেশর নাথ ভারতী সাংখ্য-ভীর্ষা
শঙ্কগিরি-আশ্রম।
যশোহর।

কর্ম-গীতা ।

(“ব্রহ্মচারিণী” শব্দে প্রকাশিত
“Gospel of Work”
প্রণেতার পদ্যানুবাদ।)

- ১। শুন মম নিবেদন ভারত-সম্বন্ধে !
কর্ম কর, কর্মে তব মুক্তি বর্তমান ॥
- ২। তোমরা কি কৃতদাস—অপবা স্বাধীন?
কৃতদাস যদি হও, অলস—অদশ রও,
স্বাধীন বদ্যপি, কর্ম কর অহুদিন।
- ৩। তব পূর্বপিতৃগণ সাধি কর্ম সাধুতম,
গড়েছিল প্রাচীন ভারত।
তোমরাও তাঁহাদের বোণ্য বংশধর সম,
কর্মবোগে হও সবে রত ॥
- ৪। বেঁচে আছ যতক্ষণ, রহ কর্ম রত।
যেহেতু মরণ তব সঙ্গুণে সতত ॥
- ৫। কর্মকর, উর্দ্ধে-অধে-চৌদিকে তোমার,—
সর্বময় কর্মস্রোত বহে অনিবার।
- ৬। কর্মকর, কর্মই তোমার—
ঈশ্বরের উপাসনা-সার।
- ৭। অদ্যকার কর্ম যাও তুমি করে’।
কলাকার চিন্তা রাখ কল্যা-পরে ॥
- ৮। এ ভয়ের কর্মযোগ যাও তুমি করে’।
পরজন্ম-চিন্তা রাখ পরজন্ম-পরে ॥
- ৯। “কর্ম নীচ” নির্যাসেরা কর।
কর্ম ধন্য—স্বগ্য কভু নয়।
কর্ম-শক্তি স্বর্গের নিশ্চয় ॥
- ১০। কর্মকর, যে ভাবেই চলে,
লেখনীতে অর্থবা লাগলে।
- ১১। কর্মকর, যেভাবেই বনে,
মস্তক বা অঙ্গ-সঞ্চালনে।

- ১২। কর্মকর, অকর্মাই অলস—অধম।
রাজপথ-সম্মার্জন্য কর্মীও উত্তম ॥
- ১৩। কর্ম কর, দটে যেইরূপে,
দামস বা প্রভুত-স্বরূপে।
- ১৪। কর্মকর, গলগ্রহ হু’ওনা পনের।
হ’ওনা প্রত্যাশী জাতি-বন্ধু-কুটুম্বের ॥
- ১৫। কর্ম কর; কভু যেন ভিক্ষা করিওনা।
অলস ভিক্ষারীকেও প্রশ্রয় দিওনা ॥
- ১৬। কর্মকর, কর্মট জীবন।
অলসতা জীবনে মরণ ॥
- ১৭। কর্মকর, মানব-জীবন—
নিরর্থক নহে কদাচন ॥
- ১৮। কর্মকর, নির্যাসেই ভাবে—
এ জীবন নিরর্থক ভবে।
- ১৯। কল্যা যত্নিত্য হইবে ভবে,
অদ্য ত নিশ্চয় সত্য হবে।
কর্মকর কর্মকর তবে ॥
- ২০। প্রলোক সত্য যদি ভবে,
এ লোক নিশ্চয় সত্য হবো।
কর্মকর কর্মকর তবে ॥
- ২১। অসত্যোতে সত্যলাভ কভুনা সম্ভবে।
তাইবলি কর্মকর, কর্মকর সবে ॥
- ২২। বেগন বৃন্দিশ বীজ, ফলিবে তেমন;
তাইবলি সাধু-কর্ম সাধ অক্ষুণ্ণ।
- ২৩। যেন সাধিবে, সিদ্ধি হইবে তেমন;
তাইবলি কর্মযোগ সাধ অক্ষুণ্ণ।
- ২৪। কর্মকর বীরবৎ প্রভু-শক্তি করে।
দিওনা ভাগ্যের দোষ কৃতদাস হয়ে ॥
- ২৫। কর্ম না করিও শুধু আশ্ব-বার্থ চেয়ে।
সার্থক পরার্থ-কর্ম পরজন্ম পেয়ে ॥
- ২৬। হৃদয় নশে স্থবদানে, অশান্তিতে
শান্তি আছে

হিন্দু-গীত্রিকা

- অন্ধকারে আলো জ্বলে, দীনতার ধন,
যে কর্ম, সে কর্মযোগ সাধ অল্পক্ষণ।
- ২৭। দীন-ভ্রুংপী-আর্জলোকে—
সেনা কর কর্মযোগে।
- ২৮। ব্যবসাবাদিজ্য ধর।
স্বদেশ সম্পন্ন কর ॥
স্বজাতি-হীনতা হর।
কর্ম কর কর্ম কর ॥
- ২৯। কর্মকরি, স্বদেশে যা পাবে,
তদর্থে বিদেশে কেন যাবে ?
কর্মকর কর্মকর তবে।
- ৩০। সিদ্ধর তুফাণ তুষ্টকর।
পর্বতের কাঠিখ বিষর।
বীরবৎ, কর্মযোগ ধর ॥
- ৩১। ভোল পরদোষ, পদ-ভ্রুংচার সও।
ভুতার্থে ভ্রুংচারীর কর্মযোগী হও ॥
- ৩২। সাবু-সত্যপরায়ণ-পকিশ্রমী হসে,
সার্থক করহ জন্ম কর্মযোগ লসে।
- ৩৩। কর্মকর সাবধানে রহি অনিবার,
কুচিন্তা গশেনা যেন নশ্তকে তোমার।
- ৩৪। কর্মকর, (যেন আলসো ধরেনা)।
অঙ্গে যেন তথ মরিচা পড়েনা ॥
- ৩৫। কর্মকর, কর্মযোগে লজ।
গল্পগাছা—ধরচর্চা ত্যজ ॥
- ৩৬। কর্মকর; অস্তুর সংকর্ম-নমাধানে,—
নহযোগী হও সদা সাহায্য প্রদানে।
- ৩৭। কর্ম কর, হ'ওনা হিংসুক।
পরদুঃখে পেওনাকো সুখ ॥
- ৩৮। কর্মকর, কিন্তু যেন হায়!
অট্টালিকা গড়না হাওয়ার।
- ৩৯। কর্মকর, কিন্তু সাবধান,
পরাক্রম করনা সন্ধান।
- ৪০। কর্মকর, হয়ে কর্ম-ধীর,
সম্মুখে আদর্শ রাখ স্থির।
- ৪১। কর্মকর, সংকর্ম-সাধন-পথে সদা—
জাতি-কুল-বর্ণের সেননা কোন বাধা।
- ৪২। যদি কর্মযোগ সাধক হও,
কাম-বন-দাক্যে পবিত্র রও ॥
- ৪৩। যদি কর্মযোগ সাধন ধর,
দেহ-নন দু-ই সবল কর।
- ৪৪। সাধ কর্মযোগ, কিন্তু সঙ্গে তার
করিলে অভ্যাস ধান-ধারণার,
কর্মের সুসিদ্ধি হইবে তোমার।
- ৪৫। কর্ম কর, শ্রেষ্ঠে দিও মন;
নিকৃষ্টে করিও দর্য দান।
- ৪৬। সুপিতা-সুভ্রাতা, আর সুপুত্র-সুপতি হও ॥
সু হ'য়ে সম্বন্ধ সর্বের সুকর্ম-সাধনে রও ॥
- ৪৭। প্রজা হ'য়ে রাজভক্ত,
হও কর্মযোগ-বৃক্ত।
- ৪৮। যোগ্য জানপদ হও।
যোগ্য কর্মযোগ লও ॥
- ৪৯। কর্ম কর, রাজবিধি মান।
যে বিধি কুবিধি তুমি জান,
পার. তায় পরিবর্ত্ত আন ॥
- ৫০। দগি ছট রিপুদলে,
কর্মকের ধর্ম-বলে।
- ৫১। নাহি হবে তীব্র তাগী,
না হবে বিলাসভোগী;
এ দুয়ের নথাভাগে হতে হবে কর্মযোগী।
- ৫২। দয়াল-পেমিক-নশ্র হও।
নিরস্তর কর্মের রত রও ॥
- ৫৩। কর্মকর, হও উপাসক;
হইওনা বাহুপ্রদর্শক।
- ৫৪। কর্ম কর, সাধ এই তবে—
ভ্রাতৃভাব-সমগ্র মানবো

৫৫। সেধনা সৃষ্টির মৌল্যৰ্থা-বিয়োগ,
হও'না নিষ্ঠুর, সাধ কৰ্মযোগ ।

৫৬। যে ধর্মের যে প্রণা, সে ধর্মেই তা রোক্।
সর্ধধর্ম-সার এক কৰ্মযোগ হোক্।

৫৭। কৰ্ম কর, প্রতিবাসি-ধনে,
কভু লোভ কবিওনা মনে ।

৫৮। কৰ্ম কর, শুধু মূখের কণায়,
মোক্ষপদ কেহ কভু নাতি পায় ।

৫৯। কৰ্ম কর, শুধু কথার লহর
পোসামোদে খুনী না হন ঈশ্বর ।

৬০। রক্ষাকর ক্ষীণ জনে ।
কৰ্ম কর কার-মনে ॥

৬১। দম অত্যাচারী জনে ।
কৰ্ম কর কার-মনে ॥

৬২। সম্মান, প্রশংসা কিম্বা পুরস্কার-তরে,
কবিওনা কৰ্ম, কৰ্ম কর ধর্মভরে ।

৬৩। সেইমত কৰ্ম তুমি চাহ পর হতে,
পর-প্রতি কৰ্ম তুমি কর সেইমতে ।

৬৪। যে কিছু কর্তব্য আসে সম্মুখে তোমার,
যথাশক্তি কৰ্ম কর সম্পাদনে তার ।

৬৫। কৰ্ম কর, কৰ্মযোগ-বলে স্মৃষ্টির
নরের জীবন-ব্রত সুসম্পন্ন হয় ।

৬৬। কৰ্মপণ চিনে লওহে স্তরায়,
অন্তর-নিহিত-বিবেক-বিভার ।

৬৭। কৰ্ম কর, যেই লক্ষ্য রাখ কৰ্ম-ফলে,
সেই লক্ষ্য রাখ কৰ্ম-সাধন-সম্বলে ।

৬৮। কৰ্ম কর নিজামে এ ভবে,
ফল তার যা হবার হবে ।

৬৯। কৰ্ম কর ধর্ম-ভাবাবেশে,
শিরোপরে স্মরি পরবেশে ।

৭০। কৰ্ম কর দেব-ভাব-ভরে,
লভ তার দেব-অন্তরে ॥

শ্রেয়-গীতা ।

(“বক্ষচাহিন্” পত্রে প্রকাশিত “Gospel of Love” পত্রের পরামর্শবাদ ।)

১। এ দীন দাসের শুন নিবেদন,
ভারত-সমৃদ্ধি মনে ।
কর্মেতেই ফল তবনা কেবল,
ভালবাসিতেও হবে ॥

ভালবাসা ধর্মের জীবন ।
ভালবাসা কর্মের শোধন ॥

২। শুন দীন-নিবেদন, ভালবাস নিরস্তর ।
ভালবাসা ত্বেক্স করি যোরে বিশ্বচরাচর ॥

৩। ভালবাসা হতে হয় জগৎ-সৃজন ।
ভালবাসাতেই হয় জগৎ পালন ॥

ভালবাসা-শ্রেণে পুনঃ জগতের লয় ।
ভাল যদি চাই, ভালবাসিতেই হয় ॥

৪। ভালবাস, হাংসে ভায় ভালবাসা-ভরে ।
ভালবাস, বহে বার, ভালবাসা-তরে ॥
ভালবাস, মহে বহি ভালবাসা-বশে ।

ভালবাস, বহে নদী ভালবাসা-রগে ॥
৫। ভালবাস, এক মাত্র ভালবাসা-তরে,
প্রতি বস্তু ক্রিয়ামূল বিশ্বচরাচরে ।

৬। নর! কর ভালবাসা সীরা ।
ভালবাসা স্বভাব ইতিমার ॥

৭। ভালবাস, ভালবাসা-শূন্য হলে তুমি,
এ জীবন হবে তব মহা মকতুমি ।

৮। ভালবাস, না থাকিলে ভালবাসাবাসি ।
মানব-জীবন যেন শশী-শূন্য মিশি ।

৯। ভালবাস, ভালবাসা ছাড়িওনা কভু ।
ভালবাসা জীবনের যে জীবনের-কভু ॥

১০। ভালবাস, বিদ্যা এই ভালবাসা-ধন,
ধরিবে ধরায় হৃদয়-বৈধব্য-স্মরন ।

১১। ভালবাস, ভালবাসা কর্ণ-শুক্লিকারে ।

ভালবেশে ভালবাসা বিজ্ঞান বিতরে ॥

১২। ভালবাস, ভালবাসাশীন হলে হবে,
কর্ণহীন অর্ণব-তরণী ভবান্বে ।

১৩। বাস—ভালবাস, ভালবাসা-হারী
জীবন ভগতে হার !
নিপাত্ত পাদপ, নির্গন্ধ কুমুম,
নিঃস্রাতা নদীর স্থায় ।

১৪। ভালবাস, ভালবাসাবিহীন সে জন,
ভার মাত্র তার তার মানব-জীবন ।

১৫। ভালবাস মিথ্যাবাদী নরে ।
যুগা কর মিথ্যাবাদিতারে ॥

১৬। ভালবাস হতাকারী জনে ।
যুগা কর হতাকার্য্য মনে ॥

১৭। ভালবাস সর্ব্বপাপী জনে ।
যুগা কর সর্ব্বপাপ মনে ॥

১৮। ভালবাস বাপ-মায় ।
উঁরা তব নিজাচার ॥

১৯। ভালবাস ছেলে-মেয়ে ।
ভারি আশ্র আশ্রচেরে ॥

২০। ভালবাস প্রতিবাদীকুল ।
উঁরা তব আশ্রমমতুল ॥

২১। ভালবাস শত্রুকেও তব ।
শত্রুকেও আশ্রতুল্য ভাব ॥

২২। ভালবাস ঐ বিশ্বসংসার ।
বিশ্বময় আশ্রা যে তোমার ॥

২৩। ভালবাস, ভালবাসা তব
জীবনের সারাংশ-সৌরভ ।

২৪। ভালবাস, ভালবেশে মনে,
বড় দেও অপরাধী জনে ।

২৫। ভালবাস, ভালবাসা-ভরে,
পরিহর পাশিষ্ট-পানুরে ।

২৬। ভালবেশে ভ্রাতৃ-শিষ্যদলে—

শিখাউন আচার্য্য সকলে ।

২৭। ভালবাসা-বশে ভ্রাতাগণ—
ওভূগণে করন্ বোবন ।

২৮। ভালবেশে চিকিৎসকজন—
চিকিৎসন্ নিজ রোগীগণ ।

২৯। সত্য-পতি ভালবাসা মিঃস্বার্থ-অহেতু ॥

৩০। সত্য ভালবাসা শুধু ভালবাসা-হেতু ॥

৩১। ভালবাসা শাসন করুক কারাগার,
কার্যালয়, দীনবাস দরিদ্রজনর ।

৩২। ভালবাসা-বশে বোদ্ধাগণ—
বুদ্ধ-কার্য্য করন্ সাধন ।

৩৩। একমাত্র ভালবাসা করুক শাসন,
সিংহাসন, ব্যাসানন, ধর্ম্মাধিকরণ ।

৩৪। ভালবাসা-বশে প্রজাগণ—
রাজভক্ত হোক সর্ব্বজন ।

৩৫। হত্যাও করিতে যদি হয় প্রয়োজন,
ভালবাসা ভরে কর তা'ও সম্পাদন ।

৩৬। ভালবাসা অহেতুক হলে,
অমৃত উপজে হলাহলে ।

৩৭। ভালবাস, কিন্তু যেন ভুল নাহি হয়,
কামজ বিকার কভু ভালবাসা নয় ।

৩৮। ভালবাস, কিন্তু যেন ভুল নাহি হয়,
রূপজ মোহও কভু ভালবাসা নয় ।

৩৯। ভালবাস, ভালবাসা পদ্মপত্র-প্রায়—
নীর-মাঝে নিগিষ্ট হইরে শোভা পায় ।

৪০। ভালবাস, শুধু ভালবাসা-বশে,
গোলাপ-কলিকা বিলাসে বিকসে ।

৪১। ভালবাস, শুধু ভালবাসা ভরে,
গলিত-পকমে কোকিল কুহরে ।

৪২। ভালবাস, শুধু ভালবাসা-ভরে,
জননীর শুনে স্বীর-ধারা বরে ।

- ৪৩। ভালবাস, ভালবাসা হইতে উদ্ভব
কবি, ঋষি, ধর্মবীর প্রভৃতি এ ভবে।
- ৪৪। ভালবাস, ভালবাসা-ধন
মানবের বর্ষাৰ্প জীবন।
- ৪৫। ভালবাস, ভালবাসা হয়
সত্যজ্ঞান স্বরূপ নিশ্চয়।
- ৪৬। ভালবাসা-মহিমার বোধায় সংগীতধর্মী
কালার শ্রবণ সুখে করে।
- ৪৭। ভালবাস, ভালবাসা ব্রহ্ম-শক্তি ধরে,
জাতি-কুল-বর্ণের বিচার নাহি করে।
- ৪৮। ভালবাস, ভালবাসা-পারে,
মোহ-পাশ কাটে এ সংসারে।
- ৪৯। ভালবাস, আহা! ভালবাসা হয়
জীবনের ধ্রু-নক্ষত্র নিশ্চয়।
- ৫০। ভালবাস, আহা! ভালবাসা হয়
অনিভা সংসারে নিভাসামাময়।
- ৫১। ভালবাস, আহা! ভালবাসা হয়
অসত্য সংসারে সত্যধর্মময়।
- ৫২। ভালবাস, আহা! ভালবাসা হয়
হুংখ-কষ্ট শোক-নাশক নিশ্চয়।
- ৫৩। ভালবাসা-অভয়-তরীতে, করি স্থান,
বান্দকর ভব-সিন্ধু-তরঙ্গ-তুফান।
- ৫৪। ভালবাস, ভালবাসা রক্ষিব তোমারে,
জরায়ু বহনে ক্রমে রক্ষে বেপ্রকারে।
- ৫৫। বাস কর, চর কের ভালবাসা-বশে,
জীবন সয়স কর ভালবাসা রসে।
- ৫৬। ভালবাস, ভালবাসা নিজ মহিমার,
মেঘ-শিশু সম শস্ত্র, সিংহ সম পরাক্রান্ত,
সুনিশ্চয় করিবে তোমার।
- ৫৭। ভালবাস, ভালবাসা আত্মার অন্তর।
ভালবাসা নাহি জানে কারে বলে তর।

- ৫৮। মনোহঃখে হলে শ্রিয়মাণ,
ভালবাসা করে শান্তিদান।
- ৫৯। নিরাশায় হলে নিমগন,
ভালবাসা করে উত্তোলন।
- ৬০। ভালবাস, ভালবাসা পুরে সর্গমাশা।
ভালবাসা হয় স্বর্গ, স্বর্গ ভালবাসা ॥

শ্রীঃ:—

মীমাংসাদর্শনম্ ।

(জৈমিনিসূত্রম্)

(পূর্বানুসৃতম্)

সমস্ত তত্র দর্শনম্ । ১২

পদপাঠঃ । সমং । তু । তত্র । দর্শনম্ ।

বাণাণা । সমং—সমান অর্থাৎ তুলা ।

তু—(পক্ষান্তরের পরিমাপক।) তত্র—

সেখানে অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব-
বিচার-প্রসঙ্গে । দর্শনম্—বৃক্তি-তর্কাদি ।

(দৃশ্যতত্ত্বমীয়তে যেন তৎ ইতি ব্যুৎপত্তা ।)

বঙ্গার্থ । শব্দের নিত্যতা নির্ণয়ে উভয়

পক্ষেই পূর্বপ্রদর্শিত যুক্ত্যাতির সমতা দেখা-
বার ।

বিশদবাণাণা । পূর্বপক্ষের বৃক্তি-জীবনের
পরিসমাপ্তি হইয়াছে ; সম্ভ্রান্তি সিদ্ধান্তী
মীমাংসাতর্ক্য স্বীয় মত সংস্থাপনের জন্য
প্রস্তুত হইতেছেন । এই স্থরে পূর্ববাবীর
সুদৃঢ় তর্কের নিরসন জন্য কোনও প্রয়াস
পাওয়া হয়নাই, কিন্তু বলা হইতেছে যে,

যদি কোনও সূত্রীর সৰল যুক্তির দ্বারা শব্দের নিত্যতা নির্ধারণ করা যায়, তখন পূর্ন প্রদর্শিত প্রমাণ-পটল অনিত্যতাপেক্ষের ন্যায় নিত্যতাবাদেও সমানই উপযোগী হইবে। “শব্দ নিত্য” এরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইলে, “প্রযত্নে জ্ঞানো” না বলিয়া, “প্রযত্ন দ্বারা অভিব্যক্ত হয়” বলাযাইতে পারে; অতএব প্রযত্নের পরবর্ত্তিসময়ে শব্দের উপলক্ষিকরূপে প্রমাণ উভয়পক্ষে—অর্থাৎ উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি, এই মতদ্বয়ে সমান কার্যকারী হইল; অতএব শব্দের নিত্যতার প্রযত্ন প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

বিগর্জন করিয়া কোনও অসুভাবাভীত প্রদেশে গমন করে, ভাষার বিনাশ অবধারিত; সুতরাং “শব্দকে অবিনাশী বলিতে শঙ্কু নাই” এতাদৃশ বাগন্যে মানসেই বিলীন হইতে বাধ্য হইল, এ যুক্তি সেই সিদ্ধান্তে সারবস্তা নাই, ইচ্ছাটী দেখা যাউতেছে। শব্দ উচ্চারিত হইয়া পরক্ষণেই বিধ্বস্ত হইল; এবিষয়ে প্রমাণ আর কিছুই নয়, কেবল অসুভূতি হয় কা, এই মাত্র। কিন্তু তাহা হইতে শব্দের ধ্বংস অসম্ভব হওয়া অতীব অসম্ভব। জগতের যাবতীয় সামগ্রীভিত্তিক সর্বদা আমাদের জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয় না, সুতরাং শব্দের দোষ কি? চন্দ্রমণ্ডলস্থ প্রতিকলিত সৌরকিরণকণা যে সময়ে আমার অক্ষিপথ অলঙ্কৃত করিয়া, আভ্যন্ত হইতে পারিয়াছিলনা, এখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল; অথচ উহা যথার্থই তথায় বিদ্যমান ছিল, তখন কি আমি অবগত ছিলাম না বলিয়া, উহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিব? রাম আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পরক্ষণেই দ্রুতচরণচালনে আমার লোচনমার্গ অতিক্রম করিল, আমি কি অনুমান করিব যে, জীব-রক্ষাস্থানে তাহার অভিনয়-যোগ্য নাট্যের শেষাঙ্ক সমাপ্ত হইয়াছে? অন্য প্রমাণ-বলে ভাষার বর্ত্তমানতা পরীক্ষা করিতে প্রয়াস পাইব।

সত্য পরমদর্শনং বিদ্যমান-

গমাৎ ॥ ১৩ ॥

পদপঠঃ। সত্যঃ। পরং। অদর্শনং।

বিষয়-অনাগমাৎ।

বাখ্যা। সত্যঃ—বিদ্যমান পদার্থের।

পরং—তদনন্তর। অদর্শনং—অনুপলক্ষি (হইয়া থাকে)। বিষয়-অনাগমাৎ—বিষয়ের অনাগম অর্থাৎ অনুপস্থিতি অথবা অপ্রাপ্তি হইতে।

স্বার্থঃ। বর্ত্তমান রস্তুগুলিরও উপলক্ষিক-অনেক ব্যাপ্তির অবস্থানে অপ্রাপ্তি নিরঞ্জন অসুভূতি হয়ন।

বিশদবাখ্যা। পূর্ব্বমতে বলা হইয়াছে, উপলক্ষিকরূপেই সত্যের বৃত্তি, মওলে আত্মস্বা

(ক্রমসংঃ)

শ্রীকেশবরামাধিকারতী সাংখ্যভীর্থা।

বিশোহর,

শ্রদ্ধাচারি আশ্রম।

শ্রী শ্রী হার :

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড,
৩য় সংখ্যা।

আষাঢ় ।

১৩০৭ সাল,
১৮২২ শকাব্দ।

মীমাংসা দর্শনম্ ।

জৈমিনি-সূত্রম্

(পূর্নানুবৃত্তম্)

শব্দাতিবাক্যক সংযোগ-বিভাগ শব্দে
শব্দের অল্পভূতি, তদভাবে অল্পভবেরও
অভাব। অতএব কল্পনাকরা বাইবে,
শব্দের উপলব্ধিতে সংযোগ-বিভাগ প্রকৃষ্ট
কারণ। • যদি বলা যায়, সংযোগ-বিভাগ
বিনষ্ট হইলেও শব্দ শ্রবণপথে উপস্থিত হয়,
তখন আমাদের প্রত্যুত্তর এই যে, শব্দের
উপলব্ধি আছে বলিয়া সংযোগ-বিভাগও
বিদ্যমান, এরূপ অনুমান করিষ। সংযোগ-
বিভাগ প্রত্যক্ষ পদার্থ নর, কার্যদ্বারা
অনুমান করা হয়। এখানে আশঙ্কা হইতে
পারে, “সংযোগ-বিভাগ আকাশপ্রদেশে
শব্দের অভিব্যক্তি ও উপলব্ধি সম্পাদন
করে, কিন্তু কর্ণবিবরে যে শ্রোত্রাকাশ,
অপর দেশস্থ আকাশও তাহাহইতে অবতর,
এই যেহু বশোহরের আকাশে সংযোগ-
বিভাগদ্বারা অভিব্যক্ত শব্দ রাজসাহীর

পুরুষের অল্পভবে আনিতে পারে; কেননা
আধার গগন একই, উশননিকারগ সংযোগ-
বিভাগও সশরীরে উপস্থিত, অববোধের
রোধক কে?” “উৎপত্তিবাদ অসীকার
করিলে এ অ্যুপত্তির প্রতিপত্তিতে বিপত্তি-
প্রাপ্তি ঘটে না। কেননা বাণ্যপ্রিত
সংযোগবিভাগ বায়ু-প্রবাহেই শব্দের অতি-
বাক্তি জগায়। মৃত্তিকাদমূহ মৃত্তিকায়ই
কুস্ত উৎপাদন করিয়া থাকে। তন্তুসংযোগ
হত্রেই বসন প্রস্তুত করে, অন্যত্র নয়। তাহা—
হইলে একদেশস্থ বায়ু-প্রবাহেই অপর প্রদেশ
পর্যন্ত উপস্থিত হওয়ার পূর্বে তথাকার
সংযোগবিভাগ জন্ত শব্দ মস্ত্রক্রত হইয়া
অযুক্ত। অতএব অভিব্যক্তিশব্দ হইতে
উৎপত্তিবাদ রম্যতর।” সমাধানে বলা
বাইবে, অভিব্যক্তিমতে অনিষ্টশঙ্কা দেখিন।
যে প্রদেশেই না কেন শব্দের অভিব্যক্তি
হউক, উহা কর্ণস্থলী প্রদেশ প্রাপ্ত হইলেই
শ্রোত্রের শব্দ গ্রহণ কার্যে সাহায্য করিবে।
অপ্রাপ্ত অর্থাৎ দূরস্থ সংযোগ-বিভাগ কর্ণের
সহায় হইলে, সমসময়েই দূরবর্তী ও সন্নিকটস্থ
শব্দের গ্রহণ আবশ্যক হইয়া উঠে। সেটা

আবার চিরপ্রসিদ্ধ অমৃতভবের অপলাপ। যদি অপ্রাপ্ত সংযোগবিভাগ শব্দ-গ্রহণে উপকারক না হইল, তবে সংযোগবিভাগ মাজেই শব্দোপলভ্যক, এ কথা বলা যায় না। অতএব বলিতে হইবে যে, অভিধাত প্রেরিত সৰল পবন স্তিমিতবায়ু রাশিকে বাধিত করিয়া সর্কাদিকে সংযোগবিভাগ উৎপাদন করে, যতক্ষণ পর্যন্ত উহার বেগ মন্দীভূত না হয়, তাবৎকাল ঐরূপই হইতে থাকে। যে স্থানে সংযোগবিভাগ দ্বারা শব্দ অভিব্যক্ত হয়, তৎক্ষণে ও বায়ু-প্রচারণের সম্বন্ধযুক্ত দেশেই শব্দের উপলব্ধি হয়। সংযোগ-বিভাগ বায়ুতে উৎপন্ন বায়ু মহাশয় অপ্রত্যক্ষ, সূতরাং তদাশ্রিত সংযোগ-বিভাগেরও সেইদশা। শব্দোপলব্ধি সংযোগবিভাগের বিদ্যমান অবস্থায়ই হয়, অতএব অমৃতপপত্তি নাই। গভীর ভাগসী নিশায় নিবিড়, অন্ধকার-স্তূপ অতিক্রম করিয়া কলকণ্ঠের সঙ্কীত-ধারা দূরদেশেও অমৃতকুল বায়ু বলে সংযোগবিভাগের দ্বারা অভিব্যক্তাবস্থায় আগমন পূর্বক অমৃতভূতির সহিত পরিচিত হয়; সূতরাং সংযোগবিভাগ শব্দের উপলভ্যক, ইহা প্রতিপাদিত হইল। অভিব্যক্তি স্বক্ষে অমৃতপলকি দৃশ্যনীয় নয়, সূত্রে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রয়োগস্বপন্নং ॥১৪॥

পদপাঠঃ। প্রয়োগস্ব। পন্নং।

ব্যাখ্যা। প্রয়োগস্ব—প্রয়োগ অর্থাৎ ব্যবহারের। (প্রয়োগকর—এই অর্থের) পন্নং বোধক। (প্রতিপাদনপ্রত্যাশায় ব্যবহৃত)

বদার্থঃ। শব্দকর, শব্দ করিওনা, ইত্যাদি স্থলে “কর” এই পদ “প্রয়োগকর” এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্বপক্ষ সমর্থনে বলা হইয়াছে, কার্য্য অর্থাৎ “অনিত্য জ্ঞ” পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া “কর” এইরূপ বাক্য প্রয়োগ হয়, নিত্যকে লক্ষ্য করিয়া হইতে পারেনা। “শব্দকর” এই ব্যবহার আছে বলিয়া শব্দ কার্য্য। তাহার নিত্যতা-মাধন প্রত্যাশা মরুভূমিতে তরুতলে উপবেশনের বাসনার ছায় অন্তঃসাময়িকিত। এই সূত্রে দেখান হইতেছে যে, শব্দ যদি নিত্য হয়, তবেও “শব্দকর” এই বৃদ্ধব্যবহারপরম্পরার অমৃতপপত্তি নাই; কেননা, শব্দের নিত্যতা অবধারণ করা হইলে, “কর” এই পদের “প্রয়োগকর” অর্থ হইবে। অতএব এ যুক্তিও উত্তমভূতুল্য।

আদিত্যবদ্ যোগপদ্যং ॥১৫॥

পদপাঠঃ। আদিত্যবৎ। যোগপদ্যং।

ব্যাখ্যা। আদিত্যবৎ—সূর্য্যের ছায় যোগপদ্যং—যুগপৎভাবে অর্থাৎ সমসাময়িকতা। শব্দেরও।

বদার্থঃ। শব্দের যুগপৎভাবে যে অমৃতভূতি হয়, তাহাও আদিত্য দেবের যোগপদ্যের ছায়। (ভ্রমাস্বক।)

বিশদব্যাখ্যা। পূর্বপক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে, শব্দের নিত্যতাবাদ স্বীকার করিলে; একই নিত্য শব্দের বিশেষ কারণ ব্যতীত নানাদেশে যুগপৎ উপলব্ধি অসম্ভব হয়। এখানে সেই কলঙ্কক প্রকৃ-

গনের প্রায়স পাওয়া হইয়াছে। একই সূর্য্য যেমন দূরত্ব হেতুক নানাস্থানে যুগপৎ উপলব্ধ হন বলিয়া ভ্রমাত্মক প্রতীতি হয়, বস্তুতঃ নোহবশতঃ একদেশস্থ সূর্য্যও ঐরূপ জ্ঞান হইতেছে। তরুণ শব্দেও ভ্রমাত্মিকা বহুদেশে যুগপদ্রুপলব্ধি। যদি বলা যায় আদিত্যের একদেশে বিদ্যমানত্বের প্রমাণ কি? তখন বলা বাইবে প্রমাণ-প্রধান প্রত্যক্ষের ইহাতে সাক্ষাৎসম্মতি রহিয়াছে। তরুণ অরুণের চারুকিরণে যখন প্রাটীনালায় প্রশান্ত বদন-কমলে ললিত লাবণ্যের বিমললিলা উদ্ভাসিত হয়, তখন যদি পূর্বাভিমুখ হইয়া গগন-মণ্ডলে নয়ন নিঃক্ষেপ করি, দেখিতে পাইব, সম্মুখে দেদীপ্যমান দিনমণি অন্ধকারের সৈন্তসামন্তগণকে প্রবল সংগ্রামে পরাজিত করিয়া অপূর্ণ বিজয়শ্রী ধারণ করিয়াছেন। তখন তাঁহাকে একই দেখিলাম, প্রত্য্যরূত নয়ন পশ্চাৎ ভাগে নিঃক্ষেপ করিলাম, দেখিলাম পশ্চিমাংশে সূর্য্য নাই। তির্ধাগ-ভাগে বক্র দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দক্ষিণে বামে কোনও পার্শ্বে সূর্য্যের দর্শন পাইলামনা। বুঝিলাম এই বিশাল গগণে একই সূর্য্য। অতএব আদিত্য একদেশস্থ এক। যদি কর্ণেত্রিয় সংযোগ বিভাগ দেশে গমন পূর্ব্বক শব্দ গ্রহণ করিত, তাহা হইলে শব্দের অনেকদেশতা সম্ভব ছিল। বেদান্তি-সম্প্রদায়ের কেহও কোনও প্রোচতাভিমাত্রী প্রকরণকরিয়া, “প্রবণ” শব্দ-স্থানে গমন পূর্ব্বক শব্দ গ্রহণ করে বলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায়, সেখানে ভেরীশব্দ উনিয়াছি, এই অল্পত্বকে প্রমাণ রূপে

উপলব্ধ করা। বেদান্তি-পরিভাষা গ্রন্থে ধর্ম্মরাজ দীক্ষিত “লিখিয়াছেন চক্ষুঃপ্রোক্তেতু স্বত এব বিষয়দেশংগত্যা স্বববিষয়ঃ গৃহীতঃ শ্রোত্রম্যাপি চক্ষুরাদিবৎ পরিচ্ছিন্নতম্য ভেগ্যাাদিদেশ গমন বস্তুবাং অতএবাত্তবো ভেরীশব্দোময়া শ্রুতঃ।” ইত্যাদি। প্রবণে-চ্ছিন্ন স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তত্বে গমন করিয়া শব্দাদিগ্রহণকরে, এমিচ্ছান্তে মহামুনি জৈমিনি সম্মতি প্রকাশ করেন নাই। ভাষ্যকার শবরস্বামী তাঁহার অভিপ্রায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, শ্রোত্র আর কিছুই নয়, উহা কর্ণশকুল্য-বচ্ছিন্ন আকাশমাত্র। কর্ণ শকুলী ফে স্থান পরিত্যাগকরে না, ইহা প্রত্যক্ষতঃই অনুভূত হইতেছে। তদবচ্ছিন্ন নভো-ভাগের গমনাগমন বিচর কতদূর স্বাভাবিক, তাহা ব্যক্তিমাত্রেয়ই হৃদয়ঙ্গমা করিবার সামর্থ্য আছে। যদি শব্দ নিত্য, একথা স্বীকার করিতে হয়, তবে শব্দের নানাদেশে উপলব্ধ আদিত্য দৃষ্টান্তে ভ্রমাত্মক বলিয়া অস্বীকার করিতে হইবে। শব্দের পক্ষে বস্তুতঃ নানাদেশ সম্ভাবুনাই নাই। আকাশই একমাত্র শব্দর দেশ। আকাশ আবার অদৃষ্টক্রমে এক, অতএব নানাদেশে শব্দের উপলব্ধি হয়, ইহা অসম্ভব। যদি দেশে একরূপতা বলিয়াই একতা-জ্ঞান, একরূপ বলা যায়, তাহা হইলে দেশ পরস্পর ভিন্ন হউক, কিন্তু শব্দ ভিন্ন হইতে পরিবে না; অতএব যুগপদ্রুপলব্ধি ভ্রমবশতঃ, সূত্রাং তাহা হইতে নিত্যতার পথে কটিকার্পণ করিতে পারায়েলনা।

বর্ণান্তরমবিকারঃ । ১৬ ।

পদপাঠঃ । বর্ণ-অস্তরং । ন-বিকারঃ ।

ব্যাখ্যা । বর্ণান্তরং—অস্ত অর্থাৎ

পৃথক্বর্ণ । অবিকারঃ বিকার অর্থাৎ কার্যানর্হে । (ষকারাদি ।)

বঙ্গার্থঃ । (ষকার ও ইহার) ভিন্ন বর্ণ, (উহার) একে) অপরের বিকার হইতে পারে না ।

বিশদব্যাখ্যা । আগন্তি প্রদর্শন সময়ে বলা হইয়াছে, ইকার ষকারাদির প্রকৃতি-বিকার-ভাব হইতেও অনিত্যতা আবিষ্কৃত হয় । 'এ' সূত্রে সেই [শঙ্কার পরিহার করা হইতেছে, "ই"কারের বিকার "ব"কার নয়, উহা 'ই'কার হইতে একটা স্বতন্ত্র বর্ণ । কেন না "ব"কার ব্যবহৃত্তা "ই"কার প্রয়োগ করেন না । 'যেমন কটকর্ত্তা বীরণ অর্থাৎ তৃণ বিশেষ সংগ্রহ করে, তদ্রূপ ষকার-প্রযোক্তা ইকার আদান করে এদৃষ্টান্ত অপ্রসিদ্ধ । সামান্যতঃ সাদৃশ্য সন্দর্শনেই পদার্থদ্বয়ের প্রকৃতি বিকৃতি ভাব অবধারণ করিতে হইলে, সুপরিষ্কৃত শর্করা ও বালুকায় প্রকৃতি-বিকার ভাব দিষ্ট হইতে পারিত । ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিস্তেরা এ বাক্যে অমুমোদন করেন না, সুতরাং সাদৃশ্য থাকিলে, প্রকৃতিও বিকার বলিয়া বোধ করা অমুপযুক্ত । শব্দ নিত্যতায় সাদৃশ্য-বাধক নহে ।

নাদবুদ্ধিপরা ॥ ১৭

পদপাঠঃ । নাদ-বুদ্ধি পরা—

ব্যাখ্যা । নাদবুদ্ধি পরা—নাদবুদ্ধিতেই শব্দ বর্জিত হইয়া মহান্ আকার ধারণ করিল বোধ হয় ।

বঙ্গার্থঃ । নাদ [অর্থাৎ সংযোগ-বিভাগের বস্তুতঃ বৃদ্ধি হয়, তাহা হইতে বোধ হয়, শব্দের বৃদ্ধি হইয়াছে ।

বিশদ ব্যাখ্যা । পূর্ববর্ত সমর্থনে বলা হইয়াছে, একত্র বাদ্যমান পটহনিকরের ধ্বনি ও একমাত্র পটহ ধ্বনিত হইলে, শব্দ ষপাক্রমে মহান্ ও অল্পরূপে অক্ষুভূত হয়, ইত্যাদি কারণে শব্দ অনিত্য অর্থাৎ সকারণক । সেই সিদ্ধান্তমঞ্জুরীর মস্তকে এখানে বুদ্ধিরূপ বিদ্যাদম্বির ব্যবস্থা করা হইতেছে । যাহা অব্যব-বিশিষ্ট পদার্থ, তাহারই মহত্ব ও লঘুতা সম্ভব আছে, শব্দের অব্যব-নিরূপণ করা যায় না বলিয়া উহার মহত্বাদি হইতে পারে না । শব্দকে যে মহান্ বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহার উপায় চিন্তা করা দরকার । ঐ মহত্ব শব্দের নহে, নাদ অর্থাৎ শব্দাভিযাজক সংযোগ-বিভাগেরই ধর্ম । একের দ্বারা উচ্চাখ্য-মান শব্দের অভিযাজক সংযোগবিভাগ অপেক্ষা বহু ব্যক্তির উচ্চারিত শব্দের শৃঙ্খলী প্রদেশে অক্ষুভূত সংযোগবিভাগ মহান্, তজ্জন্যই শব্দ মহান্ বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ উহা একইরূপ । সংযোগ-বিভাগের কর্ণশঙ্খলীদেশে নিরস্তর । তাহে গ্রহণই মহত্বের কারণ । অতএব বারম্বার প্রতিপাদিত হইল, নাদবুদ্ধিতে শব্দ-নিত্যত্বের অপলাপ হয় ।

নিত্যস্তস্যাদর্শনস্যপরাধ্বাৎ ॥ ১৮ ॥

পদপাঠঃ । নিত্য । তু । স্যৎ
দর্শনস্য । পরাধ্বাৎ ।

বাখ্যা। নিত্য.—শব্দ নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তিবিনাশরহিত। ৫—(পূর্ববাদের মত হইতে অপর পক্ষ বোধক পদ। অথবা কিন্তু এই অর্থে।) স্যাৎ—হয়। দর্শনসী উচ্চারণের। পরার্থত্যাৎ অর্থকে বুঝাইবার নিমিত্ততা বশতঃ।

• বঙ্গার্থঃ। শব্দ নিত্য, কেন না উহা অর্থ-প্রত্যয় জন্মাইবার জন্যই উচ্চারিত হয়। (শব্দ নিত্য না হয়, তাহা হইলে উহার উচ্চারণ দ্বারা অর্থ-প্রত্যয় নিষ্পন্ন হইতে পারে না, এই তাৎপর্য বলা হইয়াছে)।

বিশববাখ্যা ॥ জনসমাজে বাক্য ব্যবহার প্রণালী প্রবর্তিত হইবার অবশ্যই কোনও অসাধারণ উদ্দেশ্য আছে, তাহা কি? এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, পারম্পরিক মনোভাব বিজ্ঞাপনই আপাততঃ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। নিজের অন্তঃকরণের ভাব অপরকে বুঝান অর্থাৎ তাহার মনে তদ্রূপ প্রতীতি জন্মাইবার জন্যই ক্ষুটবাক্য; জীবগণের ভাষার আবিষ্কার। রাম শ্যামকে জল আনিতে অহুমতি করিবে, তখন যেরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে শ্যাম বুঝিতে পারে যে, তাহাকে জল আনিতে বলা রামের অভিপ্রায়, রাম নিশ্চয়ই গেরূপ বাক্য (শ্যাম জল আন) উচ্চারণ করিবে। যদি শব্দ উচ্চারণের পর-সময়েই বিনষ্ট হইল, তবে শ্যাম কাহার দ্বারা ঐরূপ বোধ প্রাপ্ত হইবে? যদি শব্দ বিমার্শপ্রাপ্তি না হয়, তবে উহা বারবার উপলব্ধ হইয়া অর্থ-প্রত্যয় জন্মাইতে পারে অতএব অর্থ-প্রতীতির;

অন্য শব্দকে নিত্য বলিয়া মানিতে হইবে। যদি আপত্তি করা যায় যে, ঐ শব্দটা বিনষ্ট বলিয়া উহার স্বরূপতঃ অর্থাবগতিতে কারণতা নাই, তবে উচ্চারণ সময়ে উহাতে অর্থবৎ শব্দের সাদৃশ্য অনুভূত হয়, তাহা হইতেই অর্থজ্ঞান জন্মে। উহাতে নিত্যতা স্বীকার করিবার স্বতন্ত্র কারণ আবিষ্কার হয় না। তখন আমরা বলিব, তাহাতে অশেষ অনিষ্ট প্রসঙ্গ আছে। কেননা, কোনও শব্দই অর্থাবগতিতে সমর্থ নয়, কারণ উচ্চারণ কালে সকল শব্দই নবভাবে জন্মিল। পূর্বে সে যখন ছিলনা, তখন অর্থ-সম্বন্ধ কাহার স্মৃতি হইবে? যখন ঐ শব্দ জন্মিল, তাহার পর সময়ে নাশ প্রাপ্ত হইল, অর্থ সম্বন্ধ কখন হইবে? একই উচ্চারণ প্রার্থী দ্বারা শব্দ সংব্যবহার এবং অর্থ-সম্বন্ধ উভয় উৎপন্ন হইতে পারেনা। বস্তুতঃ অর্থবৎ সাদৃশ্যে অর্থবোধ হইলে, কদাচিৎ ব্যামোহ বশতঃ জ্ঞান অন্তরূপ হইতে পারে, কিন্তু যে শব্দ বাদৃশ্যার্থ বোধনের জন্ত উচ্চারিত, সে তাহাই বুঝায়, ইহাই শব্দ-স্বভাব। অতএব পর-প্রত্যয়-মনার্থ উচ্চারিত শব্দকে নিত্য বলিয়া না মানিলে অর্থাবগতিতে বিরোধ উপস্থিত হয়।

সর্বত্র যোগপদ্যাৎ । ১৯ ॥

পদপাঠঃ । সর্বত্র । যোগপদ্যাৎ ।
বাখ্যা। সর্বত্র—সকল স্থানে। যোগপদ্যাৎ—
যুগপৎ অর্থাৎ এককালে অহুমত্ব হয়
বলিয়া (শব্দ নিত্য।)

বঙ্গার্থঃ। সকল ব্যক্তিতে অর্থ-প্রত্যয়-
পাদন একই শব্দের, দ্বারা সম্মান করিয়ে

জন্মিতেছে, এই হেতু শব্দের নিত্যতা স্বীকার করিতে হয়।

বিশদব্যাখ্যা। গো-শব্দ উচ্চারণ করিলে, বাটার সেই ঋক্ষাকৃতি কৃষ্ণবর্ণা দুগ্ধবতী সৰ্বৎসা। গাভিটাকে যেমন বুঝিয়া থাকি; তদ্রূপ অপরের আলয়ের অরুণাক্ষী মৃত-পুত্রো লোহিতবর্ণা দীর্ঘাকৃতি গরুটিকে বুঝাইয়া থাকে। গোশব্দ দ্বারা প্রতিপাদিত হইতে সকল দেশস্থ সকল কালস্থ সকল গরুর সমানই সামর্থ্য আছে। এখানে পক্ষপাতের প্রত্যাশা নাই। যদি শব্দ নিত্য হয়, তবে তাহা আকৃতি অর্থাৎ জাতি বোধক হইতে পারে। অনিত্যতা পক্ষে সকল গরুকে বুঝা অসম্ভব হইবে। কেননা গো-শব্দে যে জাতি আছে, তাহার সহিত গোশব্দের সম্বন্ধ করা ঈর্ষাকার; নচেৎ অসম্বন্ধ বস্তুকে বুঝাইতে অসম্বন্ধ পদ স্বতই অপারগ, এবং তাহা অস্বীকার করিলে, ষট শব্দের দ্বারা বস্তু বুঝাইতে বাধানাই; অসম্বন্ধ সহজেই অনুমানযোগ্য। এই মাত্র যে গো শব্দ উচ্চারিত ও তখনি আবার বিনষ্ট হইল, তাহার সহিত জগতের যাবতীয় গরুর সম্বন্ধ করাটা বড় কষ্টকর কার্য। যদি নিত্য বলিয়া বলা যায়, তবে অনন্তকালস্থায়ীগোশব্দ সকলের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে এবং অস্বয় ব্যতিরেক বলে বহু গোব্যক্তিতে অর্থ-প্রত্যায়ক প্রকারে ব্যবহৃত হইতেও সক্ষম হয়। বারবার উপলক্ষ একই গো শব্দের যত বারই না কেন অভিব্যক্তি হউক, একই প্রকারে বোধ জন্মাইতে পারে। সুস্পষ্ট যাবতীয় ধোঁপিতে ও নিত্য

গোশব্দের নিত্য আকৃতির সহিত শাস্ত্রিক-সম্বন্ধ সহজেই স্বীকার করিতে হয়। শব্দ জাতিবোধক বলিয়া উহাকে অবিনাশী বলিতে হইবে, নচেৎ জাতি-প্রত্যয় উৎপন্ন-শব্দের দ্বারা সম্ভব নয়, ইহা প্রদর্শিত হইল।

সংখ্যাভাবাৎ ॥২০॥
পদপাঠ। সংখ্যা- ভাবাৎ।
ব্যাখ্যা। সংখ্যাভাবাৎ—সংখ্যাভাব অর্থাৎ আটবার গোশব্দ উচ্চারণ কর, ইত্যাদি ব্যবহার দ্বারা বুঝায়। (যে শব্দ নিত্য।) কেননা যদি অন্য হইত, তবে আটটা গো শব্দ উচ্চারণ কর একরূপ প্রয়োগ হইত, অত এষ একই নিত্যশব্দের আটবার অভিব্যক্তি উচ্চারণ প্রয়োগের দ্বারা সম্পাদিত হইলে, “অষ্টবার উচ্চারণ কর” এই বাক্যব্যবহার অগ্রমাদ হয়।

বঙ্গার্থঃ ॥ সংখ্যাভাব হইতে শব্দের নিত্যতা আশিঙ্কিত হইতে পারে। (সংখ্যাভাব অষ্টাদি সংখ্যার ব্যবহার।)

বিশদ ব্যাখ্যা। একই শব্দের বহুবার উচ্চারণ, নিত্যতাপক্ষে অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেই সম্বন্ধ যুক্ত হইতে পারিবে। বিগতকল্যাণে যে গো শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলাম, অদ্যকার উচ্চারিত গোশব্দ যদি তাহাই হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়, তবে অনন্ত গোশব্দের পরিকল্পনা উপস্থিত হয়। একই নিত্যশব্দ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অথবা এককালে বিভিন্ন প্রবৃত্ত দ্বারা অভিব্যক্ত হয় বলিলে, অনন্তকল্পনারূপে অনিষ্টপ্রসঙ্গ আর আমাঙ্গদিককে আতঙ্কিত করিতে পারে না। সুতরাং নিত্যশব্দের

অভিব্যক্তি ও প্রত্যভিজ্ঞা বলিলে সকল উৎপাতের শাস্তি হইতে পারে। অতএব আটবার গো শব্দ উচ্চারণ কর, এনাক্য হইতে আমরা একই গোলকের পুনঃ প্রত্যভিজ্ঞা ব্যক্তিতে প্রয়াস পাইব। আমাদের ইঞ্জিয়গত দূষণ দেখিতে পাইনা, তাহাদের অপাটব নির্ণয় স্মরণে ঘটিলনা। যেরূপ আমরা প্রত্যভিজ্ঞা করি, তদ্রূপ অপর সকলেরই প্রত্যভিজ্ঞা সন্দেহ নাই। যদি কেহ বলেন, গত কলা উচ্চারিত গো শব্দ অদ্যতন "গো" পদ অপেক্ষা পৃথক, কিন্তু সাদৃশ্য হেতুক আমাদের "এ সেই গো শব্দ" এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়। বস্তুতঃ ভিন্ন হইলেও, সাদৃশ্যহেতুক সজাতীয়তাই ভ্রম হইবার অসাধারণ কারণ। মনে করা যাউক, চতুর্শুধ নামক ঔষধ সেবন করিয়া কোনও লোকের প্রবলবায়ু প্রকোপ প্রশমিত হইয়াছে, সে সময়ে আমি একবার ঐ ঔষধ দর্শন করি, পুনর্বার ঐ ঔষধ কদাচিৎ কোনও প্রকারে দেখিতে পাইলে, আমি বলিয়া থাকি, "ইহা সেই ঔষধ," এখানে প্রত্যভিজ্ঞা তজ্জাতীয়তাবিষয়িনী। শব্দের বেলা তাদৃশ ভ্রান্ত স্বীকার করা অতিশয় আবশ্যক। থবা চূর্চা-চক্রবর্তী বিশ্বনাথ বলিয়াছেন;—তদ্রূপ শব্দ ইতি বুদ্ধিস্ত সজাতীয়মবলম্বতে।" — "ন, তদেবৌষ-ধমিত্যাদৌ সজাতীয়েহপিদর্শনাৎ" এখানে সমাধানে বলিতে হইবে যে, সে ঔষধ ভক্ষিত হইয়া গিয়াছে, বর্তমান সময়ে বিদ্যমান নাই। এই হেতুক, সে এই ঔষধ এইরূপে সেখানে প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞাপক নহে, তজ্জাতীয়তার প্রত্যভিজ্ঞা, ঔষধের সহে।

তাহার অভিনব প্রত্যক্ষ। "এ সেই শব্দ" এখানে তৎসজাতীয় বা তৎসদৃশ এরূপে প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছেন। তাহারই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, তৎসদৃশের নহে। বিশেষতঃ সজাতীয়ের দর্শনে সজাতীয়ে স্মৃতি প্রকৃত পক্ষে প্রত্যভিজ্ঞা হইতেপারেনা। একের দর্শন অস্ত্রের স্মৃতি প্রত্যভিজ্ঞানহে। একই পদার্থের এককালে দর্শন, ও অন্ত-কালে যে দর্শন হইয়াছিল, তৎসদৃশত-স্মৃতিই প্রত্যভিজ্ঞা নাম পাইবার যোগ্য। সজাতীয়তা প্রত্যভিজ্ঞার পদার্থ নহে, তাহা হইলে "সেই আমি" প্রত্যভিজ্ঞাকেও প্রকা-রাপ্তরে স্থাপনকরক আবশ্যক হইবে। জ্ঞান হইতেছে "সে এই," বৃষ্টিব "ইহা তজ্জাতীয়," এরূপ হইতে পারেনা। যদি কেহ আপত্তি করেন, প্রত্যভিজ্ঞানুসারে নিত্যাত্মস্থাপন করিতে হইলে আরও বহুবিধবস্তু নিত্য-নামের রাজটীকা মস্তকে ধারণ করিতে পারিবে। এখানে প্রত্যভিজ্ঞা এইসে, অপ-রের প্রত্যক্ষপ্রমাণে অনিত্যতা অবধারণ করা যায়। দশ বৎসর পূর্বে পিতাকে দর্শন করিয়া ছিলাম, অচ আবার প্রত্যভিজ্ঞা হইল, কিন্তু আর দশ বৎসরপরে প্রত্য-ক্ষই বিনাশ অবধারিত হইবে, প্রত্য-ভিজ্ঞাপ্রবাহ ভঙ্গ হইবেই অনিত্যতা আসিল, শব্দের প্রত্যভিজ্ঞা অনন্তকাল সমান। যদি বলা যায় পূর্বে উচ্চারিত শব্দ বিনষ্ট হইয়াছে তাহার প্রত্যভিজ্ঞা কিরূপ? তখন উত্তর এই যে, যখন পুনর্বার তাহাকে অনুভব করিতেছি তখন বিনাশটা স্বীকার করার আপত্তি করিতে স্বভাবতঃই ইচ্ছা হয়। বাহাকে পূর্বে দর্শন করিয়া ছিলাম

দশ দিন তাহাকে নয়নের পথে না পাইলে তাহার বিনাশ নিশ্চয় করিতে মন অগ্র-সর হয় না। যদি তাহাই করিতে হয়, তবে, বিদেশে থাকিয়া প্রিয়তমপরিজন বর্গের উপর মরণ নিশ্চয় উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। যেখানে অপর কোনও প্রমাণ তাহার অঙ্কুলে উপস্থিত হইয়া আকুলতা নিবারণ করনা, সেখানেই ঐ মতে অগত্যা সম্মতি দিতে সক্ষিত হই। এখানে তাহাকে পুনর্বার উপলব্ধি করিতেছি। “ছিলনা” বলিতে কাজেই সাধ হয় না। তবে এইমাত্র অবধারণ করা বাইতে পারে, যে সময় উহাকে দেখি নাই, তখন উহা আমার অনুভবযোগ্য স্থানে ছিলনা। থাকিলেও আমার অনুভবের কারণ কুট একত্র সংগৃহীত না থাকায়, অনুভূতির আলোকে অজ্ঞানাদ্ধকার নিবৃত্ত হইতে পারিয়া ছিলনা। অভিযুক্ত শব্দকে আমি গ্রহণ করিতে পারি। কেবল শব্দকে পারিনা। আমার জ্ঞান-বিষয় না-হওয়া-সময় শব্দ অভিযুক্ত ছিলনা। এই কথা বলিলেই চরিতার্থতা। অনন্তশব্দ, তাহার ধ্বংস, অনন্ত প্রাগভাব এবং অনন্ত কারণ স্বীকারাপেক্ষা, একই শব্দের বহু-বার অভিযুক্তি বলিলে ক্ষতি নাই। বরঞ্চ পদার্থ সংখ্যার আধিক্য কল্পনা-পক্ষে মহান গৌরব, লবুকল্পনার স্বার্থসিদ্ধি হইলে গুরু-তর নানাপদার্থকল্পনা জঘন্য জ্ঞানে উপেক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব প্রভ্য-তিজ্ঞা-প্রবাহ হইতে শব্দ-নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল।

অনপেক্ষত্বাৎ ॥২১॥

পদপাঠঃ। ন—অপেক্ষত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। অনপেক্ষত্বাৎ—কাহারও অপেক্ষা করে না বলিয়া অর্থাৎ কোনও কারণ নাই বলিয়া। (শব্দ নিত্য।)

বঙ্গার্থঃ। কোনও কারণকে অপেক্ষা না করিয়াই শব্দ বিদ্যমান আছে এই হেতুক (উহা নিত্য পদার্থ।)

বিশদব্যাখ্যা। পদার্থের অনিত্যতা-নিশ্চয় দুইপ্রকারে হইয়া থাকে, উৎপত্তি-দর্শনে ও বিনাশদর্শনে। যে সূদূর স্মরণ্য চারু কারু-কার্য্য-পরিচিত হস্তাটীর উৎপত্তি আমি অনগ্রহণ করিবার শতবর্ষ পূর্বে সংঘটিত হইয়াছে, অধুনা তাহার ভ্রষ্ট ইষ্টক-রাশি ও বিশ্রংসিত কাষ্টকলাপদর্শনে অনিত্যতা নিশ্চয় করা গেল। আবার যে বসন ধানি আমি বয়ন করিতে দেখিলাম, অথচ বিনাশ সময় আমার সাক্ষাৎ নাই, তাহাও উৎপন্ন বলিয়া বিনাশশীল ইহা অনুমান করিব। শব্দের বিনাশ নাই প্রদর্শিত হইয়াছে, উৎপত্তি ও নাই এই সূত্রে তাহাই বলা হইয়াছে। শব্দের একরূপ কোনও কারণ আমরা অনুভব করিনা, বাহার অপেক্ষার শব্দ আঁকী। কাহারও মুখা-পেক্ষী নহে শব্দ অকারণক অর্থাৎ নিত্য।

প্রথ্যাত্বাচ্চ যোগস্ব ॥২২॥

পদপাঠঃ। প্রথ্যাত্বাৎ। (প্রথ্যা

ভাবৎবা।) চ। যোগস্য।
ব্যাখ্যা। প্রথ্যাত্বাৎ—প্রথ্যার্থাৎ জ্ঞানের (প্রকরণে) প্রথ্যত্বে হনরাইতিব্যুৎপত্তা।)

অভাববশতঃ। চ-ও। যোগসা—যোগের অর্থাৎ সন্নিবেশবিশেষের। (এই হেতু ইহার কারণ বায়ু বা অগ্নির কিছু হইতে পারেনা, স্তত্রাং শব্দ নিত্য অকারণক।)

বঙ্গার্থঃ। (শব্দে) অবয়ব বিশেষের জ্ঞান হইতেছেন। বলিয়াও। (অকারণ অর্থাৎ নিত্য।)

বিশদব্যাখ্যা ॥ এই হৃদয়টা অপর একটা মনোনিহিত আপত্তির নিরাসার্থে আচার্য্য কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে। শব্দের কারণ নাই বলা হইল, কিন্তু আপত্তি হইতে পারে, যে বায়ুই উহার কারণ, উর্দ্ধগমন-শীল বায়ু, আঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা শব্দ-রূপে পরিণত হয়। প্রাচীন আর্য়্যমহোদয়-গণের মধ্যে অনেকে ইহা স্বীকারও করিয়াছেন। শিক্ষাকার বলেন, “বায়ুরা-পত্ত্বতে শব্দতাং” ॥ অতএব শব্দ বায়ুর, তাহাতে সন্দেহ নাই, স্তত্রাং নিত্যাংবাদ প্রমত্ত-প্রলাপ। সমাধানে বলা হইতেছে, শব্দ বায়ু-পরিণাম হইলে, বায়বীয় পরমাণুপ্রচয় ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারিবেনা। যেমন বস্ত তন্তুকার্য্য, তন্তুসকলের সমষ্টি, অর্থাৎ স্ককৌশল সম্পন্ন অসাধারণ সংস্থিতি ভিন্ন কিছুই নহে। অথবা যেমন যুক্তিকার ষট সূক্তিকাপ্রচয় মাত্র, তদ্রূপ শব্দও বায়ু-বিকার মাত্র হইতে পারিলে, কিন্তু শব্দে কোনও বায়বীয় অবয়ব অন্তর্ভূত হয়না। যদি বলা যায়, বায়বীয় অবয়ববলী শব্দে রহিয়াছে। শব্দও তৎসমষ্টি মাত্র। তখন বিজয়-রবে নীমাংসকের মূলকণ্ঠ উত্তর করিবে, “তবে শব্দ স্পর্শগ্রাহ্য নয় কেন?” কারণগুলি বেঁধে ইন্দ্রিয়ের বিষয়, তাহাদের সমষ্টি কার্য্য

তত্ত্বদিস্ত্রিয়েরই বিষয়, এ সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র অপ্রতিহত-পাভাবে রাজত্ব করে। যুক্তিকার যে যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতা আছে, ষটেরও তাহাটী। শব্দের এমনকি দুর্ভাগ্য যে, সে পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হইয়া অস্ত্রের অহুগ্রহে পরিপুষ্ট হইবে? যদি না হইল, তবে শব্দ বায়ু-কারণক নহে, সিদ্ধ হইল। অস্ত্র কারণও অহুমদ্বানে আদিগ না, অতএব নিত্য।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ২৩ ॥

পদপাঠঃ। লিঙ্গদর্শনাং। চ।

ব্যাখ্যা ॥ লিঙ্গদর্শনাং—(শাস্ত্রীয় প্রমাণ রূপ) হেতু দেখা যাইতেছে বলিয়া। চ-ও (শব্দের নিত্যত্ব নিরূপিত হয়।) বঙ্গার্থঃ ॥ প্রমাণ আছে বলিয়াও (শব্দকে নিত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে নিবিরচিত্তে স্বীকার করিতে হইবে।)

বিশদব্যাখ্যা ॥ আমাদের সকল যুক্তি তর্কবিচারের গর্থাবসান সেই অগাধ অপেক্ষেষের বেদবাক্য। সহস্র যুক্তি-তর্কও যদি বেদবিরুদ্ধ হয়, তাখাপি তাহা মহাবিগ্ন তাহাকে যুগ্মার চক্ষে দর্শন করিয়া-ছেন এবং উপেক্ষা করিয়াছেন। শব্দের এই নিত্যতা-বিচারে বাহারী পূর্ব্ববাদী, তাহারও বেদের অমোঘ-অটল-প্রমাণঃ স্বীকারে কটবদ্ধ হইয়া অগ্রসর; অতএব এখানে শেষ কথা—একটা বেদবাক্য প্রমাণ-রূপে উদ্ধৃত করা। তাহাই হইলে বেদ স্বীকার-কারী আন্তিকপক্ষের “সর্ব্বচূর্ণ গদা” হইয়া যায়। শ্রুতি বলেন, “বাচাবিরূপনিত্যায়া,” যদিও এই শ্রুতিবাক্য অন্য উদ্দেশ্যে উচ্চা-

প্রিত এবং ব্যবহৃত, তথাপি ইহার অর্থ শব্দের (বাক্যের) নিত্যতা প্রকাশ করে। ভাষ্যকার শবরস্বামী মহোদয় বলিয়াছেন— “অত্র পরং হৌৎ বাক্যং বাচানিত্যাতামনু-বদতি” । • আমরা তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়াই কৃতার্থ। এ অধিকরণের এই-খানেই অবসান। ইহার নাম শব্দ-জিতা-ত্যাধিকরণ। পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, বিষয় ও সংশয় দেখান হইয়াছে। যথাক্রমে সূত্র পাঠ করিলে বুঝা যায়, শব্দার্থের নিত্যসম্বন্ধ-ব্যবস্থাপক্ষ-পূর্বাধিকরণের সাধক বলিয়া, এই অধিকরণে পূর্বসম্বন্ধি আছে। অধায়-সম্বন্ধিও পাদসম্বন্ধি সকল অধিকরণেই আছে, তাহা প্রদর্শিত হওয়া অনা-বশ্যক। শব্দের নিত্যতাবাদ নীমাংসকাচা-র্ঘ্যের হৃদয়ের ধন। অপরের ইহাতে বিশেষ বিবাদ। ফলতঃ ইহা দৃঢ়-যুক্তিক বলিয়া বিশ্বদ্বর্গ অনুমোদন করেন। (ক্রমশঃ)

ত্রীকেন্দার নাথ ভারতী সাংখ্যরত্ন সাংখ্যার্থী।

(ব্রহ্মচর্যাশ্রমস্থ বেদ-বিদ্যালয়)

• যশোহর ।

ভগোল-পরিচয় ।

—:o:—

৩য় পাঠ, ১ম প্রপাঠক ।

ঋবক ও বিক্ষেপ ।

পৃষ্ঠস্থ নগর নিরক্ষ রেখাঙ্কিত লক্ষ্য

নগর হইতে কত দূর পূর্বে বা পশ্চিমে অবস্থিত, এই দূরত্বের নির্ণয় জন্ত পৃথিবীর গোল (globe) ও ভূচিত্রে জাতিমা অঙ্কিত করা হয়। রবিমার্গের উপরিস্থ যোগ-তারা রেবতীর ১০° পূর্বে স্থিত বিন্দু হইতে তারার পূর্ব দূরত্বকে ঋবক বলে, এবং এই ঋবক নির্ণয় জন্ত ঐ বিন্দুকে মূল কীলক ধরিয়া রবি-মার্গকে ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই এক এক ভাগকে অংশ বলে। প্রতি অংশের সীমাবিবর ভেদ করিয়া সৌম্যক্রম হইতে যাম্যক্রম পর্য্যন্ত যে রেখা অঙ্কিত করা যায়, এই রেখার নাম ক্ষেপ-সূত্র। এই ৩৬০টা ক্ষেপ-সূত্রের দ্বারা মূল কীলক বিন্দু হইতে তারাগণের দূরত্ব বা তারাগণের ঋবক নির্ণীত হয়, যথা—মূলকীলকভেদী ক্ষেপসূত্রস্থ তারার ঋবক শূন্য। মূল ক্ষেপ সূত্রের পূর্কস্থিত ক্ষেপসূত্রে অবস্থিত তারার ঋবক ১ এক এবং মূল কীলক হইতে দশম ক্ষেপসূত্রে অবস্থিত তারার ঋবক ১০° অংশ ইত্যাদি। রবিমার্গ হইতে উত্তরে বা দক্ষিণে তারার দূরত্বকে বিক্ষেপ বলে। সৌম্যক্রম হইতে রবিমার্গস্থিত মূল কীলক-

পৰ্ব্যন্ত মূলক্ষেপস্থরের অর্দ্ধাংশকে সমান ৯০ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতি ভাগের সীমা-বিবরণ ভেদ করিয়া রবি-মার্গের সমান্তরালভাবে যে গোলাকার রেখা গোলক-পৃষ্ঠে অঙ্কিত করা যায়, ঐ রেখা, ঞ্চলিকে উত্তর-মিক্ষেপরেখা বলে, এবং মূল কৌলক হইতে ষাম্যাক্রব পৰ্য্যন্ত মূল-ক্ষেপস্থরের অর্দ্ধাংশকে সমান ৯০ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগের সীমান্তর-বিবরণ ভেদ করিয়া, ঐ মার্গের সমান্তরাল ভাবে গোলক-পৃষ্ঠে যে মণ্ডলাকার রেখা অঙ্কিত করা যায়, ঐ ৯০ টি মণ্ডলাকার রেখাকে দক্ষিণ-বিক্ষেপরেখা বলে। বিক্ষেপরেখা দ্বারা রবিমার্গ হইতে তারা-গণের উত্তর-দক্ষিণ দূরত্ব গণনা করা যায়। যথা রবিমার্গের উত্তরে তৃতীয় বিক্ষেপ-রেখাস্থিত তারার বিক্ষেপ তিন অংশ।

তু-পৃষ্ঠস্থ উত্তরমেরু-বিন্দু, দক্ষিণ-মেরুবিন্দু এবং নিরক্ষরেখার স্থায় ভগোলস্থ সৌম্যাক্রববিন্দু, ষাম্যাক্রববিন্দু এবং বিষুবরেখা গতিবিহীন বা স্থায়ী নহে।

এজন্ত তারাগণের দূরত্ব-গণনায বিষুবরেখা পরিভাগ করিয়া হিন্দু-জ্যোতির্বিদগণ কদম্ববিন্দু, পরকদম্ববিন্দু এবং রবি-মার্গ অবলম্বন করিয়া ক্ষেপস্থত্র ও বিক্ষেপরেখা গোলকে অঙ্কিত করিয়া থাকেন; কিন্তু তথাপি ক্রবস্বয়েরও জ্ঞান্দিপাতের বিলোমগতি বশতঃ তারা-গণের ক্রবক ও বিক্ষেপে অয়নাংশ যোগ করিয়া ষথাসময়ে সংশোধন করিয়া লইতে হয়।

৪র্থপাঠ, ১মপ্রপাঠক।

সংজ্ঞা ।

জ্যোতিক। স্বকীয় বা পরকীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্শ্ময় যে সমস্ত পদার্থ আকাশে দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের নাম জ্যোতিক। পৃথিবীও জ্যোতিক, কারণ অত্র জ্যোতিক হইতে পৃথিবীকেও জ্যোতির্শ্ময় দেখায়।

বিষ। আকাশ (স্থির বায়ু)—চঞ্চল বায়ু, বাষ্প ও জ্যোতিক সমূহের সাধারণ নাম বিষ। বিষ অসীম। গোলাকৃতি ভিন্ন অসীম বস্তুর অত্র আকৃতি কল্পনা করা যায় না এবং দেখিতেও বিষ গোলা-কৃতি, একত্র বিধের নাম ব্রহ্মাণ্ড বা গোলক, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব-গোলক বা গোলক-ব্রহ্মাণ্ড।

জগৎ। বিশ্ব সত্তত ভ্রাম্যমান, একত্র বিধের নাম জগৎ, বিশ্ব-জগৎ জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড।

খগোল। বিশ্বময় গোলাকার নীলবর্ণ আকাশের সংজ্ঞা খগোল।

ভগোল। ভ্রাম্যমাণ জ্যোতিক-পরিবৃত্ত শূন্যগর্ত বস্তুলাকার ক্ষেত্রকে ভগোল বা ভগোল বলে।

তারা। আনাদের সূর্য্যচন্দ্র ব্যতীত যে জ্যোতির্শ্ময় গোলাকার জ্যোতিকগণ আকাশে সম্ভরণ করে, তাহাদিগকে তারা বলে।

সবর্ণতারা। তারা শুক্লবর্ণ ভিন্ন অত্র বর্ণবৃত্ত হইলে, সেই তারাকে সবর্ণ-তারা বলে।

বহুরূপতারী। যে তারার জ্যোতির বিশেষ ব্রহ্মবৃদ্ধি বা অবস্থান্তর হয়, সেই তারাকে বহুরূপ তারা বলে।

নবতারা। তারা কখনও দৃশ্য এবং প্রায়শঃ অদৃশ্য থাকিলে, সেই তারাকে সাময়িক তারা বা নব তারা বলে।

শুভ্রক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবিচ্ছিন্ন তারা-সংহতিকে শুভ্রক বলে।

তারাস্তবক। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিরবিচ্ছিন্ন তারা-সংহতিকে তারাস্তবক বলে।

ছায়াপথ। যে সুনিষ্কৃত স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় শুভ্র নদীরূপা তারাস্তবক ভূ-পৃষ্ঠের পেষ্টন করিয়া আছে, তাহাকে ছায়াপথ, দেবপথ, মেঘমাধার, নভঃসরিৎ, অংশুমতী নদী বা বিরজা বলে।

বাস্পস্তবক। বাস্পময় স্তবককে বাস্পস্তবক বলে।

উত্তরক্রবতারা। পৃথিবীর মেরুদণ্ডের দ্বারা উত্তরে প্রদারিত করিলে, উহা ভূ-গোলের যে বিন্দু স্পর্শ করে, ঐ বিন্দুস্থিত তারাকে উত্তর ক্রবতারা বা সৌম্য ক্রবতারা বলে। ঐ বিন্দুতে কোন তারা না থাকিলে, ঐ বিন্দুর সম্মিহিত স্থানস্থিত তারাকে উত্তর ক্রবতারা বা সৌম্যক্রবতারা বলে।

দক্ষিণ ক্রবতারা। পৃথিবীর মেরুদণ্ডের দ্বারা দক্ষিণে প্রদারিত করিলে, ভূ-গোলের যে বিন্দু স্পর্শ করে, ঐ বিন্দুস্থিত তারাকে দক্ষিণ ক্রবতারা বা সৌম্য ক্রবতারা বলে। ঐ বিন্দুতে তারা না থাকিলে, ঐ বিন্দুর সম্মিহিত স্থানস্থিত তারাকে দক্ষিণ-ক্রবতারা বা সৌম্যক্রবতারা বলে।

ক্রবতারা বলে।

নক্ষত্র। সূর্য্য ও চন্দ্রাদির গতি-পরিমাণ নিরূপণ করার জন্ত ভগোলে যে তারা-কৌলক সকল নির্বাচিত আছে, ঐ তারা-কৌলকের নাম নক্ষত্র। নক্ষত্রই তারার বর্ণ বা গুণ অথবা তারাগণের সংহতির আকার অনুসারে নক্ষত্রের নামকরণ হইয়াছে। যথা; অশ্ব-মুখাকৃতিক ত্রিতারকময় অশ্বিনী নক্ষত্র এবং বিচিত্র বর্ণময় চিত্রা নক্ষত্র, ইত্যাদি।

যোগতারা। নক্ষত্র একাদিক তারা-ময় হইলে, জ্যোতিষ গণনার যে তারাটা ব্যবহৃত হয়; সেই তারাটিকে যোগতারা বলে। যথা; অনুরাধা নক্ষত্রই পরিজ্ঞাত তারাকে যোগতারা, অনুরাধা নক্ষত্র এক তারাময় হইলেও সেই তারাকে শিষ্টাচার বশতঃ যোগতারা বলা হয়। যথা এক তারকাময় আর্দ্রা, চিত্রা, স্বাতী নক্ষত্রের আর্দ্রা, চিত্রা ও স্বাতী তারা।

মণ্ডল। নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ তারা ও স্তবকাদির সংহতিকে মণ্ডল বলে। মণ্ডলই তারা-সংহতির বর্ণ বা আকৃতি অনুসারে মণ্ডলের নামকরণ হইয়াছে। যথা শিশুমার-মণ্ডল, চিত্রশিখণ্ডমণ্ডল; ইত্যাদি।

ঘনঅয়তন। আকৃতিবিশিষ্ট বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ পরস্পর গুণ করিলে যে সংখ্যা কালী হয়, তাহাকে ঘন-অয়তন বলে।

পৃষ্ঠক্ষেত্রফল। আকৃতিবিশিষ্ট বস্তুর পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রের যে ক্ষেত্রকালী হয়, তাহাকে পৃষ্ঠক্ষেত্রফল বলে।

অনুরাশি। আকৃতিবিশিষ্ট বস্তুর পরমাণু সংখ্যাকে অনুরাশি বলে।

ঘনত্ব। পরমাণুর সন্নির্কর্ষকে ঘনত্ব বলে।

আকর্ষণ। যে শক্তি দ্বারা এক পরমাণু অন্য পরমাণুর সহিত যুক্ত হইতে চাহে, সেই শক্তিকে আকর্ষণ বলে।

মাধাকর্ষণ। যে শক্তি দ্বারা অনুরাশি-ময় বস্তু স্বীয় কেন্দ্রে স্বীয় পরমাণু আকর্ষণ করে অথবা দূরস্থ অপূর্ণ অনুরাশি-ময় বস্তু আকর্ষণ করে, ঐ শক্তিকে মাধাকর্ষণ বলে।

সৌরজগৎ। স-সূর্য্য-গ্রহ-উপগ্রহ-ধূমকেতু-সংহতিকে সৌরজগৎ বলে।

উদ্ধা। বস্তু স্থির যে দশাধারী আলোক সময়ে সময়ে আকাশ হইতে স্থলিত হয়, ঐ আলোককে উদ্ধা বলে।

তারান্বলন। উদ্ধা ক্ষুদ্র ও তীব্র বেগ-বিশিষ্ট হইলে তাহাকে তারান্বলন বলে।

অগ্নিপিণ্ড। উদ্ধা বৃহৎ পিণ্ডবৎ হইলে তাহাকে অগ্নিপিণ্ড বলে।

শৈলউদ্ধা। উদ্ধা ধাতুময় রূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলে তাহাকে শৈলউদ্ধা বলে।

রাশি। যে দ্বাদশ মণ্ডলা মধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহগণের কক্ষা অধিষ্ঠিত আছে, সেই মণ্ডলগণকে রাশি বলে।

যুগলতারা। যে দুই তারা চাক্ষুষ দৃষ্টিতে একতারা বলিয়া বোধ হয়, ঐ তারা দুয়কে যুগল তারা বলে।

যৌথতারা জগৎ। যে তারাদ্বয় উভয়ে কোন শূন্যস্থ কেন্দ্রে পরিভ্রমণ করে, ঐরূপ তারা-সংহতিকে যৌথতারা-জগৎ বলে এবং এক বা বহুতারা এক তারাকে

পরিভ্রমণ করিলে, সেই তারা-সংহতিকেও যৌথতারা-জগৎ বলে।

গ্রহ। ভগোলস্থ যে জ্যোতিষ্ক বা বিন্দুর গতি পরিগণিত হয়, তাহাকে গ্রহ বলে। যথা বৃহৎ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, চন্দ্র, সূর্য্য, রাহু, কেতু।

গ্রহপঞ্চক। গ্রহগণের মধ্যে যে জ্যোতিষ্ক পরকীয় জ্যোতিষ্কে জ্যোতির্শ্রয় ও যে জ্যোতিষ্ক সূর্য্য পরিভ্রমণ করে, ঐমৌলিক বৃথাদি ৫৬টা গ্রহকে গ্রহ-পঞ্চক বলে।

উপগ্রহ। পরকীয় জ্যোতিষ্কে জ্যোতির্শ্রয় যে জ্যোতিষ্ক কোন গ্রহ পরিভ্রমণ করে, ঐ জ্যোতিষ্ককে উপগ্রহ বলে;—যথা চন্দ্র, কোবসু, যোমিমাঙ্গু, এরিয়োল ইত্যাদি।

ধূমকেতু। ধূমময় পাচ্চবৃত্ত বা ধূম-বেষ্টিত জ্যোতিষ্ককে ধূমকেতু বলে। যথা হেলির ধূমকেতু, ডোনটীর ধূমকেতু ইত্যাদি।

সূর্য্য। যে দীপ্যমান বৃহৎ জ্যোতিষ্ককে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু আদি প্রদক্ষিণ করে, সেই জ্যোতিষ্ককে সূর্য্য বলে। যে তারাকে অন্য তারা বা তারাগণ প্রদক্ষিণ করে, ঐ তারাকেও সূর্য্য বলা যাইতে পারে।

বিষ। সূর্য্য, গ্রহ ও উপগ্রহগণের পিণ্ড বা দেহকে বিষ বলে। যথা সূর্য্য-বিষ, চন্দ্র-বিষ, ইত্যাদি।

পরম প্রেম বা ভক্তি ।

প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে ভক্তির আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। জ্ঞান ও কর্মের যেমন বিভিন্ন ছইটি শ্রোত বহুকাল ধরিয়া ভারতীয় সমাজের উপর দিয়া বহিয়া বাহঁতেছে, ভক্তিরও সেইরূপ একটা স্বতন্ত্র প্রবাহ আছে। প্রত্যেকটাই সময়ে ২ প্রবল ভাবে, কখনওবা প্রচ্ছন্ন হুর্ল ভাবে আমাদের আশ্রুভবে আসে। নিপুণ দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, একে অপরের দ্বারা অঙ্ক-প্রাণিত এবং প্রত্যেককেই গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে অপরকে সাহায্য করে। একটিকে সম্পূর্ণরূপে পরিভ্যাগ করিলে, অপরের সত্তা আদৌ থাকে না; কার্য-কারিতারও সঙ্গে সঙ্গে বিলোপ হয়। ব্যবহারিক জগতে অজ্ঞানদের প্রতি দৃষ্টি-নিষ্কোপ করিলে দেখা যায়, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির মধ্যে বহু ব্যত্থান। জ্ঞানের গরিমার উপনিষদাদি অধ্যাত্মশাস্ত্র পরিপূর্ণ; বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়—ঈশ্বরের উর্কে, অধোদেশে, দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে, অনন্তকর্ম। কর্মপ্রবাহের মধ্যে জীববৃহৎ কখনও দৃশ্য, কখনও অদৃশ্য, কখনও স্থির, কখনও ঘূর্ণমান। বেদের জ্ঞান ও কর্ম উভয় কাণ্ডের মধ্যে একটা অন্তঃশ্রোতও দেখিতে পাওয়া যায়, উহা ভক্তির।

অনেক বেদমন্ত্র পাঠ করিলে মনে হয়, বেদ ভক্তির অদৃশ্যশ্রোতে বিশ্ব-সংসার ভাসিয়া চলিতেছে। বেদের মন্ত্রে ভক্ত বা সাধকের আত্মসমর্পণ ও নয়নে অশ্রমিলন, উভয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। কুম্ভমের হাসি, চাঁদের জ্যোৎস্না, নিশার শিশির, এ সকলের মজায় মজায় ভক্ত ভক্তির শ্রোত দর্শন করিতেন, স্মৃতরাং ঐকান্তি-সেবক ভক্তির সংবাদ পূর্কেই জানিতেন। অতএব বলা হইতে পারে যে, পূর্কোক্ত তিনটির মধ্যে কোনওটা ভারতের অভিনব-অতিথি নহে। তবে সন্ন্যাসের নবনিয়মের পরিণাম—পথে ঘাটে জ্ঞানচর্চা ছড়াছড়ি, এবং ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান-ভক্তি সম্বন্ধে, কেবল প্ররোচক নিরর্থক বাক্য, কর্মই পবিত্র, এইরূপ অজ্ঞানী অজ্ঞানের কর্মচারণ; ও কেবল ভক্তি বাতীত জ্ঞান-কর্ম বাঁহার বিস্মৃতাও বিশ্বাস নাই, সাম্প্রদায়িকপীড়ার বীজস্বরূপ গোঁড়ামিতেই যিনি অভ্যস্ত, বস্তৃত: বাঁহার হৃদয় অপবিত্র, এরূপ ভক্তের ভক্তি, কখনই সার্বজনীন বা পুরাকালের হইতে পারে না। কাজেই প্রাচীন ভারতে উহার দৃষ্টান্ত বিরল। অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার গীতা, কর্ম্মীকে কর্ম্মফল দ্বৈরোক্ষেপে অর্পণ করিতে উপদেশ দেন, কর্ম্মবোগীকেই জ্ঞানী হইতে বলেন, জ্ঞানীকে ভক্তিমান হইতে অনুরোধ করেন। কর্ম্মহীন জ্ঞানী, ভক্তিহীন কর্ম্মী ও জ্ঞানহীনকর্ম্মীকে তিনি ভালবাসেন না, আবার অজ্ঞানী ভক্তের উপরও তিনি কোনও অধিকার দেন নাই। বস্তৃত: ভক্তিহীন কর্ম্ম অকর্ম্ম, ভক্তি-

শূন্য জ্ঞান নীরস বিশ্বক, স্মৃতরাং
জ্ঞানীই হউন, আর কর্ম্মীই হউন, সকলেরই
ভক্তিতত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যিক।
ভক্তিকে প্রেম বলা যায় কিনা, আমরা
তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সকল-শাস্ত্রেই
ভক্তির কথা আছে, তবে কোনও স্থানে
প্রোচ্ছন্নভাবে বক্তব্যবিষয়ের অন্তরালে,
কোথাও বা তীব্রবেগে জন-সমাজের
সম্মুখে; আমরা এই বিস্তৃত বিষয়টিকে
সহজে ও সংক্ষেপে বুঝিতে প্রয়াস পাইব।

পুরাকালে ভারতে ভক্তির নাম ছিল
পরম প্রেম। পিতামহ ব্রহ্মার মানসপুত্র-
গণের মধ্যে চিরকোমারী ও ভক্তির
পূর্নাবতার ভক্তিবীর নারদ “ভক্তিসূত্র”
অথবা “নারদ সূত্র” নামক গ্রন্থে লিখিয়া-
ছেন—“সাক্ষৈ পরম-প্রেমরূপা।” ভক্তি
কাহারও (ভগবানের) * উদ্দেশে পরম
প্রেম স্বরূপ। ব্যবহারিকপ্রেম হইতে
ইহার স্থান সহস্রযোজন উর্দ্ধে। ত্রাতার
প্রতি সামাজিক নিয়মে ভগিনীর অত্যন্ত
প্রেম, পুত্রের প্রতি উপকার প্রাণ দিয়া
অথবা মোহবশে পিতার প্রেম, পতি-পত্নী
প্রেম ও অন্তান্ত কলুষিত প্রেম, ভক্তির স্থান
অধিকার করিতে পারে না; কেননা এই
সকল প্রেমে “পরমত্ব” নাই। ব্যবহারিক
প্রেমে একজনকে দেখিলে অপরের হাঁসি
আসে, কখনওবা চ’থের জলে বুক ভাসে।

* ক শব্দে সূত্র-স্বরূপ ভগবানকেই বুঝায়।
বোধকর্তব্যে সাধন বলেন। বস্তুতঃ পরমপ্রেম
ইহের ভিন্ন অন্য হয় না; এইজন্য “কাহারও”
এ করণ-বর্ধও পরমবোধের।

শ্রেমিক জানে, ঐ হানি-কামা দুর্কলতার
পরিচয়, কাজেই সে তাহা লুকাইতে চায়।
ভক্ত ভগবানের পবিত্র মূর্তি হৃদয়ে দেখিয়া
আনন্দে ভাসেন ও হাসেন, কখনও আনন্দে
কাদেন। তাঁহার প্রাণ শবল, স্মৃতরাং
জগতের হিতাকাঙ্ক্ষায় ব্যস্ত, তাই তিনি
জগৎব্যপক প্রেমভরে হাঁসিতে কাদিতে
শিখান, গোপন করেন না। তিনি সমাজের
নিন্দাওর যেমন উপেক্ষা করেন, প্রশংসারও
তেমন অপেক্ষা করেন না।

লৌকিক কামায় এক জাতীয় জ্ঞাতাব ও
ব্যবহারিক হাঁসিতে একপ্রকার দুর্কলতা-
মূলক সামান্ত লস্কোষ বুঝাইয়া দেয়।
ভক্তের হাঁসি-কামা নিত্যানন্দ ভগবানের
পবিত্র দর্শন লাভে তাঁহার মীহাস্বা চিন্তা
করিতে করিতে প্রাণের আবেগভরে ত্রবীভূত
হৃদয়ে সংঘটিত হয়। উভয়ই উদ্দেশ্য ও
বিধেয় ভিন্ন প্রকার। লৌকিকপ্রেমের অতি-
নেতা ছুইটি ব্যবহারিক জ্ঞানাত্মক জীব, আর
পরম প্রেমের বেলা সত্যানন্দ চিন্তার পরমে-
ত্তির

শুদ্ধকান্ত:করণ পবিত্র জীব। প্রেমে
কল্পের শরীরগত ধর্ম সকল অবাধে
বিদ্যমান, মানসবাহারে তাহার তৃপ্ত হয়
না, কেননা শরীর তাহাতে অসুখোদন
করে না। কাজেই প্রেমতপস সমল হইয়া
দাঁড়ায়। ভক্ত ভক্তিতে পরমেশ্বরের চিন্তা
জগতের বাবতীর সৌন্দর্য একত্র করিয়া
মনোমত সাজাইয়াছে; সে চিন্তার অথবা
কল্পনাময় বিগ্রহে শরীর ধর্ম নাই, কাজেই
শরীর-সংকল্পনিত কলুষিততাব এ প্রেমে
সম্ভব নয়, ইহাই পার্থক্য। লৌকিকপ্রেম
কেবল-প্রেম; আর ভক্তি, পরম-প্রেম। প্রেমে

শ্রেণিকব্ধ পরম্পরের প্রতি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়। কারণ উভয়েই অপূর্ণ কামনার তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত। ভগবান্ পূর্ণকাম, মোহের যেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ, কাজেকাজেই মুগ্ধ হন না। বলা চাইতে পারে, লৌকিক প্রেম এক-জাতীয় মোহ অথবা মোহজ্বলিকার। আর পরমেশ্বরে নির্লিপ্ত নির্দোষ অথবা অহেতুক ভালবাসা পরম প্রেম বা ভক্তি। ভক্তি ও লৌকিকপ্রেমের বাহ্য পরিচয় অনেকটা একপ্রকার।

ভক্তকুল-চূড়ামণি মহর্ষি শাণ্ডিল্য ভক্তির লক্ষণে বলেন ;—“সাপরামুরক্তিরীষরে।” ঈশ্বরের প্রতি শ্রেষ্ঠাভ্যুরক্তিই ভক্তি। নারদের “কষ্টম্” এট অস্পষ্ট অংশটুকু, শাণ্ডিল্যের “দৈবরে” এই কথায় প্রকারান্তরে সম্পূর্ণ পরিষ্কৃত। প্রেম আঁ অমুরক্তি একই কথা। সুতরাং ঈশ্বরের পরম-প্রেম ও পরামুরক্তি একই হইল। লৌকিক অমুরাগ প্রতিদান ও আশা দ্বারা পরিপুষ্ট। ভক্তের পরামুরাগ আপনাতেই সম্বৃত্ত, তাহাতেই পরিতৃপ্ত; কেবল ভক্ত-ভগবানকে চায়। সাধারণ অমুরাগ ক্রমশঃ জগৎ লইয়া। অর্ডের কার্য উভয়-সাপেক্ষ। পরম্পর পরম্পরকে আকর্ষণ করে, ইহাই তাহাদের স্বভাব। ভক্তি চিগয় ঈশ্বর লইয়া, এখানে আকর্ষণ ও প্রত্যাকর্ষণ নাই; পদপত্রস্থ বলিলের জ্ঞান নির্লেপ চিহ্ন-ভেদে রহস্যময় মৌলিক-ভালবাসা পরম-প্রেমে পরিম্পষ্ট। লৌকিকপ্রেমে প্রেমিক তাঁকে চায়, তাঁদের মিষ্ট হাসিটুকুও চায়, মোহের গুণে-তাঁদের কলকটুকু জ্বলে গিয়ে, তাঁকে সকল সংসার আঁখার করে

শরনঘরে আসতে বলে; না এলে অম-স্তম্ভও হয়। মোট কথা, লৌকিক প্রেমিক কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করে ভালবাসাটুকু পরীক্ষা করে ও তাহার প্রতীক্ষা করে। ভক্ত ভালবাসাও উপেক্ষা করে, তাহার অপেক্ষা রাখেনা। আর কিছুই চায়না, কেবল ভক্তনীর ভগবানকে চায়। তাহাও শুধু নিজে ভালবাসিবার জন্ত, ভালবাসা পাইবার জন্ত নয়। ভক্ত বলে,

“চাইনা অভয়,

চাই হে তোমায়,

চাইনা তোমার ভালবাসা।

আপন বিক'ই,

কেনা হয়ে র'ই,

ভালবাসিলেই পুরে আশা।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে “ভগবদ্ভব-সম্বাদে” স্বয়ং জগন্নাথ কৃষ্ণ বলিতেছেন, “ন পারমেষ্ঠ্যান মহেশ্বরবিধ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাম্বিপত্যং, ন যোগসিন্ধীরপুন-র্ভবংবা, মমার্পিতায়েচ্ছতি মর্ষিনাহম্ভং।” অপবিদ্যাচার ব্রহ্মই ইন্দ্র-সিংহাসন, সার্বভৌম পাতলে ভূতলে রাজত্বাপন, যোগকল—মুক্তি ভক্তমহাজন, আমাতে অর্পিয়া নিজপ্রাণ-মন, আমাবিনা আর কিছু না চায়।

দৃষ্টান্ত বরুণ ভ্রুবোপাখ্যানের একটা শ্লোক উদ্ধৃত করা যেন। ভগবান্ বলেন—ক্রব, বর নেও। ক্রব বলিতেছে, “স্থানান্তিগারী তপসি স্থিতোহহং, ষাং প্রাপ্তবান্ - সেবমু-নীত্র - শুভং, কাচংবিচিরমিব দিব্যরত্নং যামিন্। কৃতার্থোহস্মি বরং ন যাচে”। যেকোন মুনীত্র গণের হুপ্রাণ্য ভোবাকে পাইরাছি,

স্থান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়া তো-
মাকে পাইলাম, বহু মিলিল,
কুমার্য হইয়াছি, আর হইনা। এই
সময়ে ক্রমের অন্তরে প্রকৃত ভক্তির শ্রোত
উদ্বেলিত হইয়াছে। কাজেই ভগবানকে
চাহে। ভালবাসিয়া ভগবান বর দিতে চাহি-
লেন, সে তাহা চাহে না। ভক্তির অনেক
লক্ষণ আছে।

শাস্ত্রকারেরা ভক্তির বিকাশ নব প্রকার
দর্শন করিয়াছিলেন ; তাই তাঁহারা “নবধা
ভক্তি” বলিয়া থাকেন। “শ্রবণ কীর্তনং
বিক্ষোঃ স্মরণং পাদসেবনং অর্চনং বন্দনং
দাস্যং সখ্যামান্বনিবেদনম্।” শ্রবণ, কীর্তন,
স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখা,
আন্বনিবেদন, এই নব প্রকার লক্ষণ ভক্তির
প্রাণ, তজ্জন্মই ইহাদিগকে ভক্তি বলে।

প্রথম লক্ষণ শ্রবণ ; এলক্ষণ লৌকিক
প্রেমেও আছে। বাহ্যকে ভালবাসি, তাহার
কার্যকলাপ অথবা নাম যদি কেহ বলিতে
পাকে, তবে আগ্রহের সহিত শুনিতে
ইচ্ছায়, যেন শুনিতে প্রাণের উপর দিয়া
কত কি সুখশ্রোত হইয়া যায়, যেন কত
হারান-জিনিষ মনে জাগিয়া উঠে! তত
শতকথার মধ্যে ভগবানের নাম অথবা
সাহায্য শুনিতে, আনন্দাশ্রু বিসর্জন
করেন। দ্বিতীয় কীর্তন ; শুধু শুনিতে প্রাণ
মানেনা, নিজের যেন কহিতে ইচ্ছায়।
বোধহয় যেন নিজে বলিয়া শুনিতে কতই
সুখ লাগিবে। -লৌকিক প্রেমেও এ লক্ষণ
আছে, তবে একটু ভিন্নভাবে, অপরকে
সুখাইয়া নির্জনস্থলে একা একা এদিক ওদিক
আলাপিতা সম্বন্ধে আবেগভরে ভালবাসার

লোকের নামটি উচ্চারণ করিতে পারিলে-
প্রেমিকের কত শাস্তি! ভক্ত বলেন,—

“সুখাহঁতে সুমধুর নাম!

অতৃপ্ত রসনা, অপূর্ণ বাসনা,

করিতে চাহে যে পান!

সে কথাকহিতে, সে গান গাহিতে,

জন্ম-তহীতে উঠে যে তান!”

পাঠক মনে করিবেননা, “আমি

উভয়কে তুল্য বলিতে, চাহি, এই

জনাই লৌকিক প্রেমের কথা তুলিয়াছি।

জাগতিক সমস্ত প্রেমেই যে ভাগবত প্রেমের

স্বল্প স্বল্প মলিন ছায়া-বিকাশমাত্র, তাহাই

বলিতে চাহি। পূর্ণচন্দ্রের সমল মলিনগত

অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব জলের দোবের অংশী

হইয়া অন্যরূপ হয়। নিখিল মুখের মলিন

দর্পণস্থ ছায়ার ন্যায় কলুষিত লৌকিক

প্রেম ভগবানের বিমল প্রেমের প্রতিবিম্ব

রূপ অবস্থাবিশেষ। পাত্র, ক্ষেত্র ও মাত্রার

নানাবিক্য বশতঃই লৌকিক প্রেমের

ভিন্ন ভাব। ভক্ত কহেন,—

“পুত্র-প্রেম, প্রীতি পত্নী-প্রতি,

ব্রাতৃস্নেহ, বন্ধুজনে রতি ;

আর যত ভীষ্মের উচ্ছ্বাস,

সে প্রেমের এ সব বিকাশ।”

তৃতীয় স্মরণ। মনে চিন্তা করা। ধ্যানাত্মক

প্রকাশ। একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিলে

অন্তঃকরণে তদুভাবের আবির্ভাব হয়। তদা-

য়তাই ইহার মূল মন্ত্র। কালিদাস ও ভব-

ভূতি প্রভৃতি কবিকুলের কাব্য-নাটকের

প্রসিদ্ধ নায়ক-নায়িকার স্মরণের অন্তিম

করিয়াছেন ; তাহা লৌকিক কেবলের স্মরণ,

তাহার উদ্দেশ্য নয়। ভক্তের স্মরণ পূর্ণ-

নন্দের নির্দিষ্ট প্রকাশের মহতুক রহস্য।
কৃষ্ণ-চিন্তায় ব্রজ-গোপিকারা। কৃষ্ণময়
হইয়া গিয়াছিল। রাধা ও অপার সকল
গোপিকা কৃষ্ণ সাজিয়া কৃষ্ণের
অম্বর-বর্ষাদি লীলার অভিনয় করিয়াছিল।
অরণের পরিণাম এতদূরও উপস্থিত হইতে
পারে। চতুর্থ পাদসেবন। পরিচর্যা। প্রেমিক
তাহার প্রেম-পাত্রের কতকি পরিচর্যা
করে। ভক্ত ভগবানের চিন্ময় মূর্তির পরি-
চর্যায় নিজের সমস্তই নিবোজিত করিয়াছে।
তাহার ধর অর্চন। পূজা। দৌকিক
প্রেমিকের পূজোপহার বাহ্যবস্ত্র ও কল-
ষিত আভ্যন্তরিক বস্ত্র। ভক্তের উপহার
চিত্ত-কুসুম, ভক্তি-চন্দন, সস্তোষ-গলিল
ইত্যাদি পবিত্র মানসেপচার ও পবিত্র
বাহ্যবস্ত্র। মানস-পূজার শাস্ত্রোক্ত নিয়ম-
এখানে উল্লেখ করা নিষ্পয়োজন। বন্দন
প্রণাম। এটা ভাবাবেশের পরিচয়। প্রবল
জ্যোতির সম্মুখে অবনত হইয়া প্রকৃতির
ভক্ত সর্বময় ভগবানকে দেখিয়া প্রাণের
আবেগে গলিয়া পড়েন, তখনই প্রণাম
করেন। তারপর দাস্ত। দাস্ত সমস্ত কর্ম
ভগবানকে অর্পণ করায় নামাস্তর। দাস্ত
অর্থাৎ দানত্ব। যদি আমি মৎকৃত কার্যের
ফল গ্রহণ করিলাম না, ভগবানের উপর
ছাড়িয়া দিলাম, তাহাহইলে আমি তাঁহার
দাস বই আর কি? ভূতা কার্য করে,
ফল তিরস্বিনই প্রভুর হস্তে। “যৎ করোসি
যদান্নাসি যচ্ছোসি যদাসি যৎ। যতপতসি
কৌবেব তৎ কুরুষ মদর্পণং।”

যাহা কর, যাহা খাও,

যাহা হোম কর, আর অপরে যা দেও;

হে কৌন্তেয়! যত তপ কর অমুদিন,
সব ফল দেও যোরে থেকে উদাসীন,”

এই মহাশিক্ষা—এই ভক্তির পরিষ্কৃত লক্ষণ
গীতায় দেখা যায়। আমাদের দেশে সমস্ত
কর্মফল ভগবানে মন্ত্রপাঠ সহকারে সমর্পণ
করিবার নিয়ম অদ্যাপি আছে। এই ভাবের
ভাবুক বলেন, “স্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিভেন
যুগা নিযুক্তোহস্মি তথা কেরামি।” সখা দৃঢ়
বিশ্বাস স্থাপন। যাহাকে বিশ্বাস করা যায়,
সে-ই অকৃত সখা। সখার কাছে প্রাণের
কথা গোপন করা যায় না। নিজের দুর্নীতি
(ভগবানকে সখা বলিয়া মনে করিলে) তাঁহার
কাছে লুকান যায় না। কাজেই সখিষের
পরিণাম আত্মোন্নতি; শেষ লক্ষণ আত্ম-
নিবেদন। (আত্মশব্দের শরীর ও মন এই
দুই অর্থ লইয়া লিখিত হইতেছে।) দেহ
ও মন সমর্পণ করা। দেহ সমর্পণে প্রেমিক
বলেন,—

“এ দেহ তোমার বঁধু।

ওটীয়ে আমার”

আর পরম প্রেমিক বলেন,—

বিনিময় শিখিনাই হরি!

জানি শুধু এদেহ তোমারি।

এইরূপ সকল স্থানেই প্রেমিক প্রতিদান
চান, ভক্ত চাননা, কাজেই তিনি পরম
প্রেমিক। যেদ্রব্য অপরকে দান করা
হইয়াছে, তাহার ভয়ণ-গোষণ জন্ত বড় উৎ-
কট বাসনা থাকেনা, যেমন তেমন করিয়া
শরীর-বাক্সা চলিলেই হয়। এ ভাবটা ভক্তের
শরীরে পরিষ্কৃত। কেননা তিনি ভগবানে
দেহ অর্পণ করিয়াছেন। ভগবানের কার্যেই
তাঁহার দেহ ব্যয়িত হয়। মন সমর্পণে

সাধারণ শ্রেণিক নেওয়া দেওয়া ব্যবসায় করেন। ভক্ত বলেন,—

“দয়াময়, নেওহে মিশায় প্রাণে প্রাণ,
বারি-বিন্দু আদি, জলনিধি তুমিই,
এখানে কোথায় তোমার স্থান।

চাইনা হৃদয়, সম্ভব (ও) ত নয়,

“মিশেবাই, ব(হ)ক প্রেমভূক্ষণ।”

নয়টা লক্ষণের উদয় হইলে ভক্তের
প্রাণে আনন্দ-স্রোত বহিতে থাকে।
মুহূর্ৎসুঃ ভগবানের আনন্দময়ী মূর্ত্তি
দর্শন ভক্ত আনন্দময় হইয়া যান।

শরীরে রোমাঞ্চ, আলুথালু প্রাণ,

নয়ন সলিলে ভাসে বয়ন,

ইহাই তখনকার প্রয়াশঃ অবস্থা।

ভাগবতে ভগবান বলিতেছেন, “কথং
বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা,
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুক্লোস্তজ্রা বিনাশয়ঃ।”
আর বলিতেছেন, “বাগ্গদৃগদা দ্রবতে যশ্চ
চিত্তং রুদ্রতাভীক্ষং হসতি কচিচ্চ, বিলজ্জ
উদগায়তি নৃত্যতেচ, মদুভক্তিযুক্তো ভুবনং
পুনাতি।”

বাণীপদধর প্রাণ গলে যায়,

কভু হাসে কভু কাঁপে উভরায়।

তাজি লাজ ভয়, উচ্চ রবে গায়,

কভু নাচে, ধরা পবিত্রিত তার।।

ভক্তের স্পর্শে জগৎ পবিত্র, ভক্তিযোগে
অন্তঃকরণ সরস, ভক্তিশূন্য প্রাণ আশানের
মত। ভক্তিতত্ত্ব হ্রবগাহ। সাধনমার্গে সর্বত্রই
ভক্তিঃচাই। বুঝিবার দোকেই সাম্প্রদায়িক
বিবেচ। ভগবান ভক্তির রহস্য বুঝাইয়া

সম্প্রদায়গোড়া নিবারণ করুন, ইহাই
তাহার নিকট সর্কাস্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

(কতচিৎ ভক্তিকামস্ত)।

রাধাবিনোদিনী ।

প্রকৃতি বিশ্বসংসারের প্রসূতি। আম-

রা জগতে যে দিকে নখন নিষ্কেপ করি,
সেই দিকেই দেখি, বিশ্বমাতা প্রকৃতি
আমাদের সম্মুখে নাংবিধ, লীলা-মূর্ত্তিতে
বিরাজিত। কি তুমি গিরিশঙ্কর, কি উত্তর
তরঙ্গ-সকল বিশাল বারিধি, কি ছর্কাদল-
সমাকীর্ণ শ্রামল প্রান্তর, কি স্বচ্ছসলিলা
শ্রোতস্বতী, কি মরীচিকাময় মরুক্ষেত্র, কি
শস্ত্রশ্রামলা উর্বরা ভূমি, কি ঘোরান্নকারাচ্ছন্ন
তানগী নিশা, কি রুচির চন্দ্রিকা-সহচরী,
রজনী যাহাই আমাদের সম্মুখে উপস্থিতঃ
হয়, সমস্তই প্রকৃতির লীলা।

তদ্ব্যপিসিতঃ প্রাণে প্রাকৃতিক দৃশ্যের
প্রতি দৃষ্টপাত করিলে দেখিতে পাওরা
যায়, বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতির ছইটা ভাব
পরিষ্কট—একটা ভৈরব, অপরটা
মধুর। বিশ্বমাতাকে আমরা কখনও
বলি, “কালী করালী ভৈরবী শ্রামা”
ঐবং কখনও বলি “রাধাবিনোদিনী।”

এঃ জগতে চিরদিন কোনও ভাবই
থাকে না। পরিবর্তন এ বিশ্বের প্রাণ।

কাজেই কখনও আমরা শ্রামা ভালবাসি, কখনও রাখা চাই। যখন হৃদয়ে উগ্রতার আবির্ভাব হয়, হৃদয় যৌক্তরসে পরিপূর্ণ হয়, তখন আমরা উগ্রতা ভালবাসি। করাল কাল মেঘের ছায় কৃষ্ণ-ভীষণ মূর্তিকেই তখন প্রাণ চায়। তখন তাঁহার গলদেশে বিশাল ভয়াল নরকপাল-মালা, বিকটবদনের ভয়াবহ অট্টহাস, করে নরমুণ্ড ও দর্পখর্ষকারী খর্ষ ও কটিদেশে রক্তাক্ত জ্বিনরহস্তরচিত ক্রীড়িণী আমাদের আনন্দ বর্জন করে। দোদগ্জিহ্বা তখন শ্রীতি-কর হয়। দারুণ দস্তে রিপু-মণ্ডক চর্ষণ করার দরদর রুদির-ধারায় সর্বশরীর রঞ্জিত। লক্ষিতকেশ। প্রচণ্ড প্রতপ্ত নিখাস। জীবুকুল শকাবুল। স্তম্ভন গর্জনে প্রাণ-মন চমকিত। এতদ্বারা তখন প্রাণের তৃপ্তি সম্পাদন করে। শবাসন। শব-শিবের পরিধান ব্যাজচর্ম। মস্তকে বিশাল বিষম বিষ-ধরবেষ্টিত জটাভাজ। নমন জ্বলন্তমালিত। হস্তে ভীষণরব বিবাণ ও অশ্বরবিদারী ডমক এবং বিশ্বসংহারক ত্রিশূল। এতদ্বা দেখিলেও তখন প্রাণে আনন্দ হয়। আভরণ রুদ্রাক্ষ-মালা। অঙ্গরাগ চিতা-ভস্ম। পামপাত্র নরকপাল! ইহা দেখিলেও তখন শাস্তির আবির্ভাব হয়। যেস্থান জনসমাগমশূন্য, প্রবল পবন হ্রহরবে বহিতেছে, চিতানল ধূম করিতেছে, অস্থিরাশি পঞ্জীকৃত রহিয়াছে, পুতিগন্ধে নাসারন্ধ্র বিদীর্ণ হয়, অঙ্গার-রাশি অতীতের সাক্ষ্য দিতে চায়; এহেন স্থানে শ্যামাকে দেখিলে শ্রীত চই। সন্ধিনী ডাকিনী হাকিনী প্রেতিনীর বেলাও তখন ভাল লাগে, আমা-

বস্ত্রের নিশীথসময়ে এ মূর্তির পূজা করিলে প্রাণ সুখী হয়। দেবীর প্রাধান্য শ্রীতিকর কার্য্য ধ্বংসও তখন প্রায় হয়। আবার যখন মধুর রসের স্রোত হৃদয়ের উপর দিয়া বহিয়া যায়, তখন আমরা কনকচম্পকবরণী, সুচারুহাসিনী, সুমধুর-ভাষিণী রাখাবিনোদিনীকে ইষ্টদেবতা বলিয়া আনন্দিত হই। পরিহিত নীলাধরী তখন নয়ন রঞ্জন করে, কর্ণদেশের কমল-মালা তখন ভাল বোধ হয়। চরণমূলের মণিমঞ্জীর তখন শ্রবণে সুখা চালিয়া দেয়। বাহুবল্লীতে প্রস্থনবলয় তখন চক্ষুঃশ্রীতি-কর বোধ হয়। সন্ধিনী ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী হৃদয়ে সুখের উৎস ফুটাইয়া দেয়। মধুরা দেবীর দক্ষিণদেশে নবখন-শ্যাম তঙ্ক—মোহনমূর্তি! তাঁহার ললাটে অলকাভিলকা, গলে গুঞ্জমালা, শরীরে অঙ্কুর চন্দন, অধরে মধুর সুধারসময় ক্রীরাগ আলাপকারী প্রাণ-মনোহারী মুরলী, পরিধান পীতাম্বর, উচ্চ শিখি-পুচ্ছ-গুচ্ছের চারুচূড়া শিরোদেশ চূষন করিতে উদ্বৃত। দর্শনেই তখন প্রাণে হারান-সুখ জাগিয়া উঠে। প্রাণারাম যমুনাগুলিনে প্রাণ তখন পরিতপ্ত হয়। তমাল-ডালে কোকিল-কুলের মন-মাতান কলকাকলি, প্রকুল প্রস্থনে মধুগন্ধে অক্ল অলিকুলের আকুল বিচরণ ও একতানে গুণ গুণ রবে পান, সুকলিত চূতলতিকা, পুষ্পরাশি-বিরাজিত কেলী-কদম্ব, কুসুম-পরিমলবাহী মন্দ মন্দ মলরানিলান্দোগিত লতিকাকুল-সমাকুল মঞ্জুর কুঞ্জবন, এ সকলই তখন হৃদয়ের সহিত ভালবাসি। পূর্ণচন্দ্রের পবিত্র চক্রিকার

বেদিন ধরাতল দৌত, চকোরের পিপাসা
বে দিন পরিপূর্ণ, সেই জগন্মনোহর রাস-
পূর্ণিমাতেই এই মধুর মূর্তি পূজা করিলে
শাস্তি-রসে প্রাণ আপ্নত হয়।

একদিকে ভীষণতার ভয়ানক দৃশ্য, অপর-
দিকে মাধুর্যের ললিত মৃদল প্রবাহ। এক-
দিকক তরুণ অরণ্যের চারুকিরণে জগৎ পুলকিত
ও আলোকিত, অপরদিকে মধ্যাহ্ন-মার্জিতের
ধরতর করে কলেবরে স্বেদনীর গলিতে
থাকে, পিপাসার প্রাণ কণ্ঠাগত, শ্রান্ত,
ক্লান্ত ও ভীত।

যখন হৃদয় মধুর রসে সিক্ত, তখন
রোদ্র মূর্তির ভীষণতাদর্শনে কম্পিত-
কলেবরে ভগ্নস্বরে বলিতে ইচ্ছা হয় “ভয়
পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।” আবার মধুর
মূর্তি দেখিলে প্রীতচিত্তে বলি, “চায় প্রাণ
রাধাবিনোদিনী।”

রোদ্ররসের পূর্ণাবির্ভাব; বিষম
ঝঙ্জাবাত উপস্থিত। প্রবল পবনের
শৈশাচ ক্রীড়া, কখনও সম্মুখস্থ উচ্চশির
তরুকে মহা বলে আকর্ষণ পূর্বক তাহার
মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে। আঘাতে
ব্রহ্মকুল ধরাশায়ী। উৎপীড়নে জীবজন্তু
নিরাশ্রয়—অহুপায়, “হায় হায়” করিতেছে।
মেঘগণ গর্জন পূর্বক বিজয়-ডঙ্কার কার্য
করিতেছে, মূলধারে বারিবর্ষণ, করকা-
নিকরের শব্দে শ্রবণ বাধিত, কুলী-
শকলাপের তীত্রাঘিতে কত বৃক্ষ মঞ্চ
হইতেছে, গুড়ুন্ গুড়ুন্ রবে প্রাণ
আতঙ্কিত, মধ্যে মধ্যে বিজলীকুরণ অট্টহাঙ্গ,
রোদ্রী প্রকৃতির এই তৈরবী মূর্তি দর্শন
করিলেই তখন মনে হয়, “ভয় পাই শ্যামা

উলঙ্গিনী।”

আবার যখন লতাকূলে কেলী-
পরবশ ধীর স্থির মলয় সমীর শরীরে লাগে,
যখন বজ্রাঘি, চপলাচমক, শিলাপাত, কিছুই
নাই, বারিবর্ষণও নাই, তরুকুল শান্তভাবে
দণ্ডায়মান; যখন এই মধুরা প্রকৃতির লীলা
দেখি, তখন হৃদয়-তন্ত্রীতে একটা ঝঙ্কার উঠে -
“চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।”

বিশাল অতল বারিনিধি, ঝটিকারঙ্গে প্রমত্ত
ভরঙ্গভঙ্গে তীরদেশ গ্রাস করিবার জন্য বিকট
বদন ব্যাদান করিয়া অগ্রসর, সে গর্জন
শ্রবণ করিলে হৃৎকম্প হয়; ঝটিকা-তাড়িত
পোত সকল কখনও কখনও বিলীন
হইতেছে, কখনও আবার দেখা যাইতেছে;
বিপন্ন কণ্ঠের, হৃদয়ভেদী আর্তনাদ!
দেখিতে দেখিতে চিরকালের জন্য পোত-
ধানির বিলয়। ভীষণ আবর্ত। মধুর
মধ্যে বাড়বায়ির ভয়ঙ্কর খেল। এ করালী
মূর্তি দর্শন করিলে শঙ্কার প্রাণ বলে,
“ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।”

এদিকে কুঞ্জবনগম্ভীর পূতসলিলা কালিন্দীর
নিস্তরঙ্গ বন্ধ। মলয়পবন-তাড়িত নন্দন
সুভগ-লহরীমালা প্রেমভরে তীরস্থ তমাল-
তরুর চরণ ধোয়াইয়া দিতেছে। কুল কুল
রবে একে অপরের কার্ণে প্রাণের কথা
কহিতেছে, সারি সারি স্তরি চলিতেছে,
বাহক সবে মধুর রবে সারি গাইতেছে,
কূলে মরালদল জলকেলি করিতেছে,
জল কমল কতই না শোভা করিয়াছে!
মৃৎ বাতাসে একে অপরের গায় গড়াইয়া
গড়িতেছে, এ মধুর শাস্ত দৃশ্য দেখিলে প্রাণে
তান উঠে, “চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।”

ভরাবহ মরুস্থান! তরুরাজির দেখা
নাই, বারিলাভের আশাও চরাশা!
অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত বালুকারাশি প্রবল
বায়ুবেগে উর্কে উৎক্লিষ্ট! দৃষ্টি-
শক্তি বিলোপ করিতে উদাত! ক্লাস্ত
পথিক পিপাসায় শুককণ্ঠ—চট্ ফট্—
শীতল ছায়ার অভাবে হাহাকার করিতেছে,
কি কঠোর বাপার! পবন অঙ্গে অগ্নি-
ক্ষুলিত বর্ষণ করিতেছে। রৌদ্রী প্রকৃতির
ভীষণ তাণ্ডন! প্রাণ যায়! এ দৃশ্য
সম্মুখীন হইলে সত্যে বলি, “ভয় পাই
শ্যাগা উলঙ্গিনী।”

আবার যখন, সুরমা কুসম-
কানন, কোকিল-কুজিত কুঞ্জকুটার,
সুরস ফল ভঁরে অবনত বৃক্ষ সমূহ, শ্যামল-
ছর্বাঙ্গল, মধুর যমুনা-জল, মুহু মন্দ
গন্ধবহ, স্নিগ্ধ যমুনাতট, অদূরে সূচ্ছায়
প্রাচীন বট, এই প্রকৃতির মধুর মূর্তি নয়ন-
পথে পতিত হয়, হৃদয়ের সকল জালা
জ্বালাইয়া যায়। মন বলে, “চায় প্রাণ রাখা-
বিনোদিনী।”

যোধবৃন্দ রণরঙ্গে প্রমত্ত। ভয়ঙ্কর শব্দে
রণচকা, দামামা, ছন্দুভি, ভেরী, তুরী
বাজিতেছে। অসুর-হিংসা-দেহ মূর্তিম'ন
হইয়া বিরাজিত। কামানের ভীষণ শব্দ।
তরবারির বনবন। “মার মার” বিকট
চীৎকার। “উহঃ উহঃ” তীব্র হাহা-
কার। শুণ্ডধরের শুণ্ড-সঞ্চালন। বাজি-
রাজির গভীর গর্জন। মুহুর্হুঃ বীরগণের
দস্তকড়মড়ি। সক্রোধে ভীম উচ্চ হাস।
কধির-শ্রোতে-মুক্তিকা কর্দমাক্ত। ছিন্ন
হস্ত, ছিন্ন পদ, ছিন্ন মস্তক রাশি রাশি পতিত;

ফেরদলের আনন্দ-ধ্বনি। শকুনি-গৃধিনীর
বিকট রব। সৈন্যগণের সাহকার হুঙ্কার।
দিগ্‌বসনা রণচণ্ডী। কি ভীষণতা! এই ভীমা
প্রকৃতির দিকে চাহিলেই প্রাণ কাঁপে।
বলিতে হয় “ভয় পাই শ্রামা উলঙ্গিনী।”

এ দিকে গোপাল-দল গোচারণে গোষ্ঠে
প্রবিষ্ট; মূর্তিমান শাস্ত-মধুর-দামা ও নখা
ভাব। দাম, সুদাম, বসুদাম, শ্রীদাম আনন্দে
ক্রীড়া করিতেছে। গো-বৎসের হাধারব,
নবতৃণপূর্ণ শ্যামল প্রান্তর। বৃন্দাবনের ময়ূর-
ময়ূরী—শুক-শারীর আনন্দ-নৃত্য। প্রেমের
পূর্ণপ্রকাশ। স্নেহ, ভক্তি, সখিত্ব, সরল-
তার পরাকাষ্ঠা। মুখের ফলটা মিষ্ট বলিয়া
বোধ হইলে অপরকে দেওয়া। কত
ভালবাসা। বংশী-রব, বালকৌড়া,
কত মধুর। এ দৃশ্য চখে পড়িলে
প্রাণ আনন্দশ্রোতে ভাসিয়া যায়। প্রেমের
তুফান বহিতে থাকে। বলিতে হয় “চায়
প্রাণ রাখা বিনোদিনী।”

প্রবলভূমিকম্প। প্রাচীন মন্দিরের অত্র-
ভেদী চূড়া ভূপতিত। সুরমা প্রাসাদ ধরা-
শূরী। ভবন শ্মশানে পরিণত। সাগরের
জল বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া উচ্ছলিত;
ধরণী সঘনে কাঁপিতেছে। উন্নত স্তম্ভ, বিশাল
বৃক্ষ ও গ্রাম-নগর ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতেছে,
আবার কত প্রোথিত পর্কত গাত্রোথান
করিতেছে। নদীর জল গড়াইয়া গ্রামের
অভ্যন্তরে উপস্থিত হইয়াছে। দাঁড়াইলে
পড়িয়া বাই। কেশলাহল ও ক্রন্দনে আকাশ
শফাতমান। কেহ পতিত, কেহ পীড়িত,
কাহারও হস্ত-পদ ভগ্ন, কাহারও প্রাণ-
বায়ু বরিণত হইয়াছে। এ উলঙ্গিনী করালী

প্রকৃতি দর্শন করিলে সভয়ে বলি, “ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।”

আবার যখন দেখি, চরাচর স্থির। অট্টালিকা যেন আনন্দে ধ'ণ্ডায়মান। সমুদ্র নিস্তরঙ্গ। ভূমিতল যেমন তেমনি শান্তিময়। নদী আপন মনে বহিতেছে। কুম্ভম্বন প্রাণ-রঞ্জন ভারে সজ্জিত। চতুর্দিকে শাস্তির বিজয়-পতাকা উড়িতেছে। দর্শন মাত্রেই মনে উঠে, “চায় প্রাণ-রাধাবিনোদিনী।”

একদিকে করাল ছুঁড়িফের সর্বসংহারক মূর্তি, অন্নভাব, জলাভাব, ঘরে ঘরে ভাঙা-কার! বেদনা—যাতনা—লাঞ্ছনা। নয়ন-জল, মর্শপীড়া, দীর্ঘ নিশ্বাস! শরীর অস্থি-সার! চক্ষুঃ কোটরগত। বদন বিবর্ণ! কণ্ঠ শুক। হৃদয়বিদারক দৃশ্য! অভাবের পর অভাব! বিসৃচিকা! প্রবল পিপাসা! হিমাক্ষ! কণ্ঠরোধ! দৃষ্টিহীনতা ছটফটি, শিরোলুঠন। জর-জ্বালা, প্রলাপ-বাক্য, তন্ত্রা, কাতরোক্তি! গৃহ জনশূন্য অরণ্য প্রায়! শৃগাল-কুকুরের রাজত্ব। পুতিগন্ধ! শবের উপর শব! এই প্রকৃতির নৃশংসালিনীরূপে চিত্তা কুরিলে প্রাণ আকুল হয়। অমনি হৃদয়ে জাগে, “ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।”

অন্যদিকে সুবৃষ্টি, দেশ শস্য-সম্পন্ন। প্রতিগৃহে আনন্দ-গীতি, শাস্তি, শ্রীতি, পবিত্রতা! হাসির লহরী! আমোদ—আখ্যাস—বাহ্য—উৎসাহ, কার্যসম্পাদন। সর্বত্র উৎসব। আনন্দ-বাদ্য! ঘরে ঘরে মঙ্গলঘট, ভোরণে ভোরণে শুভ কদনীশুভ।

বিষাদের দেখা নাই, বিবাদের পরিচয় নাই। কি মধুরতা! মনে ভাবিলেও শ্রীত হই, আর অন্তরে উঠে, “চায় প্রাণ-রাধাবিনোদিনী।”

নিদাঘের নির্দিয় তাড়ন, বৈশ্ব-শূন্য ধরা-বক্ষ শত খণ্ডে বিচলিত, নদী-গর্ভে সলিল নাট, কেবল বালুকা-রাশি! পবন অতিশয় উত্তপ্ত! শ্রীম্মের যন্ত্রণায় সর্বাক্ষে শ্বেদবারি—তরঙ্গ বহিতেছে, ভাহুদেব প্রচণ্ড কিরণ, অকাতরে বর্ষণ করিতেছেন। বন উপবন দক্ষ প্রায়! পত্র-ছায়া নাই! আকাশে মেঘের দেখা নাই, নদীর জল উত্তপ্ত প্রায়। প্রাণ ব্যাকুল! রৌদ্রী প্রকৃতির এ মূর্তি দর্শন করিলে ভয়ে বলি “ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।”

বসন্তবায়ু। উদানে কুম্ভ-স্বষমা, প্রাণ-মন হরণ করিতেছে। দিবাসমানের রমণীয়তার মুগ্ধ হইতে হয়। কোকিল-কৃজন, ভ্রমর-শুভ্রন। বাহুদৃশ্য লাভণ্য-পরিপূর্ণ। সকলই যেন মধুর। এ মধুরা প্রকৃতির মাধুর্য্যে প্রাণে উদ্ভিত হইলে মন মুগ্ধ হয়, বলিতে থাকে, “চায় প্রাণ-রাধাবিনোদিনী।”

যোগাচল, ভৈরবভার • বাসস্থান! জীবজন্তুর দর্শন নাই। নীরবতার রাজ্য। পদ্মাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি কষ্ট-সাধ্য অভিনয়। বোগী উর্দ্ধবাহ। পত্রাহার, অনাহার, বায়ুভক্ষণ, জীর্ণশরীর, নিম্নীলিত মেত্র, উর্দ্ধপদে, অধোমুখে। গ্রীষ্মে তরানক অগ্নিকুণ্ড চতুর্দিকে, মধ্যে অবস্থান। শীতে জলমজ্জন। বর্ষার অনাবৃত হাঙ্গে অবস্থান। বহুতে মন্তকের কেশোৎপাটন। প্রবল

বারুতে অনাবৃত শরীরে অবস্থিতি ।
অল্পদ্বারা নিজমস্তক ছেদন পূর্বক সহজে
অগ্নিতে আহুতি প্রদান ! কি লোমহর্ষণ
ব্যাপার ! করে ও গলে রক্তাক্ষমালা । ভাল
জিপুণ্ড্র ! সর্কাসে ভদ্র—উলঙ্গ । এ কঠোর
সাধকের রৌদ্রী প্রকৃতিকে দেখিলে
মন বলে,—“ভর পাই শ্রামা উলঙ্গিনী ।”

অন্যদিকে সংকীর্ণনের অঙ্গন । আনন্দ-
কোলাহল । মধুর মৃদঙ্গ, সঙ্গে মৃদল করতাল,
রামশিলা । প্রেমভরে ধুলার গড়াগড়ি । নয়নে
প্রেমবারিঃ আবেগ-আবেশ ভরে মুখে চরি
ছরি ! প্রেমে নাচা, প্রেমে কাঁদা, প্রেমে প্রাণ-
বাঁধা ! কি মধুর ! কি শান্তি ! কি
ললিত ! দর্শনমাজেই প্রাণের গূঢ়তম
প্রদেশের গভীর রহস্যদ্বার উন্মোচিত হয়,
উহার উপরে স্বর্ণাকরে লেখা আছে,—
“চার প্রাণ রাখাবিনোদিনী ।”

(বিশ্ব-মাতা—চরণাশ্রিতস্ত
কস্ত'৮৭—।)

স্তোত্র ।

অনন্ত অজ্ঞের অনাদি কারণ,
ক্ষয়ন করিছ, করিছ পালন ;
নাশিছ সময়ে, হে, বিশ্বপাবন !
সকলি তোমার নিয়মবশে ।

নিয়মে তোমার রবি-শশধর—

এহ আদি করি ফিরে নিরন্তর ;
নক্ষত্র নিকর রচনা তোমার,

তোমারি মহিমা গগনে ভাসে ।

অণু হতে তুমি হও ক্ষুদ্রতর,
আকাশ জিনিয়া তব কলেবর ;—

তুমি হে স্বয়ম্ভু জনক সবার,

তোমাতে আবার সকলি লয় ।

পুত্ররূপে মেহ করিছ গ্রহণ,

পত্নীরূপে প্রেম কর বিতরণ,

সর্বভূতে তুমি আছ সর্বক্ষণ ;

তথাপিও তোমা দেখা না যায় ।

তুমিই পুরুষ—তুমিই প্রকৃতি,

সত্য শাস্ত তুমি—তুমিই নিয়তি,

সদানন্দময় চিন্ময় মূর্তি,

নিদান তোমার কেহ না পায় ।

তুমি নিরাকার, তুমিই সাকার,

তুমিই আলোক, তুমিই আঁধার,—

তুমি শুষ্ঠ, তুমি বিদিত সবার,

ভূবিয়া অবনী তব সারার ।

অনন্ত আকাশ মস্তক তোমার,

হই চক্ষু তব শশী-দিবাকর,

তুমিই করেছ তব কলেবর ;—

নিখাস পবন নিরন্ত বহা :

কটাতে সাগর পরিধান বাস,

তুমিই প্রকাশ তুমিই বিনাশ,

না জানি তোমার কিবা অভিলাষ,

কি উদ্দেশ্য তবকে জানে তা :

জগত অনয়ে বাসনার বলে ;

রাখিয়াছ সবে মূরি কি কোশলে ।

কে চিনে তোমার এ জগতীতলে ?
লক্ষ্যহীন হবে কোথায় ধায় ?
কোথা বা ছিলাম, কোথাবা এলাম !
সুহে দয়াময় ! কেন আসিলাম ?
ভানিতে ভানিতে কোথা চলিলাম !
না জানিহে প্রভু কিম্বের তরে ?

ডুবিয়া রয়েছে, উঠিবে কি আর
অকৃতজ্ঞ মুঢ় তনয় তোমার ?
পতিত আমরা ভরিব কি আর
পতিতপাবন নামের শুণে ?
ব্রহ্মচারি } শ্রীহর্ষদাস চক্রবর্তী ।
আশ্রম । }

দেও পদাপ্রসন্ন মর্কশক্তিগর,
স্বরূপ তোমার বুঝাও আগার,
ভক্তমদি বাক্য বেদের নির্ধর—
সেই ভূমি আমি এক শরীরে !

ক্রমে কেন মন ! আছরে ঘুমায়ে ?
আয়ুজ্ঞান লতি উঠরে জাগিয়ে ।
বিবেকের কথা শুনি প্তির হয়ে,
অচিরে মুকল ফলিবে তোর ।

অজ্ঞান-আধার রহিবে না আর,
সাবে জাতি—শাস্তি আসিবে আবার,
সর্বভূতে আমি—সকলি আমার,
আমার জীবন তাঁহাতে ভোর ।

মোহাঙ্ক মনিব, জাগরে জাগরে—
কর্মক্রেত্র এই, এসেছ সংসারে,
শেকনা ঘুমায়ে জাগরে উঠরে
জানামি জাগাও হৃদয় মাঝে ।

দেহ-রাজ্য তব ক'রে অধিকার,
রিপুগণ সদা করিছে বিহার,
কেমনে সহিছ হেন অভ্যাচার,
পোড়াও সে হবে জানামি তেজে ।

হে বিভো ! হৃকল মস্তানে তোমার
করণনয়নে চাঁও একবার,
বেগ-শক্তি—শিক্ষা আশ্রমান আর,
নিবেদি হে মূষ ! ভবহরণে ।



আপস্তম্বীয়-গৃহসূত্র ।

(প্রথম খণ্ড)

বৈদিক কালের আর্ষ্যগণের আ-

চার ব্যবহারাদির পরিচয় পাইতে হইলে
গৃহসূত্র অধ্যয়ন করা অতীব আবশ্যিক ।
প্রাচীন ভারতীয় পূর্বপুরুষগণের অনেক
কার্য-কলাপের অল্পাংশ আমাদের নিকট
সম্পূর্ণ অপরিচিত । আমাদের হর্ভাগ্য
বশে ঐ সমস্ত অবশ্যজাতব্য বিষয়েও
অমূল্য উত্তীর্ণ গিয়াছে । হুস্ত্রাপ্য হই এক
খানি গৃহসূত্র উহার সাক্ষ্য দিতেছে । কিন্তু
সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে কয়জনের
অবকাশ আছে ? পুরাকালের আচার
ব্যবহার সময়ের স্রোতে পতিত হইয়া অস্ত
আকার ধারণ করিয়াছে, কোনটী' বা
একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছে, গৃহসূত্র পাঠে
ইহা অবগত হওয়া যায় । গোভিল,
আশ্বলায়ন ও আপস্তম্ব প্রভৃতির গৃহসূত্র
গুলির মধ্যে আপস্তম্বের গৃহসূত্র সর্বা-
পেক্ষা প্রাচীন, স্তম্ভ্যং, সর্বপ্রথমে আমরা

আপস্তম্ব-শ্রীত গৃহসূত্রখানির আলোচনা করিব। আপস্তম্বের প্রথম সূত্র।—

অথ কৰ্ম্মাণ্যচারাাদ্যানি গৃহসূত্রে । ১

ইহার, বৃত্তিকার-সম্মত অর্থ এই যে, অতঃপর বিবাহাদি যে সকল কৰ্ম্ম আচার-পরম্পরায় হওয়া যায়, অর্থাৎ যে সকল কৰ্ম্ম বিষয়ক অগ্নির প্রত্যক্ষশ্রোত বিধান প্রায়ই দেখা যায় না, সেই সকল কৰ্ম্মের বিষয় বলিতেছি। এ সূত্রটি প্রতিজ্ঞাবোধক। এই সূত্রে “গৃহসূত্রে” এই পদের দ্বারা গ্রহের নাম “গৃহসূত্র” এ কথাও প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। এখানে প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যিক, “গৃহসূত্র” কাহাকে বলে। বেদের ছয়টি অঙ্গ আছে, যথা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। ইহার মধ্যে কল্প, নামক অঙ্গ গৃহসূত্র ও শ্রোতসূত্র নামে অভিহিত হয়। কল্প অর্থাৎ মহর্ষিগণের রচিত বেদাঙ্গ শ্রোত ও গৃহগ্রন্থ সূত্রকারের গঠিত, একত্র উহাদের নাম শ্রোতসূত্র ও গৃহসূত্র। শ্রোতসূত্রভাগে শ্রুতির দ্বারা সাংক্ষিপ্ত প্রতিপাদিত শ্রোতাগ্নি-সাধ্য অগ্নি-হোতাদি কৰ্ম্ম উক্ত হইয়াছে। শ্রোত অগ্নির বিষয় বেদের ব্রাহ্মণভাগে উক্ত হইয়াছে। গৃহসূত্রভাগে আচারপ্রাপ্ত স্মার্তাগ্নিসাধ্য বিবাহাদিকৰ্ম্ম বলা হইয়াছে। গৃহ অথবা স্মার্ত অগ্নির বিষয় বেদে থাকিলেও, স্পষ্টরূপে শ্রোত অগ্নির ত্রায় তাহার ব্যবহার প্রণালী প্রদর্শিত হইতে পারে নাই।—এই “গৃহ” অথবা স্মার্ত অগ্নিও তদ্বিহিত কৰ্ম্মাদির প্রকাশক

বলিয়া সূত্রগ্রন্থ ও “গৃহসূত্র” নাম প্রাপ্ত হয়। গৃহ শব্দের অর্থ দুই প্রকার, (গৃহায় হিতং ইত্যর্থঃ) অগ্নি এবং ভাগ্য। “গৃহ অগ্নি”—সাধ্য কৰ্ম্ম, গৃহ কৰ্ম্ম, তৎ-প্রতিপাদক সূত্রগ্রন্থ গৃহসূত্র। আবার ভাগ্যার্থ অর্থাৎ তৎপ্রতিপাদনের জন্য বিবাহ কৰ্ম্মাদি গৃহকৰ্ম্ম, তৎপরিক্রাপ্রক শাস্ত্রও গৃহসূত্র। প্রতিজ্ঞায় গোভিল বলেন,—গৃহকৰ্ম্মাণ্যপদেক্ষ্যামঃ। তাঁহার মতে বিবাহাদি গৃহকৰ্ম্ম। পত্নী-পুত্র-কন্যাতির নাম গৃহা। তৎসংস্কারার্থকৃত সমস্ত জাত-কৰ্ম্মাদি সংস্কারকৰ্ম্ম গৃহা। তদ্বোধিক সূত্র তাঁহার মতে “গৃহসূত্র” অথবা “গৃহসূত্র” নাম ধারণ করিবে, ইহা বিবেচ্য। “গৃহা-সংগ্রহ” গ্রন্থে তাঁহার মত-পোষক বচন দেখিতে পাওয়া যায়, যথা,—“পত্ন্যঃ পুত্রাশ্চ কন্যাশ্চ জনিষ্যাশ্চাপরে সূতাঃ। গৃহা ইত সমাখ্যাতা বজমানন্যা দরকাঃ। তেভ্যং সংস্কারযোগেন শান্তিকৰ্ম্মক্রিয়াসূচ। আচার্য্য-বিহিতং কল্পস্তস্মাদ্গৃহা ইতি স্থিতিঃ।”

গৃহাসংগ্রহঃ ১। ৩৫। ৩৬।

আখ্যায়নীর গৃহসূত্রের প্রথম সূত্র “উক্তানি বৈতানিকানি গৃহানি বক্ষ্যামঃ।” এখানেও কৰ্ম্মের নাম গৃহ দেখা যায়। গর্গনারায়ণের বৃত্তিতে দেখা যায় “গৃহ-নিমিত্তোহগ্নিগৃহঃ।” অর্থাৎ বিবাহ উৎপন্ন অগ্নি গৃহ। তাহাতে কৰ্ত্তব্য সমস্ত কার্য্যই গৃহকৰ্ম্ম। তিনি বলেন, গৃহশব্দের অর্থ ভাগ্য ও শালা। বাহা হউক, প্রত্যেক মতেই আচার পরিক্রান্ত বিবাহ কৰ্ম্ম গৃহ কৰ্ম্ম, তৎশাস্ত্র “গৃহসূত্র” ইহার আভাস পাওয়া যায়।

প্রতিজ্ঞাবসানে, আপস্তম্ব যে সকল কৰ্ম বলিবেন, তাহাদিগের সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ সাধারণতঃ কিরূপ সময়ে কি নিয়ম করা উচিত, তাহাই বলিতেছেন। দ্বিতীয় সূত্রে তিনি বলিলেন,—

উদগয়ন পূর্বপক্ষাহঃ পুণ্যাহেমু
কার্য্যাণি । ২ । .

অর্থাৎ উদগয়ন (উত্তরায়ণ) পূর্বপক্ষহ (শুক্লপক্ষদিন) পুণ্যাহ, এই সকল সময়ে কার্য্য সকল করিতে হইবে। এই নিয়ম যেখানে বিশেষরূপে কিছু বলা হইয়াছে, সেখানকার অস্ত্র নহে, বৃষ্টিতে হইবে। উত্তরায়ণে কার্য্য করিবার ব্যবস্থা প্রায়শঃ দৈব বিষয়েই অধিক দেখা যায়। শাস্ত্রের ঘোষণা—উত্তরায়ণে দেবগণ জাগ্রত ও দক্ষিণায়নে নিদ্রিত অবস্থায় থাকেন। তজ্জন্তই শ্রীরাম চন্দ্রের অকালে বোধন করিয়া লইতে হইয়াছিল। মহারাজা ভীষ্মদেব দক্ষিণায়নে জীবন ত্যাগ করিতেও স্বীকার করেন নাই। উত্তরায়ণের শ্রেষ্ঠত্ব ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। পূর্বপক্ষ বলিলে শুক্লপক্ষ বৃষ্টিবার কারণ এই যে, গণনায় শুক্লপক্ষই প্রথম ধৃত হয়। শুক্লপ্রতিপদ হইতে আশ্বাবস্যা পর্য্যন্ত চান্দ্রমাস গণনার নিয়ম। শুক্লপক্ষীয় দিবসে কার্য্যাহুষ্ঠান সুবিধা জনক। পুণ্যাহ শব্দের অর্থ বৃত্তিকার বলেন—‘জ্যোতিবশাস্ত্রে যে সকল পুণ্যাহ বলিরা বিখ্যাত,’ তাহাই। কেহ বলেন—‘দ্বিদিন—অর্থাৎ স্বর্ষ্যোদয় হইতে স্বর্ষ্যাস্ত পর্য্যন্ত সময়কে সমান নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া,

তাহার প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, এই পাঁচ ভাগকে পুণ্যাহ বলা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোনও ভাগ বার বেলা ইত্যাদি হইলে পরিত্যজ্য। এই পাঁচ ভাগের পাঁচটী নাম আছে। প্রাতস্তন, সংগব, মধ্যন্দিন, অপরাহ্ন, সায়ং। কাহার-মতে কৃত্তিকানক্ষত্র হইতে বিশাখানক্ষত্র পর্য্যন্ত ষত গুলি নক্ষত্র, ঐ গুলির নাম পুণ্যাহ দেবনক্ষত্র। ঐ সকল নক্ষত্র যে যে দিনে থাকিবে, সেই সকল দিনের বিধান বৃষ্টিতে হইবে। কোনও কোনও নবাবাণ্যাকারের মতে যে দিনে মেঘ, বৃষ্টি, ঝাঝাঝাতাদি উপসর্গ নাট, সেই দিনই পুণ্যাহ। এই কয়টী দিনই করিতে হইবে। উত্তরায়ণ প্রভৃতি সকল গুলি অর্থাৎ উত্তরায়ণ পূর্বপক্ষ-দিন ও পুণ্যাহের একত্র সমুচ্চয় হইলেই কৰ্ম্মমোক্ষা সময় হইল। কোনও একটী হইল, অপরাটী হইল না, একরূপভাবে কৰ্ম্ম কর্তব্য নয়। বৃত্তিকার বলেন—উদগয়নাদীনং সমুচ্চয়োন বিকল্প। তৃতীয় সূত্রে কৰ্ম্মকর্ত্তার, যজ্ঞোপবীত ধারণের নিয়ম বলা হইতেছে।

যজ্ঞোপবীতিনা । ৩।

যজ্ঞোপবীতী হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। যজ্ঞোপবীত সম্বন্ধে গোত্রিগ বলেন,—‘যজ্ঞোপবীতঃ কুরুতে বস্ত্রং কাহপি বা কুশরজ্জুঃএব। সূত্র-বস্ত্র অথবা কুশরজ্জু যজ্ঞোপবীত হইবে। যখন যেরূপ সুলভ, তদনুসারেই ব্যবস্থা করা আবশ্যিক। অস্ত্রত্র “অঙ্গিন নিদ্রিত” যজ্ঞোপবীত ব্যবহারের প্রমাণও পাওয়া যাইতে পারে।

যজ্ঞোপবীত ধারণের নিয়ম আছে। দক্ষিণে বাহুমুক্তা শিরোহবধার সযোহংসে প্রতিষ্ঠাপয়তি দক্ষিণে কক্ষসম্বলমঃ ভবতোবঃ যজ্ঞোপবীতী ভবতি।” অর্থাৎ দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে উৎকিঞ্চ করিয়া, মস্তক অবনত করিয়া বামহস্তের উপর যজ্ঞোপবীত স্থাপন করিবে। দক্ষিণ কক্ষের অধোভাগে লম্বমান রাখিবে; এই রূপ করিলে তাহাকে যজ্ঞোপবীতী বুলে। আমরা সর্বদা এই নিয়মে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকি; এ নিয়মটী দৈবকার্য্য বৃত্তিতে হইবে। কেননা পৈত্র্য কর্ম্মে বিশেষ বিধান আছে। এখানে যজ্ঞোপবীতের নবগুণাদির বিবরণ ও পরিমাণাদি বলা হইল না। সমস্মান্তরে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

চতুর্থ সূত্রে বলা হইতেছে;—

প্রদক্ষিণং । ৪।

অর্থাৎ প্রদক্ষিণভাবে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবে। বৃত্তিকার মহোদয় দক্ষিণ হস্তদ্বারা করাকেই “প্রদক্ষিণ” বলেন। (দক্ষিণে গাণিঃ প্রতি গতং ইতি ব্যুৎপত্তা।) দক্ষিণ অঙ্গের প্রাধান্য বলাই এখানে তাৎপর্য্য। দক্ষিণ হস্ত কার্য্যসম্পাদক, বামহস্ত তাহার সহকারী মাত্র, এই নিয়ম প্রায় দৈব পৈত্র্য সাধারণ হইলেও দৈব কার্য্যে দক্ষিণ জাম্ পাতিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। পৈত্র্যে তাহার বিপরীত। ব্যবহারই এখানে প্রবল প্রমাণ, কেননা ইহা আচারপ্রধান শাস্ত্র। দৈবকার্য্যের এই নিয়ম শ্রোতসূত্রে বলা হইয়াছে। তথাপি জাতকর্মাদি সমুখ্যাকর্ম্মেও ইহার ব্যবহার আছে জানাইবার

অন্ত এখানে আবার বলা হইতেছে অতঃপর কোনদিকে সম্মুখ রাখিয়া কার্য্য রত্ত করিতে হইবে, তাহা বলা হইতেছে; যথা:—

পূরস্তাত্ত্বদগোপক্রমঃ । ৫।

পূর্বমুখ অবলা উত্তরমুখ হইয়া কার্য্যের উপক্রম অর্থাৎ আরম্ভ করিতে হইবে। কোনও কোনও কার্য্যে অন্ত প্রকার ব্যবস্থা আছে, অতঃপর এনিয়ম সাধারণতঃ। কদাচিত্ সন্ধিগুরুপেও ইহার ব্যতিক্রম করা হয়।

কার্য্য সমাপ্তি সময়ে ঐ নিয়ম অতিক্রম করা যাইবে কিনা, তাহা লিখিত হইতেছে।

তথাপবর্গঃ । ৬।

অপবর্গ অর্থাৎ সমাপ্তি সময়েও পূর্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া করিতে হইবে। পুরাকালের এই সমস্ত নিয়ম অদ্যাপি জনসমাজে আদৃত রহিয়াছে। ভাঙ্গাদোষে আমরা ইহার প্রচলনের সময় পর্য্যন্তও অবগত নহি।

সাধারণ নিয়মামুসারে পৈত্র্য কার্য্য হইবে কিনা, এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য বলা হইতেছে।

অপরপক্ষেপিত্র্যানি । ৭।

যে সকল কর্ম্ম পিতৃগুরুবগণকে উদ্দেশ করিয়া করা হয়, তাহাকে পৈত্র্য কর্ম্ম কহে। জীবিত পিতাদির প্রতি এরূপ ব্যবহার নহে। পরলোকগত পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি বাহ্য করা হয়, তাহাই এখানে লক্ষ্য। ঐ সমস্ত কর্ম্ম কৃষ্ণপক্ষে করা উচিত। কৃষ্ণপক্ষের

একাদশী অথবা অমাবস্যা এই শ্রাদ্ধাদির কাল। “অপরপক্ষ” নামক প্রসিদ্ধ কৃষ্ণপক্ষে আমাদের দেশে তিলতর্পণ করা হইয়া থাকে। এই সকল কার্য্য কৃষ্ণপক্ষেই বিহিত ও অনুষ্ঠিত। অতএব এ প্রচলিত নিয়মটির বিষয়ে বেশী বলিবার প্রয়োজন দেখিনা।

• পৈতৃক কার্য্য যজ্ঞোপনীতী হইয়া অপরী অস্ত্রণা করিবার বিধান আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—

প্রাচীনাবীতিনা । ৮ ।

• পিতৃকাকার্যের সময়ে প্রাচীনাবীতী হইতে হইবে। গোঞ্জিলও বলিয়াছেন, “পিতৃযজ্ঞের প্রাচীনাবীতী ভবতি।” প্রাচীনাবীতী হও। কাহাকে বলে, এ কথায় আপত্ত্য আপাততঃ কিছু বলিম নাই। গোঞ্জিল বলেন, “সবাবাহমুদ্বৃতা শিরো-হবদায় দক্ষিণেহংসে প্রতিষ্ঠাপিয়তি” সবাবং কক্ষমন্ত্রবলম্বং উনতোবং প্রাচীনাবীতী ভবতি।” বাম হস্ত উর্দ্ধে উঠাইয়া মস্তক অবনত করিয়া দক্ষিণস্থকে যজ্ঞোপবীত স্থাপন করিবে, দক্ষিণ কক্ষদেশে লঘায়মান করিয়া দিবে, এই প্রকারে যজ্ঞোপবীতধারণ করিলে, তাহাকে “প্রাচীনাবীতী” বলে। শ্রাদ্ধাদিতে এই নিয়ম এখনও রক্ষিত হয়। মালাকারে উত্তরীয় ধারণের নাম নিবীত। যিনি ঐরূপ করেন, তিনি নিবীতী। অনেকে বলেন, দৈবকার্য্যে যজ্ঞোপবীতী ও পিতৃ কার্য্যে প্রাচীনাবীতী হইবার ব্যবস্থা থাকিলে তাৎপর্য্যতঃ বুঝা যায়, সাধারণ সময়ে নিবীতী থাকাই উচিত। ব্যবহার এ কথায় অম্ব-দোষন করে না। আমরা যমস্বস্ত্রে এ

বিষয়ের বিশদ আন্দোলন করিব। কোন প্রসিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত বলেন, গোঞ্জিলোক্ত সূত্রে অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতী ও প্রাচীনাবীতী বিজ্ঞাপক সূত্রদ্বয়ে “দক্ষিণং কক্ষমন্ত্রবলম্বং ও “সবাবং কক্ষমন্ত্রবলম্বং” এক ছুটী বাক্য দ্বারা বুঝা যায়, কক্ষ পর্যাঙ্ক হইলেই সীমন্তদীর কোণমুখাধার শ্রাদ্ধাদিগের যজ্ঞোপবীতের উপযুক্ত পরিমাণ হইল। সর্কদা যেরূপ দার্ব প্রমাণ সামবেদীররা ব্যবহার করেন, তাহা প্রাচীন নিয়ম নহে। আমরা দেখিতে পাই, ঐ সূত্রে যজ্ঞোপবীত-পরিমাণের কথা বলা হয় নাই, কেবল যজ্ঞোপবীতী ও প্রাচীনাবীতী হইবার প্রকারই বলা হইয়াছে। সামবেদীয়গণের ঐরূপ হ্রস্ব প্রমাণ স্বীকার করিলে ব্যবহার ও অনেক ঋষিবাক্য ভুল হইয়া দাঁড়ায়। আমরা সময়ে হহার আলোচনা করিব।

নবম সূত্রে বলা যাইতেছে—

প্রসবং । ৯ ।

স্বাবা অর্থাৎ বামাদের এখানে প্রাধিক্য পিতৃকর্ষে প্রয়শঃই পাতিত বামজাহুর ব্যবস্থা ও ব্যবহার। প্রদক্ষিণ ও প্রসব্যা এই সূত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যায় অনেকে বলেন, নিজের বক্ষঃস্থলের সমস্ত্রপাতে সম্মুখে যে স্থান, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বের স্থানের নাম প্রদক্ষিণ ও বামের স্থানের নাম প্রসব্যা। দৈবকার্য্যে প্রদক্ষিণ স্থানের অধিক উপযোগিতা। পৈতৃকো প্রসবোর অধিক ব্যবহার। সূত্রে তাহাই বলা হইয়াছে। সুদীপনের উপর উৎকর্ষ বিচারের ভার অর্পণ করিয়া অথবা আমরা নিশ্চিত হইলাম। অবসরে এবিষয় আলোচ্য।

পিতৃকার্যের অপর বিশেষ নিয়ম বলা হইবে।

দক্ষিণতোহপবর্গঃ । ১ । ১০ ।

পিতৃ কার্যের পরিসমাপ্তি দক্ষিণাভিমুখে হইবে।* আরম্ভ সর্বত্র সমান নয়, এজন্য বিশেষ বলা হইল না। যথাযথ তত্তৎ প্রকরণে কথিত নিয়মে করিতে হইবে।

এই পর্য্যন্ত যে সকল কাল বিধান উক্ত হইল, উহা নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম নহে, ইহা বর্তমান স্তরে প্রতিপাদিত হইতেছে।

নিমিত্তাবেক্ষ্যানি নৈমিত্তিকানি । ১১।

নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম অর্থাৎ যাহা কোন একটা নিমিত্তকে উদ্দেশ্য করিয়াই প্রবর্তিত হয়, তাহার নিমিত্তকেই অপেক্ষা করে, উদগমনাদি পূর্বোক্ত কাণ্ডের অপেক্ষা করে না। পুত্রের জাতকৰ্ম্ম পুত্র জন্মিলেই করিতে হইবে, নচেৎ নহে। পুত্র যদি অশুদ্ধ কালে কক্ষপক্ষে দুদিনে জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে জাত কৰ্ম্ম শুরুপক্ষের অপেক্ষার বন্ধ থাকিবে না। নিমিত্ত সংঘটিত হইলে, তদনন্তরই নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম করিতে হয়। দীর্ঘকাল পরে নয়। অগারত্বুণা-বিরোধে নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম বৃত্তিকার বলেন। গৃহ প্রবেশকে কেহ নৈমিত্তিক বলেন, কেহ বলেন না। আতিথ্য কৰ্ম্ম পাকনিষ্পন্ন হইলে করিতে হয়, স্ততরাং উহা নৈমিত্তিক। সীমন্তোন্নয়নাদি নৈমিত্তিক, ইহা বৃত্তিকার মহোদয়ের মত। আমরা ক্রমশঃ অন্যান্য সমস্ত গৃহকৰ্ম্ম যথা নিয়মে আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

কন্যাচিং ব্রহ্মচরিরণঃ—

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সাবিত্রি তত্ত্ব— শ্রীচন্দ্রনাথ বহু প্রণীতঃ

মূল্য কাপেড় বাঁধাই -১। এক টাকা চারি আনা।
মাত্র, কাগজে বাঁধাই এক টাকা মাত্র। কলিকাতা,
২০১ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে শ্রীকৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায়
কর্তৃক প্রকাশিত।

* শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বহু মহাশয় বঙ্গসংস্কৃতঃ জগতের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। মাতৃভাষ্য-ভাষার নিকট অনেক প্রকারে স্বামী, সাবিত্রিতত্ত্ব লিখিয়া তিনি মাতৃ-ভাষাকে একটা মূতন রূপে আদর্শ করিলেন। গ্রন্থ খানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইলাম। এক কথায় গ্রন্থ খানির সমালোচনা করিলে এই বলা যাইতে পারে, যে গ্রন্থ খানি চন্দ্রনাথ বাবুর লেখনীর উপযুক্ত হইয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবু যে কেবল মূলেখক তাহা নহে, তিনি ধার্মিক বিনয়ী ও স্বদেশ-বৎসল। তাঁহার গ্রন্থে ও তাঁহার স্বদেশ প্রীতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু-সমাজে সাবিত্রীর পাবিত্র-চরিত্র চিরদিনই নারী জাতির আদর্শ রূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু নানাবিধ সমাজ বিপ্লব হেতু এই আদর্শটির স্থান-চ্যুতি হওয়ার আশঙ্কা নাই এমতও নহে, এই জনাই সাবিত্রীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া তাহার গুল-তত্ত্বগুলি হিন্দু-সমাজকে বিশদরূপে বুঝাইবার জন্যে চন্দ্রনাথ বাবু এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। প্রাচীন আখ্যেয় পতি-পত্নীর যে অপূর্ণ সখ্যক স্ব স্ব গ্রন্থে আদর্শ-পূরণ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং যাহা অধ্যাপি অনেকটা কেবল কথায় নহে, কার্যেও আদর্শ বলিয়া বীকার করা হয়, সেই সখ্যক অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগের পতি-পত্নি সখ্যক হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও অন্য জাতীয়। পতি হিন্দু-রমণীর নিকট দেবতার ন্যায় পূজ্য, অথচ তাঁহার অন্তরের অন্তরায়, তাঁহার মত অন্তরঙ্গ আর কেহ নাই। পতি উচ্চাসনে সন্যাসীন হইলেও তাঁহার নিকট পত্নীর যোগনীরি ছুই নাই। ভক্তি-ও প্রেম মিশ্রিত হইয়া যে অপূর্ণ একটা গর্ভাধ উৎপন্ন হয়; তাহাই

হিন্দু-রমনীর পতি-ভক্তি অথবা পতি-প্রেম। এই ভাবটী হিন্দু জাতির নিজস্ব। অপর কোনও জাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না। চল্লিশ বাবু এই ভাব-তীহার মধ্যে দৃষ্ট হয় না। চল্লিশ বাবু এই ভাব-তীহার মধ্যে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পরিষ্কৃত করিয়াছেন। পতিই হিন্দু-রমনীর সর্ব্বাধ। ষাণ্ণ, যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস, সকলই পতি; পতি ভিন্ন মারীর অন্য গতি নাই। এই ভাবটী হিন্দু-জাতির মস্তায় মস্তায় বিশেষরূপে জড়িত, এবং ইহাই আমাদের মধ্যে হিন্দু জাতিকে ধ্বংসের করাল-কবচ হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। অনেক মনেকরেন, হিন্দু-শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের পাতিত্রতা লইয়াই ব্যস্ত, কিন্তু পুরুষের প্রতি আদৌ কোনও নিয়ম সংস্থাপন করেন না। পুরুষের যথেষ্টচারটা যেন সমাজের পক্ষে সহনীয়। কিন্তু তীহারি বিন্মৃত হইলে, সে মনু লিখিয়াছেন "নাশ্তি স্ত্রীনাং পৃথগ্ যজ্ঞঃ ন ব্রতং নাপ্যুপাষিতং, পতিং শুশ্রুষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে", সেই মনুই লিখিয়াছেন।

বত্র নাথাস্ত পূজ্যস্ত রমস্তে তত্র দেবতাঃ,

বজ্রৈস্তাস্ত ন পূজ্যস্ত সর্পাস্তত্রাকনাঃ রিযাঃ।

সস্ত্যেতাভাধায়া ভর্তা ভত্রা ভাৰ্যা তথৈবচ,

যশিস্তেব কুলে নিতাং কলাপাং তত্রৈবপ্রবং।

পত্নী সহধর্ম্মিনী, পত্নী পতির গুণই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মনু বলেন,

বাদৃগ্ গুণেন ভত্রী স্ত্রীসংযুজ্যত যথাবিধি।

তাদৃগ্ গুণা সা ভবতি সমুন্নয়ণে নিয়য়ণা।

পত্নী অপকৃষ্টা হইলেও পতির গুণে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। মনু বলেন,

অক্ষমালা বশিষ্ঠম সংযুক্তা হৃথমযোনিভা।

সারঙ্গী মন্যপালেন জগানাত্যাহরীয়তাম।

হুতরাং ভক্তংসমুদয় ধারাই স্পষ্ট পরিষ্কৃত হইতেছে যে, পতি যদি স্বীয় জীবনকে উচ্চাধর্ষ ধারা পরিচালিত না করেন, তাহাইলে পত্নীও উচ্চাধর্ষ ভ্রষ্টা হইবেন।

সাধিত্রী চরিত বড়ই মনোহর। এই আদর্শ-চরিত্র স্ত্রীজাতির কর্তব্য গুলি অতি সংক্ষেপে অষ্টচ বশেষ্ট

কাব্য কারিতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। সবিভী রাজার কন্যা, বিপুল ঐশ্বা মধ্যে লালিত পালিত, কিন্তু বিধি-নিবন্ধন রাজ্য-ভ্রষ্ট অক্ষ হামবৎ সেনের পুত্র সত্যবানের সহিত তীহার অবিচ্ছেদ্য পবিত্র পরিণয় সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। এই বিবাহ তীহার স্বাভিনত, আত্মীয় স্বজনদের অমুরোধে যে তিনি দরিদ্রের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন তাহা নহে। এখন বানের কন্যা হইয়াও তিনি দরিদ্র পতির গৃহে গিয়া ধন বা বিলাস অভাবে কখনও ক্ষুব্ধ হইলেন নাই। আদর্শ হিন্দু স্ত্রীর ন্যায় তিনি প্রকুর চিন্তে পতি স্বস্তর ও স্বস্তীর সেবা করিতেন দরিদ্র গৃহাচিত্ত জব্যাদিতেও সস্তষ্ট থাকিতেন। পিতৃ-গৃহের স্বথ-স্বচ্ছলতা ভ্রমেও স্মরণ করিতেন না। পতির অকাল মৃত্যু হইবে এই সংবাদ পূর্ণ হইতে জানিয়াও তিনি কখনও বিচলিত-চিত্ত হইলেন নাই। এক মাত্র ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিয়া ছিলেন। পতির যোগতি হইবে, তীহারও সেইগতি হইবে, এই ধারণা কারিয়াই সংসার-ব্রাতা নির্বাহ করিতেন। ধর্ম্মই তীহার জীবনের ভিত্তিছিল, এবং তাহারই সাহায্যে তিনি স্বীয় পতিকের অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। নব্যেরা বলেন, মানুষ মরিলে কি বাচত? সাধিত্রী যে সত্যবানকে বাচাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন ইহা একটা গল্প-কথা, তবে গল্পটা ভাল। ইহা-দিগকে আমরা কবি সেক্সপীয়ারের কথা বলিব।

There are more things in Heaven
and Earth, Horatio,
Than are dreamt of-in your Philosophy.

লৌকিক অলৌকিক ব্যাপারের সীমা অবধারণ করা দুঃসাধ্য। বাহা আমরা বুঝি না, তাহাকেই অলৌকিক বলি; বুঝিতে পারিলেই তাহার অলৌকিকত্ব লুপ্ত হয় ও তাহা লৌকিক হইয়া দাঁড়ায়। সাধিত্রী স্বীয় ধর্ম্ম প্রভাবে মৃত পতিকের পুনর্জীবিত্ব করিতে পারিয়াছিলেন, একথা অবিদ্বান করিবার কোন কারণ দেখি না। ভগবানের কৃপার না হইতে পারে এমন কিছুই নাই। তীহার কৃপা হইলেই

পদ ও গীতি লক্ষ্যকরে, চক্ৰবর্তী ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হইয়া, সুকণ্ঠ কথা বলিতে পারে, বহিরেও শ্রবণ করে। কিন্তু কৃপার উপযুক্ত পাত্রেই এই কৃপা হইয়া থাকে।

সাবিত্রীর বেক্ষপ পতির প্রতি তন্ময়তা ছিল, তিনি বেক্ষপ যমের সহস্রবর পরিত্যাগ করিয়া একপতির জীবনই পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবান যে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পুত্র পতির জীবন পুনঃ প্রদান করিবেন, ইহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

যাঁহার জীবনে কখনও পাপ করেন না, তাঁহাদের এক অমানুষিক শক্তি জন্মে, এবং সেই অমানুষিক শক্তি-বলে তাঁহাদের কিছুই অসাধ্য থাকেনা। আমরা এই বিষয় মূলতঃ বুঝিতে না পারিয়া এইরূপে অনেক দ্যাপার অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি। কলে যম-সাবিত্রী-সংবাদ ব্যাপারটির ঐতিহাসিক সংস্থান যিনি যে ভাবেই সম্ভব বিবেচনা করুন, সাবিত্রীর সাধনার সত্যবানের জীবন লাভরূপ মূল ঘটনাকে অসম্ভব বা অবিদ্যাস্য ভাবিবার হেতু নাই।

সাবিত্রী চিরদিনই হিন্দুর গৃহে আদর্শ থাকুন ভগবানের নিকট ইহাই আমাদের প্রার্থনা। সাবিত্রী-চরিত হিন্দু-গৃহের ভিত্তি স্বরূপ। যেদিন সাবিত্রীর পূণ্যচরিত হিন্দুগৃহস্থল হইতে অন্তর্হিত হইবে, সেই দিনেই হিন্দু-গৃহের পতন অনশ্চয়াবী। যাহারা এই সাবিত্রীচরিত হিন্দু-সমাজে বহল-প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহার সমগ্র হিন্দু সমাজের ধন্যবাদ।

কবি বলিয়াছেন “ব্রজাকৃতিসুত্রগুণা-বসন্তি,” এই কথাটা সকলস্থলে সত্য না হইলেও বর্ধমানের বর্তমান ভূপতিতে সম্পূর্ণ সত্য। যুবা মহারাজের শ্রেণীত সঙ্গীতগুলি পাঠ করিয়া আমরা নিরতিশয় আনন্দ সম্ভোগ করিলাম। বিজয়গীতিকা এত মহারাজের কবিত্ব ও সঙ্গীত বিদগ্ধতার পারদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। বর্তমান সময়ের সঙ্গীতে যেরূপ চপলতার প্রীমাণ পাওয়া যায়, মহারাজের সঙ্গীতে সেরূপ নাই। সঙ্গীতগুলির রাগ রাগিণী গভীরভাব সম্পন্ন, এবং বিষয়গুলিও আধা-স্বিকতা স্বদেশবৎসলতা, ও ঈশ্বরভক্তি, এবং প্রকৃতি-প্রেমব্যঞ্জক। সঙ্গীত পাঠ করিলে বোধহয় যেন মহারাজ অন্ন বয়সেই “বৃদ্ধত্বং জরসাবিনা” এই বাক্যের লক্ষ্যস্থল হইয়াছেন। গুণ সর্বত্রই আদরনীয়, কিন্তু পদস্থবাক্তিদিগেতে অধিকতর মনোহর হইয়া থাকে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারি কপূর ও শ্রীযুক্ত বাবু রামনারায়ণ দত্ত মহাশয়দিগের স্নেহ ও উপদেশে ধর্মের কোড়ে বর্দ্ধিত হইয়া ভগবানের প্রতি ভক্তি সম্পন্ন থাকেন, ও স্বদেশের উপকারে রত থাকিয়া স্বদেশের আদর্শ জমিদারের স্থানলাভ করুন।

বিজয়গীতিকা-বর্ধমানাধিপতি

শ্রীম শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র মহাশয় বাহাদুর কর্তৃক রচিত। বর্ধমান রাজবাটা হইতে প্রকাশিত।

কৃষিতত্ত্ব।

১২০৮ সাল, কাঙ্ক্ষন ও চৈত্র সংক্রান্ত
কৃষিতত্ত্ববিষয়ক মচিত্র মাসিক পত্র।
শ্রীযুক্ত বাবু মৃত্যোগোপাল চট্টোপাধ্যায়
মহাশয়ের উপদেশানুসারে “ইম্পিরিয়াল-
নশারি” (১২০নং কর্ণওয়ালিশট্রীট) হইতে
প্রকাশিত।

ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ। দেশে,
বাণিজ্যের প্রসার হওয়া বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু
কৃষির অবহেলা করাও কিছুতেই কর্তব্য
নয়। ধর্মভাবে ধন উপার্জন করিতে
গেলে বাণিজ্য অপেক্ষা কৃষি প্রশস্ততর।
বাণিজে এক নাম “সত্যানুত” অর্থাৎ
সত্য ও মিথ্যা। ইহাচার্য্য সূচিত
হইতেছে যে, বাণিজ্য করিতে গেলে একে-
বারে সত্য-পথে থাকা চলেনা। কথার
বুরান সহজ নহে। কিন্তু বাঁহার্য্য বাণিজ্য
ব্যবসারে লিপ্ত, তাঁহার্য্য অনায়াসে হৃদয়-
জন্ম করিতে পারিবেন যে, যথেষ্ট চেষ্টা
করিয়াও অনেক সময় বাণিজ্যে সত্য-
পথে থাকা চলেনা। কৃষি-জীবন দোষ-
স্পর্শশূন্য। কৃষি-প্রধান ভারতবর্ষ কিন্তু
চাকরী-প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পল্লী-
গ্রামের মধ্যবর্তী ভ্রমলোক চাকরীর অল্প
কতই লাঞ্ছনা, কতইনা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া
ধাকেন। এণ্ট্রান্স্ এন্ড এ পাশ করিয়াও
আপিলে আপিলে গ্রামনিঃস্বের স্বায় ব্যবহৃত
হইতে হয়; কিন্তু তথ্য চৈতন্য, হয়
না। কৃষি ব্যবসার অবলম্বন করিয়া
পৈত্রিক জমির উন্নতি করিলে, কাছার্য্যও

নিকট অবমানিত হইতে ইম নর্, বরঞ্চ
সম্মান ও স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া যথেষ্ট
ধন উপার্জন করিতে পারা যায়। ভারত-
বর্ষের ক্ষেত্রে না জন্মে, এমন জিনিষ নাই।
আমাদের কৃষকেরা সেই সত্য যুগ হইতে
দিনি যাহা করিয়া আসিয়াছেন, তত্ত্বিগ-
নুত উপায় কেহ কিছু অবলম্বন করেননা।
মধ্যবর্তী ভ্রম লোকেরা যদি কৃষি-ব্যবসার
অবলম্বন করিয়া নূতন বীজ বপন, নূতন নূতন
বৃক্ষাদি রোপণ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের
অল্পকরণে সাধারণ কৃষকেরাও ক্রমশঃ
নিজেদের উন্নতি করিতে পারে। “কৃষিতত্ত্ব”
মাসিকপত্রখানিতে কৃষি বিষয়ক নানা
উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ থাকে। দেশীয় বিদেশীয়
বীজ, বৃক্ষ, ফল, লতা ইত্যাদির বিশেষ
বিবরণ থাকে। কিরূপ জমিতে কোন্
সময়ে কি বীজ রোপণ করিতে হয় ও
উচ্চাতে কিরূপ সার দিতে হয়, কোন্
চাষে কিরূপ লাভ হয়, এই মাসিক পত্রে
তাহা বিশদরূপে ব্যক্ত থাকে। নৃত্য
গোপাল বাবুর অভিজ্ঞতার দ্বারা এই
মাসিক পত্র যথেষ্ট লাভবান হইরাছেন
আশা করি, বঙ্গের গৃহে গৃহে কৃষিতত্ত্ব
গৃহীত হইবে এবং হিন্দুসন্তানকে চাকরী-
রোগ হইতে কতকটা মুক্ত করিবে। পল্লী-
গ্রামের মধ্যবর্তী অনেক ভ্রমলোক অাল-
স্তবর জীবন বাপন করেন, তাঁহাদের পক্ষে
কৃষিতত্ত্ব গ্রহণ ও তাহার উপদেশানুসারে
পৈত্রিক জমির উন্নতি করা সর্বতোভাবে
কর্তব্য। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে,
কৃষিব্যবসার করিতে গেলে কেবল

শেষতঃশেগী কৃষাণের উপর নির্ভর করিলে চণ্ডিবেশনা। নিজেসরও সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট শ্রম করিতে হইবে। কোদাল লাঙ্গল ব্যবহারে বাঙ্গালীর কিন্তু ভারি অপমান; চন্দ্রকার ইংরেজের দাসত্ব হইতে কোদাল লাঙ্গল ধরা তাঁহার অপমানজনক বোধ করেন। শারীরিক পরিশ্রমের প্রতিশ্রুতি বিধেব অপমানিত না হইলে ভারতের মঙ্গল নাই।

স্বাধীন জীবিকা। মাসিক পত্রিকা।
শ্রীপ্রতুল চন্দ্র সোম সম্পাদিত, ২০৮। ২
কর্ণওয়ালিষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।
বৈশাখ, ১৯০৭ সাল।

এই পত্রিকাখানি সমষ্টিপযোগিনী হই-
য়াছে। ছাপা ভাল; কাগজ ভাল, উদ্দেশ্য
ও বিষয়ও ভাল, চাকুরি-প্রবল দেশে একরূপ
পত্রিকার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। এই
সংখ্যায় বোধে বিভাগান্তর্গত আহমদাবাদের
সুপ্রসিদ্ধ রায় বাহাদুর স্বর্গীয় রঞ্জলাল ছোট
লাট সি, আই, ই, মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী
এ একটি সুন্দর প্রতিকৃতি আছে। ইনি
কাপড়ের কল সংস্থাপন করেন। তাঁহার
প্রতিষ্ঠিত কলে প্রত্যাহ ১৬০০ লোক আপন
জীবিকা অর্জন করে। বাঙ্গালা দেশে অনেক
ধনী আছেন, কিন্তু তাঁহাদের ধনে কোম্পা-
নীর কাগজই খরিদ হয়, শিল্পাদিতে
নিয়োজিত হয় না; ইহা বড় দুঃখের বিষয়।
প্রথম সংখ্যাখানি যেরূপ ভাবে প্রকাশিত
হইয়াছে, ভবিষ্যৎ সংখ্যাগুলি সেইরূপ ভাবে
প্রকাশিত হইলে, ইহা দ্বারা দেশের অনেক
উপকারের আশা করা যাইবে।

সাহিত্য-সংহিতা। সাহিত্য-সভার মাসিক
পত্রিকা, ১৩০৭ সাল, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ
সংখ্যা। সাহিত্যপরিষৎ-সভার মুখ-
পত্র সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা; সাহিত্য-
সংহিতাও সাহিত্য-সভার মুখপত্র। শুনিতে
পাই, সাহিত্যপরিষৎসভার কতকগুলি
সভাই সাহিত্যপরিষৎসভা পরিত্যাগ পূর্বক
সাহিত্য-সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। আমরা
ভিতরের কথা জানি না, কিন্তু বাহির
ইহাতে দেখিলে বোধ হয়, যেন ভিতরে
ভিতরে কিছু গোল হইয়াছে। এই গোলের
কারণ জানিতে সাধারণের কৌতূহল অয়ে।
সাহিত্যপরিষৎসভা বাঙ্গালা ভাষার
উন্নতির জন্যই সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং
মফঃস্বলবাসীদের সংগ্রহ না থাকলেও,
কলিকাতার অনেক মান্য গণ্য কৃতবিদ্য
লোক ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন;
সাহিত্যসেবার মধ্যেও কি সূত্র লইয়া বিবাদ
উপস্থিত হইল, তাহা আমরা বুঝিতে
পারি না; কাহার দোষ আমরা জানি না;
কিন্তু দেশের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, যে সব
বিষয়ে বিবাদ বিসম্বাদের কোনই কারণ
নাই, তাহাতেও আমাদের মধ্যে নানাবিধ
গোলযোগ উপস্থিত হয়; বাহাইউক
আমরা আশা করি, নূতন সংস্থাপিত
সাহিত্যসভা বঙ্গভাষার উন্নতি বর্ধনার্থ
সচেষ্ট হইবেন।

প্রবন্ধগুলি সুপাঠ্য এবং চিন্তা-প্রসূত।
অবতরণিকার দেখিলাম, সাহিত্যই সাহিত্য
সংহিতার আলোচ্য ও প্রতিপাদ্য। ইহার
কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য উপলক্ষ করিলাম

না। অন্যান্য সাহিত্য বিষয়ক সাময়িক পত্রিকার ন্যায় ইহাও একখানি; কিন্তু তাইবলিয়া যে ইহার কার্যের ক্ষেত্রের অভাব রহিয়াছে, তাহা নহে; বাঙ্গালার সাহিত্য বিষয়ক পত্রিক যত অধিক প্রচারিত হয়, ততই তাহা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, সাহিত্য-সংহিতা দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া দেশের উপকার করিতে নিরত থাকুন।

পঞ্চদশী ব্যাখ্যা ।

ভূত-বিবেক ।

পূর্নানুবৃত্তি।

১-ব্রহ্ম

চিস্তয়েৎ বহি মস্যেবং মরুতাপিত
ন্যূনবর্তিনম্ ।

ব্রহ্মাণ্ডাবরণেষু ন্যানাধিক
বিচারণা । ৮১ ।

বয়োদশাংশতো ন্যূনো বহি-
র্কায়ো প্রকল্পিতঃ ।

পুরাণোক্তং তারতম্যং দশাংশৈ-
র্ভূতপঞ্চকে । ৮২ ।

টীকা। বায়বজ্ঞ বিচারঃ তেজস্যাতি
দিশতি চিস্তয়েৎ বহিমিতি। ননু সদস্তন্যোক
দেশাস্থা মায়াত্ত্রেতাাদিনা—বিয়দাদীনা
শূনাধিক্য ভাব উক্তঃ সলোকেন ক্বাপি
দৃষ্ট ইত্যাক্ষাহ ব্রহ্মাণ্ডাবরণেষু এষাং
শূনাধিক বিচারণা । ৮১ ।

ব্রহ্মবাদ। অগ্নি ও বায়ুর শূন্যবর্তি
মনে করিও। এই ভূত সকল শূনাধিক
ক্রমে আবরণ রূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে। ৮১

টীকা। ননু বায়োঃ কিয়দংশে ন শূনো
বহিরিত্যত আহ বায়ো দশাংশতো শূন-
বহি ইতি তস্য বাস্তবত্ব শক্যা বারয়তি
বায়ো প্রকল্পিতঃ ইতি নন্যয়ঃ শূনাধিক-
ভাবঃ স্বকপোল কল্পিত ইত্যাক্ষাহ
পুরাণোক্ত ইতি । ৮২ ।

ব্রহ্মবাদ। বায়ুর দশাংশ শূন অগ্নি
বায়ুতে কল্পিত হইয়াছে, পুরাণানুবর্তী পঞ্চ-
ভূত যথাক্রমে একের দশাংশ অত্র এইরূপ
তারতম্য আছে। ৮২ ।

উপরক্ত ৮১। ৮২ শ্লোকের তাৎপর্যার্থ।

বেরূপ যুক্তি প্রদর্শনদ্বারা বায়ুর অনিত্যত্ব
প্রমাণীকৃত হইল, সেইরূপ যুক্তি অবলম্বন
করিয়া অগ্নির অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করি-
তেছেন। অগ্নি বায়ুর কার্যস্বরূপ বায়ুতে
অগ্নি প্রকল্পিত হইয়াছে, এবং ইহা বায়ু
হইতে অল্প স্থানব্যাপী। সুতরাং অগ্নির
অনিত্যতা বিষয়ে অত্র কোন যুক্তি বা
প্রমাণের আবশ্যকতা নাই, কেবল এই
যুক্তি দ্বারাই অগ্নির অনিত্যত্ব স বিশেষ
প্রমাণীকৃত হইবে। আকাশাদি পঞ্চভূত
এই সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডকে উপরূপান্তর
আবরণ করিয়া আছে। এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে
সকল বস্তুতেই সেই সকল ভূত ক্রমশঃ
শূনাধিক্যরূপে বর্তমান থাকে।
বায়ুর দশাংশের একাংশ পরিমিত অগ্নি
বায়ুতে পরিপক্কিত হইয়া থাকে। পুরাণ
শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যে উক্ত প্রকারে সকল
ভূতই তাহাদিগের প্রত্যেকের দশাংশ
পরিমাণে তারতম্য আছে ॥ ৮১। ৮২ ॥

ক্রমশঃ ।

ত্রিশিষ্টকণ বন্যোপাধ্যায় ।

ব্রহ্মচারিআশ্রম ।

উদ্দেশ্য—ব্রহ্মচারিআশ্রমের উদ্দেশ্য

পূর্ব পূর্ব সংখ্যার হিন্দুপত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছে। বাহ্যরূপে উহা পুনর্কার বিবৃত করানিপ্রয়োজন। সংক্ষেপে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুসহানগণ ব্রহ্মচার্য্য অবলম্বন করিয়া স্বীয় স্বীয় উপযোগিতা অনুসারে অস্বদেশীয় এবং বিদেশীয় নানা-বিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সদাচার ও ধর্ম-নিষ্ঠ হইয়া যাহাতে স্বদেশের হিতসাধনে আপনাদিগের শক্তি সামর্থ্য নিয়োজিত করেন, তৎপক্ষে চেষ্টা করা।

যশোহরে ব্রহ্মচারিআশ্রম-

সংস্থাপন—এই উদ্দেশ্য সাধনের বাসনায় যশোহরে একটি ব্রহ্মচারিআশ্রম সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বেদ, উপনিষৎ, বেদান্তাদি ষড়দর্শন, ও স্মৃতি-সাহিত্যাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইতেছে। মহারাষ্ট্র দেশীয় 'সুপ্রসিদ্ধ' পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরহরি শাস্ত্রী এবং বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র তর্কতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামদাস স্মৃতিতীর্থ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদার নাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ অধ্যাপনা কার্য্য করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত ছাত্রদিগকে ধর্ম, নীতি, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ ও অন্যান্য বিজ্ঞানাদির মৌখিক উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে।

ব্রহ্মচারি আশ্রমের ছাত্র—সচ্চরিত্র

অথচ দরিদ্র ছাত্রদিগকে আশ্রম হইতে মাসিক রুত্তি এবং ভৃত্যের ও কাষ্ঠাদির খরচ দেওয়া হইয়া থাকে। ছাত্রবর্গ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্বক অধ্যয়নে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। অধ্যয়নে নিযুক্ত হইবার পূর্বেই সকলে সমবেত হইয়া ভগবানের একটা স্তব পাঠ করেন, তৎপরে সকলেরই গীতা ও বেদসূক্ত বা উপনিষৎ পাঠ। তৎপরে ছাত্রগণ স্বীয় স্বীয় বিশেষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সন্ধ্যাকালেও ঐরূপ সকলে সমবেত হইয়া ভগবানের স্তব পাঠ করিয়া এবং তৎপরে মৃদঙ্গ-করতাল সংযোগে কংস্কনের নাম কীর্ত্তন করিয়া অভ্যাগত ও প্রিয়লোক অথবা অধ্যাপকদিগের সহিত বিবিধ শাস্ত্রচর্চা করিয়া থাকেন। গগন মেঘাবৃত নাগাকিলেই কীর্ত্তনান্তে ছাত্রদিগকে গ্রহনক্ষত্রাদি দেবান ও মঙ্গ্রে মঙ্গ্রে গণিত-জ্যোতিষ শিক্ষা দেওয়া হয়। আশ্রমের বর্তমান ছাত্র সংখ্যা ১৪টি, তন্মধ্যে ৮টি বৃত্তিপারী। যাহারা ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়াছেন এবং আশ্রমের নিয়মানুসারে অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক, ঐরূপ সচ্চরিত্র ছাত্র দরিদ্র হইলে আশ্রমের রুত্তি পাইবার অধিকারী হইবেন। আশ্রমের ছাত্রদিগকে প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়ম প্রতাপালন করিবার নিয়ম করা হয় নাই, অথচ দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী সংস্কার বিধান করা হইয়াছে, এবং তদনুসারেই তাঁহাদের আহাস নিদ্রা, ব্যায়াম, অধ্যয়নাদি করিতে হয়।

ব্রহ্মচারি আশ্রমের গৃহ—ব্রহ্মচারি-
আশ্রমের ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের বাসস্থান
এবং রন্ধনশালার জন্য প্রথমে কয়েকখানি
খড়ের ঘর প্রস্তুত হয় এবং ঐ ঘরেই
অধ্যাপনা কার্য্য নির্বাহ হইতে থাকে ।
গত বৈশাখ মাসে অধ্যাপনার জন্য একটা
ইষ্টক-নির্মিত গৃহ হইয়াছে । সেই
স্থানে বর্তমান সময়ে অধ্যাপনা কার্য্য
হইতেছে । ব্রহ্মচারি আশ্রমের প্রাপ্তি
এইক্ষণ ১৫ । ১৬ বিধা যদি হইয়াছে, এবং
উহাতে একটা সুরহং পুষ্করিণী আছে ।

ব্রহ্মচারি আশ্রমের পুস্তকালয়-ব্রহ্ম-
চারি আশ্রমে একটা পুস্তকালয় সংস্থাপিত
হইয়াছে, এই পুস্তকালয়ে বেদাদি নানাবিধ
শাস্ত্র ও সম্পাদক মহাশয়ের অন্যান্য ধর্ম-
বিজ্ঞান-দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ক সংস্কৃত,
ইংরেজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থ দেওয়া হইয়াছে ।
এই পুস্তকালয়ে হিন্দুপত্রিকা ও ইংরেজী
মাসিক পত্র ব্রহ্মচারিগণের পরিবর্তে যে সকল
সংস্কৃত, ইংরেজী, বাঙ্গালা, মাসিক, পাক্ষিক,
সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্র পওয়া যায়, তাহাও
রাখা হয় । উহা ও অন্যান্য পুস্তকাদি
সাধারণে পাঠ করিতে পারেন, কিন্তু আশ্রম
হইতে পুস্তকাদি অন্যত্র লইবার নিয়ম নাই ।
আশ্রমে কেহ কোন পুস্তকাদি দান করিলে
তাহা সাদবে গৃহীত হইবে । ছাত্রদিগের
অধ্যাপনা-গৃহে এই পুস্তকাদি বন্দিত
হইয়াছে । বর্তমানে, আশ্রমের পুস্তকালয়ে
বর্ত্তমান পুস্তক আছে, তাহার মূল্য ২৫০০।

টাকার কম নহে, কিন্তু এখনও অনেক
টাকার সংস্কৃত ও ইংরেজী পুস্তকের অভাব ।

ব্রহ্মচারি আশ্রমের আয়—ব্রহ্মচারি-
আশ্রমের এইক্ষণ পর্য্যন্তও কোন স্থায়ী
আয় হয় নাই । হিন্দু-পত্রিকার আয়ের
উপরই অধিক আশা স্থাপন করা যায়, কিন্তু
হিন্দু-পত্রিকার আশায়রূপ আয় হইতেছে না;
হিন্দুপত্রিকার গ্রাহক ও আয় বৃদ্ধি করিবার
চেষ্টা করা যাইতেছে । আয় বৃদ্ধির সহিত
আশ্রমের উন্নতির আশা করা যায় । হিন্দু-
পত্রিকা প্রেসের আয়ও আশ্রমে উৎসর্গী-
কৃত হইয়াছে, কিন্তু এই প্রেসেও এ পর্য্যন্ত
লাভ হয় নাই, কিছু ক্ষতিই হইয়াছে ।
হিন্দুপত্রিকা-প্রেসে ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত
টাইপ আনা হইয়াছে, এবং সাধারণে ক্রমে
প্রেসের বিষয় অবগত হইলে আয় বৃদ্ধি হই-
বার সম্ভাবনা আছে । গত জাহুয়ারি মাস
হইতে “ব্রহ্মচারিন্” নামে ইংরেজী মাসিক
পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে, ইহার আয়ও
আশ্রমে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে । ইহার দ্বারা
কিছু আয় হইবে, বৎসরান্তে বুঝা যাইবে ।
ব্রহ্মচারিন্ ও হিন্দুপত্রিকার গ্রাহকগণ যদি
নিয়মিতরূপে মূল্য প্রদান করেন, তাহা
হইলে যে কেবল পত্রিকার উপকার করা
হইবে, এমত নহে, আশ্রমেরও পক্ষান্তরে
মহোপকার করা হইবে । আশা করি,
হিন্দুপত্রিকা ও ব্রহ্মচারিগণের গ্রাহকগণ এই
পত্রিকার গ্রাহক বৃদ্ধি করিবার জন্য বিশেষ
প্রয়াস পাইবেন ।

হিন্দুপত্রিকার কোনও কোনও গ্রাহক

অনুগ্রহ কেরিয়া আশ্রমের জন্য কিছু কিছু সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট আশ্রম অনুগ্রহীত; আশাকরি, হিন্দু-পত্রিকার সকল গ্রাহকই হিন্দুপত্রিকার মূল্য প্রদানের সময় আশ্রমের জন্য কিছু কিছু সাহায্য করিবেন।

স্থানীয় অনেক ভদ্রলোকে আশ্রমের সাহায্যার্থে মাসিক চাঁদা দিতে অস্বীকার করিয়াছেন এবং অনেকে দিতেছেন। তাঁহাদের নিকট আগরা যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। যিনি যে সাহায্য করিতে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা নিয়মিতরূপে করিলে, আশ্রমের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। “আমিত্বের প্রসার” ও “শাণ্ডিল্যসূত্র” এই দুইখানি গ্রন্থের আয়ও আশ্রমে টুংসর্গীকৃত হইয়াছে।

বিশেষ সুসংবাদ—অত্র জেলাস্থ নলডাঙ্গার রাজা শ্রীশ্রীযুক্ত রাজা প্রমথ ভূষণ দেব রায় বাহাদুর ব্রহ্মচারি আশ্রমের অভিভাবকতা গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মচারি-আশ্রমের প্রতি রাজা বাহাদুরের অকৃত্রিম স্নেহ ও অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মচারি আশ্রম তাঁহার অনুগ্রহের জন্ত তাঁহার নিকট যথেষ্ট ধনী। অস্বদেশীয় অনেক ধনবান ব্যক্তি রাজকর্মচারিগণের অসংস্পৃষ্ট কোনও সংকায়ে সাহায্য বা সহায়ভূতি প্রকাশ করেন না। রাজাবাহাদুর এই দূর্বলীয় প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশের ধন্যবাদের পাত্রই হইয়াছেন। আশা করা যায়, যে তাঁহার রূপায় আশ্রম তাঁহার সমর্থনীত্ব

ব্যক্তিদিগের আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে

আশ্রমের ব্যয়—এই পর্যন্ত আশ্রমের আয়ের কথাই বলিলাম। আয় অনিশ্চিত, অপরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, কিন্তু ব্যয় অনিশ্চিত; মাসে মাসে ছাত্র এবং অধ্যাপকদিগের বৃত্তি দিতেই হইবে। ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্তে সঞ্চয় আশা পরিত্যাগ করিলেও, বর্তমান ব্যয় নির্বাহ করিতেই হয়। ব্যয়ের আবশ্যক হইলেই প্রথমে আশ্রমের মাসিক চাঁদা বা এককালীন দানের তহবিলে হাত দেওয়া হয়; সেখানে না কুলাইলে হিন্দুপত্রিকার তহবিলে যাওয়া হয় এবং সেখানেও অভাব হইলে, “আমিত্বের প্রসার” ও “শাণ্ডিল্যসূত্রের” তহবিলে হাত দিতে হয়, ঐ সকল তহবিলে যখন শূন্য থাকে, তখন মাননীয় সম্পাদক মহাশয়কে ঐ ব্যয়-ভার নিজ হইতেই বহন করিতে হয়।

বর্তমান বৎসর—একটা মোটামুটি এষ্টীমেট করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বর্তমান বৎসরে আশ্রমের নিয়মিত ব্যয় নির্বাহার্থে অন্ততঃ ২০০০ ছই হাজার টাকার প্রয়োজন, এই ছই হাজার টাকার দ্বারা আশ্রমের নূতন কোনও উন্নতি সংসাধিত হইবে না; যাহা আছে, তাহাই সংরক্ষিত হইবে মাত্র।

সাহায্য প্রার্থনা!—হিন্দুপত্রিকার গ্রাহকগণের নিকট আমরা সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি। হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহক-গণের সংখ্যা যেরূপ, তাহাতে প্রতিগ্রাহক স্বীয় স্বীয় অবস্থানুসারে বৎসর বৎসর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিলেও দুই হাজার টাকার অনেক বেশী হইতে পারে। ১০, ৫, ২, ১ যিনি যাহা পারেন, তাহা দিলে এই সদনুষ্ঠানটী জীবিত থাকে। এবংসর হিন্দুপত্রিকার গ্রাহকগণের নিকট হইতে বর্তমান বর্ষের ব্যয় নির্কাহার্য দুই হাজার টাকা পাইলেই ষণ্ঠে অল্পগৃহীত হইব, এবং দুই হাজার টাকা সম্পূর্ণ হইলে আশ্রমের ব্যয় নির্কাহার্য এবংসর আর কোনও গ্রাহকের নিকট কিছু প্রার্থনা করিব না। এই দুই হাজার টাকার মধ্যে বর্তমান বৎসরের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ১৮৩৮/১০ একশত ছিয়াশী টাকা সাড়ে এগার আনা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে সম্পাদক মহাশয়ের নিজের চাঁদা ১০০ একশত টাকা। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের আয়-ব্যয়ের হিসাব স্তম্ভ স্থলে প্রকাশিত হইল। এই দুই মাসের সমস্ত আয় দেওয়া হইল, কিন্তু ব্যয় আরও প্রায় ৮০ টাকা লাগবে। অর্থাভাবে এ পর্যন্ত তাহা দেওয়া হয় নাই।

ব্রহ্মচারিআশ্রমের অভাব— আশ্রমে একটা সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তাহার পঙ্কোদ্ধার এবং পুরাতন ইষ্টক নিশ্চিত বাটটার সংস্কার ও একটা নূতন ইষ্টক নিশ্চিত

ঘাট প্রস্তুত করা আবশ্যিক। ইহাতে প্রায় ২০০০ দুই সহস্র টাকার প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ আশ্রমের একটা মন্দিরের নক্সা প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহার এষ্টিমেন্ট প্রায় ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা, এতদ্ব্যতীত পুষ্করিণীর চতুর্দিকে পুষ্পোদ্যান করা আবশ্যিক। ইহা ব্যতীত ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের বাসস্থানের জন্য ইষ্টক নিশ্চিত গৃহেরও প্রয়োজন। উহাতেও ৪০০০। ৫০০০ হাজার টাকার প্রয়োজন। এই সমুদয় কার্যই অর্থ-সাপেক্ষ। সম্পাদক মহাশয় হিন্দুপত্রিকা-প্রেস ও অফিসের জন্য নিজ হইতে প্রায় ৫০০০ পাঁচ সহস্র টাকা দিয়াছেন। তাহার পক্ষে আর টাকা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সাধারণের সহায়ত্ব ব্যতীত এই সকল অভাব পূরণের আর অন্য সম্ভাবনা নাই। আশ্রম পরিচালনার্থ বর্তমান বৎসর ২০০০ দুই হাজার টাকা এষ্টিমেন্ট করা হইয়াছে; ইহার অধিক যদি কিছু গাওয়া যায়, তবে তাহা দ্বারা ইহার কোনও একটা অভাব পূরণ করা যাইতে পারে। আশ্রমের পুস্তকালয়েও অনেক টাকার পুস্তকের আবশ্যিক।

বিশেষত্ব—সাধারণ সুস্কৃতচতুষ্পাঠী

হইতে আশ্রমের বিশেষত্ব কি? সাধারণ চতুষ্পাঠীতে কেবল শাস্ত্রাদির অধ্যাপনা হইয়া থাকে, কিন্তু কেবল শাস্ত্রাদির অধ্যাপনাই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে ছাত্রদিগের চরিত্র সংগঠিত হয়, ভগবানে নিষ্ঠা বৃদ্ধি হয়, স্বদেশবৎসলতা জন্মে এবং স্বদেশের অভাবাদি পরিত্রা করিয়া যাহাতে

তাঁহারা ভবিষ্যৎজীবনে স্বীয় স্বীয় ক্ষমতার-
সারে স্বদেশের সেবার আপনাদিগকে
নিরোপিত করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ
চেষ্টা করা হইয়া থাকে। এতদ্বাৰ্তীত ইহাতে
পাশ্চাত্যদর্শন ও বিজ্ঞানাদিরও আলোচনা
হইয়া পাকে। আশ্রমের আর বৃদ্ধি অহুসারে
প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত বিদ্যাই শিখণ
দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। সংক্ষেপে
ব্রহ্মচারিআশ্রমকে হিন্দুধর্ম ও সাহিত্য-
বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থান করাই আমাদের
অভিপ্রায়।

উপসংহার—উপসংহারে নিবেদন

এই ভগবানের দম্মার উপর নির্ভর করিয়াই
এই সমুদয় কার্যে ত্রুটি হওরা গিয়াছে ;
আশাকরি, তাঁহাধারা পরিচালিত হইয়াই
দেশের মহাভূক্তবগণ এই আরক্ত সংকার্যের
স্বামি স্বাধনে যত্ববান হইবেন। কার্য লঘু
ভাবেই আরম্ভ করা হইতছিল, কিন্তু এক
বৎসরের মধ্যে ভগবানের কৃপায় ইহার
বৈরূপ উন্নতি দেখা বাইতেছে, তাহাতে
ভবিষ্যৎ আশা প্রদ। আশ্রমের নিরমিত
ব্যয় নির্বাহ করা এইক্ষণ আমাদের
প্রধান উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যেই হিন্দু-
পত্রিকার সমুদয় গ্রাহকের নিকট সাহুসরে
এই নিবেদন করি যে, বর্তমান
বর্ষের নির্ধারিত ব্যয় ২০০০০ ছুই
হাজার টাকার মধ্যে যিনি যতদূর
পারেন, তাহা দিয়া আশ্রমের

আনুকূল্য করিলে আশ্রম তাঁহা-
দের নিকট বিশেষ অনুগ্রহীত
হইবে।

প্রতিমাসে হিন্দুপত্রিকা ও ব্রহ্মচারিণ্ নামক
ইংরেজী মাসিক পত্রিকার আশ্রমের আর
ব্যয় প্রকাশিত হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি
চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পারেন যে,
তাঁহারা অনর্থক কত অর্থই ব্যয় করিয়া
থাকেন, অথচ তাহার অতি সামান্ত অংশ
সংকার্যে ব্যয় করিলে অনেক বহুবায়সাধ্য
ব্যাপারও সংসাধিত হইতে পারে। কেহ
গেন ইহা মনে করেন না যে, তাঁহার সামান্ত
দানে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই,
কারণ তাঁহাদের অরণ রাখা কর্তব্য যে—

“তৃণৈশ্চ গন্ধমাপন্নৈঃ বর্ধান্তে মত্তদন্তিনঃ।”

অর্থাৎ সামান্ত সামান্ত তৃণ একত্রিত
করিয়া যে রজু প্রস্তুত করা যায়, তাহা
ধারা মত্ত হস্তীকেও বদ্ধ করা বাইতে
পারে। যে সমুদায় মহাত্মারা আশ্রমের ব্যয়
নির্বাহার্থ আর্থিক সাহায্য করিয়া আসি
তেছেন, আশ্রমের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে
জগন্মের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি।
ভগবান তাঁহাদিগকে সর্ববিধ কুশলে রাখুন,
এই প্রার্থনা।

ত্রি:নিবারণ চন্দ্র সুখোপাধ্যায়।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযত্ননাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্
কর্তৃক সম্পাদিত।



সূচী।

১। পঞ্চমণী ব্যাখ্যা	...	১০৫	৮। আগস্তবীর গৃহপুত্র	...	১৬৪।১৬৬
২। ভূ-পোল পরিচয়	...	১৫০	৯। সারের কোলে ছেলে	...	১৬৮
৩। বৈশেষিক দর্শন	...	১১৪	১০। খেতাধিতরোপনিষৎ	...	১৮১
৪। গীতার্থ	...	১১৯	১১। মুকুল-মাল্য	...	১৮৭
৫। বেদান্ত-সূত্র	...	১৩১।১৩৭	১২। শিবলীলাঃ-হম্যান্	...	১৮৯
৬। সাংখ্য-দর্শন	...	১৩৯	১৩। কঠোপনিষৎ	...	১৯৩
৭। দ্বীপাংলো দর্শন	...	১৫০	১৪। বীতিসারঃ	...	১৯৭

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়বাগা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দ ১৮২২।

পত্রিকা নিজেতে, টিকানা-বদল কানাইতে, গ্রাহকগণ অবশ্য ২ সাহস্রভায়ে স্বীয় ২ গ্রাহক-নামের দিবেক।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেস।

হিন্দু-পত্রিকা ছাপাখানায় দুইটি প্রেস আছে, একটা রয়েল, অপরটা স্পার রয়েল। বাঙ্গালা, ইংরেজী হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রাক্ষণ ক্রিয়া এখানে সত্বর পরিকৃতভাবে সুন্দররূপে স্বল্প মূল্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। পুস্তক, চেকদাখিলা, জমাওয়াশীলবাকী, অভিনন্দনপত্র, প্রশংসাপত্র, বিবাহের উপহারপত্র, রসিদবহি, হ্যাণ্ডবিল, ইত্যাদি সর্ববিধ ছাপার কার্য কলিকাতার দর অপেক্ষা অল্পমূল্যে লওয়া হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই ছাপাখানায় যে সকল ছাপা হয়, সমস্তই হটপ্রেসে দেওয়া হইয়া থাকে। “হিন্দু-পত্রিকা” ও “ব্রহ্মচারিন্” নামক ইংরেজী মাসিকপত্র এই প্রেসে মুদ্রিত হইয়া থাকে। যাহারা হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে কাজ দিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন, তাহা হইলে ছাপা সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম জানিতে পারিবেন।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ম্যানেজার, হিন্দু-পত্রিকা।

হিন্দুপত্রিকার যে সকল গ্রাহক গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া পরে ১৩০৪ ও ১৩০৫ সালের পত্রিকা নগদ মূল্যে জয় করিবার সময়, ১৩০৪ সালের বৈশাখ এবং ১৩০৫ বৈশাখ সংখ্যা পাইয়াছিলেন না, এক্ষণে তাহারা পত্র লিখিলে ঐ সকল সংখ্যা পাইবেন।

THE BRAHMACHARIN.

PUBLISHED MONTHLY, FROM JESSORE, (INDIA.)

Annual subscription Rs. 3 for India, Ceylon and Burmah and 8s. for foreign countries.

SANDILYA SUTRA

The Religion of Love.

—With Original Texts in Debnagar character, English translation, independent commentary, and an introduction in English, by Jadunath Mozoomdar M. A. B. L. Vakil, Bengal, High Court, and Editor, Hindu-Patrika, Price Re. 1 paper-bound, and Re. 1-8 cloth-bound. Apply to the Manager, Hindu-Patrika, Jessore, Bengal.

“আমিষের প্রসার”। —১২ বৎ। ইহাতে ভূতবজ, মনুষ্যবজ, পিতৃবজ, দেববজ ও বৃক্ষবজ, এই পঞ্চবজ; বৃক্ষগারী, গৃহর, বানপ্রস্থ ও তিষ্ঠ, এই চারি আশ্রমী; এবং ব্রাহ্মণ, কত্রির, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণের শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত বিশদ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ডিমাই ১০পেজী ১০.পৃষ্ঠা, কাগজে বাঁধান। মূল্য—মবেত ডাকমাওল ৫০ আনা মাত্র। হিন্দুর দৈনিক কার্যাবলী কিরূপে আত্মপ্রসারের অমূল্য, এই গ্রন্থে তাহা চকুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখান হইয়াছে। “আমিষের প্রসার”—১২ বৎ শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। বঙ্গোত্তর, হিন্দু-পত্রিকার ম্যানেজারের নিকট প্রাপ্য।

হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকেরা কাগজে বাঁধা শাণ্ডিল্য সূত্র ১১ স্থলে ৫০ আনায় ও আমিষের-প্রসার ৫০ স্থলে ১০ আনা মূল্যে পাইবেন।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত বাঙ্গালা ও ইংরেজি গ্রন্থাবলী অর্ধ ও সিকি মূল্যে। ইহার তাহিকা ও বিবরণ বিনামূল্যে পাইবার জন্য পত্রপাঠ পত্র লিখুন। হিন্দু-উদ্বোধন, বাগবাচার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীহারঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড,
৪র্থ সংখ্যা ।

শ্রাবণ ।

১৩০৭ সাল,
১৮২২ শকাব্দা ।

পঞ্চদশী ব্যাখ্যা ।

ভূতবিবেক ।

পূর্নানুষ্টি ।

বহ্নিরূপ প্রকাশনা পূর্নানু
গতিরত্রচ ।

অস্তি বহ্নিঃ সনিস্তব্বঃ শব্দবান্
স্পর্শবানপি ॥ ৮৩ ।

সন্ধ্যা ব্যোম বায়ংশৈর্ষুক্ত-
স্যাগ্নেন্নিজো গুণঃ ।

রূপং তত্র সতঃ সর্বমন্যদ্
বুদ্ধ্যা বিবিচ্যতাম্ ॥ ৮৪ ।

টীকা—বহ্নেঃ স্বরূপমাহ—বহ্নিরূপ ইতি
অত্রাপি বায়োরিব কারণ ধর্মে অহুগতা
ইত্যাহ পূর্নানুষ্টিরিত্তি । কে তে ধর্মা
ইত্যাপর্যায়মাহ অস্তি বহ্নিরিত্তি । ৮৩ ।

বহ্নানুবাদ—পূর্নানুরূপ অগ্নি উক্ত এবং
প্রকাশক ; তন্নিম্ন অগ্নি আছে (সন্ধ্যা)
নিস্তব্ব শব্দবান ও স্পর্শবান । ৮৩ ।

টীকা—এবমগৌ কারণ ধর্মাহুগতাহু-
বাদ পূর্নকং স্বকীর ধর্মং দর্শয়িত্তি সন্-
মায়ৈতি ইত্যং সবিশেষণং বহ্নিস্বরূপং ব্যুৎ-
পাদ্য ইদানীং সম্বন্ধনো বহ্নিঃ বিবিচ্যিত্তি
তত্র সত ইতি । তত্রতেবু মধ্যে সতঃ সন্ধ্য-
স্তনো হন্যং সর্ল ধর্ম জাতং মিথোষ্টি
বুদ্ধ্যা বিবিচ্যতাং পৃথক্ ক্রিয়ন্তামিত্যর্থঃ । ৮৪ ।

বহ্নানুবাদ—সৎ মায়্য ব্যোম্ ও বায়ুর
অংশ অগ্নিতে আছে এবং অগ্নির নিজ গুণ
রূপও অগ্নিতে আছে । সৎ হইতে অন্য
সমস্ত পৃথক্ (মিথ্যা) জানিও । ৮৪ ।

উপরোক্ত ৮৩। ৮৪ শ্লোকের তাৎপর্যার্থ যথা—

পূর্ন পূর্ন শ্লোকে আকাশ ও বায়ুর
স্বভাব ও অনিত্যতার নিরূপিত হইয়াছে,
এইকণ অগ্নির স্বরূপ ও অনিত্যতার নিরূপণ
করিতেছেন । অগ্নির স্বীয় গুণ প্রকাশ-
কতা । পরন্তু তাহার অপর চারিটি গুণ
আছে, যথা—সতা, অনিত্যতা, শব্দ এবং
উষ্ণস্পর্শ । এই গুণ চতুষ্টয় তাহার স্বভাব-
সিদ্ধ নহে, উহা তাহার কারণ হইতে
আগত গুণ । অগ্নির উক্ত চারিটি গুণ
তাহার কারণীকৃত সম্বন্ধ, মায়্য, আকাশ

ও বায়ু হইতে সঞ্চারিত হইয়াছে, অর্থাৎ অগ্নির কারণীভূত সদ্বস্ত হইতে সত্তাশুণ, মায়া হইতে অনিত্যতা, আকাশ হইতে শব্দ এবং বায়ু হইতে স্পর্শ-শুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইকণ সদ্বস্ত, মায়া, আকাশ ও বায়ুর শুণ চতুষ্টয় বিশিষ্ট এবং স্বীয় প্রকাশকতা শুণযুক্ত সেই অগ্নিকে সং-হইতে পৃথক করিলে, তাহার অনিত্যতা-সিদ্ধি হয় কি না, বিবেচনা কর, অর্থাৎ অগ্নিকে সং, মায়া, আকাশ এবং বায়ু হইতে পৃথক করিয়া লইলে, ইহার অনিত্যতা সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই প্রকার সদ্-স্বস্তির দ্বারা অল্পদ্বাবন পূর্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, নিশ্চই অগ্নি যে অনিত্য পদার্থ, তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইবে ॥ ৮৩। ৮৪।

সতো বিবেচিত্তে বহ্নৌ মিথ্যাভ্বে
সতি বাসিত্তে ।

আপেণ দশাংশতো ন্যূনাঃ
কল্পিতা ইতি চিন্তয়েত্ ॥ ৮৫ ॥

সন্ত্যাপোহমুঃ শূন্যতদ্ভাঃ স শুব্দ
স্পর্শসংযুতাঃ ।

রূপবতোহন্যধুশ্মানুবৃত্তা স্বীয়
রসো শুণঃ ॥ ৮৬ ॥

টীকা—এবং বহুশিখ্যাব-নিশ্চয়ানন্তর-সপাঃ মিথ্যাভ্বঃ চিন্তয়েদিত্যাহ সতো বিরচিত্তে বহ্নিরিতি ॥ ৮৫ ॥

বদ্বাহ্ববাদ—সং হইতে পৃথক বিবেচনার অগ্নির মিথ্যাভ্ব প্রমাণিত হয়। ঐ অগ্নির দশাংশ নূন আপ (জল) অগ্নিতে কল্পিত হইয়াছে জানিও ॥ ৮৫ ॥

টীকা—অপ্ স্বপি কারণধর্ম্মান্ স্বধর্ম্মাংশ্চ বিভজ্যা দর্শয়তি সন্ত্যাপ ইতি শব্দেন সহ বর্তমান শব্দ লশকাচ্যাসৌ স্পর্শস্তেন যুক্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

বদ্বাহ্ববাদ—জলে সত্তা, তদ্বশূন্যতা, শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ আছে; এই সকল অন্য ধর্ম্মা-মুদ্রত্য এতদ্ভিন্ন জলের স্বীয় রস-শুণ আছে ৮৬ উপরোক্ত ৮৫ ৮৬ শ্লোকের তাৎপর্য্য ।

এই প্রকারে অগ্নির স্বরূপ ও তাহার অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া, জলের স্বরূপ ও তাহার অনিত্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন। সদ্বস্ত হইতে পৃথক ভূত অনিত্য অগ্নি হইতে দশাংশ পরিমাণে নূন জল সেই অগ্নিতে কল্পিত হয়। জলেতে সত্তা, অনিত্যতা, শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ, এই পাঁচটি কারণ শুণ বর্তমান আছে, এই পাঁচটি জলের স্বাভাবিক শুণ নহে। জলের স্বাভাবিক শুণ রস। সমুদারে জলেতে ছয়টি শুণ বিদ্যমান আছে। এইকণে উক্ত সত্তাদি পঞ্চ কারণ শুণবিশিষ্ট এবং স্বীয় রস-শুণ যুক্ত জলকে সদ্বস্ত হইতে পৃথক করিয়া বিবেচনা করিলে তাহার অনিত্যত্ব বিলক্ষণ-রূপে প্রতীয়মান হইবে ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥

সতো বিবেচিত্তা স্বপ্স তন্মি-
থ্যাভ্বে চ বাসিত্তে ।

ভূমির্দশাংশতো ন্যূনা কল্পি-
তাপ্শ্বিতি চিন্তয়েৎ ॥ ৮৭ ॥

অস্তি ভূস্তত্ত্বশূন্যাস্যাঃ শব্দ-
স্পর্শৌ স্বরূপকৌ ।
রসশ্চ পরতো নৈজো গন্ধঃ
সত্তা বিবিচ্যতাম্ ॥ ৮৮ ॥

টীকা—বিবেক ধ্যানাত্ম্য অপাঃ
মিথ্যাঃ নিশ্চিতানন্তরং ভূমিমিথ্যাঃ চিন্ত-
নীয়মিত্যাহ সতো বিবেচিতাস্মিত্তি। ৮৭।

বঙ্গানুবাদ—সং হইতে পৃথক করিলে
জলের মিথ্যাও প্রমাণিত হয়; ঐ জলের
দশাংশ নূন ক্ষিতি জলের মধ্যে আছে
জর্জনিত। ৮৭।

টীকা--তস্যামিথ্যাঃ চিন্তনীয় তদ্ব্য-
নপি বিভজ্যতে অতিভূক্তশূন্যোতি। তেভ্যঃ
সদ্ব্যমাত্রং পৃথক কর্তব্যমিথ্যাঃ সত্তা বিবি-
চ্যতামিতি। ৮৮।

বঙ্গানুবাদ—ভূমিতে সত্তা, তৎ শূন্যতা,
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, এবং রস গুণ আছে; ঐ
সকল 'পরতো' অর্থাৎ অন্য হইতে প্রাপ্ত,
তদ্বিন্ন তাহার নিজের গন্ধ-গুণ আছে
বিবেচনা করিও। ৮৮।

উপরোক্ত ৮৭। ৮৮ শ্লোকের তাৎপর্যার্থ।

পূর্ক শ্লোকে সদ্ব্যক্তি প্রদর্শন দ্বারা
বিচার পূর্কক জলের গুণ ও অনিত্যত্ব
প্রতিপাদন করিয়া, এইক্ষণ ভূমির গুণ নিরূ-
পণপূর্কক তাহার স্বভাব ও অনিত্যত্ব নিরূপণ
করিতেছেন। পূর্কোক্ত যুক্তি দ্বারা সদ্বস্ত
হইতে পৃথগ্ভূত অনিত্য জল অপেক্ষা
দশাংশ পরিমাণে নূন ভূমি জলে কল্পিত
হয়। সেই ভূমিতে সত্তা, অনিত্যতা, শব্দ,
স্পর্শ, রূপ ও রস, এই ছয়টি কারণ গুণ
বিদ্যমান আছে। এই ছয়টি ভূমির স্বাভা-
বিক গুণ নহে। ভূমির স্বাভাবিক গুণ
গন্ধ। ভূমিতে 'সযুনায়ে সাতটী' গুণ
আছে ॥ ৮৭। ৮৮ ॥

পৃথক্ কৃতায়ানং সন্তায়ানং ভূ-

মির্ম্মিথ্যা বশিষ্যতে ।

ভূমেদর্শাংশতো ন্যূনং ব্রহ্মাণ্ডং

ভূমিগম্যগম্ ॥ ৮৯ ॥

ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে তিষ্ঠন্তি ভুবনানি

চতুর্দশ ।

ভুবনেষু বসন্ত্যেযুপ্রাণিদেহা

যথাযথম্ ॥ ৯০ ॥

টীকা—সত্তা পৃথক করণে ফলমাহ পৃথক্
কৃতায়ামিতি ইদানীং ভৌতিকেভ্যো—ব্রহ্মা-
ণ্ডাদিভ্যঃ সতো বিবেচনায় তদবস্থান প্রকারঃ
দর্শয়তি ভূমেদর্শাংশতো ন্যূনমিত্যাং যথা-
যথমিত্যাণ্ডেণ সাক্ষেন। ৮৯। ৯০।

বঙ্গানুবাদ—সং হইতে পৃথক করিলে
ভূমি মিথ্যাক্সে পরিণত হয়। ঐ ভূমির
দশাংশ নূন ব্রহ্মাণ্ড ঐ ভূমির মধ্যে আছে।
ঐ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে চতুর্দশ ভূবন অবস্থিত
আছে। ঐ চতুর্দশ ভূবনেতে ঐ ভূবনানুরূপঃ
প্রাণিদেহ বাস করে। ৮৯। ৯০।

৮৯। ৯০ শ্লোকের তাৎপর্যার্থ—এইক্ষণঃ
সদ্ব্যক্তি দ্বারা যাই কারণ গুণ বিশিষ্ট
ও স্বীয় গন্ধ গুণ সমন্বিত ভূমিকে সদ্বস্ত
হইতে পৃথক করিয়া বিবেচনা করিয়া
দেখিলে, ভূমির অনিত্যতা বিলক্ষণরূপে
প্রতিপন্ন হইবে। পূর্ক পূর্ক শ্লোকে প্রমাণ
দ্বারা যুক্তি প্রদর্শন পূর্কক আকাশাদি পঞ্চ-
ভূতের কারণ, গুণ এবং অনিত্যতা প্রতি-
পাদন করিয়া এইক্ষণ সেই ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড
হইতে সদ্বস্তর পার্থক্য নিরূপণাভিপ্রায়ে

ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি নিরূপণ করিতে-
ছেন। পূর্বোক্ত অনিত্য ভূমি হইতে
দশাংশ পরিমাণে নূন—তন্মধ্যগত ব্রহ্মাণ্ড
ভূমিতে কল্পিত হয়। সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে
ভূরাদি চতুর্দশ ভুবন আছে। সেই চতুর্দশ
ভুবনে যথাযোগ্য লোক বসতি করে। সকল
ভুবনে এক প্রকার প্রাণীর বসতি নাই।
যে ভুবন যেরূপ উপাদানে নির্মিত হই-
রাছে, সেই ভুবনে তদুপযুক্ত প্রাণী বাস
করিয়া থাকে।

ব্রহ্মাণ্ড লোক দেহেষু সদ্ভস্তুনি

পৃথক্ কৃতে।

অসন্তোহগ্ণাদয়োভাস্তু সন্তা-

বেহপীহ কাকৃতিঃ । ৯১ ।

ভূত ভৌতিক মায়ানাংমসত্ত্বে

হত্যস্ত বাসিতে ।

সদ্বস্তুদ্বৈতমিত্যেযা ধীর্বি-

পর্যেতি ন কচিৎ । ৯২ ।

টীকা—তেষু সদ্বিবেচনে ফলমাহ
ব্রহ্মাণ্ড লোক দেহেষুতি । ৯১ ।

বঙ্গানুবাদ—সদ্বস্তু হইতে পৃথক্ করিলে,
ব্রহ্মাণ্ড লোক দেহেতে সন্তান্য অগ্ণাদয়
গত্র প্রকাশ পায়; ঐ রূপ প্রকাশ পাওয়ার
ক্ষতি কি? ৯১ ।

টীকা—তদ্বানে কাকৃতিরিত্তাস্তমেবার্থ
স্পষ্টী করোতি ভূত ভৌতিক মায়ানামিতি ।
ভূতানাংকাকৃতিানাং ভৌতিকানাং ব্রহ্মাণ্ডা-
দীনাং মায়ানাং তৎকারণভূতানামিণ্যাত্তে
বিবেক ধ্যানাভ্যাং চিত্তে দৃঢ় বাসিতে সতি

সদ্বস্তুনোহদ্বৈতবুদ্ধি কদাচিন্ন বিপর্যেৎ
ইত্যর্থঃ । ৯২ ।

বঙ্গানুবাদ—ভূত ভৌতিক এবং মায়ার
অসত্ত্ব (অনিত্যতা) চিত্তে দৃঢ়ীভূত হইলে
সদ্বস্তু অদ্বৈত এবং ভূতাদি মিপ্যা জ্ঞানের
কোন বিপর্যায় ঘটতে পারে না । ৯২ ।

* উপরোক্ত (৯১ । ৯২ শ্লোকের) তাৎপর্যার্থ ।

ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে চতুর্দশ ভুবনে যে যে
প্রকার প্রাণী বসতি করে, তাহাদিগের
শরীর চতুর্বিধ। ঐ চতুর্বিধ শরীর হইতে
সদ্বস্তু বিবেচনার প্রকার ও সেই বিচারের
ফল নিরূপণ করিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে
যত প্রকার প্রাণী বাস করে, তাহাদিগের
ভৌতিক শরীর হইতে সদ্বস্তুকে পৃথক্
করিয়া লইলে, তখন সেই ব্রহ্মাণ্ড অসৎ
রূপে পরিজ্ঞাত হইবে। যদিও ব্রহ্মাণ্ড
অসৎরূপে বিবেচিত হইয়া দেদীপ্যমান
থাকে, তথাপি সেই অনিত্য ব্রহ্মাণ্ডের
বিদ্যমানতাতে অদ্বৈত পদার্থের অদ্বৈতত্বের
কোন হানি হয় না। ভূত ও ভৌতিক
পদার্থ এবং মায়ার, ইহাদিগের অসত্ত্ব অনি-
ত্যতা বিষয়ে বিশেষরূপে বিবেচিত
হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইহাতে সদ্বস্তুর
অদ্বৈত জ্ঞানের কোন বিপর্যায় ঘটতে
পারে না ৯১ । ৯২ ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ভ-গোল পরিচয় ।

৪র্থ পাঠ । ২য় প্রপাঠক ।

সংজ্ঞা (জের)

কটাহ (Celestial hemishere)

কটাহ আকারের যে আকাশ খণ্ড পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ দর্শকের মস্তকোপরি ঝুলিতে থাকে, ঐ আকাশ খণ্ডকে কটাহ বলে । এই কটাহ এবং দর্শকের সমস্ত্রস্থ পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠস্থ দর্শকের দৃশ্য কটাহ, এই উভয় কটাহের সম্পূটকে গোলক বলে ।

দর্শকের অবস্থিতি-বিন্দুকে স্বস্তিক বলে । দর্শকের মস্তকের ঠিক উপরি ভাগে গোলকের যে বিন্দু অবস্থিত ঐ বিন্দুকে ঋ-বিন্দু, ঋমধ্য-বিন্দু বা উর্দ্ধ স্বস্তিক (Zenith) বলে ।

যে সরল রেখা ঋ-বিন্দু হইতে স্বস্তিক পর্যন্ত লম্বমান, ঐ রেখাকে লম্ব (Vertical line) বলে ।

দর্শকের লম্ব ভূকেন্দ্রে ভেদ করিয়া পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে যে বিন্দুকে স্পর্শ করে, ঐ বিন্দুকে সমস্ত্র বিন্দু বা কুদলান্তর বিন্দু (Antipodal) বলে ।

দর্শকের লম্ব কুদলান্তর বিন্দু ভেদ করিয়া প্রসারিত করিলে, গোলকের অপর কটাহের যে বিন্দু স্পর্শ করে, ঐ বিন্দুকে অধঃ স্বস্তিক (Nadir) বলে ।

দর্শকের মস্তকোপরিস্থ কটাহ যে ভূমির (Base) উপরে স্থাপিত দৃষ্ট হয়, ঐ ভূমিকে চক্রবাল (Sensible Horizon) বলে ।

বৃত্তিতে হইবে, লম্ব চক্র-বাল কেন্দ্রে

সমকোণে অবস্থিত । লম্বের সম-কোণে চক্রবাল ভূ-কেন্দ্রে স্থাপিত হইলে, চক্র-বালকে ক্ষিতিজ বলা যায় । ক্ষিতিজ বৃত্তের পরিধিকে ক্ষিতিজরেখা বলে ।

কক্ষা (Orbit)

যে ডিম্বাকার পথে গ্রহগণ সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, ঐ পথকে কক্ষা বলে । কক্ষা মধ্যে যে বিন্দুতে সূর্য্য অবস্থিতি করে, ঐ বিন্দুকে কুণ্ড-কেন্দ্রে (Focus) বলে । কক্ষার পরিধিকে পরিণাহ বলে, এবং পরিণাহের যে বিন্দু কুণ্ড-কেন্দ্রের দূরতম, ঐ বিন্দুকে শীত্ৰোচ্চ (Perihelion) বলে, এবং পরিণাহের যে বিন্দু কুণ্ড-কেন্দ্রের নিকটতম, ঐ বিন্দুকে মন্দোচ্চ (Aphelion) বলে ।

যথাবুধের কক্ষা, শুক্রের কক্ষা, পৃথিবীর কক্ষা— অপমণ্ডল, ক্রান্তি বৃত্ত, ক্রান্তি মণ্ডল (Ecliptic) জ্যোতিষ গণনার সুবিধা জন্য পৃথিবীকে স্থির কল্পনা করা প্রয়োজন । এ জন্য জ্যোতির্বিদগণ সৌর জগতের কেন্দ্রভূত সূর্য্যস্থানে পৃথিবীকে বসাইয়া, পৃথিবীর কক্ষায় সূর্য্যকে বসাইয়া, সূর্য্যের গতি কল্পনা করেন । পৃথিবীর যে কক্ষায় ঐ কল্পিত সূর্য্য—পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন, ঐ কল্পিত সূর্য্য-পথকে অপমণ্ডল, ক্রান্তি-বৃত্ত বা ক্রান্তি মণ্ডল বলে । চলিত কথায় অপমণ্ডলকে রবিমার্গ বা অয়ন মণ্ডল বলে । ক্রান্তি মণ্ডলের যে দুই বিন্দুতে সূর্য্য উপনীত হইলে দিব্য-রাত্রি সমান হয়, ঐ দুই বিন্দুকে বিনুব বা ক্রান্তিপাত (Equinoctial points) বলে । ক্রান্তি মণ্ডলের যে বিন্দুতে সূর্য্য উপনীত হইলে দীর্ঘতম দিবা ও দৃশ্যতম রাত্রি হয়, ঐ

বিন্দুকে কৰ্কট ক্রান্তি (Tropic of cancer) বলে। ক্রান্তি মণ্ডলের যে বিন্দুতে সূর্য উপনীত হইলে, হু স্বতম দিবা ও দীর্ঘতম রাত্রি হয়, ঐ বিন্দুকে মকর ক্রান্তি (Tropic of capricorn) বলে। কৰ্কট-ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তি বিন্দুদ্বয়কে অয়ন (Solstitial points) বলে, এবং ঐ ক্রান্তিদ্বয়ের নাম অয়নাস্ত (Solstices)। যে সরল রেখা ক্রান্তিবৃত্তের সমকোণে ও ক্রান্তিবৃত্তের কেন্দ্র ভেদ করিয়া অবস্থিত, ঐ রেখাকে কদম্বযষ্টি, (Axis of the pole of the Ecliptic) বলে। কদম্বযষ্টির উত্তর বিন্দুকে কদম্ব—(Pole of the Ecliptic) বলে এবং দক্ষিণ বিন্দুকে পরকদম্ব-বিন্দু বলা যাইতে পারে।

যে বৃত্ত পৃথিবীর মেরুদণ্ডের সমকোণে ও পৃথিবীর উত্তর মেরুর (সুমেরু) ও দক্ষিণ মেরুর (কুমেরু) সমদূরে থাকিয়া পৃথিবী-পৃষ্ঠ সম দূই খণ্ডে বিভক্ত করে, ঐ বৃত্তকে নিরক্ষ বৃত্ত বলে। নিরক্ষ বৃত্তের পরিধিকে নিরক্ষ রেখা (Terrestrial Equator) বলে। নিরক্ষ রেখার উত্তরস্থ পৃথিবীর গোলাক্কে দেব ভাগ বলে। নিরক্ষ রেখার দক্ষিণস্থ পৃথিবী-গোলাক্কে “অম্বর-ভাগ” বলে।

ক্রমদ্বারা পৃথিবীর মেরুদণ্ড উত্তরে ও দক্ষিণে প্রসারিত করিলে, ঐ মেরুদণ্ড উত্তরে গোলকের যে বিন্দু স্পর্শ করিলে, ঐ বিন্দুকে সৌমা ধ্রুব বিন্দু বলে এবং দক্ষিণে গোলকের যে বিন্দু স্পর্শ করিলে, ঐ বিন্দুকে যাম্য ধ্রুব বিন্দু বলে, এবং প্রসারিত মেরুদণ্ডকে ধ্রুবযষ্টি বলে।

পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্ত কল্পনা দ্বারা প্রসারিত করিলে, গোলক স্পর্শ করিয়া গোলকে যে মণ্ডলাকার রেখা উৎপাদন করিলে, ঐ মণ্ডলাকার রেখার উপরে বিষুবদ্বয় অবস্থিত থাকে, এ জন্য ঐ মণ্ডলাকার রেখাকে বিষুব-মণ্ডল বলে এবং বিষুব মণ্ডল মধ্যবর্তী ক্ষেত্রকে বিষুব বৃত্ত বলে। বিষুববৃত্ত ধ্রুব-যষ্টির সম কোণে থাকিয়া—গোলক ও ধ্রুব-যষ্টি সমদ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিতেছে। গোলকের উত্তরাধিকে দেব ভাগ এবং দক্ষিণাধিকে অম্বর ভাগ বলে।

ক্রান্তি মণ্ডল ও বিষুব মণ্ডল, এই উভয়ের সংযোগ বিন্দু দুয়কেই বিষুব বলে। পশ্চিমস্থ বিষুবকে বাসস্তিক ক্রান্তিপাত বলে এবং পূর্বস্থ বিষুবকে শারদীয় ক্রান্তিপাত বলে।

ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুব বৃত্ত পরস্পর তির্ভািকভাবে অবস্থিত; উভয়ের ক্ষেত্র সমতল নহে।

ক্রান্তিবৃত্তের অর্দ্ধাংশ বিষুব বৃত্তের উত্তরে অবস্থিত এবং অর্দ্ধাংশ বিষুব বৃত্তের দক্ষিণে অবস্থিত। ক্রান্তি মণ্ডলের যে অর্দ্ধাংশ বিষুব রেখার উত্তরে অবস্থিত, ঐ অংশকে উত্তর মণ্ডল বলে এবং ক্রান্তিমণ্ডলের যে অর্দ্ধাংশ বিষুব বৃত্তের দক্ষিণে অবস্থিত, ঐ অংশকে দক্ষিণ মণ্ডল বলে।

উভয় ধ্রুব বিন্দু ও ক্রান্তিপাতদ্বয় ভেদ করিয়া যে বলয় অঙ্কিত করা যায়, ঐ বলয়কে ক্রান্তিপাত বলয় (Equinoctial colure) বলে।

উভয় ধ্রুব বিন্দু ও অয়ন বিন্দুদ্বয় ভেদ করিয়া যে বলয় অঙ্কিত করা যায়, ঐ বলয়কে অয়নাস্ত বলয় (Solstitial colure) বলে।

বৃত্ত পরিধিকে ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক ভাগকে অংশ বলে। এক

অংশকে ৬০ ভাগে বিভক্ত করিলে, এক এক ভাগকে কলা বলে। এক কলাকে ৬০ ভাগে বিভক্ত করিলে, এক এক ভাগকে বিকলা বলে। ° চিহ্ন অংশ বোধক। ' চিহ্ন কলা বোধক। " চিহ্ন বিকলা বোধক। দর্শকের স্বস্তিক বা ভূকেন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া উভয় ধ্রুব বিন্দু ও ঋ বিন্দু ও অধঃস্বস্তিক ভেদ করিয়া যে মণ্ডল অঙ্কিত করা যায়, ঐ মণ্ডলকে ষাটমোস্তর মণ্ডল (Meridian) বলে। ক্ষিতিজ বৃত্তের উপরিস্থিত ঐ মণ্ডলের অর্ধকে তুঙ্গরেখা এবং নিম্নস্থ ঐ মণ্ডলার্ধকে অতুঙ্গ রেখা বলে।

উর্ধ্ব স্বস্তিক, স্বস্তিক ও অধঃস্বস্তিক, এই তিন বিন্দুর যোজক সরল রেখাকে স্বস্তিক রেখা বলে।

স্বস্তিক রেখাকে ব্যাস করিয়া সে বৃত্ত অঙ্কিত করা যায়, ঐ বৃত্তকে দৃশ্যলয় (Vertical circle) বলে। দৃশ্যলয়ের উপর যে তারা বা গ্রহ অবস্থিত থাকে, ঐ তারার বা গ্রহের নামে দৃশ্যলয় পরিচিত হয়। দৃশ্যলয় দক্ষিণোত্তর ধ্রুববিন্দুভেদী হইলে, দৃশ্যলয়কে ষাটমোস্তর মণ্ডল বলে; পূর্ব পশ্চিম স্বস্তিক ভেদী হইলে, দৃশ্যলয়কে সম মণ্ডল (Prime Vertical) বলে। দৃশ্যলয় বিদিক্-ভেদী হইলে দৃশ্যলয়কে বিদিক্-দৃশ্যলয় বলে।

দক্ষিণোত্তর ধ্রুব বিন্দুদ্বয় ও পূর্ব-পশ্চিম স্বস্তিকভেদী মণ্ডলকে উন্নয়ন মণ্ডল বলে। উন্নয়ন মণ্ডল দিবা রাত্রির ক্ষয়-বৃদ্ধিকারী।

তারা ও ক্ষিতিজের মধ্যবর্তী দৃশ্যলয় খণ্ড দ্বারা তারার উন্নতি (Altitude) পরিমিত হয়। এবং দৃশ্যলয় খণ্ডের অংশ পরিমাণে উন্নতি ব্যক্ত করা হয়।

ধ্রুব বিন্দুর উন্নতিকে অক্ষোন্নতি (elevation of the pole) বলে। কারণ উহা দর্শকের অক্ষাংশের সমান।

দর্শকের ঋ বিন্দু হইতে তারার দূরত্বকে দৃষ্ (Zenith distance) বলে।

তারার উন্নয়ন বিন্দুকে উন্নয়ন লম্ব, অস্ত-বিন্দুকে অস্তলয় বলে (Ascending and descending points)।

তারা যে বিন্দুতে ষাটমোস্তর মণ্ডল পার হয়, ঐ বিন্দুকে মধ্যলয় (Culminating point) বলে। মধ্যলয়ে তারা উন্নতির চরম সীমা ভোগ করে।

মধ্য লম্বস্থ তারার দৃষ্কে নতাংশ (Meridian zenith distance) বলে।

উভয় ধ্রুববিন্দু, তারা ও অপমণ্ডল ভেদ করিয়া যে মণ্ডল অঙ্কিত করা যায়, ঐ মণ্ডলকে অপক্রম মণ্ডল বলে। অপমণ্ডল ও অপক্রম মণ্ডলের শেষ বিন্দুকে তারার সংযোগ বিন্দু বলে অপ মণ্ডল হইতে তারার উত্তর দূরত্ব বা দক্ষিণ দূরত্বকে বিক্ষেপ বলে।

তারা ও সংযোগ বিন্দুর মধ্যবর্তী অপক্রম মণ্ডল খণ্ডদ্বারা বিক্ষেপ পরিমিত হয়। এবং অপক্রম মণ্ডল খণ্ডের অংশ পরিমাণে বিক্ষেপ—ব্যক্ত করা হয়।

বাস্তবিক ক্রান্তিপাত বিন্দু হইতে তারার পূর্ব দূরত্বকে ধ্রুবক বা ধ্রুব বলে। বাস্তুস্তিক ক্রান্তিপাত বিন্দু ও তারার সংযোগ বিন্দু, এই উভয় বিন্দুর মধ্যবর্তী অপমণ্ডল খণ্ডদ্বারা ধ্রুবক পরিমিত হয়, এবং অপমণ্ডল খণ্ডের অংশ পরিমাণে ধ্রুবক ব্যক্ত করা হয়।

ক্রমক পরিমাণ জন্ত সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে যোগতারা রেবতীর ১০ পূর্ব্বস্থ বিন্দুকে স্থায়ী বাসস্তিক ক্রান্তিপাত বিন্দু ধরিয়া লওয়া হয়।

তার ও গ্রহের ক্রমক সমান হইলে, ঐ মিলনকে যুতি বা যুক্ত(conjunction)বলে।

যুতিতে চন্দ্র পক্ষ হইলে যুতিকে সমাগম (Occultation) বলে। যুতিতে সূর্য্য-পক্ষ হইলে যুতিকে অন্তমন (heliacal setting) বলে।

তারা বা গ্রহ অন্তমনগত হইবার অব্যবহিত পূর্বে তারা বা গ্রহ স্নান হয়, তৎকালে তারা গ্রহের বুদ্ধ হয়।

অন্তমনগত তারা বা গ্রহের উদয়কে হেলীক উদয় (heliacal rising) বলে। অন্তমন যুক্ত স্নান তারা বা গ্রহের অবস্থাকে বাল্যক বলে। সূর্য্যগ্রহণ—চন্দ্রবিষধারা সূর্য্য-বিষ আচ্ছাদিত হইলে সূর্য্যগ্রহণ হয়। ভূচ্ছায়াধারা চন্দ্রমণ্ডল আচ্ছাদিত হইলে চন্দ্রগ্রহণ হয়।

তারা বা গ্রহদ্বয়ের বিক্ষেপে ১৮০° পার্থক্য হইলে, উভয়ের অবস্থিতিকে বৈপরীত্য (opposition) বলে।

সূর্য্যের বিপরীত গ্রহ ও উপগ্রহের বিসর্গ সম্পূর্ণভাবে কিরণময় লক্ষিত হয়। গ্রহ ও উপগ্রহের এই উজ্জলতাকে পূর্ণমা বলি যাইতে পারে।

পৃথিবীর সীমোচ্চ বিন্দুস্থিত, গ্রহ ও উপগ্রহের পূর্ণমাকে পরম পূর্ণমা বলে।

অপমণ্ডলের উত্তরে ১০° দূরে ও দক্ষিণে ১০° দূরে অপমণ্ডলের সমান্তরাল দুইটা মণ্ডল অঙ্কিত করিলে, উত্তর মণ্ডলের মধ্য-

চক্রাকার ভ-গোলপঞ্চ গোলকের কটিবন্ধরূপে অবস্থিতি করিবে। এই কটিরন্ধকে ভ-চক্র বা রাশি-চক্র (Zodiac) বলে।

স্থায়ী বাসস্তিক ক্রান্তিপাত বিন্দু হইতে অর্থাৎ যোগ তারা রেবতীর ১০° পূর্ব্বস্থ বিন্দু হইতে পূর্বাভিমুখে অপমণ্ডল ও ভ-চক্র ৩০° হিসাবে সমান দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইলে, ভ-চক্রের এক এক ভাগকে 'রাশি বলে। এই দ্বাদশ রাশি মেঘ, বুধ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, এই দ্বাদশ নামে পূর্বাভিমুখে ধ্যাত।

তারা ও গ্রহগণের পূর্ব্বদিকে উদয়-লগ্নে উদয় ও পশ্চিম দিকে অন্ত-লগ্নে অন্তগমন নিত্য যে উপলক্ষিত হয়, এই দৃশ্য গতিকে দৈনিক গতি (Diurnal motion) বলে। যে গতিবলে গ্রহগণ অল্প অল্প করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হয়, ঐ গতিকে বাস্তব গতি (Proper motion) বলে।

যে গতি বলে ক্রান্তিপাতদ্বয় পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে সরিয়া যায়, ঐ গতিকে বিলোম গতি (Precession) বলে।

গ্রহ পঞ্চক পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে অল্প অল্প অগ্রসর হইতে উপলক্ষিত হইলে ঐ গতিকে বক্র (Retrograde) গতি বলে।

এক সূর্য্যোদয় হইতে দ্বিতীয় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়কে সাবন দিন বলে।

চন্দ্র যে সময়ে সূর্য্য হইতে ১২° দূরে গমন করিতে পারে, ঐ সময়কে তিথি (Lunar day) বলে।

যে তিথিতে চন্দ্র অন্তমন প্রাপ্ত হয়—ঐ তিথিকে অমা বলে। যে তিথিতে চন্দ্র বৈপরীত্য প্রাপ্ত হয়, তাহাকে পূর্ণিমা বলে।

যে পঞ্চদশ দিন সায়ং সন্ধ্যাকালে চন্দ্র উদিত হয়, ঐ পঞ্চদশ দিনকে শুক্ল পক্ষ বলে। অমার পর তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পঞ্চদশ তিথিকে শুক্লপক্ষ বলে।

যে পঞ্চদশ দিন সায়ং সন্ধ্যাকালে চন্দ্র অদৃশ্য থাকে, ঐ পঞ্চদশ দিনকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। পূর্ণিমার পর তিথি হইতে অমা পর্যন্ত পঞ্চদশ তিথিকে কৃষ্ণপক্ষ বলে।

অমাতিথিতে ইন্দুকলা দৃষ্ট হইলে, অমাকে সিনীবালী বলে। অমা তিথিতে ইন্দুকলা দৃষ্ট না হইলে অমাকে কুহু বলে।

পূর্ণিমা তিথিতে সূর্যাস্তের পূর্বে কলাহীন চন্দ্র উদিত হইলে, পূর্ণিমাকে অমৃতমতি বলে, এবং যুগপৎ পূর্ণচন্দ্র-উদয় ও সূর্য অন্তগত হইলে, পূর্ণিমাকে রাকা বলে।

এক তিথিতে চন্দ্রের যে খণ্ড বুদ্ধি বা ছায়া প্রাপ্ত হয়, ঐ খণ্ডকে কলা বলে।

অমাতিথিতে চন্দ্র ও সূর্যের পূর্ণ সাক্ষাৎ হয় বলিয়া অমাকে দর্শ বলে।

নাক্ষত্রিক দিন।—যে সময়ে শু-চক্র পৃথিবীকে নিত্য পরিভ্রমণ করে—ঐ সময়কে নাক্ষত্রিক দিন বলে। অর্থাৎ সে সময়ে একটা স্থিরতারা দর্শকের ঋ বিন্দু হইতে পশ্চিম গমন করিয়া পুনরায় দর্শকের ঋ-বিন্দুতে উপনীত হয়, সেই সময়কে নাক্ষত্রিক দিন বলে।

সৌর-দিন।—যে সময়ে সূর্য দর্শকের ঋ বিন্দু হইতে পশ্চিমে গমন করিয়া পুনরায়

দর্শকের ঋ বিন্দুতে উপনীত হয়, সেই সময়কে সৌরদিন বলে।

স্বর্গাদিন।—সমগতিবিশিষ্ট কল্পিত স্বর্গ্য বিষুপ মণ্ডলের এক অংশ যে সময়ে ভ্রমণ করে, তাহাকে স্বর্গাদিন বলে।

• চান্দ্রমাস।—চন্দ্রের ৩০ তিথিকে ১ এক চান্দ্রমাস বলে।

সূর্য্যচান্দ্র মাস।—শুক্ল প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত ৩০ তিথিকে সূর্য্য চান্দ্রমাস বলে।

গৌন চান্দ্রমাস।—কৃষ্ণপ্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত ৩০ তিথিকে, গৌন চান্দ্রমাস বলে।

সৌর-মাস।—যে সময়ে সূর্য্য মেঘাদি দ্বাদশ রাশির একরাশি সংক্রমণ করেন, সেই সংক্রমণকালকে সৌর-মাস বলে।

অক্ষুণ্ণ।—যে দিনে সূর্য্য কোন রাশিতে প্রবেশ করেন, সেই দিনকে অক্ষুণ্ণ বলে।

সংক্রান্তি।—রাশ্যস্তর-সংযোগাত্মকূল ব্যাপারকে সংক্রান্তি বলে; কিন্তু সাধারণ ভাষায় মেঘ-সংক্রান্তিকে চৈত্র-সংক্রান্তি বলে, মকর-সংক্রান্তিকে পৌষ-সংক্রান্তি বলে।

চান্দ্র বৎসর।—দ্বাদশ অমাবস্যায়—এক চান্দ্র বৎসর হয়।

সৌর বৎসর।—যে সময়ে পৃথিবী স্বীয়-কক্ষার কোন এক বিন্দু হইতে পূর্বগতিতে সূর্য্য পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় ঐ বিন্দুতে উপনীত হয়, সেই সময়কে সৌর বৎসর বলে। অর্থাৎ যে সময়ে সূর্য্য অপমণ্ডলের কোন বিন্দু হইতে পূর্ব গমনে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় ঐ বিন্দুতে উপনীত হইত হয়, সেই সময়কে বৎসর বলে।

ভগণ ।—যে সময়ে কোন গ্রহ বাসস্তিক-ক্রান্তিপাত হইতে পূর্বগতিদ্বারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতঃ পুনরায় ঐ বাসস্তিক ক্রান্তিপাতে উপনীত হয়, সেই সময়কে ভগণ বলে ।

সম্বৎসর ।—যে সময়ে বৃহস্পতি এক রাশি সংক্রমণ করেন, সেই সময়কে সম্বৎসর বলে ।

দেবদিবা ।—যে ছয় মাস সূর্য্য উত্তর ধনুতে ভ্রমণ করিয়া সূর্য্যমুখ প্রদেশে অবস্থিত অবিচ্ছিন্ন আলোক প্রকাশ করেন, সেই ছয়মাস সময়কে দেবদিবা বলে ।

দেবরাত্রি ।—যে ছয় মাস সূর্য্য দক্ষিণ ধনুতে ভ্রমণ করিয়া সূর্য্যমুখ প্রদেশে অদৃশ্য থাকেন, সেই ছয়মাস সূর্য্যমুখ প্রদেশে অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারময় থাকে, সেই ছয়মাসকে দেবরাত্রি বলে ।

দেবদিন ।—এক বৎসরে এক দেবদিন হয় ।

অসুররাত্রি ।—দেবদিনে সূর্য্যমুখ প্রদেশে-রাত্রি হয় ; ইহাকে অসুররাত্রি বলে ।

অসুরদিবা ।—দেব-রাত্রিতে সূর্য্যমুখ প্রদেশে দিনা হয়, ইহাকে অসুরদিবা বলে ।

সামুদ্রিকবেগা ।—প্রতি তিথিতে দুই বার স্থানীয় বর্ষে জল বৃদ্ধি হয় ঐ জল বৃদ্ধিকে সামুদ্রিকবেগা বলে । সাধারণভাষায় বেগাটকে জোয়ার বলে ।

জলসংকোচ ।—প্রতি তিথিতে স্থানীয়-জলের যে হ্রাস হয়, ঐ হ্রাসকে জলসংকোচ বলে । সাধারণ ভাষাতে জল-সংকোচকে ভাটা বলে । (ক্রমশঃ)

বৈশেষিক দর্শন ।

প্রথম অধ্যায়, প্রথম আত্মিক ।

পূর্বাভ্যুত ।

রূপ রস গন্ধ স্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথকৃত্বং সংযোগ-বিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সূখ-দুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রবৃত্তাশ্চ গুণা । ৬

পদব্যাখ্যা—

রূপ—খেত, পীত, রক্ত, শ্যাম, নীল, হরিৎ, ইত্যাদি নানাবিধ ।

রস—মধুর, অম্ল, তিক্ত, ক্ষার, কষায়, কটু, এই ছয় প্রকার ।

গন্ধ—সৌরভ ও অসৌরভ (অর্থাৎ সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ) এই দুই প্রকার ।

স্পর্শ—শীতল, উষ্ণ, অম্লম্বাশীত (অর্থাৎ শীতল ও নয় উষ্ণ ও নয়) এই তিন প্রকার ।

সংখ্যা—একত্ব, দ্বিত্ব, ত্রিত্ব, ইত্যাদি ।

পরিমাণ—অণু, মহৎ, হ্রস্ব, দীর্ঘ ইত্যাদি ।

পৃথকৃত্ব—পার্থক্য বোধের হেতু গুণ-বিশেষ, যেমন মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি হইতে পৃথক্ ।

সংযোগ—বিভিন্ন স্থান হিত বস্তু দ্বয়ের একত্রীভাব (অর্থাৎ সংলগ্নতা) ।

বিভাগ—সংযুক্ত বস্তু দ্বয়ের পরস্পর ব্যবধান ।

পরত্ব—জ্যেষ্ঠত্ব ও দূরত্ব ।

অপরত্ব—কনিষ্ঠত্ব ও নিকটত্ব ।

বুদ্ধি—জ্ঞান ।

সূখ—সন্তোষ ।

দুঃখ—ক্লেশ ।

ইচ্ছা—অভিলাষ ।

দেষ—অনিষ্টকারী ব্যক্তির প্রতি বিরক্তি বিশেষ ।

প্রযত্ন—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি এবং জীবন-যোনি (অর্থাৎ যে যত্ন হইতে শরীরে স্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া করা হয়)

চ—ও, (এই চকারের অর্থ সমুচ্চয় ; ইহাতে এইটি সমুচ্চিত হইতেছে যে, রূপ অবধি প্রযত্ন পর্য্যন্ত যে সপ্তদশটি গুণের নাম উল্লেখ করা হইল, তদ্বিন্নও গুণ পদার্থ আছে, যথা—গুরুত্ব, দ্রব্যত্ব, মেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম ও শব্দ, এই সাতটি; স্মরণ্য উক্ত ও সমুচ্চিত উভয়ের সমষ্টিতে চতুর্বিংশতিটি গুণ পদার্থ ।)

অনুবাদ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, স্মৃতি, দুঃখ, ইচ্ছা, দেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রব্যত্ব, মেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম ও শব্দ, এই চতুর্বিংশতিটিকে গুণ বলে। ইহাদের মধ্যে গুরুত্ব অবধি শব্দ পর্য্যন্ত শেষোক্ত সাতটি গুণ পদার্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকায়, স্মৃত্তে নাম উল্লেখ না করিয়া, সমুচ্চয়ার্থ চকারের প্রয়োগে ইহাদিগকে সমুচ্চিত করা হইয়াছে ।

তাত্পর্য্য—রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি স্মৃত্তৌক্ত পদার্থ নিচয়, দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, অর্থাৎ দ্রব্য হইতে ইহাদের পৃথকভাবে অবস্থিতির সম্ভাবনা নাই, এবং ইহারা দ্রব্যের অভিব্যঞ্জকও (প্রকাশক) হয়, এ নিমিত্ত ইহাদিগকে

গুণ পদার্থ বলে। যেমন রক্ত পুষ্প; এই-স্থলে পুষ্পের রক্তমা-গুণ কদাচ পুষ্পকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথকভাবে থাকিতে পারে না এবং ঐ রক্তরূপ পুষ্পের প্রকাশকও বটে, অর্থাৎ পুষ্পে যদি রূপ না থাকিত; তবে উহাকে আমরা দেখিতে পাইতাম না। বায়ুতে খেত-পীতাদি কোন রূপ নাই, এজন্য বায়ুকে চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না; বৃক্ষ প্রভৃতিতে শাখা-পল্লবদির সংকলন মাত্র পরিলক্ষিত হয়। রক্ত জবা কুম্ভের রক্তমাগুণই খেত-পীতাদি-জবা পুষ্প হইতে তাহার ভিন্নশ্রেণী প্রতীপাদন করিতেছে; কাবুণ তাহাদের আকৃতিগত পার্থক্য নাই। এইরূপ রস গন্ধ প্রভৃতিও দ্রব্যকে দ্রব্যান্তর হইতে পৃথক শ্রেণীয়ত্ব বুদ্ধি জন্মায়। ইক্ষুরস ও খর্জুররসে আকৃতিগত কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না; কিন্তু মাধুর্য্য-বিশেষ কিম্বা গন্ধবিশেষের দ্বারা তাহাদের বিভিন্ন জাতীয়ত্ব প্রতীপত্তির কোন বাধা নাই। গুণ পদার্থ নিচয় যেমন দ্রব্যের অভি-ব্যঞ্জক হয়, তদ্রূপ দ্রব্যও গুণের প্রকাশক হইয়া থাকে। আত্মাদি সূক্ষ্মরূপে নিচয় রসনা সংযুক্ত না হইলে, তাহার মাধুর্য্যের উপলক্ষ হইতে পারেনা। দ্রব্যের সহিত গুণের এতা-দৃশ নিকট সম্বন্ধ থাকায়, দ্রব্য-রূপের পর গুণ-পদার্থের নিরূপণ করা হইতেছে। পরস্মৈ গমনাদি কর্ম পদার্থের বিভাগ করা হইবে। যদিচ গুণের স্মরণ কর্ম পদার্থেরও দ্রব্যের সহিত নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, তথাপি ঘট-পটাদি দ্রব্য নিষ্ক্রিয় (চলনাদিশূন্য), অবস্থায় সময় বিশেষে দীর্ঘকাল অবস্থিত থাকে এবং গগনাদি দ্রব্যে

কদাচিত্বেকেন ক্রিয়া জন্মে না; কিন্তু ঐ গুণনাদি নিত্য জ্ঞব্য সকল কদাচিত্বে গুণশূন্য অবস্থায় থাকে না এবং ঘট-পটাদি জন্ত জন্মেও উৎপত্তির পরক্ষণ হইতে স্থিতিকাল পর্যন্ত একটা না একটা গুণ অবশ্যই অবস্থান করে, এনিমিত্ত কর্ম পদার্থ নির্দ্বাচনের পূর্বেই গুণের উল্লেখ করা হইতেছে। কেহ কেহ ক্রিয়াকে সংযোগাদি গুণ পদার্থের মধ্যোই অন্তর্নিবিষ্ট করেন, কিন্তু সেই মতটা সম্যক নহে; কারণ প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, ফল বৃক্ষাধা হইতে পতিত হইয়া ভূতলে সংলগ্ন হইল; ক্ষণবিলম্বেই ফলের, চাকলা আর থাকিলনা, কিন্তু মৃত্তিকার সহিত তাহার সংযোগ দীর্ঘকাল থাকিয়া গেল; সুতরাং সংযোগ ও পতন যে দুইটা পৃথক পদার্থ, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। স্বত্রে উল্লিখিত গুণ পদার্থসমূহের মধ্যো যে যেটা যে যে সময়ে জগতের মঙ্গলের জন্ত সদমুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, তখন তাহাদিগকে আমরা গুণ বলিয়া অভিহিত করি, এবং যে যেটা কুৎসিত ক্রিয়ার জনক হইয়া বিশ্বের অপকার সাধনের মূলভূত হইয়া পড়ে; তাহারা তখন গুণ নামের সর্বথা অযোগ্য; এনিমিত্ত দোষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে গুণ ও দোষ উভয়ই উল্লিখিত গুণ পদার্থের অন্তর্গত অথবা তজ্জনিত সদাচরণ ও অসদাচরণের নামান্তর মাত্র। দৃষ্টান্ত স্থলে বর্ণিতে হইবে, দয়ালু ব্যক্তিগণ পরদুঃখে কাতর হইয়া অন্তের দুঃখ বিমোচনে সাধ্যানুসারে যত্নবান হইয়া থাকেন। দয়া একটা প্রধান গুণ—করেকটা গুণের সমষ্টি

স্বরূপ। দয়াশীলদিগের প্রথমতঃ অন্তের ক্লেশ দেখিয়া নিজের দুঃখ উপস্থিত হয়, এবং তন্নিবন্ধন তাহারা পরোপকার করাকে অবশ্য কর্তব্য কর্ম বলিয়া জ্ঞান করেন। ঐ জ্ঞান হইতে পরদুঃখমোচনে ইচ্ছা জন্মে এবং পরক্ষণেই তাহারা তাহাতে সাধ্যানুসারে যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই প্রকারে রূপালু পুরুষের ক্রমশঃ উৎপন্ন দুঃখ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্ন, স্বত্রে উল্লিখিত গুণ পদার্থের অন্তর্গত এবং ইহার। বাস্তবিক গুণ বলিয়া সর্বসম্মতও বটে; কিন্তু পক্ষান্তরে পরশ্রীতে কাতরতাপন্ন ব্যক্তিগণের ঐ কাতরতা (দুঃখ), পরের অনিষ্ট করাকে কর্তব্য বলিয়া বোধ, পর-গুণাদিতে দোষারোপ করিবার ইচ্ছা এবং পরের অনিষ্টাচরণাদিতে যত্ন, এই সকল গুণ নামের অযোগ্য হইয়া পুরুষের দোষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

স্বত্রে উল্লিখিত গুণ-পদার্থগুলির বিশেষ পরিচয় অগ্রিম গ্রন্থে' যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে। খেত-পীত-নীল প্রভৃতি রূপ সকল এক মাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অর্থাৎ নয়ন বাতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ দেখা যায় না। এই প্রকার মধুর, অম্ল, তিক্ত প্রভৃতি রসকে এক মাত্র রসেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়। গোরু ও অসৌভব অর্থাৎ সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ একমাত্র ব্রাণেন্দ্রিয় (নাসিকা) দ্বারা অনুভূত হয় এবং শীত, উষ্ণ ও অমৃষ্ণাশীত (শীত ও নয় উষ্ণ ও নয়) এই তিন প্রকার স্পর্শের প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, একমাত্র বহির্ভ্রিয় বাতীত স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের কোন উপযোগিতা

নাই। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, ইহার প্রত্যেক এক একটি বহিরিঙ্গিয় হইতে প্রাত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। ইহাদের আরও বিশেষ আছে যে, সূর্য্য-কিরণাদির দ্বারা দ্রব্যের পাক হইলে, রূপাদিরও পার্শ্বকা হয়। অনেক প্রকার আম যখন অপক (কাঁচা) থাকে, তখন তাহার স্নায়ুরূপ, অল্পরস, একবিধ গন্ধ ও কঠিন স্পর্শ থাকে, পরে ঐ আমের স্নায়ু দশায় বর্ণ লাভ হয়, রস সূক্ষ্ম হয়, তখন তাহার স্নায়ুকে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি জন্মে এবং তাহার স্পর্শও সুকোমল হয়। রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ, ইহার প্রত্যেক উদ্ভূত ও অমুদ্ভূত ভেদে দুই প্রকার। স্থূল দ্রব্যে যে সসস্ত রূপাদির প্রত্যক্ষ হয় না, তাহার অমুদ্ভূত এবং তদ্ভিন্নের নাম উদ্ভূত। কোন মৃত্তিকা-নির্মিত পাত্রকে অত্যন্ত উৎপন্ন করিলে, তন্মধ্যে যে বহিরাংশ প্রবেশ করে, সেই বহির রূপ অমুদ্ভূত; চক্ষু দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, অথচ সেই পাত্র মধ্যে গুল্ল বস্ত্র খণ্ডাদি প্রক্ষিপ্ত হইলে, ঐ বস্ত্র খণ্ড তৎক্ষণাৎ দৃশ্য হইতে দেখা যায়। কোন দিন রাত্রি কালেও অসম্ভব গ্রীষ্ম বোধ হইয়া থাকে। ঐ গ্রীষ্মে উষ্ণার রূপ উদ্ভূত নহে, অথচ তাহার উষ্ণ স্পর্শ হইতে শরীরে অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হয়, এমন্য তাহাকে ভেজের অংশ বলিতে হইবে, কিন্তু ইহাতে উদ্ভূত রূপ না থাকায় চক্ষু দ্বারা ইহাকে দেখা যায় না। পাষণে উদ্ভূত রূপ আছে বটে; কিন্তু তাহার রস ও গন্ধ অমুদ্ভূত। ঐ রসের ও গন্ধের সহজতঃ উপলব্ধি হয় না বলিয়া পাষণে যে রস

কিষ্ণাগন্ধ নাই, এমত নহে; কারণ প্রস্তরকে দৃশ্য করিলে, তাহা হইতে পক্ষ নির্গত এবং উষ্ণ ভঙ্গ রসনাসংলগ্ন হইলে, এক প্রকার রসেরও অনুভব হইয়া থাকে। সুবর্ণ এক প্রকার ঠৈক্ষস পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্তিত, উহার উষ্ণ স্পর্শটা অমুদ্ভূত, এ নিমিত্ত সুবর্ণপণ্ড হস্তে গ্রহণ করিলে উষ্ণ বলিয়া বোধ হয় না। এই সকল দৃষ্টান্তে অমুদ্ভূত রূপাদি বৃষ্টিতে হইবে এবং অমুদ্ভূত বাতীত অন্যান্য রূপ প্রকৃতিকে উদ্ভূত বলিয়া বৃষ্টিবারও কোন বাধা নাই। সুত্রে “রূপ রস গন্ধ স্পর্শঃ” এই চারিটা গুণবাচক শব্দে স্বল্প সমাস করিয়া একটা মাত্র বিভক্তি নির্দেশ করিয়াছেন, অথচ “সংখ্যাঃ পরিমাপাতি” ইত্যাদি স্থলে সমাস করা হয় নাই; ইহার উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত প্রকারে রূপ-রস-গন্ধ ও স্পর্শ, এই গুণচতুষ্টয়ের অনেক বিষয়ে সৌমাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন “সংযোগ বিভাগো” “পরতাপরত্বে” “স্বথঃ তৎথে” “ইচ্ছা দ্বৈবো” এই সকল স্থলেও দুই দুইটা গুণবাচক পদে সমাস করা হইয়াছে, কারণ ইহারও দুই দুইটা এক এক শ্রেণীর গুণ। পক্ষিগণ উড়িতে উড়িতে বৃক্ষশাখায় যখন পতিত হয়, তখন পাখীর সন্ধিত বৃক্ষের সংযোগ হয়, আবার পাখী উড়িয়া গেলে অমনি তাহার সহিত বৃক্ষের বিভাগ জন্মে; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, সংযোগ বিভাগ, এই উভয় গুণই চলন-জনিত, সুতরাং এক শ্রেণীস্থ।

জ্যেষ্ঠ স্বরূপ পুরষ ও কনিষ্ঠ স্বরূপ অপরষ, এই উভয়ের প্রতীতির প্রতি কাল

(সমস্ব) কারণ, এবং দূরত্ব রূপ পরত্ব ও নিকটত্ব রূপ অপরত্ব, এই উভয়েরই প্রতীতি দিক্ হইতে জন্মে। সূত্ররাং বৃষ্ণ যাইতেছে যে, পরত্ব ও অপরত্বের প্রতীতিতে কারণগত সাম্য আছে। সূত্র ও হুঃখ, এই উভয়টী সদস্যে কর্ম্ম জনিত অদৃষ্টবিশেষের ফল। তন্মধ্যে সং কার্য্য হইতে সূত্র ও কুকার্য্য হইতে শেখে হুঃখ জন্মে। এই সূত্র ও হুঃখ উভয়ই কর্ম্মজনিত, সূত্ররাং এক জাতীয়। ইচ্ছা ও দ্বেষ, এই দুইটী গুণও এক শ্রেণীর; ইচ্ছা জন্মিলে কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় এবং বিদ্বেষ জন্মিলে তাহাতে নিবৃত্তি হয়। এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই প্রযত্ন পদার্থ, সূত্ররাং প্রযত্নের কারণ বলিয়া “ইচ্ছাশেখো” এই রূপ এক সমাসান্তর্গত করা হইয়াছে।

সূত্রে “প্রযত্নাশ্চ” এইস্থলে যে সমুচ্চ-য়ার্থ চকারের প্রয়োগ আছে, তাহাদ্বারা গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শক্, এই প্রসিদ্ধ সাতটা গুণ পদার্থের সূচনা বুরিতে হইবে। যে পদার্থে কিঞ্চি-ন্ন্যত্র ও ভার থাকে, তাহাতেই গুরুত্ব আছে। এ নিমিত্ত গুরুত্বের ন্যায় লঘুত্ব একটা পৃথক্ গুণ নুহে। গুরুত্ব নামক গুণ পদার্থ অতীন্দ্রিয়, তোলা-মাসা-মণ প্রভৃতি পরি-মাণ হইতে পৃথক্। এই গুরুত্বই পতন রূপ ক্রিয়ার প্রতি কারণ। বায়ুতে কিম্বা বহ্নাদি তেজে গুরুত্ব নাই, পৃথিবী ও জল ইহার আশ্রয়; দ্রবত্ব অর্থাৎ তরলতা গুণ জলে স্বভাবতঃ থাকে, সূত্র প্রভৃতিতে সময়-বিশেষে জন্মে। স্নেহ গুণ থাকিতে বস্তু

সকল স্নিগ্ধ বলিয়া ব্যবহৃত হয়, তৈলাদিতে স্নিগ্ধ গুণের প্রকর্ষতা আছে। সংস্কার তিন প্রকার—ভাবনা, বেগ ও স্থিতি-স্থাপক। ভাল করিয়া কোন বিষয়টী গড়িলে অথবা উপেক্ষা না করিয়া কোন বস্তু দেখিলে বা স্পর্শ করিলে, আশ্রয় যে সংস্কার জন্মে, অর্থাৎ বাহা হইতে সময়ান্তরে সেই অনুভূত বিষয়গুলির স্মরণ জন্মিতে পারে, ঐ সংস্কারের নাম ভাবনা। বেগাখা সংস্কার থাকা প্রযুক্ত ঘটাদি বস্তুর সঞ্চালন হয়। গাচের ডাল কিম্বা বাঁশের অগ্রভাগ নোয়াইয়া ছাড়িয়া দিলে ঐ শাখা কিম্বা বাঁশ পুনর্বার ঐ স্থানে বাঁশ, শাখা প্রভৃতির ঐ সংস্কারকে স্থিতি স্থাপক সংস্কার বলে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুয়ের নাম অদৃষ্ট। সকল সময়ে সদাচরণের কিম্বা অসদাচরণের ফল তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায় না, দীর্ঘকাল পরে পাইতে হয়, এজন্য সংক্রিয়া-জনিত শুভাদৃষ্ট অর্থাৎ ধর্ম্ম এবং কুকার্য্য জনিত দুঃদৃষ্ট অর্থাৎ অধর্ম্ম নামক গুণদ্বয় স্বীকার করিতে হয়। এই গুণদ্বয় হইতে ভবিষ্যতে সূত্র ও হুঃখ জন্মে। শব্দ, ধ্বনি ও বর্ণ ভেদে দ্বিবিধ। মৃদঙ্গাদি হইতে যে শব্দ শুনা যায়, উহার নাম ধ্বজা-শব্দ এবং কণ্ঠ তালু প্রভৃতির আঘাত জনিত কথ প্রভৃতিকে বর্ণাশব্দ শব্দ বলে। জলের তরঙ্গমালায় ন্যায় এক শব্দ হইতে অপর শব্দের উৎপত্তি হওয়াতে শব্দ সকল ক্রমশঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ে উৎপন্ন হইয়া প্রকৃত হয়। কেহ কেহ বলেন, কদম ফুলের কলিকার ন্যায় একটা শব্দ হইতে দুইটী, এবং দুইটীর প্রত্যেক হইতে দুই তিনটী শব্দ জন্মে, তাহাতে ক্রমশঃ চতুর্দিকে বহু শব্দের

উৎপত্তি হওয়ার উহা বহু পুরুষের
কৃত হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীগিরিশঙ্কর তর্কতীর্থ।

গীতार्थ ।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আবশ্যিকতা এবং
ঐতিহাসিক ঘটনা ।

ভারতীয় আৰ্য্যগণ হিমালয়ের উচ্চতম
শিখরস্থ বৈজয়ন্তবাসী সুর বা দেবগণের
বংশোদ্ভূত ; ঐ বৈজয়ন্তবাসী সুরগণ স্মেরু-
বাসী ব্রহ্মের মানস-পুত্র মরীচি, দক্ষ প্রভৃতি
দশ প্রজাপতিগণের সম্ভূতি । প্রকৃতিদেবী,
ক্রমোন্নতির নিয়ম অনুসারে মানবকুল সৃষ্টি
করিয়া, জ্ঞান-বুদ্ধি বিকাশের উপযোগী
স্বভাব রূপে তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া-
ছিলেন । মানবকুলের অতি শৈশবকালে
ঐ কৃতি মাতা স্বয়ং শিক্ষয়িত্রী না হইলে মান-
বের চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে কাল যাপন
করিতে হইত ; মানব জীব-জগতে শ্রেষ্ঠ
হইত না । কিন্তু সমস্ত মানবকুলই যে
প্রথমে প্রকৃতিমাতার জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে
স্বভাবতঃই জ্ঞানরত্ন লাভ করিয়াছিল, এমত
নহে, ততো অনন্ত প্রকৃতির অভ্যন্তরে যে মহ-
ত্ত্ব বা বিশ্বনিয়ামিকা বিরাজিত মানস-শক্তি
অন্তর্নিহিত আছে, সেই বিরাজিত মানস-শক্তির
অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে কোন সম্প্রদায়
বিশেষের মধ্যে অন্ততঃ কতিপয় মানব (দেশ,
কাল, অবস্থা এবং প্রকৃতির অনুকূলতা ও
কঠোরতার সংঘর্ষণে) কিয়ৎ পরিমাণ জ্ঞান-
রত্ন লাভ না করিলে, মানবকুলের প্রথম অন্য

শিক্ষক অভাবে ঐ মানব জাতির চিরকাল
অসত্যবস্থায় কালযাপন করিতে হইত ।
যে কতিপয় আদর্শ মানবে ব্রহ্মের বিশ্ব নিয়ামিকা
মহামানসশক্তির অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার
হইতে জ্ঞানরত্ন সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা-
রাই ব্রহ্মের মানসপুত্র । পুরাণে বর্ণিত
আছে, স্মেরুস্থিত মানসপুত্র—প্রজাপতি
দক্ষের ঔরবে এবং অপর মানসপুত্র মনু-
কন্যা প্রস্থতির গর্ভে বুদ্ধি, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি,
লজ্জা, শাস্তি, সিদ্ধি, কীৰ্ত্তি, প্রীতি, দয়া, ক্ষমা,
নীতি ও সত্য প্রভৃতি চতুর্বিংশতি কন্যার
উৎপত্তি হইয়াছিল তন্মধ্যে ত্রয়োদশটির সহিত
ধর্মের এবং দশটির সহিত দেবাসুরের পিতা-
মহ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের এবং
সতীর সহিত সর্কুমঙ্গলময় শিল্পের বিবাহ
হইয়াছিল ; ঐ সতীই যে দেবাসুরের পিতৃ-
পিতামহগণের সর্কুমঙ্গলালয়া, সর্কার্থ-
সাদিকা, স্মৃতিপূর্ণা সমবেত সংশক্তি,
তাহার আর সন্দেহ নাই । দক্ষ হইতে
সতীর জন্ম স্বাভাবিক, ঐ দক্ষের পতনেই
সতীর পতন । যাহা হউক, দক্ষযজ্ঞে আৰ্য্য-
পিতামহগণ সেই সমবেত সংশক্তি হারাষ্টয়া
দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া নানা দিগ্‌ দেশ
অতিক্রম করতঃ হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গারোহণ
পূর্বক সুরসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন, ঐ সতী
পুনর্বার হিমালয়পর্বতজাতা সেই সুরগণের
দিগন্তব্যাপী প্রভাশালী অপরিমেয় সমবেত
তেজ ও শক্তিরূপে অবতীর্ণা হইয়া অসুর
জয় পূর্বক বিজয় সূচক বৈজয়ন্ত ধাম নিৰ্ম্মাণ
করিয়া দিয়াছিলেন । ঐ বৈজয়ন্তবাসী সম-
বেত আৰ্য্যপিতামহ—সুরগণের মধ্যে বলে
দেব সেনাপতি কার্ত্তিক, বুদ্ধিতে দেবগুরু

বৃহস্পতি, ক্রানে বাগ্‌দেবী সরস্বতী, ধনৈশর্ষণ্য
 স্বয়ং লক্ষ্মী, সিদ্ধিতে গণেশ, তেজস্বর্ষণ্য,
 ধর্ম্মে স্বয়ং ধর্ম্মরাজ, গতিতে পবন এবং সম-
 বেত শক্তিতে স্বয়ং মূর্ত্তিমতী মহাশক্তি
 অসুরনাশিনী দুর্গমনিবারিণী দুর্গা ছিলেন।
 ষাঁদের অস্ত্র নৈছাতিক, যান বিমান, গতি
 বায়ু; ষাঁহাদের উদ্যান নন্দনকানন, সম্পত্তি
 কামঃস্থ, রত্ন পারিজাত, ভাণ্ডারী কুবের
 ছিলেন, যে জাতির প্রত্যেকের শক্তি ও তেজ
 একত্রিত ও মিলিত হইয়া উষ্ণস্পর্শ তেজ
 রাশি-দিগন্তবাপী অলননীল পর্বতের ন্যায়
 দীপ্তমান হইয়াছিল এবং যে জাতির দেহ ও
 মানসোৎপন্নাদিগন্তবাপী প্রভাশালী অশরি-
 মের তেজরাশি মিলিত হইয়া মহা শক্তিরূপে
 আনিভূতা হইয়া ছিলেন, সে জাতির বীরত্ব,
 ঐশ্বর্য্য, একতা, এবং মহাপ্রাণতা কি আশ্চর্য্য-
 জনক! সেই জাতি যদি দেবতা না হইবে,
 তবে দেবতা আর কাহাকে বলা বাইতে
 পারে? সেই দেবকুলের বংশধরগণই স্বর্ষণ্য
 ও চন্দ্র বংশোদ্ভূত নৃপতিবৃন্দ। এ দেব
 কুলের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক উভয় প্রকার
 — ব্যাখ্যা গীতার শ্লোকার্থ ব্যাখ্যার সময় প্রদ-
 শিত হইবে। উপরোক্ত দেবকুলোদ্ভূত আর্ষ্য-
 পিতামহগণ হিমালয় হইতে অবতরণ এবং
 ভারতগর্ভমণ্ড পূর্ব্বক ভারতবাসী অনাৰ্য্য
 রাক্ষস, দৈত্য ও নাগ প্রভৃতি জুর অসভ্য
 বর্ষের জাতিকে জয় এবং তাহাদের মধ্যে
 কতকাংশ বশীভূত ও কতকাংশ বিতাড়িত
 করণান্তর প্রাকৃতিক নিয়মে কর্ম্ম বিচাণ
 এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া ভারতের
 উত্তর ভাগে আর্ষ্যাবর্ত্ত নামে সাম্রাজ্য
 স্থাপন করিয়া ছিলেন। ঐহাদের মধ্যেও

জ্ঞানযোগে মহর্ষি বশিষ্ঠ, কপিল, গৌতম,
 ভরদ্বাজ ও যাজ্ঞবল্ক্য, তন্ত্রযোগে নারদ,
 মাণ্ডিলা প্রমুখ দেবর্ষি ও মহর্ষিবর্গ; কর্ম্ম-
 যোগে বিশ্বামিত্র জনক প্রমুখ রাজর্ষিবর্গ;
 বল, বীৰ্য্যে রঘু প্রমুখ নৃপতিবৃন্দ; কৌর্ন্তিতে
 ভগীরথ প্রমুখ রাজেশ্বরবৃন্দ ছিলেন এবং
 সর্ব্ব সামঞ্জস্যের আধার সুদর্শন-নীতিচক্র-
 ধারী উদার অথচ রক্ষণনীতির পূর্ণ অবতার
 রামচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণাব-
 তারের অব্যবহিত পূর্ব্বক বা সমসাময়িক কালে
 যেকোন কতকগুলি আর্ষ্যী প্রকৃতি নৃপতিবৃন্দের
 অভ্যুদয় হওয়ায়, গৃহবিবাদ, সমাজ-বিপ্লব,
 ধর্ম্মের শ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল,
 রামানন্তারের পূর্ব্বকও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের
 মধ্যে অধিকারঘাটত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও আত্মকলহ
 উপস্থিত হইয়ায় প্রায় ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস হইয়া-
 ছিল, তদন্তে রাক্ষস প্রভৃতির পুনঃ অভ্যুত্থান
 হওয়ার এ অনাৰ্য্য রাক্ষসগণ কতক আর্ষ্য-
 সমাজ ঘোর উৎপীড়িত এবং মূর্খ অবস্থা-
 পর হইয়া ধ্বংসনীতির কবলাগত প্রায়
 হইয়াছিল। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের মধ্যে অধি-
 কার ঘাটত বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রমাণ
 স্বরূপ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে বিবাদ,
 বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির চেষ্টা, বিশ্বা-
 মিত্র কর্তৃক বশিষ্ঠের শত পুত্র নাশ, গায়ত্রীর
 শাপ ও উদ্ধার, নহব রাজা কর্তৃক রণে
 অশ্বের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ যোজন্য ও ব্রাহ্মণের
 মস্তকে পদাঘাত, ব্রাহ্মণের অতিশাপ, রাজর্ষি
 জনক কর্তৃক শাস্ত্রে ব্রাহ্মণগণের পরাজয়,
 বেদের ব্রাহ্মণোক্ত ষাণ্ড-যজ্ঞের পরিবর্ত্তে
 উপনিষদুক্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার, কপিল ঋষি
 কর্তৃক সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের

অশ্বপহরণ, সগর-পুত্রগণ কর্তৃক ঐ কপিল ঋষির অবমাননা, তৎকর্তৃক সগরবংশ ধ্বংস, পরশুরামের মাতৃবধ, পরশুরাম কর্তৃক এক বিংশতি বার ক্ষত্রিয় নাশ ইত্যাদি সামায়গ মহাভারত এবং পুরাণ সমূহের মধ্যে জাজ্জল্যমান রহিয়াছে। পূর্বোক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আদ্যকলহ হইতে ক্ষত্রিয় কুলধ্বংস প্রায় হওয়ার রক্ষণসগণ কর্তৃক আর্ঘ্য-সমাজের শীর্ষস্থানীয় শাস্ত্রপ্রণেতা ও বাবস্তাপক মহর্ষি প্রমুখ সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণ ও সমাজের শাসনকর্তা রক্ষক শস্ত্রপাণি ক্ষত্রিয়গণ উৎপীড়িত এবং তাঁহাদের কর্তব্য কার্যের বিঘ্ন হওয়ার, আর্ঘ্যসমাজ বিশ্ব্ৰম্য এবং জাতীয় জীবন অকালে ধ্বংস নীতির কবলাশ্রিত হইয়াছিল। তাহাতে ঐ কৈশোর আর্ঘ্যসমাজের মনঃপীড়া ও সরল আর্তিনাদ অন্তর-রাজ্য ভেদ করিয়া মহাকারণক্ষেত্রে সর্বজ্ঞান ও সর্বমঙ্গলময়ের বিখনিয়ামিকা শক্তির নিকট পৌছিয়া অকালবোধন দ্বারা সেই মহাশক্তি জাগরিত করিয়াছিল, তাহাতে ঐ আর্ঘ্যসমাজের ঘোরতর পীড়ারূপ মহা শত্রু বিনাশের নিমিত্ত সেই সর্বজ্ঞান ও মঙ্গলময়ের সুদর্শন-নীতি-চক্র স্বয়ং ভিষক্ স্বরূপ অবতীর্ণ হইয়া বহুকাল-ব্যাপী অন্তর্জাতীয় বিবেচনাক ভেদনীতি রূপ প্রাচীন হরধমু ভগ্ন পূর্বক সেই হিমালয়-জাতা সর্বমঙ্গলায়ী সর্বার্থসাধিকা বিখনিয়ামিকা মহাশক্তিসম্ভূতা আর্ঘ্যসমাজের মহা প্রাণদাত্রী সমবেত শক্তিরূপিনী আর্ঘ্যমহালক্ষ্মীর সহিত পুনর্জীবিত হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রক্ষণ-নীতির পূর্ণ অবতার সংস্থাপন, তদনন্তর প্রধান চরিত্র

অনার্য জাতিকে ধ্বংস পূর্বক অবশিষ্ট অনার্য জাতিকে বশীভূত করিয়া আর্ঘ্য-নার্য-শক্তি-সম্মিলনে ভারতভূমিকে এক ছত্র এবং একটা সর্ব প্রধান রাজ্যশক্তি ও ক্ষমতার বশে আনয়ন করিয়া ঋষ্য-রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। *

ভারতে ঐ ঋষ্যরাজ্য বহুকাল অক্ষুণ্ণভাবে ছিল। কিন্তু কাল কখনও নিস্তরু ষীকিতে পারে না; কালের অভ্যন্তরে যে দৈবী ও আত্মীয় শক্তির অলক্ষ্য সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে একতর শক্তিকে পরাজয় করিয়া অন্যতর শক্তি প্রবলা হয়। যেমন বালকের বালা ক্রীড়ার সহিত বলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কৈশোরে বিদ্যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যৌবনে ধন-সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রৌঢ়ে ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও নীতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বৃদ্ধের কেবল বাক্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বতঃই উপস্থিত হয়। সেইরূপ আর্ঘ্যসমাজে শৈশব দেব যুগ হইতে বর্ত্তমান বার্কিক্য কাল পর্য্যন্ত ঐ প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছে। দেবযুগে শৈশব-আর্ঘ্যসমাজে দেবাসুরের যুদ্ধে শক্তি বা বলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, † কৌশোর আর্ঘ্যসমাজে ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়গণের বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত সরল প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইয়াছিল; ‡ উদার

* প্রাচীন কালে অশ্বমেধ যজ্ঞ সর্কোপার রাজ-শক্তির পরিচায়ক; উহাতে সগর দিলিপ প্রভৃতি অকৃতকার্য্য হন; পরে উহা রামকর্তৃক সম্পাদিত হয়।

† দেবযুগে শক্তিই নারিক্য। মার্কণ্ডেয়চরিত্র দ্রষ্টব্য।

‡ আর্ঘ্য জাতির বা আর্ঘ্য সমাজের যৌবনাবস্থাতেই বিষয়-মতি প্রতিদ্বন্দ্বিতাই কৌরব-যুদ্ধ; প্রৌঢ়ে বৃদ্ধের ধর্ম্মনীতির এবং এখন বুদ্ধাবস্থায় কেবল বাক্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছে।

রক্ষণ দীর্ঘতর পূর্ণ অবতার রামচন্দ্র কার্ত্তিক ধর্ম রাজ্য সংস্থাপনের পর ব্রাহ্মণ-কত্রিয়ের মধ্যে জ্ঞানাধিকার ঘটিত ঐতি-
 -বন্দিতা কিম্বা আর্ধ্যানাধ্যেয় মধ্যে বিশেষ
 উল্লেখ যোগ্য বিরোধ বা সংঘর্ষণ উপস্থিত
 হয় নাই। অনাধ্য জাতির শক্তির হ্রাস এবং
 জাহারা আধ্য জাতির অধীন হওয়ার এবং
 ব্রাহ্মণগণ ধনৈশ্বর্যের ঐত্যাশী না হওয়ার,
 যৌবন-উদ্দীপ্ত আধ্যসমাজের উদাসী কত্রিয়
 জাতি ধনৈশ্বর্যাপূর্ণ এবং (ঐ কত্রিয় সমাজ)
 প্রভুত্ব ও যৌবন মদে মত্ত হইয়াছিল। যে
 কালে মনুসম্বোধ—বিশেষতঃ ধনৈশ্বর্য-বল-বীর্ষ্য-
 শাপী সমাজের বহিঃশত্রুর কি ভিন্ন সমা-
 জের সহিত বিরোধ না থাকে, সেই কালে
 সমাজে ঐক্যিক নিয়মে ঐশ্বর্য, ক্রমতা,
 ধন এবং সম্পত্তির গরিমায় আমুরী শক্তি
 প্রবল হইলে, বহিঃশত্রু অতাবে অন্তর্কিরোধ
 প্রবল হইয়া উঠে। রামচন্দ্রের পব স্বর্য্য-
 বংশীয় সম্রাটদিগের ছত্রতলে ও অস্ত্রা-
 নুপত্তিগণের সুশাসনে আধ্যসমাজ নিরীয়ে
 বহুকাল স্ব-সমৃদ্ধি ভোগের পর স্বর্য্যবংশীয়গণ
 রাজশক্তিহীন এবং চন্দ্রবংশীয় রাজগণ
 প্রমল হওয়ার, ভারতবর্ষ বহুতর স্বাধীন খণ্ড-
 রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। যে মহাজাতি
 সর্ব্ব প্রধান একই রাজশক্তি বা শাসন শক্তির
 অধীন একই আইন, একই ধর্ম, একই ভাষা,
 একই শিক্ষা, একই সামাজিক নীতি ও নিয়-
 মেব বশবর্ত্তী হইয়া একত্ব, সুনীতি ও সূনি-
 য়ম সংস্থাপন পূর্ব্বক পরস্পর সৌত্রাজ্যরূপে
 বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতিদ্বারা
 জ্ঞান ও ধন অর্জন পূর্ব্বক বিপুল মহাদেশ
 ভোগ করিতে পারেন, সেই জাতি জগতের

মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি। অতি প্রাচীন কালে
 আধ্যাপিতামহগণ উপরোক্ত মহা নীতির
 অধীনে প্রথমে সাম্রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন।
 যদিও সুবিধার নিমিত্ত সমাজে কর্ম্মবিভাগ,
 বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য
 সংস্থাপিত হইয়াছিল, তথাচ সমবেত আধ্যসমা-
 জের শীর্ষস্থানীয় মহর্ষিগণের কৃত একই ধর্ম্ম
 একই নীতি, একই শাস্ত্র এবং একই আইন ও
 নিয়মের অধীনে অবনত মস্তকে সমগ্র নুপত্তি-
 গণ স্বীয় স্বীয় রাজ্য শাসন ও পালন করিতেন।
 তৎকালে সমগ্র আধ্য জাতির মধ্যে একই
 সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত এবং পরস্পরের মধ্যে
 অন্ন ভোজন ও অনুলোম বিবাহ প্রচলিত
 ছিল। কালক্রমে পূর্ব্ববর্ণিত মত ব্রাহ্মণ কত্রি-
 যের মধ্যে অধিকার ঘটিত বিরোধ উপস্থিত
 হইয়া সমাজ বিশৃঙ্খল হওয়ার, মহারাজ রাম-
 চন্দ্র পূর্ব্বোক্ত বিরোধ শাস্তি ও ভেদনীতি
 দূরীভূত করিয়া, মহর্ষিগণের কৃত ধর্ম্মনীতি
 ও ব্যবস্থার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন রাজশক্তির
 উপরে এক উচ্চতম মহারাজশক্তি সংস্থাপন
 পূর্ব্বক দাক্ষিণাত্য আধ্যাবর্ষের অন্তর্ভূত
 করিয়া, সমগ্র ভারতবর্ষ ঐ মহা শক্তির অধীন
 করতঃ জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন।
 কালক্রমে ভারতবর্ষ পূর্ব্বোক্ত মত বহুখণ্ড
 খণ্ড স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া ঐ খণ্ড খণ্ড
 রাজ্য সমূহের নরপত্তিবৃন্দ লোভ, মোহ, মদ,
 মাংসখোর বশীভূত এবং মীতিমার্গ-ভ্রষ্ট
 হইয়া সিংসানল প্রজ্জ্বলিত করতঃ আধ্য-
 লক্ষ্মীকে দগ্ধ এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার
 মাংস ভক্ষণের নিমিত্ত বিকট গৃধ্র শকুনির
 ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ পূর্ব্বক
 একের জ্ঞান অন্যে কাড়িয়া লইতেছিল ;

তৎকালে মথুরাদিপি কংস পিতাকে রাজ্য-
চ্যুত, ভগ্নী ও ভগ্নিপতিকে কারারুদ্ধ, জাতি-
বর্গ, আত্মীয় স্বজন ও প্রজাবর্গের প্রতি ঘোর
উৎপীড়ন করিয়া, আর্ষালক্ষ্মীকে পদদলন
করিতেছিল, মগধের অধীশ্বর জরাসন্ধ পর
রাজা অনায়-আক্রমণ এবং ভারতের ষড়-
শক্তি নৃপতি বৃন্দকে বগিদান দিবার নিমিত্ত
কারারুদ্ধ করিয়া ভারতমাতা আর্ষালক্ষ্মীর
হস্ত-পদাদি-অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করিতে উদ্যত
হইয়াছিল, চেদীশ্বর পিশুপাল ঈর্ষণাপরতন্ত্র
হইয়া গোপনে শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকা
নগরে অগ্নিপ্রদান এবং দাদবর্গকে বিনা
কারণে হত্যা করিয়া হুন্নীতির পরাকাষ্ঠা
প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; তদভিন্ন ধন ও যৌব-
নোন্মাদে মত্ত হইয়া বামনের চন্দ্রধরার ন্যায়
উদার ধর্মনীতি সংস্থাপক স্থিতি-শক্তির
আধার সুদর্শননীতিচক্রধারী ; শ্রীকৃষ্ণের
ভাবী পত্নী ভীষ্মকরাজহুহিতা ককিণীগীকে
হরণ করিতে উত্তত এবং ঐ উদার ধর্ম-
নীতির অবতার শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঘোর
প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দুর্ঘোষধন
দুঃশাসন প্রভৃতি, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মজুন
প্রভৃতি ভ্রাতৃ বর্গকে বিনাশের চেষ্টা
করিয়া তাহাতে অকৃতকার্য হওয়ার, তাঁহা-
দের প্রাণ্য রাজ্যাপহরণের নিমিত্ত ঘোর-
তর পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া হিংসানল
প্রজ্জ্বলিত করতঃ ভারতমাতা আর্ষালক্ষ্মীকে
ঐ হিংসানলে আহুতি দিতে প্রবৃত্ত হইয়া
ছিল। ব্রাহ্মণগণ উপনিষদ্রুক্ত সামানীতি
ও সার্বজনীন উদার ধর্ম এবং বিষ্ণু প্রীত্যর্থ
বিশ্বভিত্তকর সাঙ্ঘিক যজ্ঞের পরিবর্তে
চেদনীতি, স্বার্থমূলক জীবনঘাতক রাজ-

মিক ও তামসিক যাগ-যজ্ঞ ও কর্ম কাণ্ড
প্রবর্তিত করতঃ জ্ঞান ও কর্মযোগ-ভ্রষ্ট
হইয়া আর্ষা জাতিকে ঘোর পাপ-পক্ষে
নিমজ্জিত করিতেছিলেন ; প্রকৃত পক্ষে-
ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হও-
য়ায়, সাধুদিগের পরিমাণ এবং দুষ্কর্ত্তীদিগের
ধ্বংস পূর্বক ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্ম-
দিশনিয়ামক পূর্ণ জ্ঞান ও মঙ্গলের অব-
তার শ্রীকৃষ্ণ রূপ মঙ্গল, চক্র রূপ সুদর্শন
বা সুনীতি, গদারূপ দণ্ড বা শাসন এবং
পদ্মরূপ শক্তির সহিত অবতারণ হইয়াছিলেন ।
বিশ্বে, সংসার-বন্ধনের চারিটা রজ্জু যথা—
সন্তানের স্নেহ, পতি বা পত্নী প্রেম, বন্ধুপ্রীতি,
পিতৃ বা মাতৃ ভক্তি ; এই স্নেহ, প্রেম, প্রীতি ও
ভক্তি নিঃস্বার্থ, উদার ও বিশ্ববাসী হইলে
বিশ্বের বন্ধন অতিক্রম করিয়া বিশ্বেশ্বরের
চরণ বন্দন করা যাইতে পারে। যাহার
গৃহই বিশ্ব, যাহার বিশ্বের প্রত্যেক ভূতে
যথাক্রমে নিঃস্বার্থ সন্তানস্নেহ, পতি বা পত্নী-
প্রেম, বন্ধুপ্রীতি, পিতৃ বা মাতৃ ভক্তি বিস্তৃত
হয়, সেই জীমূক্ত পুরুষ বা স্ত্রী বিশ্বেশ্বরে লীন
হয়েন । আবার মিনি, স্ত্রী পুরুষ-নির্কিলেশে
সাধারণ জনগণের অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ পুত্র-
স্নেহ, পতি বা পত্নী-প্রেম, বন্ধুপ্রীতি, পিতৃ
বা মাতৃভক্তি সমভাবে প্রাপ্ত হইন, তিনি
স্বয়ং বিশ্বেশ্বর স্বরূপে বিশ্বে লীন হন । শ্রীকৃষ্ণ
কৈশোর কালে গোপ ও গোপিনীদিগের
নিকট অকৃত্রিম পুত্রস্নেহ, পিতৃভক্তি, নিঃস্বার্থ
পতিপ্রেম, বন্ধুপ্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,
তিনি ঐ কৈশোর কালে পুতনা ও বকাসুত
প্রভৃতি বিনাশ; কালীয় নাগ দমন প্রভৃতি
গোকুলের কয়েকটা জন্মকৃত নাশ করিয়া

বন্দাবনে ছিন্নপ্রচলিত সকাম হিন্দু যজ্ঞের পরিবর্তে গোবর্ধন ধারণরূপ সাধারণের হিতকর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া উদার নীতির গোষণ ও নিকাম কর্মের প্রথম প্রবর্তন করেন। যৌবনে কর্মক্ষেত্রে পদার্পণ মাত্রেই নিঃস্বার্থে সাধারণের হিতার্থে দেশের কণ্টক স্বরূপ কংসরাজকে ধ্বংস পূর্বক তাঁহার পিতা উগ্রসেনকে পুনঃ রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া ব্রজ ও মথুরাবাসী জনগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তদনন্তর মৃত কংসরাজের শ্বশুর ভারতের প্রবল পরাক্রান্ত মগধরাজ জরাসন্ধ কর্তৃক মথুরা বারম্বার আক্রমিত হওয়ায় এবং যাদব সৈন্যাপেক্ষা জরাসন্ধের সৈন্য শতগুণ বিধায়, বিশেষতঃ মথুরার দুর্গ উত্তম-রূপে সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় না থাকা প্রযুক্ত জরাসন্ধের আক্রমণ হইতে প্রকৃত, ভোজ, বিষ্ণি ও যদুকুল এবং সাধারণ প্রজাবর্গকে রক্ষা, জীব-হত্যা ও সৈন্যক্ষয় নিবারণ এবং আত্মবল সংরক্ষণ ইত্যাদি জন্য পশ্চিম ভারতে গিন্দুতীরে রৈবতক পর্বতমালা-বেষ্টিত শক্রগণের অনধিগম্য দুর্গে দ্য ও দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং সৌধ-মালা-পরিশোভিত দ্বারকা নামী মহানগরী নির্মাণ পূর্বক সপ্রজ্ঞা অক্ষু-ভোজ-বিষ্ণি ও যদুকুল সহিত তথায় যাদব রাজ্য সংস্থাপন করণান্তর ৩৬দ ও রক্ষণনীতির পরিবর্তে উদার সাম্য নীতির প্রবর্তন, খণ্ড রাজ্যের পরিবর্তে অদ্বিতীয় অখণ্ড মহানু ধর্মরাজ্য সংস্থাপন এবং বেদোক্ত সকাম যাগ-যজ্ঞ ও কর্ম কাণ্ডের পরিবর্তে অনাসক্তভাবে নিকাম কর্তব্য কর্ম ও বিষ্ণু-প্রীত্যার্থে বিশ্ব-হিতকর যজ্ঞ প্রবর্তন এবং স্বাম্য ও উদার নীতিক বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার বাহাতে হয়, তৎ-

পক্ষে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। উপ-রোক্ত মহৎ কার্য সম্পাদন করিতে হইলে, জ্ঞান এবং বাহুবল, উভয়ই আবশ্যিক, এই জন্ত বাহুবলের সহায় নীতি-ধর্মপরায়ণ পাণ্ডব-গণকে অবলম্বন করিয়া উপরোক্ত গুরু কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। মহাভার-তের আদিপর্ব হইতে উদ্যোগ পর্ব পর্য্যন্ত পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রমাণিত হইবে যে, বিনা যুদ্ধে বা বিনা রক্তপাতে কৌশলে উপরোক্ত গুরু কার্যগুলি সম্পন্ন করা তাঁহার একান্ত অভিপ্রেত ছিল। পঞ্চাল নগরে দ্রুপদ রাজকন্যা দ্রৌপদীর বিবাহের সভায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। যখন সমবেত রাজগণ লক্ষ্যভেদী ছদ্ম-বেশী ব্রাহ্মণের উদ্ধত বাক্যে ক্রোধান্বিত হইয়া ঐ ব্রাহ্মণকে শাস্তি দিতে এবং দ্রৌপদীকে বল পূর্বক হরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তখন শ্রীকৃষ্ণ উক্ত রাজ-গণকে কতিপয় নীতিগর্ভ বাক্যদ্বারা ঐ অছায় যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করেন এবং ঐ স্থানেই রাজগণ কর্তৃক কৃষ্ণের বীরত্ব ও গৌরব স্মৃতি হইয়াছে এবং দরিদ্র বিপন্ন পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁহার করুণা ও সদ্ব্যবহারদ্বারা যথোপযুক্ত সমদৃষ্টি ও কর্তব্যপরায়ণতা লক্ষিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ঐ বিবাহ-সভায় পাণ্ডবগণের নীতিধর্মপরায়ণতা, বীরত্ব ও কৌশল ইত্যাদি দৃষ্টি করিয়া, উঁহারাই যে তাঁহার অভীপ্সিত গুরু কার্য সম্পাদন করি-বার ভাবী আশার একমাত্র অবলম্বন, ইহা যে তিনি তৎকালেই স্থির করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তী কাণ্ডদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ঐ সভায় পর্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

ঐ ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণরূপধারী পাণ্ডবগণ প্রথম প্রকাশিত হন, তদনন্তর ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বৃষিতে পারায়, ঐ ভীষ্ম দ্রোণ ও বিদুরের পরামর্শানুযায়ী ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে হস্তিনায় আহ্বান করেন; ঐ ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে কেবল শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শেই পাণ্ডবগণ হস্তিনা গমনে স্বীকৃত হইলে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ক্রপদ প্রভৃতির সহিত পাণ্ডবগণের সমভ-ব্যাহারে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় গমন করেন এবং ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক পাণ্ডবগণকে যে অন্ধ রাজা প্রদত্ত এবং ইন্দ্রপ্রস্থে তাহাদিগের রাজধানী নির্ণীত হইয়াছিল, তাহার প্রধান নেতা শ্রীকৃষ্ণ। ঐ ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবগণের রাজধানী সংস্থাপনের পর অর্জুনের সহযোগে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটবর্তী নিবিড় শুবহং খাণ্ডবারণ্য দহন এবং তথাকার অসভ্য-বহু-অনার্য্য ক্রুর সর্পের আয় তক্ষক অখালন প্রভৃতি নাগ ও দানবগণকে বিতাড়িত এবং শিল্পী ময় নামক দানব প্রমুখ কতকংশকে বশীভূত করিয়া তদ্বারা কারুকাৰ্য্য খচিত ও অতি উৎকৃষ্ট মৌখ মালা পরিশোভিত মহানগরী নিৰ্ম্মাণ ও শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির বিস্তার পূৰ্ণক পাণ্ডবগণের সৌরাজ্য বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ঐ খাণ্ড্য দাহনের পূর্বে জ্যেষ্ঠ বলরাম প্রমুখ ষাটবগণের বিরুদ্ধমত সত্ত্বেও অতি স্নেহ-শলে সর্বসম্মতিমতে স্বীয় ভগ্নী সুভদ্রাকে অর্জুনের সহিত বিবাহ দিয়া পাণ্ডবগণের সহিত অধিকতর গাঢ় বন্ধুত্ব সংস্থাপন কর-নান্তর সগগ্ৰ পৃথিবীতে একই রাজনীতি, সমাজনীতি এবং উদার ধর্ম বা সামানীতি প্রচারার্থে ভারতের নৃপতি সমূহের এবং ভার-

তের চতুর্দ্দিগস্থ অস্ত্রান্ত্র দেশ : ৩ মহাদেশ সমূহের রাজত্ববর্গের উপর সন্মোপরি একটি উদার নৈতিক সাম্রাজ্য বা ধর্ম রাজ্য সংস্থাপন পূৰ্ণক ধর্মরাজ সুবিধিতিকে এই সাম্রাজ্যের অনীশ্বর বা রাজরাজেশ্বর করিবার নিমিত্ত ঐ সুবিধিতদ্বারা রাজস্ব যজ্ঞের সূচনা করিয়া ছিলেন, কিন্তু তৎকালে ভারতবর্ষে হস্তিনা-পেঞ্চা মগধের অধর্ম্মাজিত প্রদান উচ্চতর রাজশক্তি শনৈঃ শনৈঃ সংস্থাপিত এবং মগধে-থর অস্ত্রায়রূপে ভারতের একাধিপতি সম্রাটের স্থায় হওয়ার পূর্বোক্ত সুবিধিতের সম্রাজ্য সংস্থাপন সূচক রাজস্ব যজ্ঞের প্রধান অস্ত্র-রার ঐ মগধেশ্বর জুরামদ্য ছিলেন। তিনি ভারতের ষড়শিতি নৃপতিকে বলিদান করি-বার নিমিত্ত কারারুদ্ধ ও অধিকংশ নৃপতি-বর্গকে রাজচ্যুত করিয়া ভারতে একাধি-পতনে প্রস্থপনে চেষ্টিত ছিলেন; এতএব দেবেমণ্ডকটক স্বরূপ জরামদ্যকে ধর্ম বা পরাশ্রয় ব্যতীত পূর্বোক্ত ধর্মরাজ্য সংস্থাপন যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, কৃষ্ণ তাহা নিলক্ষণ বঝিয়া-ছিলেন এবং ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, সমবেত পাণ্ডব ও যাদব সৈন্য কর্তৃক মগধেশ্বর জরাম-দ্যের রাজধানী গিরিব্রজপুর আক্রমণ করিবার তাহার রাজ্য জয় করা সুদূরপর্য্যন্ত, এই জন্ত স্নেহশীলী ও সুদর্শন-নীতিচক্রপারী মহাসহায়াময় শ্রীকৃষ্ণ বিনা সৈন্যক্রমে একটি সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়া-ছিলেন। তৎকালে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে একটি দ্বৈত-যুদ্ধ প্রচলিত ছিল। তুলা বলশালী কোন ক্ষত্রিয় কোন ক্ষত্রিয় বীর পুরুষকে দ্বৈত যুদ্ধে অহ্বান করিলে, কখনও প্রত্যা-খ্যান করা হইত না। শ্রীকৃষ্ণ অনেক চিন্তায়

পর কেবলু মাত্র ভীমার্জুনের সহিত স্বয়ং
ব্রাহ্মণ বেশে অতি ছুরারোহ পর্বতমালা-
পরিবেষ্টিত মগধের রাজধানীতে প্রবেশ
পূর্বক তাঁহার সম্মুখীন হইয়া উদার নীতি
অবলম্বন পূর্বক আশ্রয়পরিচয় প্রদান করিয়া-
ছিলেন। তদনন্তর তাঁহার দৌরাত্ন্যে রাজ-
গণের অন্ত্রায় কারাবরোধ ও তাঁহাদিগকে
ধ্বংসের কল্পনা ইত্যাদি কুটিল নীতি সন্দ্বীপ
মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সংসাহসের পরিচয়
প্রদান পূর্বক তাঁহাকে তিন জনের মধ্যে
বন্দিচ্ছামত এক জনের সহিত বৈরথ যুদ্ধে
আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহাতে জরাসন্ধ
ভীমের সহিত যুদ্ধ করিব্যুর ইচ্ছা প্রকাশ
করায়, ঐ ভীম ও জরাসন্ধের মধ্যে ক্রমাগত
চতুর্দশ দিবস বৈরথ যুদ্ধ হয়। ঐ চতুর্দশ দিব-
সের যুদ্ধে জরাসন্ধ পীড়মান হইলে, উদার-
নীতিতে মহিমাময় শ্রীকৃষ্ণ ভীমের সাতা
করিতে নিষেধ করেন। ঐ যুদ্ধে জরাসন্ধ
কর্তৃক হত হওয়ার, প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ কার্যকর
নৃপতিগণকে মুক্ত করিয়া দিয়া, মহারাজ
যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয় যজ্ঞে তাঁহাদিগকে নিম-
ন্ত্রণ করিলেন। তদনন্তর জরাসন্ধ-পুত্র সহ-
দেবকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া পূর্বোক্ত
বিপন্ন রাজগণকে উদ্ধার এবং বিনা সৈন্ত-
স্বয়ে ধর্মরাজ্য সংস্থাপন হৃৎক রাজস্বয়
যজ্ঞের প্রধান অন্তরায় দূরীভূত করিলেন।
তৎপরে, অর্জুন, ভীম, নকুল ও সহদেব দ্বারা
উত্তরে উত্তরকুরুবর্ষ (বর্তমান রসিয়ার
উত্তর ভাগ) পূর্বে চীন রাজ্য, দক্ষিণে মধ্য
দ্বীপ, পশ্চিমে শাকদ্বীপ (তুরক, আরব, পারস্য)
পর্ষ্যন্ত অর্থাৎ তৎকালের পৃথিবীর সমস্ত
মানব, গন্ধর্ব, দানব, যক্ষ ও রক্ষ-রাজ্য

দিগ্বিজয়* করিয়া রাজস্বয় যজ্ঞানুষ্ঠান
করিয়াছিলেন। ঐ রাজস্বয় যজ্ঞে ইন্দ্রপ্রস্থের
রাজধানীতে সমগ্র নৃপতিবৃন্দ আহুত এবং
মহাসভা সমিতি হইলে, ঐ সভায় মহারাজ
যুধিষ্ঠিরের পিতামহাগ্রজ সর্বশাস্ত্র ও শস্ত্র-
বিশারদ মহাজ্ঞানী সর্কপ্রাচীন ভীষ্মদেবের
প্রস্তাবানুসারে মহামহিমাময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণকে
অর্থাৎ প্রদত্ত হওয়ার, কৃষ্ণবিষয়ে চৌদ্বীপ
শিশুপাল তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ অর্ধের
স্বল্পযুক্ত বলিয়া বারম্বার তাঁহাকে বহু নিন্দা
এবং প্রাচীন স্মারধর্মপরায়ণ মহাবীর
ভীষ্মকে বহু তিরস্কার ও অপমান হৃৎক বাক্য
প্রয়োগ করিয়াছিলেন; তৎসঙ্গে ও মহানীতিতে
ক্ষমাশীল শ্রীকৃষ্ণ নিতকভাবে পরম শত্রু শিশু-
পালকে বারম্বার ক্ষমা করিয়াছিলেন। পরে
যখন ঐ শিশুপাল এককন্ঠি ছর্য়াতিপরায়ণ
নৃপতির সহিত এক যোগে সভায় অন্তান্ত
নৃপতিগণকে উত্তেজিত করিয়া ধর্মরাজ যুধি-
ষ্ঠিরের যজ্ঞ ভঙ্গের চড়য়র এবং তাঁহার ধর্ম-
রাজ্য সংস্থাপনের প্রতিবন্ধক জন্মাইতে
উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন শিশুপালকে ধ্বংস
ব্যতীত উপস্থিত মহাবজ্ঞ সম্পাদনের উপায়-
স্বরূপ না থাকায় এবং শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে
সর্ব সমক্ষে বৈরথ-যুদ্ধে আহ্বান করায়,
কর্তব্যপরায়ণ মহানীতিতে সর্বশক্তিমান
শ্রীকৃষ্ণ অনন্তোপায় হইয়া অগস্ত্যা সমুখ-যুদ্ধে

* মহাভারতের সভাপর্বে অর্জুনের উত্তর দিগ্ব-
বিজয়ে কিম্পূর্ব বর্ষে (তিব্বৎ ও তাতারে) কিম্পূ-
র্ব, যক্ষ ও গন্ধর্বের সহিত, হরিবর্ষ ও উত্তর কুরু-
বর্ষে (সাইবেরিয়া—রসিয়া) দৈত্য গন্ধর্বের সহিত,
অন্তান্ত দিগ্বিজয়ে কিরাত, দানব, রক্ষ প্রভৃতির
সহিত যুদ্ধ জয়ের বর্ণনা আছে।

শিশুপালকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।
 ঠৈররথ্য যুদ্ধে† শিশুপাল নিহত হইলে,
 শ্রীকৃষ্ণের স্নকোশলে উত্তাল তরঙ্গময় যযুজ-
 বৎ উত্তেজিত ও কোভিত নৃপতিবৃন্দ শাশ্বে
 হস্তায়, রাজস্বয় যজ্ঞ নির্কিয়ে সম্পাদিত হই-
 রাছিল এবং তাঁহার অভিলষিত সর্কোপরি
 লগাগরা উচ্চতম রাজশক্তি বা ধর্মরাজ্য
 সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু অধর্মের ভিত্তি-
 উৎপাতিননা হইলে যে তদুপরি ধর্মাত্মিকী
 কখনই স্থির থাকিতে পারে না, তাহা ঐ
 সাম্রাজ্য সংস্থাপনের কিছু পরেই উৎকৃষ্টরূপে
 প্রমাণিত হইয়াছিল। ঐ রাজস্বয়যজ্ঞ
 সম্পাদন এবং সাম্রাজ্য সংস্থাপনের পর শ্রীকৃষ্ণ
 স্বর্গে প্রস্থান করিলে, দ্যুতক্রীড়ার অছিলার
 পাকুনি, কর্ণ ও দুর্গোধন প্রভৃতি, কূটচক্র,
 প্রবন্ধনা ও কোশলে মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রমুখ
 গুরু পাণ্ডবের নির্কাসন, সাম্রাজ্যী দ্রোণদীর
 অপমান এবং নবস্থাপিত ধর্মরাজ্য ছারখার
 করিয়াছিল। যদিও সম্রাট যুধিষ্ঠিরের
 সাম্রাজ্য দুর্গোধনের হস্ত-গত হইয়াছিল, কিন্তু
 কীমার্জুন প্রভৃতি কর্তৃক ধর্মরাজ্য যুধিষ্ঠিরের
 দিগ্-বিজিত রাজ্যের সমগ্র নৃপতিবৃন্দ দুর্গো-
 ধনকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করে নাই।
 তদন্তির যুধিষ্ঠিরের ধর্মরাজ্য দুর্গোধনের
 হস্তে পাপরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। ধর্মরাজ্য
 যুধিষ্ঠিরের নির্কাসন কালে দুর্গোধন স্থানে
 স্থানে পরাজিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন ;
 এমন কি, ঐ নির্কাসিত পাণ্ডবগণের সাহায্য
 লা পাইলে, সপরিবারে পক্ষহস্তে বন্দী এবং

ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেন। পূর্কোক্ত প্রবন্ধনা মূলে
 ঐ শঙ্খ পাণ্ডবকে নির্কাসন এবং ধর্মরাজ্য
 ধ্বংস করিয়াও দুর্গোধন কাস্ত হন নাই; বন-
 বাস কালেও তাঁহাদিগের ধ্বংসের নিমিত্ত
 নানাপ্রকার কূট জাগ বিস্তার করিয়া
 ছিলেন। তদন্তির পরন্যাপহরণে প্রবৃত্ত হইয়া
 সংস্থাপিত বিরাটের পোখন হরণের নিমিত্ত
 মদৈস্ত্রে মৎস্ত দেশ আক্রমণ করিয়া ঐ চন্দ্রাবেশী
 মহারথী অর্জুনের নিকট পরাজিত হইয়া
 তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন ; তদন্তর
 নির্কাসনান্তে অসহায় পাণ্ডবগণ সংস্থাপিত
 বিরাটের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন
 পূর্কক তপার শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ বানব ও ক্রপদ
 পঞ্চালধনকে আহ্বান করিয়া পুনঃ রাজ্য
 প্রাপ্তির নিমিত্ত সন্মবেত বাহব, শাকাল ও
 বিরাট প্রভৃতি বন্ধুবর্গের মতামুযায়ী কর্তব্যাব-
 ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ সমবেত
 সভামণ্ডলীর মধ্যে বানবশ্রেষ্ঠ বলদেব,
 দুর্গোধনের সহিত সন্ধির অভিপ্রায় প্রকাশ
 করায়, সাত্যকি ক্রপদ প্রভৃতি অধিকাংশ
 সভামণ্ডলী বলদেবের প্রস্তাব অগ্রাহ
 করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত সৈন্ত সংগ্রহ এবং
 সাহায্যার্থে ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের নিকট
 দূত প্রেরণ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন ;
 তখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ; উপরোক্ত ঐচ্ছন মতের
 সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পাণ্ডবদিগকে অর্ধ
 রাজ্য পরিত্যাগ করিতে এবং তদ্রূপ প্রস্তাবে
 সন্ধির নিমিত্ত দুর্গোধনে নিকট উপবৃক্ত
 দূত প্রেরণ করিতে উপদেশ দেন। যদি তদ্রূপ
 সন্ধি দুর্গোধন স্বীকার না করেন, তদন্তর
 অস্ত্রাশ্রয় নৃপতির, নিকট যুদ্ধের সাহায্যার্থে দূত
 প্রেরণ করিতেও সম্মতি প্রদান করবেন।

† যুদ্ধকালে দুর্গধনচক্র ধরণ বা আহ্বানের-ও
 তদ্ব্যবস্থা শিশুপালকে বধ করিলেদের পূর্ব রহস্য কর্তন
 নিপদ হইবে।

কিন্তু নিজে কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া
 যুদ্ধ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া-
 ছিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে
 যে, নিতান্ত নিকপায় বাতীত লোকক্ষয়কর
 যুদ্ধ তাঁহাদের নিতান্ত অনভিপ্রেত ছিল। বাহা
 হটক, তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, নীতিজ্ঞ এবং পরিণাম-
 দর্শী আদর্শ পুরুষ ছিলেন; তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি
 ভবিষ্যতের যশস্বিনী-অস্তুরালে অদৃষ্টের গভীর
 অন্ধকার ভেদ করিতে সক্ষম ছিল, এই জ্ঞা-
 ন্তিনি তাগ স্বীকার করিয়া সন্ধির নিমিত্ত
 একান্ত ইচ্ছুক এবং চেষ্টিত হইলেও, যুদ্ধের
 উদ্যোগ এবং সৈন্য সংগ্রহের উপদেশ দিতে
 ক্ষান্ত হন নাই। পক্ষান্তরে, যাহাতে যুদ্ধ না
 হইয়া সন্ধি হয়, তজ্জ্ঞ কর্তব্যস্থানেও হিন্দু-
 মাত্র কেউ করেন নাই। দুর্যোধন পুরোক্ত
 সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার পর উভয় পক্ষ
 তাঁহার নিমিত্ত যুদ্ধের সাহায্য প্রার্থনা করায়,
 তিনি উভয়ের প্রতি সমদৃষ্টিমান হইয়া, কোন
 পক্ষকে প্রত্যাখ্যান করেন নাই। তিনি দুর্যো-
 ধনের প্রার্থনা সত তাঁহাকে নিজের দশ সহস্র
 নারায়ণী সৈন্য প্রদান করিয়া ছিলেন এবং
 অর্জুনের প্রার্থনামত পাণ্ডবপক্ষে সয়ং নিরস্ত-
 যুক্ত হইয়াছিলেন। উভয় পক্ষের যুদ্ধের সমস্ত
 আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পর সন্ধির জ্ঞা-
 সয়ং স্তম্ভিত-মনে ইষ্ট দেবার্চনা ও সন্ধ্যা-
 বন্দনাদি সমাপনপূর্বক সাত্যকি প্রমুখ কতি-
 পয় সেনাপতি ও যাদব সৈন্য পরিবেষ্টিত
 হইয়া অতি উৎকৃষ্ট বেগগামী অশ্বযুক্ত গরুড়-
 ধ্বজস্বরে আরোহণ করিয়া কুরু-সভায় গমন
 করিয়াছিলেন; এবং সন্ধির প্রস্তাব করিয়া
 সমর্থনার্থে সর্বহিতকর অস্বুক্তিপূর্ণ নীতি-
 গর্ভ ও জয়ী বক্তৃতাদ্বারা অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র-

প্রমুখ সভাসদবর্গকে মোহিত করায়, তাঁহার
 জায়সমস্ত নীতিপূর্ণ যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবে
 সম্মত হইয়াছিলেন। তাহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ,
 বিহর, এমনকি সয়ং ধৃতরাষ্ট্র পর্য্যন্ত এক
 বাক্যে দুর্যোধনকে সন্ধির জ্ঞা অমুরোধ
 করায় দুর্যোধন ঐ সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য
 করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করিবার জ্ঞা গোপনে
 নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। ঐ ষড়-
 যন্ত্র কৃষ্ণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিকট গোপন না
 থাকায়, তিনি সর্বজন সমক্ষে ঐ ঘণাকর
 ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়া, ঐ ষড়যন্ত্রের একজন
 প্রধান নেতা কর্ণের হস্ত ধারণপূর্বক সভা-
 গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। কর্ণও মন্ত্রমুগ্ধের
 জায় তাঁহার সহিত গমন করিলেন। এই সভা
 হইতে গাত্রোথান করিবার সময় দুর্যোধনের
 সাধা থাকে, আমাকে বন্দী করুক ঘণাবাজক
 স্বরে এই কথা বলিয়া সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত
 হইয়া রথারোহণ পূর্বক কতিপয় গুপ্ত বিষয়
 কর্ণকে জানাইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান
 করিয়া প্রস্থান করিলেন। কণ্ডিত: শ্রীকৃষ্ণ
 সন্ধির নিমিত্ত যতদূর সম্ভব, চেষ্টা করিয়া-
 ছিলেন। নররক্তে বসুন্ধরাকে বিধৌত করিতে
 তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। একান্ত অনন্তোপায়
 হইয়া সাধুগণের পরিত্রাণ ও অধর্ম্মের মূলা-
 ক্ষেদ পূর্বক ধর্ম্মরাজ্য পুনঃস্থাপন
 করিবার নিমিত্তই পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধে
 অমুদান দান করিয়াছিলেন। যুদ্ধ,
 বীণ্ড্রীষ্ট ও গৌরাস্ত্র দেব বেক্রম জ্ঞান, তক্তি
 ও প্রেম বিস্তারদ্বারা সমাজকে পাপপঙ্ক
 হইতে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন,
 শ্রীকৃষ্ণের সময়ে সাময়িক তেজস্বী মদমত
 উদ্ধত কত্রিয়সমাজকে তজ্জপ উদ্ধার করার

লক্ষ্য ছিল না। সর্বপ্রকার রোগে এক ঔষধ
 ঔরোজা হয়না। রোগের অবস্থানসারেই তির
 তির ঔষধের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। রাজ-
 পুত্র বৃদ্ধদেব রাজসিংহাসন ও পার্থিব স্বর্গ-
 সম্পদ পরিভাগপূর্বক ভাগবীকারের
 অসমস্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন না করিলে, সিংহা-
 সনেধপবিষ্ট হইয়া শত শত উপদেশ বা শত
 যুদ্ধ জয়ধারা “অহিংসা পরম ধর্ম” এই
 সূত্রীতি বলে কদাচ সমাজে ধর্ম প্রচার করিতে
 পারিতেন না। পক্ষান্তরে, কুরু-পাণ্ডবের
 যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন জাতি-হিংসা-বিমুখ হইয়া
 শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাজ্য সম্পদ পরিভাগ
 পূর্বক কোপীনধারী হইলে, কদাচ সাধুগণের
 পরিভাগ, অধর্ম দূরীভূত এবং ধর্ম-রাজ্য
 সংস্থাপিত হইত না, অথবা ঐ অধর্মের নেতা
 বিপুল ক্ষমতালালী, উদ্ধত, মদমত্ত, কামী ও
 স্বার্থিক ধার্ত্তবাহুগণের ধ্বংস বিনা স্বরং
 শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধের জ্ঞান কোপীনধারী সন্ন্যাসী
 হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেও লোক-হিত-
 কর নিষ্কার্যৈব ধর্ম প্রচার করিতে কখনই
 সক্ষম হইতেন না। শত বর্ষ পূর্বে ইউরোপে
 সাম্যবাদ প্রচারার্থ নেপলিয়ন বোনাপার্ট
 যুদ্ধের সময়ক্রে প্রাবিত করিয়াও কৃতকার্য
 হইতে পারেন নাই। তৎকালে তাহার করিত
 সাম্যবাদ সমরোচিত না হওয়ার, তিনি ইউ-
 রোপীয় সমাজে অশান্তি আনয়ন পূর্বক
 পরিণেবে স্বরং বিধ্বস্ত হইরাছিলেন। আজ
 সেই সাম্যবাদ ইউরোপে বিনা চেষ্টা ও
 যত্নে স্বতাব্য শঠনঃ শঠনঃ বিলুপ্ত ও শান্তির
 কারণ হইয়া উঠিতেছে।

অপং বিবর্তন-নীতির মধ্য দিয়া শঠনঃ
 শঠনঃ উন্নতির পথে প্রাধাবিত হইতেছে সভ্য,

কিন্তু ইহার মধ্যে শত শত উখাঙ্ক ও পতন
 আছে। ঐ উখান পতনের অধীনতার জগৎ
 মণ্ডলাকারে নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে ঘুরিতে
 ঘুরিতে ক্রমে কেন্দ্রাতিমুখী হইতেছে। মধ্যে
 মধ্যে যখন কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি কর্তৃত্ব পব-
 ত্রষ্টঃ হয়, তখন পুনর্বার কেন্দ্রাতিমুখি
 শক্তির সাহায্য বাতীত নির্দিষ্ট বৃত্তে পৌহ-
 ছিতে পারে না। ঐ উত্তর শক্তির সংগ্রাম-
 কালে যে কত প্রকারঃ ঘূর্ণাবর্ত্ত উৎপন্ন হয়,
 তাহা কে বলিতে পারে? এবং ঐ ঘূর্ণাবর্ত্ত
 হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত পূর্বোক্ত কৈবল্য
 শক্তির যে কত প্রকারের কার্যে
 প্রস্তুত হয়, তাহাইবা কে নির্দেশ
 করিতে পারে?

রোগী বিশেষে এবং রোগীর অবস্থান-
 সারে কোন স্থলে উগ্র বিধ প্রয়োগদ্বারা
 রোগী তৎক্ষণাৎ নিরাময় হয়, আবার কোন
 স্থলে ঐ বিধ প্রয়োগদ্বারা আশু রোগী নিরাময়
 হয় না বটে, বরং রোগের তির উপসর্গ উপ-
 হিত হইয়া, রোগীকে ধোর কঠে নিপতিত
 করে, ক্রমে দ্বিগু ঔষধদ্বারা বা ঔষধ বিনা
 শঠনঃ শঠনঃ রোগী উপশম পায়; এরূপ স্থলে
 বিধ প্রয়োগ আশু অপকারক হইলেও,
 রোগীর জীবন রক্ষার যে অমোঘ উপায়,
 তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐ স্থলে বিধ
 প্রয়োগের পরিবর্ত্তে দ্বিগু ঔষধদ্বারা কখনই
 রোগের উপশম হয়না; রোগী নিশ্চরই মৃত্যু-
 গ্রাসে পতিত হয়। পক্ষান্তরে, রোগের অবস্থান-
 বিশেষে দ্বিগু ঔষধদ্বারাই রোগী নিরাময়
 হইয়া থাকে। বিধ প্রয়োগের আবশ্যকতা হয়
 না; বরং ঐ অবস্থার বিধ প্রয়োগই রোগীর
 রক্ষার কারণ হয়।

অতএব কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের উদ্যোগের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ বহুতর মিত্র সুখসেবা ও ঔষধ প্রয়োগদ্বারা রোগ শান্তি করিতে অপারক হইয়াই অবশেষে বিষ্ণু প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ! কিন্তু আগ্নেয় সময়ে অর্জুন ঐ বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ভুক্তের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক নিদান এবং ঔষধের ব্যবস্থাস্বরূপ জগৎপূজ্য ভগবদ্গীতা প্রকাশ করিয়া জগতের ঐ ত্রিবিধ ভব-রোগ-মুক্তির উপায় করিয়াছিলেন। উপরোক্ত ভারত-যুদ্ধে ভারতের সমগ্র নৃপতিবর্গ কেহ ধার্ত্ত্য-রাষ্ট্র ও কেহ পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যে সমাবেত হওয়ার পর ধার্ত্ত্যরাষ্ট্র পক্ষে ভীষ্ম এবং পাণ্ডব পক্ষে অর্জুন সেনাপতি-পদে বরিত হইলেন। পূর্বেই কথিত হইয়াছে, লোক-করকর যুৎ শ্রীকৃষ্ণের নিতান্ত অনভিপ্রেত ছিল; অনন্তোপায় হইয়া যুদ্ধে অমুমোদন করিলেও, স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া নিষ্ঠুর হত্যা কার্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক হন নাই। পূর্কবর্ণিতঃ মত উভয় পক্ষ তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করার, এক পক্ষে যুদ্ধার্থে তাঁহার দশ সহস্র সৈন্য প্রদান করিবেন, অত্র পক্ষে স্বয়ং নিরস্ত্র থাকিয়া যুদ্ধের সাহায্য করিবেন, প্রকাশ কৈলেন; তাহাতে দুর্ঘোষণ প্রণমোক্ত সৈন্য-সাহায্য ও অর্জুন শেযোক্তমত স্বয়ং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে, অর্জুনের প্রার্থনা মতে পাণ্ডব-পক্ষ অবলম্বন করিয়া সেনাপতি অর্জুনের সারথ্য-কার্যে নিযুক্ত হন। তৎকালে সারথ্য-কার্য অতীব গুরুতর কার্য ছিল। রাজার সহিত রাজমন্ত্রীর যেরূপ সঘর্ষ, যুদ্ধ কার্যে সেনাপতি-সরথীর

সহিত সারথীর তদ্রূপ সঘর্ষ। রাজমন্ত্রীর সূত্রণায় রাজার রাজ্য যেরূপ রক্ষা হয়, তৎকালে যুদ্ধে সারথীর সূত্রণায় ও কার্যে তদ্রূপ রথীর জীবন রক্ষা ও যুদ্ধ জয় হইত, এই জন্ত স্বর্গ্যবংশীয় রাজাদিগের সারথীর নাম সূত্র ছিল। প্রকৃত পক্ষে তৎকালে আর্ধ্য-সমাজে একাধারে শ্রীকৃষ্ণের স্তায় ধার্মিক, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, মন্ত্রণা-কুশল, শত্রু ও শত্রু-বিশারদ, রাজনীতিজ্ঞ, সমাজনীতিজ্ঞ, নিকামী, অপক্ষপাতী, পরহিতরত, স্বার্থ-ভাগী ও সর্বকর্মবিশারদ পুরুষ যে আর দ্বিতীয় ছিল না, তাহা তাঁহার শ্রীমুখ-নির্ভর ভগবদ্গীতাতেই প্রকাশ; তদভিন্ন মতাপর্কে শ্রীকৃষ্ণকে অর্থা প্রদানের সময় ভীষ্ম ও শিশুপালের বাদাহুবাৎসর মধ্যে এবং মহাভারতের অনেক স্থানে প্রকাশ আছে। যেমন মানস-রাজ্যের রাজা বা রথী মন, মন্ত্রী বা সারথি বুদ্ধি; যেরূপ অধ্যাত্মরাজ্যে রথী জীবায়া, সারথি পরমায়া, তদ্রূপ পাণ্ডব-পূণ্যরূপ কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধে রথী অর্জুন, সারথি শ্রীকৃষ্ণ। পূর্কবর্ণিত মত যুদ্ধারম্ভ সূচক রণবাদ্য নিদানিত হইলে, পাণ্ডব-সেনাপতি অর্জুন বিপক্ষের নেতা ও সেনাপতি ভীষ্মপ্রমুখ কৌরব-গণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সময় তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া স্নেহবশতঃ অন্তর দ্রবীভূত, শোক-মোহে হৃদয় বিচলিত এবং করুণায় হস্ত প্লথ হওয়ার, জাতিবধ-জনিত পাপাশকার ধর্ম্মের পরিভ্যাগ করিয়া যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করার, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যে জানগর্ভ উপদেশদ্বারা তাঁহার শোক ও মোহহৃদি দূরীভূত ও তাঁহাকে কর্তব্য-পথে চালিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন, সেই

জ্ঞানগর্ভ উপদেশই জগতের সারস্বত স্বরূপ
এই ভগবদ্গীতা। হিন্দু-পত্রিকায় আগামী
সংখ্যা হইতে আমরা মূল প্রবন্ধের আলোচনায়
প্রবৃত্ত হইব। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেদান্ত-সূত্র।

(“ব্রহ্মচারিন” পত্রে প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত যদু-
নাথ মজুমদার এম্ এ মহাশয়ের
লিখিত “Vedanta Sutras”
প্রবন্ধের স্বল্প-পরিবর্তিত
বঙ্গানুবাদ।)

- ১। অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসেতি ।
- ২। জন্মাদ্যস্য যতইতি ।
- ৩। শাস্ত্র যোনিহাদিতি ॥
- ৪। তত্ত্ব সমন্বয়াৎ ॥

- ১। অতএব তৎপর ব্রহ্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসা।
- ২। যাহা হইতে এই বিশ্ব বিকাশিত, যাহা-
দ্বারা পানিত ও যাহাতে সংস্কৃত হয়,
তিনিই ব্রহ্ম।
- ৩। জ্ঞানোপায়স্বরূপ শাস্ত্র হইতে ইহাই
প্রতিপ্রাদিত হয় যে ব্রহ্মই জগতের
কারণ।
- ৪। সর্বশাস্ত্রই ব্রহ্মজ্ঞানের মূল উৎস, তাহা-

দের অর্থ-সম্বন্ধে ব্রহ্ম-তত্ত্বই প্রতি-
পাদিত হয়।

“কুতশ্চ কোহহং” আদি-কোথা হইজে-
আমিলাম এবং আমিইবা কে? এই
চিন্তা যেদিন মানবের জ্ঞানক্ষেত্রে প্রথম
উদিত হয়, সেই দিন হইতেই তাহার ধর্ম-
জিজ্ঞাসার আরম্ভ। মানবের অতি পূর্ববর্তী
অবস্থায় যখন জন্ম-মৃত্যু-রহস্যের সীমাংসার্থ
কোন চেষ্টারই উদ্দেশ্য ছিলনা, তখন এই
আয়ত্চিন্তার অবস্থা কেমন ছিল, তাহা
ঠিক অনুমান করা কঠিন; কিন্তু মানবের
বিবর্ত-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার উন্ন-
তির ক্রম-পরম্পরায় ক্রমশঃ যে ঐ আয়ত-
চিন্তা পরিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ
নাই। “মাহুধ কি, মাহুধের অদৃষ্ট কি” এই
জ্ঞান-পিপাসার প্রবল প্রেরণায় মানুষ কপি-
হয়, মুনি ঋষি হয়, ভবিষ্যৎবেত্তা হয়। একপা-
মনে করা ভুল, যে অসভ্য জাতির চিন্তা-
কেবলই বহিঃপ্রকৃতি-বিবয়গী, এবং উহা-
মোটাই অস্তঃপ্রকৃতিঅভিগুথিনী নহে।
মানব যে কোন দেশীয় বা জাতীয়ই হউক না,
কেন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যখন তাহার স্বপা-
তীত বিষয়, তৎপূর্বকাল হইতেও অহংতত্ত্বের
বা আশিত্বের আধ্যাত্মিক রহস্য-সীমাংসায় কে-
কোন না কোনরূপে সচেষ্ট। একরূপ না হইলে,
সেটি অস্বাভাবিকতাজনিত বিশ্বয়ের বিষয়
হইত, সন্দেহ নাই।

মানব-জীবন ক্ষণভঙ্গুর, হৃৎ-সঙ্কুল ও ইহার
আদ্যস্ত হৃৎের রহস্য-সমাকুল। মানবের
যদি পুনর্জন্ম না থাকে, যদি কেবল মরিবার
জন্তই বাঁচিতে হয়, তবে মানব-কি পরিণাম:

স্বাক্ষর করিয়া জীবন ধারণ করিবে? মানবের “মাটির দেহ” যদি কেবল মাটি হইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে ইহার জ্ঞান সাধনার্থে শস্ত্রোৎপাদন, বাসার্থে গৃহ-পত্তন, আবরণার্থে বস্ত্র-বয়ন, আভরণার্থে অলঙ্কার-গঠন ইত্যাদি ব্যাপারে কেন মানব এত বিব্রত হইবে? ইহা যদি এতই অসার, তবে ইহার জন্য কে এত “ভূতের বেগার” খাটিতে চায়? অতএব “মানব-জীবনে এই দেহ অপেক্ষা কি স্থায়ী পদার্থ বা সারত্ব স্মারক কিছুই নাই?” এইরূপে প্রথমে আত্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হয়। “এই দেহই কি “আমি” না এই দেহ “আমার?” এইরূপ বিতর্কে মানব ক্রমে আত্মজিজ্ঞাসা-বন্ধে অগ্রসর হয়, ক্রমে তৎ-চিন্তার চালনার মানব মনের মোহাবশুষ্ঠন ধীরে অপসারিত হয়, ধীরে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হয়; সেই আলোকে ধীরে মানব আত্মদর্শনের আভাস পায় এবং তখন মনে মনে বলে “আমি দেহ নই, দেহই আমার; আমি দেহাতিরিক্ত স্বভাব কিছু, নচেৎ আমার এই “আমি”র জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? “আমি নাই” বা “আমি কিছুই না” এরূপ চিন্তাত কখনও আমার আসেনা। আমিই এই এই “আমি”— আর “আমি”র এই দেহ “আমি”র আধার মাত্র; অতএব আমার এই আধার স্বরূপ দেহটারই মৃত্যু ঘটে, আধার “আমি”র মরণ নাই।

মানুষ এইরূপে ক্রমে বৃদ্ধিতে পারে যে, দেহইই বিষয়ী (Subject) এবং দেহ ও অন্য যে কোন পদার্থ, সমস্তই বিষয় (Object); মানুষের আত্মতা বা আত্মত্বই

জ্ঞাতা এবং আর সমস্তই জ্ঞেয়। মানুষ ক্রমে স্পষ্টই বৃদ্ধিতে পারে যে, তাহার এই দেহ, একখানি রথস্বরূপ, মন প্রগ্রহস্বরূপ, এবং আত্মস্বরূপ সে স্বয়ং তাহাতে রথীরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়া অপর সমস্তের শাসন-পরিচালনাদি সাধন করিতেছে। শাস্ত্র স্পষ্ট তাহাই বলিয়াছেন।—

“আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং
রথমেবতু।

বুদ্ধিস্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহ-
মেবচ ॥

ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাচ্চ কিম্বয়ান্তেষু
গোচরণ ॥”

এতাবতী মানুষ বৃদ্ধিতে পারে যে, মৃত্যু কেবল তাহার দেহকেই অধিকার করিতে পারে, তাহার আত্মাকে নহে। মানুষ ক্রমে “নায়ংহস্তি ন হত্যতে”—গীতাক্ত এই পরম তত্ত্বের আভাস পায়।

“তবে কি ‘আত্মা চিরসং বা চিরনিত্য’— (আপেক্ষিক সং বা আপেক্ষিক নিত্যের অতীত) তখন এই প্রশ্নের উদয় হয় ও সমাধান-সাধনের চেষ্টা হয়। “আত্মা জন্মিলে আর মরে না” এ সিদ্ধান্ত জায়-নিকষে টিকেনা। জন্ম-মৃত্যু পরস্পর আপেক্ষিক। জন্মিলেই মরিতে হইবে। “জাতশ্চই ক্ববো মৃত্যুর্ক্বং জন্ম মৃতশ্চ।” (গীতা) আত্মা যদি জন্মেন, স্বীকার করা যায়, তবে তিনি মরেনও বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব যিনি মরেন না, তিনি জন্মেনও না। আত্মার যদি মৃত্যু নাই, তবে জন্মও হই নাই।

“ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ ।
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ॥

অজোনিত্যঃ শাশ্বতঃ হ্রয়ং পুরাণো ।
ন হন্যতে হন্যামানে শরীরে ॥ (গীতা)
কিন্তু আত্মার মৃত্যু অপ্রতিপন্ন হইলে, জন্মও
যে অপ্রতিপন্ন, অপ্রাপ্ত-অধাঃ আলোক মানব
তাহা না বুলিয়া আত্মাকে ‘জাত’ মনে করে ।
সে মনে করে যে, তাহার আত্মা “ঈশ্বর”
নামক এক উচ্চতর আত্মা কর্তৃক সৃষ্ট, এবং
অপরাপরের আত্মা সমূহ হইতে তাহার
নিজীয়া সংপূর্ণ স্বতন্ত্র ।

জ্ঞান-বুদ্ধি সহকারে মানব বুদ্ধিতে পারে
যে, আমাদের পরস্পরের আন্মিত্বের পার্থক্য-
বোধ কেবল মায়া-মোহের ফল মাত্র । যদি
উপাধির অগম হয়, তবেই সেই পার্থক্য-
বোধের অপগম হইবে । এককে অনেক, অথ-
ওকে খণ্ড, নিরবয়বকে সাবয়ব রূপে কেবল
অবিদ্যা-কল্পিত উপাধিজড়ই উপলব্ধি হয় ।
এই আত্মার ভেদ-বোধ পরমার্থতঃ প্রকৃত
নহে, উহা কেবল উপাধি-ভেদের
আপাত-উপলভ্য ফল মাত্র ।

জ্ঞানোন্নত মানব জন্ম-মৃত্যুর অচ্ছেদ্য
আপেক্ষিকত্ব পরিষ্কার অস্বত্ব করিতে
পারেন । উহার একের অপ্রতিপন্নতায়
অপরের অপ্রতিপন্নতা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া উঠে ।
পূর্বেকৃত “ন জায়তে ম্রিয়তে” শ্লোকের তৎ
উহার স্বদয়ে ক্ষুরিত হয় । আত্মার
একত্ব ও অবিদ্যার তিন বুদ্ধিতে পারেন ।
এতাবত তিনি বুদ্ধিতে পারেন, আত্মা যদি
নিশ্চয় অমর, তবে অবশ্য অজ ; অতএব
আত্মা অজ হইলে, উহার (সৃষ্টিকর্তারূপ)

উচ্চতর আত্মার কল্পনাও, অসম্ভব
হইতে পারে ।

জ্ঞানোন্নতির সহিত মানব বুদ্ধিতে পারেন
যে, যেমন একই সূত্র বিবিধ আকৃতি, বিবিধ
বর্ণ, বিবিধ গন্ধবিশিষ্ট বিবিধ জাতীয় পুষ্প-
সমষ্টির অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকায়, এক
বিচিত্র পুষ্প-মালা রচিত হয়, তদ্রূপ এক
আত্মা বিবিধ ভেদ-বৈচিত্র্যপূর্ণ উপাধিসমূহে
অবস্থিত থাকায়, এই বিচিত্র বিশ্ব বিরাচিত
হইয়াছে । কেবল মানব-দেহ বুলিয়া নহে,
এক সার্বভৌম আত্মাতঃ বা বিশ্ব জ্ঞানিত্ব
বিশ্বের চেতনাচেতন সর্ব পদার্থেই বিরাজিত
তবে উহার ত্রৈলোক্য কোথাও জাগ্রত,
কোথাও সুপ্ত ; কোথাও বিকসিত, কোথাও
অস্বপ্নিত ; কোথাও অক্লান্ত, কোথাও
বীজীভূত । *ক্রমে যখন এই বিশ্ব-বৈচিত্র্য-
বোধক অবিদ্যাজড় উপাধি সমূহের নিমিত্ত
ও উপাদান—উভয় কারণ স্বরূপ এক আত্মাই
অবদারিত হন, তখন সৃষ্ট ও স্রষ্টার ক্রটি
স্বাতন্ত্র্য তিরোহিত হয় ; তখন আত্মজ্ঞানী
মানব মহাবাক্যের অধিকারী হইয়া বলেন—
‘তত্ত্বমসি ।’

এই ভৌতিক জগৎ তখন উহার নিকট
আর স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট বোধ হয়না, উহা বিশ্ব-
আন্মিত্বেরই এক বিবর্তন-বিকাশ বোধ হয় ।
উহা স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয়, এই ভেদত্র-
শূন্য বোধ হয় । বৈতন্য অস্বত্ব হইয়া
তখন আত্মজ্ঞানী দেখেন যে, “সর্বভূতেই
আত্মা এবং আত্মাতেই সর্বভূত ।”

“সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি

চাত্মনি ।

ঈশ্বরে যোগযুক্তাঙ্গী সর্বত্র সম-
দর্শনঃ ॥ (গীতা)

(অমুবাদ)

আত্মাকে সমস্তভূতে সমস্ত ভূত আত্মায়।
সমদর্শী আত্মযোগী সর্বদা দেখিতে পায় ॥

যদি সর্বভূতই আত্মময়, তবে এক মাত্র
আত্মজিজ্ঞাসাই সর্বজিজ্ঞাসার সার-নিষ্কর্ষ,
সন্দেহ নাই; স্মরণ্য অত্র সর্ববিধ জিজ্ঞা-
সাই প্রকৃত ক্ষেত্রে অনর্থক ও অতিরিক্ত
হইয়া পড়ে। কারণ পরিজ্ঞাত হইলে, কার্য্য ও
স্বতন্ত্র পরিজ্ঞাত হয়। ঘটন-জ্ঞান মৃতদেহ-
জ্ঞানেরই অন্তর্ভূত।

বৈদান্তিকেরা এই আত্মতত্ত্ব বা বিশ্ব-
আত্মত্বকেই ব্রহ্ম বলেন। কারণ ইহাই
বৃহৎ—বিশ্বময়—অসীম; ইহা হইতেই বিশ্ব-
প্রদর্শনের বিকাশ। “বৃহত্ত্বং বৃহৎস্বাচ্চ”—
“ব্রহ্ম” শব্দের ব্যুৎপত্তার্থই বৃহৎস্ববোধক।

অজ্ঞানাবস্থাতেই মানব বিবেচনা করে
যে, জগতের কিছুই স্থায়ী নহে। তাহার
নিজস্ব বোধের সামান্তর্গত সকল বস্তুরই
অনিত্যত্ব সে অমুভব করে। ধন-মান-
স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-ক্ষেত্র, ঐহিক যা কিছু
তাহার প্রিয়, তাহার সে অজ্ঞাত-দেশ-যাত্রায়
কিছুই ভাঙার “সপের সাপী” নহে,
ইহা বুঝিয়া তাহার নৈরাশ্র-নিপীড়িত অন্ত-
রাত্মা অর্ন্তবরে বলিতে থাকে “তবে কি এ
জীবন অলীক—অকিঞ্চৎকর ও একটিতামা-
সার অভিনয় মাত্র? যদি কোন নিত্য পদা-
র্থই ইহার লক্ষ্য না হয়, এবং যাহা কিছু
ইহার লক্ষ্যভূত, তাহাই অলক্ষ্য অনিত্যে
পরিণত, তবে কি, মানব-জীবন কেবল

“কাকিছুকিরকারখানা?” আশার কি আগে
পাছে কেবল মরণের মেলা? তবে আর এ
নিঃস্বহায়ী নিরর্থক জীবন-বুদ্ধুদের জন্ত এত
চেষ্টি বেষ্টিনের—স্বার্থ-সংগ্রামের কি প্রয়ো-
জন? ফলিতার্থে তবে “আমি” কেন? এ
বিড়ম্বনাময় “আমি” থাকা অপেক্ষা “আমি
আদৌ না হওয়াই কি ভাল ছিল না?”

এইরূপে নৈরাশ্রে মুহমান ও বিষাদে
রোরুদ্যমান হইয়া অজ্ঞান মানব স্বপন বুঝিতে
পারে না যে, তাহার কোণায় যাইতে হইবে,
কি করিতে হইবে, তখন “কিংকণোমি
কগচ্ছামি” অবস্থায়—সেই কর্তব্য-জিজ্ঞাসু
জীবের “কিংকর্তব্যবিমূঢ়”তার ঘোর ঘনা-
ন্ধকারে ভারতীয় আধ্যাত্মিক বৈদান্ত-বিজ্ঞা-
নের আলোক-বর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করেন
এবং বলেন “জীব! আশ্রিত হও।”

বৈদান্তিক ঋষি বলেন—বৎস! শোক
করিও না। অমৃতের সমস্তান তুমি,—শুধু তাই
কেন? তুমি স্বয়ংই অমৃত। তুমি আপনাকে
চিনিতে শেখ, তবেই তোমার সর্বসন্দেহ
দূরীভূত হইবে, সর্ব বন্ধন ছেদিত হইবে ও
অবিদ্যার ইজ্ঞজাল অপসারিত হইবে। স্বপন
তুমি তোমাকে চিনিবে, তখন তোমার
জীবন সত্য ও সার্থক হইবে, উহা আর
অলীক বা অনর্থক বোধ হইবে না। শান্তি
স্পষ্টই বলিয়াছেন;—

“ভিদ্ধ্যতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিদ্ধ্যন্তে সর্বক
সংশয়াঃ ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে
পরাকরে ॥৩৩

স্বাহাইউক, আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যায় উপনীত হইতে সৰ্বসাধারণেরই গমনাধিকার-বিষয়ীভূত কোন একটি পন্থা নাই। উক্ত পন্থালাভ উপযুক্ত অধিকার সাপেক্ষ—কঠোর সাধন-সাপেক্ষ। আত্ম-বিজ্ঞান-দীপকে যাহার আত্মদীপনের অভিলাষ, তিনি অবশ্য ইঞ্জিয়-দমন ও চিত্ত সংযম করিবেন, তিনি অবশ্য শাস্ত্র, সমাহিত, ইহ-পারলৌকিক কর্মফলা-কাজ্ঞাশূন্য হইবেন। মানুষের এমন অনেক আচারানুষ্ঠানের অভ্যাস আছে যে, তাহা ধর্মকর্মার্থবিশেষ বলিয়া বোধ হইলেও, তদ্বারা বাস্তবিক আত্মবিকাশের বাধকতা জন্মে; সে সমস্ত অভ্যাসও শাস্ত্রীয় যুক্তি-বিচারদ্বারা অপসারিত করিবেন। অবশেষে আত্মদীপন-সাধন-সিদ্ধ গুরুর আশ্রয় গ্রহণে কৃত্যর্থ বা কৃতকার্য হইতে পারিবেন। শম (অস্তরিন্দিয়-নিগ্রহ,) দম (বহিরিন্দিয়-নিগ্রহ,) তিতিক্ষা (দন্দসহিষ্ণুতা,) উপরতি (ভোগ-বৈরাগ্য,) শ্রদ্ধা (গুরু-বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাস,) সমাধান (ঈশ্বরে চিন্তাভিনিবেশ,) গুরুর কৃপায় সাধা এই ষটসম্পত্তি” অর্জন ভিন্ন আত্মজ্ঞান লাভোপযোগী পূর্ণচিত্ত শুদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এই জন্ম “অথ” শব্দের প্রয়োগে পূর্বোক্তরূপ চিত্তশুদ্ধাদির পর সাধকের যথার্থ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা বা আত্মবিজ্ঞান-শিক্ষার অধিকার সূচিত হইতেছে।

এক্ষণে কথা এই যে, কি কারণে মানব ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মবিদ্যার সাধনে ও অনুশীলনে রত হইবে? কারণ এই যে, তদ্বিন্ন মানবের শান্তিলাভ অদূরপর্যায়ত। মানবের ক্রমশঃ স্বতঃস্ফূর্ত হই ও সত্যতাই প্রবল ওৎসুক্যময়

অদম্য জিজ্ঞাসা-প্রবাহ বহিতেছে যে সে কি? সে কোথা হইতে আগত এবং কোথায়-ইবা যাত্রী? অতএব এই কারণেই (মতঃ) মানবের ব্রহ্ম-বিদ্যা অনুশীলনের আবশ্যকতা নিহিত রহিয়াছে।

আত্মানুশীলনের দ্বারাই মানব বৃত্তিতে পারে যে, আত্মাই জীবের সর্বস্ব, আত্মাই কর্তা বা প্রভূ। তাহার মন-বুদ্ধি-ইঞ্জিয়াদি সমস্তই যন্ত্রস্বরূপ। আত্মজ্ঞান-সাধক দেখেন যে, আত্মস্বরূপ তিনিই প্রকৃত জ্ঞাতা বা বিষয়ী, অপর সমস্তই জ্ঞেয় বা বিষয়।

এই যে জ্ঞাতা, ইনিই আত্মা বা ব্রহ্ম। ইহার বহুত্ব-বোধ অজ্ঞান বা ভ্রান্তজ্ঞান-বিভূষিত। তরঙ্গ-হিন্নোলিত বারি-বক্ষে যেমন এক সূর্য্য বহু সূর্য্যরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ আত্মবিদ্যা বা অজ্ঞান-বিক্ষেপ-বিকৃত মনে এক ব্রহ্মে বহুত্ব কল্পিত হয়। মনকে শাস্ত্র সমাহিত কর। জল গিতাইলে সূর্য্য এক, মন গিতাইলে ব্রহ্মও “একমেবাদ্বিতীয়ম্।” তুমি আত্মজ্ঞানালোকে আলোকিত হও, সমস্ত ভেদ-বোধ চলিয়া যাইবে, জাতি-কুল-বর্ণ-বাধকতা বিনুপ্ত হইবে; সমস্ত জগৎ তোমার আপনায় হইবে। “বসুধৈব কুটুম্বকং” বাক্য তেঁরামাতেই সার্থক হইবে। হর্ষ তোমাকে চঞ্চল করিবে, শ্রী, বিষাদ তোমাকে অবসন্ন করিবে না। জয় তোমাকে উত্তেজিত করিবে না, পরাজয় তোমাকে অতিভূত করিবে না। জীবন তোমাকে উৎসাহিত করিবে না, মরণ তোমাকে ভীত করিবে না। তখন তোমার হইবে—

“নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিচ্ছামিচ্ছোপ-পতিষু।” (গীতা)

তখন তুমি সর্বশান্তিপ্রদেশে সুপ্রতি-
ষ্ঠিত হইবে।

মাত্র বুদ্ধিগত আত্মপ্রতীতিতেই যথেষ্ট
হটেবে না, আত্মার অদৈতত্ব জ্ঞানগতভাবে
উপলব্ধি করিতে হইবে।

“কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব-
মমুপশ্যত।”

হইলে অদৈত-জ্ঞানোদয়,

কোথা মোহ—কোথা শোক রয় ?

যে বুদ্ধিতে যে ভাবে আমরা বাহ্য বিষয়
সমূহ অবগত হই, “আমি”—আত্ম ও ব্রহ্ম-
ত্ব সে বুদ্ধিতে—সে ভাবে অবগত হইবার
বিষয় নহে। যে মুহূর্ত্তে তুমি ‘আমি’কে
জানিবে, সেই মুহূর্ত্তেই ‘আমি’ তুমি
হইয়া যাইবে। ‘বিষয়ীই’ বিষয়ীভূত
হইবে। “আমি” সকলেরই জ্ঞাতা, কিন্তু
“আমি” জ্ঞেয় নহি। বাহ্যহটুক, সাধন
থলে এই আত্মার অলৌকিক
অনুভূতি হয়।

“যস্যামতং তন্যমতং মতং যস্য
নবেদসঃ।

অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাং বিজ্ঞাতম-
বিজ্ঞানতাং ॥” (কেনশ্চতি)

বৃহদারণ্যক শ্রুতি আরও বুঝাইয়া দেন
যে, দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দেখা যায় না, শ্রুতির
শ্রোতাকে শুনা যায় না, ভাবনার ভাবককে
ভাবা যায় না, জ্ঞানের জ্ঞাতাকে জানা যায় না।

“নেতি—নেতি” ভাবের অমুসন্ধানে,—
ব্রহ্ম ইহা নহেন, উহা নহেন, বাহ্য কিছু
আমরা জানিতে পারি, তাহা নহেন; এই

ভাবের অমুসন্ধানে অবাতিরক্রমে আমরা
ব্রহ্মত্ব লক্ষ্য করিতে পারি মাত্র।

যাহাহটুক, মোটামুটি আমরা এইটুকু
বুদ্ধিতে পারি যে, মিশ্রণ ব্রহ্ম মানব-জ্ঞানের
অবিষয়ীভূত হইলেও, সপ্তম ব্রহ্মকে আমরা
বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা বলিয়া বুদ্ধিতে
‘বা অন্ততঃ জানিতে পারি। আধুনিক
বিজ্ঞানের এই আপাততঃ গোরব যে, জগৎ-
কারণের বহুত্ব-স্থলে ক্রমে এক্ষণে তদ্বারা একত্ব-
সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। এই বিশ্বের অনন্ত
কার্য-কারণ-শৃঙ্খল-প্রবাহ কল্পনার অতিক্রম
করিলে, মূলে মূলকারণ ব্রহ্মকেই পাই।”

এই বিশ্ব ব্রহ্মকে কেন্দ্র হইতে বিকাশিত।
ইহার ভৌতিক সত্তা ব্রহ্মেই বিগীন ছিল;
ব্রহ্মের সপ্তমত্ব-জনিত ইচ্ছা-শক্তির ক্ষুধণে
উহা প্রকাশিত হইয়াছে। অব্যক্ত ব্যক্ত
হইয়াছে। মহামহীকহ বটবৃক্ষের শুণ্ড-শাখা-
প্রশাখাকাণ্ডাদি-সমন্বিত প্রকাণ্ড দেহায়তম
একদিন ক্ষুদ্রতম বট-বীজেই সূক্ষ্মতমভাবে
নিহিত ছিল; ক্রমে অক্ষুরিত হইয়া, বহিঃপ্রকৃতিস
অনুকূলতার ক্রমে পরিবর্ধিত হইতে হইতে
কালে বিশাল বটবিটপী রূপে পরিণত হইল;
বৃক্ষ বীজে নিহিত, কার্য কারণে নিহিত;
সুতরাং কার্য হইতে কারণ স্বতঃই সূক্ষ্ম।
সমগ্র সংসারের মূল কারণ ব্রহ্ম। বিরাট
বিশ্ব-বিটপীর বীজ ব্রহ্ম; সুতরাং ব্রহ্ম পদার্থ
সর্বময়রূপে বৃহৎ হইলেও কারণরূপে সূক্ষ্ম-
অব্যক্ত—অননুভবনীয়। কারণ-ব্রহ্ম কার্য-বিশ্ব
রূপে বিকাশিত। ফলিতার্থে কারণ ও কার্য
এক। এভাবেই অব্যক্ত কারণ-ব্রহ্ম আমাদের
অজ্ঞের হইলেও, সুব্যক্ত কার্য হইতে আমরা
ইহার সত্তা অনুভব করিতে পারি। (ক্রমশঃ)

হিন্দু-পত্রিকা ।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড,
৫ম সংখ্যা ।

বাজ ।

১৩০৭ সাল,
১৮২২ শকাব্দ ।

বৈদান্ত-সূত্র ।

(পূর্বাঙ্কবৃত্তি)

জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যুর ব্যাপার আমরা প্রতি-
নয়ত আমাদের চতুর্দিকে প্রত্যক্ষ করি-
তেছি। একদিকে সৃষ্টি-স্থিতি, অপরাধিকে
লয়; এইরূপে সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষিত হই-
তেছে। মৃত্যু ভিন্ন জন্ম নাই, জন্মভিন্ন মৃত্যু
নাই। জন্ম-মৃত্যু পরস্পর অপেক্ষিক।
একের অস্থিত্তি ভিন্ন অপরের অস্থিত্তি
অসম্ভব। সুখ-দুঃখ, আলো-অন্ধকার, ভাল-
মন্দ, শৈত্য-উষ্ণতা, পাপ-পুণ্য, এইরূপে
জগৎ দ্বন্দ্বাত্মক ।

জগতের সর্ব পদার্থেরই জীবন-মৃত্যু
অবশ্যস্তাবী। অতএব জগৎ-কারণেও জীবন-
মরণ উভয়েরই কারণতা রহিয়াছে, বৃদ্ধিতে
হইবে। কতকগুলি বীজ বপন কর; কতক
অঙ্কুরিতহইবে, কতক অঙ্কুরিতহইবেনা। অন-
কুরিত গুলিতে যথোচিত জীবন-শক্তির সঞ্-
চিষ্টাই অনঙ্কুরণের কারণ, সন্দেহ নাই। জল,
বায়ু, আলোক, উত্তাপ ইত্যাদির সমব্যবস্থা

শব্দেও এই বৈষম্য কেবল বীজগত। উক্ত
নিবন শক্তিধরের ক্রিয়াফল মাত্র। এইরূপে
কারণের বহুত হইতে আমরা একত্রে উপ-
নীত হই। মূল কারণে ঐ দুই বিপরীত
শক্তির সত্তা উপলব্ধি করিতে পারি। উহার
একটি জনন-শক্তি, অপরটি মরণ-শক্তি। এই
শক্তিধর পরস্পর মাপেক্ষ বিপর্যয়, একের
সত্তায় অস্ত্রের সত্তা অবিচ্ছেদ্য। এই শক্তি-
ধর জগতে অনবরত কার্যশীল। বৈদান্তি-
কেরা এই শক্তি-ধরের আধারকে সত্ত্বগ
ব্রহ্মের মাত্রাত্ব-রূপিণী বলেন। এই শক্তি-
ধরের অস্থিত্তিই ত্রিগুণ। সত্ত্ব ও রজোগুণ
জীবন-শক্তির অস্থিত্তি এবং তমোগুণ মরণ-
শক্তির অস্থিত্তি; অথবা জীবনশক্তি সত্ত্ব-
রজোময়ী ও মরণশক্তি তমোময়ী। বিকাশ ও
বৃদ্ধিই সত্ত্ব ও রজোগুণের ফল, সংহার বা অন্ধ-
কারই তমোগুণের ফল। মনেকর, তুমি
একটি ভাবতত্ত্ব ভাবিতেছ, কিন্তু সিদ্ধান্ত-
নিষ্পত্তি হইতেছেন। তুমি তোমার মস্তিষ্ক
খাটাইতেছ, ক্রমে সিদ্ধান্ত জদিয়া আসিতেছে,
ইহাই রজোগুণের কার্য বা জন্ম ও বৃদ্ধি। পরে
ভাবটী অসম্পন্নভাবে সিদ্ধান্ত-পূত হইয়া

কাঁড়াইল, সেই অর্থাৎই সম্বন্ধের কার্যক্ষমতা
বিকাশ প্রাপ্তি; আর যদি ভাবটি শতচিন্তার
ব্যায়ামে ও বিকশিত বা সিদ্ধাস্তসংস্থিত না হইল,
তবে তাহাই তমোগুণ বা লয়শক্তির কার্যক্ষমতা।

দীপ্তলোক-বিভা বিমল স্বচ্ছ চিন্তা
দিয়াই বিকাশিত হয়, কিন্তু একটি মেটে
হাঁড়ীর ভিতর আলো জালিলে, তাহার বিভা
কদাচ বাহিরে বিকাশিত হইবে না। যদি
চিন্তা অমল ধবল হয়, অমল ধবল আলো
বাহির হইবে; যদি রঞ্জিত চিন্তা হয়, রঞ্জিত
আলো বাহির হইবে। এইরূপ আমাদের অধ্যা-
য়ালোক যখন আমাদের জীবনে বিকাশিত
হয়না, তখন উহা তমোগুণরূপ মেটে হাঁড়ী-
ঢাকা বৃষ্টিতে হইবে। আর যখন রঞ্জিত
অর্থাৎ একটু বিকৃত—বাহ্যস্ব-মিশ্রিত-ভাবে
বিকাশিত হয়, তখন উহা রজোগুণরূপ
রঞ্জিত চিন্তা-স্বাভাব; আর যখন উহা
বিশোধিত বিমল বিভায় বিকাশ পায়,
তখনই তত্বপরে সত্বের সেই অমল ধবল
চিন্তা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বৃষ্টিতে হইবে।

স্বচ্ছ-স্ব-স্ফটিকাধারে কাহার অধ্যায়-
লোক জলে? যাহার পূর্কোক্ত “শম-দমাদি
ষট্ সম্পত্তি” অর্জিত, মন কর্মফলাকাঙ্ক্ষা-
বর্জিত। যে স্থলে আত্মার স্বকীয় স্বাধীন
সমুদ্ভূত স্ফুবিকৃত আনোকই অতুল্য
প্রভায় প্রকাশিত।

সম্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিশক্তিই বিশ্ব-
ব্যাপার-বিধাত্রী হইয়া আছেন। এই শক্তি-
ত্রয় বা গুণত্রয় যখন ব্রহ্মে সাম্যাবস্থায় বিলীন
থাকেন, তখন সেই ত্রিগুণ-সাম্য-মূলশক্তি বা
আদ্যাশক্তিই “প্রকৃতি” পদবাচ্য হন। এই
প্রকৃতি হইতেই গুণত্রয় যোগে সর্ব জগতের

সৃষ্টি-স্থিতি লয় হয়। ব্রহ্ম স্ব-ইচ্ছায় গুণ হইয়া,
প্রকৃতির এই গুণত্রয় যোগেই রজোগুণে ব্রহ্মা,
সংগুণে বিষ্ণু ও তমোগুণে শিব হইয়াছেন এবং
সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারে রত আছেন।
ব্রহ্মকে আমরা নিগুণ অব্যক্ত ভাবে জানিতে
পারি না সত্য, কিন্তু এই ত্রিগুণাবতার
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-
সংহার কার্যে তাহাকে গুণ ব্যক্ত ভাবে
উপলব্ধি করিতে পারি। ব্রহ্মের বিশ্ব-মূল-
কারণত্ব এই ত্রিগুণাশ্রিত গুণতাবেই
জ্ঞাতব্য।

ব্রহ্মের বিশ্বকারণত্ব যে কেবল দার্শনিক
যুক্তি-তর্ক-বিচারেই বোধ্য, তাহা নহে;
স্মরণাতীত কাল হইতে—মানব-সৃষ্টির
প্রারম্ভ হইতেই মানব-মনে স্বতএব উহা
স্পষ্টভাবে মুদ্রিত। বিশ্বকারণত্বরূপে ঈশ্বর-
ত্ব-বিশ্বাস মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক
সম্পত্তি।

ভূগুবাক্যী পিতৃসকাশে ব্রহ্মত্ব
বৃষ্টিতে চাহিলে, পিতা বরণ বলিঙ্কেন “যতোঁ বা
ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,
যং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বৃক্ষং বৃষ্টিম্।”

এই ভূতগ্রাম বা হ’তে জনিত,
জন্মিয়া রহিছে যাহাতে জীবিত,
লয়ে হয় পুনঃ যাহাতে নিহিত,
তিনি ব্রহ্ম, তুমি হওহে বিদিত।

(তৈত্তিরীয় উপনিষৎ-৩-১) আনন্দস্বরূপ হইতে
ভূতগ্রাম সম্ভূত, আনন্দস্বরূপেই জীবিত
এবং প্রলয়ে আনন্দস্বরূপেই নিহিত হয়।

প্রাচীন ভারতের ঋষি-মুখ-নির্গত ভগ-
বৎ-প্রত্যাদিষ্ট সিদ্ধবাণী সমূহের সমষ্টিই মনা-
ভব মতাপ্ত বোধশাস্ত্র। উহা ব্রহ্মের প্রতি-

পাদক। কেবল আমরাই শাস্ত্রই যে ব্রহ্ম-প্রতিপাদন করে, এমন নহে; সর্ব জাতির সর্ববিধ শাস্ত্র ও ব্রহ্ম-প্রতিপাদন করিয়া থাকে। ব্রহ্মই বিশ্বকারী, ব্রহ্মই বিশ্বধারী, ব্রহ্মই বিশ্বহারী, ইহা সর্ববেদ-সম্মত সার সিদ্ধান্ত, মন্দেহ নাই। যেখানেই ব্রহ্মতত্ত্ব-বর্ণনা, ভগবৎকারন-আলোচনা, সেইখানেই ঐ অর্থ মুহিমান। সকল শাস্ত্রে আপাততঃ নানাবিধ বিভিন্ন বিষয় উক্ত এবং ব্যক্ত থাকিলেও, সকলের সমন্বয় ব্রহ্মেই, মন্দেহ নাই। শাস্ত্র মাঝেরই সময়সেই পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

সাংখ্য দর্শন।

(ঐশ্বরকৃষ্ণকৃত কারিকা।)

• (পূর্নাস্তবৃত্ত)।

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তেষাং পঞ্চবিশে-

ষাবিশেষ বিষয়াণি।

বাগ্ভবতি শব্দবিষয়া শেযা-

ণিতু পঞ্চ বিষয়াণি ॥ ৩৪ ॥

বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াণি তেষাং পঞ্চ-বিশেষ
অবিশেষ-বিষয়াণি। বাক্। ভবতি। শব্দ-
বিষয়া। শেযাণি। তু। পঞ্চ-বিষয়াণি।

ব্যাখ্যা ॥ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি—জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ।
তেষাং—তাহাদের (দশেন্দ্রিয়ের) মন্দেহ।
পঞ্চবিশেষা বিশেষ বিষয়াণি—পঞ্চ-বিশেষ অর্থাৎ
স্থূল ও পঞ্চ অবিশেষ অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিষয়ের

প্রকাশক। বাক্—বাগিন্দ্রিয়। ভবতি—হই-
তেছে। শব্দবিষয়া (স্থূল) শব্দ গ্রহণ সমর্থ।
শেযাণি—অবশিষ্ট (চারিটি) ইন্দ্রিয়। তু।
কিন্দ। পঞ্চবিষয়াণি—পাঁচটি বিষয়-গ্রাহক।
বস্তুার্থঃ। দশটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পাঁচটি
জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি স্থূল এবং সূক্ষ্মপদার্থ-
বিষয়ক। বাগিন্দ্রিয়ের পূর্নশব্দ বিষয়।
অপর চারিটি অর্থাৎ বায়ু, উৎপন্ন, হস্ত, পাদ,
ইহার পঞ্চবিষয়ক।

বিশদব্যাখ্যা ॥ বাহ্যেন্দ্রিয় বর্তমান-
সময়ে উপস্থিত পদার্থকে গ্রহণকরে, অন্তীত-
অথবা অনাগত বস্তু গ্রহণে তাহার সামর্থ্য-
নাই, একথা পুরো বস্তু হইয়াছে। এই
কারিকায় বাহ্যেন্দ্রিয়ের মধ্যে কে কোন
পদার্থ গ্রহণে সক্ষম, তাহা বলা হইতেছে।
দৃশ্যমান ভৌতিকজগতের প্রতিবস্তুই দ্বিবিধ
অবস্থাশালী, ইহার একটা সূক্ষ্ম, অপরটি
তদপেক্ষায় স্থূল। আমাদের চক্ষু, যে পদার্থ
গ্রহণ করিতে পারে, তাহাই আমাদের
বিবেচনায় স্থূল। আবার যেখানে (অর্থাৎ
পরমাণু প্রভৃতিতে) আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়
পরাজিত, সেখানে যোগ্যের দর্শন-শক্তি
অপ্রতিষ্ঠত। বস্তুতঃ দার্শনিক-ভাষায় বলিতে
গেলে একটা জগতের ভৌতিক স্থূল ভাব,
অপরটি জাগতিক তন্মাত্রভাব। এই তন্মা-
ত্রের নাম অবিশেষ। কেননা উহাতে
কোনও বিশেষত্ব নাই। উহা ভৌতিক
অদুগম্য। বিজ্ঞাতীয় অপর পরস্পর বামা-
য়নিক সংযোগ জনিত নূতন গুণ, নূতন
আকার প্রকার বিশিষ্ট স্থূল ভূত গুণের
তুলনায় উহা মগেঠে সূক্ষ্ম পদার্থ, তাহাতে
মন্দেহ নাই। পরস্পর সংযোগ বস্তুতঃ

নানাবিধ স্পর্শ-ক্রিয়ার বিকাশ হইতে দেখা যায়, স্থূল ভূতে সেইটুকুই বিশেষত্ব। আমাদের দৃশ্যমান স্থূল জলে জলের রস, বায়ুর স্পর্শ, আকাশের শব্দ, অগ্নির রূপ, ভূমির গন্ধ, সকলই বিদ্যমান। এই জলটা পঞ্চ তন্ত্রাত্মের সম্মিলনজনিত। এই জলকে বাষ্পোৎপন্নতা হেতুক যৌগিক পদার্থ বহিহত পারিয়াই আজ কাণ অনেক আধ্যাত্মহোদয়গণের পদার্থ-নির্ণয়ে দেখা বলিলাম, মনে করেন। ইহাকে হৃদয়শী ব্যতীত আর কি বলে? শ্রবণ, স্পর্শ, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, ইহার। পঞ্চস্থূল এবং পঞ্চস্থূল বিষয়কে গ্রহণ করে। আমাদের চক্ষু স্থূল-পদার্থ দর্শন করে, ঐরূপ শ্রবণাদি স্থূলই গ্রহণ করে। যৌগিকগণের চক্ষু তন্ত্রাত্ম বা অণু দর্শন করিতে সমর্থ হয়। আপাততঃ এগুলি আমাদের সাধারণ-বুদ্ধির বিষয় নহে। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতার অতীত বস্তু মাত্রকেই প্রায়শঃ অস্বীকার করিতে পারিলেই ক্রটি করিয়া। এই ভ্রম অপনোদনের জন্য আমাদেরকে বিশ্বাস অবলম্বন করিতে হইবে। বাক্য স্থূল-শব্দ-বিষয়িনী। বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় স্তম্ভশব্দ বাগিঞ্জিয়ের বিষয় নয় বলিয়া-ছেন। স্থূল শব্দ, শুনিবার যোগ্য হইলেও বলিবার যোগ্য নয়, তাহা নিঃসন্দেহ। পান্থ, উপস্থ, হস্ত, পদ, এই চারিটা ইঞ্জিয়ের-বিষয় যে সকল পদার্থ, তাহার। শব্দ-স্পর্শ-দি পাঁচটির সম্মিলনজাত, কাজেই তাহার। পঞ্চবিষয়ক। পাণির ক্ষমতা গ্রহণ করা। মনে করা ঘাউক, গ্রহণ করিবার বিষয় খট্টা; ঐটি শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চ শক্তির

সমবায়, স্মরণাঃ পানি অর্থাৎ হস্ত নামক কল্পেঞ্জিয় পঞ্চবিষয়ক। অপর তিনটাও এইরূপ বৃত্তিতে হইবে।

• সান্ত্বঃ করণাবুদ্ধিঃ সর্বং বিষয়-
মবগাহতেবস্মাৎ ।

• তস্মাৎ ত্রিবিধং করণং দ্বারি
দ্বারিণি শেষাণি ॥ ৩৫ ॥

• পদপাঠঃ। স-অন্তঃকরণা। বুদ্ধিঃ।
শব্দঃ। বিষয়ঃ। অবগাহতে। বস্মাৎ। তস্মাৎ
ত্রিবিধং। করণং। দ্বারি। দ্বারিণি। শেষাণি।
ব্যাখ্যা ॥ সান্ত্বঃকরণা—অন্তঃকরণ
সহিত। বুদ্ধিঃ—অহঙ্কারের কারণ—মহত্ত্ব।
সর্বং—সকল। বিষয়ঃ—বিষয়কে। অবগাহ-
হতে—অবগাহন করে। তস্মাৎ—সেই জন্ত।
ত্রিবিধং—তিন প্রকার। করণং—জ্ঞানের
সাধন। দ্বারি—প্রধান। দ্বারিণি—দ্বার
অর্থাৎ অপ্রধান। শেষাণি—অবশিষ্ট
কয়টি। (করণ)

ব্যাখ্যাঃ। অন্তরিক্রিয়ের সহিত বুদ্ধি
সকল প্রকার বিষয় গ্রহণ করে, সেই
তত্ত্ব বিধি করণ প্রদান, অবশিষ্ট সকল
অপ্রধান।

বিশদব্যাখ্যা ॥ বাহ্যেঞ্জিয়গণ ও অন্তরিক্রিয়
এবং বুদ্ধি, এই ত্রিবিধ জ্ঞান সাধনের
মধ্যে বস্তুতঃ কোন জ্ঞানের বা কোনটির
প্রাধান্য বা অপ্রাধান্য, তাহাই নির্ধারণ
করিবার জন্ত এই কারিকার রচিত হইয়াছে।
ইঞ্জিয়গণ বস্তু আলোচনা করেন, তার পর
মন সঙ্কল্প করেন, অহঙ্কার অভিমান করেন,
তৎপরে বুদ্ধি নিশ্চয় করেন। এখানে
অন্তরিক্রিয়ের সহিত বুদ্ধিকেই প্রধান বলা

হইতেছে ; কেননা দশেক্রিয়গণ দ্বারা জ্ঞান অপরিষ্কৃতরূপে উপস্থিত হয়। অন্তঃকরণে গিয়া পুষ্টি হয়, বুদ্ধিতে গেলে সংশয়শূন্য দূর হয়, সূতরাং বাহ্যিক্রিয় অপেক্ষা অন্তঃক্রিয় ও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। দ্বায়ি শব্দের অর্থ প্রধান। (দ্বায়ঃ অন্তঃস্বীতি ব্যাপ্ত্যা)। অর্থাৎ বাহার দ্বার অর্থাৎ কার্য নিষ্পাদনের একটা অবাস্তুর স্তর আছে। বাহ্যিক্রিয়গণ অধ্যবসায়রূপ বুদ্ধি কার্যে সহায়তা করে; কিন্তু আলোচনায় (ইঞ্জিয়ের কার্যে) বুদ্ধির সাহায্য সম্ভাবনা নাই। ইঞ্জিয়গণ বুদ্ধির আজ্ঞাবহ, বুদ্ধি-অতন্ত্রা, সূতরাং প্রধান।

এতে প্রদীপকল্পাঃ পরস্পর

বিলক্ষণা গুণবিশেষাঃ ।

রুৎসং পুরুষস্মার্থং প্রকাশ্য

বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি ॥ ৩৬ ॥

পদপাঠঃ । এতে । প্রদীপকল্পাঃ । পরস্পর বিলক্ষণাঃ । গুণ বিশেষাঃ । রুৎসং । পুরুষস্ম । অর্থঃ । প্রকাশ্য । বুদ্ধৌ । প্রযচ্ছন্তি । ব্যাখ্যা ॥ এতে—এই সকল । প্রদীপকল্পাঃ প্রদীপসদৃশ । পরস্পর বিলক্ষণাঃ—পরস্পর পৃথক্ । গুণ বিশেষাঃ—গুণ সকল প্রত্যেকে । রুৎসং—সকল । পুরুষস্ম—পুরুষের । অর্থঃ—বিষয় । প্রকাশ্য—প্রকাশ করিয়া । বুদ্ধৌ—বুদ্ধিতে । প্রযচ্ছন্তি—পৌছিয়া দেয়। (অর্থাৎ ইঞ্জিয়গণ দ্বারা আলোচিত বিষয় তাহার অন্তঃকরণে দেয়, ঐরূপ অন্তঃকরণ অহঙ্কারে, অহঙ্কার বুদ্ধিতে উপস্থিত করে, সেইখানে বুদ্ধির অধ্যবসায়

হইলে, বস্তুটা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাত হইল, অর্থাৎ বস্তুজ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিল।)

বদ্বার্থঃ । প্রদীপের মত পরস্পর বিরো-
দী এই সকল গুণ (ইঞ্জিয় হইতে অহঙ্কার
পনাত্ত) সমস্ত পুরুষার্থ প্রকাশ করিয়া
বুদ্ধিতে লইয়া উপস্থিত করে।

বিশদ ব্যাখ্যা ॥ বাহ্যিক্রিয় অপেক্ষা
অন্তঃকরণ, অহঙ্কার ও বুদ্ধি, এই তিনটির
প্রাপ্ত্য পূর্বে বলা হইল। এখানে বলা
আবশ্যক যে, বুদ্ধি, অন্তঃকরণ ও অহঙ্কার
হইতেও শ্রেষ্ঠ। (ঐ তিনটি ও বুদ্ধির
ব্যাপারে দ্বার মাত্র হইবে।) মনে করা
যাউক, যেমন রক্তক প্রজাগণের নিকট
হইতে গোমস্তাগণ কর আদায় করেন ;
তিনি নায়েব মহাশয়কে দেন, নায়েব
মহাশয় সদরনায়েবের কাছে দেন ; তিনি
দেওয়ানকে দেন ; দেওয়ান রাজমহাশয়েরকে
অর্পণ করেন, ঐরূপ বাহ্যিক্রিয়, দিব্যের
আলোচনজ্ঞান লইয়া মনকে দেন, মন
অহঙ্কারকে, অহঙ্কার বুদ্ধিকে, বুদ্ধি আবার
আত্মার প্রদান করিয়া তাঁহার ভোগ সম্পা-
দন করেন। এখানে সাক্ষাৎসম্বন্ধে
রাজার নিকট উপস্থিত করেন বলিয়া
যেমন দেওয়ান, নায়েব ও সদরনায়েব
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ বুদ্ধি সাক্ষাৎ আত্মার
ভোগ নিষ্পাদন করেন বলিয়া, মন ও
অহঙ্কার হইতে প্রধান।

এখানে একটা বিষয় বিবেচনা করা
আবশ্যক হইয়াছে। ইঞ্জিয়গণের সাধারণ
এবং কার্যপ্রণালী পরস্পর বিভিন্ন, মনের
কার্যের সহিতও ইহাদের মিল নাই।
একরূপ বুদ্ধির কার্যও কাহারও সহিত মিলে

না। এই ত্রয়োদশটি করণের মধ্যে প্রত্যেকটি পৃথক প্রকৃতির। কিন্তু এই বিরুদ্ধধর্ম-শীল পদার্থসকল পরস্পর বিরোধ করিয়া পরস্পরের কার্যে সহায়তা করিতে আপত্তি প্রকাশ একরে না কেন? চক্ষু যখন কোনও পদার্থের দর্শনজ্ঞান সম্পাদন করিবার জন্ত ব্যগ্র হইল, তখন শ্রবণ চূপ করিয়া না থাকিয়া, দর্শনজ্ঞানে বাধা জন্মাইবার জন্ত শ্রবণজ্ঞান উৎপাদনের চেষ্টা করে না কেন? মন ই বা আলোচিত বস্তুর সংকল্প করে কেন? প্রত্যেকে অপরের সহায়তা করা ভিন্ন বিরুদ্ধাচরণ করিতে চায় না, কিন্তু ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্মী। আর একটু উপরে উঠিলে বুঝা যাইবে, ত্রিগুণের বিভিন্ন প্রকার বিকাশ ব্যতীত এই ইন্দ্রিয়াদি আর কিছুই নয়, কিন্তু গুণ-ত্রয়েরও পরস্পর বিভিন্ন ভাব। কেহ শুষ্ক, কেহ শুষ্ক, কেহ প্রকাশ, কেহ অপ্রকাশ, কেহ গচল, কেহ অচল, ইহারা ই বা কেমন করিয়া একে অপরের সহায়তা করে? এই তর্কের প্রত্যুত্তরে বলা হইতেছে— “প্রদীপকল্পাঃ” যেমন প্রদীপে তিনটি বিরুদ্ধ-পদার্থ একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরের সহায়তা সম্পাদন করে, কেহ কাহারও বাধা জন্মায় না, এখানেও সেইরূপ। প্রদীপের তৈল, প্রদীপের সলিতা ও আগুণ, এই তিনটি যে তিনধর্মী, তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু অন্ধকার বিনাশ ও প্রকাশ-কার্য সম্পাদনের জন্ত, ইহারা বিরোধী হইয়াও একে অপরের অনিষ্ট অর্থাৎ কার্যে প্রতিবাদ করে না। এখানেও ইন্দ্রিয়গণ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, ইহারা

পুরুষ-পরিম্পাদনের জন্ত বিরোধিতা ভুলিয়া যাইয়া পরস্পরকে সাহায্য করিতেছে।

বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, এই তিনটি পদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ। ইহারা একে অপরকে আক্রমণ না করিয়া কেমন সমভাবে শরীর রক্ষা করে! কাহারও কার্যে কেহ আপত্তি করিয়া নিষম বিভ্রাট ঘড়াইয়া বসে না।

সর্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ ।
সৈব চ বিশিনষ্টিপুনঃ প্রধান-পুরুষান্তরং সূক্ষ্মং । ৩৭ ।

পদপাঠঃ । সর্বং । প্রত্যুপভোগং । যস্মাৎ । পুরুষস্য । সাধয়তি । বুদ্ধিঃ । সা । এবা । চ । বিশিনষ্টি । পুনঃ । প্রধান—পুরুষ—অন্তরং । সূক্ষ্মং ।

বাখ্যা । সর্বং—সকল। প্রত্যুপভোগং—তচ্ছায়াপত্তিরূপভোগ। যস্মাৎ—যে হেতুক। পুরুষস্য—পুরুষের। সাধয়তি—সম্পাদন করে। বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি। সা—সেই। এব—ই। চ—আরও। বিশিনষ্টি—সম্পাদন করে। প্রধান—পুরুষ—অন্তরং—প্রকৃতি—পুরুষের পার্থক্য। সূক্ষ্মং—দুর্জের অর্থাৎ বাহ্য সাধারণ অপরিষ্কৃতচিত্তের বোধবিষয় নহে।

বদার্থঃ । বুদ্ধি, পুরুষের সকলভোগ নিম্পাদন করে। আরও সেই বুদ্ধিই প্রকৃতি-পুরুষের সূক্ষ্ম পার্থক্যজ্ঞান উৎপাদন করে।

বিশদবাখ্যা । অহঙ্কার বা মন প্রধান নহে, কেননা তাহার বুদ্ধিতে বিষয়-সমর্পণ

করে। এটি ভোগসম্পাদনে বুদ্ধির প্রাধান্য বলা হইল, মোক্ষও যে বুদ্ধিরই শ্রেষ্ঠতা, ইহা এই কারিকাতে প্রদর্শিত হইতেছে।

কার্য্য মাত্রেরই কতকগুলি কারণ থাকি-
 চাই। একটা কারণ হইতে একটা কার্য্য
 উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি উহা স্বীকার
 করা হয়, তবে তর্কশাস্ত্রে তাহাকে এক-
 কারণ-শেষাপত্তি দোষ বলা হয়। পুরু-
 ষের ভোগ সম্পাদনে অনন্ত পদার্থ কারণ,
 কিন্তু সাক্ষাৎ সাধন বলিয়া বুদ্ধিই প্রধান
 কারণ। মোক্ষের বেলাও ত্রীকণ। প্রকৃতি
 অচেতনা প্রসবধর্ম্মিনী ত্রিগুণা, পুরুষ চেতন,
 অপ্রসবধর্ম্মী, নিগুণ। প্রকৃতি কর্ত্রী, পুরুষ
 অকর্ত্রী। এই যে ভেদজ্ঞান, ইহাতেও সাক্ষাৎ
 সম্বন্ধে বুদ্ধির কারণতা, স্মরণ্য প্রাধান্য।
 যে প্রকৃতির ও পুরুষের পার্থক্য বুদ্ধিতে
 না পারিয়াই জীবকুল অবিরত জিতাপানলে
 দগ্ন হইতেছে, সে পৃথগ্ভাব বুঝাইলেন
 বুদ্ধি। অতএব বুঝাইতেছে, মোক্ষ এবং
 ভোগে প্রধান সাধন বুদ্ধি; মন ও অহঙ্কার
 হইতে তাঁহার স্থান অনেক উচ্চে। গুণা-
 গুণ বিচারেও দেখা যায়, মনের সংশয়
 অপেক্ষা বুদ্ধির গুণ নিশ্চয় কত উৎকৃষ্ট।
 অহঙ্কার এবং অধ্যবসায়, এতহস্তের তুলনা
 করিলে, কোন্টীকে শ্রেষ্ঠ বলিতে ইচ্ছা
 হয়? ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে,
 মশেল্লির ও মন এবং অহঙ্কার ও বুদ্ধি,
 এই ত্রয়োদশবিধ কারণের মধ্যে বুদ্ধির
 প্রাধান্য স্বীকার্য্য। কারণের গুণ-ক্রিয়া-
 বিভাগাদি প্রদর্শিত হইল।

তন্মাত্রাণ্যবিশেষ্যাস্তেভ্যোভূতানি
 পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।

এতে স্মৃতা বিশেষ্যঃ শাস্ত্রা

ঘোরাস্ত মূঢ়াস্ত ৷ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা। তন্মাত্রাণি—ভূতগণের সংস্কারসমূহ।
 অবিশেষ্যঃ—শাস্ত্র-ঘোরস্ত-মূঢ়াস্তাদিশৃঙ্খ।
 তেভ্যঃ—তাহাদিগের হইতে। ভূতানি—স্বল
 ভূত। পঞ্চ—পাঁচটি। পঞ্চভ্যঃ—পাঁচইতে।
 এতে—ইহার। স্মৃতাঃ কথিত হয়।
 বিশেষ্যঃ—বিশেষ্য। শাস্ত্রাঃ—শাস্ত্র। ঘোরিঃ—
 ঘোর। চ—এই হেতু। মূঢ়াঃ—মূঢ়। এৎ—

বস্মার্থঃ। তন্মাত্র গুলি অবিশেষ্য, তাহা-
 হইতে অর্থাৎ সেই পঞ্চভূতানি হইতে
 পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি। এই স্বল ভূতের
 বিশেষ নামে কথিত হয়, যে হেতু ইহার।
 শাস্ত্র, ঘোর এবং মূঢ়।

বিশদব্যাখ্যা। তন্মাত্রের বিশেষ্য নাই।
 মহাভূতের স্পষ্ট-স্বপ্ন-মোহাত্মক শাস্ত্র,
 ঘোরত্ব, মূঢ়ত্ব আছে, তাহার ইচ্ছাদ্বারা
 পরস্পর পৃথগ্ভাবে অনুভূত হয়, কাজেই
 ইচ্ছাদের বিশেষ নাম হয়। স্বল্পভূত
 আমরা পরস্পর পৃথগ্ভাবে অনুভব করিতে
 পারি না, কাজেই তাহার বিশেষ্য আমাদের
 নিবট অপরিচিত, স্মরণ্য উহাকে আমরা
 “অবিশেষ্য” বলি। এ কারিকায় তাৎপর্য্য
 ও বহুত্ব পূর্বে অগ্ৰাণ্য কারিকায় ব্যাখ্যায়
 প্রকটিত হইয়াছে।

সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহপ্রভূতৈস্তি-
 দ্যবিশেষ্যঃ স্মৃঃ।

সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা
 নিবর্তন্তে ৷ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা ॥ সূক্ষ্মাঃ—সূক্ষ্ম অর্থাৎ বর্তমান
 চক্ষুর অঙ্গ। মাতাপিতৃজাঃ—মাতাপিতার

লোহিতরেতঃ সঙ্ঘ হ। সহ—সহিত। প্রভূতৈঃ—
মহাভূতের। ত্রিধা—তিন প্রকার। বিশেষাঃ—
পুংলি কারিকায় কথিত বিশেষ। স্মৃঃ—
হইবে। স্মৃষ্ণাঃ—স্মৃষ্ণগণ। তেষাং—তাহা
দের মধ্য। নিয়তাঃ—নিত্য অর্থাৎ প্রলয়
পর্যাস্ত হায়ী। মাতাপিতৃজাঃ—মাতারা পিতা
হইতে উৎপন্ন, তাহার। নিবর্তন্তে—নিবৃত্তি
অর্থাৎ অচিরে পরিণতি প্রাপ্ত হয়।
(সত্তরই অল্প প্রকার হইয়া যায়, জগৎই
হউক আর মাটীই হউক।)

বৃক্ষার্থঃ। বিশেষ তিন প্রকার; স্মৃষ্ণ
অর্থাৎ লিঙ্গশরীর। মাতাপিতৃজ অর্থাৎ বাট্-
কৌশিকশরীর এবং মহাভূত। (ঘটাদি),
তাহাদের মধ্যে স্মৃষ্ণশরীর প্রলয়কাল
পর্যাস্ত বিদ্যমান থাকিবে। বাট্‌কৌশিক
নিবৃত্ত হইবে।

বিশদব্যাখ্যা ॥ বিশেষের অনাস্তর
বিভাগ বলা হইতেছে। স্মৃষ্ণ শরীর অমু-
মানগম্য মানব-চক্ষুর অবিসর। অমুমান
পরে প্রদর্শিত হইবে। মাতাপিতৃজ
এই আমাদের প্রত্যক্ষ শরীর। মাতৃ-
ভাগ হইতে রোম, রক্ত, মাংস, পিতৃভাগ
হইতে স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, এই তিনটা
সকলনে এই ছয়টি মাতাপিতা হইতে
উৎপন্ন হইয়াছিল। এই শরীরের নাম বাট্-
কৌশিক। লিঙ্গশরীর সৃষ্টির প্রথমে উৎপাদিত,
প্রলয় পর্যাস্ত থাকিবে। ইহলোক পরিত্যাগ
পূর্বক পরশোকে বাইতে হইলে, আত্মা
যে শরীর মাত্র অবলম্বন করেন, তাহারই
নাম লিঙ্গশরীর। বাট্‌কৌশিক শরীর যদি
পচিয়া যায়, তবে তাহার পরিণতি রসাস্তা;
আর যদি দাহ করা হয়, তবে তাহার

পরিণতি ভস্মাস্তা। আর যদি কুকুর
প্রভৃতিতে ভোজন করে, তবে তাহার
পরিণাম মগরূপ প্রাপ্ত হওয়া। এই
প্রকারেই ইহার নিবৃত্তি।

পূর্বেবাৎপন্নগসক্তং নিয়তং

মহাদাদিসূক্ষ্মপর্যাস্তং ।

সংসরতি নিরূপাভোগং ভাবৈ-
রধিবাসিতংলিঙ্গং । ৪০

ব্যাখ্যা। পূর্বেবাৎপন্নং—সৃষ্টি সময়ে
প্রত্যেক পুরুষের জন্ম একএকটা উৎপা-
দিত। অসক্তং—অব্যাহত অর্থাৎ শিখার
অভাস্তরেও প্রবেশ করিতে পারে।
নিয়তং—প্রলয় পর্যাস্ত থাকে। মহাদাদি
সূক্ষ্ম পর্যাস্তং—মহত্ত্ব, অহঙ্কার, একাদশে-
শ্রিয়, পঞ্চতন্ত্র, এই গুলির সমষ্টি
(ইহাতে শান্তত্ব-ঘোরত্ব-মুঢ়ত্ব যুক্ত
ইন্দ্রিয় আছে বলিয়া ইহা বিশেষ)
যদি বলা যায়, এ শরীর থাকিতে বাট্-
কৌশিক শরীর সৃষ্ট হইবার উদ্দেশ্য কি?
তাহাতেই বলা হইতেছে) সংসরতি—বাট্-
কৌশিক শরীর পরিত্যাগ করে এবং অন্য
বাট্‌কৌশিক গ্রহণ করে। (যদি বলা যায়,
যে কেন?) তত্ত্বরে কথিত হইতেছে)
নিরূপাভোগং—যখন বাট্‌কৌশিক শরীর
পরিত্যাগ করিলে স্মৃষ্ণ শরীরের ভোগ
নাই, কাজেই। বাট্‌কৌশিকের একটা
নাম ভোগায়তন শরীর। আমাদের
ভোগ্যবস্তু স্থূল, গ্রহণ উপায় ইন্দ্রিয়ের
অধিষ্ঠানস্থান স্থূল, কাজেই স্থূল অধিষ্ঠান
ছাড়িলে ইন্দ্রিয়ের ভোগ অল্পপন্ন হইয়া
উঠে। সংসারের কারণ বলিতে গেলে

বলা যাইতে পারে) ভাটবরধিবাসিতঃ—
“ভাটবৈঃ” অর্থাৎ ধর্মাধর্মাৎপ্রভৃতি দ্বারা
অধিবাসিত অর্থাৎ সম্পর্কিত । (এই হেতু
সংসার হয় ।) যেমন সুপক্ষচম্পককুসুম
বস্ত্রের সহিত সংসৃষ্ট হইলে, বস্ত্রে উহার
পক্ষ থাকিমা দ্বায়, তরুণ ধর্মাধর্মাদি
রূপে যে সকল ভাব বুদ্ধিতে আছে, তাহা,
লিঙ্গ শরীরে বুদ্ধি আছে বলিয়া লিঙ্গ
শরীরেই আছে । লিঙ্গ—লিঙ্গশরীর ।

বঙ্গার্থঃ । লিঙ্গ-শরীর সৃষ্টিসময়ে
উৎপন্ন, অব্যাহত, মহত্ত্ব হইতে স্ফূর্ত
পর্ষস্ত তাহার উপকরণ, ধর্মাধর্মাতির দ্বারা
সংসৃষ্ট হইয়াই উহা একটা স্থলশরীর
পরিভাগ ও অপরাটী গ্রহণ করে, কারণ
স্থলশরীর বিনা ভোগ অসম্ভব ।

বিশদ ব্যাখ্যা । লিঙ্গ শরীরের কথা
পূর্বে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে । অপর
কথা ব্যাখ্যায়ই শেষ হইয়াছে । এখানে
মতভেদাদি কিছুই বিস্তার ভয়ে বিবৃত
হইলনা । লিঙ্গ শরীরের উপাদান স্ফূ-
র্ত অর্থাৎ তন্মাত্র, বুদ্ধি প্রভৃতিও তাহাতে
আছে, এই সমস্ত ধর্মাধর্মাদি ভাবের যে
পরিধাম, তাহা লিঙ্গ-শরীরকে ব্যুৎপন্ন হইয়াই
প্রাপ্ত হইতে হইবে । এই শরীরের নাম
“লিঙ্গ” হইবার প্রধান কারণ (লয়গচ্ছতি
ইতি ব্যৎপত্ত্যা ।) ইহা লয় প্রাপ্ত হয় । যদি
বলা যায়, স্থল শরীরও লয় প্রাপ্ত হয়,
অতএব তাহারও ঐরূপ নাম হউক,
তখন উত্তরে বলা হইবে, স্থল শরীরের
বিশদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ । অসুমানগম্যলিঙ্গ-
শরীরের বিনাশ আছে কিনা, ইহাই
নিরূপণ করা আবশ্যিক । ‘লিঙ্গ’ শব্দের

অনেক প্রকার অর্থ অনেকে করেন,
বিস্তার ভয়ে সে সমস্ত পরিভাষা করা
গেল । এই কারিকার ৩ প্রকার ব্যাখ্যা
হইতে পারে, তাহাও বলা হইল না, কেবল
তৎকৌমুদীকারের মত বলা হইল ।

চিত্রং যথাশ্রয়মুতে স্থাণাদি-
ভ্যোবিনা যথা ছায়া-+
তদ্বিনা বিশেষৈর্নতিষ্ঠতি
নিরাশ্রয়ং লিঙ্গং ॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যা । চিত্রং—ছবি অর্থাৎ আলোকে
যথা—যে রূপ । আশ্রয়ং—আধার । ঋতে—
বিনা । স্থাণাদিঃ—স্থাণু প্রভৃতি । (ওক-কাঠ
অর্থাৎ পোতা খুঁটাকে স্থাণু বলে ।) বিনা—
ব্যতীত । যথা—যেমন । ছায়া—প্রসিক্ত
ছায়া । তদৎ—সেইরূপ । বিনা—ব্যতীত
(বই) । বিশেষৈঃ—স্বল্প শরীর । নতিষ্ঠতি
—পাকিতে পারে না । নিরাশ্রয়ং—আশ্রয়-
হীন । লিঙ্গং—বুদ্ধাদিতত্ত্ব । (লিঙ্গন অর্থাৎ
আত্মাকে জ্ঞাপন করে বলিয়া বুদ্ধাদিকে
লিঙ্গ বলে ।)

বঙ্গার্থঃ । চিত্র যেমন আধার বিনা
থাকিতে পারে না এবং ছায়া যে রূপ স্থাণু
(বাহার-ছায়া) ভিন্ন থাকিতে পারে না,
সেইরূপ স্বল্প শরীর ছাড়িয়া নিরাশ্রয় লিঙ্গ
অর্থাৎ বুদ্ধাদি অবস্থান করিতে সক্ষম নহে ।

বিশদ ব্যাখ্যা । বুদ্ধি অহঙ্কারের ও
ইন্দ্রিয়ের সহিত সংসরণ অর্থাৎ লোকান্তর
গমন করে, এরূপ স্বীকার করিলেই স্বল্প-
শরীর অস্বীকার করিবার আবশ্যিকতা থাকে
না, এইপ্রকার ‘আপত্তি’ এখানে উপস্থিত
হইতে পারে, তাহার প্রতীতির দিবার জগ্গই

কারিকার সম্বন্ধে। ছবি আঁকাইতে হইলে তাহার অধার চাই। বুদ্ধি প্রীতি এক একটী পুরুষপার্থ ইহাদের একটি আণ-
 দিক আধার (বাহ্য ইহাদের অপেক্ষা সুগ)
 আবশ্যক, কাজেই পুরুষভূতনয় আধারের
 উপর ই সকলকে স্থাপন করা দরকার। এখন
 বুদ্ধাদি লোকান্তরে গমনকরে, তখন তাহারা
 একটী পুরুষ শরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকে,
 নতুবা শিলাস্থ গমন করিতে পারে না। ইহা-
 দ্বারা অহুমান করা যায়, লিঙ্গ শরীর আছে।
 শাস্ত্রেতে, লিঙ্গ শরীরের কথা আছে।
 - সাবিত্রীপাথানে লিঙ্গশরীরের লোকান্তর-
 গমনের প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা, "ততঃ
 সত্যরতঃ কামাৎ পাশবন্ধং বশং গতঃ।
 অঙ্গুষ্ঠমার্গে পুরুষঃ নিশ্চকর্ম বলাৎ ধমঃ।"
 সত্যবানের দেহ হইতে যন অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ
 অর্থাৎ বৃষ্ণ শরীররূপ পুরে যে বান করে,
 এমন পুরুষশরীর বাহির করিয়াছিলেন।
 এখানে আত্মা সর্পবাপী বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ মাত্র
 হইতে পারে না। উহা লিঙ্গ শরীরের
 পরিমাণ, এই কথা আচার্য্য দাম্পতি বলেন।
 এই কারিকার লিঙ্গশরীর অর্জনিত হইল।

পুরুষার্থহেতুকসিদ্ধং নিমিত্ত-

৩২ নৈমিত্তিক প্রসঙ্গেন।

প্রকৃতেবিভূত্বযোগামটবদ্যাব-

তিষ্ঠতে লিঙ্গং ১৪২।

ব্যাখ্যা। পুরুষার্থহেতুকং—পুরুষের ভোগ
 এবং অপবর্গ হেতু প্রযুক্ত। ইদং—ইহা
 নিমিত্তনৈমিত্তিক প্রসঙ্গেন—নিমিত্ত এবং
 নৈমিত্তিক অর্থাৎ দর্শনাদি ও বাট কৌশিক
 শরীর গ্রহণ, এই উক্ত্য বিধানে যে প্রসঙ্গ, অর্থাৎ

প্রাক্তি, তাহার দ্বারা। প্রকৃতেঃ—প্রকৃতির
 অর্থাৎ প্রধানের। বিভূত্ব যোগাৎ—বিপুল
 সামর্থ্য আছে বলিয়া। নটবৎ—অভিনে-
 তার জায়। ব্যবতিষ্ঠতে—বিভিন্ন প্রকারে
 অবস্থিত হইয়া থাকে। লিঙ্গং—সুশরীর।

দর্শনং। দর্শনাদি নিমিত্ত শরীর পরিগ্রহ
 করিয়া পুরুষার্থ সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যেই
 লিঙ্গ শরীর নানাভাবে অবস্থিত হয়, এই
 ব্যাপারের একমাত্র কারণ প্রকৃতিদেবীর
 অসামর্থ্য সানর্থ্য মাত্র।

বিশদব্যাখ্যা। সুশরীর প্রমাণ
 করিয়া, তদনন্তর কেন সুশরীর লোকান্তর-
 গমনাদি করে এবং তাহাতে তাহার ক্ষম-
 ত্ব কি, এই বিষয়ে একটু আলোচনা
 করা হইতেছে। লিঙ্গ শরীর পুরুষার্থ
 অর্থাৎ ভোগাদি সম্পাদনের জন্তই নানা-
 লোকে গমন করে। পুরুষার্থই তাহার
 একমাত্র লক্ষ্য। যেরূপ কোনও অভিনেতা
 কখনও রাম, কখনও কর্ণ, কখনও বসুদেবের
 বেশ ধারণ করিয়া সভাগণের পরিভূষ্টি
 সাধন করে, তদ্রূপ লিঙ্গ-শরীর কখনও
 নাগর, কখনও পদ্ম, কখনও কীটাদি আকার
 অর্থাৎ সুশরীর ধারণ করিয়া পুরুষের ভূষ্টি
 সম্পাদন করে। লিঙ্গ-শরীরের ক্ষমতা
 আদিগ কোথাহইতে? এই প্রশ্নের উত্তরে
 বলা হইতেছে, প্রকৃতির অসীম ক্ষমতা। শাস্ত্র
 বলেন, "ঐবশক্রপ্যাৎ প্রধানস্ত পরিণামোহর-
 মদভূতঃ।" প্রকৃতির নানাক্রপতা-নিবন্ধন
 এই প্রকার আশ্রয় পরিণাম সংঘটিত হয়।
 বাচস্পতি-সত্যস্বরে বলা হইল।
 সাংসিদ্ধিকাস্ত, ভাব্য প্রাক্তিক।
 বৈকৃতিকাস্ত, দর্শনাদি।

দৃষ্টাঃ করণাশ্রয়িনঃ কার্য্যাশ্রয়িনশ্চ
কললাদ্যাঃ । ৪৩ ।

ব্যাখ্যা । সাংস্কৃতিকঃ—স্বাভাবিক ।

চ—ও । ভাবাঃ—ধর্মাদি । প্রাকৃতিকঃ—

প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত । বৈকৃতিকঃ—

উপায় অনুষ্ঠানদ্বারা উৎপন্ন । চ—এবং ।

ধর্মাদ্যাঃ—ধর্মাদি, জ্ঞান-অজ্ঞান, বৈরাগ্য-
অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য-অনৈশ্বর্য এই আটটি ।

দৃষ্টাঃ—দেখা যায় । করণাশ্রয়িনঃ—বুদ্ধিতে
আশ্রিতা কার্য্যাশ্রয়িনঃ—শরীরপ্রিতা চ—ই ।

কললাদ্যাঃ—কলল বৃদ্ধ ইত্যাদি অবস্থা
গর্ত্ত্বেশ্বর-এবং প্রসূতের বাল্য-কৌমার-যৌবন-
বার্দ্ধক্য ইত্যাদি ।

বঙ্গার্থঃ । সাংস্কৃতিক এবং বৈকৃতিক,
এই দুই প্রকারে প্রাকৃতিক ভাবের বিভাগ
করা হয়, তাহার বুদ্ধিতে আশ্রিত । কল-
লাদি অবস্থাই শরীরপ্রিত ।

বিশদব্যাখ্যা । ধর্মাদি কাহারও স্বাভাবিক,
কাহারও বা অনুষ্ঠান প্রাপ্ত । নহর্ষি কপিলের
ধর্মজ্ঞানাদি স্বাভাবিক । প্রাচ্যেতস প্রভৃতি
কবিগণের জ্ঞানাদি যোগ্যানুষ্ঠান হইতে উৎপন্ন ।
অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, ইহারা বুদ্ধিকে
আশ্রয় করিয়া হয়, কেবল শুদ্ধশোণিতের
সম্মিলন হইতে কললবৃদ্ধাকৃতি ও করণ
প্রভৃতি অবস্থা এবং বালা, বার্কক্য ও যৌব-
নাদি অবস্থা শরীরের আশ্রিত, বুদ্ধির নহে ।
ধর্মাদির মত ইহারও বুদ্ধিগত কি না, এ
বিষয় বিবেচনা করিবার আবশ্যক বলিয়াই
ইহার শরীরপ্রিত, একথা বলা হইল । নিমিত্ত-
নৈমিত্তিকের বিভাগ করা এই কারিকার
উদ্দেশ্য । নিমিত্ত ধর্মাদির বিপর্যয়, পরে

নৈমিত্তিক-শরীরের ধর্মও বলা আবশ্যক,
তাহা বলা হইল ।

ধর্মোণ গমনমূর্ছং গমনমধস্তাদ্-

ভবত্যাধর্মোণ ।

জ্ঞানেন চাপবর্গোবিপর্যয়াদিঘ্যতে
বন্ধঃ । ৪৪ ।

ব্যাখ্যা । ধর্মোণ—ধর্মের দ্বারা । গমনং—
যাওয়া । উর্ছং—(স্বর্ণলোকে অথবা)

শ্রেষ্ঠ । গমনং—যাওয়া । অধস্তাং—(শাতা-
লাদি স্থানে অথবা) নিম্নঃ । ভবতি—

হইতে পারে । অধর্মোণ—অধর্মের দ্বারা ।
জ্ঞানেন—জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি এবং

পুরুষের অত্রথা ব্যাতিহারী । চ—(নিমিত্ত
ার্থে) । অপবর্গঃ—পরিসমাপ্তি (মে.ফা ।

বিপর্যয়াৎ—অজ্ঞানের দ্বারা । ইষাতে—প্রাপ্ত
হওয়া যায় । বন্ধঃ—অর্থাৎ সংসার-বন্ধন

ভুক্তিতে থাকে । (জ্ঞান-চক্ষু নিম্নীলিত
পাকার নাম বন্ধ, অথবা সংসার-ছঃখে বন্ধ

হওয়ার নাম বন্ধ অথবা ঘৃণা-লজ্জা প্রভৃতিতে
আবদ্ধ পাকার নাম বন্ধ ।)

বঙ্গার্থঃ । ধর্মের দ্বারা উর্দ্ধগতি লাভ ও
অধর্মের দ্বারা অধোগতি প্রাপ্ত হওয়া যায় । জ্ঞানঃ
হইতে মুক্তি এবং অজ্ঞান হইতে বন্ধ হয় ।

বিশদব্যাখ্যা । কিরূপ নিমিত্তে নিকরূপ

নৈমিত্তিক হয়, তাহা এই কারিকার প্রদর্শিত
হইতেছে । বন্ধ তিন প্রকার । প্রাকৃতিক,

বৈকৃতিক, দাক্ষণিক । প্রকৃতিকে যাহারা
আত্মা বলিয়া মনে করে, তাহাদের প্রাক্র-

তিক বন্ধ । “পূর্ণ শতসংস্রং তিষ্ঠত্বা বাক্ত
চিন্তকঃ” এই প্রমাণে অবগত হওয়া যায়,

যাহারা প্রকৃতির উপাসক, তাহার শতসংস্র

মহত্তর প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে, তৎপরে আবার আবির্ভূত হয়। যেমন বর্ষাবসানে তেজ সকল সৃষ্টিকার মধ্যে লীনভাবে অবস্থান করে, আবার পুনর্বার বর্ষার উপস্থিতিকালে তাহার। যেমন তেমনি হইয়া দাঁড়ায়, তদ্রূপ প্রকৃতি-লীন ব্যক্তি উপযুক্ত সমস্রাবসানে আবার জাগিয়া সংসারে আসে।

সাহসী বিকৃতি অর্থাৎ ভূত, ইঞ্জির, অহঙ্কার ও বুদ্ধিকে উপাসনা করে, তাহার। ও তাহাতে লীন হইয়া বহুদিন অতিবাহিত করে। “দশ-মহত্তরানীহিত্তীক্রিয়চিন্তকাঃ ভৌতিকাস্ত পুতং পূর্বং সহস্রস্বাভিনানিকাঃ।” বৌদ্ধা দশ মহত্সানি তিষ্ঠন্তি বিগতজরাঃ ॥” এই বচন-গুলির দ্বারা অবগত হওয়া যায়, ইঞ্জিয়োপাসক দশমহত্তর, পর্যাণ্ড নিরাপদভাবে থাকে, ভূতোপাসক শত মদন্তর, অহঙ্কারোপাসক সমস্ত মদন্তর, বুদ্ধির উপাসক দশমহত্তর মদন্তর বা উপাত্ততকে লীন থাকে, কাগাস্তরে আবার তাহাকে সংসারচক্রে ঘুরিতে হয়।

আয়ার তবাসুসকান না করিয়া কেবলমাত্র অগ্নাদি মাধ্য ‘ইষ্ট’ ও পুরুরিগ্যাাদি খনন প্রকৃতি ‘পুষ্ঠ’ নামক কার্যা করিলে সে সাধকের দাক্ষিণ্য বন্ধ হয়। তাহাদের দক্ষি-নায়ন পথে ধূমসয় গতি হয়, একথা শাস্ত্রে আছে। “এপরে কোনও বিষয়ের বিশদীকরণ এখানে আবশ্যক হইতেছে না। কারণ সুবোধ।

বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ সংসারো

ভবতি রাজসাদ্ রাগাৎ ।

ঐশ্বর্যাদবিঘাতো বিপর্যয়াস্ত-

দ্বিপর্য়্যাসঃ। ৪৫

ব্যাখ্যা। বৈরাগ্যা—বৈরাগ্য অর্থে ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ে বিরক্তভাব, তাহা হইতে। প্রকৃতিলয়ঃ—প্রকৃতি অর্থে অধাত্বে লীন হওয়া যায়। সংসারঃ—জন্মানি ভবতি—হয়। রাজসাৎ—রজোগুণায়ক। রাগাৎ—আসক্তি হইতে। ঐশ্বর্য্যাৎ—অগ্নি-নাদি হইতে। অবিঘাতঃ—সর্বত্র অপ্রতি-হত প্রভাব। বিপর্যয়াৎ—ঐশ্বর্যের অভাবে। ‘তদ্বিপর্য়্যাসঃ’—তাহার বিপরীত অর্থাৎ সর্বত্র ইচ্ছাদিঘাত হয়।

বন্ধার্থঃ। পুরুষের তত্ত্ব না জানিয়া ঐহিক-পারত্রিক বিরাম উপস্থিত হইলে, প্রকৃতিতে লীন হওয়া যায়। রাজস অমুরাগ হইতে সংসার উপস্থিত হয়। ঐশ্বর্য হইতে সর্বত্র অপ্রতিঘাত হয় এবং ঐশ্বর্য না থাকিলে সকলপ্রকারে ইচ্ছার ব্যাঘাত সংঘটিত হয়।

বিশদ ব্যাখ্যা। যদি পুরুষের তত্ত্ব অব-গত না হইয়া, শুধুমাত্র প্রকৃতিরই তত্ত্ব জানিয়া প্রাকৃত পদার্থেই বিরক্তি ঘটে, তবে প্রকৃতি লয় হয়, মোক্ষ হয় না; কারণ শুধু প্রকৃতিকে জানিলে বার্থ তত্ত্বজ্ঞান হইল না। প্রকৃতি শব্দের অর্থ এখানে প্রকৃতি, সহস্রক, অহঙ্কার, ইঞ্জির ও ভূত সকল। ইহার। বাহু জগতের কারণ, তবে কেহ সন্নিকটে, কেহ বা বিপ্রকটে। “রাজসরাগ” বলায় রজো-গুণের শক্তি হুঃখ সংসারে বিদ্যমান, একথা বলা হইয়াছে। রাজস রাগ—কারণ, কার্যসংসারও কারণের গুণ হুঃখ পাইতে অধিকারী। প্রকৃতি প্রভৃতি জড়ের স্বর্ভাব হুঃখ, তাহাদের চিন্তা করিলে হুঃখের একান্ত বিনাশ হওয়া সম্ভব। ঐশ্বর্য কোর্গসিক

শক্তিবিশেষ, উহা ঈশ্বরের স্তম্ভনিক নিজস্ব নচেৎ, একথা এখানে বলা হইল, অপরত্র ঈশ্বর সংক্ষেপেও কিছু বলা হইবে।

এষঃ প্রত্যয়সর্গো বিপর্যায়-শক্তি-
তুষ্টিসিদ্ধ্যাখাঃ ।

গুণবৈষম্যবিনর্দাস্তস্য চ ভেদাস্তু
পঞ্চাশৎ । ৪৩ ।

ব্যাখ্যা । এষঃ—এই প্রত্যয় সর্গঃ—
প্রত্যয় অর্থাৎ (প্রতীকভেদনেনেতি বাঃ
পত্যা।) বুদ্ধিত্বের সৃষ্টি । বিপর্যায়শক্তি-
তুষ্টি সিদ্ধ্যাখাঃ—বিপর্যায়, অশক্তি, তুষ্টি ও
সিদ্ধি এইগুলির নাম । গুণবৈষম্য বিনর্দাৎ-
গুণ—অর্থাৎ স্বভ, রজঃ ও তম, ইহাদের
বৈষম্য অর্থাৎ এক একটির অধিক বলা
অথবা দুইটির অধিক বলা হাত করা এবং
বিনর্দ অর্থাৎ একের দ্বারা অপরকে অভিভূত
হওয়া, এই উভয় কারণে। তুষ্টি—তাহার
(বুদ্ধি সৃষ্টির) চ—ই। ভেদাঃ—অবাণ্ডর
প্রকার অর্থাৎ অবয়ব । তু—(‘কিঞ্চ’ অর্থে,।)
পঞ্চাশৎ—৫০টা।

বক্ষার্থঃ । এই প্রত্যয়সর্গঃ সংক্ষেপতঃ
বিপর্যায়, অশক্তি, তুষ্টি, সিদ্ধি এই নামে
কথিত হয়, গুণের বলাবল ও অভিভূত ভাব
হইতে তাহার বিস্তারতঃ ৫০ প্রকার বিভাগ
করা যাইতে পারে।

বিশদব্যাখ্যা । বুদ্ধি ধর্মগুলির সংক্ষেপ
ও বিস্তাররূপে কখন এই কারিকার উদ্দেশ্য ।
পূর্বে যে ধর্মধর্মাদি অষ্টবিধ ভাব বলা হই-
রাছে, ইহার মধ্যে তাহাদের অন্তর্ভাব বুদ্ধিতে
হইবে । বিপর্যায় অজ্ঞান—তাহা বুদ্ধি-ধর্ম ।
অশক্তি—করণবিকলভাবের বুদ্ধি-ও বুদ্ধি-

ধর্ম । তুষ্টি এবং সিদ্ধিও বুদ্ধির ধর্ম । ইহ
দের মধ্যেই ‘বর্ষ’ ব্যাপ্তি অবশিষ্ট সাতটা
বুদ্ধি ধর্মের অন্তর্ভাব । সিদ্ধিতে জ্ঞানের
অন্তর্ভাব । তজ্জা কথায় বিপর্যায়, অশক্তি,
তুষ্টি, সিদ্ধি, ইহাই প্রত্যয়সর্গের ০ বিভাগ ।
ইহাদের প্রভোক্তের আবার সংখ্যাধিক্য
আছে, যথা বিপর্যায় পঞ্চবিধ । একরূপভাবে
গণনা করিতে গেলে, প্রত্যয়সর্গ ৫০-তাহে-
বিত্ত হইবে। ক্রমশঃ তাহাদের স্বরূপ
অবাণ্ডর বিভাগ প্রদর্শিত হইবে।

পঞ্চবিপর্যায়ভেদা তবন্যশক্তিঞ্চ
করণবৈকল্যাৎ
অষ্টাবিংশতি ভেদাঃ তুষ্টির্নবদ্ব্যর্থকা
সিদ্ধির ৪৭ ।

ব্যাখ্যা । পঞ্চ—পাঁচটা । বিপর্যায়
ভেদাঃ—বিপর্যায়ের বিভাগ । তবন্য—
হইতেছে । অশক্তিঃ—অশক্তি । ৫—৩ ।
করণবৈকল্যাৎ—করণের বুদ্ধির (ইঞ্জিন
সংক্রমণ) বিকলতা অর্থাৎ কার্যনিশ্চয়নে
অনামর্থা হইতে । অষ্টাবিংশতি ভেদাঃ—২৮
—প্রকারের । তুষ্টি—তুষ্টি নামক বুদ্ধি ধর্ম ।
নবদ্ব্যর্থকা—নয়প্রকার । অষ্টবিংশতি—আটপ্রকার ।
সিদ্ধির—সিদ্ধি সংক্রমণ বুদ্ধি ধর্ম ।

বক্ষার্থঃ । বিপর্যায় ৫ তাঃ গণিতকৈ । কন-
ণের অণুভাবশতঃ অশক্তি ২৮ প্রকার ।
তুষ্টি ২ প্রকার । সিদ্ধি ৮ প্রকার ।

বিশদব্যাখ্যা । বিপর্যায় পাঁচপ্রকার,
তাহাদের নাম যথা, অবিদ্যা ১, অস্মিতা ২,
রাগ ৩, দ্বেষ ৪, অভিনিবেশ ৫, ইহাদের
স্বতন্ত্র নাম বধাক্রমে তমঃ, মোহ, মন্থানোহ,
তামিল, অন্ধতামিল, অশক্তির সংক্রমণ ।

২৮টা ক্রমশঃ বলা হইতেছে, যথা...বাৰ্বিৰ্য্য ১, কুষ্টিতা ২, অরুহ ৩, অড়তা ৪, অজিহতা ৫, মুকতা ৬, কোণ্য ৭, পঙ্গু ৮, ক্ৰৈব্যা ৯, উদা-বর্ত ১০, মুগ্ধতা ১১, অকৃত্যাত্মা বৈকল্য ১২, উপাদান বৈকল্য ১৩, কাল বৈকল্য ১৪, ভাগ্য বৈকল্য ১৫, পার বৈকল্য ১৬, সুপার-বৈকল্য ১৭, পারাপার বৈকল্য ১৮, অমৃত-মাস্ত্র বৈকল্য ১৯, উত্তমাস্ত্র বৈকল্য ২০, তার বৈকল্য ২১, স্তার বৈকল্য ২২, তার তার বৈকল্য ২৩ (কাহারও মতে ভারবৈকল্য ২১, স্তারবৈকল্য ২২, ভাবাভাব বৈকল্য ২৩) বিবেক বৈকল্য ২৪, শুদ্ধি বৈকল্য ২৫, প্রমোদ বৈকল্য ২৬, হৃদিত বৈকল্য ২৭, মোদমান বৈকল্য ২৮। তুষ্টি নবদা যথা— প্রকৃতি ১, উপাদান ২, কাল ৩, ভাগ্য ৪, পার ৫, সুপার ৬, পারাপার ৭, অমৃতনাস্ত্র ৮, উত্তমাস্ত্র ৯। প্রকৃতিতুষ্টির নামাস্ত্র অস্ত্র, উপাদানের নামাস্ত্র সলিল, কালের অস্ত্রনাম ওষ, ভাগ্যের অপর নাম বৃষ্টি। সিদ্ধি আট প্রকার যথা;...উহ ১, শব্দ ২, অধায়ন ৩, সুদং প্রাপ্তি ৪, দান ৫, প্রমোদ ৬, মুদিত ৭, মোদমান ৮। ইহাদিগের লক্ষণাদি পরে বলা হইবে। এখানে শুধু নাম বলাগেল মাত্র

ভেদস্তমসৌহৃৎবিধৌ মোহস্যচ
দশবিধৌমহামোহঃ ।

তামিশ্রোহৃৎদশধা তথা ভবত্যক্ষ-

তামিশ্রঃ । ৪৮ ।

ব্যাখ্যা। ভেদঃ—বিভাগ। তমসঃ—
ভবনামক বিপর্য্যয়ের। অষ্টবিধঃ—আট-
প্রকার। মোহস্তঃ—মোহের। চ—ও।

(আট প্রকার।) দশবিধ—দশপ্রকার। মহামোহঃ—মহামোহ নামক বিপর্য্যয়। তামিশ্রঃ—অর্থাৎ ঘেষ। অষ্টাদশধা—
অষ্টারপ্রকার। তথা—সেইরূপ। ভবতি—হইতেছে। অক্ষতামিশ্রঃ—অভিনবেশ।
বদ্বার্থঃ। তম ৮ প্রকার। মোহও ৮ প্রকার। মহামোহ ১০ প্রকার। তামিশ্র ১৮ প্রকার। অক্ষতামিশ্রও ১৮ প্রকার।
বিশদব্যাখ্যা। এই প্রকারগুলির নামোন্মেষ নাই। বিষয়ের ভিন্নতাবশতঃই উভ্যদের সংখ্যাধিক্য। ইহা প্রদর্শিত হই-
তেছে। অবাক্ত, মহন্ত, অহঙ্কার ও পঞ্চ-
ম্মারে আত্মবুদ্ধি অবিদ্যা অথবা তমঃ। অবি-
দ্যার নানাপ্রকার লক্ষণ আছে, তাহা এখানে বলা বিশেষ দরকার নহে। ফলতঃ অষ্টবিধ জড় পদার্থে আত্ম বুদ্ধি আট প্রকার অবিদ্যা। বিষয়ের সংখ্যামুসারেই বিভাগ করা হইল। দেবতার অগ্নিাদি অষ্টৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া মনে করেন, ঠাণ্ডাদের এই ঐশ্বর্য্য চিরকাল স্থায়ী, এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যবিষয়ক আটপ্রকার মোহই বিষয়ভেদে অষ্টবিধা অস্মিতা। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটা পদার্থ দিব্য এবং অদিব্য ভেদে সম-
ষ্টিতে দশ প্রকার। এই দশবিধ বিষয়ের প্রাতি যে রাগ অর্থাৎ আসক্তি, তাহা বিষয় ভিন্নতায় দশবিধ মহামোহ বলিয়া কথিত হইতেছে। দিব্যাাদিব্য দশবিধ শব্দাদি বিষয় এবং অগ্নিাদি অষ্টৈশ্বর্য্য, এই সমষ্টিতে অষ্ট-
দশ বিষয়ে ভোম্বের পারম্পরিক ক্রমবশতঃ যে-ব্যাপ্ত, তাহাতে ঘেষের উদয় হয়। বিষ-
য়ের সংখ্যা অনুসারে ঘেষেরও সংখ্যা অষ্ট-
দশ। ইহাষ্ট ১৮ প্রকার তামিশ্র। দেবতারো

মশবিধ বিষয় এবং অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া তাঁহাদের এইগুলি অস্তুরদিগেরদ্বারা পাছে অপচ্যত হয়, এষ্টে জন্ম ভীত হন। এই জন্মের বিষয় ১৮টী, স্মৃত্যং ১৮ প্রকার (বিষয়ভেদে) অক্ষতামিস্র বা অভিনিবেশ ইহা প্রতিপাদিত হইল। অতঃপর কারিকাকল্প অশক্তি প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ প্রদর্শিত হইবে। পাঁচপ্রকার বিপর্যায় অনাস্তুর ভেদে ৬২ প্রকার হইল—যথা, তমচ, মোহ ৮, মহামোহ ১০, তামিস্র ১৮ ও অক্ষতামিস্র ১৮। ষট্গুলি একারিকায় বলা হইল, সকলগুলি বিভিন্নভাবে বস্তুতঃ একতাৎপর্য্যে পাত্তুলে বিবেচিত হইয়াছে।

একাদশেশ্রিয় বধাঃ সহ বুদ্ধিবৈধর-
শক্তিরুদ্ধিষ্ঠাঃ ।

সপ্তদশবধা বুদ্ধির্নিপার্যায়ান্তু স্তিসিদ্ধী
নাম্ । ৪৯ ।

ব্যাখ্যা। একাদশেশ্রিয়বধাঃ—একাদশ ইন্দ্রিয়ের অপাটন। সহ—সতিত। বুদ্ধিবৈধঃ—বুদ্ধির বৈকল্যের। অশক্তিঃ—অশক্তি। উদ্দিষ্টা—কথিত। সপ্তদশ—১৭ প্রকার। বধাঃ—বিকলতা। বুদ্ধেঃ—বুদ্ধির (স্বরূপতঃ) বিপর্যায়ং—বৈপরীত্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিকলতা হইতে। তুষ্টি সিন্ধীনাং—তুষ্টি এবং সিদ্ধি, ইহাদের। বস্তুার্থঃ। একাদশ ইন্দ্রিরেষু অপটুতা, তাহা বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ বলিয়া, বুদ্ধিরই একাদশেশ্রিয়ের বৈকল্য। হেতুকঃ একাদশ অশক্তি। আর তুষ্টি ও সিদ্ধির বিপর্যায় সপ্তদশবিধ বুদ্ধির নিকের অশক্তি, এই ২৮ প্রকার অশক্তি।

বিশদব্যাখ্যা। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গুণের ঘাটাই বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধ প্রাপ্ত হন। যদি ইন্দ্রিয়ের বিকলতা উপস্থিত হইল, তবে বস্তুতঃ বুদ্ধির সেই বিষয়ে অশক্তি আসিয়া দেখাদিগ। অশক্তি শব্দের অর্থ অমানর্থ্য অর্থাৎ ক্ষমতা না থাকা। ইন্দ্রিয়গণ অসমর্থ হইলে, বুদ্ধির ক্ষমতা ক্ষুরিত হইতে পারে না; কাজেই তাহাকে বুদ্ধির ইন্দ্রিয়াপাটন নিমিত্ত অশক্তি বলা যায়। কর্ণ, স্বক, চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাসিকা, বাক, পাণি, চরণ, উপত্য, পায়ু ও মন, এই একাদশেশ্রিয়ের একাদশপ্রকার অপটুতা যথাক্রমে বাপির্ঘা [বিধিততা] কুষ্টিতা, অক্ষত, জড়তা, অজিহ্বত, মুকুতা, কোণা, পদুষ্ক, দৈব্যা, উদাবর্ত ও মুগ্ধতা বলিয়া কথিত হয়। তুষ্টি নামপ্রকার, তাহার বিপর্যায়সও নাম প্রকার। তুষ্টির নাম প্রকৃতি; আবার অশক্তির নাম প্রকৃতি-বৈকল্য, এইরূপ অপরগুলির বেলায়ও হইবে। সিদ্ধির সংখ্যা ৮; বিপর্যায় ৮ হইবে। সিদ্ধির নাম প্রমোদ; অশক্তি অর্থাৎ প্রমোদের বিপর্যায়ের নাম প্রমোদ, বৈকল্য। ঐরূপ মুদিত ও মোদনানেরও বুদ্ধিতে হইবে। (উহ সিদ্ধির আর এক নাম তারতার, শব্দ যিহের নামান্তর স্মৃত্যং; অধ্যয়নের অগ্র নাম তার, স্মৃত্যং প্রাপ্তির অগ্র নাম রম্যক। দানের অপর নাম সদামুদিত) তার, স্মৃত্যং, তারতার ইহাদের উপর বৈকল্য বসাইলেই এই তিনটি সিদ্ধির বিপর্যায় যে অশক্তি, তাহার নাম হইল। স্মৃত্যং প্রাপ্তির বিপর্যায়ের নাম বিবেকবৈকল্য এবং দানের বিপর্যায়ের নাম তুষ্টিবৈকল্য; এই দুইপ্রকার ও অশক্তির মধ্যে। কারণ, অষ্টসিদ্ধির মধ্যে এই তুষ্টি,

যে হুইটীর, বিপর্যয়, তাহার ঘণিত
হইয়াছে।

আধ্যাত্মিকশাস্ত্রঃ প্রকৃত্যুপাদান-

কাল ভাগ্যাখ্যাঃ ।

বাহ্যবিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নবতুটয়ো-

ইভিমতাঃ । ৫০ ।

ন-ব্যাখ্যাঃ । আধ্যাত্মিকঃ—আধ্যাত্মিক ।

চত্বঃ—চারিপ্রকার । প্রকৃত্যুপাদান কাল

ভাগ্যাখ্যাঃ—প্রকৃত, উপাদান, কালভাগ্য,

এই চারিনাম কথিত হয়। বাহ্যঃ—বাহ্য

তুষ্টি । বিষয়োপরমাৎ—বিষয়ভাগ হইতে ।

পঞ্চ—পাঁচ প্রকার। নব—নয় রকম।

তুষ্টিঃ—তুষ্টি। অভিমতাঃ—অভিপ্রেত ।

বন্দার্থঃ । তুষ্টিসাধারণতঃ বিবিধ—আধ্যাত্মিক

ও বাহ্য। আধ্যাত্মিক ষ্ট প্রকার, খণ্ডা, প্রকৃতি,

উপাদান, কাল, ভাগ্য। বাহ্য পাঁচপ্রকার ।

তাহা বিষয় পরিভাগ হইতে জন্মে। সকলনে

তুষ্টি নয় প্রকার।

বিশদব্যাখ্যা । প্রকৃতি বাস্তব অপর

আত্মা আছে, এইরূপ জানিয়া যে আত্মার

শ্রবণ-মননাদিতে মনোবোগ করে না, তাহার

আধ্যাত্মিক চরিত্র হুইট হয়, অসহপদেশে

যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, তাহার এই তুষ্টি হয়।

প্রকৃতি কাম্বিরিত্ত আত্মাকে অধিকার

করিয়া যখন এই তুষ্টি হয়, তখন ইহার

আধ্যাত্মিক নাম পাইতে পারে। বিবেক-

লাকাংকার প্রকৃতির পরিণাম, প্রকৃতি হই-

তেই হইবে, ধ্যানাভ্যাসাদি যুগা, এইরূপ

উপদেশে যে প্রকৃতির প্রতি তুষ্টি, তাহারই

নাম অসৃত্যাত্মাতুষ্টি । বিবেক-ব্যাতি প্রকৃতি-

কার্য হইলেও প্রকৃতি হইতে হইবে না,

সন্ন্যাস হইতে হইবে, ধ্যানাভ্যাস যুগা, এই

উপদেশজনিত সন্ন্যাসোপাদানে তুষ্টিই উপা-

দান তুষ্টি । সন্ন্যাস যুগা, সময়েই সকল হয়;

এইরূপ উপদেশে কালে যে তুষ্টি, তাহাই

কালাত্মাতুষ্টি । কালে সামর্থ্য কি? তাহাই

প্রধান। এই উপদেশমূলক ভাগের প্রতি

তুষ্টিই ভাগ্যাখ্যা প্রকৃতি মহত্ত্ব ইত্যাদিকে

আত্মা বলিয়া বাঁহারা মনে করেন, তাহার

এই বাহ্যবিষয়ে তুষ্টিপান বলিয়া সে তুষ্টির

নাম বাহ্য । বিষয় অর্থাৎ শব্দাদির অর্জন,

রক্ষণ, ক্ষয়, ভোগ, হিংসা; এই পাঁচপ্রকার

দোষ দর্শন জনিত যে বিষয় হইতে উপরন্তি

অর্থে বিরক্তি, সেই বিরক্তি হইতে

যে তুষ্টি জন্মে, তাহাই বাহ্যতুষ্টি পাঁচটি।

বিষয়ের অর্জন দুঃখকর, এই নিমিত্ত বিষয়ে

বিরক্ত ব্যক্তির যে সন্তোষ, তাহার নাম পার ।

অর্জিত ধনাদি রক্ষাকরা কষ্টকর, এই জ্ঞানে

বিষয়ে বিরক্ত ব্যক্তির তুষ্টির নাম সুপার ।

বড় কষ্টের বিষয় ভোগে ক্ষয় হয়। এই

বিবেচনার বিষয় বিরক্তের সন্তোষ পার-পার

বিষয় ভাগে কাম বৃদ্ধি হয়, অপ্রাপ্তিতে

আবার হুংখ হয়, এই বিষয়-দোষ চিন্তা

করিয়া বৈরাগ্য হইলে, বিরক্ত ব্যক্তির যে

তুষ্টি হয়, তাহার নাম অহুত্তমান্ত । প্রাণি-

হিংসা ব্যতিরেকে বিষয়ভোগ সম্ভবে না, এই

বিবেচনার বিষয়-বৈরাগ্য হইলে যে সন্তোষ

জন্মে, তাহার নাম উত্তমান্ত তুষ্টি । তুষ্টির

সংখ্যা ও রক্ষণ-কখন এই কারিকার

প্রদর্শিত হইল।

(ক্রমঃ—)

মীমাংসাদর্শনম্ ।

(জৈমিনি-সূত্রম্ ।)

(পূর্বঃসূত্রম্ ।)

উৎপত্তৌ বাহবচনাঃ স্ত্যত্রর্থস্যা-

তন্নিমিত্তত্বাৎ । ২৪ ॥

পদপাঠঃ।—উৎপত্তৌ । বা । অবচনাঃ ।

স্ত্যঃ—। অর্থস্য । অত্রনিমিত্তত্বাৎ ॥

বাখ্যা।—উৎপত্তৌ—উৎপত্তিক অর্থ্যৎ

নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলে । বা—(চকারার্থে) ও । অবচনাঃ—অর্থপ্রত্যয়-অভ্যনক ।

স্ত্যঃ—হইতেছে । অর্থস্ত—(পদের) অর্থের ।

অত্রনিমিত্তত্বাৎ—তাহার (বাক্যার্থের)

নিমিত্ততা নাই বলিয়া ।

বদ্যার্থঃ ।—শব্দকে নিত্য বলিয়া স্বীকার

করিলেও, বেদ-বাক্যের অর্থবোধনে সামর্থ্য

নাই ; কেন না, পদার্থ বাক্যার্থের নিমিত্ত

বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না । (বেদ-বাক্য

অর্থাৎ কর্মবোধক বিধিই প্রমাণ, কিন্তু

বাক্যের অর্থ বোধ জন্মাইবার ক্ষমতা নাই ;

বদি বলা যায়, পদার্থই বোধ জন্মাইরে,

তাহাও অকিঞ্চিংকর, কারণ, পদার্থ বাক্যা-

র্থের নিমিত্ত হইতে পারে, ইহার কোনও

উপনুক্ত বুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না ।)

বিশদবাখ্যা।—এই সূত্রে পূর্বপক্ষের

অন্ত বলা হইতেছে । ধর্মের প্রমাণ বলা হই-

রাছে; 'বেদবাক্য' । যদি বেদবাক্য কোনও

রূপ অর্থবোধ জন্মাইতে অপারগ হয়, তবে

বেদবাক্য যে ধর্মের প্রমাণ, এ কথা বুঝা

ছইয়া যাইবে । এই তর্ক এ সূত্রে মীমাংসকের

প্রতিকূলে বলা হইতেছে । "অগ্নিহোত্রং জুহু-

য়াৎ স্বর্গকামঃ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বর্গ কামনা

করে, সে অগ্নিহোত্র হোমাতুষ্ঠান করিবে ।

এখানে "অগ্নিহোত্রং" এই পদের দ্বারা অগ্নি-

হোত্র হোম করিলে স্বর্গ হয়, একুপ ব্যাখ্যা

না । "জুহুয়াৎ" এই পদেরদ্বারাও একুপ

অর্থের প্রতীতিজন্মে না, "বর্গকামঃ" এপদও

একুপ অর্থ ব্যাখ্যাইতে অক্ষম । অপরকোনও

পদ এখানে নাই, যদ্বারা আমরা পূর্বোক্ত

অর্থ বুঝিতে পারি, এই তিনটী পদের অতি-

রিক্ত "বাক্য" নামক নূতন কিছু মাই, বাহা-

দ্বারা একুপ জ্ঞান আমাদের অগ্নিতে পারে ।

তিনটীপদ অর্থ প্রকাশ করিতে পারে, কেন না

তাহাদের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত্য, কিন্তু

এই তিনটী পদের কোনওটা বাক্যার্থ বুঝা-

ইতে মানর্থ্য রাখে না । "অগ্নিহোত্রং" শব্দ

অগ্নিহোত্র ব্যাখ্যা । "জুহুয়াৎ" শব্দ হোম

ব্যাখ্যা । "স্বর্গকামঃ" শব্দ স্বর্গাভিলাষীকে ব্যাখ্যা ।

অগ্নিহোত্র হোমস্বর্গ হয়, এই অর্থ বুঝাইতে

ইহার কেহই সমর্থ নয় । অতএব পদ

সমুদয়ের একটা অর্থ কল্পনা করা এবং

তাহাকে বাক্যার্থ নাম দেওয়া অমূলক । পদ

সকলের অর্থই বাক্যার্থ, একই সম্পূর্ণ অদ-

ভব । কেননা পদ সামান্ত্যবাসী বাক্য

বিশেষবাচী, সামান্ত্য ও বিশেষে আকাশ

পাতাল প্রভেদ, সূতরাং সামান্ত্যবাচী পদের

অর্থ বিশেষবাচী বাক্যের অর্থ হইতে পারে

না । পদার্থ হইতে বাক্যার্থের জ্ঞান জন্মে,

ইহাও বলা যায় না । যাহার সহিত সম্বন্ধ,

সে তাহার অববোধক হইতে পারে ।

যেমন পদ পদার্থের বোধক । পদার্থে ও

বাক্যার্থে—কোনও সম্বন্ধ নাই । যদি পদার্থে

সম্বন্ধশূন্য বাক্যার্থও বুঝাইতে পারে, তবে

অন্তপ্রকার অর্থ বুঝাইতেও পারে; কেন না, উভয়ই অসম্বন্ধ সমান। “অগ্নিহোত্রঃ জুহুয়াৎ” এখানে পদার্থ, যদি অগ্নিহোত্রে স্বর্গ হয়, এই অসম্বন্ধ-বাক্যার্থ বুঝাইল, তবে অন্ন আহাৰ করিলে স্বর্গে যাওয়া যায়, এরূপ অসম্বন্ধ অর্থ বুঝাইতে বা তাহার আপত্তি কি? ইহারূপে বুঝিলে, পদার্থ ও বাক্যার্থে কোনও সম্বন্ধ নাই, সুতরাং একে অপনের নিমিত্ত নহে। যদি বলা যায়, যাহারা পদের অর্থ অর্থাৎ আছে, তাহারাই বাক্যার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারে। অগ্নিহোত্রঃ, জুহুয়াৎ এবং স্বর্গকামঃ, এই তিনটি পদের অর্থ যে জ্ঞাত আছে, সে এই তিনটি পদ উচ্চারণ করিবামাত্রই বুঝিবে যে, অগ্নিহোত্রহোম স্বর্গলাভন। তখন এ আপত্তির উত্তরে বলা যাইবে, যদি বাক্যের শেষ বর্ণটা পূর্ন পূর্ন বর্ণসংস্কার সহিত পদার্থ হইতে অর্থান্তর বুঝাইয়া দেয়, তবেই পদার্থ বাক্যার্থের জ্ঞানের কারণ বলিয়া স্বীকার করিব। যখন তাহা হইতেছে না, তখন বাক্যার্থ-কল্পনা ভ্রম-মূলক অপনা কল্পনার লীলাতরঙ্গ মাত্র। যদি বলা হয়, “নিশ্চিষ্ট পদার্থই বাক্যার্থ।” “কৃষ্ণাংগোংগোহিতি” এই বাক্যটি প্রয়োগ করিলে বুঝা যায়, কৃষ্ণবর্ণ গোক যাইতেছে। এখানে ‘গোঃ’ শব্দের অর্থ গোহুজাতি, যাইতেছে, এই ক্রিয়ার সহিত অর্ঘিত হইয়া, গোব্যক্তির অন্নস্বাদক হইল, কিন্তু কৃষ্ণা এই পদের অর্থ কে কৃষ্ণবর্ণ, তাহা হইয়া যখন এই গো শব্দের অর্থ গো-ব্যক্তির সম্বন্ধ হইল, তখন কৃষ্ণবর্ণ গোক বুঝাইতেছে, এইরূপ বিশিষ্ট বোধ জন্মিত। এই বিশিষ্ট বোধই বাক্যার্থ-জ্ঞান, অতএব পদার্থ বাক্যার্থ-জ্ঞানের নিমিত্ত।”

তাহা হইলেও ইষ্টসিদ্ধি হয় না, ‘গোঃ’পদের অর্থ গোহুজাতি, গচ্ছতি এই ক্রিয়ার সহিত অন্তর্ভুক্ত হইলেই গোহুজাতির আশ্রয় গো-ব্যক্তিকে বুঝাইবে, ইহার তাৎপর্য কি? ক্রিয়াপদ নিকটে থাকিলে প্রকৃত অর্থ পরি-ভাগ পূর্বক অপর অর্থ বুঝাইবে, ইহারই বা নহে কি? গো শব্দে যখন গুরু-কৃষ্ণ-লোহিত ইত্যাদি সর্পিদিঘবর্ণের গোক বুঝিলাম, তখন আবার নিকটে “কৃষ্ণ” পদ আছে বলিয়া অপর সকল গো বৃদ্ধির নিবৃত্তি হইয়া কেবল কৃষ্ণবর্ণ গো মাত্র বুঝিবার হেতু কি? যদি কৃষ্ণ পদের অর্থ গুরু-নীলাদির নিবৃত্তি হয়, তবে এরূপ বিশিষ্ট বোধ জন্মিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে ‘কৃষ্ণ’ পদের, অর্থ কৃষ্ণবর্ণ, গুরু প্রভৃতি বর্ণের নিবৃত্তি তাহার অর্থ নহে। এরূপ অবস্থায় পদের অর্থ বাক্যার্থ অর্থাৎ বিশিষ্টার্থের নিমিত্ত নহে। বাক্য পদসংঘাত মাত্র, তত্তিন্ন আর কিছু নয়। লৌকিক শ্লোকাদি যেরূপ পুরুষ-রচিত, এগুলিও তদ্রূপ। অতএব এই সকল বাক্যের অর্থ-প্রত্যয় নির্দোষ নহে, কল্পনা মাত্র।

তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমামু-
য়োহর্থশ্চ তন্নিমিত্তত্বাৎ ॥২৫

পদার্থঃ। তদ্ভূতানাং। ক্রিয়ার্থেন।
সমায়ারঃ। অর্থশ্চ। তৎ-নিমিত্তত্বাৎ।

বাখ্যা। তদ্ভূতানাং (ভেষু পদার্থেষু
বিদ্যমানানাং) সেই সকল পদার্থে বাচকরূপে
বিদ্যমানপদসমূহের। ক্রিয়ার্থেন—কার্যার্থে।
সমায়ারঃ—সমুচ্চারণ। অর্থশ্চ—অর্থের।
(বাক্যার্থের)। তন্নিমিত্তত্বাৎ—পদার্থ নিমি-
ত্বতা নিবন্ধন।

বঙ্গার্থঃ ॥—পদার্থ বোধক পদের জিয়ো-
দেশেই উচ্চারণ, কেন না, পদার্থ বাক্যার্থের
নিমিত্ত। (অতএব বেদবাক্য অর্থগুণ্ডায়ক,
ইহা অবধারিত, সুতরাং “চোদনানীলক-
ণোহর্থোদর্শঃ” এই ধর্মের প্রমাণ-সম্বন্ধ
অজ্ঞাত।)

০. বিশদ ব্যাখ্যা। এই পুত্র উত্তরপঞ্চমের
মত প্রতিপাদক। “অগ্নিহোত্রঃ” ইত্যাদি
পদত্রয়ের উচ্চারণে প্রপত্তি হইবার উদ্দেশ্য
কি? এ বিষয় অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়,
ক্রিয়া প্রতিপাদনই মুখ্য তাৎপর্য। বাক্যার্থ-
বোধ পদার্থজ্ঞান ব্যতিরেকে হইতে
পারে না, এবং বাক্যার্থজ্ঞান, পদার্থজ্ঞান
সম্পন্ন ব্যক্তিরই হইয়া থাকে, এই অধর-
ব্যতিরেক বধে বুঝা যায়, পদার্থ-জ্ঞান বাক্যার্থ
অবগতিতে কারণ। বাক্যের শেষবর্ণ
পূর্ব পূর্ব বর্ণের সংস্কার সহিত হইয়া,
পদার্থকে পরিভাগ পূর্বক অতঃ পর একটা
বাক্যার্থ বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হয়, ইহাতে
প্রমাণ নাই। বিশিষ্ট পদার্থই বাক্যার্থ। পদার্থ
ব্যতিরিক্ত নূতন বাক্যার্থ বলিয়া একটা কিছু
নাই। বরি কেহ বলেন যে, পদার্থ হইতে পূর্ণক
বাক্যার্থ অবগত হইতেছি, এইরূপ অসম্ভব
হয়, অতএব বাক্যার্থ পদার্থভিন্ন। শক্তি
ব্যতীত একরূপ সম্ভব হয় না, অতএব বাক্যেরও
একটা স্বতন্ত্র শক্তি কল্পনা করা যাইতে
পারে। এ যুক্তি নিতান্ত আকর্ষিতকর,
কেন না, শক্তি থাকুক, আর নাই থাকুক,
পদার্থজ্ঞানই বাক্যার্থজ্ঞানে নিমিত্ত। অপর
একটা কারণ সম্বন্ধে শক্তি কল্পনাই স্থগা। পদ
সকল স্বব অর্থ বুঝাইয়া নিবৃত্ত হয়। অবগত
পদার্থ, তদনন্তর পরস্পর-সম্বন্ধ হইয়া বাক্যার্থ-

রূপ বিশিষ্ট বোধ জন্মাইয়া দেয়। ‘কৃষ্ণ-আগ্নে’
এই শব্দ উচ্চরিত হইয়া মাত্র ৩৭বাচক কৃষ্ণ
শব্দ শুণবৎ প্রত্যয়োৎপাদন করিয়া থাকে।
ইহাতেই বিশিষ্টবোধ জন্মিনঃ বিশিষ্টার্থবোধই
বাক্যার্থজ্ঞান। ইহা দ্বারা বুঝগেগ, পদার্থ-
জ্ঞান হইতেই বাক্যার্থজ্ঞান জন্মে। পদ
সমুদয়ের কল্পিত শক্তি, অল্পপ্রকারে উপপত্তি
হইলেও, কে স্বীকার করিতে সক্ষম হইয়া
আরও দেখা যাইতেছে, কোনও একটা
বাক্য উচ্চারণ করিলে, যে ব্যক্তি ঐ বাক্যের
অন্তর্গত পদগুলির অর্থ অবগত নহেন, তিনি
বাক্যার্থ বোধসমর্থ হন না। পূর্ণপক্ষে যে বলা
হইয়াছে ‘বাক্যাত্মরোধে পদ স্বার্থসামান্যরূপে
বুঝাইয়া বিশেষে পরিবর্তিত হয়, ইহা অসম্ভব।’
বস্তুতঃ তাহা হইতেছে না; সমস্ত গো হইতে
নিবৃত্ত হইয়া কোনও বিশেষ গো-ব্যক্তিকে
বাক্যাত্মরোধেগোশব্দ বুঝাইতেছে, এই সিদ্ধান্ত
স্থির করিতে হইলে, প্রথমে মনে করিয়া আব-
শ্যক যে, যেখানে কেবল পদার্থ প্রযুক্ত হইয়া
প্রয়োজনাত্মক বস্তুতঃ অনর্থক হইয়া দাঁড়াইয়া,
সেইখানে বিশিষ্টার্থ কল্পনা আবশ্যক হয়।
ইহাতে বুঝা যেন “কৃষ্ণাগ্নেঃ” বলিলে ‘কৃষ্ণ’
বর্ণবিশিষ্ট গোক বৃষ্ণিব। শুক্রাদির নিবৃত্তি
ফলবস্তুতঃ হইয়া দাঁড়াইল। তাহা শব্দার্থ
নাই হইলেও, তাৎপর্য-তঃ উল্লেখ্যাদি হইল।
কৃষ্ণবর্ণ এবং গোক, এই সঙ্গীত পদার্থবন্ধ
স্বার্থ বুঝাইয়াও অনর্থক হয়, সেই অল্প
আকাঙ্ক্ষাবশে পরস্পর সম্বন্ধ হয়। পরস্পর
সম্বন্ধ হইলেই এক বিশিষ্ট অপর হইয়া
বিশিষ্টার্থবোধসম্পন্ন হয়, তাহাই বাক্যার্থ।
এইরূপে পদার্থ বাক্যার্থবোধে কাণ্ডন হয়।
বিশেষতঃ “গো” শব্দ স্বার্থ গোয় নামান্ত

হইলেও দ্বিতীয়াদি বিভক্তি তাহার বিশেষিক। বিভক্তি প্রাপ্তিপদিক অর্থাৎ শব্দের সামান্ত্যার্থে—বিশেষ উৎপাদন করে, ইহাই আচার্য্যগণের অভিমত ।

পূর্বপক্ষের "বেদবাক্য পুরুষকৃত" এই সিদ্ধান্তটীও একান্ত ভ্রান্তিমূলক। বেদের কর্তা যে কোনও পুরুষ হইতে পারে না, তাহা—আমরা পঞ্চম সূত্রে বলিয়াছি, পুনরুল্লেখ বুঝা।

লোকে সন্নিয়মাৎ প্রয়োগ-সন্নি-
কর্ষঃস্যাৎ । ২৬ ।

পদ পাঠঃ। লোকে । সন্নিয়মাৎ । প্রয়োগ-
সন্নির্কর্ষঃ । স্তাৎ ।

ব্যাখ্যা। লোকে—বাবহারে। সন্নিয়-
মাৎ—প্রত্যক্ষদ্বারা পদের অর্থ অবগত হইয়া
তুমিসিদ্ধই। প্রয়োগসন্নির্কর্ষঃ—বাক্যপ্রয়োগ-
রূপ সন্নির্কর্ষ অর্থাৎ পদ সকলের পরস্পর
নিকটতানে অবস্থান বা স্থাপন করা।
স্তাৎ—হট্টরা থাকে।

বঙ্গার্থঃ। নৌকিক ব্যবহারে প্রত্যক্ষ-
দ্বারা পদার্থ অবগত হইয়া বাক্য প্রয়োগ
অর্থাৎ পদ-সমূহ স্থাপন করা হইয়া থাকে।
(বৈদিক বাক্যে)ও তদ্রূপ অর্থাৎ পদার্থ অব-
গত হইয়া বাক্যজনিত-অর্থের জ্ঞান লাভ
করা যাইতে পারে।)

বিশদব্যাখ্যা। এ সূত্রে মৌমাংসক
নৌকিক ও বৈদিক উভয় ক্ষেত্রে বাক্যার্থ-
বোধের প্রকার একরূপ বলিতেছেন।
লোকে ও পদের দ্বারা তৎপ্রতিাদ্যার্থের জ্ঞান,
তদনন্তর বিশিষ্টার্থবোধ, তাহাই বাক্যার্থ-
জ্ঞান। অতএব পদার্থজ্ঞান হেতুক বাক্যার্থ-

জ্ঞান, এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সত্য। তাহা হইলে
বৈদিক পদের অর্থ-প্রত্যায়কতা-বলেই বেদ-
বাক্যেরও অর্থজ্ঞানে সামর্থ্য আছে, একথা
প্রমাণ করা হইল; অতএব বেদবাক্য ধর্মের
প্রমাণ, এই পূর্বোক্ত বোধনা অনর্থক হইলনা।
বেদের অর্থ প্রত্যায়কতাধিকরণই এই অধি-
করণের নাম। বেদবাক্যের অর্থ-বোধন
ক্ষমতা নাই, ইহাই পূর্বপক্ষের অভিপ্রায়।
বেদবাক্যে পদার্থজ্ঞানমূলক বাক্যার্থজ্ঞান-
সম্ভাবনা সুনিশ্চিত, অতএব পূর্বোক্ত শঙ্কা
বুঝা, ইহাই সিদ্ধান্তপক্ষের তাৎপর্য্য।

বেদাংশ্চৈতকে সন্নির্কর্ষঃ পুরু-
ষাখ্যাঃ । ২৭

পদ পাঠঃ। বেদান্ । চ। একে । সন্নি-
কর্ষঃ । পুরুষাখ্যাঃ ।

ব্যাখ্যা। বেদান্—(অধিকৃত্য ইত্যাদি-
হাধ্যঃ) চানি বেদকে। চ—ও। একে—
কেহ কেহ (বলিয়া থাকেন।) সন্নির্কর্ষঃ—
(দৃষ্টা ইত্যাদিহাধ্যঃ) সম্বন্ধমূলক সন্নির্কর্ষ
অর্থাৎ সমাখ্যা দেখিরা। পুরুষাখ্যাঃ—
(“ইতি” ইত্যাদিহাধ্যঃ) পুরুষ কর্তৃক
আখ্যাত অর্থাৎ রচিত (এই কথা।)

বঙ্গার্থঃ। কেহ কেহ বেদের সমাখ্যা
দেখিয়া মনে করেন যে, বেদ সকল পুরুষ-
রচিত অর্থাৎ অপৌকুষের নহে। (ইহাদের
অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বর বেদেরচয়িতা নহেন,
এই মতের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদান করেন,
কিন্তু আপাততঃ ঐ উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া
সমাখ্যামূলক বেদ-মত রচনার কথা
বলিতেছেন।)

বিশদব্যাখ্যা। এই সূত্রে পূর্বপক্ষের
অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইতেছে। মৌমাংস-

সক মহাশয়েরা বেদকে নিত্য বলেন, বেদের রচয়িতা কোনও পুরুষ নছেন, কেননা বেদ নিত্য। শব্দ যখন নিত্যাদিার্থ হইল, তখন শব্দ-সমষ্টিস্বরূপ বেদবাক্যও নিত্য হইবে। এমতে সাধারণতঃ ঈশ্বর স্বীকার করা হয় না বলিয়াই বিশ্বাস। যদিও ঈশ্বরের নাম উল্লেখ পূর্বক শত শত যুক্তি-জালের অবস্থান করা গীতাদর্শনের মত এ দর্শনে ঈশ্বর-নিবসনে প্রবৃত্ত পাওয়া হয় নাট, তথাপি বেদরচয়িতা পুরুষের অস্তিত্ব অস্বীকার করার ও শব্দার্থ-সম্বন্ধ পুরুষকৃত নহে, এই কথা বলায়, ঈশ্বরেরই কটাক্ষ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। জ্ঞান-ভঙ্গির কথা মূলে নিঃক্ষেপ করিয়া কেবল কর্মজ্ঞ অপরূপ ফলদায়ক, একথা বলিলে ভগবানের সর্বশক্তি-ময়ত্ব অতলজলে বিসর্জন দেওয়া হয় বলিয়া বুঝ যায়। স্বতন্ত্র বচনভঙ্গী দেখিলে বোধ হয়, নৈয়ায়িক মহাশয়ের পরমেশ্বর-বিরচিত বেদকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইতেছে। “বেদানাং নিত্য সর্বজ্ঞপরমেশ্বর-রচিতং জেন প্রামাণ্য ইতি নৈয়ায়িকাঃ।” এইসকল প্রবাক্য এবং কুম্ভমাঞ্জলির অহুমানবাক্য পাঠ করিলে বুঝায়, ঈশ্বর বেদকর্তা, এই কথা জ্ঞায়ের। এখানে সেই মতই লক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়। “দল্লিকর্ষং” শব্দের অর্থ বোধ হয় ‘অহুমান-বেদজ্ঞ’ হইবে। ভাষ্যকার শব্দ স্বামীর মতান্তরে ব্যাখ্যা করিতে গেলে বলিতে হয়, কঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরাই বেদ রচনা করেন। সমাখ্যা অর্থাৎ যোগার্থই উহাতে প্রমাণ। “কঠক” সংজ্ঞা হইবার কারণ কি? বোধ হয় ‘কঠ’ এই অংশে রচনা করেন। অজ্ঞান শাখা সম্বন্ধেও ব্রূণপ।

যদিও বলা যায় যে, কঠ, পিণ্ডলাদ, প্রভৃতি সকলেই রচনা করেন, এমত নহে, উহার ঐ ঐ অংশের প্রচারক মাত্র; তাহা হইলেও অস্বং একসি কঠা এবং কঠকগুলি প্রচারক স্বীকার দরকার হইয়া উঠে। রচয়িতা পুরুষের নাম অংশ গ্রহণিবে পাওয়া যায় না বলিয়াই সে নিরত হইতে হইবে, এমন নহে। কার্য দেখিয়াই কঠার অহুমান করা সম্ভব। ভাষ্যকার মতে যে কোনও পুরুষ বেদের রচয়িতা, এই প্রকারে এবং অজ্ঞ মতে ঈশ্বর বেদকর্তা, এই উভয়প্রকারেই এই স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাকরা যাঁতে পারে; কিন্তু কোনও প্রসিক দর্শনিক সম্ভার পূর্বোক্ত মতের সমর্থন করেন বলিয়া সাধারণতঃ প্রকাশ নাট। •এখন কথা এই যে, যদি বেদ কঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের বাক্যই হইল, তবে ধর্ম বেদ-প্রামাণ্য অপসিদ্ধান্ত হইয়া পড়িল।

অনিত্য দর্শনাচ্চ। ২৮। •

পদপাঠঃ। অনিত্য-দর্শনাং। ৮।

ব্যাখ্যা। অনিত্য-দর্শনাং—অনিত্য।

বলিয়া প্রমাণ দেখা হইতেছে। ৮—

এই বলিয়াও। (বেদ অনিত্য।)

বস্যাঃ। (বেদের অনিত্যতা-বিষয়ে)

বেদেই বহু প্রমাণ দেখা বাইতেছে বলিয়াও (বেদ নিত্য নহে।)

বিশদব্যাখ্যা। বেদে হে সমস্ত বাস্তব

বস্তু বা ঘটনাবলী উক্ত হইয়াছে, তাহারা যদি অনিত্য হয়, তবে তৎপ্রতিপাদক বেদ, বাক্যগুলিও অনিত্য হইবে, সুতরাং বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের দ্বারাই বেদের অনিত্যতা আবিক্ত হইতে পারিতেছে। বেদে

লিখিত আছে “ঐন্দ্রাণিকিরকামনত” অর্থাৎ উদ্দালক ঋষির পুত্র কামনা করিয়াছিলেন । যদি কেহ বলেন যে, রাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন অনরা বুঝিব, ‘জন্মিয়াছিলেন’ এই বাক্যদ্বারাই রামের অতীতকালে বিদ্যমান থাকাই পরে অপর কাহারও দ্বারা কথিত হইল । এক্ষণ “ঐন্দ্রাণিক” কামনা করিয়াছিলেন বলিলে ব্যাঘ্রায়, উদ্দালক পুত্রের জন্মকাল পরে ঐ কথা অপর কোনও ব্যক্তির বাক্যদ্বারা আবিষ্কৃত হইতেছে । এই অতীতকালের প্রয়োগ দেখিলে মনে হয়, ঐন্দ্রাণিক জন্মগ্রহণ করিবার পরে ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । মনে করা বাটক, বেদে যুধিষ্ঠিরের নামোল্লেখ আছে । যদি যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণের পূর্বে বেদ বিদ্যমান থাকিত, তবে যুধিষ্ঠিরের সংবাদ বেদ কোথায় পাইলেন ? গতএন বেদের মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে ব্যাঘ্রায়, বেদ অনিত্য, সূত্রায় বেদ নিত্য বলিলে মনের আশা মনেই নিবিল, তাহাতে বিশেষ স্বার্থসিক্তির সম্ভাবনা নাই । এ সূত্রীও পূর্বপক্ষের মত সূদৃঢ় করিতেছে । অতঃপর হীমাংসকের নিজস্ব বেদের নিত্যতা নির্মাণকরা হইতেছে ।

উক্তান্ত শব্দ-পূর্বস্বত্রং । ২৯ ।

পদপাঠঃ উক্তং তু । শব্দপূর্বস্বত্রং ।

ব্যাখ্যা।—উক্তং—বলা হইয়াছে । শব্দ-পূর্বস্বত্রং—শব্দপূর্বকতা । (অধ্যাত্ববর্গের সম্বন্ধে ।)

বঙ্গার্থঃ পাঠকগণের বেদ—পূর্বস্বত্র—অর্থাৎ তাঁহার ধরুপে নিত্য শব্দ অধ্যয়ন ও শিষ্যপরম্পরা ক্রমে প্রচার করিতেন, তাহা বলা হইয়াছে । বেদ তাঁহার রচনা করেন

নাই, কেবল জন-সমাজের মঙ্গলার্থ প্রচার করেন মাত্র ।

বৈশদব্যাখ্যা । এই সূত্রীতে মীনাংল-চাৰ্য্য পূর্বোক্ত বেদ-বিষয়ক উত্তর স্মরণ করাইয়া দিতেছেন । ইহা দিক্কাঙ্ক্ষিত । এখানে স্মরণের সংস্থাপনজন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই স্মরণ করান হইল । পূর্বপক্ষের যুক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া আবশ্যিক, তাহা পরবর্ত্তিহবে ক্রমশঃ হইতেছে ।

তাঁখ্যা প্রবচনাৎ । ৩০ ।

পদপাঠঃ আখ্যা প্রবচনাৎ ।

ব্যাখ্যা । আখ্যা—নাম । প্রবচনাৎ—

প্রকৃষ্টরূপে বলা হেতুক ।

বঙ্গার্থঃ কাঠক প্রভৃতি নাম প্রবচন নিমিত্ত হইতে পারে ।

বিশদব্যাখ্যা । পূর্ববাদী বলিয়াছেন, কাঠক নাম হইবার কারণ ‘কঠ’ ইহার রচয়িতা । কঠ কর্তৃক যাহা প্রচারিত হয়, তাহাও কাঠক নাম প্রাপ্ত হইতে পারে, ইহাই এখানে উত্তর । কঠ নিজে যে শাখা অধ্যয়ন করেন, তিনি তাহারই চর্চা ও প্রচারাদি করেন, তাহারই নাম কাঠক । অগরে ঐ শাখা অধ্যয়ন করিলেও কঠ প্রচারক বিধায় প্রধান, তজ্জন্তই তাঁহার নামানুসারে শাখার নাম হইল । বেদে লিখিত আছে, “বৈশম্পায়নঃ সৰ্ব্বশাখাধ্যায়ী কঠঃ পুনরেকাং শাখামধ্যাপয়ান্ বভূব ।” বৈশম্পায়ন সকল শাখা অধ্যয়ন করেন, কঠ কেবল একমাত্র শাখা অধ্যয়ন করেন । “বহুশাখাধ্যায়ী বৈশম্পায়নকে প্রতিষ্ঠাপ করিয়া, এক শাখাধ্যায়ী কঠ মহাশয়ের নামেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা শাখার নাম হওয়া সম্ভব । কঠ গ্রন্থকেই

শাখার নাম, রচনা করা বা প্রচার করা ইত্যাদির এখানে (অর্থাৎ এইরূপ নাম বাব-
হারের কারণরূপে গৃহীত হইবার) কুনিও
উপযোগিতা নাই। একরূপ হইলেই হইতে
পারে। কেন না, উভয় প্রকারেই মস্তাবনা
থাকে। যে জিনিষ যিনি রচনা করেন,
ঐকার নামে ঐ জিনিষের নাম হইতে দেখা-
ষায়। আবার বাহা যিনি জনসমাজে জানা-
ইয়া দেন, তাহার নামেও ঐ জিনিষের নাম
হয়। এতের নাম “হর্শেল” শেখোক প্রথার
দৃষ্টান্ত। একরূপ আরও বহুবিধ দৃষ্টান্ত পাওয়া
যায়। এ স্থর উত্তরবাদী।

পরন্তু শ্রুতিসামান্য নাত্রঃ : ৩১।

শদপাঠঃ। পরং। হু। শ্রুতিসামান্যমাত্রঃ।

ব্যাখ্যা। পরং—আর মাত্রা (বলা হই-
রাছে।) হু—তাহাও। শ্রুতিসামান্যমাত্রঃ—
শ্রবণসামান্যমাত্র।

মতার্থঃ। আর ঐকালিক প্রভৃতি
বাক্তির ঘটনা থাকায় তাহার পরবর্ত্তিবাদ
অনিত্য বলিয়া বাহা পূর্বপক্ষ হইতে বলা
হইয়াছে, তাহাও শ্রবণসামান্য মাত্র।

বিশদব্যাখ্যা। ঐকালিক, প্রাণাহয়নি
ইত্যাদি নাম যে বেদে কতকগুলি পূর্ববর্ত্তি-
বাক্তিকে বুঝাইবার জন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে,
এরূপ নহে। কোনওমত প্রকাশ করিতে
হইলে শ্রোতা ও বক্তা পক্ষ আবশ্যিক। বেদ
কখনও পুস্তকরূপে লিখাকে সম্বোধন পূর্বক
কহিতেছেন, কখনও গুরু, কখনও শিষ্য,
নানান্যভাবে উক্তি প্রকৃতি। ঐ সকল
আপ্যায়িকার্থের বুঝ উদ্দেশ্য ব্যক্তি-প্রতি-
পালন নহে, ওগুলি কেবল বাক্যমাত্র।
শ্রোতার মতিলিপিরূপে মাত্র। কাব্যায়িক

নমাদেশ আবশ্যিক। নিত্যবেদে এই অগ-
ভেদ-হিতকর স্মরণ উপায় অন্যদিকাল হই-
তেই আছে। উহা পূর্ব সময়ের সংবাদ
নহে। ওগুলি কেবল কথার কথা মাত্র।
ঐ শব্দ সকল কোথাও বা অস্মরণে কোনও
তানেনা। যোগার্থ-বলে কর্ম-প্রতিপাদক
অথবা তত্ত্বপ্রকাশক হইতে পারিবে। উহার
বোধ গুঢ় রূপক রহস্যও আছে বোধ হয়।

কৃত্তেব! বিনিয়োগঃ স্যাৎ কর্মণঃ
সম্বন্ধাৎ। ৩২।

শদপাঠঃ। কৃত্তে। বা। বিনিয়োগঃ।

শ্রাৎ। কর্মণঃ। সম্বন্ধাৎ।

ব্যাখ্যা। কৃত্তে—কার্যে। বা—(অবধা-
রণে অথবা পূর্ব পক্ষ হইতে পক্ষান্তর-
বোধনে।) বিনিয়োগঃ—সম্মিলন।
(প্রয়োগ) শ্রাৎ—ইয়। কর্মণঃ—কর্মের।
সম্বন্ধাৎ—সম্বন্ধ আছে বলিয়া।

মতার্থঃ। কর্মসম্বন্ধ হেতুক বেদের
কর্মই বিনিয়োগ হইবে। (উত্তরোত্তর
কর্মবোধক অঙ্গাদির উপদেশ এবং ক্রম
প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইতেছে বলিয়া, বেদ
বিধির কার্যার্থেই বিনিয়োগ, ঘটনার্থে নহে।)

বিশদব্যাখ্যা। বেদবাক্যে অতীত ঘটনা
লিপিবদ্ধ করাই অকৃত্ত উদ্দেশ্য নয়। বেদ-
কর্ম প্রতিপাদক। কর্ম প্রতিপাদন করিতে
হইলে, অঙ্গ এবং ফলাদির যথাযথ উপদেশ
এবং ইতিকর্তব্যতার বিশদীকরণ আবশ্যিক
হয়। বেদ তাহাই করিয়াছেন। বেদ
বলিলেন, জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবে। কিজন্ত
করিবে, কিরূপ অধিকারী ব্যক্তি করিবে, কোন
সময়ে করিবে, কি প্রকারে করিবে, একে একে
সমস্তই বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। বেদ-

বিশ্ববাক্য কৰ্মপ্রতিপাদক, অপর সকল
 অংশ যেরূপে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা
 হয়, তাহাও পরে বলা হইতেছে। বেদে
 বলা হইয়াছে, 'বনস্পত্যঃ সন্ন্যাসতঃ' অর্থাৎ
 ব্রহ্মচর্য যজ্ঞাস্থিতান করিয়াছিল ব্রহ্মেরা
 যজ্ঞাস্থিতান করিতে সমর্থ নহে, সুতরাং
 বেদের ঐ অংশ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা
 অনঙ্গতঃ। এখানে আমরা বলিব, ইহা কেবল
 প্রারম্ভিক বাক্যমাত্র। যেমন কোনও
 ব্যক্তিকে দর্শন বিষয়ে উৎসাহিত করিতে
 হইলে বলিতে হয় যে, 'এ জিনিষ এতই স্পষ্ট
 যে অক্ষেরাও দেখিতেপায়, আপাততঃ দেখা
 যায়, অনেকে পুরকে পড়াইতে গিয়া বলেন
 এযে চক্ষু বুজিয়াও পড়া যায়।' এখানে
 বুঝা উচিত, যাহাকে উপদেশ দেওয়া হই-
 তেছে, তাহার প্রতি উপযুক্ততা এবং একান্ত-
 কর্তব্যতাই বলা হইতেছে। যখন ব্রহ্মেরা
 পরাস্থ যজ্ঞাস্থিতান করিয়াছিল, তখন বিদ্বান্
 বুদ্ধিমান-ব্রাহ্মণেরা এই যজ্ঞাস্থিতানে অরত্বেই
 যত্ন করিবেন, ইহাই তাৎপর্যার্থ। আবার
 লিপিত আছে, "সর্পাঃ সন্ন্যাসতঃ" সর্পেরা
 যজ্ঞ করিয়াছিল, এখানেও ঐরূপ বুঝা আব-
 শ্যক। বেদে লেখা আছে, "জরদগ্ধবো-
 গায়তি মন্তকর্ষিঃ" জরদগ্ধব গান করা অসম্ভব
 হইলেও, পুরোক্ত প্রকারে এই সকল বেদ-
 বাক্যের উপপত্তি করা যাইতে পারিবে।
 বেদবাক্য বুঝা নহে, চিরদিনই কৰ্ম-প্রতি-
 পাদক। কোনও কোনও স্থানে কৰ্ম-প্রশং-
 সাদিও করিয়াছেন। বেদবাক্য উদ্ভূত-
 বাক্য নহে, কৰ্মবোধক, অতএব প্রমাণ।
 এ অধিকরণের বিষয় বেদ অপৌরুষেয়, এই
 কথা বলা মাত্রই। পুরোক্ত—নানাব্যক্তি

জাছে বলিয়া বেদ অনিত্য, পুরুষ-সৃষ্ট।
 উত্তর পক্ষ—ঐ সকল যুক্তির অত্থতা উপপত্তি
 করিতে পারা যায়, এবং শকার্থের নিত্য-
 সম্বন্ধ নিবন্ধন ও অত্থতা বহুবিধ যুক্তি আছে।
 বলিয়া বেদনিত্য—অপৌরুষেয়। এমত মীমাং-
 সকেরই, অপর কোনও দার্শনিক বেদকে একুপ
 নিত্য বলেন না, বাঁহারা অপৌরুষেয় বলেন।
 তাঁহারাও নিত্য বলেন না, যথা বেদাস্ত-
 দর্শনকার ও কপিল। ঐ বেদ অপৌরুষেয়
 বলিয়া প্রমাণ, কিন্তু উৎপত্তি শ্রুতি আছে
 বিধায় ইহা জল্প। তাঁহারা এই কথা বলেন।
 এ গাণ্ডের এইখানে শেষ হইল। ইহার
 নাম তর্কপাদ। মীমাংসাদর্শনে প্রথমাধ্যায়ে
 প্রথমপাদ সমাপ্ত।

প্রথমাধ্যায়স্য

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

(অর্থবাদ প্রামাণ্য নিরূপণঃ)

আনুায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্য মত-
 দর্থানাং তস্মাদনিত্যানুচ্যতে। ১।

পদপাঠ। আনুায়স্ত। ক্রিয়ার্থত্বাৎ।
 আনর্থক্যাৎ। অতদর্থানান্ তস্মাৎ। অনিত্যাৎ।
 উচ্যতে।

ব্যাখ্যা। আনুায়স্ত—বেদের। ক্রিয়ার্থ-
 ত্বাৎ—কৰ্মপ্রতিপাদকতাবশতঃ। আন-
 র্থক্যাৎ—ব্যর্থতা। অতদর্থানাং—যাহা কৰ্ম-
 প্রতিপাদক নহে, তাহাদের। তস্মাৎ—সেই
 হেতুক। (কৰ্মবোধক নহে বলিয়া)
 অনিত্যাৎ—অপ্রমাণ। উচ্যতে—বলা হয়।
 বদ্বার্থঃ। বেদবাক্য বাগাদি কৰ্মবোধক
 প্রতিপাদক বলিয়াই প্রমাণ। বেদভি।

কর্মবোধক নহে, সেই ভাগ অপ্রমাণ বলিয়া কথিত হইতে পারে ।

বিশদব্যাখ্যা ।—পূর্বোক্তস্থলগুলিতে যিধি-বাক্যের প্রামাণ্যই নিরূপিত হইয়াছে । এখন যেগুলি বিবিশেষ অর্থাৎ বিধিবোধিত বিষয়ের স্তাবক (অর্থবাদ বাহাদের নাম) সেইগুলির প্রামাণ্য আছে কিনা, তাহা বিচারিত হইতেছে । এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ মতের জ্ঞাপক । বেদবাক্য ধর্ম প্রতিপাদন করে, কিন্তু অর্থবাদবাক্য ধর্ম প্রতিপাদনে সমর্থ বলিয়া বোধ হয় না, অতএব উহার প্রামাণ্য-পরীক্ষার অভিলাষ আপাতকই হয় । বেদে উক্ত হইয়াছে—“সোহরোদীং যরোদীৎ তদ্ রুদ্রস্ত রুদ্রং” সে রোদন করিয়াছিল; যে রোদন করিয়াছিল, তাহাই রুদ্রের রুদ্র হ । এখানে কোনও প্রকার ধাগকর্ম কথিত হইল না । কেবল রুদ্র রোদন করিয়াছিলেন, ইহাই বুঝা গেল । যদি বলা যায়, অথাহারাদি দ্বারা অথবা নিপরিণাম কিবা বাবহিত কল্পনাভূমারে কোনও প্রকার অর্থ কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহাও বুঝা, কেন না “রুদ্র রোদন করিয়াছিলেন, অতঃপর রোদন করা উচিত” এইরূপ একটি অসার অর্থই একরূপে কল্পিত হয় । সকলের রোদনকরা বেদের আদেশভূমারে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব এবং অসুচিত । অতএব এ সকল বাক্য অপ্রমাণ । আবার দেখা যাইতেছে, বেদে আছে, “সপ্রজাপতিরাঙ্কলো বপামুদ্বিধং” “সেই প্রজাপতি নিজের বপাউৎবেদ করিয়াছিলেন ।” এখানেও অর্থ কল্পনা করিতে হইলে, “প্রজাপতি আদ্যবপাউৎবেদ করিয়াছিলেন, অতঃপর অপরকেও একরূপ করিতে হইবে”

এতদূশ একটি অর্থ কল্পিত হইতে পারে । এই ব্যাপারের সহিত যজ্ঞের সম্বন্ধ আছে, একথা বলিতে পারা যায় না । প্রজাপতির দৃষ্টান্তে বঙ্গমান যদি নিজের বপা উৎবেদ করেন, তবে তখনই সকল যজ্ঞের অবসান হইল । রুদ্রের মত বঙ্গমান কাঁদিতেনাগিগেও প্রায় তথৈবচ, অতএব এগুলির সহিত কর্মের সম্বন্ধ নাই । বেদবাক্য আদ্যক বলিতেছেন,—‘দেবত্বৈ দেব-সম্মতস্য বসান্ দিশোন প্রজানন’ দেবতার দেবসম্মত-অধ্যবসান করিয়া দিক্ জানিতে পারিয়াছিলেন না, অর্থাৎ তাহার দিগ্ভ্রমে পতিত হইয়া ছিলেন । এখানে অর্থকল্পনাদ্বারা, “দেবতার দেব দিগ্ভ্রমে হইয়াছিল, অতএব অজ্ঞেরও হওয়া উচিত” এরূপ বুঝিয়া লভি নাই । কাহার দিগ্ভ্রমে পতিত হইতে ইচ্ছা হয়? আশ্রয়-মরণাদি উপলক্ষ না লাভিলেও কে রোদন করিতে চাহে? নিজের বপা উৎবেদ করিতেইবা কাহার অভিলক্ষি অর্থাৎ অতএব পূর্বোক্ত অর্থ কল্পনাও বুঝা, এই সকল অর্থবাদবাক্য প্রমাণও হইতে পারে না । এই সূত্র হইতে আদ্যক-করিয়া ৫ষ্ঠ সূত্র পর্যন্ত পূর্বপক্ষেরই মত ।

পাশ্চদৃষ্ট বিরোধোচ্চ । ২ ।

পদপাঠঃ । শাস্ত্রদৃষ্ট বিরোধোচ্চ । ১ ।
ব্যর্থম । শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধোচ্চ—শাস্ত্রবিরোধ এবং দৃষ্টবিরোধেহেতুক । ১—৩ । (অপ্রমাণ) বঙ্গার্থঃ । (অর্থবাদ বাক্য) : শাস্ত্র-বিকল্প, ও দৃষ্টবিকল্প-অর্থবোধক বলিয়াও প্রমাণ হইতে পারে না ।

বিশদব্যাখ্যা । অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই, এই বিষয়ে পূর্বপক্ষের যুক্তি ক্রমে ক্রমে

সকলিত হইতেছে। শান্তি বলেন “স্তেনঃ
-মনঃ” মন স্তেনকারী। “অনৃত বাদিনাবাক্”
-বাণী মিথ্যাবাদিনী। একরূপ অর্থ ভূতাত্মবাদ
-মাত্র। কর্মবোধক নহে, স্মৃতরাং অপ্রমাণ।
যদি মিশ্রিণামাদিধারা অর্থ কল্পনা করিয়া
কর্ম সম্বন্ধ বজায় রাখিতে ইচ্ছা হয়, তাহাতেও
-কৃতকার্য হওয়া সুকঠিন। মন বশন স্তেন-
-কারী, তখন বজমানের স্তেরাত্মত্বান আ-
-ক্রমণ শ্রিত্যাক্য বজমানের বাবহাণ্য, এতাদৃশ
-একএকটি অর্থ কল্পিত হয়। তাহাতে ইষ্টেসিক্রির
-সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেননা, বজ প্রভৃতি ঈর্ষাকালে
-মিথ্যাকথা বলা ও ভৌগ্য শত শতবার নিষিদ্ধ
-হইয়াছে। যদি বলা যায়, কখনও মিথ্যা বলা
-কখনও না বলা, এইরূপ বিকল্প হটক, তাহাও
-অসম্ভব। কেননা, প্রত্যক্ষ ও কল্পিত বিধির
-মিকল্প হয়না, কারণ তুল্য বল পরার্থেরই বিকল্প।
স্মৃতরাং কোনও প্রকারে ঐ বাক্য গুলির
-ক্রিয়াবোধক কল্পনা করা যায় না, অতএব
-উহার প্রামাণ্য নাই। শাস্ত্রবিরোধ দেখান
-হইল, সম্প্রতি দৃষ্ট-বিরোধও প্রদর্শিত হই-
-তেছে। “তস্মাক্সম এবায়েদিবাদদৃশে নাষ্টিঃ,
-তস্মাদকিরেবায়ৈকৈকস্মদশে ন ধুমঃ।” সেই জন্ত
-অগ্নির ধূম, দিনে দেখা যায়, অর্চি দেখা যায়না,
-সেইজন্ত অর্চি রাত্রিতে দেখা যায়, ধূম দেখা
-যায় না। এখানে “সেইজন্ত” এই অংশের
-স্তাৎপর্য্য এই যে, এই লোক হইতে অগ্নি
-আদিত্যে যায় (দিবসে) এবং রাত্রিতে
-আদিত্যে অগ্নিতে যায়। এই নিমিত্তই দিনে
-ধূম দেখা যায়, অর্চি দেখা যায় না, রাত্রিতে
-অর্চি দেখা যায়, ধূম দেখা যায় না। এই অর্থ
-একান্ত অসম্ভব, দৃষ্টবিরুদ্ধ। অগ্নি আদিত্যে
-যায়, ইহার প্রতিকূলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে।

অগ্নিকে কেহ কখনও আদিত্যে বাইতে
-দেখে নাই, দিনে অর্চি দেখা যায় না, ইহাও
-প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ, কেননা সকলেই দিবসে
-অগ্নির অর্চি অর্থাৎ দীপ্তি দর্শন করিয়া
-পাকে। বেদ বলেন “নেথে না।” স্মৃতরাং
-বেদের এ অংশ অপ্রমাণ। আরও দৃষ্ট-
-বিরোধ বেদে লিখিত আছে। “ন চৈত
-দ্বিম্মোবয়ঃ ত্রাক্ষণবান্মঃ অত্রাক্ষণবাইতি।”
-আমরা ত্রাক্ষণ কি অত্রাক্ষণ, ইহা আমরা
-জানিতে পারি না। এইবাক্য ক্রিয়াবোধক
-নহে, তাহা স্পষ্টতই প্রতীত হইতেছে।
-বেদে অর্থ ব্রহ্মসেল, তাহাও প্রকৃতপক্ষে
-দৃষ্ট-বিরুদ্ধ। আমরা ত্রাক্ষণ কি অত্রাক্ষণ,
-ইহা আমরা জানি না, একথা আদৌ হইতে
-পারে না। লোকতঃ দেখা যায়, সকলেই
-ইহা অবগত থাকে, বিশেষতঃ ক্রিয়াদিরধারা
-প্রকৃষ্ট-নির্ঘর্যই হইতে পারে। একরূপ সম্ভেদ
-সম্পূর্ণ অসম্ভব। অপর একটা বেদবাক্য
-উদ্ধৃত করা বাইতেছে;—“কোহিত্বেন
-বদম্মুশ্বিন্ লোকৈকহস্তি বা নবাইতি” “কে
-তাঁহা জানে, বাহা এই লোকে আছে অথবা
-নাই” যদি প্রস্তাবোধক হয়, তবে ক্রিয়া-
-বোধক নহে বলিয়া আপাততই অপ্রমাণ।
-কে তাহা জানে, এই অংশ যদি “কেজামে
-তাহা বুঝিতে পারি না” এই অর্থে প্রযুক্ত
-হয়, তবে শাস্ত্র-দৃষ্ট-বিরোধ, এবং বাহা
-“এখানে আছে অথবা নাই” একরূপ বস্ত
-প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ, আবার “কে তাহা জানে
-জানি না” ইহাও শ্রুতাদির বিরুদ্ধ, স্মৃতরাং
-এ বাক্যের কোনও সমস্ত অর্থ
-পাওয়া বাইতেছে না অতএব ইহা
-অপ্রমাণ।

তথা ফলাভাবাৎ । ৩।

পদপাঠঃ । তথা । ফল-অভাবাৎ ।

ব্যাখ্যা । তথা—সেইপ্রকার । ফলা-
ভাবাৎ—ফল নাই বলিয়া (অর্থবাদ বাক্য
প্রমাণ নহে ।)

• বঙ্গার্থঃ । সেইপ্রকার ফল নাই বলিয়াও
অর্থবাদ অংশের প্রামাণ্য নাই । (বিধি-
বাক্যের ফলশ্রুতি আছে, অর্থবাদে ফল
নাই, কোনও কোনও স্থলে যে সকল ফল
বলা হইয়াছে, তাহা একান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ,
অতএব ফল নাই বলিয়া অর্থবাদ অনর্থক ।)

• বিশদব্যাখ্যা । বেক্রপ শাস্ত্র-দৃষ্ট-বিরুদ্ধ
বলিয়া অর্থবাদ অনর্থক ও অপ্রমাণ, তদ্রূপ
ফলাভাব বশতঃ অপ্রমাণ । গর্গত্রিরাত্র
ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইতেছে,
“শোভতেহুত্মুখং য এবং বেদ” যে ইহা
জানে (পাঠ করে,) তাহার মুখ শোভা পায় ।
এ কথা অযুক্তিক । কোনও পুস্তকের অংশ
পাঠ করিলে মুখ শোভা পাইবার কারণ
নাই । কালাশ্বরে মুখ শোভা পাইবে,
ইহাতেও কোন প্রমাণ নাই । ইহাকে বিধি-
বাক্যও বলিতে পার না, কেন না বিধিগতি
নাই । অতএব অযুক্তিক ফল বলিয়া,
অফল অর্থবাদের প্রামাণ্য পরিগ্রহ করা
একান্ত অসুচিত ব্যবহার ।

অত্যানর্থক্যাৎ । ৪ ।

পদপাঠঃ । অত্র আনর্থক্যাৎ ।

ব্যাখ্যা । অত্রার্থক্যাৎ—অপরের আন-
র্থক্য অর্থঃ অনাবশ্যকতা অথবা ব্যর্থতা হয়
বলিয়া । (অর্থবাদ অপ্রমাণ ।)

• বঙ্গার্থঃ । অপার সকলের অনাবশ্যক হয়
বলিয়া অর্থবাদ বাক্য প্রমাণ হইতে পারে না ।

বিশদব্যাখ্যা । অপার কারণ প্রদর্শিত
হইতেছে । অর্থবাদের প্রামাণ্য স্বীকার
করিলে, অপার অনেকগুলি কষ্ট অনর্থক হয় ।
সুতরাং উহা স্বীকার করা যায় না । “পূর্ণা-
ততাসম্মান্ কামান্ অবাগ্ণোতি” পূর্ণাভূতিদ্বারা
সকল অভিশ্রুতি প্রাপ্ত হওয়া যায় । এ কথা
একান্ত অস্বাভাবিক, কেননা এক পূর্ণাভূতি দিলেই
যদি সকল ফল পাওয়াগেল, তবে এই যাত্রা-
জীবন অনন্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিতে কোন
বোকচক্ষুর প্রয়োজন হয়? “পশুবন্ধযাজী
সন্নান্ লোকানভিজয়তি” পশুবন্ধযাজী
সকল লোক জয় করেন । যদি সকল
লোকই পশুবন্ধ-যাজীর হইল, তবে অস্ত্র-
যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার আবশ্যকতা দেখি না ।
“তরতি মৃত্যুং তরতি ব্রহ্মহত্যাং যো অমমেধেব
যজতে, য উ চৈনমেধং বেদইতি ।” যে
অমমেধ যজ্ঞ করে, সে মৃত্যু-এবং ব্রহ্মহত্যা
হইতে উত্তীর্ণ হয়, যে ইহা অবগত আছে, সেও
উত্তীর্ণ হয় । এটা একেবারে প্রামাণ্যবাক্য ।
না জানিয়া কেহ কখনও অমমেধ করে না ।
বেদ অধারন করিবার সময়ই অমমেধ জানি,
হইয়াছে । তাহার পরে যজ্ঞবিধি হয় ।
যদি জানা থাকিলেই সব কুরাঙ্গীণা গেল, তবো
যজ্ঞ করা পণ্ড্রম মাত্র । এখন জানি আছে,
তখন ফল পাওয়া যাইবে, অমমেধ করা
না করা উভয়ই সমান । একরূপ অবস্থায়
কে করে? শাস্ত্রকারগণ বলেন;—“অর্কে-
(অর্কেইতিবা) চেনমধু বিদেত কিমর্থং
পর্কতঃ ব্রহ্মেৎ । ইষ্টার্থস্ত সংসিক্তো কো
বিদ্বান্ ব্রহ্মাচরেৎ ।” অর্থাৎ যদি পণের
মাঝে অর্ক ব্রহ্মে (অর্কে অর্থ গৃহকোণে)
মধু পাওয়া যায়, তবে সেই মধুর ভ্রম তাবাক

পূর্বতে যাইবে কেন ? কোন বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তি অভিলষিত অর্থ সিদ্ধ হইলেও যথা পরিশ্রম স্বীকার করেন ?

অভাগি প্রতিষেধাজ্ঞা । ৫ ।

পদপাঠঃ । ন-ভাগি-প্রতিষেধাৎ । চ ।

বাখ্যা । অভাগি প্রতিষেধাৎ—অমস্ত-
বের নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া । চ—ও ।
(অর্থবাদ অগ্রমাণ ।)

বস্তুার্থঃ । যাহা সম্ভব নহে, তাহাই
আবার নিষেধ করা হইয়াছে, সুতরাং অর্থ-
বাদ অগ্রমাণ ।

বিশদ বাখ্যা । জ্ঞায় বলেন “প্রাপ্তেছি
প্রতিষেধাতে” বাচ্য প্রাপ্তি আছে তাহারই
প্রতিষেধ করা যায় । যাহা সম্ভব নাই,
তাহার জ্ঞাতবতঃ নিষেধ আছে । আবার
নিষেধ করা কিজন্তু ? অগ্নিচয়নে শ্রুত হই-
তেছে, “ন পৃথিব্যামগ্নিচেতব্যোনাস্তরীক্ষে
মদিবি।” পৃথিবীতে অগ্নিচয়ন করিবে না,
অস্তরীক্ষে নয়, স্বর্গে ও নয় । অস্তরীক্ষে অগ্নি-
চয়ন করা যায় না, ইহা সকলেই অবগত
আছে, পুনর্বার বলা রপা । স্বর্গে-অগ্নিচয়ন
করা পৃথিবীতে থাকিয়া হয় না, সেখানে
যাইতে হয়, কিন্তু স্বর্গে যাইতে পারিলে আর
অগ্নি চয়নেরও আবশ্যকতা থাকেনা । অতএব
এ উক্তিও মূল্য নাই । পৃথিবীতে অগ্নি-
চয়ন করিবে না বলিলে, অগ্নিচয়নের নিষেধই
করা হইল, কারণ পৃথিবী ছাড়িয়া অগ্নিচয়ন
করিবে কোথায় ? এতাকা অগ্রমাণ হইলে
সব নিস্পত্তি হয় । যাহা নিজেও আকুল হয়,
পরকেও আকুলিত করে, তাহা কিরূপ
প্রমাণ ? এই প্রতীর ভাষণার্থ “চয়ন করিবে
না ।” শ্রুতান্তরে দেবোদ্যায় “হিরণ্যং নিদায়

চেতব্যঃ” “বর্গ রাগিয়া চয়ন করিবে” বিধি
আকুলিত না হউক, এই জন্তই অর্থবাদ
অগ্রমাণ । যথাক্রমে এই অধিকরণের পূর্ব-
পক্ষ ও উত্তর মলা হইতেছে । পূর্বপক্ষের
আর ছই একটা কথা আছে, পরে সিদ্ধান্ত ।
(ক্রমশঃ)

শ্রীকেশবদেবভাষ্যে ভারতী সংখ্যাতীর্থে ।
বংশোদর ব্রহ্মচারি আশ্রম, বেদবিদ্যাশ্রম ।

আপস্তম্বীয় গৃহ সূত্র ।

প্রথম খণ্ড ।

(পূর্নানুস্মৃতি)

বর্তমানে পরিস্ফুটনাদি অগ্নি সাধারণ
নিধানসুত্রের বিশদীকরণার্থে
আপস্তম্ব পণিতহেছেন,—

অগ্নিগন্ধা প্রাগৈত্রাদৈর্ভৈরগ্নিৎ পরি-
স্মৃণাতি । ১২ ।

অগ্নিকে কাষ্ঠাদি দ্বারা উত্তমরূপে প্রজ্জ্ব-
লিত করিয়া পূর্নানুস্মৃতি ত হার অগ্রভাগ
পূর্নদিকে থাকিবে এইরূপ কুশের দ্বারা পরি-
স্মরণ করিবে । কুণা ছড়াইয়া দেওয়ার নাম
পরিস্ফুটন । “অগ্নি সিদ্ধ” এই স্বত্র ভাগের
রহস্য এই যে, যদি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিও উপ-
স্থিত থাকে, তথাপি তাহাকে (দেই প্রজ্জ্ব-
লিত অগ্নিকে) আবার প্রজ্জ্বলিত অর্থাৎ
সমিধাদি প্রদান পূর্নক অনিকতর প্রভাষিত
করিয়া লইতে হইবে । সুদর্শনাচার্য্য বলেন,
“বচনাদিক্রমপৌকীত” অর্থাৎ বচন আছে
বলিয়া, প্রজ্জ্বলিতকেও আবার প্রজ্জ্বলিত

কল্পিত হইবে। “অগ্নিমিত্রা” এখানে গোভিল
বলেন, “অগ্নিমুপসমাধায়,” আবার আপস্তম্বীর
সূত্রের সৃষ্টিকার হরদত্ত বলেন, “অগ্নিমিত্রিত্তি
তদগ্নেৰুপসমাধানঃ ইতুঃচাতে তচ্চকম্বাধঃ।”
অগ্নিমিত্রা ইহা দ্বারা বাহা বলা হইল, তাহার
নাম অগ্নির উপসমাধান—তাহা কৰ্ম্ম হু।
এদিকে গোভিলীয় গৃহসূত্রের “অগ্নিমুপসমা-
ধায়” অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া, এই কথা
লিপিত আছে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতে
পারে, অগ্নি প্রজ্জ্বলনই অগ্নির উপসমাধান
অথবা অগ্নির ইচ্ছন।

পূর্বিমুখ ব্যতীত অল্প প্রকার অর্থাৎ বাহার
অগ্র উত্তর দিকে থাকে, একরূপ কুশার দ্বারা
অথবা অল্পবিধ কুশ দিয়া পরিস্তরণ করা-
বার কিনা, অথবা কখনও পূর্বাগ্রকুশা গ্রহণ,
কখনও উত্তরাগ্রকুশাগ্রহণ পরিস্তরণে উপ-
যোগী কিনা, তাহা বলা হইতেছে।

প্রাণ্ডদর্শনগ্ৰেৰ্বা । ১৩ ।

সকল স্থানে পূর্বাগ্র কুশার দ্বারা পরি-
স্তরণ করিতে হইবেই এমন নহে। উত্তরাগ্র
কুশারদ্বারা ও পরিস্তরণ করা যাইতে পারে।
হরদত্ত বলেন, এই পরিস্তরণে উত্তরাগ্র কুশার
ব্যবহার অগ্নির সম্মুখভাগে ও পশ্চাদ্ভাগে
হইবে। অল্পভাগে পূর্বাগ্র কুশার ব্যবহার
করিতে হইবে, তাহার একরূপ নির্দেশের
কারণ কোনও স্থানের ব্যবহারানুরোধ হইতে
পারে, কিন্তু আপস্তম্বের বচনে তাহা নাই।

দৈবকার্য্যে এবং পিতৃ কার্য্যে উত্তরই এই
নিয়ম সমান কিনা, তাহা আলোচনা করা
আবশ্যক, তজ্জন্ত বলা হইতেছে, —

দক্ষিণাগ্ৰেৰ্বা পিত্রেভ্যু । ১৪ ।

পিতৃ কার্য্যে (শ্রাদ্ধাদিতে) দক্ষিণাগ্ৰ-
কুশের দ্বারা সকল দিকে পরিস্তরণ করিতে
হইবে। পিত্রা শব্দে সৃষ্টিকার বলেন
মাসিক শ্রাদ্ধ।

এখানে পক্ষান্তর আশ্রয় করা যাইতে
পারে কিনা, তাহা প্রশ্নিত হইতেছে; —

দক্ষিণাগ্ৰেৰ্বা । ১৫ ।

দক্ষিণাগ্ৰেৰ্বা সানী পরিস্তরণে
করা যাইতে পারে। পূর্বিমুখ বলা যেন,
দক্ষিণাগ্ৰকুশদ্বারা অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে, পূর্বাগ্র-
কুশদ্বারা অগ্নির সম্মুখভাগে, এবং দক্ষিণাগ্ৰ-
কুশদ্বারা উত্তর দিকে, পূর্বাগ্রকুশের দ্বারা
দক্ষিণদিকে পরিস্তরণ করিতে হইবে। এই
নিয়মটিকে কেহ কেহ পিত্রা কার্য্য বিষয়ক
বলেন। কেহ কেহ আবার সাম্প্রদায়িক
পক্ষান্তর বর্ণনা করেন। মনো পিতৃ কার্য্যের
বিধানটাই বহু মতেই হইয়াছে। এই
পরিস্তরণ-কার্য্য আর্হতিবিশিষ্ট অগ্নি-
স্তম্বেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অজ্ঞান
গণের অভিত্যয়ানুসারে অবগত হওয়া যায়
যে, পরিস্তরণ রত্নাকারে, ত্রিকোণাকারে ও
চতুষ্কোণাকারে হইতে পারে, এখানে তাহার
বিশেষ কোনও পরিচায়ক বাধা নাই, কেবল
পরিস্তরণ মাত্র নির্হিত। বস্তুতঃ কুশগুলির
অভিসুখ নির্দেশ করার চতুষ্কোণাকারে পরি-
স্তরাই এখনকার লক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়,
কারণ অল্পবিশিষ্ট পরিস্তরণে কুশার তির্ঘ্ণ-
ভাবে অবস্থিতি ও কোণে অর্থাৎ উত্তর ও
পূর্বের মধ্যকোণে ইত্যাদি স্থানে কুশার
অগ্রভাব পতিত হওয়া সম্ভব। সমস্ত কুশা
পূর্বাভিসুখ অথবা সমস্ত উত্তরাভিসুখ করি-
য়াও রত্নাকারে স্থাপন করা যায়, কিন্তু চ-

ভাবে ছড়াইলে গ্রিকোনাকারেও স্থাপন করা বাইতে পারে ; তবে বৃত্তিকারের অভি-প্রায় মেরুপ বলিয়া বোধ হয় না, কেন না, তিনি কারকার অগ্নি সম্বন্ধে, অগ্নির পশ্চাতে, ইত্যাদিরূপে নির্দিষ্টদিকে অত্রাণাংশিষ্ট কুশের ব্যবস্থা করিতেছেন, যাছাইউক ব্যব-স্থায় বশতঃ চতুঃস্থইয়াছে স্থাপনই অধি-কৃত্য প্রথমে পাতা ।

পশ্চিমবঙ্গের পাত্রপ্রয়োগার্থ কুশ সং-স্থাপনা কাৰ্য্য কথিত হইতেছে। পাত্রের বিষয়ও একটু বিবৃত হইতেছে।

উত্তরেণামিঃ দর্ভান্ সংস্কার্যা দ্বন্দ্বং
ন্যধি পাত্ৰাণি প্রযুক্তি দেব-
সংস্কৃতানি । ১৬ ।

অগ্নি উত্তরদিকে কুশপাত্ৰায়, ঠাহার উপর স্থগভৃত পাত্রপ্রয়োগ করিবে অর্থাৎ পাত্র রাখিয়া দিবে। দেব সংস্কৃত পাত্র দুটা দুটা স্থাপন করিবে ; এখানে কেহ কেহ বলেন, এক পাত্রই দুইবার স্থাপন করিবে। ক্রিয়াদ্বি-বস্ত একই। এক দ্রব্যের দুইবার স্থাপন অনেক স্থানে বেগুফায়। পরস্মৈ "সকুৎ" থাকিতে দুইবারই প্রকৃত অর্থ বলিয়া বোধ হয়। বৃত্তিকার বলেন, এখানে পূর্বাগ্র-কুশ পাত্ৰবার ব্যবস্থা। পাত্র শব্দে এখানে প্রয়োজনবিশিষ্টসামগ্ৰীসকলই বৃত্তিতে হইবে। সেই জন্যই উপনয়নে মেথলার সাদন অর্থাৎ স্থাপন হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মেথলা পাত্র নহে। যজ্ঞায়ুধ বলিলেই আপাততঃ পাত্র বুঝায়। স্রব, স্রব ইত্যাদির নামই পাত্র। দেব—সংস্কৃত দর্ভী প্রভৃতি অধোবিন অর্থাৎ নিম্নগর্ভ পাত্র

সকল দুইবার স্থাপন করিবার বিধান করার, তাৎপর্য্যবোধন অন্তস্থানে বিশেষ নিয়ম আছে বুঝায়। পরে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

সকুদেব মনুষ্যসংস্কৃতানি । ১৭ ।

মনুষ্যসংস্কৃত দ্রব্য দুইবার স্থাপন করিতে হইবে না। একবার মাত্র স্থাপন করিতে হইবে। ইহাতে ভঙ্গীকমে একটি মাত্র স্থাপন করিবার অন্তর্নতিই দেওয়া হইল। বিবাহোপনয়নাদি কর্ত্ত মনুষ্য কর্ত্ত, তৎসংস্কৃত দ্রব্যই মনুষ্যসংস্কৃত, তাহা দুটা করিতে হইলে না। তাৎপর্য্যতঃ একবার স্থাপন করিবার আদেশই একটি স্থাপন করিবার কথা আসিল। দুইটা দ্রব্য স্থাপনের চেটা একবারে অসম্ভব না হইলেও অনেকাংশে কষ্টসাধ্য এবং প্রচলিত নিয়মের বহির্ভূত, সুতরাং একবার বলিয়া একটীর কথাই আদিয়াছে, মনুষ্য-কর্ত্ত-সংস্কৃত মেথলা দ্রব্য একটা এবং স্থাপনও একবার। যদি একটা দ্রব্য দুইবার স্থাপন অর্থাৎ ক্রিয়ার আবৃত্তি পক্ষ শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করা আবশ্যক হয়, তবে আমরা তাহার অনুকুলে একটা প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি। বৃত্তিকার স্মদর্শনাচাৰ্য্য বলিতেছেন "মনুষ্য সংস্কারযুক্তানি অশ্ব বাসো-মেথলানিানি সকুদেব ক্রিয়াভাবৃত্তি-পরি-হারেণ প্রযুক্তি।" মনুষ্য সংস্কারযুক্ত অশ্ব অর্থাৎ প্রস্তর, বাস অর্থাৎ বস্ত্র, মেথলা এবং অজিন অর্থাৎ ফাগুচর্ম্ম, এই সমস্ত দ্রব্য, ক্রিয়ার আবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক একবারই স্থাপন করিবে। ইহাতে বোধ হয় দেবসংস্কৃত পাত্রে ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি বলাই উদ্দেশ্য, কেননা এখানে স্মৃত্তে বচন "সকুৎ" অর্থাৎ এক-বার শেখা আছে, তখন ক্রিয়ার আবৃত্তি

হাঃ। এই নিবিদ্ধ হইয়াছে, বৃত্তিকারের বলিবার একটু উদ্দেশ্য চিহ্নাকরা আবশ্যক। ক্রিয়া-বৃত্তির কথা যদি পূর্বসূত্রে না উঠিয়া থাকে, তবে তিনি কোথায় পাইবেন? যদি বলায়াম “সকল” শব্দের অর্থ লিখিতে একপা লেখা আবশ্যক হইয়াছে, তাহাকেও সমস্ত উক্তি বলিতে পারি না। কেন না তিনি বলিতেছেন “সকলদেবক্রিয়াভ্যাবৃত্তি-পরিহারেণ” ক্রিয়ার অভ্যাবৃত্তি পরিভাষ্য করিলে সকল স্থাপন ছাড়া আর হইতে পারে না। ক্রিয়া একবার, স্থাপনও একবার। অতএব একপ স্থাপ্তার্থে ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া প্রাচীনগণের নীতির একটু বাহিরে। ঐ কথার উদ্দেশ্য পূর্বে ক্রিয়াভ্যাবৃত্তি দ্বারাই হইবারের উপপত্তি করা হইয়াছে, এই রহস্য প্রকাশ করা। সূত্র যখন পরে ‘সকল’ বলিয়াছেন, তখন পূর্বে হইবারের কথাই বলিয়াছেন, হই-টার নহে। হইটী বলিলে যদি হইবার আসে, তবে একটী বলিলেও একবার আসিতে পারিত।

পিতৃপুত্রকে বিশেষ আছে কিনা, ইহা সকল স্থানেই অসম্বন্ধ।

একৈকশঃ পিতৃসংযুক্তানি । ১৮ ।

পিতৃকর্ম অর্থাৎ পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে যে সকল কর্ম করা যায়, তাহাতে প্রত্যেকের নিগিতই এক একটা পাত্রের ব্যবস্থা বলা হইল। পিতৃপুত্রের মধ্যে যে করজন যেখানে উদ্দিষ্ট হইবেন, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটা, পুত্রক পাত্রের বন্দোবস্ত। তাহাদের পাত্রের স্থাপনও একবার, পাত্রও এক। ক্রিয়াভ্যাবৃত্তি এখানে নাই। ব্যবহারই তাহার গুরুত্ব প্রমাণ।

পরসূত্রে কতকগুলি কৃষকের প্রাতি একস্থানে কথিত ধর্ম অতিদ্রষ্ট হইতেছে।

পবিত্রয়োঃ সংস্কার আয়ামতঃ পরি-
মাণং প্রোক্ষণী সংস্কারঃ পাত্রেপ্রোক্ষ-
ইতি দর্শপূর্ণমাসবতু স্তীম্ । ১৯ ।

পবিত্রধর্মের পাত্রের পরিমাণ, প্রোক্ষণী সংস্কার এবং পাত্রপ্রোক্ষণ শব্দপূর্ণমাস-
যজ্ঞের মত তুফায় অর্থাৎ চূপ করিয়া, মজাদি পাঠ না করিয়া করিতে হইবে। দর্শপূর্ণ মাসে এই সমস্ত কাব্য চূপ করিয়া করার নিয়ম আছে। দর্শপূর্ণমাস শ্রোতকর্ম এখানে অর্থাৎ গৃহকর্মের সেই ধর্মের অতিদেশ কথিত হইতেছে। পবিত্রের লক্ষণ কর্মও দীপে উক্ত আছে “অনন্তর্গাষ্ঠিণং মাতঃ কৌশঃ স্বিদগমেবচ, প্রাদেশমারং বিজ্ঞেয়ং পবিত্রং যত্র কুরচিৎ।” যাহার অন্তর্গত নাই, এরূপ অগ্রসহিত কৃষকের দগদগ প্রাদেশ প্রমাণ হইলে তাহাকে পবিত্র বলিয়া জানিবে। সাধারণতঃ পুরোহিত মহাশয়েরা যেরূপ আচারের পবিত্র ব্যবহার করেন, তাহা অনেকেই জানিতে পারেন, ইহাতে নূতন নাই। যৌক তাহাদের পরিচিত-পবিত্রের কথাই বলিল, নূতন এক রকমের কিছু বখাইতেছে না। পবিত্রধর্মের আয়াম অর্থাৎ দৈর্ঘ্য পরিমাণ, (পবিত্র হইটীকে প্রাদেশমাত্র করিয়া মাগিয়া রাখা) প্রোক্ষণী সংস্কার (প্রোক্ষণী হস্ত প্রক্ষালনার্থ জলপূর্ণ পাত্র বিশেষ) এবং পাত্র প্রোক্ষণ। (উত্তানেনৈব হস্তেন প্রোক্ষণং সমুদাহৃতং) উত্তান হস্তধারণ জলের ছিটা দেওয়ার নাম প্রোক্ষণ।) “পাত্র” এখানে অগ্নিহোত্রধর্মী

বাতিরিক্ত ক্ষয় পাত্র, একথা কেহ কেহ বলেন। এই সকল কার্যই তুম্বাভ্যনে করিতে হইবে।

অন্তঃপরা অস্তাবন কর্তব্য উপদিষ্ট হইতেছে।

অপরেণামিঃ হইয়াছে, বর্ধী হতে পাত্রে
ইপি আশ্মি; উদগ-প্রাভ্যাং পবি-
ত্রোত্যং দ্বি-রুং পূয়, সমং প্রাগৈহ্বা,
উত্তরেণ অগ্নিং দভে যু সাদরিয়া দভেঃ
প্রচ্ছাদ্য। ২০।

পাত্র-প্রাক্ষণের পরে অগ্নির অপরিদিকে 'প্রাগৈহ্বা' পাত্রের মধ্যে উত্তরাগ্র পবিত্রকরণ স্থাপন করিয়া, পরে জল আনিয়া ঐ উত্তরাগ্র পবিত্রকরণ দ্বারা জল তিনবার উৎপাদন করিবে। (অগ্নি-তুম্বাভি-অপবিত্র-পাকিলে তাহা পবিত্রকারী, উক্ত করিয়া পূর্বাভিমুখে ক্ষেপিয়া দেওয়ার নাম উৎপাদন।) তাহার পর ঐ জল-প্রাণের সহিত হরণ করিবে। (প্রাগৈঃ সমং এ কথাই বাখ্যার বৃত্তিকার বলেন, যথেন তুম্বা অর্থাৎ মুখের দ্বারা বক্রপ জাবে অল হরণ-করা যায়, তক্রপ ঐ জল-পবিত্রকরণ দ্বারা হরণ অর্থাৎ ছিটাইয়া দিবে।) (প্রাগৈঃ সমং শব্দের অর্থ "প্রাগৈঃ স্থানাভ্যাং যুগ্ম-নামিকাভ্যাং সমুদ্ভা" প্রাণের স্থান বে

মূপ এবং নামিকা, তাহার দ্বারা "সমুদ্ভা" অর্থাৎ তুম্বা) তাহার পর অগ্নির উত্তরদিকে সংস্পর্গ অর্থাৎ পাতিত কুণ্ডলির উপর স্থাপন করিয়া (প্রাগৈহ্বা পাত্রে) কুশের দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। অগ্নির উত্তরে জলপূর্ণ রক্ষিত ক্রমকে প্রাগৈহ্বা বলা যায়; জলপূর্ণ করিবার পূর্বেও উর্ধ্বকে প্রাগৈহ্বা বলায়।)

অনন্তর কর্তব্য পরন্ত্রে উপদিষ্ট হইতেছে।

ত্রাক্ষণং দক্ষিণতো দভে যুঃ -
নিষাদ্য। ২১।

ত্রাক্ষণকে অগ্নির দক্ষিণদিকে কুশের উপর বসাইয়া। এখানে পাঠান্তর আছে, "ত্রাক্ষণং" তাহার অর্থ ত্রাক্ষণকে। ত্রাক্ষণ শব্দের অর্থ বিশেষ। ত্রাক্ষণ বরণবস্ত্র মাত্র গণ্য অথবা দৌহিত্র মস্তানেই সর্বত্র আমাদের দেশে পাইয়া থাকেন। কাঙ্ক্ষের ভার ভগবানেই অর্পিত আছে। ত্রাক্ষণ পূর্বে শ্রাক্ষাদিতে ত্রাক্ষণোচিত করণ করিতেন। আজকাল "দর্ভনয় ত্রাক্ষণ"ই প্রায়শই ব্যবহৃত। ত্রাক্ষণের অসুপবিত্রকরণই বোধ হয় পরিবর্তনের কারণ।

(ক্রমশঃ)

কর্তৃচয়ঃ ত্রাক্ষণিকঃ

হিন্দু-পত্রিকা ।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড,
৬ষ্ঠ সংখ্যা ।

আশ্বিন ।

১৩০৭ সাল,
১৮-২২ শকাব্দা ।

আপস্তম্বীর গৃহ সূত্র ।

প্রথম খণ্ড ।
(পুনঃপ্রতি)

আজ্যং বিনাপ্য উত্তরেণামি
পবিত্রাস্তহিতারাম্যেস্থানাং
আজ্যং নিকপ্য উদীচোহঙ্গারান-
মিকৃহ তেযুধিত্রিত্য ব্রহ্মতা-
বদ্বাত্য হে দর্ভাগ্রেপ্রত্যম্য
ত্রিঃ পর্যায়িকৃতা উদগুদ্বাম্য
অঙ্গারান্ প্রত্নাহা উদগুদ্বাভ্যাং
পবিত্রাভ্যাং পুনবাহারং ত্রিকং
পুন্ন পবিত্রেহ্নুপ্রহ্নতা' । ২২

আজ্য অর্থাৎ ঘৃতকে বিনাপ্য অর্থাৎ
পনাইয়া অর্থাৎ উত্তর দিকে পবিত্র বাহার
মধ্যে রাখিয়া রাখিয়াছে, এরূপ আজ্যস্থানীতে
অর্থাৎ ঘৃত-বক্ষণের পাতে ঘৃত রাখিয়া দিয়া,
অঙ্গারগুলিকে উত্তরদিকে পূর্ণকু করিয়া,
তাহাদের উপর সূত-পাত্র স্থাপন করিয়া,
অনুংকাঠের অধোগামিনী দীপ্তিধারা আলো-
কিত করিয়া, দুই কুশার্জ পবিত্রের মত

সংস্কৃত করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে।
তাহার পর ঐ আজ্য-পাত্রের চতুর্দিকে তিন-
বার অঘিধারা প্রদক্ষিণ করিবে। পরে
ঐহা অর্থাৎ ঘৃত-পাত্র উত্তরদিকে নামাইয়া
রাখিয়া অঙ্গারগুলিকে পুনর্বার অঘিসংস্পৃষ্ট
করিয়া উত্তরাংশপবিত্রঘষধারা বারবার
স্বাহরণ পূর্বক তিনবার উৎপবন অর্থাৎ
পবিত্রধারা ঘৃত আনোড়ন করিয়া তাহার
বদ্বাপত তৃণাদি ফেলিয়া দেওয়ারূপ কার্য
করিবে, তাহার পর পবিত্রদ্বয়কে আজ্যস্থান-
মতে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

এই হতে আজ্য-সংস্কার-কর্ম (যজুর্বে-
দীর নিয়মে) কা হইতেছে। আজ্য শব্দে
ঘৃত, তৈল, ঘদি, ঘৃত, ঘনাণ্ড, এই সকল
পদার্থই বুঝায়। হতে পারে। পূর্বসংগ্রহে লেখা
আছে, "অঘিনাট্বে মন্ত্রেণ পবিত্রেণ চ
চক্ষুযা। চতুর্ভিঃশেব ঘৎপূতং তদাভ্যাং ইতঃ
ঘৃতং" অঘি, মন্ত্র, পবিত্র, এবং চক্ষু, এই চারি-
ত্রিধার বাহা পূত হইয়াছে, তাহাকে (দেই
ঘৃতকেই) আজ্য বলা যায়, অপর নাধারণ
অনুংস্কৃত ঘৃতের নাম ঘৃত। আমগাশ্বহৃবদ্যে
আজ্য শব্দের বোধনার্থে ঘৃত শব্দ ব্যবহার

করিতেছি। পাঠক মহাশয়! ভুলিবেন না। আরও লেখা আছে যে, 'সুতরাং যদিবা তৈলং পদ্যোবা বনি বানকং, আজ্যস্থানে প্রযুক্তানাং আজ্য শব্দো বিধীয়তে, হুতই হটক, তৈলই হটক, আর হুতই হটক, আর বগাঙই হটক, তাহারাজ্যের কার্যে প্রযুক্ত হইয়াছে; তাহার সকলেই আজ্য শব্দ প্রয়োগের লক্ষ্য হইতে পারে। এখন আজ্য-স্থানীর একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যিক। আজ্য সহিত যে আজ্যপাত্র, তাহাকেই আজ্যস্থানী বলিতে হয়। কর্মপ্রলীপে দৃষ্ট হয়;— আজ্যস্থানীচ কৰ্ত্তব্য। তৈলস-ত্রযা সম্ভবা, মহীমদী বা কৰ্ত্তব্য। সর্কাস্থানীহতীযুচ ॥ আজ্য স্থানীঃ প্রমা-পত্ৰ বনাকামং প্রকল্পয়েৎ। সুদৃঢ়ামত্রনাং তজ্জা-মাজ্যস্থানীঃ প্রচক্ষতে। ধাতু ত্রব্যের দ্বারা আজ্যস্থানী প্রস্তুত করিতে হয় অথবা অভাবে মুক্তিকার-বিধি নির্দিষ্ট পাত্রও আজ্য-স্থানী নাম পাইতে পারে। সর্কপ্রকার অজ্ঞানচিত্তে আজ্যস্থানীর দরকার। ইচ্ছা-রূপ আজ্যস্থানীর প্রমাণ হইবে। উত্তম-রূপে দৃঢ় এবং হিন্দুশুদ্ধভাবে আজ্যস্থানী নিৰ্মাণ করিতে হয়— অগ্নির উত্তরদিকে অঙ্গার পুঙ্ক করিবার কথা, উত্তরদিকে পাত্র নাবাধবার কথা, পিত্তা কর্শেও অল্পরূপ হইবে না। পিত্তাকর্শে প্রাক্ষিপণভাবে পথায়িকরূপ হইতে পারে, মাচাচ্যেরা একরূপ বলেন। পথায়িক-রূপ জলংকাঠ অথবা অন্তন-দ্বারা করিতে হইবে। যদি হুতপুঙ্কেই গলান থাকে, তথাপি কণ্ঠাধি বিধানমুদ্যারে তাহাকে হোমার্থক অগ্নিঃ পুঙ্কায় পণাইরা লইবে।

অন্যত্রৈতন্য জংকটো অথবা ভূগের অংশুরী বাস্তিয়ারা কোটিত কা তংপর্বা

একবার পাত্র হুতকে ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়া। অঙ্গারগুলিকে পুনর্কার অগ্নি-সংস্পৃষ্ট করার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ঐ অঙ্গারগুলি অগ্নিতে পূর্বে যে স্থানে অবস্থান করিতেছিল, তাহাদের সেই স্থানে পুনর্কার রাখিয়া দেওয়া। মুক্তিকার বলেন, "পুন-রাইতনস্থানাগ্নিনা সংযোজা" পুনর্কার সেই আয়তন স্থানের অগ্নির সহিত সংযুক্ত করিয়া, এইরূপ ব্যাখ্যা হইতেই পূর্কোক্ত বাক্য প্রমা-ণিত হয়।

এইখানে প্রথমখণ্ড পরিসমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

যেনজুহোতি তদম্যৌ প্রতিতপ্য দর্ভৈঃ সংযুজ্য পুনঃ প্রতিতপ্য প্রোক্ষ্য নিধায় দর্ভানিহ্মিঃ সংস্পৃশ্য অম্যৌ প্রহরতি। ১।

(পবিত্রবর অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবার পর) যাহাদ্বারা হোম করিবে অর্থাৎ দর্ভাই হটক, অথবা হুতই হটক, তাহা অগ্নিতে তপ্ত করিয়া, অর্থাৎ স্পর্শ করাইয়া, কুশেরদ্বারা মার্জনা করিয়া পুনর্কার অগ্নি-স্পৃষ্ট করিয়া তাহার পর অগ্নিতে ছিটা (হুত উত্তানভাবে রাখিয়া) দিয়া স্থাপনপূর্বক কুণগণকে অঙ্গস্পর্শ করাইয়া পরে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অত্র হুতহোমে সাক্ষী। প্রত্যেক ত্রযা সাধ্য্যে তোমো হুতয় হোমপাত্র কল্পনা করা হইয়াছে। (পবিত্রব্যক হোমে পূর্কোক্ত অবিজ্ঞানাদি নাই।)

শম্যাঃ পরিধ্যার্থে বিবাহোপনয়ন-
সম্ভাবর্তন-সীমন্তু-চৌলগোদান
প্রায়শ্চিত্তে যু ১২ ।

পরিধিকার্যে অর্থাৎ যেখানে পরিধি ব্যব-
হৃত হয়, সেইখানেই শম্যা ব্যবহার করা
যাইতে পারে। বিবাহ, উপনয়ন, সম্ভাবর্তন,
সীমন্তোন্নয়ন, চৌল, (চৌড়) গোদান,
প্রায়শ্চিত্ত, এই সকল কার্যেই এ নিয়ম, সর্বত্র
নহে। পরিধি বলিলে সাধারণতঃ বহিঃসীমা
বুঝায়। কর্মপ্রদীপে পরিধির লক্ষণ
আছে, যথা—‘বাহুমায়াঃ পরিধয়ঃ ঋজবঃ সত-
চৌত্রাণাঃ। ত্রয়ো ভবন্ত্য শীর্ষাগ্রা একৈকান্ত
চতুর্দিশং। প্রোগ্রাবভিত্তিঃ পশ্চাদ্দর্শগ-
মথাপরং। ভ্রমসৎ পরিধিমন্তুস্তদুদগগঃ
সপূর্বতঃ।’ ইহার অর্থ এই যে—

পরিধিগণ বাহু পরিমাণ হইবে, উহাদের
বক্ (ছাল) থাকিবে। গাত্রে ত্রণ না
থাকিবে। উহার ঋজু অর্থাৎ সরল
হইবে। তিনটা এমন হওয়া চাই, যাহাদের
অগ্রভাগ শীর্ণ হয় নাই। চারিদিকে এক
একটা পরিধি থাকিবে। পূর্বাগ্র পরিধি-
ছটটা উত্তরে ও দক্ষিণদিকে রাখিতে হইবে,
পশ্চিমদিকে উত্তরাগ্র একটা এবং পূর্বদিকে
উত্তরাগ্র একটা ব্যবহার করিতে হইবে,
এরূপ কেহ কেহ বলেন। সুতরাং পরিধি
অগ্নির চতুর্দিকের কাঠ বেঠেনর নামান্তর
মাত্র। তাহার স্থানে উপনয়নাদিতে শম্যার
বিধান করা হইতেছে। (পরিধি পলাশ
অথবা শমীকাঠ রচিত হওয়াই নিয়ম।
আচার্য্য গোতিলক বলেন, ‘পরিধীমপেক
কুর্কতি শ পূর্বাগ্রা।’ অর্থাৎ

অথবা পলাশ কাঠ-রচিত সীমা স্থাপনও
কোনও কোনও আচার্য্য করিয়া থাকেন,
ইহাই গোতিলক-বাক্যের তাৎপৰ্য্য। শরী
লোক প্রসিদ্ধ বলিয়া যুক্তিকার বলেন।
“যুগপ্রান্তগোচ্ছিত্তে যু কীলরূপা কাঠ
বিশেষাঃ।” এই পার্শ্বের ভিত্তগুলিতে কীলক-
রূপ কাঠবিশেষ থাকিলে, তাহাকে শম্যা
বলে। বিবাহাদির অন্তর অর্থাৎ পার্শ্বা-
দিতে পরিধিই ব্যবহৃত হয়। তথাপি শম্যা-
নহে। প্রায়শ্চিত্ত (সুহৃত) শব্দের অর্থ
আকস্মিক কোনও অদ্ভুত উপস্থিত
হইলে তৎক্ষণে যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে-
হয়, তাহাই। এসকল কার্যেও দর্শপূর্ণমাস
যজ্ঞের নিয়মের অচিন্দে শম্যার
বিজ্ঞাতব্য।

অপর অনন্তর কর্তব্য উপদিষ্ট হইতেছে।
অগ্নিঃ পরিধিকা ত্যাদিতে হনুমন্য-
শ্বেতি দক্ষিণতঃ প্রাচীনং, অনুমতে-
হনুমন্যশ্বেতি পশ্চাদ্দীর্ঘীনং সরস্ব-
ত্যনুমন্যশ্বেতি উত্তরতঃ প্রাচীনং
দেব সবিতঃ প্রনুশ্বেতি সমস্তম্। ৩

এই সূত্রে উদক অর্থাৎ জলের দ্বারা
অগ্নিপূর্বাঙ্গ কপিত হইতেছে। অগ্নিকে
পরিবেশন অর্থাৎ উদকদ্বারা পূর্বাঙ্গ করিবে।
“অদিতে হনুমন্তব” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া
দক্ষিণ হইতে পূর্ব জলের দ্বারা অগ্নি পূর্বাঙ্গ
করিবে। “অনুমতে হনুমন্তব” এই মন্ত্র
পাঠ সহকারে পশ্চিমে উত্তরে জলদ্বারা অগ্নি
পূর্বাঙ্গ করিবে। “সরস্বতি হনুমন্তব”
এই মন্ত্রদ্বারা উত্তর হইতে পূর্ব দিকে জল-
দ্বারা অগ্নি পূর্বাঙ্গ করিবে। “দেব সবিতঃ

পিতৃকৈবল্য ইত্যাদি মন্ত্রবারা চারিদিকে জ্ঞানবিন্দু অগ্নি পূর্বাঙ্কন করিবে। পূর্বাঙ্কন এবং পরিবেচন একই। সাধারণতঃ আনন্দের দোষে এইরূপ বিধিই প্রচলিত আছে।

৩। পিতৃকৈবল্য বিশেষায়ুসন্ধান অনেক জানেনই আবশ্যক হইবে।

পিতৃকৈবল্য সমস্তমেষু তৃতীয়। ৪।

পৈতৃক কর্মের চারিদিকেই জ্ঞানের দ্বারা অগ্নির পূর্বেচন করিতে হইবে। তথায় দক্ষিণ পূর্বাধি নিয়ম কিছুই নাই। মন্ত্র পাঠের ব্যুৎপত্তি নাই, কেবল তুঙ্গীভাব অবলম্বন পূর্বক পিতৃকর্মেরে অগ্নি পূর্বাঙ্কন করিতে হইবে। বৃত্তিকার হরদন্তের মতামতমতেই বলা হইতেছে, পরিবেচন অগ্নিপূর্বাঙ্কন। "পরিবেচনমুদকেন পূর্বাঙ্কনঃ" ইহাই তাহার বাক্য।

ইন্দ্রনাথায়াদিয়ারাযাদিয়ারতীতি দর্শ-
পূর্ণনামসবতু যগীম। ৫।

ইন্দ্র নাথিয়া আচার সংজ্ঞক হোমদ্রয় দীর্ঘবারা করিবে। এখানেও দর্শপূর্ণ-মাসোক্ত নিয়মে নিরীক হইরা করিতে হইবে, মন্ত্রাদি নাই। আচার শব্দে হোম (আচার সংজ্ঞক হোম) বুঝায়। আচার শব্দের কর্ম-কাণ্ড প্রসিদ্ধ এই অর্থই গ্রাহ্য। ইন্দ্র শব্দে পাদ্রাবিশেষ বুঝায়। কর্মপ্রদীপে উক্ত হইয়াছে "প্রাদেশধরমিবুস্ত প্রমাণঃ পরি-কাতিতঃ" দুই প্রাদেশইয়ের প্রমাণ কথিত হয়। এই পাত্রে 'মেক্ষণের' মত। (মেক্ষণ শব্দে হাতার মত যে পাত্রে চকু গ্রহণ করিয়া হোম করা হয়, তাহাকেই বুঝায়।) ইন্দ্র ও মেক্ষণ এক জাতীয় হইলেও মেক্ষণ ইয়ের

অঙ্গ পরিমাণ। ইন্দ্রজাতীয়গির্দারুপ্রমাণ মেক্ষণং ভবেৎ" এ কথা কর্মপ্রদীপে উক্ত হইয়াছে। দক্ষিণ, মেক্ষণ, ইন্দ্র, ইহার মক-লেই এক জাতীয়, প্রায়শঃ একাকার, সামান্য মাত্র পরিমাণ অথবা কার্যাপাৎকাই ইহাদের পৃথক পৃথক সংজ্ঞার কারণ হইয়াছে। এতাদৃশ ইন্দ্রপাত্র স্থাপন করিয়াই আচার হোম করিতে হইবে। আচারয়তি শব্দের অর্থে সুদর্শনাচার্য্য বলেন "আচারয়তি দীর্ঘঃ ধারয়া জুহোতি" দীর্ঘধারায় হোম করার মর্ম আচার।

অথাজ্য ভাগৌ জুহোত্যয়সে স্বাহে-
ত্যান্তরার্কপূর্বার্কৌ সোমায় স্বাহেতি
দক্ষিণার্ক পূর্বার্কৌ সমঃ পূর্বেণ। ৬

তাহার পর আজ্যভাগ হোমদ্রয় করিবে। একটা উত্তর পূর্ব কোণে 'অগ্নয়ে স্বাহা' এই মন্ত্রে অপরটি দক্ষিণপূর্বকোণে 'সোমায় স্বাহা', এই মন্ত্রে করিবে। এবং তাহা পূর্বের সহিত সম করিয়া করিবে। অগ্নির উত্তর ভাগের নাম উত্তরার্ক, এবং পূর্বভাগের নাম পূর্বার্ক, তাহাদের অন্তরাগবতিদিক অর্থাৎ কোণের নাম উত্তরার্ক পূর্বার্ক। এই হোমদুইটি "সম" ভাবে করিতে হইবে, বিবস ভাবে নহে। যেখানে আচার সংভেদ হইয়াছিল, সেখানে হইতে যতদূরে পূর্ব-হোমটি করিতে হইবে, ততদূর অন্তরেই পরবার্ত্তি হোম করিতে হইবে, তাহা অপেক্ষা নিকটে অথবা দূরে নহে। আচার নামক হোম সম্পাদন পূর্বক প্রয়োজন অথবা তাৎপর্যাধীন যে সকল কার্য্য অগ্নিরা উপস্থিত হয়, তাহা না করি-
য়াই আচার ভাগ হোম করিতে হইবে, একথা

বৃত্তিকার মহাশয় বলেন। হরদত্ত বলেন,
উত্তরভাগঃ উত্তরার্ধঃ পূর্বভাগঃ পূর্বার্ধঃ
ভয়োরন্তরালং উত্তরার্ধ পূর্বার্ধঃ। তাঁহার
অতি প্রায় অল্পমারেই পূর্বে বলা হইয়াছে।

• যথোপদেশং প্রধানাহতি প্রদান-
ভ্যাতানান্ রাষ্ট্রভূতঃ প্রজাপত্যঃ
ব্যাহতীর্বিহতাঃ মৌষিক্তী-
মিত্যুপজুহোতি, যদম্য কশ্মণে-
হত্যরৌষিচং যদ্বানানমিহাকরম্।
অগ্নিক্তং স্মিক্তকুদ্বিরান্ সর্বং স্মিক্তং
সুহৃতং করোতু স্বাহা। ৭

উপদেশানুসারে প্রধানাহতি প্রদান
করিয়া, তাহার পর অন্ন 'অভ্যাতান' রাষ্ট্রভূত
প্রজাপত্য ব্যাহতি হোম করিয়া পরে মৌষিক্ত-
কুৎ হোম করিবে। তাহার মন্ত্র 'যদম্য' ইত্যাদি
'স্বাহা' পর্য্যন্ত। উপদেশানুসারে এ কথার
অর্থ এই যে, যে কশ্মণে যেটিকে 'অথবা' যে
কুম্ভটি প্রধান আহতি বলিয়া নির্দেশ করিয়া
থাকেন (আচার্য্যেরা,) তাহাই দেখানকার
প্রধানাহতি। যে মন্ত্র বিবাহাদি কশ্মণে
হবির্বিধানানুসারে প্রধানাহতি উপদিষ্ট হই-
হইয়াছে, তাহা সম্পাদন করিবে, তাহার পর
'অন্ন' সংক্রমণ ত্রয়োদশটী হোম করিতে হইবে।
তদনন্তর 'অভ্যাতান' নামক অষ্টাদশ হোম
নিম্পন্ন করিয়া, তাহার পর 'রাষ্ট্রভূত' নামক
দ্বাবিংশতি হোম করিবে। পরে ভূঃ স্বাহা, ভুবঃ
স্বাহা, এবং স্বঃ স্বাহা এই তিনটী মন্ত্রে ব্যাহতি
হোম করিয়া, পরে মৌষিক্ত হোম করিবে।
(সু-ইষ্ট) ইষ্টর শোভনতা সম্পাদনার্থে
এই হোম করিতে হইয়া থাকে। বসন্ত

হত্যাাদি ঋক্টি মিত্তিকুৎ হোমের মন্ত্র। উহার
অর্থ এই যে, এই কশ্মণে স্বাহা অতিরিক্ত
'অর্থাৎ বিহিতের বহির্ভূত' করিয়াছি,
অথবা স্বাহা দুই (পরুতাপেক্ষায় অসামর্থ্য।
অথবা অজ্ঞতাবশতঃ ভুল করিয়াছি) করি-
য়াছি, তৎ সমস্তই ইষ্ট দোষোপশমনকারী
বিধান অগ্নি সু-ইষ্ট এবং সুহৃত করুন।
যদানে আপন হইতে পারে যে, মৌষিক্ত-
কুৎ মাপারণ্যে প্রধান হোমানন্তর ভয়াদির
বিধান হইল, তবে স্থানে স্থানে ভয়াদির
উক্ত বিশেষ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়,
তাহার তাৎপর্য্য কি? তাহাতে উত্তর এই
যে, এই বিধি দেখানে থাকিবে না, অথচ বিশেষ
রচনও নাই, সেখানে অন্নাদিও নাই, যথা
পার্কবাদিতে। এই রচন দেখানে গেল,
সেখানে বলিবার আবশ্যকতা নাই। অন্তর
বিশেষ বিধান 'আবিত' কাঙ্কেই বিশে-
ষাক্তির সার্থকতা সংরক্ষিত হইতে পারে।
বসন্তঃ ভয়াদি প্রধানের পরে কর্তব্য। সেখানে
প্রাপ্ত, সেইখানেই ক্রমবিচার; সেখানে
তাহা নাই, সেখানে ক্রমবিচার অন্তঃসারশূন্য।

পূর্ববৎ পরিষেচনং জন্মসংস্থাঃ

প্রাসাবীরিতি মন্ত্রসংনাগঃ। ৮।

পরিষেচন অর্থাৎ উদকের দ্বারা পর্নাক্ষপ
পূর্ববৎ, অর্থাৎ পূর্বে যেক্রম বলা হইয়াছে,
(পিতৃকার্য্যে চতুর্দিকে মন্ত্র শূন্যভাবে একবার
এবং অপরকার্য্যে চারিটা মন্ত্রক প'রিষেচন
যথা উক্ত হইয়াছে) তাহাই করিতে হইবে।
কেবল 'অন্নমন্ত্র' ইহার স্থানে 'অম্মসংস্থা'
এইরূপ বলিতে হইবে। 'প্রসূব' এই শব্দের
স্থানে 'প্রাসাবীঃ' এই শব্দ উচ্চারণ করিতে

হইবে। তাহা হইলে 'অদিতে অশুমন্ত্রস্য ইহার স্থানে' 'অদিতে অশুমন্ত্রাঃ' এইরূপ সংস্কার অর্থাৎ উহ করা হইল। সমস্ত গৃহকর্মের হোম বিষয়ক সাধারণ নিয়ম বলা হইল। (যাহা স্মৃতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।) ইদানীং বিবাহাদি কর্মে যে সমস্ত শ্রৌত-বৈকলিক-বিধি আছে, তাহাও বলা হইতেছে।

লৌকিকানাং পাকযজ্ঞশব্দঃ। ৯

লৌকিকগণের পাক যজ্ঞ শব্দ। 'পাক যজ্ঞ' এই শব্দটী লৌকিকগণের অর্থাৎ লৌকিকের মধ্যে বিবাহাদিতে প্রসিদ্ধ। হরদত্ত বলেন, লোক বলিলে যাহারা শিষ্ট ব্যক্তি, তাঁহাদের বুঝায়। 'তাঁহাদের কথিত শাস্ত্রসকলের পাকযজ্ঞশব্দ বিবাহাদিকর্ম-বানী। "পাকযজ্ঞ ইতি বিবাহাদীনামং সংজ্ঞা বিধীয়তে।" ইহা হরদত্তের কথা। "পাক-যজ্ঞ শব্দঃ বিবাহাদিষু বর্ততে।" এইরূপ অর্থ তাঁহার অভিমত। পাকশব্দে অন্ন। যাহাতে অন্ন যজ্ঞ আছে, সেই বিবাহাদি কর্মই পাক-যজ্ঞ। 'পাকগ্নবিশিষ্ট যজ্ঞ বলিলে, কেবল আজ্যহোমেই এই সংজ্ঞা উপস্থিত হয়। সুদর্শনাচার্য্য মহাশয় বলেন, "লোকায়ত্তি বেদে বেদার্থান্ ইতি লোকা শ্বেতবিরুদ্ধাঃ শিষ্টাঃ দ্বিজমানঃ। তৈরাচার্য্যাস্তে যানি কর্মণি তানি লৌকিকানি তেষাং মধ্যে সপ্তানিমোপাসন-হোমাদীনামং পাকযজ্ঞ-শব্দঃ সংজ্ঞায়েন প্রসিদ্ধঃ।' যাহার বেদে বেদার্থ মর্শন করেন অথবা আচরণ করেন, এরূপ শিষ্ট বেদজ্ঞ দ্বিজাতির নাম লোক; তাঁহাদের দ্বারা আচরিত কর্মের নাম লৌকিক, তাঁহাদের মধ্যে উপাসন-হোমাদি পাতটীর নাম পাকযজ্ঞ। বিবাহাদির ইনাম নহে, ইহার

শ্রৌত-কর্ম। পক্ষচন্দ্র দ্বারা মাধা যজ্ঞ পাক-যজ্ঞ। এই সংজ্ঞা-বলেই অগ্নিহোত্র বিধিতে চকই হবি, আজ্যাদি নম্র, এই নিয়ম জানা হইতেছে।

তত্র ব্রাহ্মণাবেক্ষ্যবিধিঃ। ১০।

পাকযজ্ঞে পন্নবিধি ব্রাহ্মণাবেক্ষ্য, অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে প্রমাণ বলিয়া অবেক্ষ্য অর্থাৎ দর্শন করে। 'ব্রাহ্মণাবেক্ষ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-দৃষ্ট। পূর্বে যে কতকগুলি বিধি বলা হইয়াছে, ততৎ কর্মের প্রকৃতি দর্শপূর্ণমাণ যাগ। এটির প্রকৃতি অগ্নিহোত্র, অতএব বিধি ব্রাহ্মণাবেক্ষ্য অতএব উভয়ের বিকল্প। যেখানে পাক-যজ্ঞেতে আধারবান্ তন্ত্রের প্রবৃতি, সেইখানেই ইহার বিকল্পে প্রাপ্তি। সেই জন্ত পণ্য-হোমাদিতে এ বিধির প্রবৃতি নাই। এখানে হরদত্তের মতামুসারেই লিখিত হইল।

দ্বিজুহোতি দ্বিনিশ্মাষ্টি দ্বিঃ প্রাশ্নাত্যাং-
স্প্যচাচ্যতি নিলেটীতি। ১১।

হুইবার হোম করিবে, হুইবার লেপ-নিশ্মাঙ্কনা করিবে। হুইবার অঙ্গুণি প্রশ্নন করিবে। তৃতীয় প্রশ্নন পরিত্যাগ পূর্বক আচমন করিবে। শ্রক দ্বারা অথবা শ্রকুই হুইবার নিলেহণ করিবে। হুইবার হোম এখানে অগ্নিহোত্রের আহুতি দ্বয়ের ধর্ম পাক-যজ্ঞে প্রধানাহুতি এবং স্থিষ্টিকং আহুতি, এই উভয়কে অধিকার করিয়া বিহিত হইতেছে। এই সমস্তই সেখানে উক্ত হইয়াছে, এখানেও হইতেছে।

সর্ব্বথাতথো বিবাহস্য শৈশিরৌ
মাসৌ পরিহাপ্যোক্তমং চ নৈদাঘং।

সকল ঋতুই বিবাহের কাল । শিশির ঋতুর মাসদ্বয় ও নিদাঘের উত্তমমাস পরিত্যাগ পূর্বক বিবাহ করিবে । সূদর্শনাচর্গা বলেন, “শিশিরো মাসো মাঘফাল্গুনৌ” নিদাঘের অর্থাৎ গ্রীষ্মের উত্তম অর্থাৎ অন্ত্যমাস অর্থাৎ আষাঢ় সূদর্শন বলেন “গ্রীষ্মশ্রু য উত্তমোহস্তা আষাঢ় ইতি ।” ঈহাদের মতে মাঘ, ফাল্গুন ও আষাঢ় মাস বিবাহে নিষিদ্ধ । উদগয়ন, পূর্বপক্ষ হঃ, পূর্ণাহ ইত্যাদির অপবাদার্থ এই বৃহৎ । ইহাতে প্রতিপাদিত হইল যে, রাত্রিতে, অপরপক্ষে বিবাহ হইতে পারিবে । কেহ কেহ বলেন, বিহিত পূর্ব-পক্ষাদি এখানে গ্রাহ্য, তবে অপর পক্ষাদি নিষিদ্ধ নহে, ইহাই প্রদর্শনকরা এখানকার উদ্দেশ্য । পূর্ণাহ এখানে সম্ভব নহে, কেননা দিনের মধ্যে প্রাতস্তনাদি কালের নামই পূর্ণাহ । বিবাহ আবার দিনে নিষিদ্ধ । শাস্ত্র বলেন, “বিবাহেতু দিব ভাগে কচ্ছা স্ত্রাৎ পূর্ববর্জিতা ।” দিবাতর্গে বিবাহ করিলে সেই বিবাহিতা কচ্ছা পূর্ববর্জিতা হয়; কথাটা বড় বিষম । যদি পুত্র-নরয়েই বঞ্চিত হইতে হয়, তবে কোন্ পুরুষ বা ফোন স্ত্রী বিবাহে সম্মত হয়, জানি না । প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে । অদ্যাপি দিবাবিবাহ তিজ্র-লোকের বাটীতে হয় না । মাসের বিধান একটু পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় । মাঘ-ফাল্গুনের নিষেধক কোনও ঋষিগণ পাওয়া বাইতেছে না । “দশমাসাঃ প্রস-স্তস্তে চৈত্র-পৌষ বিবর্জিতাঃ” চৈত্রমাস এবং পৌষমাস পরিত্যাগ পূর্বক অপর দশমাস বিবাহে প্রস্তুত অর্থাৎ উক্ত । এখানে মাঘ,

ফাল্গুনের প্রতিষেধ পাওয়া গেলনা । আবার “আষাঢ়ে ধনধাত্তভোগরহিতী নষ্টপ্রজা শ্রাবণে, বেছা ভাত্রপদে ইষেচ মরণং রোগা-স্বিতা কার্তিকে, পৌষে পোষতবহী বিয়োগ-বহ্লা চৈত্রে মদোন্মানিনী, অস্ত্রোষেব বিবা-হিতা সূত্রভী নারী সমৃদ্ধা ভবেৎ ।” আষাঢ় মাসে, ধন ধাত্ত ভোগ উন্নত । শ্রাবণ মাসে বিবাহ করিলে, সম্মান মরিয়া যায় । ভাত্র মাসে বেছা হয় । আশ্বিনমাসে বিবাহ হইলে মরিয়া যায় । কার্তিকমাসে রোগাঙ্গিতা হয় । পৌষমাসে বিবাহ করিলে বিধবা হয় । চৈত্র মাসে অহকারিণী হয় । অস্ত্রমাসে বিবাহিতা নারী পুত্রবতী এবং সমৃদ্ধি-শালিনী হয় । এখানে মাঘ-ফাল্গুন নিষিদ্ধ নহে, বরং সুফলপ্রদ বলিয়া বিহিত । এ সূত্রে যে সকল মাস পরিত্যক্ত, অর্থাৎ হয় কচ্ছা মরিবে, না হয় জানাতা মরিবে, এই সূত্রের দোষ যে সকল মাসে থাকিল, তাহাও বিহিত । পরন্তু নির্দোষ মাস মাঘ-ফাল্গুনের উপর বস্ত দোষ । বর্তমান সময়েও মাঘ ফাল্গুন নির্দোষ বলিয়া গ্রাহ্য হইতেছে । গৃহসূত্রের আদেশ আগ্রকাল এবিষয়ে আদৌ প্রতিপালিত হই-তেছে না; শেষোক্ত বচনস্থিমারে সময় নির্ধা-রণই অদ্যকার দিনে প্রচলিত ক্রম পরি-বর্তন নহে । অচ্ছা বহল ঋত্বিপচবাহুরোধে শেষোক্ত বিধানই আদৃত । পরন্তু, জ্যোতিষ্ক-শাস্ত্র শেষোক্তবিধির পরিপোষক ।

সর্বানি পুণ্যোক্তানি নক্ষত্রানি । ১৩

পূর্বোক্ত সকল পুণ্য-নক্ষত্রও বিবাহের কাল । ছয়দিক বলিতেছেন, “যানি পুণ্যানি নক্ষত্রানি যানি পুণ্যোক্তানি স্মৃর্তানি তানি সর্কানি বিবাহস্ত বধান্যাঃ ।” যে সকল পুণ্য-

মক্ষত্র, (কৃত্তিকাদি বিশাখা পর্যন্ত) এবং যে সকল পুনঃসুস্থ প্রাপ্তমানদি, তাহা সমস্তই বিবাহের কাণ্ড। সুমক্ষত্র জ্যোতিষ শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। 'প্রাপ্তস্তন সংগব মধ্যমিনাপরাঙ্কঃ সারং ইত্যোক্তে সুসুস্থতাঃ।' এই বাক্যের দ্বারা দিবসে নিবাহের একটু পরিচয় পাওয়া যায়; প্রাপ্তস্তন প্রাপ্তিত সুসুস্থ, ব্রহ্মলি দিনের বেলায় হইতে পারে, রাশিতে সংগব বা প্রাপ্তস্তন নামক সময় নাই। কাসেই দিবসাবধি অর্থাৎ সিদ্ধ হইতেছে। হরদত্ত স্পষ্টাক্ষরে সুসুস্থ-প্রাপ্তস্তন প্রাপ্তির বিধান করিয়াছেন। অন্যন্ত তাবিবার বিষয়। আমরা পূর্ন্যাহ বলিতে অকালাদি দোষশূন্য, মেঘ-বর্ষণাদি উৎসাতশূন্য দিনকেই বলিব। দিন বলিগেই সারিতে কার্যকরিত্ব নিবেদ করা হয় না। বিবাহে ব্যয়-বিচারও করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাপ্তস্তন বলিলে আর সাজিতে যাওয়া যায় না। কারণ সাজিতে প্রাপ্তস্তন নাই। তবে অমুখ দিনে করিতে হইবে বলিলে, সেদিন সারিতে করিলেই দোষ হয় না। নক্ষত্রের কথায় তিথ্যাদি কলাও আসিয়াছে। সুদর্শনাচাৰ্য্য বলিতেছেন "তিথ্যায়াঃ সারং" অর্থাৎ শুভ তিথিও থাকিবে। এ বিষয় আমরা সমস্তই আলোচনা করিব এবং মাঝামাঝি করিতে চেষ্টা করিব। এখানে বিস্তারওয়ে আপাততঃ বিদায় লেখ করিলাম, পরে যত্ন নবমে আলোচনা করিব।

প্রদান করা এবং আশীর্বাচন, এ সকল মঙ্গল কার্য। যান করা, হরিদ্রা-মাধা, নূতন বস্ত্র পরিধান করা, স্নানের পূর্বে নাপিত-কার্য অর্থাৎ ক্ষৌর হওয়া, গুণ্ডাফুলেপন, মাগাধারন, ইত্যাদি লোক ব্যবহার প্রসিদ্ধ মঙ্গল কার্য। স্ত্রীগণের ছলুপনি পদাঙ্কও একটা ব্যবহারিক মঙ্গল কার্য। সুদর্শনাচাৰ্য্যের মতে শঙ্কবালান, চন্দ্রুতি বাজান, বীণা-বাদন, অপরাপর শুভংকাল-দেশ-প্রসিদ্ধ বাস্তবজ্ঞের পদন ও কুণমহিলাগণের মঙ্গলগান, যজ্ঞ-পতাকাধির সমাবেশ ইত্যাদি শিষ্টাচার পরিপূর্ণ মঙ্গল কার্য। এই সকল মঙ্গল অজ্ঞাপি অসুষ্ঠিত হয়। পূর্ববঙ্গে কুণমহিলাগণের গীত এখনও শমাদৃত; তবে সর্বত্র এ নিয়ম যত্রের সহিত পালিত হয় না। বিবাহ-অন্ন-শনাগি কার্যে, স্নানের বিবাহ স্নানের অন্ন-শনাগি বিষয়ক গানই স্ত্রীগণের অভিমারামু-সারে উত্তম।

আবৃত্তচন্দ্রীভ্যঃ প্রতীয়েন্ন ১৫

আবৃত্ত ক্রিয়া সকল স্ত্রীদিগের নিকট হইতেও জানিরা গইবে। হরদত্ত বলেন, আবৃত্ত বলিলে অমন্ত্রক ক্রিয়া বুঝায়, যথা নাগবলি, মক্ষবলি ইত্যাদি। যে দেশে হরদত্তে যে সময়ের যে সকল আবৃত্ত ক্রিয়া প্রচলিত আছে, তাহাই করিতে হইবে। এখানে কেবল মাত্র আচারেরই প্রামাণ্য। সুদর্শনাচাৰ্য্যের মতে বৈবাহিক ক্রিয়াগুলির আর আবৃত্ত। সেই সকল কার্যের মধ্যে কতকগুলি অমন্ত্রক, কতকগুলি মন্ত্রকও হইবে। ইহা স্ত্রীলোকের—এমনকি মক্ষল স্ত্রীদিগের লোকের নিকট হইতে বরণণ জাত হইতে পারেনা— গুণ্ডাফুল, মক্ষ মরোষণ ইত্যাদি

উপাসকস্বামী ১৭-৪ ১৮
 উজ্জ্বল-বুদ্ধি-প্রসিদ্ধ মঙ্গল-প্রদায়ী হইলেন ও
 করিলেন। হরদত্ত বলেন, ত্র্যক্ষণপণকে ভোজা

আচার সিদ্ধ কর্ণও সমস্তক করিতে হয় । আবার নাগবলি, ঘফালি ইত্যাদি ব্যবহার-সিদ্ধ হইলেও অমঙ্গলক । এই সকল কার্য্য, যে যে জাতির মধ্যে যেরূপ ব্যবহার, যে যে কুলে যেরূপ আচার ও যে স্ত্রী এবং যে পুরুষ যেরূপভাবে প্রতিপালন করিতেছেন, সময়াচু-মতে তাহাই কর্তব্য । পেছানুসারে নহে, কেননা এখানে আচারই প্রমাণ ।

ইষকাভিঃ প্রস্ফ্যন্তে তেবরাঃ
প্রতিনন্দিতাঃ । ১৬ ।

কন্ডার আলয়ে বিবাহার্ঘ্য গমন করিতে হইলে যে সকল বর ইষকা নক্ষত্রে বাটী হইতে রওনা হন, তাঁহারাই কৃতকার্য্য হন, এবং কন্ডার পিতার দ্বারা প্রতিনন্দিত হন । ইষকা কাহাকে বলে, তাহা সূত্রকারই পরে বলিতেছেন । হরদত্ত বলেন, এই সূত্রটা মহর্ষি আপস্তম্ব বলেন নাই, উহা দেশ-প্রচ-লিত গাথা মাত্র । অপরের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়াছে । যাহা হটক, সূত্রই হটক, প্রাচীন গাথাই ছটক, বর্ত্তমানে এ নিয়ম উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই ।

এখানে দ্বিতীয় খণ্ড পরিসমাপ্ত হইল ।

তৃতীয় খণ্ড ।

মঘাভির্গাবোগৃহ্মন্তে । ১ ।

মঘানক্ষত্রে গো গ্রহণ করিবে । আর্ষ বিবাহে বর কন্ডার পিতাকে উপঢোকন স্বরূপ দুইটা গরু দিবে, এই ব্যবস্থা আছে । “আদারার্ঘ্যস্ত গোবৃগ্মঃ” বরের নিকট হইতে কন্ডার পিতা দুইটা গরু লইয়া বিবাহ দিলে,

তাহাকে আর্ষবিবাহ বলে । মঘানক্ষত্রে আর্ষ-বিবাহ হওয়া উচিত, একথা সূদর্শনের মতামু-ষায়ী । তিনি লিখিতেছেন “আর্ষঃ বিবাহঃ মঘাসেব কুর্গ্যাং, ন ব্রাহ্মাদিব্রহ্মক্রান্তরে-ষপীতি ।” মঘা নক্ষত্রে আর্ষ বিবাহ করিবে, ব্রাহ্মাদি বিবাহ যেমন জ্যোতিষশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ সূদর্শনে করা উচিত, আর্ষ তাহা নহে । আর্ষ-বিবাহে একরূপ বিশেষ অগর কোনও ঋষি-বচনে অবগত হওয়া যায় না । আপস্তম্ব-বাক্যের তাৎপর্য্য ওরূপ নহে বলিয়া বোধ হয় ।

আপস্তম্ব বলিয়াছেন “বরশম্ভ হইতে গো ক্রয় করিয়া দিতে হইলে, সেই গো মঘার মূল্য দিয়া গ্রহণ করা উচিত, তাহাই হইলে কন্ডার পিতা আনন্দ সহকারে ঐ গো গ্রহণ করেন ।” হরদত্ত ও বলেন যে, “মঘাভির্গাবঃ ক্রয়াদিনা গৃহ্মন্তে” ক্রয় করিয়া মঘার গো গ্রহণ করিবে । এ গ্রহণ বরনক্ষত্র । পরে সেই গো, কন্ডার পিতাকে দিতে হইবে । জ্যোতিষ শাস্ত্র আর্ষবিবাহে মঘায় হইবে, একথা বলেন কই ? কাজেই পূর্ব্বোক্ত মতে সম্মতি প্রদান করিতে, আপত্তি আছে ।

ফল্গুনীভ্যাং ব্যূহ্যতে । ২ ।

ফল্গুনী নক্ষত্রক্লেবে বধু বাটী লইয়া যাইবে । (বৃহস্পতে—নীরতে ইতি সূদর্শনাচার্য্যঃ) কেহ কেহ বলেন, বিবাহের পরেই বাটী লইয়া যাইবে; এখানে ব্রাহ্মে ও আর্ষে কিছুই পার্থক্য নাই । সূদর্শন বলেন, পূর্ব্বফল্গুনী এবং উত্তরফল্গুনী, এই দুই নক্ষত্রই বধুকে বাটী লইয়া যাইবার সময় । বিবাহের পরেই ব্রাহ্মাদি মতে লাইবার বিধান থাকিলেও, আর্ষ বিবাহে এই নিয়মই প্রযুক্ত । হরদত্ত বলি-তেছেন, “ফল্গুনীভ্যাং ব্যূহ্যতে সেনা”

ফল্গুনী নক্ষত্রদ্বয়ে সেনা বাহিত করিবে। যুদ্ধার্থ সেনা-বাহ রচনায় ফল্গুনী নক্ষত্রই উপযুক্ত কাল। “তন্নাৎ সেনা বাহে প্রশস্তে ফল্গুণ্যৌ” সেনা-বাহ রচনায় ফল্গুনীই প্রশস্ত। আর্ষবিবাহ প্রসঙ্গে গোত্রহণ-কাল স্থত্রিত করিয়া, তাহার পর বাহরচনার কথা আপত্ত্ব বলিতেছেন, একপ বিশ্বাস আমাদের আদে নাই। ঋষি এতই বিহ্বল ছিলেন না যে, তিনি অগ্রে পশ্চাতে উভয় দিকে বিবাহ-নিয়ম লিখিতেছেন, অগ্ৰে একটা ক্ষুদ্র বাহ রচনার বিধি লিপিবদ্ধ করিতেছেন! হরদত্তের কথা চিন্তায় বিষয়। বারাস্তরে, আসন্ন অপর গৃহকর্ম আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ—)

কল্পচিৎ ব্রহ্মচারিণঃ—

মায়ের কোলে ছেলে।

সুন্দর সংসারে সর্ব সৌন্দর্যের সার—
মায়ের কোলে কোলে শিশু হৃদয়।

নীল নভের কোলে টাঁদের খেলা সুন্দর,
শ্যাম শাখীর কোলে পানীর মেলা সুন্দর,
তরু লতার কোলে ফলের দোল—ফুলের
হাসি সুন্দর; আর ততোধিক সুন্দর মায়ের
কোলে ছেলে!

মায়ের কোলে ছেলে সকল দৃশ্যের সার
দৃশ্য। উহা আমাদের আদর্শ-দৃশ্য। কারণ
ঐ দৃশ্যই জীবনে সাধিত ও জীবন্ত করিতে
হইবে। যে দৃশ্য কেবল স্থল বা বাহ্য দৃষ্টির
বিষয়ভূত, তাহা স্থল বা বাহ্য জগতের ক্ষণভঙ্গুর-
ব্ধের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণভঙ্গুর। ক্ষণভঙ্গুর আদর্শ

অমৃততীরের যাত্রী মানবের সাধনাদর্শ হইতে
পারে না। তবে কিনা, নিত্য ও অনিত্যে,
সাংশ্লেষ-সম্বন্ধ-বন্ধতা থাকতেই অনিত্যের
মধ্য দিয়া আমরা নিত্যের নিদর্শন পাই।
নিত্য আধ্যাত্মিক, অনিত্য ভৌতিক, এ তত্ত্ব
যদি মত হয়, তবে স্থল আধ্যাত্মিকতা হই-
তেই স্থল ভৌতিকতা প্রযুক্ত বা কল্পিত হই-
য়াছে। আর ইহা যদি মায়ার কার্য হয়, তবে
অনিত্যের বীজরূপিণী মায়ী নিত্য-বীজ
ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, নিত্যানিত্যের ছায়
ব্রহ্ম-মায়ীও মানব-বোধাদিকারে পরস্পর
আপেক্ষিক সম্বন্ধবদ্ধ।

বেদান্তাদির ব্রহ্ম-মায়ী, সাংখ্যাদির পুরুষ-
প্রকৃতি, ছায়াদির চৈতন্য-শক্তি, পাশ্চাত্য
দর্শনাদিরও প্রায় সেই চৈতন্য-শক্তি, এসব
ফলিতার্থে একই কথা। ব্রহ্ম, পুরুষ, চৈতন্য,
একই তত্ত্ব; মায়ী-প্রকৃতি-শক্তিও একই তত্ত্ব।
এতাবত নিত্য ও অনিত্যের অচ্ছেদ্য
আপেক্ষিকতা উপলব্ধ হইতেছে। অতএব
জগতে ‘মায়ের কোলে ছেলে’—এই অনিত্য
ভৌতিক দৃশ্যের অন্তরালে জগন্মায়ের কোলে
মানক ছেলে, এই নিত্য আধ্যাত্মিক দৃশ্য নিত্য
বর্তমান। তাই বলিতেছিলাম, ‘মায়ের কোলে
ছেলে’ দৃশ্যটি আমাদের সার দৃশ্য ও আদর্শ-
দৃশ্য। যে মানব স্রীয় ছলভ জীবনে এ দৃশ্য
সাধিত, জাগ্রত ও জীবন্ত করিতে পারিয়াছে,
যে মানব-মণি মায়ের কোলে হইয়া মায়ের
কোলে বসিতে পাইয়াছে, সে-ই ধন্য, সে-ই
কৃতার্থ।

সমস্ত বাহ্যিক দৃশ্যেরই একটা আধ্যাত্মিক
পিঠ আছে। সে পিঠটা যেন ঈশ্বরের দিকে
ফিরাণে, আর ভৌতিক পিঠটা যেন

আমাদের দিক ফিরাণো। “মায়ের কোলে ছেলে” যদি বাহ্যিক দৃশ্যের সুন্দরতম অবস্থা বা ব্যবস্থা ধরা যায়, তবে উহার আধ্যাত্মিক পিঠেও “মায়ের কোলে ছেলে” সুন্দরতম দৃশ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ?

আহা ! মায়ের কোলে ছেলের কি নির্ভর—কি নির্ভরতা—নিশ্চিন্ততা, আর কিবা নিত্যানন্দশীলতা ! মায়ের কোলে ছেলে দেখিলে, আবার মায়ের কোলে ছেলে হইতে ইচ্ছা করে। একবার অনিত্য মায়ের কোলে অজ্ঞান ছেলে ছিলাম, এখন আবার নিত্য মায়ের কোলে সজ্ঞান ছেলে হইতে ইচ্ছা করে। অবশু ছেলের এ সজ্ঞানতাও সেই মহাজ্ঞানরূপিনী মায়ের কাছে অজ্ঞানতা। অথবা সেই পরম জ্ঞানেই পরম বাল্যতা।

‘বালভাবস্তথাভাব, ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে।’ (ভক্ত)

জগতে যদি মানবের কোন অভয়-চূর্ণ থাকে, তবে সে মায়ের কোল। ছুপার পরিখা-পরিবেষ্টিত চূর্ণম দৃঢ়তম চূর্ণেও শত্রু প্রবেশ করিয়া বিপদ ঘটায়, কিন্তু মায়ের কোলের কাছে স্বয়ং শমনও বৃষ্টি শঙ্কিত পাদক্ষেপে অগ্রসর হন ! ফলে পার্থিব মাতৃ অঙ্কে অত্র শঙ্কা তত না থাকিলেও অন্ততঃ শমন-শঙ্কা আছে ; কিন্তু জগন্মাতার অপার্থিব আধ্যাত্মিক অঙ্কে যে স্থান পাইয়াছে, সেই শমনজয়ী ; সে যে সর্বময়ীর সোহাগের শিশু ! সেই সোহাগে মায়ের কোলে বসিয়া রান-প্রসাদ গাহিয়াছিলেন—

মায়ের অভয় কোলে স্থান পেয়েছি,
নাঁ রাখি শননের ডর ।
ও যার চরণতলে শরণ পেয়েই
মরণঞ্জয়ী মহেশ্বর ॥

মায়ের কোলে স্থান পেলে, সে ছেলের কাছে শিবত্ব-পদ—ব্রহ্মত্ব-পদও অকিঞ্চিৎকর।

‘না পারমেষ্ঠ্যেং ন মাহেন্দ্রধিষ্ঠ্যং ন সার্ক-ভৌমং ন রসাধিপত্যং ।

ন যোগসিদ্ধি ন পুনর্ভবং বা মধ্যর্পিতা-য়েচ্ছতি মদ্বিনাতং ॥

কিবা সে ব্রহ্মত্ব-পদ—কিবা সে ইন্দ্রত্ব, কিবা সার্কভৌমিকত্ব—কি রসাধিপত্য, যোগ-সিদ্ধি—মুক্তিতেও নাহি অভিলাষ, মদর্পিত চিত্তে নাই আমাছাড়া আশা ॥

এই অমূল্য ভগবচ্ছিত্রের মহিমা ভগবদ্ভক্ত ভিন্ন অত্র কে বুঝিবে ? মায়ের কোলের মহিমাও “মায়ের কোলের” ছেলে ভিন্ন অত্রের বোধগম্য নয়। মায়ের কোল যে কি বস্তু ছিল, তাহা আমরা এখন “বুড়ো ছেলে” হইয়া যেন ভুলিয়া গিয়াছি। শিশু সংসারে যত বাড়ে, ততই ক্রমে মায়ের কোল ছাড়ে। অহঙ্কার-বৃত্তির ক্ষুধা ও পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কোলের সম্পর্ক কমিয়া আসে। ক্রমে সংসার-সলিলের পূর্ণাভিমুখে অহংতত্ত্ব পূর্ণ পরিণত হইলে, মায়ের অমৃত-কোল ছাড়িয়া মানুষ মৃত্যুসম-বিষয়-বিষ-ক্ষেত্রে বিচরণ করে।

“যতোবা ইমানি ভূতানি জাম্বন্তে,
যেন জাতানি জীবন্তি,
যং প্রযন্ত্যাবিশং বিশান্তি,
তদ্ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি।”

ইত্যাদি শ্রুতিতে ঐ মূল তত্ত্বেরই রহস্তোদ্ঘাটন হইতেছে। প্রকৃতির ত্রিগুণ-বৈষম্যে মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি। সেই অহঙ্কারকে সর্বস্ব করিয়াই জীবের সংসৃতি।

পার্থিব মায়ের কোল হইতেও যঃ পুষ্ট বালক অহঙ্কারে আত্মনির্ভর করিয়া নামিয়া,

আমে ; জগন্মায়ের কোল হইতেও আমরা অহঙ্কারকে লইয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছি। অহঙ্কারেরই ঐন্দ্রজালিক কুহকে ব্রহ্মে জগৎ-বুদ্ধি, নিরাকারে সাকার-বুদ্ধি, অনন্তে সাস্ত-বুদ্ধি, অঈবতে দৈত-বুদ্ধি এবং সর্বভূত হইতে আমার আমিষে স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি অমৃতভব করিতেছি।

“প্রাপ্তি হবে কবে? “আমি” হবে হবে।” রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্ত এই মহা-মত্যা সাধকের সার সম্পত্তি। অহঙ্কারের আক্রমণে-মায়ের কোল ছাড়িয়াছি, আবার অহঙ্কারের নির্গমনে মায়ের কোলের পুনঃ-প্রাপ্তি ঘটিবে। এই অহঙ্কারকে মাতৃভক্তি-মহাদ্রাবকে গলাইয়া, সর্বভূতে সঞ্চারিত করিবার সংহার করিতে, পারিলেই আবার সেই মাতৃনির্ভরশীলতা বা শিশুত্ব সম্পাদিত হয়। মায়ের কোল পাইবার আর ভাবনা থাকে না। অনন্ত-মাতৃ-নির্ভর অপত্য “মা” বলিয়া কঁাদিলে কি মা আর থাকিতে পারেন? অমনি কোমল কোলে তুলিয়া, তুষিত কণ্ঠে অমৃত-সুত্ব ঢালিয়া অমৃতীভূত করেন। একটি গান আছে—

‘মা! আবার আমি শিশু হব।

মা তোর কোলে উঠে মেহু খাব।

ওমা! আমি আর মা জগৎ-ঘোড়া,

তা ছাড়া আর না জানিব। ১

জানিব কেবল ক্ষুধার রোদিন,

চিন্তা কেবল মায়ের বদন,

(মায়ের) ভাবে চলে, স্নেহে গলে,

কোমল কোলে নিদ্রাঘাব। ২

বিষয়ের লাগ-চুষী চুষে,

সুকনোগণা গেলে শুষে,

(পিয়ে) স্তন্যমুত এ তাপিত

জীবন মন জুড়াব। ৩

গানটি মাতৃভক্ত সাধকের হৃদয়ের ধন। গানটির তরু জীবনে জীবন্ত ও ফলবন্ত করিতে পারিলেই “মায়ের ছেলে” ক্তার্থ হয়।

ঈশ্বরে নির্ভরশীলতাই নবধাতু-ভক্তির চরম ও পরম পরিণতি আত্মনিবেদন-শিক্তির সাধন। ‘সর্বদর্শ্যানু পরিত্যজ্য মাংকং শরণং ব্রহ্ম’—শ্রীভগবানের শ্রীমুখের এই সর্বসার-তম অতুল্য উপদেশ নির্ভরশীল সাধকের আত্মনিবেদনই শিক্ষা দিতেছে।

শিশুর মাতৃনির্ভরশীলতা স্বতঃসিদ্ধ। জগতে যদি শাস্তি ও নিশ্চিন্ততা থাকে, তবে সে সুবিশ্বস্ত নির্ভরশীলতার। মায়ের কোলের ছেলে কেবল মাতৃনির্ভরতার মহায়মী শক্তি-তেই নিশ্চিন্ত ও নিত্যানন্দময়। জগতের সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ, নির্ভরশীলের কাছে সমস্তই জগন্মাতার প্রসাদ। তাঁহার ইচ্ছা নিত্যমঙ্গলময়ী, সুতরাং তৎপ্রসূত সর্ব ঘট-নাই ছেলের মঙ্গলাঙ্কুল। “ঈশ্বরের দণ্ডই অমুগ্রহ” এ মহাসত্যের তত্ত্বসাম্বাদে নির্ভর-শীলই অধিকারী।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—“মা যশোদা আমার করে ক্ষীর-ননী দিলেও আমার যে আনন্দ, রজ্জু-বন্ধন দিলেও সেই আনন্দ ; কারণ সবই যে মায়ের আমাতে “নিহেতু-বাৎসল্য-রসের ফল।” এই ভগবৎশক্তির তত্ত্ব-মূর্তি নির্ভরশীল সাধকের নিত্যসাধন। ভগবান স্বয়ং মায়ের কোলের ছেলে সাজিয়া এ তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। একটি গোষ্ঠ-কীর্তনের একাংশ মনে পড়িল—“ও ভাই

শ্রীদাম ! আমি মায়ের আজ্ঞাকারী । মা বা
ভাবেন আমার ভাল, তাই ভাল আমারি ।”
ইত্যাদি । মাতৃনির্ভর-সাধনার উপদেশ
ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে ?

মাতৃসর্বস্ব শিশুর সকল ‘আখুটি—
আন্ধার’ মায়ের কাছে । নির্ভর-সাধক
ছেলের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, আয়োজন-
প্রয়োজন মায়ের কাছে । মায়ে যাহার পূর্ণ-
আত্মসমর্পণ, সেই ছেলেই মায়ের কোলের
সার্থক শোভা ।

উপসংহারে, মাতৃভক্ত পাঠকমহাশয়-
গণকে একটি মাতৃসাধক সন্তানের আত্মসম-
র্পণ-সংগীত শুনাইয়া বিদায় গ্রহণ করিব ।

ওমা ! আগিত পাবনা ।

মা তুই আপ্নি করে কপ্পে'নে মা ॥

ও যেমন হ'তে হবে—র'তে হবে এই ভবে,
ওমা ! তুইনা আমার সে ভার নেনা ॥ ১

(মা বা) কর্তে হবে—ধর্তে হবে,

ছাড়তে হবে—বেড়তে হবে,

নিত্তে হবে—দিত্তে হবে না !

চেতে হবে—পেতে হবে,—

(ওতা) আগিত জানিনে তার! দিশেহারু—
মা তুই জানিয়ে শুনিয়ে বানিয়ে নেনা ॥ ২

(আমার) যেখানে যে সাজুটি সাজে,

(আমায়) সাজিয়ে দে মা সেই সাজে,

(আমি) আপ্নি সাজুতে জানি না যে,

(গলার) তার পরে পায় মরি লাজে,

(দেখে) আড়াল থেকে হাস্ছ মাগো !

আস্ছ নাকো,

যদি না সাজাস,সাজ খুলে নে মা ॥ ৩ •

(বয়ে) ভূতের বোঝা পাঁচটা বুড়ী,

(আমি) কোথায় উঠতে কোথায় পড়ি ;

(ওমা) ভর মানে না ভাঙ্গা নড়ী,

(এবার) খাই ক্বি মা গড়াগড়ি,

(এখন) দয়া যদি মা হয়ে থাকে—

অথ দেখে,

(আমার) হাত ধরে পথ দেখিয়ে দেমা ! ৪

(আমার) সংসারেরি ধুলো-খেলার,

(এমন) সাধের দিন কাটালেম ছেলার,

(এখন) মনে প'ল সন্ধ্যা বেলায়,

(আমার) মায়ের কথা গায়ের জালায়,

(এখন) দয়া যদি মা হয়ে থাকে—

যলিন দেখে,—

(আমার) ধুলো বেড়ে কোলে নে মা ॥ ৫ •

শ্রীশ:—

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ।

(পূর্বানুবর্ত্তিঃ ।)

চতুর্থোহধ্যায় ।

৮

ধাচো অক্ষরে পরমে বোয়ামন্,

যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বৈ নিষেছঃ ।

যস্তং ন বেদ'কিম্বুচা করিম্যতি

য ইভদ্বিহুস্ত ইমে সমাসতে ॥

অন্বয়ঃ—ঋচঃ অক্ষরে পরমে বোয়ামন্
(বোয়াম্নি) নিষেছঃ । যস্মিন্ (অক্ষরে) বিশ্বৈ
দেবা অধিনিষেছঃ, যঃ তন্ম ন বেদ, (“স”)
ঋচা কিম্ করিম্যতি ? য ইং (ইত্ম) তদ্
বিহুঃ তে ইমে সমাসতে ॥

বিষমপদঘাথ্যা—“ঋচঃ”—“ঋচ্যন্তে অর্চ্যা-
ন্তে আভিঃ দেবা ইতি,—“ঋচ স্ততো” কিপ্ ।

দেবতাগণকে বাহার দ্বারা স্তব করা যায়, তাহা, অতএব এস্থলে ঋক্ শব্দ সমস্ত বেদের উপলক্ষণ, অর্থাৎ ঋগাদি সমস্ত বেদ। “ঋগাদি সর্কৈ বেদা” ইতি বিজ্ঞানভগবৎ। “অক্ষরে”—অবিনশ্বর অণবা ব্যাপক কারণ। “ব্যাপিনি কারণে” ইতি শঙ্করানন্দঃ। “ন ক্ষরতি ইত,ক্ষরম্ সর্কম্ অক্ষতে ইতি বা, ক্ষরম্।

“পরমে”—নিরতিশয় উৎকৃষ্ট, বস্তুতঃ অনবচ্ছিন্ন নিত্য শুদ্ধ। “বোমগ্ন”—বোম্‌নি ইত্যর্থঃ; জ্ঞান লুপ্তসম্বন্ধমোকবচনম্ চান্দসাৎ স্টোত্রবাস্, আকাশ-শব্দ-বাচ্য পরমাত্মাতে; এস্থলে বোম্ অর্থাৎ আকাশ শব্দ পরমাত্মা, এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; আকাশ শব্দের অর্থ যে “পরমাত্মা”, “পরব্রহ্ম”—তাহা “আকাশো বৈ নাম নামরূপ “যোনিবহিতা” ইত্যাদি শ্রুতিসংকেই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। “বিশ্বে”—সমস্ত “নিষেছঃ” আশ্রয় করিয়া হইয়াছিল। “গঃ”—যে অধিকারী। “তম্” শব্দার্থাদিষ্টান ভূতম্ পরমাত্মানম্, শব্দ এবং অর্থের একমাত্র অধিষ্ঠানভূমি সেই পরমাত্মাকে। “ন বেদ” জানে না। সেই ব্যক্তি; “ঋচা”—ঋগাদি দ্বারা অর্থাৎ অপ্র-
বিষ্টভাবে মাত্র ঋগাদির উচ্চারণ দ্বারা “কিম্ করিষ্যতি”—“কি প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে? এস্থলে “কিম্” শব্দ আক্ষেপার্থে প্রযুক্ত। “যে” যে সকল অধিকারিবর্গ। “ইৎ”—ইৎ—এই প্রকারে অর্থাৎ বেদোদিত উপ-
দেশানুসারে। “তম্ বিছঃ” তাঁহাকে জানেন। “তে ইমে” এবাষিষ বিদ-বিহিত ক্রিয়ানু-
শীলন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন সেই মহাত্ম-
বৃন্দ। “সমামতে” সম্যগুপবেশনং কৰোতি ;

সম্যক্ প্রকারে সেইব্রহ্মে উপবেশন করেন, অর্থাৎ আনন্দানুস্বরূপে সর্কব্যাপী হয়েন।

ব্রহ্মার্থঃ—ঋগাদি সমস্ত বেদ, সেই অবি-
নশ্বর, ব্যাপক, নিরতিশয় উৎকর্ষভাক্, অন-
বচ্ছিন্ন এবং নিত্য শুদ্ধ পরমাত্মাকেই
আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, বেদ-ত্রয়ের এক
মাত্র প্রতিপাদ্য সেই চিৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম।
যে পরমাত্মায় সমস্ত দেবগণ সমষ্টি ও ব্যষ্টি-
ভাবে আশ্রিত রহিয়াছেন। দেবতার
বাহার দ্বারা জ্যোতির বিকাশস্থল, সেই
সর্ক-বেদবেদে পরাৎপর-পরমাত্মাকে ন-
জানিয়া, তাঁহার স্বরূপজ্ঞানের প্রতি উদা-
সীন থাকিয়া—যে ব্যক্তি অপ্রবিষ্টভাবে
এবং অবুদ্ধি সহকারে মাত্র কর্ম-লিপ্সার বশ-
বর্তী হইয়া বেদাদি উচ্চারণ করে, সেই
আহিত্তিকিবৎ অর্থবিহীন-ভাষণশীল ব্যক্তির
ঋগাদি বেদোচ্চারণে কোনই ফল হয় না।
তাঁহার বেদপাঠ বার্থ হয়। আর বাহার
বেদ-বিদী অনুসারে তাঁহাকে মনোরাজ্যের
সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার চিন্তা করেন,
তাঁহারাই বাস্তবিক আনন্দ লাভ করিতে
সমর্থ হয়েন, তাঁহাদের বেদপাঠই যথার্থ
বেদপাঠ। এই অনুশাসনের আরও দুই
প্রকার বাখ্যা হইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে
তাঁহা পরিত্যক্ত হইল।

বিশেষবাখ্যা—বেদে পরমাত্মারই বি-
ভূতি, তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায় ও তাঁহার
স্বরূপ জ্ঞানের নিদান প্রভৃতি বর্ণিত হই-
য়াছে। পূর্ব পূর্ব অনুশাসন সমূহে কথিত
হইয়াছে যে, পরমাত্মার কীর্তনে—শ্রবণে
আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়; অধুনা সেই
কীর্তনাদির প্রকার প্রকটন করা বাইতেছে।

যাঁহার কথা চিন্তা করিলে জীবন নিফলক হয়, জীবনের ভ্রান্তি যুচিয়া যায়, সেই সর্কস্বাস্তিহর পরমপুরুষের মথন চিন্তা না কীর্তন করা যায়, তখন যদি তাঁহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা থাকে, তবে তাদৃশী অর্থহীনা ভাবনা বা কীর্তনায় কোনই ফল হয় না; অর্থ না বুঝিয়া সাপের মস্তেস্তায় বেদমস্তের উচ্চারণে পাপক্ষয় হয় না, বা বেদগানজনিত অপূর্ণ আনন্দ লাভের অধিকারী হওয়া যায় না। তাঁহার চরণে মন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে যে তাঁহার উপাসনা করে, সে-ই বাস্তবিক অল্পম আনন্দলাভের অধিকারী, তাঁহার একমাত্র প্রিয়;—তাই ভগবান নিজেই বলিয়াছেন—

“ময্যাবেশ্চ মনোমে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে” ।
“শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাশ্চে মে যুক্ততমা মতাঃ” ।

আমল কথা—জ্ঞান। যখন যাহা কর, জ্ঞানপূর্কক করিও; অজ্ঞতাপূর্ণ অদয়ে ভাববিহীন হইয়া যে কাৰ্য্যই করনা কেন, তাহাতে সফলকাম হইতে পারিবে না। কর্ম কর, কিন্তু বুদ্ধি পূর্কক করিও, অযুক্তভাবে কোন কাৰ্য্য করিও না। বুদ্ধির আদিকারণ সমাধি, অতএব সমাধি অবলম্বন কর; সমাধিহীন ক্রিয়া ফল-প্ৰসুবিহীন মতিকার ঞায়। সে ক্রিয়ার ফল মাত্র শারীরিক এবং মানসিক ম্লানি, অস্ত কিছুই নয়।

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি,

ভূতং ভব্যং যচ্চবেদা বদন্তি ।

অস্মান্মায়ী স্বজতে বিশ্বমেতং,

তস্মিন্শচান্যে মায়য়া সংনিকুদ্ধঃ ॥

অনয়ঃ—ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবঃ ব্রতানি, ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদাঃ (যদিতিবর্তমানং) বেদাঃ বদন্তি (যেযাং বেদা এব প্রমাণজ্ঞেল গৃহছে) তৎ সর্কস্বাস্তিহর অক্ষরাং ব্রহ্মণঃ সমুৎপত্ততে ইতি সধক্ষঃ (শুদ্ধরঃ) । (কথম্ অবিকারিব্রহ্মণঃ জগৎ-ছপাদনস্বম্ ঠতি আশঙ্কা আহ) মায়ী এতৎ বিশ্বম্ স্বজতে, তস্মিন্ অন্যাঃ ইব—মায়য়া সংনিকুদ্ধঃ মন্ সংসার-সমুদ্রে ভ্রমতি—শুদ্ধরসম্মতঃ অনয়ঃ । শঙ্করানন্দ-নারায়ণ-বিজ্ঞান-ভগবদাদরঃ ব্যাখ্যাতারঃ পক্ষান্তরাণি ব্যাখ্যাতবন্তঃ, বিস্তৃতিভিঃয়া পরিস্কৃতম্ তৎসক্কম্ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—“ছন্দাংসি” ঋগ্-যজুঃ সামাণর্কস্বাস্তিহরসনামধেয় বেদাদি। “যজ্ঞাঃ” দেবপূজা প্রভৃতি এবং দানাদি, “যজ্ঞ দেবার্ছাদান মঙ্গকতো ইতিধাতো ন” । “ক্রতবঃ”—জ্যোতিষোদাদি, “ব্রতানি”—চান্দ্রায়ণ অনশন প্রভৃতি যম নিয়ম সমুহ । “ভূতম্” অতীত । “ভব্যম্” ভবিষ্যৎ । “নং চ” এবম্ বর্তমান । “বেদাঃ বদন্তি”—বেদ বলিয়া থাকেন, বেদে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যজ্ঞাদি সাধ্য অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানরূপে অবস্থিত, এই মে জগৎ-প্রপঞ্চ, যাহার প্রমাণ বেদ, অর্থাৎ বেদ যাহার প্রমাণ করিতেছে । “তৎ সর্কস্বাস্তিহর” সেই সমস্তই । “অস্মাৎ” এই বর্ণিত অবিনাশী এবং অবিকারী ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে । বিকারবিহীন ব্রহ্ম হইতে কিরূপে বিকৃত জগৎ উৎপন্ন হইল, এই আশঙ্কায় কথিত হইতেছে—“মায়ী”—মায়ী-উপাদিবিশিষ্ট হইয়া । “সর্কস্বাস্তিহর”

সমস্ত উৎপাদন করিতেছেন। তিনি ফুটন্ত হইয়াও মায়ারূপ উপাধি পরিগ্রহ নিবন্ধন স্বকীয় মায়াময়ী শক্তির ন্যে সমস্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন, মায়-পরিগ্রহই তাঁহার সৃষ্টিকারিতার নিদান। “তস্মিন্” সেই সমষ্টি এবং ব্যাষ্টিভাবাপন্ন কার্য-কারণায়ক বিশ্ব-প্রপঞ্চ। “জনা” অন্য ইব তীর্থাৎ, অনোর নায় অর্থাৎ দিসৃক্ষা-বিশ্ববর্তী, অতএব ব্রহ্ম ব্যাতিরিক্ত অশ্চের সৃষ্ট। “মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ” মায়াপাশবদ্ধ হইয়া। “সংসার সমুদ্রে ভ্রমতি”—এই সংসার-সমুদ্রে ভ্রমণ করিতেছেন।

বঙ্গার্থঃ—পরমেশ্বর স্বকীয় মায়-শক্তি দ্বারা পুরুষার্থ সাধন-প্রতি-পাদক ঐবদাদি, এবং বেদ-প্রতিপাদ্য যাগাদি ও যাগাদি সাধ্য ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান প্রপঞ্চসমূহ সৃষ্টি করিয়া নিজের মায়-শক্তির বিবর্তীভূত সমষ্টি এবং ব্যষ্টি-ময় কার্য-কারণায়ক উপাধিতে জলে চক্রেয় ত্রায় প্রবেশ করিয়া, বস্তুতঃ নিলিপ্ত ভাবে অবিদ্যা-সমূহ কামকর্মাদি দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া “জীব” এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া, ইহাই প্রকটিত পরিবার জন্ম পাঠ্যমান অনুশাসনের অবতারণা করা হইয়াছে। এই জগৎ-প্রপঞ্চ, যাহার প্রমাণস্থল বেদ, তৎসমস্তই এই অবিনাশী বিকারবিরহিত অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে। অক্ষর অবিকার ব্রহ্ম হইতে কি প্রকারে ক্ষর এবং বিকৃত প্রপঞ্চ উদ্ভূত হইল, এই আশঙ্কার পরিহার বাসনায় বলা যাইতেছে যে, তিনি মায় পরিগ্রহ পূর্বক এই

বিশ্ব-বিরচন ব্যাপার নির্বাহিত করিতেছেন। এই জগৎ-প্রপঞ্চ স্বকীয় মায়াপাশ কর্তৃক সংবদ্ধ হইয়া সেই পরম পুরুষ “জীব” এই আখ্যা গ্রহণ পরঃসর অশ্চের ত্রায় অর্থাৎ ব্রহ্মব্যতিরিক্ত ভাবে জীবরূপে অবিদ্যাবশবর্তী হইয়া, স্বীয় মায়-পরি-কল্পিত সংসার-সমুদ্রে ভ্রমণ করিতেছেন। তুরঙ্গিনীর তুরঙ্গ নিকরে প্রতিনিবিশিত চক্রেয় ত্রায় বস্তুতঃ এই জগৎ-প্রপঞ্চ প্রতিনিয়ত অনুমেয়মান সেই বিশ্বনাথ প্রকৃতপক্ষে জগৎ হইতে নিলিপ্ত, অবিদ্যা-রূপ পারদাবৃত বিশ্বমুকুরে তাঁহার প্রতিনি-বিশ্বন হইতেছে মতা, কিন্তু বাস্তবিক তিনি দর্পণ-কলিত পদার্থের ত্রায় বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্ভূত। এতলে ভগবদ্বাক্য স্মরণ করুন—“প্রকৃতিম্ স্বামবষ্টভ্য বিশ্বজামি পুনঃ পুনঃ। ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতেবশাৎ। ন চ মাং তানি কস্মাণি নিবরন্তি দমজয়। উদাসীনবদাসীঃ নমসক্তং তেবু কস্মিন্ ॥”

মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্ত
মহেশ্বরম্ ।

তস্যাবয়বভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সর্বমিদং
জগৎ ॥

অর্থঃ—মায়ং তু প্রকৃতিং বিদ্যাং,
মায়িনম্ তু মহেশ্বরং বিদ্যাং। তন্ত
(মহেশ্বরস্য) অবয়বভূতৈঃ ইদং সর্বং
জগৎ-ব্যাপ্তম্ ।

বিষমপদব্যাখ্যা—অবয়বভূতৈঃ—কল্পিত
সর্পাদিস্থানীয়েঃ মায়িকৈঃ স্বকীয়ৈঃ অষ্টৈঃ—

সুখতরমপরণ ন জাতু জানে হরি-
চরণ-স্মরণাহ্মতেন তুল্যম্ ॥৯॥

মূরঅরি হরি সরোজনয়ন
শঙ্খচক্রীরূপে করিতে রমণ

বিরত হ'য়োনো মনরে আমার,
হরি-পদস্মৃতি-সুখা ভিন্ন আর

সুখ-সস্ত'বন্য কি আছে এমন
কোপায়—আমি তা জানিনা কেমন ॥৯ ॥

মাভৈর্মন্দমনো বিচিন্ত্য বজ্জা
যাগীশ্চিরং যাতনা,

ঈবামী প্রভবন্তি পাপ-রিপবঃ
স্বামী ননু শ্রীধরঃ ।

আলশ্চং ব্যপনীয় ভক্তিহুলভং
ধ্যায়স্ব নারায়ণং,

লোকশ্চব্যসনাপনোদনকরো

দাসশ্চ কিং ন ক্ষমঃ ॥ ১০ ॥

কেন ভ্রান্ত মন, কাতর এমন,

কেন চিন্তানলে সস্তাপিত ?

যসের যাতনা, রবেনা রবেনা,

রিপুগণ রবে পরাহৃত ।

অলগতা ছাড়ি, ভজ ভক্তি করি

ভক্তি-হুলভ নারায়ণ ;

জগৎ-ব্যসন তিনিই নাশন

দাসের কি তিনি ন'ন ॥ ১০ ॥

ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহত-
নাম্ ।

সুতদুহিতুকলত্রত্রাণভারাবতা-
নাম্ ।

বিষম-বিষয়-তোয়ে মজ্জতা-
মর্গবানাং,

ভবতু শরণমেকো বিষ্ণুপোতো
নরাণাম্ ॥ ১১ ॥

দুহিতু কলত্র সুত ত্রাণ ভারাবত,

বিষম বিষয়-তোয়ে ভব-সিদ্ধগত,

মগ্ন যারা-দ্বন্দ্ব-বাতাহত স্বত আর;

বিষ্ণুই আশ্রয়-তরী হউন সবার । ১১ ।

রজসি নিপতিতানাং মোহজালা-
বৃতানাং

জমন মরণ দোলা দুর্গ সংসর্গ-
গানাম্ ।

শরণমশরণানামেক এবাতুকুণাণং,
কুশলপথ-নিযুক্তশ্চক্রপাণিন'রা-

গাম্ ॥১২॥

ধূলি-বিলুপ্তিত কিষা মোহজাগাবত,

জন্ম-মৃত্যুজালাগ্নস্ত অথবা পৌড়িত,

সে সবে'র হিতপথ' প্রযোজকরূপে

চক্রপাণি নিরাশ্রয়-আশ্রয়'ম্বরূপে

একমাত্র বিষ্ণু সদা বিদ্যমান ॥১২ ॥

অপরাধ সহস্র সঙ্কুলং পতিতং

ভীম ভবর্গবোধরে ।

অগতিং শরণাগতং হরে কুপয়া

কেবলমাত্মসাৎকুরু ॥১৩॥

পতিত আমি যে ভীম ভব-সিদ্ধনীরে

অপরাধ সহস্র যে আমার শরণীরে ;

হে হরি ! শরণাগত গতিহীন জনে

প্রদান সাযুজ্য-মুক্তি নিজ রূপাশুণে ॥১৩॥

মা মে স্ত্রীত্বং মাচমেশ্যাৎ কুভাবো,

মা মূর্খত্বং মা কুদেশেষু জন্ম ।

মিথ্যা দৃষ্টির্মা চ মে স্যাৎ কদাচিৎ,

জাতৌ জাতৌ বিষ্ণুভক্তো

ভবেয়ম্ ॥১৪॥

মুকুন্দ মুর্দ্ধা প্রণিপত্য যাচে-
ভবস্তুমেকাশু মিয়ন্তুগর্ভম্ ।
অবিস্মৃতিস্তুচ্চরণারবিন্দে ভবে-
ভবে মেহস্তু তবপ্রসাদাৎ ॥৪॥

প্রণতশিরে বলি তোমারে,
শুনহে মুকুন্দ এ চির কিঙ্করে,
একান্ত মনে প্রার্থনা হরি !
জন্ম হয় হ'ক্ কি ছুখ আমারি ?
প্রীতি জন্মে যেন থাকে হে মরণে
তোমারি প্রসাদে তোমারি চরণে ॥৪॥

শ্রীগোবিন্দ-পদান্তোজমধুনো-
মহদন্তুতম্,
তৎপায়িনো নমুঞ্চস্তি মুঞ্চস্তি-
যদপায়িনঃ ॥৫॥

গোবিন্দের চরণ-সরোজে
মহৎ অপূর্ব মধু রাজে,
পিয়ে যেই একবার,
পিয়ে সেই বারবার ;
কতু যেই করে নাই পান,
ত্যাগে নহে কাতর পরাণ ॥ ৫ ॥

নাহং বন্দে তব চরণয়োদ্বন্দ্বমদ্বন্দ্ব
হেতুং,
কুন্তীপাকং গুরুমপি হরে নারকং
নাপনেতুম্ ।

রম্যারাম্যুছুতনুলতা নন্দনে নাপি
রন্তম্,
ভাবে ভাবে হৃদয়-ভবনে ভাব-
য়েয়ং ভবন্তম্ ॥ ৬ ॥

মুক্তির কারণ চরণ বন্দন
করিনাই হরি শুণ নিবেদন,

কিবা কুন্তীপাক নিবারণ তরে,
অথবা নন্দন কানন মাঝারে
রম্যারামা মনে খেলিতে পুণকে
ডাকি নাই হরি ! কখন তোমাকে ;
হৃদয়ে রাখিয়া কখন তোমায়
চিস্তিনাই ওহে হরি দয়াময় ॥ ৬ ॥

নাস্থা ধর্মে ন বস্ত-নিচয়ে নৈব
কামোপভোগে,
যদ্ভাব্যং তদ্বতু ভগবন্ত পূর্ব-
কর্মানুরূপম্ ।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম-
জন্মান্তরেহপি,
ত্বৎ পদান্তোরুহযুগগতা নিশ্চলা
ভক্তিরন্তু ॥ ৭ ॥

ধর্মে আস্থানাই—ধনে নাহিক যতন,
কাম-উপভোগ বাঞ্ছা নাহি করে মন ;
বাহবার হ'ক্ পূর্ব কর্ম অহুসারে,
করি এ কামনা বিভো ! কাতর অন্তরে,
চরণ-সরোজে তব অচলা ভক্তি
জন্মজন্মান্তরে যেন থাকে হে শ্রীপতি ॥৭॥

দিবিবা ভুবি বা মমাস্ত বাসো
নরকে বা নরকাস্ত ! প্রকামম্ ।
অবধীরিত শারদারবিন্দো চরণো
তে মরণে বিচিস্তয়ামি ॥৮॥

ত্রিদিবে অথবা মর্তে কিবা নরকেতে
বাস হয় হ'ক্ হরি নাহি ছঃখ তাতে ;
শারদ সরোজ মম তোমার চরণে—
নরকাস্তকারি ! চিস্তি জীবনে মরণে ॥৮॥

সরসিজ নয়নে সশঙ্খচক্রে মুরতিদি
মা বিরমেহ চিস্ত রন্তম্ ।

সুখতরমপরণ ন জাতু জানে হরি-
চরণ-স্মরণাহ্মুতেন তুল্যম্ ॥৯॥

মুরআরি হরি সরোজনয়ন
শঙ্খচক্রীরূপে করিতে রমণ

বিরত হ'য়োনা মনরে আনার,
হরি-পদস্বতি-সুখা ভিন্ন আর

সুখ-সম্ভাবনা কি আছে এমন
স্বোপায়—আমি তা জানিমা কেমন ॥৯॥

মার্ভৈর্মন্দমনো বিচিন্ত্য বহুধা,
যামীশ্চিরং যাতনা,

নৈবামী প্রভবন্তি পাপ-রিপবঃ
স্বাগী ননু শ্রীধরঃ ।

আলিঙ্গ্যং ব্যপনীয় ভক্তিফলভং
ধ্যায়স্ব নারায়ণং,

লোকস্বব্যসনাপনোদনকরো

দাসস্ব কিং ন ক্ষমঃ ॥ ১০ ॥

কেন ভাস্ত মন, কাতর এমন,

কেন চিন্তানলে সম্ভাপিত ?

ধমের যাতনা, রবেনা রবেনা,

রিপুগণ রবে পরাতুত ।

অলসতা ছাড়ি, ভজ ভক্তি করি

ভক্তি-ফলভ নারায়ণ ;

জগৎ-ব্যসন তিনিই নাশন

দাসের কি তিনি ন'ন ॥ ১০ ॥

ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতা-
নাম্ ।

সুততুহিতুকলত্রাণভারাবতা-
নাম্ ।

বিষম-বিষম-তোয়ে মজ্জতা-
মপ্লবানাং,

ভবতু শরণমেকো বিষ্ণুপোতো

নরশাম্ ॥ ১১ ॥

হৃহিতু ব. এ. সুত ত্রাণ ভারীবৃত,

বিষম বিষম-তোয়ে ভব-সিদ্ধগত,

ময় যারা-দ্বন্দ্ব-বাতাহত বত আর,

বিষ্ণুই আশ্রয়-তরী ইউন সবার ॥ ১১ ॥

রজসি নিপতিতানাং মোহজালা-
বৃতানাং

জনন মরণ দোলা দুর্গ সংসর্গ-
গানাম্ ।

শরণমশরণানামেক এবাতুরাণাং,

কুশলপথ-নিযুক্তশচক্রপাণিনীরা-
গাম্ ॥ ১২ ॥

শুলি-বিলুপ্তিত. কিন্না মোহজালাবৃত,

জন্ম-মৃত্যুজালাগ্রস্ত অথবা পৌড়িত,

মে সবেব হিতপথ প্রযোজ্যরূপে

চক্রপাশি নিরাশ্রয়-আশ্রয় স্বরূপে

একমাত্র বিষ্ণু সদা-বিদ্যমান ॥ ১২ ॥

অপরাধ সহস্র সঙ্কুলং পতিতং

ভীম ভবান্নবোধরে ।

অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া

কেবলমাঙ্গমাৎকুরু ॥ ১৩ ॥

পতিও আমি যে ভীম ভব-সিদ্ধনীয়ে,

অপরাধ সহস্র যে আমার শরীরে ;

হে হরি ! শরণাগত গতিহীন জনে

প্রদান সাযুজ্য-মুক্তি নিজ কৃপাশুণে ॥ ১৩ ॥

না মে স্ত্রীত্বং মাচমেস্তাৎ কুভাবো,

মা মূর্খত্বং মা কুদেদেশু জন্ম ।

মিথ্যা দৃষ্টির্মা চ মে স্যাৎ কদাচিৎ,

জাতৌ জাতৌ বিষ্ণুভক্তো

ভবেয়ম্ ॥ ১৪ ॥

মুকুন্দ মুর্ধ্বা প্রা. —) যাচে-
ভবন্তমেকাশ্চ মিয়ন্তমর্থম্ ।
অবিস্মৃতিস্তচরণারবিন্দে ভবে-
ভবে মেহস্ত তবপ্রসাদাৎ ॥৪॥

প্রণতশিরে বলি তোমারে,
শুনহে মুকুন্দ এ চির কিঙ্করে,
একান্ত মনে প্রার্থনা হরি !
জন্ম হয় হ'ক্ কি ছুখ আমারি ?
প্রতি জন্মে যেন থাকে হে স্মরণে
তোমারি প্রসাদে তোমারি চরণে ॥৪॥

শ্রীগোবিন্দ-পদান্তোজমধুনো-
মহদছুতম্,
তৎপায়িনো নমুঞ্চন্তি মুঞ্চন্তি-
যদপায়িনঃ ॥৫॥

গোবিন্দের চরণ-সরোজে
মহৎ অপূর্ব মধু রাজ্জে,
পিয়ে যেই একবার,
পিয়ে সেই বারবার ;
কতু যেই করে নাই পান,
ত্যাগে নহে কাতর পরাণ ॥ ৫ ॥

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বদ্বন্দ্ব
হেতুং,
কুন্তীপাকং গুরুমপি হরে নারকং
নাপনেতুম্ ।
রম্যারাম্যুছতনুলতা নন্দনে নাপি
রস্তম্,
ভাবে ভাবে হৃদয়-ভবনে ভ্রাব-
য়েয়ং ভবন্তম্ ॥ ৬ ॥

মুক্তির কারণ চরণ বন্দন
করিনাই হরি গুণ নিবেদন,

কিষ্ণা কুন্তীপাক নিবারণ তরে,
অথবা নন্দন কানন মাঝারে
রম্যারামা সনে খেলিতে পুঙ্ককে
ডাকি নাই হরি ! কখন তোমাকে ;
হৃদয়ে রাখিয়া কখন তোমার
চিস্তিনাই ওহে হরি দয়াময় ॥ ৬ ॥

নাস্থা ধর্মে ন বস্ত-নিচয়ে নৈব
কামোপভোগে,
যদ্রাব্যং তদ্রবতু ভগবন্ পূর্ব-
কর্মানুরূপম্ ।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতঃ জন্ম-
জন্মান্তরেহপি,
ত্বৎ পদান্তোরুহযুগগতা নিশ্চলা
ভক্তিরস্ত ॥ ৭ ॥

ধর্মে আস্থানাই—ধনে নাহিক যতন,
কাম-উপভোগ বাঞ্ছা নাহি করে মন ;
যাহবার হ'ক্ পূর্ব কর্ম অহুয়ারে,
করি এ কামনা বিভো ! কাতর অন্তরে,
চরণ-সরোজে তব অচলা ভকতি
জন্মজন্মান্তরে যেন থাকে হে শ্রীপতি ॥৭॥

দিবিবা ভুবি বা মমাস্ত বাসো
নরকে বা নরকাস্ত ! প্রকামম্ ।
অবধীরিত শারদারবিন্দো চরণো
তে মরণে বিচিন্তয়ামি ॥৮॥

ত্রিদিবে অথবা মর্তে কিষ্ণা নরকেতে
বাস হয় হ'ক্ হরি নাহি ছুখ তাতে ;
শারদ সরোজ সম তোমার চরণে—
নরকাস্তকারি ! চিন্তি জীবনে মরণে ॥৮॥
সরসিজ নয়নে সশঙ্খচক্রে মুরতিদি
মা বিরমেহ চিত্ত রস্তম্ ।

ঢল্ ঢল্ করে কণ্ঠে ছুর্জয় গরল,
শন্ শন্ ভ্রমে সর্প দেহে অবিরল,
ধক্ ধক্ জলে অগ্নি ললাটি উপর,

এসব উত্তাপে দধি সদা গঙ্গাধর ।
পাছে আরো জ্বালা বাড়ে চাড়লে গঙ্গার,
তাই শিব মাথা হ'তে নামাতে না চায়!

মহাদেবই দরিদ্রের একমাত্র উপায়
দেবতা কেন, তাহা কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে
কহিতেছেন :-

মূর্তি মুদা বিষদগেন পূজা,
অযত্নমাধ্যং বদনেন বাণ্ডম ।
ফলঞ্চ সায়ুজ্যা-পদ প্রদানং
নিঃশ্চয় বিশেষ্যর এব দেবঃ ॥

মূর্তিটী গড়িতে চাই মূর্তিকী কেবল,
পূজা করিবারে চাই শুধু বিষদল,
ঢাক ঢোল বাদ্যযন্ত্রে কিবা প্রয়োজন ?
গালবাদ্যে সেই কার্য্য হইবে সাধন ।
তথাপি সায়ুজ্যা-ফল দেন নিরন্তর,
দরিদ্রের একমাত্র দেব দিগম্বর ।

মহাদেবের ন্যেপেঠ সহায় থাকিলেও তিনি
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান কেন, তাহা
কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :-

স্বয়ং সুরেশঃ শ্ৰুতুরো নগেশঃ
সখা ধনেশ স্তনয়ো গণেশঃ ।
তথাপি ভিক্ষামটতে মহেশঃ
কপালবহ্নুরিরমেব রীতিঃ ॥

স্বয়ং সুরেশ, ষাঁর শ্ৰুতুর নগেশ,
সুহৃদ্ ধনেশ, ষাঁর তনয় গণেশ,
ভিক্ষার ঝুলিটা তবু লইয়া মহেশ
ঘুরে ঘুরে পান কত যন্ত্রণা অশেষ ।
হায়রে ! সংসারে পোড়া কপাল বাহার,
যতই সহায় থাক্, সখ নাহি তার !

মহাদেব নিজ দেহে ভস্ম শ্লেপন করিয়া
থাকেন কেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত
শ্লোকে কহিতেছেন :-

একা ভার্যা সমররদিকা নিম্নগা চ দ্বিতীয়া,
পুত্রো জ্যোষ্ঠো দ্বিরনবদনঃ সন্মুখো হস্তঃ কনিষ্ঠঃ ।
নন্দী ভৃঙ্গী চ কর্ণাবদনং বাহনং পুঙ্গবশঃ,
স্মারং স্মারং সগৃহচরিতং ভস্মদেহো মহেশঃ ॥

এক ভার্যা ভালবাসে করিবারে স্নেহ,
দ্বিতীয়টী নিম্নগামী তায় সপক্ষণ,
জ্যোষ্ঠপুত্র গণেশের হস্তিমুখ আর,
কনিষ্ঠ কার্তিক যেটা, ছুটি মুখ তার,
নন্দীর ভৃঙ্গীর মুখ বানরের প্রায়,
বাহন গরুটী শুটে, দুধ নাহি তার ;—
এসব ছংখের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া
ছাই ভস্ম মাখে শিব পাগল হইয়া ।

মহাশেব কি কারণে বিষ পান করিয়া-
ছিলেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে
কহিতেছেন :-

বৃদ্ধোক্ষঃ প্রপলায়তে প্রতিদিনং সিংহাবলো-
কাদ্ভিরা,
শশ্ৰুন্ মন্তময়ুরমাস্তিকচরং ভূবাভূজপত্রজঃ ।
কুন্তিং কুন্ততি মুখিকোহপি রজনৌ ভিক্ষায়
মা ভক্ষয়ন্,
হুংখেনেতি দিগম্বরঃ স্মরহরো হগাঙ্কলং
পীতবান্ ॥

সিংহ দেখি বৃদ্ধ বুঝ নিতাই পলায়,
ময়ুর দেখিয়া সর্প পলাইয়া যায়,
ইন্দুর ভিক্ষায় পায় হ'লে রাত্রিকাল,
চর্ম্মবস্ত্র কাটি পুনঃ বাড়ায় জঞ্জাল ;
লোকে বলে দিগম্বর না দেখি বদন,
স্মরহর হলো নাম বধিয়া মদন ;—
এসব ছংখের কথা ভাবিয়া অস্তরে,
বিষ খেয়েছেন শিব স্মরিবার তরে !

একে শূন্য, তার জলে গলায় পরল,
 যন্ত্রণায় তাই শিব হইয়া বিহ্বল,
 অপর্ণা পার্কী মহারোগ-বিনাশিনী
 একমাত্র ওষধিরে সার মনে গণি,
 মহানন্দে লইলেন তাঁহারি আশ্রয়,
 সে অবধি হয়েছেন ভবে মৃত্যুঞ্জয় !

মহাদেব কালীর চরণ চিরকাল বক্ষ
 ধারণ করিয়া আছেন কেন, তাহা কবি নিম্ন-
 লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

দেবৈ মস্বিত দুষ্ক-মাগরতলাত্থাপিতং ভীষণং
 পীড়া ভূরি বিষং পুনঃ পশুপতিস্তংজ্জালয়া
 বিহ্বলঃ ।

বিষ্মতোরসি কালিকাপদযুগং কৈবল্যদং
 শীতলং ।

মংপ্রাপ্যাতুলনির্বৃতিঞ্চ বহুলামত্থাপি তন্মো-
 জ্জ্বতি ॥

দেবগণ করে যথো সমুদ্র মগ্ন,
 পরম প্রচণ্ডবিষ উঠিল তখন ।
 চক্ চক্ করি সেই বিষপান করি,
 ছটফট্ করে হর বহুকাল ধরি ।
 অবশেষে বুঝে কালী-চরণ-কমল
 একে মুক্তিপ্রদ, তাই পরম শীতল ;
 আনন্দে মাতিয়া তাই দেব দিগম্বর
 কালী পদ-যুগ নিজ বক্ষের উপর
 রাখিয়া পরম সুখে বিভোর হইয়া
 দুর্জয় বিষের জালা গিয়াছে ভুলিয়া ।
 ছাড়িলে বিষের জালা পুনঃ বেড়ে যায়,
 অত্থাপি শঙ্কর তাই ছাড়িতে না চায় !

মহাদেব বিষপান-কালে কিছুমাত্র প্রাণের
 আশঙ্কা করেন নাই কেন, তাহা কবি নিম্ন-
 লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

হরতা মম সুরতটিনী—

ব্যতিকর মরণেহপি তুটৌব ।
 গঙ্গাধর ইতি গরলং
 করতলতরলং নিজগ্রাস ॥

এখন স্বয়ং শিব আছি এই ভবে,
 বিষপানে মৃত্যু হ'লে শিবত্বই রবে ।
 পবিত্র জাহ্নবী-জল স্পর্শ যদি করে,
 শবের শিবত্ব হয়, জানি এসংসারে !
 যে শিবত্ব সে শিবত্ব থাকিবে আমার,
 বিষপানে তবে মোর ভয় কিবা আর ?
 গঙ্গাধর মনে মনে ইহাই বিচারি
 বিষপান করিলেন আশঙ্কা না করি !

অন্নদান করিয়া এই ত্রিসংসার রক্ষা
 করিবার ভ্রত স্বয়ং অন্নপূর্ণা যাহার গৃহে
 নিত্য বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে কি
 কারণে ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে
 হয়, তাহা কবি নিম্ন লিখিত শ্লোকে
 কহিতেছেন :—

সীমন্তিনী যন্ত গৃহেহন্নপূর্ণা
 ত্রিলোকরক্ষাকরণেহন্নদাটৈঃ ।
 মংভিক্ষতে সোহপি কপালপাণি
 ললাটলেখা ন পুনঃ প্রয়াতি ॥

অন্নদানে ত্রিসংসার রাখিবার তরে
 ভগবতী অন্নপূর্ণা নিত্য ঘাঁর ঘরে,
 লইয়া মড়ার মাথা তবু সেই হঁর
 ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে হইয়া কাতর !
 এই ত্রিভুবনে হেন কেবা কোথা রয়,
 ললাটের-বিধিলিপি যেবা করে লয় ?

মহাদেব কি কারণে গঙ্গাদেবীকে মস্তক
 হইতে নামাইতে চাহেন না, তাহা কবি নিম্ন-
 লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

কঠে গুরলমৃত্যুগ্রমঙ্গেশ্বরিলিকে শিখী ।
 ইতি গঙ্গাধরো গঙ্গায়ুত্তমাস্তাম মুঞ্চতি ॥

ঢল্ ঢল্ করে কণ্ঠে ছুঁয় গরল,
শন্ শন্ ভ্রমে সর্প দেহে অবিরল,
ধক্ ধক্ জলে অগি ললাট উপর,
এসব উদ্ভাপে দধু সদা গঙ্গাধর ।
পাছে আরো জ্বালা বাড়ে ছাফিলে গঙ্গায়,
তাক্রিশিব মাথা হ'তে নামাতে না চায় !
মহাদেবই দরিত্রের একমাত্র উপাশ্র
দেবতা কেন, তাহা কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে
কহিতেছেন :—

মূর্তি মুদা বিশ্বদলেন পূজা,
অযত্নসাধ্যং বদনেন বাগ্ধম্ ।
ফলঞ্চ সায়ুজ্য-পদ-প্রদানং
নিঃশ্চয় বিশেষ্বর এব দেবঃ ॥
মূর্তিটী গড়িতে চাই মূর্তিকা কেবল,
পূজা করিবারে চাই শুধু বিশ্বদল,
চাক ঢোল বাদ্যযন্ত্রে কিবা প্রয়োজন ?
গালবাদ্যে সেই কার্য্য হইবে সাধন ।
তথাপি সায়ুজ্য-ফল দেন নিরন্তর,
দরিত্রের একমাত্র দেব দিগম্বর ।

মহাদেবের যথেষ্ট সহায় থাকিলেও তিনি
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান কেন, তাহা
কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

স্বয়ং সুরেশঃ শ্চশুরো নগেশঃ
সখা ধনেশ স্তনয়ো গণেশঃ ।
তথাপি ভিক্ষাগটতে মহেশঃ
কপালবহুরিয়মেব রীতিঃ ॥
স্বয়ং সুরেশ, যার শ্চশুর নগেশ,
সুহৃদ্ব ধনেশ, যার তনয় গণেশ,
ভিক্ষার বুলিটী তবু লইয়া মহেশ
ঘুরে ঘুরে পান কত যন্ত্রণা অপেশব ।
হায়রে ! সংসারে পোড়া কপাল বাহার,
বডই সহায় থাক, অথ নাহি তার !

মহাদেব নিজ দেহে ভস্ম লেপন করিয়া
থাকেন কেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত
শ্লোকে কহিতেছেন :—

একা ভার্ঘ্যা সমররসিকা নিম্নগা চ শ্বতীয়া,
পুত্রোজ্জোষ্ঠো দ্বিরদবদনঃ যশ্মুখোহতঃ কনিষ্ঠঃ ।
নন্দী ভৃঙ্গী চ কপিবদনঃ বাহনং পুঙ্গবেশঃ,
স্মারং স্মারং স্রগৃহচরিতং ভস্মদেহো মহেশঃ ॥
এক ভার্ঘ্যা ভালবাসে করিবারে রণ,
দ্বিতীয়টী নিম্নগামী তার সর্বক্ষণ,
জ্যেষ্ঠপুত্র গণেশের হস্তিমুখ আরু
কনিষ্ঠ কার্তিক যেটী, ছটী মুখ তার,
নন্দীর ভৃঙ্গীর মুখ বানরের প্রায়,
বাহন গরুটী বটে, রূধ নাহি তার ;—
এসব ছুঃখের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া
ছাই ভস্ম মাখে শিব, পাগল হইয়া ।

মহাদেব কি কারণে শিব পান করিয়া-
ছিলেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে
কহিতেছেন :—

বৃদ্ধোক্ষঃ প্রপলায়তে প্রতদিনঃ সিংহাবলো-
কাদ্ভিয়া,
পশুন্ মন্তময়ুমস্তিকচরং ভূষাভুগ্জত্রজঃ ।
কৃতিং কৃন্ততি মুখিকোহপি রজনৌ ভিক্ষাম
• মাভক্ষয়ন্,
হুঃখেনেতি দিগম্বরঃ স্মরহরো, হলাহলং
পীতবান্ ॥

সিংহ দেখি বুদ্ধ বৃষ নিতাই পলায়,
ময়ূর দেখিয়া সর্প পলাইয়া যায়,
ইন্দুর ভিক্ষায় খায় হ'লে রাত্রিকাল,
চূর্ম্ববজ্র কাটি পুনঃ বাড়ায় জঞ্জাল ;
লোকে বলে দিগম্বর না দেখি বসন,
স্মরহর হলো নাম বধিয়া মদন ;—
এসব ছুঃখের কথা ভাবিয়া অন্তরে,
শিব খেয়েছেন শিব মরিবার তরে !

একে শুনী, তায় জপে গলায় শরল,
 যজ্ঞগাঙ্গ তাই শিব হইয়া বিহ্বল,
 অপর্ণা পার্শ্বতী মহারোগ-বিনাশিনী
 একমাত্র ওষধিরে মার মনে গণি,
 মহানন্দে লইলেন তাঁহারি আশ্রয়,
 সে অষধি হয়েছেন তবে মৃত্যুঞ্জয়।

মহাদেব কালীর চরণ চিরকাল বক্ষে
 পারণকরিয়া আছেন কেন, তাহা কবি নিম্ন-
 লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

দেবৈ গৃহিত্ত ব্রহ্ম-সাগরতলাত্থাপিতং ভীষণং
 পীড়া ভুরি-বিষং পুনঃ পশুপতিস্তৎজালয়া
 বিহ্বলঃ।

বিষ্ণুস্তোরণি কালিকাপদয়ুগং কৈবলাদং
 শীতলং।

মংপ্রাপন্নসুপনিবৃত্তিকং বহুলামত্থাপি তয়ো-
 জ্ঞতি ॥

চোমগণ-করে মরণ সমুদ্র মস্থন,
 পরম প্রচণ্ড বিষ উঠিল তখন।
 চক্ চক্ করি সেই বিষপান করি,
 ছটফট করে হর বহুকাল ধরি।
 অবশেষে বুঝে কালী-চরণ-কমল
 একে মুক্তিপ্রদ, তায় পরম শীতল ;
 আনন্দে মার্তিয়া তাই দেব দিগম্বর
 কালী পদ-যুগ নিজ বক্ষের উপর
 রাখিয়া পশ্চম স্থখে বিভোর হইয়া
 দুর্জয় বিষের জালা গিয়াছে ভুলিয়া।
 ছাড়িলে বিষের জালা পুনঃ বেড়ে যায়,
 অত্থাপি শঙ্কর তাই ছাড়িতে না চায়।

মহাদেব বিষপান-কালে কিছুমাত্র প্রাণের
 আশঙ্কা করেন নাই কেন, তাহা কবি নিম্ন-
 লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

হরতা গুম সুরতটিনী—

ব্যতিকর মরণেহপি ভুলোব।
 গঙ্গাপর ইতি গরলং
 করতলস্তরলং নিজগ্রাস ॥
 এখন স্বয়ং শিব আছি এই ভবে,
 বিষপানে মৃত্যু হ'লে শিবস্বই রবে।
 পবিত্র জাহ্নবী জল স্পর্শ যদি করে,
 শবের শিবস্ব হয়, জানি এসংগারে।
 যে শিবস্ব সে শিবস্ব থাকিবে আমার,
 বিষপানে তবে মোর ভয় কিবা আর ?
 গঙ্গাপর মনে মনে ইহাই বিচারি
 বিষপান করিলেন আশঙ্কা না করি।
 অন্নদান করিয়া এই ত্রিসংসার রক্ষা
 করিবার জন্ম স্বয়ং অন্নপূর্ণা যাহার গৃহে
 নিত্য বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে কি
 কারণে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে
 হয়, তাহা কবি নিম্ন লিখিত শ্লোকে
 কহিতেছেন :—

মৌমন্তিনী যশ্চ গৃহেহন্নপূর্ণা
 ত্রিলোকরক্ষাকরণেহন্নদাতৈঃ।
 মংভিক্ষতে সোহপি কপালপাণি
 ল'লাটলেখা ন পুনঃ প্রয়াতি ॥
 অন্নদানে ত্রিসংসার রাখিবার তরে
 ভগবতী অন্নপূর্ণা নিত্য ঘাঁর ঘরে,
 লইয়া মড়ার মাথা তবু সেই হর
 দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে হইয়া কাতর।
 এই জিভুবনে হেন কেবা কোথা রয়,
 ললাটের-বিধিলিপি যেবা করে লয় ?

মহাদেব কি কারণে গঙ্গাদেবীকে মস্তক
 হইতে নাগাইতে চাহেন না, তাহা কবি নিম্ন-
 লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

কণ্ঠে গরলমত্যাগ্রমস্বেহহরলিকে শিখী।
 ইতি গঙ্গাধরো গঙ্গামুত্তমাসান মুঞ্চতি ॥

কেমন গৃহীতা, কে কে সহচর আর ?
তোমার বংশীয় পূর্বলোক কে কে রর ?
পিতা মাতা কেবা তব, দাও পরিচয় •
শিবের বিবাহকালে বসিমা সন্ধ্যায়,
কুলজরু জিজ্ঞাসেন এনব তাঁহার ।
প্রশ্নের উত্তর দানে অক্ষম হইবা,
লক্ষ্যে অধোমুখ হ'য়ে রহেন বসিমা ।
মনের ভংগেতে তাই দেব ত্রিলোচন
অদ্যাপি শ্রুশানে নিত্য করেন ভ্রমব ।

মহাদেব চিরকাল শ্রুশানবাসী হইয়াও
কি কারণে গৃহপ্রাশ্রম প্রাশ্রয় করিলেন, তাহা
কবি নিরুপলিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—
উত্ত্বিক্তাদিশমদরং বরতরং নাসৌ বমানশ্চিরং
হিষা বাসরনং পুনঃ পিতৃবনে কৈলাস-
চর্যাশ্রয়ঃ ।
তাস্মাৎ তস্মকুতাস্তরাগনিচরঃ শ্রীখণ্ডমাবব্রবৈ-
দেবেবেশো হিমাঙ্গিলা পরিণয়ঃ
গৃহস্থঃ শিবঃ ॥

শিবায় করেন শিব বিবাহ যখন,
অমনি হ'লেন শিব গৃহস্থ তখন ;—
দিগ্বদন পরিহরি দেব ত্রিলোচন
পরিধান করিলেন সুন্দর বসন ;
সাজিরা শ্রুশান-ভূমি দেব পশুপতি
সুরমা কৈলাসে গিয়া করেন বসতি ;
চিত্তভঙ্গ পরিহরি অমনি সত্তর
চন্দনেতে অঙ্গরাগ করিলেন হর ।
ধন্য ধন্য শিবানীর শুভ পরিণয়,
গৃহস্থ-আশ্রম শিব করেন আশ্রয় ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ ।

ঔত্তংসংস্কৃত
কুয়ুবজুর্বেদীয়
কঠোপনিষৎ
(বঙ্গানুবাদিতা ।)
প্রথমায়নী ।

যজ্ঞফল-কামনার রাজশ্রবা ঋষি
করিল সর্ষষ দান ; নচিকেতা নামে
ছিল তাঁর পুত্র এক ; বিভাগের কালে
দক্ষিণা প্রদান ভ্রাতৃ গাভীরমূহেরে,
লক্ষ্যার আবেশ হ'ল সাধু স্বে বৃন্দকে । ১।২
ভাবিতে লাগিলা সেট, যেই যজমান
পীতোদক, ভুক্তভূত, ইন্দ্রিরবিহীন
ছুদ্ধ-দোহ গাভীগণে করয়ে প্রদান,
অনন্দা লোকোক্তে তার হর অধিষ্ঠনি । ৩।
“আমায় কাঁথাকে দিবে ?” সুখিলা জনকে
একে একে তিনবার ; হয়ে জ্যোষাষিত,
“তোমায় মৃত্যুকে দিব” বলিলেন পিতা । ৪

১। রাজশ্রবা বিবলিৎ নামক যজ্ঞ করিয়াছিলেন ;
ঐ যজ্ঞের ফল লাভ করিতে হইলে দক্ষিণারূপে আশ্র-
নার সর্ষষ দান করিতে হয় । তাই তিনি সর্ষষ
দান করিয়াছিলেন । ১।

২। শ্রদ্ধা—আস্তিকী বুদ্ধি, ধর্মভাব ।

৩। পীতোদক—বাহাদের জল পান শেষ হই-
য়াছে, অর্থাৎ বাহারী পুনর্বার জল পান করিবার
পূর্বেই প্রাণত্যাগ করিলে ।

ভুক্তভূত—বাহাদের ভূগভক্ষণ শেষ হইয়াছে,
অর্থাৎ বাহারী পুনর্বার ভূগ ভক্ষণের পূর্বেই প্রাণ
ত্যাগ করিলে ।

ইন্দ্রিরবিহীন—সন্তান-জনন-শক্তিহীন (অতঃ
বাক্কিাদি বশতঃ)

ছুদ্ধদোহ—বাহার ছুদ্ধ-দোহন কার্য শেষ
হইয়াছে ।

৪। নচিকেতা ভাবিতে লাগিলেন, পিতা একপ
জীব গোসমূহ দক্ষিণাভুক্ত প্রদান করিতেছেন, ইহাতে
তাঁহার যজ্ঞফল সকলই বৃথা হইল ; তাহাকে আনন্দ-
ভূক্ত হানে বাস করিতে হইবে । অতএব পুত্র হইয়া

অনেক তনয় মধো হইব প্রথম ;
 না হই প্রথম যদি, অস্তুতঃ মধ্যম ;
 (অদম না হ'ব কতু এ কথা নিশ্চয়)
 কি কাজ যমের আছে, জানি না, যা পিতা
 সম্পাদিত হোমের দিয়ে করিবেন আজ । ৫
 (ভাবিতে ভাবিতে ইহা কহিলেক পুনঃ)
 পূর্ক মহাজনগণ করেছেন বাহা,
 আলোচনা কর ; তথা দেখহ ভাবিয়া,
 করেছেন বাহা পরবর্ত্তিমাধুগণ ;
 মানব মরিয়া য় শস্তের মতন
 জীর্ণ হয়ে ; পুনঃ করে জনমগ্রহণ । ৬ ।
 (তাইবলি কর পিতঃ সত্যাবলম্বন,
 পাঠাও আমারে এবে শমন-সুদন ।)
 (শুনি মূনি রাজশ্রবা সত্য পালিবারে
 প্রেরিলাশমনালয়ে তনয়ে আপন ।
 না ছিলা আলয়ে যম, তাই একে একে
 যাপিলা যানিনী তিন সেথা নচিকেতা ।
 আসিলে আলয়ে যম, যমাত্মীয়গণ
 কহিলা সংঘাধি তাঁরো—ওহে বৈবস্বত !
 অতিপি ব্রাহ্মণ গৃহে বৈশ্বানর সম
 প্রবেশেন, তেই তাঁয় পাদ্যাসন দিয়া
 শাস্তির বিধান করে ; আনহ উদক । ৭ ।

আজ্ঞাপ্রদান করিয়াও পিতার বাহাতে যজ্ঞফল লাভ হয়, তাহা করা কর্তব্য ; এই ভাবিয়া তিনি পিতার নিকটে গিয়া কহিলেন “কোন ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা-রূপে আমার দিবেন” ইহাতে উত্তর না দেওয়ার তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন ।

৫। যে পুত্র পিতার অভিপ্রায় বৃদ্ধিয়ার কার্য করে, সে প্রথম পুত্র, যে পুত্র পিতার আদেশ পাইল না তদনুযায়ী কার্য করে, সে মধ্যম পুত্র ; যে পুত্র পিতার শাসনের ভয়ে কার্য করে, সে অধম পুত্র ।

৬। এই শ্লোকে নচিকেতা অতীত ও বর্ধমান কালের সাধুগণের দৃষ্টান্ত দ্বারা পিতাকে বালন্তে-ছেন যে, তাঁহার সকলেই সত্যবাদী ; আপনিও সত্যমুগ্ধতান করন । মিথ্যা ব্যবহারকারী কেহ কখনও

অভুক্ত ব্রাহ্মণ যার গৃহে করে বাস,
 হারায় সে অল্পবৃদ্ধি—অজ্ঞাত বিজ্ঞাত
 আশার সকল ফল ; সাধু-সহবাস,
 স্মৃত বচন, যজ্ঞ, কৃপাদি ধনন-
 মস্তৃত বিমল পূণ্য, পুত্র, পশুগণ । ৮ ।
 (তখন কতিলা যম ঋষি-তনয়ের)
 হে ব্রাহ্মণ, নমস্কার ; (তোমার কৃপায়)
 হউক মঙ্গল মোর ; তিন রাত্রি তুমি—
 নমস্ত অতিথি, তবু করিয়াছ বাস
 শনশনে গৃহে মোর ; করহ প্রার্থনা,
 নিশা প্রতি একবর, সমুদায়ে তিন ॥ ৯
 (কহিলেন নচিকেতা) “ওহে যমরাজ,
 তব অস্বীকৃত বর তিনটীর মাঝে
 প্রথম প্রার্থনা এই—জনক আমার
 গৌতম হয়েন যেন উৎকর্ষারহিত ;
 বীতমহু্য, সুপ্রসন্ন আমার উপর ;
 পবিতাক্ত হয়ে যবে তব গ্রাস হ'তে
 ফিরিয়া যাইব গেহে, চিনেন আমার,
 সাধরে মনেহে পুনঃ সম্ভাষণে মোরে । ১০
 (কহিলেন যম) “শুনি, তোমার জনক
 উদ্দালকি আরাগি র'বেন পূর্কবৎ

অজর ও অমর হইতে পারে না, শস্যের মত মাহুষও উৎপত্তি এবং বিনাশের অধীন, অতএব মিথ্যাচরণে প্রয়োজন কি ? আপনার সত্য পালন করন ও আমাকে যমানয়ে প্রেরণ করন ।

৮। এই শ্লোকে মূলে আছে “ইষ্টাপূর্ত্তে” শাস্ত্র ভাষা ইহার অর্থ ইষ্টং...যাগজন্ম পূর্ত্তং—আরামাদি ক্রিয়াজং ফলম্ ।

আমি পূর্ত্তের প্রচলিত অর্থ...জলাশয়াদি ধননই গ্রহণ করিয়াছি ।

“বাপীকুপ-ভড়াগাদি দেবতারতনানি চ । অন্ন-প্রদানমারামঃ পূর্ত্তমিত্যভিধায়তে ॥

৯। সমুদায়ে তিন...অর্থাৎ তিন রাত্রির কৃত তিনটি বর ।

১০। বীতমহু্য...নিগতক্রোধ ।

মেহপূর্ণ তব প্রাতি, চিনিবেন তোমা
আমার আদেশে ; হেরি প্রমুক্ত তোমার
মৃত্যুমুখ হ'তে, বীতময়ী—সুখে তাঁর,
নিশিতে হইবে নিদ্রা, হে ঋষিকুমার ! ১১
(কহিলেন নচিকেতা—)
হে মৃত্যো, নাহিক স্বর্গে কিছুমাত্র ভয় ;
বিবরাজ তুমি তথা, জরা না বিরাজে ;
ক্ষুধা-তৃষ্ণা অতিক্রমি, শোকশূন্য হ'য়ে,
স্বর্গলোকে চিরানন্দ ভুঞ্জে নরগণ । ১২ ।
হে মৃত্যো, যে অগ্নি-কণা জান সবিশেষ,
যে অগ্নি সাধনভূত স্বর্গ-গমনের ;
যে অগ্নির বলে লোক স্বর্গবাসী হ'য়ে
অমৃতত্ব করে লাভ ; শ্রদ্ধাবান আমি—
দ্বিতীয় বরতে চাহি সে অগ্নি-বিজ্ঞান । ১৩
(উত্তরিলে যম—)
স্বর্গের সাধনভূত সে অগ্নির কথা
জানি আমি নচিকেতাঃ, জানি সবিশেষ ;
কহিবও সবিশেষ—শুন মন দিয়া ।
অনন্ত লোকাস্পি হেতু, জগৎ-মাশ্রয়,
শুভায় নিহিত বলি জানিবে ইহারে । ১৪ ।
লোকাদি অগ্নির কথা কহিলেন যম,
যে ইষ্টকা আবশ্যক অগ্নি চয়িবারে,
যে রূপে করিতে চর অগ্নির চয়ন,
বলিলেন সবিশেষ ; নচিকেতা তার
করিলেন পুনরুক্তি, শুনি তুষ্ট হ'য়ে
বলিলেন যম পুনঃ “ওহে নচিকেতাঃ !
এ বিষয়ে পুনঃ তোমা দিব একবর ।
—এ অগ্নি তোমারি নামে হবে পরিচিত ,
লও এই বহুরূপা সৃষ্টি মনোহরা । ১৫।১৬ ।

মাতা পিতা-আচার্যের আদেশ লইয়া,
তিনবার করে যেই অগ্নির চয়ন,
যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, করে কর্ম তিন,
জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করে সেই জন ;
লভয়ে পরম শান্তি—বিদিত হইয়া—
নেহারিরা তথা পূজা ব্রহ্মজজ্ঞ দেবে ॥ ১৭
যে প্রকার—বতগুলি ইষ্টকা লাগিবে
অগ্নির চয়ন তরে, চয়নের রীতি,
জানি এই তিনে, যেই বিদ্যাবান জন
ত্রিবার করেন নিজে অগ্নির চয়ন,
শরীরপাতের পূর্বে মৃত্যুর বন্ধন
দূর করি, এড়াইয়া শোকের যাতনা,
ভুঞ্জন অপূর্বানন্দ-স্বর্গলোকে থাকি ॥ ১৮
এইত দ্বিতীয় বর—প্রার্থিত তোমার—
স্বর্গের সাধনভূত অগ্নি বিষয়ক ;
তব নামে অভিহিত করিবেক লোকে
এ অগ্নিরে, নচিকেতাঃ ! নাগহ তৃতীয় । ১৯
(কহিলেন নচিকেতা)—“নিরাজে সংশয়
মৃত-নর-বিষয়ক ; কেহ কহে থাকে,
থাকে না—কেহবা কহে, মরিলে মানব ;
চাহি তাহ জানিবারে শেষ বরে তব ;
এই বিদ্যা লাভ করি তব উপদেশে । ২০

অর্থাৎ প্রথম সৃষ্ট অগ্নি। ইষ্টকা—ব্রহ্মদি বস্তু।
সৃষ্টি—স্বর্গবতী রত্নময়ী মালা ; (অশুভা) অকুৎসিত
কর্মসমী গতি ।

যম বলিলেন, অগ্নির একটা নাম “নচিকেতা”
হইবে।

১৭। ব্রহ্মজজ্ঞদেব—ব্রহ্মজ, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন—
জ্ঞ—যিনি সমুদয় বস্তু জানেন,—সর্বজ্ঞ। ব্রহ্মজ
ও জ্ঞ—ব্রহ্মজজ্ঞ; যে দেব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ও
সর্বজ্ঞ।

১৮। মৃত্যুর বন্ধন—মৃত্যুর বন্ধন বন্ধন অর্থ,
অজ্ঞান, রাগ-দেহ প্রভৃতি।

২০। এই লোকে নচিকেতা যমকে দ্বিজ্ঞাসা
করিতেছেন যে, মৃত মানব—যে ক'র ২৪ পক্ষ হইতে

১০। অমৃতত্ব—অমরত্ব, দেবত্ব ।
১৪। অনন্তলোকাস্পি-হেতু—বাহ্য স্বর্গপ্রাপ্তির
উপায় স্বরূপ । শুভায়...বিধান-গণের বৃদ্ধিতে।
১৫।১৬। লোকাদি অগ্নি—সৃষ্ট বস্তুর জাদি

(কহিলেন যম—)

পুরাকালে দৈবগণ ছিলেন সংশয়ী
এ বিষয়ে ; এই ধর্ম নহে সুবিজ্ঞেয়।
স্বপ্ন ইহা, নচিকেতাঃ ! চাহ অন্তরয় ;
করিওনা উপরোধ, ভাজহ ইহারে । ২১।

(কহিলেন নচিকেতা)

নিশ্চয় সন্দেহযুক্ত ছিলা দেবগণ—
এ বিষয়ে ; কহিতেছ—নহে সুবিজ্ঞেয়
ধর্ম এই ; কিন্তু তব! সম বলা আর
নহে লজ্য ; অন্তএব ইহার সমান
নাহি অল্প কোন বর প্রার্থনীর মোর । ২২।
(কহিলেন যম)

করহ প্রার্থনা—পুত্র-পৌত্র দীর্ঘজীবী,
বহুপুত্র, হস্তী, অশ্ব, স্বর্ণ, ভূমিচর,
স্বয়ং ঐচিয়া থাক যথেষ্ট বৎসর । ২৩।
যদি অন্তকোন বর ইহার সমান
বিস্ত বা চিরজীবিকা, রাজত্ব অথবা
প্রশস্ত-ভূমির পরে, কর অভিলাষ,
কামনার কামভাগী করিব তোমোর । ২৪।
মর্ত্যলোকে সুচর্লভ কামনা সে সব,
প্রার্থনা করহ তাহা ইচ্ছা অস্বরূপ।
সরথা সত্বর্থা রামা—ইহার মতন
প্রাপণীয়া মনুবোর নহে কদাচন ;
আমার প্রদত্ত এই রমণী-নিকরে
সেবিত হইবা থাক ; করোনা জিজ্ঞাসা
মরণ-মহশয়ী সেই প্রশ্ন গুরুতর । ২৫।

একটা সংশয় আমার মনে রহিয়াছে ; কেহ কেহ
যলেন যে, মনুষ্যের মৃত্যুর পর শরীর, ইন্দ্রিয়, যমঃ
ও বুদ্ধি ইত্যে, পৃথক, দেহান্তর-সম্বন্ধিত “আত্মা”
নামে একটা পদার্থ থাকে ; কেহ কেহ বলেন,
এরূপ পদার্থ থাকেনা। আপনি অগ্রহ পূর্বক
ইহার কোনাে সত্য, তাহা বলুন। নচিকেতার এই
প্রশ্ন ইহাও প্রকৃত আত্মজ্ঞান সথকীয় প্রশ্ন হইল ও
উপনিষৎ আরম্ভ হইল। দ্বিতীয় বলীতে ইহার
উত্তর সংক্ষেপে বলা হইয়াছে।

২১। যম ২১, ২২, ২৪ ও ২৫ প্রোকে—নচিকেতা
প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত কিনা, ইহা পরীক্ষা
করিয়া দেখিতেছেন।

২৫। সরথা সত্বর্থা রামা—রথযুক্তা ও বাধ্য-
বন্ধধারিণী রমণীপণ।

(কহিলেন নচিকেতা)

হে অমৃতক, ভোগ্যচর তব উক্ত বাহা,
থাকে বা না থাকে কলা, সন্দেহ-বিষয় ;
মর্ত্য-সর্কোদ্ভ্রিয়-তেজঃ এরা করে নাশ ;
থাকুক তোমারি অশ্ব, নৃতা-গীত তব । ২৬।
বিস্তে নহে তুর্পণীয় মানব কখন ;
যখন দেখেছি তোমা, লভিব নিশ্চয়
বিস্ত, তুমি প্রভুভাবে রবে যতদিন,
বাঁচিয়া থাকিব ; কিন্তু চাই সেই বর । ২৭।
অরাধীন কোন্ মর্ত্য করিয়া গমন
অজর অমর কাছে ; ভেনে শুনে, আছে
প্রয়োজনাস্তর আর প্রাপ্তবা মহান
এ আয়ার ; চিত্তাকরি রূপ-রতি-সুখ
ক্ষণস্থায়ী, অতিদীর্ঘ চাহেরে জীবন
স্বর্গচেরে নিম্নতর ভবধামবাসী ? । ২৮।
হে যুক্তো, যে পরলোক-বিষয়ে মানব
সর্কো-সংশয়াকুল, আছে বাহা—তাহে
প্রকাশিয়া বল ; গুঢ় পরলোক-ভাবে
অনুপ্রবেশিতে পারে কেবল যে ধর,
তাহাভিন্ন নচিকেতা না চাহে অপয় । ২৯।

(ইতি প্রথমা বলী ।)

শ্রীমনোরজন মিশ্র।

২৬। শঙ্করাচাণ্য বলেন, সকলেরই আবু অজর,
এমন কি, ব্রহ্মারও আবু তম—মৃতরাং আমাদিগের ত
কথাই নাই।

২৭। মূল “সাম্প্রায়ো” আছে—সাম্প্রায়ো
অর্থৎ পরলোক বিষয়ে।

নচিকেতা এই প্রোকে যাকে বলিতেছেন—
পরলোক বাহা আছে, তাহা আমাদিগকে বলুন,
অর্থাৎ মনুষ্যের মৃত্যুর পর “আত্মা” থাকে অথবা
দেহের সহিত বিলয় প্রাপ্ত হয় ; তাহা সবিশেষ-
রূপে বলুন। অনুপ্রবেশিতে পারে—অনুপ্রবেশিত
হইতে পারে, অর্থাৎ বে বর লাভ করিলে পরলোক-
ভাব মনষ্ট প্রকাশিত হইতে পারে।

নীতিসারঃ ।

(পূর্বাভ্যুত) ।

দাতৃগাং ধার্মিকানাঞ্চ শুরাণাং
কীর্তনং সদা ।
শৃণুয়াৎ তু প্রযত্নেন তচ্ছিত্রং নৈব
লক্ষয়েৎ ॥ ১০১ ।
কালে হিতমিতাহার-বিহারী বিদ্ব-
শাশনঃ ।
অদীনায়া চ সন্ন্যাসঃ শুচিঃ স্মৃতাং
সর্কদা নরঃ ॥ ১০২ ।
কুর্যাৎ বিহারমাহারং নির্হারং
বিজনে সদা ।
ব্যবসায়ী সদা চ ম্যাৎ স্মৃতাং
ব্যয়ামমভ্যাসেৎ ॥ ১০৩ ।
অন্নং ন নিন্দ্যাৎ স্নস্বত্নঃ স্বীকুর্যাৎ
প্রীতিভোজনম্ ।
আহারং প্রবরণং বিদ্যাৎ বড়্রসং
মধুরোত্তরম্ ॥ ১০৪ ।

দাতা, ধার্মিক, শুরবাক্তিদিগের গুণা-
ভবাদ যত্ন পূর্বক শ্রবণ করিবে, কিন্তু
ঐহাদের ছিত্র অশ্বেষণ করিবে না । ১০১ ।

মহত্মা যথাসময়ে পথাং ও পরিমিত
আহার-বিহারী, দেবাদি নিবেদিত স্নান-
ভোজী, অদীনায়া, স্ননিদ্র ও সর্কদা শুচি
থাকিবে না । ১০২ ।

নির্জনে আহার-বিহার ও মল-মুত্রাদি
ত্যাগ করিবে, সর্কদা উদ্‌বাগী ও স্বচ্ছন্দে
ব্যায়াম করিবে না । ১০৩ ।

স্নহ শরীরে অন্ন নিন্দা করিবে না,
প্রীতিভোজন স্বীকার করিবে না; মধুর-

বিহারং চৈষ স্বস্তীভি বেষ্য্যভিন
কদাচন ।
নিযুক্তং কুশলৈঃ সার্কং ব্যায়ামং
নতিভিবর্য়ম্ ॥ ১০৫ ।
হিত্বা প্রাক্ পশ্চিমৌ যামৌ
নিশি স্নাপো বরোমতঃ ।
দীনাঙ্কপঙ্গুবধিরা নোপহাস্যাঃ
কদাচন ॥ ১০৬ ।
নাকার্যোতু মতিং কুর্যাৎ জাকি
স্বকার্যাং প্রমাথয়েৎ
উদ্‌যোগেন বলে নৈব বুদ্ধ্যা
ধৈর্যেণ সাহসাৎ ।
পরাক্রমেণার্জবেন মানস্বিৎস্বজ্য
সাধকঃ ॥ ১০৭ ॥
যদি সিধ্যতি যেনার্থঃ কলংহেন
বরস্ত সঃ ।

রস শেখযুক্ত বড়্রস-ভূষিত আহার শ্রেষ্ঠ
জানিবে না । ১০৪ ।

নিজের স্ত্রীর সহিত বিহার করিবে,
বেশ্যাদি সঙ্গ কখনও করিবে না; নিপুণ ব্যক্তির
সহিত নতিদ্বারা বরণ ব্যায়াম রূপ যুদ্ধ
করিবে । ১০৫ ।

রাত্রির পূর্ক ও শেষ প্রহর পরিভাগ
করিয়া নিদ্রা যাউবে; দীন, অন্ধ, পঙ্গু,
বধির দেখিয়া কখনও হাস্য করিবে না । ১০৬ ।

অকার্যে মতি দিবে না, উদ্‌যোগে, বল,
বুদ্ধি, ধৈর্য, পরাক্রম ও সরলতা দ্বারা সাহস
পূর্বক কার্যার্থী মান ত্যাগ কল্পিয়া শাস্ত্র
স্বকার্য সাধন করিবে না । ১০৭ ।

অন্যথাযুর্ধন স্ত্রহৃদ যশঃ স্ত্রহরঃ
স্মৃতঃ ॥১০৮।

নানিষ্ঠং প্রবদেৎ কশ্মিন্ ন ছিদ্রং
কস্য লক্ষয়েৎ ।

আজ্ঞা ভঙ্গস্ত মহতাং রাজ্ঞঃ
কার্যো ন বৈ কচিৎ ॥১০৯

অসৎ কার্য্য নিযোক্তারং গুরুং
বাপি প্রবোধয়েৎ ।

নাতি ক্রমেদতিলয়ুং কচিৎ সং-
কার্য্য্য বোধকম্ ॥ ১১০ ।

কৃত্বা স্বতন্ত্রাং তরুণীং স্ত্রিয়ং
গচ্ছন্ন বৈ কচিৎ ।

স্ত্রিয়ো মূলমনর্থস্য তরুণ্যঃ কিং
পঠৈঃ সহ ॥ ১১১ ॥

নপ্রমাদ্যেদ্যদ্রবৈয়ান্বিমুহেৎ
কুমস্ততো ।

যদি কলহে কোন অর্থগিন্ধি হয়, তাহা
হইলে বরং কলহ ভাল ; নতুবা কলহে
আয়ু, ধন, স্ত্রাদ, যশ ও স্ত্র নষ্ট করে,
ইহা কথিত হইয়াছে । ১০৮ ।

কোন লোককে হুর্নচন বলিবে না ;
কাহারও দোষ লক্ষ্য করিবে না । মহৎ
ব্যক্তির অথবা রাজার আজ্ঞা-ভঙ্গ কদাচ
করিবেনা । ১০৯ ।

অসৎ কার্য্য নিযোক্তা গুরুকেও উপ-
দেশ দিবে এবং গুতাস্ত স্ত্র ব্যক্তিকেও
কখনও সংকার্য্য-বোধক কল্পে অতিক্রম
করিবেনা, অর্থাৎ ইতর ব্যক্তিকেও উপদেশ
দিবে । ১১০ ।

স্ত্রীকে অরাক্ত রাধিয়া কখন কোথাও
যাইবেনা, স্ত্রী অনর্থের মূল ; তাহাতে যদি
যুবতী স্ত্রী পরের সহিত থাকে, তাহাহইলে

সাক্ষী ভার্য্যা পিতৃপত্নী মাতা
বাল্য পিতা স্মৃষা ॥১১২

অভর্তৃকানপত্য যা সাক্ষী
কণ্যা স্বমাপি চ ।

মাতুলানী ভ্রাতৃভার্য্যা পিতৃ-
মাতৃ স্বমা তথা ॥ ১১৩ ॥

মাতামহোহনপত্যশ্চ গুরু-
শুশুর-মাতুলাঃ

বালোহপিতৃ চ দৌহিত্রো
ভ্রাতৃ চ ভগিনীস্বতঃ

এতেহবশ্যং গুলনীয়াঃ প্রযত্নে
স্বশক্তিতঃ ॥১১৪॥

অভিভবেহপি বিভবে পিতৃ-
মাতৃ কুলং স্ত্রহৎ ॥

পত্ন্যাংকুলং দাসদাসী ভৃত্য-
বর্গাংশ্চ পোষয়েৎ ॥১১৭ ॥

বিকলাঙ্গান্ প্রাজিতান্ দীনা-
নাথাংশ্চ পালয়েৎ ।

যে অনর্থের মূল হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য
কথা কি ? ১১১ ।

ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি মাদক দ্রব্যে কখনও মত্ত
হইবে না এবং কুপুত্রে কখনও মমতা করিবে
না । সাক্ষী স্ত্রী, বিমাতা, মাতা, অবি-
বাহিতা কন্যা, পিতা, পুত্রবধূ, বিধবা অ-
পুত্রা সাক্ষীকন্যা, ভগিনী, মাতুলানী, ভ্রাতৃ-
জারা, পিতৃশুশুর, মাতৃশুশুর, অনপত্য মাতামহ,
গুরু, শুশুর, মাতুল, পিতৃহীন বালক,
দৌহিত্র, ভ্রাতা, ভগিনীপুত্র, এই সকল
স্বশক্তি অহুমারে যত্ন পূর্বক পালন করা
কর্তব্য । ১১২-১১৬ ।

সম্পত্তি না থাকিলেও এই সকলকে
পালন করা কর্তব্য ; ধন থাকিলে, শুশুর-
কুল, দাস-দাসী, ভৃত্যবর্গকেও পোষণ করা
কর্তব্য । ১১৭ ।

কুটুম্বভরণার্থে যত্নবান্ন ভবেচ্চ
 যঃ, তস্য সৰ্বগুণৈঃ কিন্তু জীবনৈব
 যুতশ্চ মঃ॥ ১১৮ ॥
 ন কুটুম্বং ভূতং যেন নাশিতাঃ
 শত্রবোহপি ন ।
 প্রাপ্তং সংরক্ষিতং নৈব তস্য কিং
 জীবিতেন বৈ ? ১১৯ ॥
 স্ত্রীভিজিতো ধনী নিত্যং স্ত্র-
 দরিদ্রশ্চ যাচকঃ ।
 গুণহীনোহর্থহীনঃ সন্ যুতা-
 এতে সজীবকাঃ ॥১২০॥
 আয়ুবিক্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রমৈথুন-
 ভেসজম্ ।
 মানমানাপমানং চ নরৈতানি
 স্ত্রগোপয়েৎ ॥১২১॥
 দেশাটনং রাজসভাবেশনং শাস্ত্র-
 চিন্তনম্ ।
 বেশ্যাদি দর্শনং বিদ্বন্মৈত্রীং
 কুর্যাদতদ্ভিতঃ ॥১২২॥

অনেকাশ্চ তথা ধর্ম্মাঃ পদার্থাঃ
 পশশো নরাঃ ।
 দেশাটনাৎ স্বাক্ষভূতাঃ প্রভবন্তি
 চ পশ্বতাঃ । ॥১২৩॥
 কীদৃশরাজপুরুষা ন্যায়ান্যায়ং চ
 কীদৃশং ।
 মিথ্যাবিবাদিনঃ কে চ কে বৈ
 সত্যবিবাদিনঃ ॥১২৪॥
 কীদৃশী ব্যবহারস্য প্রবৃত্তিঃ শাস্ত্র-
 লোকতঃ ।
 সভাগমনশীলস্য তদ্বিজ্ঞানং
 প্রজারতে ॥১২৫॥
 নাহঙ্কারী চ ধর্ম্মাক্ষঃ শাস্ত্রাণাং
 তত্ত্বচিন্তনৈঃ ।
 একং শাস্ত্রমধীয়ানো ন ব্রিদিয়াৎ
 কার্যানির্গমম্ ॥১২৬॥
 স্যাৎ বহাগমসন্দর্শী ব্যবহারো
 মহানতঃ ।
 বুদ্ধিমানভ্যসেন্নিত্যং বহুশাস্ত্রা-
 ন্যাতদ্ভিতঃ ॥১২৭॥

বিকালঙ্গ, সন্ন্যাসী, দীন, অনাপকে ও
 পালন করিবে; কুটুম্ব-পোষ্য ভরণ জ্ঞা
 যিনি যত্ন না করেন, তিনি সর্বগুণী হইলেও
 জীবিত থাকিলেও মৃত । ১১৮ ।
 যিনি পোষ্যবর্গ ভরণ না করেন, শত্রু-
 নাশ না করেন, যিনি প্রাপ্ত বস্ত্র রক্ষা না
 করেন, তাঁহার জীবনে প্রয়োজন কি ? ১১৯
 যিনি স্ত্রীজিত, নিত্যাধনী, দরিদ্র, যাচক,
 গুণহীন, অর্থহীন, তিনি জীবিত থাকিলেও
 মৃত । ১২০ ।
 আয়ু, ধন, গৃহ-ছিদ্র, মন্ত্র, মৈথুন, ঔষধ,
 দান, মান ও অপমান, এই নয়টি দ্রব্য
 গোপনে রাখিবে । ১২১ ।
 দেশপরি্যাটন, রাজ সভায় গমন, শাস্ত্র-
 চিন্তন, বেশ্যাদি দর্শন ও মৈত্রী, জানোপুরুষ

এই সমুদায় আলস্য পরিত্যাগ পূর্বক
 করিবে । ১২২ ।
 এক্ষণে দেশভ্রমণের ফল কহিতেছেন ।
 নামা বিধ ধর্ম্ম, ধর্ম্মার্থ, পণ্ড, অজ্ঞান্য, পরিত্ত,
 দেশভ্রমণে জানিতে পারা যায় । ১২৩ ।
 কীদৃশ রাজপুরুষ, কিরূপ আয় ও অত্যাগ,
 কে মিথ্যাবিবাদী, কে সত্যবিবাদী, শাস্ত্রতঃ
 ও লোকতঃ কীদৃশ ব্যবহারের (স্মদানাদি
 বিবাদী বিষয়ের) প্রবৃত্তি, সভাগমনকারী
 ব্যক্তি জানিতে পারেন । ১২৪-১২৫ ।
 শাস্ত্র সকলের তত্ত্বচিন্তনে অহঙ্কারী ও ধর্ম্মাক্ষ
 হইবেনা । এক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে কার্য
 নির্ণয় করিতে পারা যায় না । ১২৬ ।
 বহুশাস্ত্রদর্শী অত্যন্ত লোকতত্ত্বদর্শী হইয়া

তদর্থং তু গৃহীত্বাপি তদধীনা ন
জায়তে ।

বেশ্যা তথাবিধা বাপি বশীকর্তুঃ
নরংক্ষমা ।

নেয়াৎ কস্য বশং তদ্বৎ স্বাধীনং
কারয়েজ্জগৎ ॥১২৮॥

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানামর্থ-বিজ্ঞান-
মেব চ ।

সহবাসাৎ পণ্ডিতানাং বুদ্ধিঃ পুশ্ণা
প্রজায়তে ॥১২৯॥

দেবপিতৃকৃতিধিভ্যোহন্নমদত্যা
নান্ধীয়াৎ কচিৎ ।

আত্মার্থং যঃ পচেন্নোহান্নরকার্থং
সঙ্গীবতি ॥১৩০॥

নাগং গুরুভ্যো বলিনে ব্যাধিতায়
শবায়চ ।

রাষ্ট্রে শ্রেষ্ঠায় ব্রতিনে যানগায়
সনুৎসৃজেৎ ॥১৩১॥

শকটীং পঞ্চহস্তং তু দশহস্তং
তু বাজিনঃ ।

দুরভঃ শতহস্তং চ তিষ্ঠেন্নগাদ্
বৃষাদ্ দশ ॥১৩২॥

শৃঙ্গীনাং চ নীথনাং চ দংষ্ট্রীণাং
দুর্জ্জনস্য চ ।

নদীনাং বসতো স্ত্রীণাং বিশ্বদং
নৈব কারয়েৎ ॥১৩৩॥

খাদনুগচ্ছেদধ্বানংনচ হাস্যেন
ভাষণম্ ।

শোকং নকুর্যাম্ভটস্য স্বকৃতে রপি
জল্পনম্ ॥১৩৪॥

স্ব-শক্তিতানাং সামীপ্যং ত্যজেদ্
বৈ নীচ সেবনম্ ।

সংলাপং নৈব শৃণুয়াদ্ গুপ্তঃ
কস্যাপি সর্বদা ॥১৩৫॥

ত্রীবিধু ভূষণ দেব ।
(ক্রমশঃ)

থাকেন, তজ্জাত আলস্য পরিত্যাগ পূর্বক বুদ্ধি-
মান ব্যক্তি বহু শাস্ত্র অভ্যাস করিবে না ১২৭।

বেশ্যা কোন লোকের ধন লইয়াও
তাহার অধীন হয় না; বেশ্যা ঐরূপ করি-
য়াও মনুষ্য সকলকে বশ করিয়া থাকে,

কিন্তু সে কাহারও বশ হয় না; মনুষ্য
জগৎকে ঐরূপ নিজের অধীন করিলে ১২৮।

পণ্ডিতের সহবাসে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ সকলের
অর্থজ্ঞান ও উজ্জ্বল বুদ্ধি হইয়া থাকে ১২৯।

দেবতাকে, পিতৃলোককে ও অতিথিকে
অন্ন নাদিয়া কখনও ভোজন করিবে না।

যিনি নিজের জন্ত মোহ বশতঃ পাক করেন,
তিনি নরকের জন্ত জীবন ধারণ করেন ১৩০।

শুককে, বলশালীকে, পীড়িতকে প্রথমে
শব, মাতৃব্যক্তি, ব্রতী ও বান্দবাকে পঞ্চ
হাতিয়া দিবে ১৩১।

শকট হইতে পঞ্চহস্ত, ঘোটক হইতে দশ
হস্ত, হস্তী হইতে শত হস্ত ও বৃষ হইতে

দশ হস্ত দূরে থাকিবে ১৩২।
শৃঙ্গী, নখী, দণ্ডধারী, দুর্জন, নদী ও

ত্রীলোককে বিশ্বাস করিবে না ১৩৩।
খাইতে খাইতে পথে চলিবে না, হাস্ত

করিয়া কথা কহিবে না, নষ্ট দ্রব্যের শোক
করিবে না ও নিজকার্য্য কীর্ত্তন করিবে

না ১৩৪।
নিজ হইতে শক্তিত লোকের নিকট

গমন করিবে না ও নীচ লোকের সেবা
করিবে না; কোন লোকের গুপ্ত আল্লাপ

অধন করিবে না ১৩৫।

হিন্দু-পত্রিকা ।

(হিন্দুধর্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা ।)

শ্রীযত্ননাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্
কর্তৃক সম্পাদিত ।



সূচী ।

১।	সামবেদ-সংহিতা	...	২০১	৭।	বটপর্বা-ভোত্র	...	২৩১
২।	স্বয়ং-বাহাদুর	...	২০৭	৮।	আপকর্ষীর গুণবৃত্ত	...	২৩০
৩।	ঈ-গোত্র পরিচয়	...	২১২	৯।	সাংখ্য-দর্শন	...	২০১
৪।	গকদনী	...	২২১	১০।	দীর্ঘাঙ্গা-দর্শন	...	২০২
৫।	কঠোপনিষৎ	...	২২৬	১১।	বেদান্ত-বৃত্ত	...	২০৬
৬।	লবোদর-জমনী-ভোত্র	...	২৩২	১২।	বৃহস্পতি-বীতা	...	২০০

যশোহর ।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীযত্ননাথ মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ।

নংকরা ১৮২২ ।

১৩০৭ (১৩০৮) সনের বাঙ্গালি হিন্দু-পত্রিকা প্রতি বর্ষ ১০। এবং ১৩০৫ ও ১৩০৬ সনের বাঙ্গালি পত্রিকা প্রতি বর্ষ ১০। মূল্য বিক্রয় ।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেস।

হিন্দু-পত্রিকা ছাপাখানায় দুইটি প্রেস আছে, একটা রয়েল, অপরটা স্পার রয়েল। বাঙ্গালা, ইংরেজী, হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রাক্ষণ ক্রিয়া এখানে সত্ত্বর পরিষ্কৃতভাবে সুন্দররূপে স্বল্প মূল্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। পুস্তক, চেকদাখিলা, জমাওয়াশীলবাকী, অভিনন্দনপত্র, প্রশংসাপত্র, বিবাহের উপহারপত্র, রসিদবাহি, হ্যাণ্ডবিল, ইত্যাদি সর্ববিধ ছাপার কার্য কলিকাতার দর অপেক্ষা অল্পমূল্যে দেওয়া হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই ছাপাখানায় মে সকল ছাপা হয়, সমস্তই হট্‌প্রেসে দেওয়া হইয়া থাকে। “হিন্দু-পত্রিকা” ও “ব্রহ্মচারিন্” নামক ইংরেজী মাসিকপত্র এই প্রেসে মুদ্রিত হইয়া থাকে। বাহারা হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে কাজ দিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন, তাহা হইলে ছাপা সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম জানিতে পারিবেন।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ম্যানেজার, হিন্দু-পত্রিকা।

হিন্দুপত্রিকার যে সকল গ্রাহক গ্রাহকপত্রী প্রাপ্ত হইয়া পরে ১৩০৪ ও ১৩০৫ সালের পত্রিকা নগদ মূল্যে ক্রয় করিবার সময়, ১৩০৪ সালের বৈশাখ এবং ১৩০৫ বৈশাখ সংখ্যা পাইয়াছিলেন না, এক্ষণে তাহারা পত্র লিখিলে, তাই সকল সংখ্যা পাইবেন।

THE BRAHMACHARIN.

PUBLISHED MONTHLY, FROM JESSORE, (INDIA.)

Annual subscription Rs. 3 for India, Ceylon and Burmah and 8s. for foreign countries.

SANDILYA SUTRA

The Religion of Love.

With Original Texts in Debnagar character, English translation, independent commentary, and an introduction in English, by Jadunath Mezcumdar M. A. B. L. Vakil, Bengal, High Court, and Editor, Hindu-Patrika, Price Re. 1 paper-bound, and Re. 1-8 cloth-bound. Apply to the Manager, Hindu-Patrika, Jessore, Bengal.

“আমিত্বের প্রসার”। —১ম খণ্ড। ইহারে ভূতবজ, মনুষ্যবজ, পিতৃবজ, দেববজ ও বৃক্ষবজ, এই পঞ্চবজ; বৃক্ষচারী, গৃহস্থ, নানপ্রথ ও ভিক্ষু, এই চারি আশ্রমী; এবং ব্রাহ্মণ, কত্রি, বৈশ্য ও শূত্র, এইচারি বর্ণের শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত বিশদ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ডিনাই ৮পেজী ১০০ পৃষ্ঠা, কাগজে বাঁধা। মূল্য—সমস্ত ডাকসংগ্ৰহ ৫০ আনা মাত্র। হিন্দু দৈনিক কাব্যাবলী বিরূপে আত্মপ্রসারের অঙ্গকৃত্ত, এই গ্রন্থে তাহার চমুতে অঙ্গুলি দিরা দেখান হইয়াছে। “আমিত্বের প্রসার”—২য় খণ্ড সীজ প্রকাশিত হইবে। বর্ষোত্তর, হিন্দু-পত্রিকার ম্যানেজারের নিকট প্রাপ্তব্য।

হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকেরা কাগজে বাঁধা শাণ্ডিল্য সূত্র ১ম খণ্ডে ৫০ আনার ও আমিত্বের-প্রসার ৫০ খণ্ডে ৯০ আনা মূল্যে পাইবেন।

বাঁধা বিশেষকানন্দ-প্রণীত বাহালা ও ইংরাজি গ্রন্থাবলী অর্ধ ও সিকি মূল্যে। ইহার অধিকারী ও বিবরণ বিনামূল্যে পাইবার জন্য পত্রপঠিত পত্র লিখুন। হিন্দু-উপাধেয়, বাগবাঁধার, কলিকাতা।

শ্রী শ্রী হরিঃ ।

[১৮৫৭ সালের : ০ অষ্টম মাসে বের হইল]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড,
৭ম সংখ্যা ।

কাণ্ডিক ।

১৩০৭ সাল,

১৮২২ শকাব্দা

- সামবেদ-সংহিতা ।

(পূর্বতেম্বুগা)

অথ তৃতীয় খণ্ডে সেরং প্রথমা ।

(প্রয়োগ ঋষিঃ)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অগ্নিঃ বোরুধন্তমধ্বরাণাং পুরুতমম্ ।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অচ্ছা নপ্তে সহস্বতে ॥১॥

নপ্তে—বন্ধুঃ—বন্ধুকে ।

সহস্বতে—বলবন্তঃ—বলবান ।

বুধন্তঃ—আলাভিবর্দ্ধমানঃ—আলার দ্বারা
বর্দ্ধিত ।

পুরুতমম্—অতিশয়েন বহুর্নয়ঃ—অধিক
অগ্নিকে ।

বঃ—ঘরং—তোমরা (ঋত্বিকৃ সকলকে-
সম্বোধন)

অচ্ছা—অভিগচ্ছত—প্রাপ্ত হও ।

(হে ঋত্বিকৃগণ !) যিনি যজ্ঞসকলের
বন্ধু, বলবান, জ্ঞানী বর্দ্ধিত ও অধিক পরি-
শিত (১) সেই অগ্নিকে তোমরা প্রাপ্ত হও ।।

(১) অধিক পরিশিত, কারণ অধিক পরমাণু
দ্বারা বর্দ্ধিত ।

অথ দ্বিতীয়া ।

(ভরদ্বাজ ঋষিঃ)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
অগ্নিস্তিগ্নেন শোচিচাম(ং) সর্দ্বিশ্বংস্ব-

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
ইত্রিণম্ । অগ্নি ঐবংসতেরয়িং ২॥

স্তিগ্নেন—তীক্ষ্ণেণ । শোচিষা—তেজসা—
তেজদ্বারা ।

ইত্রিণং—অভ্যরং রাক্ষসাদিকং—রাক্ষ-
সাদি ভক্ষককে ।

নিয়ংসং—মিষ্টম্—বধকরন ।

নঃ—অশ্বভাং—আমাদিগকে । রয়িং—
ধনং । বংসতে—দদাতু—দেন ।

অগ্নি নিজ তীক্ষ্ণ তেজদ্বারা রাক্ষসাদি
প্রাণীভক্ষক সকলকে বধ করায় ও আমা-
দিগকে ধন দান করুন ।

অথ তৃতীয়া ।

(বাসদেব ঋষিঃ)

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
অগ্নে যুড় মহা (ং) অত্র য আ দেব

১২২২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

যুঞ্জনম্ । ইয়েথ বহিরাসদম্ । ৩॥

২০২

হে অগ্নে! সৃড়—অম্বান্ সূখময়—
আমাদিগকে সূখী-কর। মহান্ অসি—প্রভূতে
ভবসি—প্রভূত হও—উন্নত হও। যঃ—দে-
ভুমি। অরঃ—গম্ভা—গমনকারী। দেবয়ুং
দেবানাং *কামরিতারঃ—দেবতা সকলের
নিকট কামনাকারীকে। জনং—যজমানং-
যজমানকে। মর্হিঃ—মর্ভুং—মর্ভাসনকে। আস-
দম্—(যজ্ঞে) আসত্তু—গ্রহণ করিবার
অস্ত্র। আইয়েথ (১)—আগচ্ছসি—আগমন
করিতেছ।

হে অগ্নি! তুমি মহান্ হইতেছ; তুমি
এই যজ্ঞে আগমনশীল হইয়া দেবতাদিগের
কামরিতা বজমান প্রদত্ত মর্ভাসন গ্রহণ
করিতে আসিতেছ। তুমি আমাদিগকে
সুখী কর। ৩ ॥

অথ চতুর্থী ।

(বিশিষ্ট ঋষি ।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ১
অগ্নে রক্ষাণোঽত্র (১) হসঃ প্রতি
৩ ২ ১ ২ ৩ ১
স্ব দেব রীষতঃ । তপিস্টে রজ-
২
সৌদহ ॥ ৪ ॥

হে অগ্নে! ত্বং নঃ—আখান্। অংহসঃ
পাপাং। রক্ষা (২) পাহি—রক্ষা কর। (অপিচ
হে মহাদেব! দ্যোতমানাগ্নে! অজরঃ—
অরারহিতঃ—তুমি অরারহিত। রীষতঃ—
হিংসতঃ শক্রূন্—হিংসাকারী শক্রগণকে।

(১) যদি ও সিন্ধের প্রয়োগ কিন্তু লণ্ডের অর্থ
হইবে। যথা "ছন্দসি লঙ্ লুঙ্ নিট্।"

(২) সংহিতারঃ দৌর্ঘন্দ্যসঃ।

তপিস্টে—অতিশয়েন তাপকৈশ্চেজোভিঃ—
অতিশয় সন্তপ্তকারী তেজস্বারা। প্রতিমহ-
ম—ভূম্বীকুরঃ—ভূম্বকর।

হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে পাপ
হইতে রক্ষা কর। হে দ্যোতমান অগ্নি!
তুমি অরারহিত, হিংসাকারী শক্রগণকে
অতিশয় সন্তপ্তকারী তেজ সকল দ্বারা
ভূম্ব কর। ৪

অথ পঞ্চমী ।

(ভরদ্বাজ ঋষিঃ)

১ ২ ৩ ১ ২ ২ ২ ৩ ১
অগ্নে যুঙ্ক্ষ্ণা হিযে তবাস্বাসো-
২
দেব সাধবঃ ।

২ ১ ২ ৩ ১ ২
অরংবহং ত্যাশবঃ । ৫ ॥

হে দেব!—দ্যোতমান! অগ্নে! (ভান-
খান্) যুঙ্ক্ষ্ণা—আস্মীয়ে যথৈ যোজয়—
নিজরথে যোজনাকর।

যে তব—ঐদীয়া। সাধবঃ—সাধকাঃ।
অশ্বাসঃ—অশ্বাঃ। আশবঃ—ক্ষিপ্ৰগামিনঃ
শীঘ্রগামী। অরং—অলং-পর্যাপ্তং (ঐদীয়াং
রণং) বহন্তি।

হে দ্যোতমান! হে অগ্নে! বাঁহারী
তোমার সাধন করেন ও বাঁহারী তোমার
রণ উত্তমরূপে বহন করেন, সেই সকল
ক্ষতগামী সাধকরূপ অশ্বগণকে নিজ রথে
যোজনা কর। ৫ ॥

এই ঋকের এই রূপ অর্থ হইতে
পারে—হে দেব! যে সকল সাধক স্ব স্ব
ভোগায়তন হুল শরীর রূপ তোমার ধন

বধাবিহিত সংকর্ষ দ্বারা বহন করিতেছেন, অর্থাৎ নিম্নত তোমার নিকট অগ্রগামী হইতেছেন, তাঁহাদিগকে তুমি স্বয়ং ভোগা-ন্নতন স্থল শরীরেই মোহহং রূপ জ্ঞান-রজ্জু দ্বারা, অর্থাৎ “সেই অগ্নি আমি” এই জ্ঞান-রজ্জু দ্বারা যোজননা করিয়া দাও, অর্থাৎ জীবীকৃত করিয়া দাও।

অথ বর্ণনা ।

উক্তে বঃ
দপূরণে। বিশ্বায়—বিশ্বত্বে
১২
নিজ্ঞায়—সকল বিষয়ে। দৃশে—দ্রষ্টব্যঃ
—তং প্রসিদ্ধং—সেই প্রসিদ্ধকে।

বেদসং—জাতানাং প্রাণিনাং বেদিতারঃ
৩ ত প্রজঃ, জাতধনং বা—প্রাণিসকলের
সুবীঃ... দেবঃ—দ্যোতমানঃ।
লক্ষ্য!—উপগতবেদা অর্থাৎ প্রাণী-
পতে—বিশাংপতে। কৃষ্ণা... লের পতি!
আহত—সর্কেবজমানেরতিহত! হে
অগ্নে! ছামস্তং—দীপ্তিসস্তং। সুবীরং—
কল্যাণস্তোতৃকং তোমার শুভদস্তবকারী
আছে। ঐ—ঐঃ। রসং নিধীমহে—নিহিত-
বস্তঃ—নিহিত করিলাম।

হে ব্যাপক! হে মহুঘ্য সকলের পতি!
সকল যজ্ঞমান কর্তৃক অভিহৃত! হে অগ্নে!
তোমার উত্তম স্তবকারী আছে। দীপ্তিসস্ত
তোমাকে আগার এই যজ্ঞে নিহিত
করিলাম। ৬॥

অথ সপ্তমী ।

(বিরূপ ঋষিঃ)

৩২ ৩২ ৩২ ৩ ১৪ ২৪ ৩২
অগ্নি মূর্দ্ধাদিব ককুং পতিঃ পৃথিব্যা
৩ ২
অগ্নম ।
৩১ ২৪
অপা(ং) রেতা(ং)সি জিহ্বতি ৭॥

মূর্দ্ধা—দেবানাং শ্রেষ্ঠঃ। পৃথঃ—জালোকৃত
ককুং—উচ্ছ্রিতঃ—উন্নত স্থানে। পৃথিব্যাচ
পতিঃ। অগ্নঃ অগ্নিঃ। অপাং রেতাংসি
স্বাবরজ্জমায়াব্যানি ভুতানি। জিহ্বতি—
প্রীগয়তি—পরিভূত্ব কবেন।

অগ্নি দেবগণের শ্রেষ্ঠ ছালোকের ককুং
রূপ ও পৃথিবীর (মহুঘ্য-লোকের)
পালনকর্তা। ইনি স্বাবর-জ্জমায়ায়ক সমু-
দায় জীবকে পরিভূত্ব করিতেছেন।

[ছালোকের ককুং স্বরূপ অর্থাৎ বৈশ্বা-
নরায়ণ স্বরূপে ছালোকের উপরিভাগ
হইতে এরূপ প্রকাশিত হইতেছেন, যেন
তিনি একটি ককুং স্বরূপ, অর্থাৎ মেঘ-
ককুং রূবের পরিচায়ক, তদ্রূপ বৈশ্বা-
নর্য্য ও ছালোকের পরিচায়ক।]

[স্বর্য্য মহুঘ্যের পালনকর্তা, কারণ
“আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টিরন্নং ততঃ প্রজাঃ।”
স্বর্য্য দ্বারা জলাকর্ষণ, তাহা হইতে মেঘ,
মেঘ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে শস্ত, শস্ত
হইতে প্রজা-পালন।]

অথ ঋতমী ।

(শুনঃ শেপ ঋষিঃ ।)

৩২ ৩২ট ৩১২ ৩১ ২৩ ২২
 ইগমুর্ষুভ্ৰমস্মাক(ং) সনিং গারভ্রং
 ২২
 নব্য(ং) সম্ ।

১২ ৩২৩ ১২
 অগ্নে দেবেষু প্রবোচঃ । ৮ ॥

হে অগ্নে! স্বঃ অস্মাকং—অস্মাৎ
 সপ্তন্ধিনং—আমাদের সপ্তধীয়। ইগমুর্ষু =
 পুরোধেশেহুষ্টিয়মানমপি অগ্নে অহুষ্টিয়-
 মান ও অনিং—হবিদানিং—যুত প্রদানকে ।
 নব্যং—নবতরং । গারভ্রং—স্ততিরূপং
 বচোপি—স্ততিরূপবাক্যকে । দেবেষু
 দেবনং অগ্নে—দেবতাদিগের অগ্নে । প্রা
 প্রাজ্জিহ—বল ।

অগ্নি! তুমি আমাদের অগ্নে অহুষ্টিয়মান
 নুতনতর হবিঃ প্রদান ও স্ততিবাক্য দেবতা-
 দিগের অগ্নে বলিয়া দাও ।

অথ নবমী

(গোপবনঃ ঋষিঃ)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ২২
 তং স্বা গোপবনোগিরা জনিষ্ঠদগ্নে
 অঙ্গিরঃ ।

১ ২ ৩ ১ ২
 সপাবক প্রধািবম্ ।

হে অগ্নে! তং স্বা—স্বাং গোপবনঃ—
 গোপবন ঋষি । গিরা-স্তত্যা—স্ততিবাক্য

জনিষ্ঠং—জনরতি—বন্ধরতি । অঙ্গিরঃ—সর্বত্র
 গম্বুঃ, অঙ্গিরসাং পুত্রোবা—সর্বত্রগণ্ডঃ অথবা
 অঙ্গিরসের পুত্র । হে পাবক—হে শোধক!
 হবং—গোপবনস্ত আহ্বানং—গোপবনের
 আহ্বানকে—শ্রবি—শৃণু । অগ্নি! তোমাকে
 গোপবন ঋষি স্ততিবাক্য দ্বারা বাড়াইতেছে ।
 হে অঙ্গির! হে শোধক! তুমি এক্ষণে
 গোপবনের আহ্বান শ্রবণ কর । ৯ ॥

অথ দশমী ।

(বাগদেব ঋষিঃ)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ১ ২
 পন্নি বাজপতিঃ কবিরগ্নিহ্যাঃ ন্য-
 ক্রমীৎ

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

দ্বদ্রহ্মানি দান্তয়ে ॥ ১০ ॥

বাজপতিঃ—বাজ্ঞানাসন্নানাং পাতিঃ পালকঃ
 ভক্ষ্যত্রব্যোর রক্ষাকর্তা । কবিঃ—ক্রান্তদশী
 মেধাবীবা—মেধাবী । দান্তয়ে—হবিদত্ত-
 বতে যজমানায়—হবিঃ দানকারী যজমানকে ।
 রহ্মানি—রমণীয়ানি ধনানি দধৎ প্রাষক্ৰম্—
 দান করিয়া । অগ্নিঃ । হব্যানি—হবীংষি—
 হবিকে । পর্যাক্রমীৎ—পরিক্রামতি—ব্য-
 প্রোতি ।

অগ্নি সমুদার ভক্ষ্যত্রব্যোর রক্ষাকর্তা,
 মেধাবী অথবা দূরদশী । তিনি হবিদান-
 কারী যজমানকে রমণীয় ধন দান করিয়া
 তাঁহাদের হবি সকলে ব্যাপ্ত হইয়া রহি-
 য়াছেন ।

অথৈকাদশী ।

(কথাস্বয়িঃ)

৩ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২
উত্থ্যং জাতবেদসং দেবং বহুস্তি
৩ ১ ২
কেতবঃ ।

৩ ১র ২র ৩ ১ ১
দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্ । ১১ ॥

কেতবঃ—প্রজ্ঞাপকাঃ সূর্যং—সর্বশ্রেণেরক-
মাচিত্তাং—সকলের প্রেরক আদিত্যকে ।
উত্থ্যং—উর্দ্ধংবহুস্তি—উর্দ্ধে বহন করে ।
উ—পাদপূরণে । বিশ্বায়—বিশ্বশ্রেণী সর্বশ্রেণী
ভূবনায়—সকল বিশ্বকে । দৃশে—দ্রষ্টুং ।

তাং—তং প্রসিদ্ধং—সেই প্রসিদ্ধকে ।

জাতবেদসং—জাতানাং প্রাণিনাং বেদিতারং
জাতপ্রজ্ঞং, জাতবনং বা—প্রাণিসকলের
জ্ঞাতাকে । দেবং—দ্যোতমানং ।

সেই প্রসিদ্ধ জাতবেদা অর্থাৎ প্রাণীমাত্রের
জ্ঞাতা অগ্নিরূপী সূর্য্য সমুদায় বিশ্বকে
দর্শনজ্ঞাত অর্থাৎ আলোকিত করিবার জন্য
তাঁহার রশ্মিরূপী ঘোটক সকলকে উর্দ্ধে
বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন ।

অথ দ্বাদশী ।

(মেধাতিথি স্বয়িঃ)

৩ ৩ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২
কনিমগ্নিমুপাস্তহি সত্যধর্মাণমধ্বরে ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দেবমগৌবচাতনম্ । ১২ ॥

হে স্তোত্রসজ্জ! অধ্বরে—ক্রতো—যজ্ঞে ।
অগ্নিঃ । উপাস্তহ—উপেত্য স্ততিং কুঃ—
আসিয়া স্তব কর ।

কবিং—মেধাবিনং ।

সত্যধর্মাণং—সত্য বচন রূপেণ ধর্ম্মেণো-
পেতং—সত্যবচনরূপে ধর্ম্মাক্রান্ত । দেবং
দ্যোতমানং ।

অগৌবচাতনং—অগৌবানাং হিংসকণানাং শক্রুণাং
বাঘাতকং—হিংস্রক জন্তুর অথবা শক্রুঘাতক ।

হে স্তোত্রগণ! তোমরা যজ্ঞে সত্যধর্ম্ম-
হিংস্রক জন্তুগণ-ঘাতক অগ্নিদেবের নিকট
আসিয়া স্তব কর ।

[অগ্নি “সত্যধর্ম্মা” বলিলে, এ অগ্নি পৃথ-
মহাভূতের তৃতীয় মহাভূত্যাগ্নি হইতে পৃথক্
বলিয়া বোধ হয়, কারণ সে অগ্নি জড় ।
বেদর মন্ত্রভূগে অগ্নি বারু প্রভৃতি যে
সকল জড়পদার্থের মধ্যে যে সর্বময় পরমায়া
বর্তমান আছে, বাহাকে দেখিবার জন্য
উপায় নাই, তাঁহাকে যে কোন জড়পদার্থ
অবদান করিয়া হউকনা কেন, কে কোন
রূপ ও নাম দিয়া হউকনা কেন, একবার
সমাধিপূর্বক দর্শন করিতে পারিলেই বাসনা
পূর্ণ হইবে । এই দৃঢ় নিশ্চয় আর্থাভাতির
বৈদিক সম্প্রদায় হইতে পুরাণ-সম্প্রদায়
পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে ।]

অথ ত্রয়োদশী ।

(সিদ্ধু দ্বীপোহম্বরীষৌ বা তৃত-
আপ্তৌ বা স্বয়িঃ)

১ ২ ৩ ৩ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শম্নৌ দেবী রভিক্টয়ে শম্নৌ ভবস্ত-
৩ ১ ২ ২ট ৩ ১ ২
পীতয়ে শংমোরভি অবস্ত নঃ । ১৩

নঃ—অম্বাক (পাপাপনোদধারেণ)
নঃ—সুখং । ভবস্ত । দেবীঃ—দেবঃ । আপঃ-

জলদেবীগণ । অতিষ্ঠেরে—অস্বদ্যজ্ঞার
ভবন্তু—আমাদের যজ্ঞের জন্ত হউন ।
নঃ—অস্বং স্বধ্বন্ধিনে, পীতহে—পানায় ।
শং—স্বধং ভবন্তু । তথা, শং—উৎপন্নানাং
রোগানাং শমনং । যোঃ—বাঃপনং অমুৎপ-
ন্নানাং পৃথকরণং চকুর্কন্তু । নঃ—অস্বাকং ।
অভি—উপরি শ্রবন্তু, অতার্থং সিদ্ধন্তু ।

জলদেবী আমাদের পাপ দূর করিয়া
আমাদের যজ্ঞের জন্ত স্বধদায়িনী হউন ।
আমাদের পাবে, জন্ত স্বধ-প্রদায়িনী হউন ।
উৎপন্ন রোগের শমন ও অমুৎপন্ন রোগ (১)
নিবারণ করুন ও আমাদের উপর সর্বদা
শান্তিজন্য সেচন করুন ।

অথ চতুর্দশী ।

(উশনা ঋষিঃ)

১ ২ ৩১২ ২২ ৩ ১ ২

কস্ম নুনং পরীগন্দিধীয়োজিষ্বসি-

১ ২ ৩ ১ ২ ৩

সংপতে । গোষাতা যস্য তে

১ ২

গিরঃ । ১৪১

(১) যোগ হিন্দু প্রকার, যথা—
অতীত, আগত ও অনাগত ।

হে সংপতে—সতাংপতে ! অগ্নে !
নুনং—ইদানীং । কস্ম—কীদৃশস্ত জনস্ত ।
পরীগন্দি—ত্রক্ষপি । ধিয়ঃ—কর্মাণি ।
জিষ্বসি—প্রীগয়সি । যস্য তে—তব স্ব-
দ্বিত্তঃ গিরঃ—স্তুতয়ঃ । গোষাতা—গো-
ষাতৌ—গবাং লাভে ভবন্তু ধনু । তস্মাৎ-
যং কুত্র তিষ্ঠসি ? অস্বাকং ইচ্ছনোং
প্ৰবিচ্ছা প্রবর্ত্ততে ।

হে সংপতে অগ্নে ! এক্ষণ কিরূপ
যজমান ব্রাহ্মণে কর্ম সকল সফল করি-
তেছে ? তোমার স্বধ্বকীর স্তবগুলি গোধন
লাভে সমর্থ হউক । তজ্জন্ত তুমি কোথায়
আছ ? আমাদের এক্ষণ গোধন-লাভেচ্ছা
হইতেছে ।

ইতি তৃতীয়া দশতি । †

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব ।

† 'দশতি' বলিতে দশটি মন্ত্র বুঝায়, কিন্তু এ স্থানে
১৪টি মন্ত্র হইয়াছে ; এক্ষণ মধ্যে মধ্যে ব্যতিক্রম
দৃষ্ট হইবে ।

স্মরণ-মাহাত্ম্যম্ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।—
 দৃষ্ট্বা তত্ত্বেন দেবেশি স্মরামোনেং
 তু নিত্যশঃ ।
 ভৃষণাতুরো যথৈবাস্তুস্তদ্বদ বিষ্ণুং
 স্মরাম্যহম্ ॥ ১ ॥
 হিমেণাকুলিতং বিশ্বং স্মর-
 ত্যগ্নিং যথা তথা ।
 স্মরন্তি সততং বিষ্ণুং পিতৃ-দেবর্ষি-
 মানবাঃ ॥ ২ ॥
 পতিব্রতা যথা নারী পতিং স্মরতি
 নিত্যশঃ ।
 তথা স্মরামি দেবেশি বিষ্ণুং
 বিশ্বেশ্বরেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥
 দূরস্বাহপি যথা গেহং চাতকো
 জলদং যথা ।
 ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মবিদস্তথা বিষ্ণুং
 স্মরাম্যহম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন—হে দেবর্ষি!
 ভূবাতুর ব্যক্তি যেরূপ জল বাসনা করে,
 আমিও তদ্রূপ হাণার্থাদর্শন করিয়া প্রতি
 দিন বিষ্ণু স্মরণ করিয়া থাকি । ১ ।
 বিশ্ব নীতে আকুলিত হইলে, লোক
 যেরূপ আমি স্মরণ করে, তদ্রূপ পিতৃ-
 দেবর্ষি-মানবগণ বিষ্ণুকে স্মরণ করেন । ২ ।
 যেরূপ পতিব্রতা নারী সর্বদা স্বামীচিন্তা
 করেন, তদ্রূপ আমি বিশ্বেশ্বরের বিষ্ণুকে
 চিন্তা করি । ৩ ।
 যেরূপ দূরস্থ ব্যক্তি পৃথকে, চাতক যেরূপ

হংসা মানসমিচ্ছন্তি স্বায়ং স্মরণং
 হরেঃ ।
 ভক্তাশ্চ ভক্তিমিচ্ছন্তি তথা বিষ্ণুং
 স্মরাম্যহম্ ॥ ৫ ॥
 বৈষ্ণবাশ্চ যথা ভক্তিং পশবশ্চ
 যথা ভূগম্ ।
 ধর্ম্মমিচ্ছন্তি বৈ সন্তুস্তথা বিষ্ণুং
 স্মরাম্যহম্ ॥ ৬ ॥
 যথা ব্যসনিনো নারং তথা বিষ্ণুং
 স্মরাম্যহম্ ।
 প্রাণিনাং বল্লভো দেহো যত্র
 আত্মাহবতিষ্ঠতে ॥
 আয়ুর্বাঙ্কুস্তি বৈ জীবাস্তথা বিষ্ণুং
 স্মরাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
 ভ্রমরাশ্চ যথা পুষ্পং চক্রবাকী
 দিবা করম্ ।
 যথা স্নবল্লভাঃ ভক্তিং তথা বিষ্ণুং
 স্মরাম্যহম্ ॥ ৮ ॥

মেঘকে, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম-বিদ্যাকে স্মরণ করেন,
 তদ্রূপ আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করি । ৪ ।

যে রূপ হংস সকল মানস-সরোবর,
 ঋষিকুল হরির স্মরণ, ভক্তসকল ভক্তি
 ইচ্ছা করেন; যে রূপ বৈষ্ণব সকল ভক্তি,
 পশু সকল ভূগ, মাধু সকল ধর্ম্ম, বাসন-
 গ্রাপ্ত যে রূপ কন্দর্পকে বাসনা করেন,
 তদ্রূপ আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করি । জীবের
 প্রিয় দেহ—বাহাতে আত্মা থাকেন, সেই
 দেহকে ও আয়ুকে জীব যে রূপ বাসনা
 করে, তদ্রূপ আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করি ।
 ভ্রমর সকল যে রূপ পুষ্পকে, চক্রবাকী
 দিবাকরকে, যে রূপ আত্মারাম ভক্তিকে, তদ্রূপ
 আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করি । ৫—৮ ।

অন্ধেনাকুলিতা লোকা দীপং
 বাঙ্কস্তি বৈ যথা ।
 তথৈব পুরুষা লোকে স্মরণং
 কেশবস্য চ ॥ ৯ ॥
 যথা শ্রমার্ভা বিশ্রামং নিদ্রাং
 ব্যসনিনো যথা ।
 যথালস্যোঞ্জিতবিদ্যাং তথা
 বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥ ১০ ॥
 মাতঙ্গাঃ পার্ক্বতীং ভূমিং সিংহা
 বনগজাদিকম্ ।
 তথৈব স্মরণং বিষ্ণোঃ কর্তব্যং
 পাপভীরুভিঃ ॥ ১১ ॥
 সূর্য্যাকান্তরবেষণাদ্বিস্তৃত প্র-
 জায়তে ।
 এবং বৈ সাধুসংযোগাদ্ভরৌ ভক্তিঃ
 প্রজায়তে ॥ ১২ ॥

ভামদাবৃত জগৎ যেরূপ দীপ ইচ্ছাকরে, তদ্রূপ মহুবাগণ কেশবের স্মরণ করেন । ৯ ।
 শ্রমার্ভ বক্রপ বিশ্রামকে, বাসনগ্রস্ত যেরূপ নিদ্রাকে, যেরূপ অলস ব্যক্তি ভাক্ত বিদ্যাকে বাঙ্ক করে, তদ্রূপ আমিও বিষ্ণুকে স্মরণ করি । ১০ ।

মাতঙ্গ যেরূপ পার্ক্বতী ভূমিক, সিংহ যেরূপ বন ও গজাদিকে বাসনা করে, তদ্রূপ পাপ-ভীত ব্যক্তিগণ বিষ্ণুকে স্মরণ করিবেন । ১১ ।

সূর্য্যাকান্তমণি যেরূপ সূর্য্য-সংযোগে বহু উৎপাদন করে, তদ্রূপ সাধু-সংসর্গে জীহরিতে ভক্তি উৎপন্ন হয় ১২ ॥

শীতরশ্মিশিলা যদ্বচ্ছন্দ-
 যোগাদপঃ শ্রবেৎ ।
 এবং বৈষ্ণবসংযোগাদ্ভক্তির্ভবতি
 শাস্ততী ॥ ১৩ ॥
 কুমুদতী যথা সোমং দৃষ্ট্বা পুষ্পং
 বিকাশতে ।
 তদ্বদেবে কৃতা ভক্তিমুক্তির্দী-
 সর্ক্বদা নৃণাম্ ॥ ১৪ ॥
 যথা নলস্য সংত্রস্তা ভ্রমরী
 স্মরণং চরেৎ ।
 তেন স্মরণ-যোগেন নল-সারূপ্য-
 তামিয়ৎ ১৫ ॥
 গোপীভিজ্জারবুদ্ধ্যা চ বিষ্ণোশ্চ
 স্মরণং কৃতম্ ।
 তাশ্চ সাযুজ্যতাং নীতাস্থথা বিষ্ণুং
 স্মরাম্যহম্ ॥ ১৬ ॥

চন্দ্রকান্তমণি যদ্রূপ চন্দ্র-সংযোগে জল স্রাব করে, তদ্রূপ বৈষ্ণব সংযোগে শাস্ততী ভক্তি উৎপন্ন হয় । ১৩ ॥

কুমুদকুল যদ্রূপ চন্দ্র দর্শন করিয়া বিকশিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে মহুবা মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । ১৪ ॥

যদ্রূপ নলের ত্রাসে ভ্রমরী তাহার স্মরণ করে ও সেই স্মরণ বলে তদাকারতা প্রাপ্ত হয় । ১৫ ॥

গোপীগণ জার-বুদ্ধিতে বিষ্ণুর স্মরণ করিয়াছিলেন ও সেই স্মরণ-বলে বিষ্ণু-সায়ুজ্যতা প্রাপ্ত হইলেন, তদ্রূপ আমিও বিষ্ণু স্মরণ করি ॥ ১৬ ॥

কেহপিবে ছুষ্ঠভাবেন ছন্দভাবেন ন খনেন সম্বন্ধেন নবৈ বিপুলয়া ধিয়া
কেচন । একেন ভক্তি-যোগেন সমীপে
কে চাপি লোভভাবেন নিঃস্পৃহা-
শৈচব কেচন । দৃশ্যতে ক্রণাৎ ।
ভক্ত্যা বা স্নেহভাবেন ঘেষভাবেন
রঞ্জনং যথা ॥ ২০ ॥

বা পুনঃ ॥ ১৭ ॥
কেহপি স্বামিত্ব ভাবেন বুদ্ধ্যা বা,
বুদ্ধি-পূর্বকৈঃ ।
যেন কেনাপি ভাবেন চিন্তা-
স্তি জনার্দনম্ । ইহলোকে স্থখং
ভুক্তা যান্তি বিষেয়াঃ সনা-
তনম্ । ১৮ ।
অহো বিষেয়াশ্চ মাহাত্ম্যমদ্ভুতং
লোমহর্ষণম্ ।
যদুচ্ছয়াইপি স্মরণং ত্রিধামুক্তি-
প্রদায়কম্ ॥ ১৯ ॥

হওয়া যায় না, একমাত্র ভক্তিযোগে তাঁহাকে
তৎক্রণাৎ দর্শন করিতে পারা যায়!
তিনি নিকটে থাকিলেও দূরে থাকেন,—
যেদূর চক্ষের অঙ্গন । ১৭—২০ ॥

[শ্রীকৃষ্ণকে যিনি যে ভাবে চিন্তা করুন
না কেন, তিনি তাঁহাকে সেই ভাবেই
যুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, যথা—

গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎ কংসে
দেবাত্চেদ্যাদরো নৃপাঃ ।
সম্বন্ধাদ্ যুক্তয়ঃ স্নেহাদ্ যুয়ং
ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥

(শ্রীভাগবতে ৭ স্কন্ধে ১ অঃ ২২)

শ্রীকৃষ্ণে বিষেব করিয়াও যদি মনুষ্য
তাঁহার পদ লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার
পরায়ণজন যে তাঁহার অঙ্গগ্রহ লাভ করিবেন,
ইহাতে আশ্চর্য কি?

বিদেহবাদপি গোবিন্দং দম্বোধোষা-
স্বাজঃ স্মরণং ।

শিশুপালো গতস্তত্ত্বং কিং পুনস্তৎ-
পরায়ণঃ ॥

(গরুড় পুর্বাণে ২৩৫ অধ্যায় ১২)

এই নাম পরিহাসে, সত্বেতে, অনাদিরে,
হেবার গ্রহণ করিলেও অপেশা পাপ নষ্ট
হয়।

কেহবা ছুষ্ঠভাবে, কেহবা ছন্দভাবে,
কেহবা লোভে, কেহবা স্পৃহভাবে,
কেহ ভক্তিতে, কেহ স্নেহভাবে, কেহবা
ঘেষভাবে, কেহ স্বামিতাবে, কেহবা
বুদ্ধিপূর্বক, যিনি যে কোন ভাবে
জনার্দনকে চিন্তা করুন না কেন, তিনি
ইহলোকে স্থখ ভোগ করিয়া সনাতন
বিষ্ণু লোকে গমন করিয়া থাকেন।
অহো! বিষ্ণুর মাহাত্ম্য অদ্ভুত ও লোম-
হর্ষণ! বদ্বুক্তা কবে স্মরণ করিলেও তিন
প্রকারে যুক্তি লাভ হয়। ধন, ঐশ্বর্য
কিবা বিপুল বৃত্তিতে তাঁহাকে প্রাপ্ত

সাক্ষ্যে পরিহাস্যং বা স্তোভ-
হেলনমবেবা ।

বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণশেষাঘ-
হরং বিদুঃ ॥১৪ ।

(শ্রীভাগবতে ৬ষ্ঠ স্কন্ধে—২ অধ্যায়ে ।)

অজ্ঞান পদ্মপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ২৫ অধ্যায়ে—

নামৈকং বস্ত্রবাচি স্মরণপথগতং শ্রো-
ত্রমুৎসংগতং বা । শুদ্ধং বা শুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত-
রহিতং তাক্ষরশেষা সত্যং ॥

একনাম প্রসঙ্গ ক্রমে ষাঁহার বাক্যে,
স্মরণপথে আইসে, অথবা শ্রবণমূলে আইসে,
উচ্চা শুদ্ধ, অশুদ্ধবর্ণ, ব্যবহিত রহিত
হইলেও মনুষ্যকে তারণ করে, ইহা সত্য ।

(“ব্যবহিত রহিত” অর্থাৎ নারায়ণ শব্দ
কিঞ্চিৎ উচ্চারণান্তর প্রসঙ্গক্রমে অজ্ঞান শব্দ
ব্যবধান রহিত) এইজন্ত অজ্ঞানিলম্বৃত্তা-
সময়ে পুত্রের নাম ‘নারায়ণ’ উচ্চারণ করিয়া
বিষ্ণু পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

পূর্বে বলা হইয়াছে, গোপীগণ জার-
বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিয়াছিলেন ।
এ কথা সাধারণ বুদ্ধিতে দূষিত বলিয়া
বিবেচিত হইতে পারে । পাছে অস্তের
সংশয় হয়, এইজন্ত মহাত্মা পরীক্ষিতও
শুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এ
পদ্মপুরাণের ষাঁহার স্মরণ মনে কখনও
উদয় হয় নাই, কারণ তিনি বিষ্ণুরাত নামে
খ্যাত । নবধা ভক্তির মধ্যে শ্রবণে
পরীক্ষিত শ্রেষ্ঠ ।

স্বীবিষ্ণোঃ প্রসঙ্গে পরীক্ষিত-
ভবদ বৈয়াসিকিঃ কীর্তনে ।

প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদজি-ভজনে
লক্ষ্মীঃ পৃথুপূজনে ।

অর্জুনের স্বভাবমনে কনিপতি
দাস্যে হৃৎ সখে হৃৎ জনঃ ।

সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভুৎ
কৃষ্ণাশ্বিরেষাং পরং ॥

(পদ্মাবলম্বকঃ ।)

যিনি শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণ ও ষাঁহার
লীলা শ্রবণ তন্ত্র সপ্তাহকাল নিরত ছিলেন—
নৈষাতিদুঃসহাস্কুন্মাং ত্যক্তো-
দমপিবাধতে ।

পিবন্তুং ত্বনু খাশ্তোজ চ্যুতং হরি-
কথামৃতম্ ॥

(১০১ স্ক ১ অ ১১ ।)

সে পরীক্ষিতের মনে কখনও ঈদৃশ পাপ-
সংশয়ের উদয় হইতে পারে না এবং যে
শুকদেব—ষাঁহার শ্রীকৃষ্ণনামে পদে পদে
অশ্রু-পুলক প্রেততি সাত্বিক লক্ষণ হইতেছে,
সে মহাত্মা শুকদেব যে শ্রীকৃষ্ণচরিতে
অশ্রাব্য কথার যোজনা করিবেন, ইহা কখনও
সম্ভবপর নহে । আমাদের পাপ-বুদ্ধি,
স্মরণ্য পাপকথা—পাপসংশয় প্রথমেই মনে
হয়; ভক্ত-হৃদয়ে কখনও একপাংশ সংশয় হয়
না । পাছে সভ্য অস্তের মনে পাপ-
সংশয়-উদয় হয়, তজ্জন্তই পরীক্ষিত মহাশয়ও
শুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ।

সংস্থাপনার ধর্মস্য প্রশমায়-
তরস্যাট ।

অকতীর্গোহি ভগবানংশৈশ

সকথং ধর্মসেতুনাং বক্তা কর্তাভি
ধর্মিক্তা

প্রতীপমাচরদ্রুক্ষণ পরদারাব্দি-

মর্ষণং ॥ ২৭ ॥

আশুকামো বহুপতিঃকৃতবান্:

বৈ জুগুপ্সিতম্ ।

কিমভিপ্রায় এতন্মঃসংশয়ং

ছিন্ধি স্তত্রত ॥ ২৮ ॥

ইহুতে বৈষ্ণবতোষণী বলেন—

“তন্মাৎ তক্তনানান্কেবাধিঃ সন্দেহ-
কিতর্য্য তেভামেব হিতার্থং তমুখাপ্য স্ব-
সন্দেহব্যাঞ্জন পৃচ্ছতি ।”

তিনি নিজের সন্দেহ ছলে সেইস্থানে
কোন কোন লোকের মনে সন্দেহ-তর্ক-
ধরিত্য তাঁহাদেরহিতার্থ প্রশ্ন করিয়াছিলেন;
কিন্তু এ সন্দেহ ভক্তের হৃদয়ে স্থান পায় না ;
ভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ বাস করিয়া থাকেন ;
সে পবিত্র স্থানে কখনও পাপ-সন্দেহ-উদয়
হইতে পারে না। এইজন্য ভক্তের প্রাধাত্য
অধিক ।

পৃথীতাবদিয়ং মহৎসু মহতী-

তদেচ্চনং বারিধিঃ

প্ৰীতোহমৌ কলসোদ্ভবেন মুনিনা

স ব্যোমি খদ্যোতবৎ ।

তদ্বিষ্ণো দ্বিজুজারিনাথমথনে-

পূর্ণং পদর্নাভবৎ ।

তদ্বেবো রসতি ত্বদীয় হৃদয়ে

তত্তো মহান্নাপরঃ ॥ (১)

(১) এই শ্লোকটি আমার স্বামীরা সদাচার্য্যের
পিছুসার “ভক্তসার” মুখে প্রথম শুনিয়াছিলাম।
তাঁহারা বাক্য্য বলতঃ সমুদয় কথা শ্রুতি বৃত্তিতে
পাঠিনাই। বৃহা বৃন্দাভিলাষে, পিথিযাম, কেবল-
পাঠক মহোদয়ের এই শ্লোকটি জনা থাকিলে ও
ইহা অশুদ্ধ বোধহইলে, কৃপাকরিতা আমার সন্দেহ-
দিলে পরমোপকৃত হইল। এইরকমটি এই ভক্তসার
সংস্কৃতশিক্ষায় প্রকাশ করিয়াছিলাম।

অর্থাৎ পৃথিবী অত্যন্ত বড়, কিন্তু

তাঁহাকেও মগ্ন সমুদ্র বেষ্টন করিয়া আছে;
ঐ মগ্ন সমুদ্রকেও অগস্ত্য মুনি পান করিয়া-
ছিলেন, সেই মুনিও আকাশে ধস্তোঁতবৎ;
সেই আকাশও বলি-মথনে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ-
পদ-প্রাপ্ত হন নাই; (কারণ বলি রাজা
ত্রিপদ-ভূমি শ্রীকৃষ্ণকে দান করিয়াছিলেন);
একপদে মর্ত্ত ও অন্তপদে স্বর্গ, তৃতীয়
পদের স্থান-অভাব হইয়াছিল); সেই
দেব তোমার (কোন সাধুর) হৃদয়ে বাস
করেন, স্তত্রাং সাধু অপেক্ষা মহৎ কারণ
নাই ।

ভক্তজ্ঞ পূজ্যপাদ শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী:
মহাশয় কহিয়াছেন “কর্ম্মজ্ঞানিপ্রভৃতীনাঃ
হৃদয়ে সন্দেহ সমুদ্ভূতমালায়া এতদ্ব-
চ্ছেদার্থঃ পৃচ্ছতি”—

কর্ম্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতি লোকের হৃদয়ে
সন্দেহ সমুদ্ভূত দেখিয়া, শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ
সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্য জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলেন।

স্তত্রাং কর্ম্মী ও জ্ঞানী পুরুষদিগের
মাত্র এ সন্দেহ হইয়া থাকে; ভক্তের এ সন্দেহ
হয়না; কারণ তিনি ভক্তের ধনা। এক্ষণে
দেখা যাউক যে, শ্রীকৃষ্ণ যে লীলা করিয়া
ছিলেন, তাহা কোন দেহের লীলা তাহা কি
প্রাকৃত দেহ অথবা অপ্রাকৃত দেহ; তাহা কি
আমাদের স্তায় মাংসাস্কপূর্ণবিশুদ্ধমায়া-
মজ্জাস্থির দেহ অথবা তদ্ব্যতিরিক্ত অকৃত
চিন্ময় দেহ।

(জগদগঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

ভ-গোল পরিচয় ।

১ম পাঠ—১ম প্রপাঠক ।

তার।

নাম ।—পরিচয়ের সুবিধার জন্য পৃথিবীকে প্রত্যেক অট্টালিকা, পল্লী, গ্রাম, নগর, মহানগর, পৃথক পৃথক নাম পাইয়াছে। যথা বিশ্ববিদ্যালয় চেৎলা, কালীঘাট, ভবানীপুর, কলিকাতা এবং সমিহিত পল্লী, গ্রাম, নগর, মহানগর সংহতির দেশ-বাচক এক এক নাম হইয়াছে, যথা—বালসা, বেহার, উড়িষ্যা ।

পরিচয়ের সুবিধার জন্য ভ-গোলের প্রধান প্রধান তারাগণের ও গুচ্ছক ও তারকাস্তবকের এবং বাস্পস্তবকের নামকরণ হইয়াছে, যথা—ক্রবতারা, গুচ্ছক, ক্রান্তিকা এবং তারকা-স্তবক, মধুক্র, বাস্প-স্তবক, স্তবকরাজী ইত্যাদি। প্রত্যেক সমিহিত তারাগণ, গুচ্ছক, তারকাস্তবক ও বাস্পস্তবক-সংহতির এক এক মণ্ডলবাচকনাম আছে। যথা শিশুমার মণ্ডল, সপ্তমি মণ্ডল ইত্যাদি। ভ-চক্রস্থিত ১২টী মণ্ডলের বিশেষ নাম রাশি এবং ঐ ১২টী মণ্ডল রাশি নামে পরিচিত। মেঘরাশি, বৃষরাশি ইত্যাদি। ১২টী রাশির সাধারণ নাম ভ-গণ।

সংখ্যা ।—ভ-গোলে চন্দ্র-সূর্য্য বাতীত যে সকল অগণ্য জ্যোতিষ্ক আছে, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে তাহাদের মধ্যে ৭১৯১ তারা এবং কয়েকটী তারকাস্তবক এবং ২১১টী বাস্প-স্তবক মাত্র আমরা দেখিতে পাই। চাক্ষুষ দৃষ্টিতে তারাগুলির আকার টাকা, আধুলি, দিকি, ছন্নানির মত গুচ্ছগুলির আকার

বরট চক্রবৎ এবং তারাস্তবক ও বাস্পস্তবক-গুলির আকার মেঘগুণ্ডবৎ, যুগ্মকোণগুলির আকার স্ফারাক্রমী বৎ। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে ভ-গোলের তারা-সংখ্যা ৩ সহস্র কোটি গণনা করা যায়।

জ্যোতিষ গণনা দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, ঘন আরতনে পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য চতুর্দশ লক্ষগুণ বড়, এবং সূর্য্য অপেক্ষা বহুতর তারা-সংখ্যাই বৃহত্তর। কোন তারা সূর্য্যাপেক্ষা শতগুণ বড়, কোন তারা সূর্য্যাপেক্ষা সহস্রগুণ বড়।

ঘন আরতন অনুসারে তারাগণ বিভাগ করিলে, দেখা যায় যে, সূর্য্যব্যাধ লক্ষক তারা, যোগতারা অভিজিৎ, পদতারা, প্রভাসতারা এক যোগতারা শ্রবণা সর্কাপেক্ষা বৃহৎ। এক এই ১ম শ্রেণীর তারাগণ নীলাভ খেত বর্ণ। এই ১ম শ্রেণীর তারাগণ উজ্জ্বলতম এবং অধিকতম চাকচিক্যময়। লক্ষক ভ-গোলের শিরোমণি। আরতনে লক্ষক সূর্য্য অপেক্ষা অনূন ৫০০গুণ বড়।

ঘন আরতন অনুসারে দ্বিতীয় শ্রেণীর তারাগণ পীত বর্ণ; এই দ্বিতীয় শ্রেণীর তারাগণ তাদৃশ চাকচিক্যময় নহে। সূতরাং ব্রহ্মহৎ তারা, যোগ তারা, রোহিণী ও স্বাতী প্রভৃতি এই শ্রেণীর তারা এবং আশ্বিনীগের সূর্য্যও এই নিম্ন শ্রেণীর তারা।

৩য় শ্রেণীর তারাগণের পৃষ্ঠদেশ সাময়িক কলঙ্কে আবৃত হয় এবং ইহাদিগের কলঙ্কের সংখ্যা ও বিস্তৃতি অধিকতর। ঐ অন্ত এই ৩য় শ্রেণীর তারাগণের উজ্জ্বলতার অধিকতর পরিবর্তন ঘটে। কলঙ্কের প্রাকৃত্যব হইলে তারা মগ্ন ও স্নান হয়। আবার কলঙ্কের

অভাব হইলে, তারা উজ্জল বৃত্তি ধারণ করে। এই শ্রেণীর অধিকাংশ তারা বহুরূপ তারা। এই শ্রেণীর তারাগণ : লোহিত বর্ণ, এবং সম্ভবতঃ আমাদের স্বর্ষ্যাদি পীতবর্ণ তারা অপেক্ষা ইহাদের উত্তাপ নূনতর।

তারা-জগতে এই তিন শ্রেণীর তারাই প্রধান : চতুর্থ শ্রেণীর তারাগণ তাদৃশ উজ্জল নহে। সুতরাং আমাদের স্বর্ষ্যাপেক্ষা চতুর্থ শ্রেণীর তারাগণ অবশ্যই যন আয়তনে ক্ষুদ্রতর হইবে। : জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি সহকারে

অপর দুই শ্রেণীর তারা আবিষ্কৃত হইবেক। যতদূর আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাতেই নির্দিষ্ট হয় যে, তারাগণের নির্মাণ-প্রকার এক নহে। গ্রহগণ মধ্যে যেমন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে, স্বর্ষ্যগণ (তারাগণ) মধ্যে উজ্জ্বল নানাবিধ প্রকার-ভেদ আছে। আরতন-ভেদ, অবস্থা-ভেদ, আলোক-ভেদ, উত্তাপ-ভেদ, বর্ণ-ভেদ, গতি-ভেদ ইত্যাদি নানাবিধ ভেদ-সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়।

যন আয়তন অনুসারে তারাগণের তালিকা ।

১ম শ্রেণী নীলাভ শুক্লবর্ণ।	১ম শ্রেণী নীলাভ শুক্লবর্ণ।	২য় শ্রেণী পীত বর্ণ।	৩য় শ্রেণী . লোহিত বর্ণ।
শুক্লক ।	পুলস্ত্যতারা ।	ব্রহ্মহৃৎ ।	যোগতারা অমুরাধা ।
যোগতারা অভিজিৎ ।	পুলহ তারা ।	যোগতারা স্বাতী ।	যোগতারা আর্দ্রা ।
পদ তারা ।	অত্রি তারা ।	যোগতারা রোহিণী ।	মৈত্র তারা ।
যোগতারা শ্রবণা ।	বশিষ্ঠ তারা ।	ক্রবতারা ।	কালির তারা ।
যোগতারা চিত্রা ।	মরীচি তারা ।		লোপামুদ্রা :-
মংস্তমুখ তারা ।	অঙ্গিরা তারা ।		
যোগতারা মঘা ।			
বিষ্ণুতারা ।			
স্পর্শমণি ।			

চাক্ষুঃ-প্রত্যকে চন্দ্র-স্বর্ষ্য-গ্রহ-তারা প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সমস্তরে অবস্থিত বোধ হয়।

দূরত্ব।—জ্যোতিষ্ক গণনা দ্বারা আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, পৃথিবী হইতে চন্দ্র গড়ে ২৪০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত, স্বর্ষ্য প্রায় ১০ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু তারাগণ কোনটা স্বর্ষ্য অপেক্ষা লক্ষ গুণ দূরে, কোনটা স্বর্ষ্য অপেক্ষা সহস্র গুণ দূরে, কোনটা স্বর্ষ্য অপেক্ষা লক্ষ গুণ দূরে, কোনটা বা ৫০ লক্ষ গুণ দূরে অবস্থিত।

আলোক প্রতি ২½ পলে (এক সেকেন্ডে) ১ লক্ষ ৮০ হাজার মাইল গমন করে। স্বর্ষ্যের কিরণ পৃথিবীতে আসিতে ১২ পল (৭½ মিনিট) সময় লাগে। কিন্তু কোন তারা হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে ভিন্ন বৎসর, কোন তারা হইতে ৩ বৎসর, কোন তারা

হইতে মল-বৎসর, কোন তারা হইতে বিশ-বৎসর, কোন তারা হইতে ত্রিশ-বৎসর, কোন তারা হইতে ৪০ বৎসর, কোন তারা হইতে প্রায় ৫০ বৎসর সময় লাগে। আমরা কোণ-তারা হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে শত-সহস্র বৎসর লাগিতে পারে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতিলম্ব হইবে যে, মানবের চাক্ষুষ দৃষ্টি অতি ক্ষীণ। তিন-সহস্র-কোটি তারা যথো-আমরা ৫-৮১টা তারা মাত্র দেখিতে পাই। পৃথিবী অপেক্ষা শত-সহস্রগুণ বড় জ্যোতিষ্ককে, আমরা সিকি জরানির আকারে দেখি; এবং শত-সহস্র-কোটি মাইল দূরস্থিত তারাকে আমরা হালক ৪০ হাজার মাইল দূরস্থিত চন্দ্রের সমদূরে দেখি।

পৃথিবীর সন্নিহিত তারাগণের দূরত্বের তালিকা:

তারার নাম।	দূরত্বের পরিমাণ, সূর্য্য দূরত্বের কতগুণ।	তারা হইতে পৃথিবীতে আলোক আনিবার সময়।	দূরত্বের মাইল।
জয় তারা।	২ লক্ষ ৭৫ হাজার।	৪ ৩ বৎসর।	২৫২ শত কোটি।
৩১ বক্রমণ্ডল।	৪ " ৬২ "	৭ ৪ "	৪০২ "
লুককা	৬ " ২৫ "	২ ২ "	৫৮ "
প্রভাস তারা।	৭ " ৬১ "	১২ "	৭০২ "
যোগতারা রোহিণী।	৮ " ৭৪ "	১০ ৮ "	৮১ "
যোগতারা শ্রবণা।	১০ " ৮৬ "	১৭ ১ "	১০৩ "
যোগতারা অভিজিৎ।	১৩ " ৭৩ "	২১ ৭ "	১২৭ "
ত্রক্ষয় তারা।	১৮ " ৭৫ "	২২ ৬ "	১৭৪ "
যোগতারা স্বাতী।	২১ " ৯৪ "	৩৬ "	২০৩ "
ক্রব তারা।	২৩ " ১৮ "	৩৬ "	২১৫ "

পৃথিবীর দৈনিক আবর্তন হেতু আমরা চন্দ্র, সূর্য্য ও তারাগণের যে দৈনিক গতি চাক্ষুষ পথতক্ষে অর্জুভব করি এবং সৌর কক্ষায় পৃথিবীর বার্ষিক গতিদ্বারা তারাগণের অবস্থিতি স্থানের যে বৈলক্ষ্য্য আমরা অর্জুভব করি, তদ্বিত্ত সূর্য্য ও তারাগণের কোন গতি আমরা চাক্ষুদ প্রত্যক্ষে দেখিতে পাই না। কিন্তু প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থে ভ-গোলো-তারাগণের বে-গতি, অবস্থিতি-স্থান বর্ণিত আছে, সেই অবস্থিতি-স্থানের লিখিত ভ-গোলো-তারাগণের বর্তমান অবস্থিতি-স্থান তুলনায় করিলে আমরা বৃন্দিতে পারি যে, তারাগণ স্থানান্তরিত হই-রাছে। সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তারাগণের গতি আছে এবং দূরবীক-গাদি যন্ত্রের সাহায্যে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করিলে ও সূর্য্য ও তারাগণের বিভিন্ন পথতক্ষে হই-করিলেই প্রধান তারাগণের গতির তালিকা লক্ষ্যেণিত হইল।

তারাগণের গতির তালিকা ।

তারার নাম ।	প্রতি মেকেণ্ডে গতির পরিমাণ কত মাইল ।
জয় তারা ।	২৭
ব্রহ্মদেব ।	৩০
মুকুট ।	৩২
যোগতারা অভিজিৎ ।	৪০
যোগতারা স্বাতি ।	৭০

হুলাহ — তারাগণের জ্যোতির উজ্জলতাকে হুলাহ বলে, তারাগণের হুলাহের তারতম্য অনুসারে তারাগণকে বিংশতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। সর্কাপেক্ষা জ্যোতির্গণ তারাগুলি প্রথম শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীর তারাগণ সর্ক প্রধান। প্রথম শ্রেণীর তারা অপেক্ষা নিকৃষ্ট জ্যোতির্গণ তারাগণকে ২য় শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। এইরূপে জ্যোতির তীব্রতা ৩ শ্রেণীতে মূলে ৩য় শ্রেণী ৪র্থ শ্রেণী ৫ম, শ্রেণী ৬ষ্ঠ শ্রেণী, ৭ম শ্রেণী, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ, ১৭শ, ১৮শ, ১৯শ ও ২০তি শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১ম শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর তারাগণ মানবের চক্ষুর গোচর। ১ম শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর তারা সংখ্যা ৭১৯১ মাত্র। স্ত্রীত্ব চক্ষুমান ব্যক্তি ৬৫ হুলাহ পর্যন্ত দর্শনক্ষম।

হুলাহ অনুসারে তারাগণের তালিকা ।

প্রথম শ্রেণী ।		দ্বিতীয় শ্রেণী ।		তৃতীয় শ্রেণী ।	
তারার নাম ।	হুলাহ ।	তারার নাম ।	হুলাহ ।	তারার নাম ।	হুলাহ ।
মুকুট ।	— ১'৪	যোগতারা পুনর্কম্ব ।	১'১	যোগতারা উঃ ভাঃ ।	২'১
যোগতারা স্বাতি ।	০'১	যোগতারা, চিত্রা ।	১'২	যোগতারা অশ্বিনী ।	২'১
যোগতারা অভিজিৎ ।	০'২	যোগতারা মঘা ।	১'৪	সৌম্য ক্রবতারা ।	২'২
ব্রহ্মহুৎ ।	০'২	যোগতারা মূলা ।	১'৭	যোগতারা উঃ কাঃ ।	২'২
অগস্ত্য ।	০'৪	অশ্বিনী তারা ।	১'৯	যোগতারা উঃ অঃ ।	২'৩
যোগতারা আর্দ্রা ।	০'২	অশ্লিরা তারা ।	১'৯	বশিষ্ঠ তারা ।	২'৪
যোগতারা রৌহিনী ।	১'০	ক্রতু তারা ।	২'০	পুলহ তারা ।	২'৬
যোগতারা অম্বুবাধা ।	১'০	মরীচি তারা ।	২'০	পুলস্ত্য তারা ।	২'৬
যোগতারা শ্রবণা ।	১'০			যোগতারা উঃ কুঃ তাঃ	২'৬
				যোগতারা পুঃ কাঃ	২'৮
				যোগতারা হস্তা	২'৮
				যোগতারা পুঃ অঃ	২'৯

৪র্থ—৬ষ্ঠ শ্রেণী।	হুলঘ।	৪র্থ—৬ষ্ঠ শ্রেণী।	হুলঘ।
যোগতারা অন্নেঘা।	৩৩	যোগতারা ভরণী।	৩৮
অত্রি তারা।	৩৪	যোগতারা পুষ্যা।	৩৫
যোগতারা মৃগশিরা।	৩৫	যোগতারা রেবতী।	৫৮
যোগতারা ধনিষ্ঠা।	৩৬	অক্ষতী।	৬
যোগতারা শতভিষা।	৩৮		

৭ম শ্রেণী হইতে ২০তম শ্রেণীর তারা মানব-চক্ষুর অগোচর, তবে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মানব-দৃষ্টির গোচর হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর তারা-সংখ্যার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রথম হইতে বিংশতিতম শ্রেণীর তারা সংখ্যার তালিকা।

তারার শ্রেণী।	তারার সংখ্যা।	তারার শ্রেণী।	তারার সংখ্যা।
১	২০	১১	১০০০০০০
২	৫৯	১২	৩০০০০০০
৩	১৮২	১৩	১০০০০০০
৪	৫৭০	১৪	৩০০০০০০
৫	১৬০১	১৫	৯০০০০০০
৬	৪৮০০	১৬	২৭০০০০০০
৭	১৩০০০	১৭	৮২০০০০০০
৮	৪০০০০	১৮	২৫০০০০০০০
৯	১০০০০০	১৯	৭০০০০০০০০
১০	৪০০০০০	২০	২২০০০০০০০০

সবর্ণ তারা।—৩৩ বর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণে রঞ্জিত তারাকে সবর্ণ তারা বলে।

সবর্ণ তারা-তালিকা।

নীলবর্ণ।	পীত বর্ণ।	লোহিত বর্ণ।
যোগতারা অতিমিৎ।	সূর্য।	যোগতারা অহুরাধা।
বিষ্ণুতারা।	ব্রহ্মহৎ।	যোগতারা আজ্ঞী।
	যোগতারা রেহিণী।	কালিরতারা।
	যোগতারা স্বাতী।	লোপামুদ্রা তারা।

নৈসর্গিক কারণে তারাগণের জ্যোতি ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, ইহাই বাস্তব হ্রাসতা। আবার পৃথিবীর স্বীয় কক্ষার পরিভ্রমণ জন্য তারাগণের দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, আবার তারাগণের জ্যোতির তারতম্য অল্পতব করি এবং দৈনিক আবর্তনকালে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হইতে পূর্বে চক্র পাদবিন্দু পর্যন্ত ভ্রমণকালে জ্যোতিক মাত্রেয় জ্যোতি

ক্রমে গাঢ়তর হয়, এবং পূর্বচক্র পানবিন্দু হইতে তুঙ্গ-রেখা পর্যন্ত অবরোধকালে তারাগণের জ্যোতি ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে। তুঙ্গ-রেখা হইতে পশ্চিম চক্রপদ-বিন্দু পর্যন্ত অবরোধকালে তারাগণের জ্যোতি পুনরায় ক্রমে গাঢ়তর হইতে থাকে এবং পশ্চিম চক্রপদ বিন্দু হইতে অন্তবিন্দু পর্যন্ত তারাগণ নিমজ্জন কালে ক্রমে স্নান হইতে থাকে। যে বায়ুরাশি পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আছে, ঐ বায়ুরাশি তারাগণের জ্যোতির ক্ষীণতার কারণ, এবং তারাগণের এই জ্যোতি-পরিবর্তন অবাস্তব।

কিন্তু সময় ভেদে কোন কোন তারার স্থলত্বের বিশেষ নূনাদিকা দৃষ্ট হয়। এমনকি প্রথম শ্রেণীর তারা প্রথম শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে নামিয়া যায়; এবং সময়ে সেই তারা পুনরায় ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে আরোহণ করে। এইরূপ পরিবর্তনশীল তারাগণকে বহুরূপ তারা বলে। বহুরূপ তারা ৪ ভাগে বিভক্ত।

১। প্রথমতঃ যে বহুরূপ তারার জ্যোতির তীব্রতা ও ক্ষীণতা চক্রেই তার নির্দিষ্ট সময়ে রীতিমত দৃষ্ট হয়; যথা পরশুমণ্ডলে মারাবতী তারা। এই প্রথম ভাগের তারা প্রায় উজ্জ্বল অবস্থায় থাকে। অল্প সময়ের জন্য ক্ষীণপ্রভ হয়।

২। দ্বিতীয়তঃ বহুরূপ তারা নির্দিষ্ট সময়ে রীতিমত উজ্জ্বল ও স্নান হয়; কিন্তু কিছু দিন মাত্র উজ্জ্বল থাকে। সময়ে অদৃশ্যতাব ধারণ করে, বলিতে হয়। যথা—তিমিনগুলের মার তারা।

৩। তৃতীয়তঃ বহুরূপ তারা প্রায় নির্দিষ্ট সময়ে রীতিমত উজ্জ্বল ও স্নান হয় বটে; কিন্তু প্রতিবারে স্বয়ং নিম্নতম শ্রেণীতে অবরোধকালে না, অথবা প্রতিবারে স্বয়ং উচ্চতম শ্রেণীতে আরোহণ করেনা। অর্থাৎ একবারে যে উজ্জ্বলা ধারণ করে, পরবারে তাহার নূনতর উজ্জ্বলা প্রাপ্ত হয়; এবং একবারে যেরূপ স্নান হয়, পরবারে তত স্নান হয় না, যথা—শূলফল।

৪। চতুর্থতঃ বহুরূপ তারা অনির্দিষ্ট সময়ে অনিয়মিত ভাবে উজ্জ্বল ও স্নান হয়। জ্যোতির পরিবর্তনের সীমা অধিক, যথা—মরীচি তারা।

বহুরূপ তারার তালিকা।

১ম শ্রেণী।	মারাবতী।	পরশুমণ্ডল।	স্থলত্ব পরিবর্তন ২২ হইতে ৩৭ পর্যন্ত। ৩দিন।
	রেণুকা।	"	৩৪ ৪১
২য় শ্রেণী।	মার	তিমিন মণ্ডল।	স্থলত্ব পরিবর্তন ১৭ হইতে ২৫ পর্যন্ত। ৩৩দিন
	শ্বেতপামুজা।	সুবর্ণ মণ্ডল।	৫০ ৬৫
৩য় শ্রেণী।	শূলফল।	বীণা মণ্ডল।	১০ ৭০ ৭০মৎসর
৪র্থ শ্রেণী।	মরীচি।	অর্গব্যান মণ্ডল।	স্থলত্ব পরিবর্তন ৩৪ হইতে ৪৫ পর্যন্ত। ২৩দিন

ভাগোলের কোন কোন তারা সময়ে
তীব্র জ্যোতির্শয় রূপ ধারণ করিয়া অদৃশ্য হয়;
আবার কখনও সেই তারা অদৃশ্য হয়। এই
তারাগণকে সাময়িক বা নব তারা বলে।
সাময়িক তারাগণের দর্শনাদর্শনের কারণ
অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। সাময়িক তারার
সহিত, দ্বিতীয় শ্রেণীর বহুরূপ তারার অনেক
মৌসুমীদৃশ্য আছে।

সাময়িক তারার তালিকা।

১. তারার নাম।	যে মণ্ডলে স্থিত।
টাইকো।	কর্কশাপীয় মণ্ডল।
'কেপলার।	সর্পধারী মণ্ডল।
চিস্তামণি।	উঃ কিরীট মণ্ডল।

টাইকো তারা ১৫৭২ খৃঃ অব্দে কাশা-
পীয় মণ্ডলে আবির্ভূত হয় এবং লুকক তুলা
তেজস্বী হয়। ১৫৭৩ সালে মার্চ মাসে এই
তারাপীত বর্ণ ধারণ করিয়া ক্ষণ হইতে
আরম্ভ করে এবং একবৎসর পরে রক্তবর্ণ অব-
স্থায় বিলীন হয়। এই তারাকে মধ্যদিনে
তীব্র চক্ষুগ্ৰাস্তি দেখিতে পাইতেন।

কেপলার ১৬০৪ খৃঃ অব্দে আবির্ভূত
হয়। ১৬০৬ সালের মার্চ মাসে ইহার
তিরোভাব হয়।

খৃঃ অঃ ১৮৬৬ সালে মে মাসে চিস্তামণির
উদয় হয়। এবং ৫ সপ্তাহ মধ্যে ২য় শ্রেণী
হইতে ৯ম শ্রেণীতে অবনত হইয়াছে।

৫ম পাঠ। ২য় প্রপাঠক।

যৌথ তারা।

আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে যত তারা দেখিতে
পাই, তাহার মধ্যে কতকগুলি তারা যদিও

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে একটা দেখায়, কিন্তু দূরবীক্ষণ
যন্ত্রদ্বারা দেখিলে প্রকাশ হয় যে, দুই, তিন,
চারি, পাঁচটা তারা একত্রীভূত হইয়া একটা
মাত্র দেখায়। জ্যোতির্বিদ হক সাহেব ১৬৬৪
খৃঃ অব্দে নক্ষত্রের রশ্মি তারা-দূরবীক্ষণে
দর্শন করিয়া দ্বিতারকময় দেখেন। এইরূপ
'তারা-সংহতিকে যৌথতারা বলে। জগতে
বৃহত্তর যৌথতারা আছে। তাহাদের সংখ্যা
সহস্রাধিক। ১. যৌথতারা তিন সপ্তদায়ে
'বিভক্ত। ১। দ্রষ্টব্য যৌথতারা। ২। তারা-
জগৎ। ৩। সৌরতারা-জগৎ।

দ্রষ্টব্য যৌথতারা ছয়ের মধ্যে কোন
নৈসর্গিক সম্বন্ধ নাই। কেবল প্রায় এক
ক্রমিক ও বিক্ষেপে পরস্পর বহু দূরে স্থিত
তারাদ্বয় মানবের ক্ষণ দৃষ্টিতে এক তারা
বলিয়া বোধ হয়। তারা-জগতে দুই তুলা
প্রকাশ্য তারা উভয়ের সাধারণ ভারকেন্দ্র
পরিভ্রমণ করে, এই তারা-সংহতি প্রকৃত
যৌথ তারা। যথা নাভিতারা, সৌরতারা-
জগৎ। যখন কোন তারা বা তারাগণ
কোন প্রকাণ্ড তারা পরিভ্রমণ করে, এই তারা-
সংহতিকে সৌর-যৌথতারা-জগৎ বলে,
এবং পরিভ্রমণকারী তারা বা তারা-
গণকে তারাগ্রহ বলে। যথা লুককের
তারাগ্রহ।

তারা-জগতের ও সৌরতারা-জগতের
তারাগণ প্রায়শঃ মনোহর বর্ণের সম্মিলিত ; কিন্তু
পরস্পর সুরঞ্জক বর্ণের সম্মিলিত। তারা-জগৎ
ও সৌর তারা-জগতের তালিকা নিয়ে
দেওয়া হইল।

যৌথতারার তালিকা ।

যৌথ তারার নাম।	মণ্ডল বা রাশি।	স্থলহ।	তারারসংখ্যা।	পরিভ্রমণ-কাল।
ভয় তার।	মহিষাসুর।	১০ + ২০	২	৭৭৪ বৎসর।
বিষ্ণু তার।	কর্কট রাশি।	২৫ + ২৮	২	৯৯৭
নাভিতারা।	কন্যারাশি।	৩০ + ৩২	২	১৩৫
স্কন্ধতারা।	সিংহরাশি।	২০ + ৩৫	২	৪০৭

গুচ্ছক ।

ভ-গোল পর্যবেক্ষণ করিলে ভ-গোলের ঠানে ঠানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকামালা সমবেত-ভাবে দ্রিত দৃষ্ট হয়। এই সমবেত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকা-মালাকে গুচ্ছক বলে। গুচ্ছক মধ্যো-ক্রান্তিকা উজ্জলতম। এই মনোহর গুচ্ছক বুধ রাশিতে অবস্থিত। চাক্ষুশ-দৃষ্টিতে ক্রান্তিকা-গুচ্ছকে সাতটা মাত্র তারা দেখা যায়, কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ৪০০ তারা গণনা করা যায়।

গুচ্ছক-তালিকা ।

গুচ্ছক নাম।	যে মণ্ডলে বা রাশিতে দ্রিত।	গুচ্ছকের পাশ্চাত্য নাম।
ক্রান্তিকা।	বুধ রাশি।	Pleiades.
করিমুণ্ড।	করিমুণ্ড মণ্ডল।	Coma.
চিত্ররথ।	পরশু মণ্ডল।	M 34.
তরবারি।	কালপুষ্প মণ্ডল।	E376.

স্তবক ।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা ভ গোল পর্যবেক্ষণ করিলে অসংখ্য স্তবক দৃষ্টিগোচর হয়। কতক-গুলি স্তবক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকাময়। এই স্তবক-গুলিকে তারকাস্তবক বলে। তারকা-স্তবকগুলি দূরবীক্ষণে অতি মনোহর দেখায়। অপর স্তবকগুলি দূরবীক্ষণের অভেদ্য। এই স্তবকগুলি বাষ্পময় বলিয়া প্রতীতি জন্মে। এজন্ত ইহাদিগকে, বাষ্প-স্তবক বলিতে হয়। কিন্তু সময়ে বিজ্ঞানের উন্নততর অবস্থায় এই স্তবকগুলি কি দাঁড়ায়, কেহই বলিতে পারে না। বাষ্পস্তবক সংখ্যা সপ্ত সহস্রাধিক। প্রধান প্রধান তারকাস্তবকের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

তারাস্তবক-তালিকা ।

নাম।	কোন মণ্ডলে বা রাশিতে দ্রিত।	সংখ্যা ও নাম।	পাশ্চাত্য নাম।
কাশ্যাপীয় মণ্ডল।	৩		M103.
পরশুমণ্ডল।			212. 221.
মিথুন রাশি।	৭, ইলবলা ২।		M35.

নাম ।	কোন মণ্ডলে বা সন্নিহিত তারার	পাশ্চাত্য নাম	পাশ্চাত্য চিহ্ন ।	মন্তব্য ।
	রাশিতে স্থিত ।	সংখ্যা ও নাম ।		
মধুচক্র ।	কর্কট রাশি ।	৩, স্মিত্রা ।	Bee-hive.	
"	হরকুলেশ মণ্ডল ।	৭		M. 31.
"	"	২		H52. চাক্ষুযদৃশ ।
"	মহিষাসুর মণ্ডল ।	৭		H.3531. চাক্ষুযদৃশ ।

আকার ভেদে বাস্পস্তবকগুলি ৬ শ্রেণীতে বিভক্ত । ১। বৃত্ত-আকার । ২। ডিম্ব-আকার । ৩। অক্ষুরীয়ক-আকার । ৪। চূড়া-আকার । ৫। বক্র-আকার । ৬। বিবিধ-আকার । প্রধান প্রধান বাস্পস্তবকের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল ।

বাস্পস্তবক-তালিকা ।

নাম ।	কোন মণ্ডলে বা সন্নিহিত তারার	পাশ্চাত্য নাম	পাশ্চাত্য চিহ্ন ।	মন্তব্য ।
	রাশিতে স্থিত ।	নাম ।		
রাজসীস্তবক ।	ক্রমাতা মণ্ডল ।	মীনমুখ তারা ।	Queen.	M31. চাক্ষুযদৃশ ।
জটাতার- স্তবক ।	সারমের যুগল- মণ্ডল ।	মরীচি তারা ।	Spiral.	M51.
অক্ষুরীয়ক- স্তবক ।	বীণা মণ্ডল ।	শূন্যফল তারা ।	Annular.	M57.
ডম্বক ।	শৃগাল মণ্ডল ।	বকমুখ তারা ।	Dumb Bell.	M.27
কুলীরক- পুলি ।	বৃষ রাশি ।	ইলবলা তারা ।	Crab.	M1.
জটাতার ।	সিংহরাশি ।	অর্জুন তারা ।		M65. 66.
বৃহৎ ।	কালপুরুষ মণ্ডল ।	৮	Spiral.	M88.
			Great.	M42.

ছায়াপথ ।

সুনির্মলকৃষ্ণ-রাশিতে ভ-গোল দর্শন করিলে ভ-গোলের এই শুভ্র মেখলা অনার্যাসে দৃষ্টিগোচর হয়। এই শুভ্র মেখলার বিস্তৃতি স্থল দৃষ্টিতে গড়ে সাত হাত। এই সুবিমল দুগ্ধফেননিভ স্নিগ্ধ-জ্যোতিষ্মতী মেখলা দেবপথ, ছায়াপথ নভঃস্রিৎ, সোমধারা এবং বিরজা নামে প্রসিদ্ধ। ইহা উপবীতরূপে বিশ্ব বেঠন করিয়াছে। উত্তর ভ-গোলে ছায়াপথ মিথুন রাশি হইতে আরম্ভ করিয়া বৃষ রাশি, ক্রন্দ

মণ্ডল, কাশ্যপীয় মণ্ডল, শেফমণ্ডল, বকমণ্ডল, বা-মণ্ডল ভেদ করিয়া শ্রবণা নক্ষত্রে উপনীত হইয়াছে এবং দক্ষিণ-গোলার্কে সর্পমণ্ডল হইতে ধনু রাশি, বৃশ্চিক রাশি, বৈদী মণ্ডল, মহিষাসুর মণ্ডল, ত্রিশঙ্কু মণ্ডল, অর্ণবধান মণ্ডল, লুক্কক মণ্ডল ভেদ করিয়া মিথুন রাশিতে আসিয়া মিশিয়াছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ছায়াপথ মানবজাতির মন আকর্ষণ করিয়া আসি-তেছে, এবং সকল জাতিই ছায়াপথের তত্ত্ব

নিরূপণের স্বল্প করিয়াছে। শতাব্দী হইতে শতাব্দী বৈজ্ঞানিকগণ এই বিচিত্র বিশ্বয়কর ছায়াপথের তথ্য অনুসন্ধানে বিশ্বস্ত গবেষণা করিয়াছেন এবং প্রতি রাত্রে ছায়াপথ বৈজ্ঞানিকের খ-বিন্দু আচ্ছাদন করিয়াছে ; কিন্তু ইহার তত্ত্ব-নির্ণয় হয় নাই। ইদানীন্তন কালে জ্যোতির্বিদের পর জ্যোতির্বিদ দূর-বীক্ষণের পর দূরবীক্ষণ দ্বারা ছায়াপথ লক্ষ্য করিয়াছেন ; কিন্তু বিশ্ব-জগতের এই প্রকাণ্ড বন্ধনের তাৎপর্যাগ্রহণ করিতে পারেন নাই। প্রাচীনগণ কেহ কেহ কল্পনা করিয়াছেন যে; ছায়াপথই স্বর্গ। প্রাচীন গ্রীকগণ ছায়াপথ অগণ্য ক্ষুদ্র তারকা-নির্মিত অবধারণ করিয়া বিলক্ষণ বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। রোমক কবি ওবিদ ছায়াপথের যে বর্ণনা করিয়াছেন,ঐ বর্ণনা ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিকের প্লাবাজনক ; যথা—

পল্লন তারকা কুলে স্তবিস্তীর্ণ পথ
অবাধে লইবে তোমা বজ্রীর সদন ।

প্রাচীন হিন্দুগণ ছায়াপথকে দেব-পথ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই কবি-কল্পনা লক্ষ্যভেদী হইলেও ইহা কল্পনা মাত্র। ৩০০ শত বৎসর পূর্বে মানব স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে অদ্ভুত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের বলে ছায়াপথের রহস্য-ভেদ হইবেক। জগৎ-পুঞ্জ্য রোমক গালিলীয় চিরস্মরণীয় নবনির্মাণে দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিয়াছেন ; তাই আজ ছায়াপথের রহস্য-ভেদ হইয়াছে। এক্ষণে সকলেই দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখিতে পারেন যে, দৃশ্যক্ষেণিভ ছায়াপথ অগণ্য অক্ষুটপ্রভ তারকাবলী মাত্র। জগৎবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ স্তার উই-

লিয়ম হর্শেল গণনা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, ছায়াপথে দুই কোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকা আছে। কিন্তু তথাপি ছায়াপথের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ স্তীক্সদূরবীক্ষণও সমুৎকীর্ণ করিতে পারে নাই।

ছায়াপথ স্তরবৎ দেখাইলেও ইহার তারকা-কণাগুলি উ-গোলের দৃশ্য তারকা-মালা হইতে পরস্পর বহু বিচ্ছিন্ন; দূরত্ব প্রতি লক্ষ্য করিয়া সহজেই অনুমান করা যায় যে, ছায়াপথের সহিত তুলনা করিলে, আমাদের এই প্রকাণ্ড মৌর-জগৎ সমুদ্র তুলনায় শিশি-বিন্দু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র-তর! এবং এই ধূলিকণা সদৃশ পৃথিবীতে যখন দুইশত কোটি বর্দ্ধিমান জীব বাস করিতেছে, তখন এই অসীম প্রকাণ্ড ছায়াপথ কেবল আবর্তনে শোভা বিতরণ জনা সৃষ্ট হইয়াছে,কোন জীবের আবাসভূমি নহে, ইহা কে বলিতে পারে ?

ছায়াপথ মধ্যস্থিত শনৈশচর গ্রহ ছায়াপথ হইতে নির্গমন করিয়া গ্রহ বলিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছিল,তদবধি এই গ্রহের নাম ছায়াপথ ।

(ক্রমশঃ)

পঞ্চদশী ।

ভূতবিবেক। . . .

(পূর্বাশ্রুত।)

সদদ্বৈতাৎ পৃথগ্ভূতে দ্বৈতে
ভূম্যাদিরূপিণি । তত্তদর্থ ক্রিয়া
লোকে যথাদৃষ্টা তথৈবস্যা ॥৯৩॥

টীকা। নমু ভূম্যাদিনাং অসত্তে বিদ্বৎ
ব্যবহার লোপঃ প্রসম্ব্যেত ইত্যাপ্য

বিনে কোন মিথ্যাত্বে নিশ্চয়েহপি ভূমাদেঃ
স্বরূপ মর্দনা ভাবান্ন বাবহারে। লুপ্তাত্তে-
তাহ সদ্বৈতাদিতি । ১৩ ॥

বঙ্গভূবাদ । সং অদ্বৈত হইতে পৃথক্
করিলে, ভূমাদি দ্বৈত অর্থাৎ মিথ্যা প্রমা-
ণিত হয় ; তাহা হইলেও উহাদিগের অস্তিত্ব
সম্বন্ধে যেরূপ লৌকিক বাবহার আছে,
সেইরূপই থাকুক, অর্থাৎ লৌকিক বাবহারে
দোষ হয় না ॥ ১৩ ॥

উপরোক্ত ১৩ শ্লোকের তাৎপর্যার্থ ।

‘স্বিশেষ বিশেষা পূর্নক তত্ত্ব-নির্গম
দ্বারা সংস্করণ অদ্বৈত পদার্থ হইতে আকা-
শাদি ভূত ও ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি ভৌতিক
পদার্থকে পৃথক্ করিলে, ভূত ও ভৌতিক
পদার্থের অনিত্যতা বা মিথ্যাত্ব বর্ণিত হয় ।
কিন্তু এষ্টরূপ মিথ্যাত্ব বর্ণিত হইলেও,
তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বে ভূত ও ভৌতিক
পদার্থের সত্তাবাবহার করিয়া থাকেন,
এইরূপ বাবহারিক বিষয়ের বাবহারেও
কোন বাঘাত ঘটে না । কারণ, আকাশাদি
পঞ্চভূত ও ব্রহ্মাণ্ডাদি ভৌতিক পদার্থের
মিথ্যাত্বরূপে পরিজ্ঞান হইলেও, তাহারা
বিদ্যমান থাকে ; অতএব পণ্ডিতবর্গের
বাবহার হইতে কোন বাঘা নাই, সুতরাং
তাঁহারাও যে, অসম্বস্তর সত্তা বাবহার করিয়া
থাকেন এবং এইপ্রকার বাবহারও যে
হইতে পারে, তাহাও নির্দিষ্ট হইল ॥ ১৩ ॥

সাংখ্য কাণাদবৌদ্ধাদ্যৈর্জগ-
দ্বৈদো যথা যথা । উৎপ্রেক্ষতে-
হনেকযুক্ত্যা ভবত্বেষ তথা তথা ।

॥১৪॥

টীকা । নমু তত্ত্বজ্ঞাত্বৈতরূপে সাংখ্য-
দিভিন্নভিবীরমানস ভেদস্য কুতো
নিরাসঃকৃত্যঃ ইত্যাক্ষা বাবহারিক ভেদস্য
অস্বাভিন্নভূপগতত্বাৎ নিরাসায় প্রযত্নাত্ত
ইত্যাহ সাংখ্যাকাণাদবৌদ্ধাদ্যৈরিতি ॥১৪॥

বঙ্গভূবাদ । সাংখ্য, কাণাদ ও বৌদ্ধগণ
বিবিধ যুক্তি দ্বারা যেরূপ জগৎকে করিয়া
থাকেন, সেইরূপ ভেদ হইউক ।

উপরোক্ত ১৪ শ্লোকের তাৎপর্যার্থ ।

সাংখ্যমতবাদী, কাণাদমতাবলম্বী ও
বৌদ্ধবাদীরা বিবিধ যুক্তিপ্রদর্শন দ্বারা যে
বে প্রকারে জগতের সত্তাভেদ নিরূপণ
করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা করেন ;
কিন্তু সেই সকল সাংখ্যবাদী প্রভৃতিকে পরাস্ত
করিবার নিমিত্ত আমাদিগের কোন বাধি-
তত্ত্ব করিয়া যথা প্রয়াসের প্রয়োজন নাই ।
বাবহারিক বিষয়ে কোন বাদীর সহিত
আমাদিগের বিবাদ নাই, এই নিমিত্ত
বাবহারিক বিষয়ে আমরা বিবাদের উচ্চা
করি না ; কেবল পারমার্থিক সত্তার বিচার
করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য এবং তদ্বিষয়ে
আমরা স্বিশেষ যত্নবান হইয়া থাকি ।
লৌকিক বাবহারে প্রত্যেক ব্যক্তির মতের
বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে পরমার্থের
কেমন হানি হয় না । সেই জন্ত আমরা
পরমার্থ স্থির রাখিতে যত্নবান আছি ;
লৌকিক বাবহারে দৃষ্টিপাত করি না ॥ ১৪ ॥

অবজ্ঞাতং সদ্বৈতং নিঃশঙ্কৈরন্য-
বাদিভিঃ । এবংকা ক্ষতিরস্মাকং
তদ্বৈতমবজ্ঞানতাং । ১৫ ॥

টীকা । নমু প্রমাণ সিদ্ধন্ত সত্ত্বভেদজ্ঞাব
জ্ঞানুপপন্ন ইত্যাক্ষাৎ অবজ্ঞাতমিতি

যথা অশ্রবাদিভিঃ সাংখ্যাদিভিনির্গঠৈঃ
শ্রুতাদিসিদ্ধশ্রুতাপি সদদৈত্বশ্রাবজ্ঞা ক্রিয়তে
যথা শ্রুতি যুক্ত মূভবানষ্টেজ্ঞানাস্রকৈঃ
তদীয় দ্বৈতানাদরেণ কিংচীয়েতে উত্কার্ণঃ ।

বঙ্গানুবাদ । অশ্রবাদীগণ যেমন সং-
অদ্বৈতকে নিঃশব্দে অবজ্ঞা করেন, সেইরূপ
আমাদিগের দ্বৈতকে অবজ্ঞা করায় ক্ষতি কি ?

সাংখ্যা, কাণাদ ও বৌদ্ধ প্রভৃতি,
বিবিধ মতাবলম্বীরা যদি নিঃশব্দচিত্ত হইয়া
শ্রুতি-প্রসিদ্ধ সদস্বর অদ্বৈতত্ব প্রতিপাদন
বিষয়ে অনাদর করে, তাহাতে আমাদিগের
কোন হানি নাই। সাংখ্যবাদী প্রভৃতির
মদি কেবল মৌকিক ব্যবহারাদির প্রতি
নির্ভর করিয়া সদস্বর দ্বৈতত্ব স্বীকার পূর্বক
অপণে পদার্পণ করে, তাহা করুক,
আমরা তাহাতে বিরক্ত নহি। কিন্তু আমরা
শ্রুতি ও শাস্ত্রীয় যুক্তি এবং অমুভব দ্বারা
বিচার পূর্বক ব্রহ্মাণ্ডকে অনিত্য জানিয়া
ঐহাদিগের সদস্বর দ্বৈতত্ব প্রতিপাদনে
অবজ্ঞা করিয়া থাকি। ঐহারা যেমন
অদ্বৈতত্ব প্রতিপাদনে অনাস্ত্রা প্রদর্শন করেন,
আমরাও সেই প্রকার ঐহাদিগের দ্বৈতত্ব
প্রতিপাদনে ঘৃণা করিয়া থাকি ॥ ১৫ ॥

দ্বৈতাবজ্ঞা স্থস্থিতা চেদদ্বৈতা বীঃ-
স্থিরা ভবেৎ । স্থৈর্য্যেতস্যা পুমানেষ
জীবমুক্ত ইতীর্ষ্যতে ॥১৬

টীকা । নহুনিশ্রয়োজনয়ঃ দ্বৈতাব-
জ্ঞেতাশ্রম্য জীবমুক্তি লক্ষণ প্রয়োজন সদ্ভা-
বান্নৈবমিত্যাহ দ্বৈতাবজ্ঞেতি ১৬ ।—

বঙ্গানুবাদ । যখন দ্বৈতকে অবজ্ঞা করিলে
অদ্বৈত-বুদ্ধি স্থির হয় ; অদ্বৈত-জ্ঞান স্থির

হইলে সেই পুরুষকে জীবমুক্ত বলিয়া থাকে,
তখন দ্বৈতাবজ্ঞা অনুচিত নহে । ১৬ ।

তাৎপর্যার্থ । দ্বৈতত্ব প্রতিপাদনে এই
প্রকার অবজ্ঞা প্রদর্শন নিতান্ত নিশ্রয়োজন
নহে। তাহাতে বিশেষ ফল আছে । কারণ
পুনঃ-পুনঃ পর্যালোচনা দ্বারা দ্বৈত বিষয়ের
অবজ্ঞাতে দৃঢ় বিশ্বাস হইলে, অদ্বৈত-জ্ঞান
ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া থাকে। যেহেতু দ্বৈত-
জ্ঞান তিরোহিত হইলেই অদ্বৈতজ্ঞান বর্ধিত
হয়। ঐহারা দ্বৈত-মতকে অনাদর করি-
বার জগ্জ বিবিধ যুক্তি ও অমুভব দ্বারা
স্বীয় অন্তঃকরণ হইতে দ্বৈতজ্ঞানকে বিদূ-
রিত করিয়া অদ্বৈত-মতে দৃঢ় বিশ্বাস
স্থাপন পূর্বক প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া-
ছেন, ঐহাদিগকেও জীবমুক্ত বলা যায় ॥১৬॥
এমাত্ৰাঙ্গী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং-
প্রাপ্য বিমুহ্যতি । স্থিত্বাস্যামস্তকালৈ-
হপি ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি ॥১৭॥

টীকা । ন কেবলং জীবমুক্তিরেব প্রয়ো-
জনম্, অপিতু বিদেহ-যুক্তিরপি ইত্যস্তি-
প্রায়েণ শ্রীকৃষ্ণবাক্যমুদহরতি “এবা ব্রাহ্মী
স্থিতিঃ পার্থেতি ।” অস্তার্থ যথা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ
(ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা) এবা এনাং স্থিতিঃ প্রাপ্য-
নবিমুহ্যতি সংসার-মোহং ন, প্রাপ্নোতি
অস্তকালে (মৃত্যু সময়ে) অস্তাং স্থিত্বা ব্রহ্ম-
নির্বাণং প্রাপ্নোতি ।

বঙ্গানুবাদ । হে পার্থ ! ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা
ঈদৃশী, ইহা পাইলে সংসার-মোহ থাকেনা।
মৃত্যুকালেও ইহাতে অবস্থান করিতে
পারিলে ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হয় । ১৭ ।

উপরোক্ত ১৭ শ্লোকের তাৎপর্যার্থ ।

দ্বৈতমতে অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্বক অদ্বৈতমতে হৃত বিদ্যাস হইলে যে কেবল জীবমুক্তি মাত্র ফল লাভ হয়, এমত নহে; উক্ত প্রকারে অদ্বৈত-মতে নিশ্চয় জ্ঞান জন্মিলে, নির্মাণ-মুক্তিও হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তির দ্বিতীয়াধায়েন দ্বিসপ্ততম শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, তে পার্থ! যাঁহারা উক্ত প্রকার জ্ঞানবান ও জীবমুক্ত হইয়াছেন, তাঁঁহারা কখনও সংসার-মোছে পুনঃ পুনঃ মোহিত হননা; তাঁঁহারা ভয়জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়া অস্তকালে সংসার-মায়ী বিসর্জন পূর্বক নির্মাণ পদ লাভ করিয়া অনন্তকাল ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকেন। ॥ ১৭ ॥

সদদ্বৈতেহনৃতদ্বৈতে সদনোন্ন্যৈকবীক্ষণম্ ।
তস্যাস্ত কালস্তদ্বৈত-
বুদ্ধিরেষ নচেতরঃ ॥১৮।

যদ্বাস্তকালঃ প্রাণস্য বিয়োগস্ত
প্রসিদ্ধিতঃ । তস্মিন্ কালেহপি ন
ভ্রান্তৈর্গতয়াঃ পুনরাগমঃ । ১৯ ॥

১৮শ্লোকের টীকা—অন্তকাল শব্দে ন বর্তমান-
"দেহপাতোহঁতীথীরতে ইত্যাশঙ্কা বারয়িতুং
বিবক্ষিতমর্থমাহ সদদ্বৈত ইতি । সক্রমে
অদ্বৈতে অনুষ্ঠরূপে দ্বৈতেচ যদভোক্তাধাস-
লক্ষণনৈক্য-জ্ঞানমস্তি তসৌক্যভ্রমস্যাস্ত-
কালোনাম তয়োদ্বৈততয়েঃ সত্যান্তরূপেণ
ভেদ-বুদ্ধিরেব না পরো বর্তমান দেহপাত
ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ।

বঙ্গানুবাদ। সংঅদ্বৈত-মিথ্যাদ্বৈতে ঐক্য-
জ্ঞান থাকে; যে কালে সেই ঐক্য-জ্ঞান

ভেদ হয়, সেই কালকে অস্তকাল বলে; তত্ত্বিন্ন অস্তকালকে অন্তকাল বলে না। ১৮।

১৯ শ্লোকের টীকা—ইদানীং লোকপ্রদ-
ক্ষার্থ সৌকারেহপি নদোষ ইত্যভিপ্রায়েনাহ
যদ্বাস্তকালে ইতি ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রাণবিয়োগকালও অস্ত-
কাল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সেই অস্তকালেও
জীবমুক্ত পুরুষের আর ভ্রম-জ্ঞান থাকে
না ও পুনর্জন্ম হয় না ॥ ১৯ ॥

উপরোক্ত ১৮। ১৯ শ্লোকের তাৎপর্যার্থ।
পূর্বশ্লোকে যে "অন্তকাল" শব্দের উল্লেখ
হইল, এই শ্লোকে সেই অস্তকালের প্রকৃত
তাৎপর্যার্থ প্রকাশ করিতেছেন। বাবহার-
কালে বিষয়-বাসনাদ্বারা সংসাররূপ অদ্বৈত-
বস্তু ও অসংসাররূপ দ্বৈতবস্তু, এই উভয়
পদার্থের ঐক্যজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। পরে
যে সময়ে তত্ত্ববিচারদ্বারা সং ও অসং, এই
উভয়ের ভেদ-জ্ঞান জন্মে, সেই সময়কে
অস্তিমকাল বলা যায়। অথবা দৌকিক
বাবহারে ইতাই প্রসিদ্ধ আছে যে, যে সময়ে
প্রাণ দেহ পরিত্যাগ করে, সেই সময়কে
অস্তকাল বলিয়া থাকে। অস্তিমকালে
সেই তৎসজ্জ জীবমুক্ত পুরুষের আর ভ্রম-জ্ঞান
উপস্থিত হয় না। ১৮। ১৯ ॥

নীরোগ উপবিষ্টো বা রুগ্নো বা
বিলুষ্ঠন ভুবি । মুচ্ছিতো বা
তাজেদেষ প্রাণান্ ভ্রান্তিন-
সর্বথা ॥১০০।

টীকা—উক্তমেবার্থ বিশদয়তি নীরোগ
ইতি ॥ ১০০ ॥

বঙ্গানুবাদ। নীরোগ, উপবিষ্ট, রুগ্ন, ভূমি-
বিলুষ্ঠিত বা মুচ্ছিত অবস্থায় প্রাণত্যাগ হই-
লেও ভ্রান্তি থাকে না। ১০০।

উপরোক্ত শ্লোকের তাৎপর্যার্থ।
জীবমুক্ত ব্যক্তি অন্তকালে নীরোগ শরীরে
প্রাণ পরিত্যাগ করেন, কিম্বা উৎকট
রোগগ্রস্ত হইয়া ভূমিতে বিলুপ্তনপূর্বক
দেহ বিসর্জন করেন, অথবা মুচ্ছাপন্ন
হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, কোন প্রকারেই
ঐহিক জ্ঞান উপস্থিত হয় না। জীবমুক্ত
পুরুষ কোন কালেও মোহের বশীভূত
হন না, সর্বকালেই ঐহিক অজ্ঞান
থাকে ॥ ১০০ ॥

দিনে দিনে স্নপ্তস্বপ্নেরদীতে
বিস্মৃতেহ পায়ম্ । পরে জ্ঞানানদীতঃ
স্যাৎ তত্ত্ববিদ্যা ন নশ্যতি ॥ ১০১ ॥

টীকা। নহুপ্রাণ বিয়োগ কালে মুচ্ছা-
দিনা জ্ঞান নাশে ভ্রান্তিঃ স্রাবেবেহাশঙ্কা
জ্ঞাননাশাভাবে দৃষ্টান্তমাহ দিনে দিনে
ইতি যথা প্রত্যক্ষমধীতে বেদে স্নপ্তস্বপ্না-
বহায়াং বিস্মৃতেহপি পরে জ্ঞাননদীতবেদসং
নান্তি স্মৃতিকালে তত্ত্বজ্ঞানানাভাবেহপি
জ্ঞাননাশাভাব ইত্যর্থঃ ।

বঙ্গানুবাদ। যেমন প্রত্যহ স্বপ্ন ও
স্বপ্নস্থি কালে পূর্বাধিত বিদ্যার নিয়ম
হইলেও, পরে জাগরিত কালে স্মরণ হয়,
সেইরূপ মৃত্যু-মুচ্ছাদি কালাস্তে তত্ত্ববিদ্যা
নষ্ট হয় না ॥ ১০১ ॥

১০১ শ্লোকের তাৎপর্যার্থ।

অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানী জীবমুক্ত পুরুষ প্রাণ-
বিয়োগকালে মুচ্ছাপন্ন হইলেও, দেহত্যাগ
কালে সেই ব্যক্তির অদ্বৈত জ্ঞান কখনই
বিস্মৃত হয় না। যেমন সামাজ্য ব্যক্তির
প্রাত্যহিক স্বপ্ন বা স্বপ্নস্থি কালে তাহার

পূর্বাধিত বিদ্যার নিয়ম হইলেও, বিস্ত
জাগ্রত অবস্থায় যখন পূর্বাধিত তাহার
সেই চৈতন্যের উদয় হয়, তখন আর সেই
বিদ্যা বিস্মৃত থাকেনা, অর্থাৎ জাগ্রত অব-
স্থায় পুনরায় যে প্রকার তাহার পূর্বপাঠিত
বিদ্যা স্মৃতিপথে উদিত হইতে থাকে, সেই-
রূপ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি দেহত্যাগ কালে
মুচ্ছিত হইলেও, তাহার অদ্বৈত-জ্ঞানের
বিস্মৃতি হয় না ॥ ১০০ ॥

প্রমাণোৎপাদিতা বিদ্যা প্রমাণং
প্রবলং বিনা । ন নশ্যতি ন বেদা-
স্তাৎ প্রবলং মানসীকতে ॥ ১০২ ॥

তস্মাৎ বেদান্ত সংসিদ্ধং সদদ্বৈতং
ন বাধ্যতে । অন্তকালেহ প্যুতো
ভূতবিবেকামিবুতিঃ স্থিতা ॥ ১০৩ ॥

টীকা। জ্ঞাননাশাভাবমব উপাধায়তি
প্রমাণোৎপাদিতোতি ॥ ১০২

১০২র বঙ্গানুবাদ। প্রমাণোৎপাদিতা বিদ্যা
তদপেক্ষা প্রবল প্রমাণ পরিত্যক্ত নষ্ট হয় না।
বেদান্ত হইতে প্রবলতর প্রমাণ দৃষ্ট
হয় না ॥ ১০২ ॥

টীকা। উৎপাদিত স্বপ্ন উপসংহারতি,
তস্মাৎ বেদান্ত সংসিদ্ধমিতি ॥ ১০৩

বঙ্গানুবাদ। তদেক্তু, বেদান্ত-সংসিদ্ধ
সংসিদ্ধতের কিছুতেই বাধা হয় না, অন্ত-
কালেও এই ভূতবিবেক হইতে নিবৃত্তি
লাভ হয় ॥ ১০৩ ॥

উপরোক্ত ১০২:১০৩ শ্লোকের তাৎপর্যার্থ ॥

কোন প্রমাণ ছাড়া একটি বিষয়ের
নিশ্চয়-জ্ঞান প্রাপ্তি, তদপেক্ষা অল্প একটি
প্রবল প্রমাণ ব্যতিরেকে কখনই সেই

নিশ্চয় জ্ঞানের অন্তর্থা হয় না। যে পর্য্যন্ত প্রথম প্রমাণ রূপদগম না হয়, সেই পর্য্যন্ত কোন বিষয়ের পূর্ববৎ নিশ্চয় জ্ঞান অবি-
স্মৃত থাকে, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে। অতএব বেদান্ত-প্রমাণ দ্বারা অন্তঃকরণে যে
অদ্বৈত জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, অন্তকালেও
সেইজ্ঞানের বিপর্যায় হয় না, যেহেতু বেদান্ত-
প্রমাণ হইতে তত্ত্ববিচার-বিষয়ক প্রথম
প্রমাণ আর নাই। অতএব স্তঃসিদ্ধ
বেদান্ত-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদিত ভূত-
বিবেক দ্বারা অলীক শব্দ-বাসনা দূরী-
ভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ হইলে, নিশ্চয়ই
তখন আর কোন প্রকার দুঃখ ভোগের
সম্ভাবনা থাকে না ॥১০২।১০৩॥ (ক্রমশঃ)

ইতি ভূতবিবেক সমাপ্ত ।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বস্তুবাদিতা

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়া

কঠোপনিষৎ ।

দ্বিতীয়া বল্লী ।

শ্রেয় অর্থে প্রেয় হ'তে ; প্রেয় শ্রেয় হ'তে
পৃথক্ ; উভয়ে বন্ধ করে পুরুষের
ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে ; যে করে গ্রহণ
শ্রেয়, তার সুমঙ্গল ; যে চাহে প্রেয়েরে,
ঐব সে বিচ্যুত হয় পরমার্থ হ'তে ॥ ১

১। শ্রেয়—যাহা প্রকৃত মঙ্গলকর, যাহা দ্বারা
পারলৌকিক কল্যাণ সাধিত হয় ও অনন্ত শান্তিলাভ
হয়, তাহাই শ্রেয় ।

প্রেয়—আপাততঃকর জন্ম। যাহা উপভোগ
সময়ে সুখকর বোধ হয়, কিন্তু পরিণাম-বিবস ।

শ্রেয়, প্রেয় উভয়েই করয়ে আশ্রয়
মন্ত্রণে, মনেতে তাই বিচারি সমাক,
জ্ঞানী জন এ কৈভয়ে জ্ঞানেন পৃথক ।

প্রেয় হ'তে শ্রেষ্ঠ বলি শ্রেয় জন তিনি,
মন্দমতি মাগে প্রেয় যোগক্ষেম হেতু ॥ ২

প্রিয়—আর প্রিয়রূপ অভিলাম্ভময়
অসার—চিহ্নিতা তুমি করিয়াছ তাগ ;
গ্রহণ করনি এই স্বক্কা বিত্তময়ী ;
যাহাতে নিমগ্ন হয় মানব নিচয় । ৩

বিদ্যা ও অবিদ্যা বলি জ্ঞাত আছ যাহা—
বিপরীত, ভিন্ন গতি এরা পরস্পর,
তোমারে বিদ্যাখী বলি মানি নচিকেতঃ !
পারে নাই কাম্য বস্তু প্রলোভিতে তোমা । ৪

অবিদ্যার মাঝে যারা থাকি বর্তমান,
আপনারে মনে করে ধীর সুপণ্ডিত,

২। যোগ ক্ষেম হেতু—অলভ্য বস্তুব লাভ নিষ্-
স্বার্থ চিন্তার সহিত লজ্জ বস্তুর পরিরক্ষণের নাম যোগ-
ক্ষেম, তজ্জনা অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত
বস্তুর রক্ষণ জন্ম ।

যোগ—অলভ্য লাভ চিন্তা ।

ক্ষেম—লক্ষনস্ত রক্ষণ ।

৩।—প্রিয়—পুত্র কলত্রাদি রমণীয় কাম্যবস্তু ।

প্রিয়রূপ—অপসারা প্রভৃতি প্রিয়রূপ কাম্য বস্তু,
যাহা যশ নচিকেতাকে প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন ।
প্রথমবল্লীর ২০, ২৪ ও ২৫ শ্লোক দেখ ।

স্বক্কা—স্বতি, পথ ।

স্বক্কা বিত্তময়ী—এই বিত্তময় অর্থাৎ ধন-প্রাপণ-
পথ, এই মুচুডন-প্রবৃত্ত কুৎসিত পথ ।

যশ নচিকেতাক বলিতেছেন—হে নচিকেতঃ !
তুমি পুত্রাদি প্রিয় বস্তু ও অপসরাদি প্রিয়রূপ বস্তু
সমূহের অনিত্যতা চিন্তা করিয়া, তৎসমুদায় তাগ
করিয়াছ, এই ধনলাভকর পথ অবলম্বন কর নাই,
যাহা বহুলোকেই অবলম্বন করে ।

৪। বিদ্যা ও অবিদ্যা—শ্রেয় ও প্রেয় ।

বিদ্যাখী—শ্রেয়পথাবলম্বী ; শ্রেয়লাভেচ্ছুক ।

কাম্যবস্তু—অপসারা প্রভৃতি ।

কুটিল বিভিন্ন পথে সেই মূঢ়গণ
 ভ্রময়ে, অন্ধ-চালিত যথা অন্ধজন । ৫
 তার কভু নাহি হয় পরলোক-বোধ,
 যে জন শ্রমাদগ্রস্ত—বিত্ত-মোহে মূঢ়;
 ইহলোক মাত্র আছে, নাহি পরলোক,
 একপ বিশ্বাস যার, সেই অনিবেকী
 আমার বশতাপন্ন হয় বার বার । ৬
 না পায় অনেকে বারে করিতে শ্রবণ,
 না পায় জানিতে বারে করিয়া শ্রবণ,
 হৃদয় কুশলবক্তা জেনো সে আশ্বাস—
 ততোধিক সুহৃদয় বিজ্ঞাতা তাহার । ৭
 হীনজন যদি এঁর দেয় উপদেশ,
 সুবিজ্ঞেয় তাহা হ'লে না হন কখন;
 অনেকে অনেকরূপে এঁরে চিন্তাকরে,
 কিন্তু শ্রেষ্ঠাচার্য্য ছাড়া কে পারে বুঝাতে—
 অণু হ'তে অণুরান্ অতর্ক্য আশ্বাসে ? ৮
 যে মতি পেয়েছ তুমি ওহে নচিকেতা!
 নহে তাহা প্রাপণীয়া তর্কেতে কখন ।
 অভিজ্ঞ আচার্য্য-পোত্র হলে প্রিয়তম,
 হয় ইহা সুবিজ্ঞেয়; পাই যেন মোরা
 সত্যধৃতি প্রশংসার তোমার মতন । ৯

৮। এই শ্লোকে যম বলিতেছেন যে, আশ্রিতর
 অতি কঠিন বিষয়; আশ্রা অণু হইতেও অধিক সুখ
 এবং ইহা তর্ককার্য্য পাইবার বিষয় নহে। কোন
 হীনবুদ্ধি আচার্য্যের উপদেশে ইহাকে জানা যায় না,
 কারণ শিষ্যের মনে নানাপ্রকার তর্ক উপস্থিত হয়,
 ইহা আছে অথবা নাই? ইহা কর্তা না অকর্তা?
 ইহা শুদ্ধ বা অশুদ্ধ, ইত্যাদি। যিনি এই সমস্ত তর্ক
 উত্তর করিয়া দিতে না পারেন, তিনি কিরূপে ইহার
 উপদেশটা হইবেন? অতএব যিনি দ্ব্যর্থ তত্ত্বজ্ঞানী,
 সেই অভেদদর্শী শ্রেষ্ঠাচার্য্য যদি আশ্রয়ানের উপ-
 দেশ দেন, তাহা হইলেই কেবল শিষ্য আশ্রয়ান লাভ
 করিতে পারেন।

৯। সত্যধৃতি...স্থির সঙ্কল্প, সত্য সঙ্কল্প।
 মতি...ব্রহ্মবিষয়িনী মতি।

শেখদি অনিত্য, ইহা জানিয়াছি আমি;
 অক্ষয়ের বিনিময়ে নাহি পাওয়া যায়
 ধ্রুব সেই পরমায়তনে; অতএব
 নাচিকেত অগ্নি আমি করিয়া চয়ন
 অনিত্য দ্রবোতে, লভি নিত্য প্রায় পদ । ১০
 কামনাসমাপ্তি আর জগৎ-আশ্রয়—
 ক্রতুর অনন্ত ফল, অভয়ের পাল—
 অতাপ প্রশংসনীয়্য সুবিত্তীর্ণা গতি,
 আশ্রয় প্রতিষ্ঠা তুমি দেখিয়াই ধীর!
 পৈর্য্য সহ (প্রেম পথ) করিয়াছ ত্যাগ ১১
 জ্ঞানীজন বুদ্ধিভিত্ত নিহিত কর্ণমে—
 অতএব গৃঢ় আর প্রচ্ছন্ন হৃদ্বর্শ—
 পুরাতন সে আশ্রীরে অধ্যায়মোগেতে
 জানিয়া, ধীমান্ জন তাজে হর্ব্যশোক । ১১
 এই পরমায়তন শুনিয়া মানব—
 সত্যক বুঝিয়া, তথা করিয়া পূর্বক,
 ধর্ম্ম এ আশ্রীরে বিনম্বর কায় হ'তে—
 লভিয়া সুস্বাস্ত হর্ব্বীয় এঁরে পুনঃ

১০। শেখদি—নিষি, যম; কক্ষফল লাভা ধন।

এই কবিতার শেষ লাইনটা কিছু অস্পষ্ট বলিয়া
 বোধ হইতে পারে। উহার ক্ষুণ্ণতা এইঃ
 যম নচিকেতাকে বলিতেছেন, দেপ যিনি অনিত্য
 দ্রব্য দ্বারা নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছি বলিয়া
 নিত্য পদ প্রাপ্ত হই নাই অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিতে
 পারি নাই, তবে নিত্যপ্রায় পদ সমস্ত লাভ করি-
 য়াছি। মূলে যে “প্রাপ্তানির্গ্নি নিত্যং” আছে, ই
 “নিত্যং” অর্থ “গোপনিক নিত্য” বা “মিত্য প্রায়,
 যাহা অনিত্য হইলেও, পার্থিব ধনের তুলনায় নিত্য
 বলিয়া বোধ হয়।

১১। কামনা-সমাপ্তি...দেখিয়াই ধীর—

ব্রহ্মপদে এই সন্দেহ আছে দেখিয়াই তুমি তাহা
 জানিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছ এবং অনিত্য সুখাদি
 ত্যাগ করিয়াছ।

১২। অধ্যায়মোগেতে...চিত্তকে বিনয় হইতে
 প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আশ্রয় সমাধান করাকে অধ্যায়-
 যোগ কহে, তাহার।

হয় আনন্দিত ; আমি করি অনুমান,
 ব্রহ্মচার অব্যাহিত নটিকেত কাছে । ১০
 কহিলেন নটিকেতা—কহ ওহে বস !
 ধর্ম্মাধর্ম্ম, কৃতাকৃত, ভূত-ভবিষ্যৎ,
 পৃথক্ এ সব হ'তে দেখিরাছ যাহা । ১৪ ।
 কহিলেন বস :—
 চারিবেদ সে পদের করিছে কীর্ত্তন,
 তপস্যার অনুষ্ঠান হয় বাঁর তরে,
 লভিতে বাঁহারে ব্রহ্মচার্য্য অনুষ্ঠান
 করে লোকে, সংক্ষেপেতে কহিব গোমায়—
 ঠ এই নাম, মাত্র সে পদের হয় । ১৫
 এ অক্ষরই ব্রহ্মরূপী, পরব্রহ্ম এই;
 ইঁহারে জানিয়া যেবা তাহা ইচ্ছা করে,
 প্রাপ্তব্য তাহার তাহা হইবে নিশ্চয় । ১৬
 এ অবলম্বন শ্রেষ্ঠ, ইহা উচ্চতম,
 ইঁহারে জানেন যিনি, তিনি ব্রহ্মলোক
 মহত্ব করিয়া লাভ বিরাজেন সদা । ১৭
 না জন্মে, অমরে এই আত্মা বিপশিচৎ,
 উৎপন্ন হয়নি ইহা কোন বস্তু হ'তে;
 উৎপন্ন হয়না কিছু ইহা হ'তে পুনঃ ।
 অজ নিত্য পুরাতন আত্মা এ শাস্ত্রত—
 শরীর বিনষ্ট হ'লে বিনষ্ট না হয় । ১৮
 হস্তা যদি ইচ্ছাকরে করিত হনন,
 হত যদি মনে করে—হত “আত্মা” তার,
 জ্ঞান উভয়েই তবে—না করে হনন,
 নাহি হয় হত এই আত্মা স্মমহান্ । ১৯
 অণু হ'তে অণীয়ান্, মহৎ হইতে
 মহীয়ান্, আত্মা এই জন্তর জদয়ে

১৪। কৃতাকৃত...কার্য্য-কারণ।

১৫। বিপশিচৎ...মেধাবী, সর্কীক, জ্ঞানবান।

অজ...বাহ্য জন্মে না।

শাস্ত্রত...অপক্ষবর্জিত।

আছরে নিহিত, নিস্কামী বীতশোক
 জনগণ দরশন করেন আত্মার
 মহিমারে, জ্বলে পরে ধাতুর প্রসাদ । ২০
 অগ্নি হলেও আত্মা যান দূরে চলি,
 ভ্রমেন সর্বত্র তিনি হলেও শরান ;
 আত্মাছাড়া কেবা আর পারে জানিবারে
 (আপাত-বিরুদ্ধধর্ম্মী) হর্ষাহর্ষ-দেবে ? ২১
 জ্ঞানিতা শরীরে স্থিত অশরীরী এই
 মহৎ ও সর্ববঙ্গপী আত্মারে জানিয়া,
 ধীর জন শোক কভু না করে প্রকাশ । ২২
 এই আত্মা নহে লভা বেদ-অধ্যাপনে,
 মেধা কিবা বহুশাস্ত্র-জ্ঞানে লভা নয়।
 করেন বরণ ধীরে পরআত্মা নিজে,
 লভেন তিনিই তাঁরে, আত্মা ও তাঁহার
 ব্রহ্মণ তাঁহার কাছে করেন প্রকাশ । ২৩
 যেজন বিরত নহে পাপকাজ হতে,
 ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা ঘোচেনি বাহার,
 নহে যে একাগ্রমনা ; অশান্ত-মানস,
 সেজন জ্ঞানেতে কভু আত্মা নাহি পায় । ২৪
 ব্রহ্ম কত্র উভয়েই বাঁহার ওদন—
 মুক্তাপকরণ ষাঁর, সেই আত্মা কোথা—
 সাধুনবিহীন কেবা পারে লভিবারে,
 যথোক্ত সাধনবান্ জ্ঞানীজন যথা । ২৫
 ইতি ত্রিতীয়া বঙ্গী ।

শ্রীমনোরঞ্জন মিশ্র ।

২০। অণীয়ান্—ব্রহ্মতর।

মহীয়ান্...মহত্তর।

ধাতুর প্রসাদ...মন আদি ইন্দ্রিয়গণের প্রসন্নতা।

২৫। ওদন...অন্ন।

লক্ষ্যোদর-জননী-স্তোত্রম ।

(তাৎপর্যাদীপন নামক ভাবানুবাদ'।)

শিশোনাসীম্বাকাং জননি! তব মদ্বঃ প্রজপিত্ব,
কিণোরে বিদ্যায়ান্, বিষমবিষয়ে তিষ্ঠতি মনঃ,
ইদানীং ক্ষুদ্ ভীতো মহিব-গলঘণ্টা-ঘনরবান্,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি! কং যামি শরণম্।

জপিতে তোমার মন্ত্র ছিল না, বচন,
জননি গো! শৈশব সময় ।

যখন কিশোর কাল, (কহিতাম কথা)

বিদ্যাচর্চা কেবল আশ্রয় ।

যৌবনে ভ্রময়ে মন বিষম বিষয়ে ;

এখনবে প্রাণে হয় ভয় !

(বিফট-বরণ ওই মহিব উপরে,

আসিতেছে আদিত্য-তনয় ।)

মহিষের গলঘণ্টা কাঁপাইয়া দিক্,

ঘনরবে ওই গরজ্বর ।

লম্বোদরমাতঃ! বল কাহার শরণ লব ?

আমি বে হয়েছি নিরাশ্রয় !

হরিঃ শেতে শেষে নহু কমলজ্যো নাভিকমলে,

সমাদৌ সংলীনঃ পুরমথন দেবঃ প্রতিদিনম্,

ভব্যস্তোত্রো মাতঃ! পদকমল সুগং তব বিনা,

নিরালম্বো লম্বোদরজননি! কং যামি শরণম্ । ২

অনন্ত শস্যার পরে যোগনিদ্রা-অভিভূত,

শারিত আছেছন নাশরণ ।

নাভিপদ্মে পদ্মবোনি ওপমথ, প্রতিদিন—

সমাধিতে ভূজঙ্গ-ভূষণ ।

ভবভয়ে ভীত মাতঃ চরণকমলযুগ

বিনা তব, কি করি আশ্রয় ?

লম্বোদরমাতঃ! বল, কাহার শরণ লব ?

আমি বে হয়েছি নিরাশ্রয় !

পরিভ্রাতা দেবাঃ কঠিনতর মেবাকুলতয়া,
ময়া'পক্ষাশীতেরবিবিকমপনীতে তু বয়সি ।

ইদানীং সে মাতস্তব বদি কৃপা নাশি ভবিতা,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি! কং যামি শরণম্ । ৩

দেবতা তেত্রিশ কোটি দেবা কয় স্থকঠিন,
তাজিয়াছি আকুল হইয়া ।

পক্ষাশীতি বর্ষহার! বিকলে অধিক তারো
চলিগেল, না পাঠি খুঁজিয়া !

এবে মা করুণাময়ি! যদি এ দীনের প্রীতি,
তোমার করুণা না'হি হয়,

লম্বোদরমাতঃ! বল কাহার শরণ লব ?

আনিবে হ'য়েছি নিরাশ্রয় !

নমে বাকাং যুক্তঃ নহি বদহুরক্তং জপবিকৌ,

ন পুঞ্জারান্ ধানে বরণিধরকনো! মন মনঃ,

প্রসাদ যং মাতস্তু গরহিত পুত্রৈহিককন্দা,

নিরালম্বো লম্বোদরজননি! কং যামি শরণম্ । ৪

বচন আমার শিবে! উপযুক্ত নহ,

জপে নাই বিন্দুমাাত্র রতি ।

নপেক্সনন্দিনি! তব পাদপদ্ম-পূজা,

কিষা ধানে রত নয় মতি ।

জননি! প্রসন্ন হও, নিশ্চয়তনয়ে—

জানি মা'র বড় দয়া হক !

লম্বোদর মাতঃ! বল, কাহার শরণ লব ?

আমি বে হয়েছি নিরাশ্রয় !

ন মদ্বং নো যদ্বং তদপিচ ন জ্ঞানৈ স্ততিকথাঃ,

ন জানে মুদ্রান্তে তদপিচ ন জানে বিলপনম্,

ন জানে তত্ত্বকিং নচ ভজনশক্তি গিরিস্বতে!

পরং জানে মাতস্তু দহুসরণং ক্লেসহরণম্ । ৫

না জানিগো মন্ত্র তব, তত্ত্বমতে যত্র আ

নাহি জানি স্তবন-বচন ।

জানিনা তোমার মুদ্রা, জানিনা জননি! আমি--

কতু করিবারে বিলপন ।

জ্ঞানিনা মা তব ভক্তি, নাহিমা ভজন-শক্তি,

ভনং ওগো গিরিবর-বালা!

এইমাত্র জ্ঞানি, সার, অহুগতো মা তোমার—

দূরে যায় যত ক্লেশ-জালা।

পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি! বহবঃ মস্তি সরলাঃ,

বরং তেষাং মনো হুরিতমহিতোহং তব স্মৃতঃ।

সদীয়োহয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে।

কুপ্তো জায়তে কচিদপি কুমাতা ন ভবতি।

বিশাল ব্রহ্মা ও মাঝে, জননি! তোমার

আছে স্ত কত শত সরল সৃজন।

তাহাদের মাঝে যাগো!। দীন মূঢ়-মন—

হুরিতচরিত আমি—জঘন্ত সবার।

আমাকে তাজিবে শিবে! এতব উচিত নয়।

কুপ্ত জনমে বহু, কুমাতা কি কহু হয়?

জগন্মাতার্মাতস্তব চরণসেবা ন রচিতি,

ন বা দত্তং দেবি! দ্রবিগমপি ভূয়স্তব ময়া।

তথাপি স্বং স্নেহং ময়ি-নিরুপমং বং প্রকৃষ্ণে—

কুপ্তো জায়তে কচিদপি কুমাতা ন ভবতি।

মাগো! ওগো বিশ্বমাতঃ! বিদল চরণ তব,

সেবি নাই কহু ভক্তিভরে।

দেবি! দেই নাই হার! রতন-কাঞ্চন-মণি-

কখনো তোমায় যত্ন করে।

তবু কর অহুপম স্নেহ মোরে জননিগো!

ইহা হ'তে বৃষ্টি নিশ্চয়।

কুপ্ত জনমে কত—কুলের কণ্টক,

কুমাতা কখনো নাহি হয়!

স্বয়ম্ভুং পাদাসু জ ভজন কঠৈর্ভব জগতাং

অভূং কর্তা ধর্তা হুরিরপি তথৈবান্য জগতঃ,

সদা ভঙ্গী শঙ্কুঃ পদকমলমেতা দৃশমূতে,

নিরালম্বো লম্বোদরজননি! কং যামি শরণং।

৮ বিরিঞ্চি ও পদযুগ সেবিয়া যতনে

প্রাণপণে,

স্বজিগা সংসার সেই বলে চরাচর

জীবজনে।

পাপনে পারগ হরি বিশাল বিশ্বের,

শুধু তব পদ-সেবা ফল।

উড়াইয়া সংহার-নিশান,

বাজাইয়া প্রলয়-বিষাগ,

করেন যে ধ্বংস বুঝান,

তারো মাগো ও চরণ বল।

বিনা ও পবিত্রপদে, বল না আমার,

লম্বোদর-মাতঃ! লব কাহার শরণ?

আমি যে হ'রেছি নিরাশ্রয়!

চিত্তাভ্রাণোপোগরলমশনং দিকৃপটধরো

জটামারী কঠে ভূজগপতিহারী পশুপতিঃ।

কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশেকপদবীং

ভবানি! অংপাণিগ্রহণপরিপাটী ফলমিদং।

৯ চিত্তাভ্র অঙ্গরাগ, কালকূট ক্ষুধাবিনাশন,

দিকৃ পরিধেয় বান, জটাজাল শিরে স্মশোভন!

গলে খেলে ফণিকূল, (অনাকুল তার পঞ্চানন।)

করেতে নরকপাল পশুপতি প্রমথ-পালন।

(এইত ঐর্ষ্যা সার!) জগদীশপদে

তবু শিব অধিষ্ঠিত!

তব পাণিগ্রহ ফল এই ভবানি গো!

মনে হয় সুনিশ্চিত।

নমোক্ষসাকাজ্জা নচ বিভববাজ্জাপি চ নমে।

ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি! সুখেচ্ছাপিন পুনঃ।

অতস্ত্যাং সংঘাচে জননি! জননং যাতু মমটৈব

সুড়াণী কুড়াণী শিবশিবভবানীতি অপতঃ।

১০ মোক্ষগাণ্ডে আকাজ্জা ত নাই,

বিভবেই বাহা নাহি যোর।

বিজ্ঞানে অপেক্ষা-নাই শশিমুখি!

স্বখ-বাসনায় নহি ভোর।

এই জনা করিহে প্রার্থনা,
জননিগো ! যাটক জীবন,
কুদ্রাগী-মুড়াগী-শিবশিবা,
ভববাণী—এই নাম
জপিতে জপিতে অনুক্ষণ ।

নারাধিতামি বিদিনা বিবিধোপচারৈঃ,
কিংকটচন্দনপট্টৈর্ন কৃতং বচোভিঃ,
শ্রামেত্মমেব যদি কিঞ্চন মগনাগে,
ধ্বংসে ক্রপামুচিতমস পরং তর্ভব । ১১

নানা উপচারে বিধি অনুসারে,
করিনাই তব আরাধনা ।
কুক্ষচিন্তাপর বাকা বাবহারে,
ওগো মা করেছি কি'না ?
ওগো শ্রামা তুমি এ অনাগে যদি,
বিতর করুণা-কণা ।
তবে দয়াময়ি ! হইবে উচিত,
মহিমা যাইবে জানা ।

আপংসু ময়ঃ শরণং স্নদীয়ং
করোমি হর্গে ! করুণার্ণবেশি !
নৈতচ্ছত্বং মম ভাবয়েথাং,
ক্ষুদ্রাভ্যর্ষাভী জননীং স্মরন্তি । ১২

ও হর্গে হর্গতিহরা ! বিপদে মগন,
করি তব চরণ চিন্তন ।

কক্ষণাসিক্কুরপি ! (শুনগো দৌনের
এই আন্তরিক আবেদন ।)

শঠতা বা চাটুবাণী গণি, (সন্তানের ভঃখে).
ক'রো না মা স্মতন ।

ক্ষুদ্রা-পিপাসায় ক্লিষ্ট হ'লে (ওগো স্নেহময়ি!)
পুত্র মা'র করয়ে স্মরণী

জগদম্ব বিচিত্রমত্রকিং

পরিপূর্ণা করুণা চেম্ময়ি ।

অপরাধ পরংপরাত্বং,
নহি মাতা মনুপেক্ষতে স্মৃতং । ১৩

জগৎজননি ! যদি দৌনে
করুণা করগো বিতরণ
পূর্ণরূপে, নাহি হয় !

কিছু তায় বিশ্বয়-কারণ।
(জানে জগজ্জনে,) পুত্র যদি
অপরাধপরিপূর্ণ হয়,
স্নেহময়ী মাতা সে সন্তানে

উপেক্ষা করিয়া নাহি রয় ।
সংসমঃ পাতকী নাস্তি,
পাপত্রী স্বং মমা নহি,
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেভি !

বপেচ্ছসি তথা কুরু । ১৪
আনা সম পাপী নইই, জননি গো !

জগৎ-মাকারৈ,
কল্পনাশিনী নাই তব সম
এ তিন কক্ষমারে ।

মহাদেবি !
জানি মনে-করিয়া বিচার,
যথাযোগ্য,

কর তাহা, যা ইচ্ছা তোমার ।
(শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত্ত লম্বোদরজনুনীস্তোত্র
সমাপ্ত ।)

ষট্‌পদী স্তোত্রম্ ।

(রঃস্যাভাস নামক বঙ্গানুবাদশ্চ)।

অদিনয়মপনয় বিষ্ণো !

দময় মনঃ শময় বিষয়মুগ্ধক্লোং ।
ভূতদমাং বিস্তারয়

তারয় সঃসার-মাগরতঃ ॥ ১

অবিনয় কর অপনয়,

ওহে বিশ্বময় হাঁরি !

দম মম মুচ মন ; কর প্রশমিত,

এ বিষয়-মনীচিকা চিরমোহকরী । ১

দিব্য ধুনী মকরন্দে,

পরিমল পরিভোগ সচ্চিদানন্দে

ত্রীপতি-পদারবিন্দে

ভবভর-খেদচ্ছিদে বন্দে । ২

ভবভরে হ'য়ে গিরময়,

সে খেদ করিতে নিবারণ

বন্দি দে সুন্দর পদপঙ্কজ যুগল

কমলাপতির ।

সুধধুনী মকরন্দ স্নেহে,

সচ্চিদানন্দ যোগা রহে—

পরিমল-পুরিভোগহির । ২

সতাপি ভেদাপগমে

নাথ ! তবাহং ন মামকীনস্বং ।

সামুদ্রোচ্চি তরঙ্গঃ

কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ । ৩

অপগত হ'লে ভেদ, আগিলে অভেদ,

কিন্তু নাথ ! রহিব তোমারি আমি,

কভু মম হবে নাহে তুমি ।

সাগরের—তরঙ্গনিচয়,

(জানি চিরদিন প্রভো !)

বিশাল জলধি কভু তরঙ্গের নয় ! ৩

উচ্চতনগ ! নগভিদমুজ !

দমুজকুলাগিত মিত্র শশিদৃষ্টে !

দৃষ্টে ভবতি প্রভবতি

ন ভবতি কিং ভবতিরস্বারঃ ! ৪

নগারি-অমুজ ! ওহে গোবর্দ্ধনগিরিধর !

দমুজদলনকারি-দেবকুল মিত্রবর ।

হে দেব ! শশাক স্ম বিমল দৃষ্টি তোমার ।

অতুগ প্রভাব তব, চোরণে তোমারে

হয়নাকি ভব তিরস্বার ? ৪

মংস্তাদিভিন্নবতারৈ-

রবতারবতাহবতা সদা বসুধাং ।

পরমেশ্বর ! পরিপালো ।

ভবতা ভবতাপভীতোহহং । ৫

অবতারি ধরাধামে,

অবনী পালিতে

মংস্ত আদি অবতার ক'রেছ গ্রহণ ।

তুমি প্রভু পরম ঈশ্বর,

ভবতাপে ভীত আমি মর,

প্রতিপাল্য সর্কপা তোমার । ৫

দামোদর ! গুণ-মন্দির !

সুন্দরবদনারবিন্দ ! গোবিন্দ !

ভবজলদি-মগন-মন্দর !

পরমন্দরমপনয় স্বং মে । ৬

অশেষ গুণ-মন্দির ! ওহে দামোদর !

বদনসমোজ তব, (এ মহীম-গুণে)

সর্কগৌন্দর্গা-আকর !

এ মংসার-পারাবার মগনের তরে—

তুমিহে মন্দর, নাথ !

মংহর পরম হুংখ কুপার সস্বরে । ৬

নারায়ণ ! করণাময় !

শরণং করবাণি তাবকৌ চরণৌ—

ইতি ঘটপদী মদীরে

বদন-সরোজে সদা বসু । ৭

নারায়ণ ! করণানিলয় !

তব পদযুগে আজ লইমু আশ্রয় ।

এই "ঘটপদী" স্তব করুক নিবাস

বদনে সতত, মম শেষ অভিলাষ । ৭

ঐবজ্জ্বরচারণ্য-বিরচিত "ঘটপদী" স্তোত্রঃ

সমাপ্তঃ । কতচিং—

ভক্তি কামস্ত ।

শ্রী শ্রী হরিঃ ।

[১৮৫৭ সালের ২০ আচন মতে রেকর্ডকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড,
৮ম সংখ্যা ।

অগ্রহায়ণ ।

১৩০৭ সাল,
১৮২২ শকাব্দ ।

আপস্তম্বীয় গৃহসূত্র ।

(পূর্নামুদ্রিত)

বিবাহ-নক্ষত্র নিরূপণ একান্ত আবশ্যিক, তজ্জন্য পরবর্তিসূত্রে পরমর্ষি আপস্তম্ব গভীর রহস্যময় ভাববাক্যক বাক্য দ্বারা ঐ বিষয় নিরূপণ করিতেছেন ।

যাং কাময়েত ছুহিতরং শ্রিয়া
স্যাৎ দিতি তাং নিষ্ঠায়াং দদ্যাৎ
শ্রিয়েব ভাতি নৈবতু পুনরা-
গচ্ছতীতি ভ্রাক্ষণাবেক্ষ্যবিধিঃ । ৩

যে কত্নাকে পতির ভাগবাসার পাত্রী করা আবশ্যিক হইবে, সেই কত্নাকে নিষ্ঠা নক্ষত্রে দান করিলে, তাহাহইলে সেই কত্না নিশ্চয়ই তাহার স্বামীর প্রিয়পাত্রী হইবে । পুনর্বার পিতার গৃহে (অভাবগ্রস্ত হইয়া) আসিলে না । এখানে ভ্রাক্ষণাবেক্ষ্য বিধি বুঝিতে হইবে । আপস্তম্বের এই সূত্রটি পাঠ করিলে স্বয়ং অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তার উচ্চারণ উঠে । পিতা সন্তান চিরদিনই ঐ কাশনা থাকে যে, তাহাদের

কত্নাটা স্বামি-স্থখে স্থখিনী হইবে, কখনও একমুষ্টি অন্নের জন্তে অপরের দ্বারে যাওয়া দূরে থাকুক, অন্তরে পুড়িয়া কোনও নমসে আপনার নিজেদের নিকটও কিরিয়া না আসে । কত্নার এই সমস্ত ভবিষ্যদুঃখ সূত্র করিবার বাসনায়ই পিতা-মাতা উপযুক্ত পাত্রে কত্নাদান করিতেন । কত্নার মতা-মতের উপর একটা নির্ভর করিতেন না । বনিতে গেলে তাহার একপ্রকার অপেক্ষাই রাখিতেন না । এই সূত্রে ঋষি বলিতেছেন, নিষ্ঠানক্ষত্রে কত্নাদান করিলে কত্নার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় । তাহাকে অপরের দ্বারে যাওয়া দূরে থাকুক, কষ্ট পাইয়া অথবা অন্যথারূপে পীড়িত হইয়া আবার পিতার কাছেও আসিতে হইবে না । ইহাতে সন্দেহেরই ইচ্ছা হয়, এই নক্ষত্রে কত্নাদান করি । কিন্তু ভাবিবার বিষয় এই যে, জ্যোতিষ শাস্ত্র স্বতন্ত্ররূপে বিবাহের নক্ষত্র লিখিতেছেন । বিবাহের নক্ষত্র নিরূপণে জ্যোতিষ বলিতেছেন ;—

য়েনত্বাস্তর রৌহিণী সৃগশিবোমুলাহুঃ

রাধা নক্ষত্র

হস্তাশ্বাতিবু ভৌলি যষ্ঠ নিধুনেবু-
স্তৎসু পাণিগ্রহঃ ।

অর্থাৎ স্নেহভী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ভাদ্রপদ, রোহিণী, শুগশিরা, মৃগা, অশ্ব-
রাধা, মঁষা, হস্তা, স্বাতি, এই সকল নক্ষত্রে
এবং জুলা, মিথুন, কস্তুরাশ্রে পাণিগ্রহণ করিলে ।
নিষ্ঠ্যা স্বাতিনক্ষত্রের নাম, ইহা আপস্তম্ব
নিষ্ঠ্যেই বলিলেন । এই নক্ষত্রের এত শ্রেষ্ঠতা,
অর্থাৎ বিনাহে এত কলাপকারিতা জ্যোতিষ
শাস্ত্রের কই? আরও দেখা যাইতেছে, আপ-
স্তম্ব যজুর্বেদোক্ত পুণ্যকর্ম্ম স্মৃত্তিক করিয়াছেন,
ঐ যজুর্বেদীয় বিবাহে, চিত্রা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা,
এই কয়টী নক্ষত্র প্রশস্ত, কেহ কেহ বলিয়া
থাকেন, এই জুলির প্রশস্ততা আপস্তম্বের
অর্থাৎ বিপত্তিকালে বিবাহ দিতে হইলে ।
“চিত্রাশ্রবণাধনিষ্ঠাখিনী নক্ষত্রঃ যজুর্বেদি
বিষয়ঃ” ইহাই আচার্য্য-বাক্য । পারস্কর
স্মৃত্তিতে “স্বাতো চ শুগশিরসি রোহিণ্যাষা”
এইরূপ দেখা যায় । স্বাতিনক্ষত্র বিবাহে
প্রশস্ত, কিন্তু স্বাতির পূর্কোক্ত গুণানুকীর্তন
অস্ত্রস্ত পাওয়া যায় না । ইহাতে অনুমান
করা যায়, আপস্তম্বের সময়ে যজুর্কীর্ত্তন স্বাতি-
নক্ষত্রেই প্রশস্ত বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছিল ।
মমুয়্য-শরীরের সতিত গ্রহ-নক্ষত্রাদির এরূপ
দৃঢ় সম্বন্ধ আছে, বাহাতে মমুয়্যের বহুবিধ
স্তম্ভাশ্রিত গ্রহ-নক্ষত্রগণের সহিত সম্বন্ধ রহি-
য়াছে । নক্ষত্রাদির সহিত মানবের কর্ম্ম-
কাণ্ডের দৃঢ় সম্বন্ধ রাখিতে আর্ধ্যমহর্ষিগণ
এই যুক্তিকে ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়া-
ছিলেন বলিয়া বোধ হয় । এই বিষয়টী
জ্যোতিষশাস্ত্র-প্রতিপাদিত । পরিবর্তনের
বেগে অনেক সময় শাস্ত্র ছাড়িয়াও ব্যবহার

শ্রেষ্ঠতা লাভ করে । বহুদিন পরে ঐ দৃঢ়
প্রচলিত ব্যবহার-পরম্পরাও শাস্ত্ররূপে পরি-
ণত হইয়া যায় । স্বাতির প্রাধান্ত জ্যোতিষ-
শাস্ত্রের অনুমোদিত না হইলেও, ব্যবহার-বশে
গৃহস্থের স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে । মহর্ষি যোতি-
শাস্ত্রের সময়ে ব্যবহার-প্রাধান্ত শাস্ত্রকে পরা-
জিত করে নাই । গোভিল বলেন—

“পুণ্যে নক্ষত্রে দারান্ কুর্ক্বীত”

অর্থাৎ জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত পুণ্য নক্ষত্রে দারা-
গ্রহণ করিবে । অনেকে বলেন, আপস্তম্ব-
বাক্যের তাৎপর্য্য স্বাতিনক্ষত্রের প্রশংসা-
কথন নহে । স্বাতিন প্রাধান্ত সেই সময়ে
প্রচলিত ছিল, ইহা স্তম্ভাশ্রিত করাই উদ্দেশ্য ।
তিনি অপর সকল জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত পুণ্য-
নক্ষত্র গ্রহণ করিবার গতিপ্রায় সঙ্কেতে
প্রকাশ করিয়াছেন । “ত্রাক্ষণাবেক্ষ্যবিধিঃ”
বলার, ত্রাক্ষণে অর্থাৎ বিধায়ক বেদবাক্যে যে
সমস্ত নক্ষত্র কর্ম্মোপযোগী বলিয়া ব্যাখ্যাত
হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা এ বিদানে করিতে
হইবে । পুণ্য-নক্ষত্রে পাণিগ্রহণ উচিত ।
ফল উক্ত নক্ষত্রে একরূপই সর্কত্র, তবে
স্বাতির ব্যবহারিক প্রাধান্ত অব্যাহত, এই
টুকু আপস্তম্বের স্মৃত্তির রহস্য । হরনস্ত বলেন,
এখানে একথা পূর্কোক্ত প্রকারে না
বলিলে বোধহয় যে, পুংসবনের মত বিবাহও
একমাত্র স্বাতি নক্ষত্রে বিধিত হইয়া উঠে,
কিন্তু ব্যবহার তাহার বিরোধী, অতএব
পূর্কোক্তরূপে সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত ।

ইথকাশব্দো শুগশিরসি নিষ্ঠ্যাশব্দঃ
স্বাতো । ৪

“ইথকাতিঃ প্রস্বজ্যাস্তে” বলা হইয়াছে ।
ইথকা শব্দ প্রশস্ত নহে । আর নিষ্ঠ্যা শব্দকে

অর্থও সাধারণে অবগত নহে, কাজেই আপ-
স্তম্ব স্বরংই ইহুকা শব্দের অর্থ মৃগশিরা নক্ষত্র
এবং নিষ্ঠাশব্দের অর্থ স্বাতিনক্ষত্র, একথা
বলিতেছেন । সাধারণতঃ অপ্রচলিত কোনও
অর্থে শব্দ প্রয়োগ করিলে, অথচী বলিয়া
দেওয়া গ্রন্থরচয়িতার প্রধান কর্তব্য । এই
শুদ্ধতমু দ্বারিষের কর হইতে অনেক প্রাচীন
লেখক স্মৃতি পান নাই । আপস্তম্ব প্রশংসার্থে,
ভারতবর্ষের প্রাচীন পদ্ধতির অনেকটা প্রকট
পরিচয় পরসূত্রে পাওয়া যাইবে । যাহা পর-
সময়ের শাস্ত্রকারগণ অধর্ম—অকর্তব্য—মহা-
পাপের কার্য্য মনে করিয়াছেন, তাহাই পূর্বা-
চাৰ্য্যগণের বিহিত নিয়ম । ভগবন্ কাল !
তোমার কৃষ্ণিতে যে জগতের কত পরিবর্তন-
পরিপাক হইয়া গিয়াছে, তাহা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের
অগম্য । তোমার মাহাত্ম্য-নির্ণয় ছরুহ ।
আজ যাহা ধর্ম, সত্য সমাজে গৃহীত, আদৃত,
পুঙ্খিত, কাল তাহা ঘৃণা, জঘন্য, অকর্ম্মণ্য !

বিবাহে গোঁঃ । ৫

ব্রতিকা হরদত্ত বলিতেছেন “বিবাহে
গোৱালক্ৰব্য চুহিত্তমতা” অর্থাৎ কস্তার
পিতা বিবাহে গোবধ করিবেন । আজকাল
ভারতীয় হিন্দু-সমাজে “গোবধ” শব্দ উচ্চা-
রণ করাও দোষের হইয়া দাঁড়াইয়াছে,
কার্য্য তদ্বদুৱে । বহু বর্ষ:পূর্বে আচার-
ব্যবহারের নির্ণেতঃ আপস্তম্ব মহর্ষি বলিতে-
ছেন, বিবাহে গোবধ করিতে হইবে । জগতে
কোনও নিয়ম চিরদিন প্রচলিত থাকিতে
পারে না, এবং থাকিলেও সমাজের মঙ্গলকর
হয় না । অদ্য আমরা যে আইন বলে
শাসিত হইতেছি, আমাদের অবহার পরি-
বর্তন অর্থাৎ সামাজিক জীবন এবং জাতীয়

জীবনের এক একটা একটা দৃশ্য অভিব্যক্তি
হইলে, স্বতন্ত্র প্রকার আইন-কানূনের বন্দোবস্ত
করা আবশ্যক হইয়া উঠিবে । এইরূপ পরি-
বর্তন চিরদিনই হইতেছে । জাতীয় শ্রোত
অথবা সামাজিক শ্রোত ফিরান সাধারণ
লোকের কার্য্য নয় । প্রবল বেগের সমক্ষে
সুদৃঢ় বাধ দেওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে ।
যে সময় সমাজের যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি
অর্থাৎ নেতা, তাঁহারা ই সামাজিক শ্রোতকে
অন্ত দিক্ দিয়া প্রবাহিত করিবেন । এই
পরিবর্তন বিধাতার অভিপ্রেত এবং জগতের
মঙ্গলকারক । সকল সময় কোনও একটা
ছিনিব ভাল লাগে না । শীতল জল গ্রীষ্মের
সময় ভাল লাগে, শীতকালে বহিঃসেবন সুখ-
কর । এইরূপ । দেশ-কাল-পাত্রঃসুসারে,
ব্যবহার-পরিবর্তন আবশ্যক হইয়া উঠে ।
আর্চ্য্যগণের দেশপরিভাগ পূর্নক স্বতন্ত্র
স্থানে উপনিবেশ স্থাপন, স্বাস্থ্য, মনোবৃত্তি
ও অন্তান্ত আচার-ব্যবহারের পরিবর্তনের
একটা কারণ হইতে পারে । বর্তমান ভার-
তীয় সমাজের অবস্থা বহু পূর্ক হইতেই তদ্ব-
দর্শী মহর্ষিগণ অহুমান করিতে পারিয়া-
ছিলেন । তাঁহারা গোবধাদি নিয়মের পরি-
বর্তন করিতে আদেশ করিয়াছেন । সেই
ব্যাক্য দৈববাণীর শ্রায় কার্য্যকর হইয়াছে ।
আদিপুরাণে দেখাযাইতেছে ;—

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যঃ ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ ।
দেবরেন সুতোৎপত্তিন্দ্রস্তা কস্তা প্রদীয়তে ।
কস্তানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ ।
আততায়িষিজাগ্র্যাণাং ধর্ম্মযুজেন হিংসনঃ,
প্রাপ্তিচি বিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকং,

সংসর্গদোরঃ পাণেশু মধুপর্কে পশোঋধঃ ।

দ্বিতোরসেত্বেরবাস্তু পুত্রধেন পরিগ্রহঃ ॥

অর্থাৎ দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্যা, সজল কমণ্ডলু-ধারণ, দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন, বিবাহিত কস্তার-বিবাহ দেওয়া, অসবর্ণ কস্তা বিবাহ, ধর্মযুদ্ধে শক্র-ব্রাহ্মণ-হিংসা * * * * * ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, পাণে সংসর্গ-দৌর্ব, মধুপর্কে পণ্ড(গবাদি) বধ, দত্ত ও ঔরস ব্যতীত ক্ষেত্রজাদি পুত্রের গ্রহণ, এই সকল কার্য্য বলিয়া পরে বলিতেছেন,—

‘এতানিলোকগুপ্তাশ্চ কলেরাদৌ মহাঘৃভিঃ, নিবহিত্তানি কশ্মাপি ব্যবস্থা পূর্বকং বুধৈঃ । অর্থাৎ ‘এই সকল কার্য্য কলির প্রথমে পণ্ডিতেরা সমাজের মঙ্গলের জন্ত নিষেধ করিবেন। অতএব বুঝাগেল, গোবধ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত এবং শাস্ত্যভ্যুগত ।

গৃহেষুগৌঃ । ৬

অপর একটা গুরুকে গৃহে সন্নিহিত করিবে। তাৎপর্য্যধীন তাহাকে বধ করিবার ব্যবস্থাই করা হইল। এই দুইটা (বিবাহস্থানে একটা এবং গৃহে অপরটা) গোবধের উদ্দেশ্য ক্রমে ক্রমে পরবর্ত্তিসূত্রে আপত্ত্ব মহোদয়ই বলিতেছেন। সুদর্শনাচার্য্যের মতে এই গোবধটা শাস্ত্রমুত না হইলেও, ব্যবহার-প্রসিদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিবাহ স্থানে গবালস্তন প্রথা অস্বদেশে একটু বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। একটা গুরুকে বিবাহস্থানে উপস্থিত করা গোবধ-প্রথা রহিত হইলে পরেও প্রচলিত ছিল। তখন নাপিত ‘গৌর্গো’ অর্থাৎ ‘গরু গরু’ এই কথাটা বলিয়া উঠিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বরের অতিপ্রেরিত

হইলে, এই গুরু আছে, হত্যা করা যাইতে পারে। এই সময়ে প্রচার সম্পূর্ণ নিষেধ হয় নাট, বরের অতিপ্রায়ারীন; কাজেই আদেশ গ্রহণ করা হইত। যখন প্রথা নিষিদ্ধ হইল, তখন গুরু মোচনার্থে দুই একটা মস্তুর ব্যবস্থাও হইল। অতঃপর বহুকাল গত হইলে গুরু আনয়ন বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু ‘গৌর্গোঃ’ উচ্চারণ ব্রহ্মায় থাকিল। উহা একটা বিবাহোপনয়ন বলিয়াই সাধারণ লোকে মনে করে। আজ কাল বঙ্গের অনেক পল্লীতে নাপিত ‘গৌর গৌর’ বলিয়া থাকে। সাধারণ লোকের ধারণা, উহা গৌরচন্দ্রের পবিত্র নাম। একদা কোনও পল্লীবাসী লোক আমার নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, বিবাহে গৌরচন্দ্রের নাম বলা হয় কেন? আমি প্রকৃত কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া হার মানিলাম, এবং তাহার নিকট উপহাসাম্পদও হইলান, পরে তিনি আমাকে বলিলেন,— ইহা একটা উপদেশ। গৌরচন্দ্র বিবাহ কারাগ্রাণ্ড মংসারে আগস্ত হন নাই। অতএব গোমরাণ্ড তক্রপ মংসারে অনাসক্তভাবে থাকিতে চেষ্টা করিবে। ব্যাখ্যাটা শুনিয়া কথঞ্চৎ তৃপ্ত হইলাম, কিন্তু এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাপার আধিক্য হওয়াতেই আমাদের অনেক কাজ আগলের সঙ্গে জ্বলি থাকে, এই চিন্তায় একটু ছাঁড়িতও হইলাম। এই দুইটা গোবধের পরিণাম পরসূত্রে দেখা যাইবে।

তয়াবরমতিধনহ্ময়েৎ । ৭

সেই গা দ্বারা বরকে অতিথির ভ্রাম-অর্ষণ অর্থাৎ সম্মাননা সহকারে সংকৃত

করিবে। যথাক্রমে দুইটা গোবধ বলা হইয়াছে, দুইটার পরিণামও যথাক্রমে বলা হইতেছে। প্রথম বিবাহ স্থানে যে গোবধ করা হইয়াছে, তাহা বরের মধুপর্ক দিবার জন্যই। অতীথিকে যেরূপ মধুপর্কাদি দান প্রাচীন পদ্ধতি ছিল, তদ্রূপ এই নব জামাতাকেও দেওয়া হইত। শাস্ত্র বলেন;— “গোগমধুপর্কাহৌ বেদাধ্যায়ঃ” বেদাধ্যায়ন-সম্পন্ন ব্যক্তি আতিথা স্বীকার করিলে, তাঁহাকে গোসংযুক্ত মধুপর্ক দেওয়া উচিত। মধুপর্ক-উদ্দেশ্যেই গবাদি পশুর বধ হইত। “মধুপর্কেপশোর্কধঃ” এই পুরোক্ত ব্যাক্য এখানে আবার স্মরণ করা উচিত। মহাকবি ভবভূতি-বিরচিত সুপ্রসিদ্ধ উত্তর চরিত নাটকে মহামুনি বসিষ্ঠের “বৎসরী ভক্ষণ” ব্যাপারটা একটু রহস্যরূপেই পরিণত হইয়াছে। সেখানে তাঁহাকে ব্যাত্র বলিয়াও কেহ কেহ উপহাস করিয়াছে। যাহা হউক, বেদজ্ঞ (বর) গোসংযুক্ত মধুপর্ক পাইতে অধিকারী বলিয়াই পূর্বে বিবাহে গোবধ হইত। এখন উভয়ই নাই, বেদাধ্যায়ন দূরে, গোবধও বহুদূরে, সূত্ররাজ কাহারও অপেক্ষার কাহারও কষ্ট পাইতে হয় নাই। মঙ্গলের বটে।

যোহস্যোপাচিতস্তমিত-রয়া । ৬

বরের পূজা আচার্যাদি যে কেহ তাহার সঙ্গে আসিয়াছেন, তাঁহাকে অপরটা অর্থাৎ গৃহে যে গরুটা বধ করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা মধুপর্কাদি দানে সংকৃত করিবে। স্তমিতনাচার্য্য বলেন, বিদ্যাসম্পন্ন বলিয়াই হউক, চরিত্রবান্ বলিয়াই হউক, সম্পত্তিশালী বলিয়াই হউক, সংকুলপাত বলিয়াই

হউক, আর পিতা বা আচার্য্য বলিয়াই হউক, ইহার কোনওপ্রকারে কে ব্যক্তি বরের পূজা, তাঁহাকেই ঐরূপে গৃহে হস্ত গরুটির দ্বারা মধুপর্কাদি দিতে হইবে। এ নিয়মের কোনও অমূল্য ব্যবস্থা আছে, বলিয়া বুদ্ধিতে পারি না। বরের পক্ষে সাদা মধুপর্ক ও “গৌর গৌর” বলাই অমূল্য।

এতাবদ্ গোৱালস্তস্থানং অভিধিঃ

পিতরো বিবাহশ্চ । ৯

এই তিন সময়েই গবালস্ত করিতে হইবে। অতীথি এবং পিতৃকর্মে অর্থাৎ মাংসাষ্টকাদি ও বিবাহ, এই তিনটা বাতীত বাবহারসিদ্ধ গৃহকর্মে প্রায়শঃ গোবধ নাই। বৈদিক বাগবজ্ঞাদিতে আছে। মাংসাষ্টক গোতিল গৃহস্থেরেও গোমাংসদ্বারা কপ্তিবীর বিধান দেবিত্তে পাই। এই তিন কর্মের মধ্যে বিবাহে বিরুদ্ধ অমূল্য ব্যবস্থা চলিতেছে। আতিথা এবং পিতৃকর্মে মাংস বাবহার ত দুবের কথা, গরুর নামটা উচ্চারণ করিতেও শুনা যায় না।

সুপ্তাং রুদতী নিক্ষ্রান্তাং বরণে

পরিবর্জ্যয়েৎ । ১০

বিবাহের কন্তাবরণে যে কন্তা নিদ্রিতা এবং যে কন্তা রোরুদামানা ওরে কন্তা গৃহ হইতে নির্গত হইয়া দৌড়াইয়া যাইবে, সেই সেই কন্তাকে পরিত্যাগ করিলে। পিতামাতা কন্তার মতামত লইয়া অথবা তাহাদের অভিপ্রায়ের অধীন থাকিয়া বিবাহাদি দিবেন, এরূপ সিদ্ধান্ত আর্ষ্যশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অঙ্গমোদিত ন্য হইলেও যে বিবাহে কন্তার অথবা পুত্রের উপহিত অথবা ভাবী লক্ষ-

খের কারণ থাকে, সেইরূপ বিবাহ দিতে পুত্র-কল্যাণকামী পিতার এবং মাতার কোন দিনই কর্তব্য বলিয়া বোধ ছিল না। যে কন্যা বরণ জন্ত গ্রহণ করিতেগেলে শুইয়া পড়ে, অথবা রোদন করে, কিম্বা ছুটিয়া পলাইতে চায়, সে কন্যার ঐ বিবাহ দেওয়া অসম্ভব, কারণ ঐ বিবাহে সে নিজের কোনও অসম্ভবের আশঙ্কা করিয়াছে। রোদনাদি অলক্ষণ সংঘটিত হইলে, শুভ কার্যো বাধা উপস্থিত হয়, আর্থাশাস্ত্রে এরূপ কথা অনেক স্থানে অক্ষুণ্ণ। অতএব সর্বথা ঐ কন্যাকে বিবাহে বরণার্থে গ্রহণ করিবে না। বৃত্তিকার বলেন “পরিগ্রহণ মত্যাং প্রতিষেধার্থঃ” বর্জ্যেৎ বলার উদ্দেশ্য তিনি বুঝাইতে চাহেন। ভ্যাগ করিলে বলিলেই যথেষ্ট হইত, পরিত্যাগ পর্যন্ত বলিবার হেতু এই যে, কখনও ঐরূপ কন্যা গ্রহণ করিবে না। একান্ত দৃঢ়রূপে নিষেধ করাই এখানকার তাৎপর্য। একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, সুকৃতিত্ব সবে বিবাহ দিলে, তাহার হৃৎখের কারণ হইবে। আমার অনভিমতে যদি কেহ আমার মঙ্গলজনক কার্য্য করিতেও চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সংস্কার বলে ঐ কার্য্যো আমি প্রকৃতরূপে মানসিক শাস্তি লাভ করিতে পারিব না। উহার গুণও আমার চ'পে ঘোষ দেখাইবে।

বিবাহে অপার নিষিদ্ধ কন্যার উল্লেখ করা যাইতেছে। এই নিয়মগুলির পূর্বে বিচার করা হইত বলিয়া বোধ হয়, বাতি-চারের সংস্কার জানা যায় না, তবে অধুনা, ইহার মধ্যে অনেকগুলি সত্ত্ব হইলে প্রতি-

পালিত হয়, আবার স্থান বিশেষে, অনেক-গুলিই উপেক্ষিত হয়, দেখিতে পাই। ফলতঃ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে পরিত্যাগ করাই ভাল।

দত্তাং গুপ্তাং দ্যোতাম্ মভাং শরভাং
বিনতাং বিকটাং মুগ্ধাং সপ্তমিকাম্
সাংকারিকাম্ রাতাং পালীং স্মিত্রাং
স্বনুজাং বর্ষকরীং চ বর্জ্যয়েৎ । ১১

যে কন্যা দত্তা অর্থাৎ অপরকে দান করা হইয়াছে, সেই কন্যা বিবাহে পরিত্যাগ করা উচিত। ঐরূপ যে কন্যা গুপ্তা অর্থাৎ প্রযত্নরক্ষিতা (যাহাকে দৃঢ়রূপে রক্ষা করা হয়, তাৎপর্য্যতঃ যাহার প্রতি দুর্নীতির আশঙ্কায় শাসনে রাগিবার কঠোর বন্দোবস্ত হইয়াছে) তাহাকেও পরিত্যাগ করিবে। আর যে কন্যা দ্যোতা অর্থাৎ বিষমদৃষ্টি (যাহাকে সাধারণতঃ টেরা বলা হয়) আর যে কন্যা স্মিত্রা অর্থাৎ ঋষভশীলা (ঋষভের মত অর্থাৎ যাপার পুরুষের মত চরিত্র); অনেক স্ত্রীলোকের আচার-বাবহার পুরুষের মত, তাহাতে জ্ঞানভাব সুলভ ধর্ম্ম গুলি নাই) এবং যে কন্যা শরভা, (যাহাকে লাভ করিবার জন্ত হৃৎচরিত্র পুরুষেরা সর্বদা প্রার্থনা করে, এবং যে নিজেও মনে মনে হৃৎচরিত্র পুরুষের মঙ্গ প্রার্থনা করে, তাহার নাম শরভা) তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। বিনতা অর্থাৎ নতগাত্রা (বঁড়ে) কিম্বা কুন্ডা কচ্ছাও পরিত্যজ্য। যে কন্যা বিকটা অর্থাৎ বাটার জন্মান্দেহ অতি সূপ এবং বিজীর্ণ কিম্বা যে কন্যা দেখিতে ভয়করা, বিবাহে তাহার পরিত্যাগ আবশ্যক। যে কন্যা মুগ্ধা (বুদ্ধিভ্রমশা,

অর্থাৎ বাহার মাথার চুল মুড়াইয়া ফেলা হইয়াছে।) এবং যে কস্তা মণ্ডুবিলা (বাহার শরীরের চর্ম মণ্ডুক অর্থাৎ ত্তকের, মত অমসৃণ) ও যে কস্তা সাংকারিকা (কুলান্তরে জাতী অথবা যে কুলান্তরের অপত্য প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ অপরের পালিতা পুত্রী) কিম্বা যাহাকে রাতা অর্থাৎ রহিশীলা (কামুকী) বলিয়া নিশ্চয় করা যায়, সে সকল কস্তার বিবাহে পরিবর্জন আবশ্যিক। পালী অর্থাৎ পশুপালয়িত্রী (প্রাচীন কালে কস্তা-পণের উপর পশু প্রতৃতির পালন-দোহনাদি ভার অনেক সময়ে অর্পিত থাকিত) কস্তাকে ভাগ করা আবশ্যিক। যে কস্তার অনেক-গুলি মিত্র, তাহাকেও পরিত্যাগ করা একান্ত দরকার। আর যে কস্তা স্বমুখা, অর্থাৎ বাহার অমুখা (ছোট ভগিনী) বড় সুনন্দী, তাহাকেও বিবাহ করিতে নাই। এখানে সুত্রকার মহাশয়ের অভিপ্রায় অল্পেই আবিষ্কৃত হয়। বৃত্তিকার সুদর্শনাচার্য্যও স্পষ্টাকরে বলিয়াছেন, “শোভনায়ামমুখায়াঃ কদাচিত্ প্রমাদঃস্তাৎ” যদি শ্রালিকাটা সুনন্দী হয়, তবে ভগিনীপতি অনায়াসে একটা প্রমাদ ঘটাইয়া বসিতে পারেন। সমাজে শ্রামাদীর ছোট-গোরাঙ্গী-ভগিনী ভগিনীপতির সতিত প্রমাদ সংঘটন করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত অসম্ভব নহে। মোটের উপর বিপৎপাতের সম্ভাবনা দেখিয়া, জানিয়া ত্বরিত করাতা-ঠিক নহে। বর্ষকরী কস্তার পরিবর্জন আবশ্যিক। বর্ষকরী কথাটার অর্থ লইয়া একটা গোলযোগ আছে। তাহাতে বর্ষকরী ও উল্টিয়া যায়। যে কস্তা বয়ের জন্মগ্রহণের এক বৎসর পূর্বে জন্মিয়াছে,

তাহাকে অনেকে বর্ষকরী বলেন। তাঁহাদের মতে জন্মের ২।৪ মাস পূর্বে জন্মিলেও বিবাহ হয়, কিন্তু তাহা চম্পানের, অতএব এইরূপ অর্থ সম্ভব হইতে পারে না, তাঁহা অনেকে বলেন। তাঁহাদের মতে বর্ষ অর্থাৎ বয়ের জন্মের পূর্বে যে কস্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ যে বয়ের বয়োজ্যেষ্ঠা (৩ মাস, ৫ দিন, এক বৎসরের বিশেষ নাই) তাহার বিবাহ, সে বয়ে দিতে নাই। কেহ কেহ বলেন, বয়ের জন্ম বৎসরে যে কস্তা জন্মে, সে বর্ষকরী। ইহাদের অভিপ্রায়মত বর্ষকরী চম্পানে অধিক স্থানে সংঘটিত হয় না। বয়োজ্যেষ্ঠার সহিত বিবাহও সুচারুকৌশিল্যপ্রথার ফলাফলে আমাদিগকে দর্শন করিতে হইতেছে। সম্বৎসরত দুয়ের কথা, দশবৎসর পর্য্যন্ত বয়সের জ্যেষ্ঠা কস্তার পাণিগ্রহণ কস্তাপেক্ষা দশবর্ষ নূন বয়স পাওয়ার দ্বারা হইতেছে! শাস্ত্র আর জীব-ধাকিয়া কই পান কেমন? বর্ষকরীর আর একটা অর্থ আছে। স্বদেশীলা অর্থাৎ বাহার অতিশয় ঘর্ম্ম হয়, সে কস্তাও বিবাহে পরিত্যজ্য। অতিশয় ঘর্ম্ম হইলে শরীরে দুর্গন্ধ এবং তাহা দ্বারা রোগ অনুমান করা যায় ইহাই ত্যাগের কারণ। সুদর্শনাচার্য্য দত্তা শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, অস্ত্রের প্রতি বাগ্দত্তা অথবা হাতে অণ লইয়া দান করিলাম, এইরূপে প্রতিপাদিত। ফলতঃ ঐ কস্তার পূর্বে বিবাহার্থ সম্প্রদান সিদ্ধ হউক, অথবা বাগ্দান পর্য্যন্ত হইয়াই থাকুক, সে কস্তা বিবাহে বর্জনীয়। আঁজ কাঁল বাগ্দান উঠিয়া গিয়াছে। আসন হইতে বিবাহ-গভার কর উঠিয়া চলিলেন, অপরের সহিত বিবাহ হইল, ইহাও দেখা বাইতেছে।

সুদর্শনাচায়া দোস্তা শব্দের বাখায় বলেন, পিঙ্গাকী (মাহার চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ) কচ্ছাকেই দোস্তা বলা শাস্ত্রকারের অভি-
প্রেত। তিনি আরও বলেন, মাহার গমন
ঋত অর্থাৎ বৃষের মত সে ঋষভা, অথবা
মাহার ঘাড়ে চব্বের মত ককুদ আছে, সে
ঋষভা। শরভা শব্দে তিনি নিশ্চিন্তা অথবা
নীলবর্ণ লোমবিন্দিতা নারীকে বুঝিয়েছেন।
মুণ্ডা বলিলে, মাহার চুল উঠে নাট, তাহাকেও
বুঝা উচিত, ইহা সুদর্শনের সুস্মরণন। ইনি
“বামনা” শব্দটী স্মরণে নিবন্ধ করেন এবং দক্ষাঙ্গা-
(মাহার শরীর পুড়িয়া গিয়াছে) কে বামনা
বলেন। সাংকারিক অর্থে তিনি বলেন,
যে কচ্ছা গর্তুর থাকাসবে মাতা নামি-
বিরোগ প্রাপ্ত হন, তাহার নাম সাংকারিকা।
“কন্দুকা” শব্দটীও তিনি স্মরণে লিখ করেন।
ঔহারি বাখায় বলেন—কন্দু-ক্রীড়া
শাগিনী ঋষভা ঋতুস্রাতা কচ্ছাকে কন্দুকা
বলা যায়। মহর্ষি মনু বসময়েও নিষিদ্ধ
কচ্ছাগণের মধ্যে ইহার উল্লেখটীকে
দেখিতে পাই।

“নোদ্রহেৎ কপিলাং কচ্ছা নাবিকাস্তীং
ন বোগিনীং, নালামিকাং নাতিগোমাং
ন বাচাটাং ন পিঙ্গাং।

মহুসংহিতা ৩য় অধ্যায় ৮ম শ্লোক।

কপিলা অর্থাৎ মাহার কেশ কপিলবর্ণ,
সেই কচ্ছা এবং মাহার অঙ্গ-বুদ্ধি আছে,
(সেমন একহাতে চয় আঙ্গুল) সেই কচ্ছা
ও চিরবোগিনী, ইহাদিগকে বিবাহ করিবে
না। মাহার শরীরে অধিক লোম, তাহাকে,
এবং লোম নাই, এরূপ কচ্ছাকে বিবাহ
করিবে না। যে পুরুষের লিঙ্গিত বৈশী কচ্ছা

বলে, তাহাকে এবং পিঙ্গলাক্ষী নারীকে
বিবাহ করা অচ্ছায়। ধর্মশাস্ত্র-রচয়িতা
মহর্ষিগণের আদেশ শিরোধার্য ও মর্কণ্ড
প্রতিপালনীয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে
একটু চিন্তায় আকুল হইতে হইতেছে। যে
সমস্ত লক্ষণ নিষিদ্ধ, মহর্ষিগণের মতে সেই
মকল কচ্ছাকে বিবাহে পরিত্যাগ করা হইল;
এখন বিবেচনা করা আবশ্যিক, এই মকল
লক্ষণের অন্ততঃ একটীও মাহাতে আছে, সে
কচ্ছার বিবাহ হওয়া উচিত কি না।
দেখিতে গেলে, এই মকল দোষ-লক্ষণ একে-
বারে একটীও নাই, এমন কচ্ছা পাওয়া চর্যট;
পাইলেও বিবাহ-যোগ্যস্থানে পাওয়া যায়
না। এ অনস্থায় পুরুষ কি জৈবের পবিত্র আঞ্জা
প্রতিপালনে উদাসীন থাকিবে? না—এই
মকল কচ্ছা আজীবন অবিবাহিতভাবে
কাল অতিবাহিত করিবে? সমাজ এ আদেশ
ভুলিতে প্রস্তুত নহেন; ভুলিতে গেলে, বহু-
সংখ্যক নারী এবং বহু নর জাগতিক
ব্যাপারে সংস্কষ্ট থাকিয়াও বিবাহসংস্কারে
বঞ্চিত থাকে। এই বিবাহবিভ্রাট শাস্ত্র-
কারেরা চিন্তা করিয়াছিলেন কি? আমরা
বলি, ভাবিয়াই নিষিয়াছেন। ঔহারি
সমাজকে বিবাহে বঞ্চিত হইতে বলেন না।
তবে বলেন, এইরূপ কচ্ছা-বিবাহ সমাজের
সম্মেলের জ্ঞান নহে। ঐ মকল নিবিদ্ধ কচ্ছার
বিবাহ সমাজে প্রচলিত থাকার, সামাজিক-
কেরাও জনবরত তাহার বিধময় ফল ভোগ
করিতেছেন। স্বাধীরা বলেন, যদি এমত
বিবাহ দা করা হয়, তবে ঐ মকল কচ্ছার
বহুগায় মৃত্যু হইতে যেন। স্বাধীগণের আরও
অভিপ্রায়, ঔহারিদের অভিপ্রেত পাচারবান্ধ

বিধান সঙ্গশজ সুপুরুষ বর এক্রপ কত্যা-
গণকে বিবাহ করিলে দোষের হয়। যদি
যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন হয়, তাহা
অনিবার্য, শাস্ত্র সেখানে নিরুত্তর। 'বিক-
লাঙ্গ ব্যক্তি বিকলাঙ্গী নারীকে বিবাহ করে,
তাহাতে শাস্ত্রের মতঃমত নাই। শাস্ত্র বলেন,
পূর্ণাঙ্গবর অঙ্গরাবয়বিনী নারীকে বিবাহ
করিলে, বিকলাঙ্গীকে নহে। ইহাতে বিক-
লাঙ্গ পুরুষের বিকলাঙ্গী কত্যা বিবাহ করার
নিষেধও নাই, বিধানও নাই। স্বতন্ত্রাতার বিবাহ
নিষেধ করার আমাদের আবার সেই "গৌরী"
"রোহিণী"র কথা মনেপড়ে। প্রকৃতপক্ষে স্বত-
ন্ত্রাতার প্রতিসন্দেহ হইবার কথা। রাতা রম-
ণীকে পরিত্যাগ করাসমত। কামুকীর বিবাহের
পরিণাম অনেক স্থানে বিসদৃশ হইয়া দাঁড়ায়।
আধিক বয়সকে বিবাহ করিলে নানা রোগ
ও অশান্তির কারণ থাকে, ইহা চিকিৎসা-
বিজ্ঞানেরও অমুমোদিত। পুরুষ সমবয়সকার
সহিত বিবাহীত হইলেও অপেক্ষাকৃত আশ-
ঙ্কার কারণ। বরের অপেক্ষা কস্তার বয়স
কম হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। আপাত্ত হইতে
পারে যে, বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীকে বিবাহ করি-
য়াও অনেকে অনেক সুপুত্র উৎপাদন
করিতে পারিয়াছেন। বিবাহ পুরাত্নে; যদি
সেই মুখ্য উদ্দেশ্যই রক্ষিত হইল, তবে
এ কস্তার বিবাহে বর্জন যুক্তিসম্মত নয়।
আমরা ইহার প্রত্যুত্তরে বলিব, বয়ো-
জ্যেষ্ঠা, তির স্ত্রীয়া, বিবধা অথবা কুলটাকে
বিবাহ করিয়াও অনেকে সুপুত্র প্রাপ্ত হইতে
পারেন, কিন্তু মনে রাখা উচিত, কোনও স্থানে
নিয়ম ভঙ্গ হইলে, তাহা নিয়মের ব্যভিচার
মাত্র, তাহা স্বতন্ত্র নিয়ম নহে। ঐরূপ একটা

দুইটার অমুকরণ করিতে সমাজ চাহে না।
অনেককে লইয়া অনেক স্থানে যে
নিয়ম খাটিতেছে, সমাজ তাহাকেই আদর্শ
করিলে। নিয়মের চাই একটা ব্যভিচারকে
আদর্শরূপে গ্রহণ করিলে, সমাজের আচার
ব্যভিচারে পরিণত হইবে মাত্র। যারাস্তরে
অপর কথা বলাযাইবে। (ক্রমশঃ)

কশ্চিদ্ ব্রহ্মচারিণঃ।

সাংখ্য দর্শন ।

(ঐশ্বরকৃষ্ণকৃত কাণ্ডিকা)

(পূর্নাসূত্রতা।)

উহঃ শব্দোঃধ্যয়নং ছুঃখ বিঘাতাস্ত্রয়ঃ

সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ ।

দানঞ্চ সিদ্ধয়োহঁচৌ সিদ্ধেঃ পূর্বেবা-

হক্ষু শাস্ত্রিবিধঃ । ৫১

পদপাঠঃ । উহঃ । শব্দঃ । অধ্যয়নং ।

ছুঃখবিঘাতাঃ । ত্রয়ঃ । সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ । দানং ।

চ। সিদ্ধয়ঃ । অচৌ । সিদ্ধেঃ । পূর্বেঃ । অক্ষুশঃ ।

ত্রিবিধঃ ।

ব্যাখ্যা । উহঃ—সিদ্ধির নাম বিশেষ ।

শব্দঃ—এক প্রকার সিদ্ধি । অধ্যয়নং—ইহাও ।

সিদ্ধির নাম । ছুঃখবিঘাতাঃ—ছুঃখের বিনাশ ।

ত্রয়ঃ—তিন প্রকার । সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ—সিদ্ধির

এটাও একটা নাম । দানং—সিদ্ধির নাম ।

চ—এবং । সিদ্ধয়ঃ—সিদ্ধি সকল । অচৌ—

আট প্রকার । সিদ্ধেঃ—সিদ্ধির । পূর্বেঃ—

পূর্নোক্ত অর্থাৎ প্রথমে কথিত । (তিনটা)

অক্ষুশঃ—আকর্ষক অথবা বিক্ষেপক ।

ত্রিবিধঃ—তিন প্রকার ।

বন্দ্যার্থঃ। উহ, শব্দ, অধ্যয়ন, সুহৃৎ-প্রাপ্তি, দান, এবং ত্রিবিধ হুঃখ বিনাশ—তিন প্রকার (সিদ্ধি)—এই ত্রিবিধ সিদ্ধি। ইহার মধ্যে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ পদার্থ (অশক্তি, তুষ্টি, বিপর্যয়) সিদ্ধির প্রতিবন্ধক।

বিশদব্যাখ্যা।—তুষ্টির কথা বলা হইয়াছে, এখন সিদ্ধির বিষয় কথিত হইতেছে। উহ, শব্দ, অধ্যয়ন, দান, সুহৃৎপ্রাপ্তি, প্রসোদমুদিত, সোদমান, এই আটপ্রকার শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধি। ইহার মধ্যে গোণ-মুখ্য ভেদ আছে। আধ্যাত্মিক, আর্থিকোক্তিক ও আর্থিকৈবিক, এই হুঃখ-জয়ের বিনাশকল্প সিদ্ধি তিনটাই মুখ্যসিদ্ধি। কেন না জগতের জীব প্রধানতঃ হুঃখ নিবারণই প্রার্থনা করে। ঐ হুঃখবিনাশই জীব-জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম শাস্তিকর। শাস্ত্রে উহাই মুক্তি নামে পরিচিত হইতেছে। অপর যে সকল সিদ্ধি জীবের অদৃষ্টগুণে সংঘটিত হয়, তাহার কেহই ঐ প্রধান সিদ্ধির তুল্য নহে। অনেকেই হুঃখ বিনাশের উপায় মাত্র। অপর পাঁচটা গোণ সিদ্ধির মধ্যে কেহ কাহারও কারণ এবং কেহ কাহারও কার্য বলিয়া প্রতীত হয়। অধ্যয়ন-সিদ্ধিই প্রথম-সিদ্ধি। যথাবিধি গুরু-মুখ, হইতে অধ্যাত্ম-বিদ্যার অক্ষরস্বরূপ গ্রহণই অধ্যয়ন। সনস্ত সিদ্ধির প্রথমেই ‘অধ্যয়ন আবশ্যক। অধ্যয়ন-সিদ্ধির অস্ত্র নাম তার। তাহার পর শব্দসিদ্ধি। অধ্যয়নে অক্ষরগ্রহণ, শব্দসিদ্ধিতে ঐ শব্দের অর্থজ্ঞান। শব্দ সিদ্ধির নাম ‘সুতার।’ অক্ষর-পাঠ ও তাহার অর্থজ্ঞান, এই উভয় প্রকারে অধ্যয়নকে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার প্রথম-ভাগের নাম অধ্যয়নসিদ্ধি ও শেষভাগের নাম শব্দসিদ্ধি। তৃতীয় সিদ্ধির নাম উহ। উহ শব্দের

অর্থ তর্ক। শাস্ত্রের অহুমোদিত তর্কের সাহায্যে শাস্ত্রীয় পদার্থের প্রামাণ্য বিচারের সিদ্ধান্ত করার নাম এখানে উহসিদ্ধি। বিচার পূর্বক সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইলে, পূর্বপক্ষের যুক্তির আলোচনা ও তাহার সংশয়াদি নিরসন করা আবশ্যক। ইহাকে মনন বলা যায়। মনে মনে তর্ক-বিতর্কদ্বারা কোনও বিশ্বাসকে হৃদয়ে সুদৃঢ় করিতে পারিলেই মনন করা হইল। সুপ্রসিদ্ধ ছায়াচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন, স্বতঃসিদ্ধ অসুভবসিদ্ধ পদার্থে সংশয় না থাকিলেও, তদর্থে যুক্ত্যাদির অবতারণা কেবল মনন মাত্র। এই উহ সিদ্ধির নাম ‘ভাস্ততার।’ চতুর্থ সিদ্ধি—সুহৃৎপ্রাপ্তি। নিজের বুদ্ধি অহুসারে তর্কেরদ্বারা যে মীমাংসা করা যায়, অনেক সময়ে স্বীয় সামর্থ্যে বিশ্বাস না থাকাবশতঃ, সেট মীমাংসারও অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হয় না। তখন কোনও সুবিধান ব্যক্তির নিকট হইতে ঐ বিষয়টির সত্যতা বুদ্ধিলাগণ্য আবশ্যক হয়। ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎই সুহৃৎপ্রাপ্তি। জ্ঞানী সকলেরই আত্মীয়, তাঁহার অন্তঃকরণ সূন্দর, কাজেই তিনি জগতের সুহৃৎ। এরূপ সুহৃদের (মহাপ্রাণ সাধকের) নিকট গমন করিয়া, তাঁহার অহুগ্রহ লাভ সুহৃৎপ্রাপ্তি-সিদ্ধি। ইহার অপর একটা নাম ‘রম্যক।’ সাধকের নিকট এই সিদ্ধি বড় রমণীয়। পঞ্চম সিদ্ধি—দান। বিবেকের প্রবাহ যখন স্বচ্ছভাবে ধারণ করে, তখন বিবেকের বিমলতা স্বরূপ সেই সিদ্ধিকে দান-সিদ্ধি বলা যায়। নিরন্তর অধ্যাসবশে জ্ঞানের পরিপকতাই এই অবস্থা। যখন বারবার আলোচনা করার, জ্ঞানের আলোকে

অন্তঃকরণের অঙ্ককার রাশি বিলীন হয়, তখন সেই নিরাবোধ নিষ্কল বিবেকশ্রোত বহিতে থাকে, উহাই সাধকের প্রাপ্তের বলু—প্রধান অবলম্বন। এই সিদ্ধির নামান্তর 'সদামুদিত।' পাঁচটা গোপ সিদ্ধির নাম রাগিতেও শাস্ত্র-কারগণ অসাধারণ ধিষণার পরিচয় দিয়াছেন। প্রথম সিদ্ধির নাম—তার। (তার-রতি ইতি ব্যুৎপত্ত্য।) সাধককে বিপৃঙ্কাল হইতে ত্রাণ করে বলিয়াই 'তার' নাম। তাহার পর সূতার। তারণ বিষয়ে 'তার' অপেক্ষা এ সিদ্ধির সৌন্দর্য্য এবং সামর্থ্য আর একটু অধিক, কাজেই নাম—সূতার। তদপেক্ষা তারতারের স্থান আর একটু উচ্চে। তার-সিদ্ধি হইতেও তার অর্থাৎ উন্নত অথবা উৎকৃষ্ট, ইহাই নামের রহস্য। তাহার পর চতুর্থ সিদ্ধির নাম 'রম্যাক' রাগিবার উদ্দেশ্যে এই যে, সাধকের মন এই সিদ্ধিতে আগ্রহের সহিত রমণ করে। পঞ্চম সিদ্ধির নাম: সদামুদিত; সাধকও তখন সদা মুদিত অর্থাৎ সদানন্দ। সূখা সিদ্ধি কমটার নাম,—প্রমোদ, মুদিত, মোদম'ন রাখাই সুরিনেচকের কার্য হই-রাছে, কারণ যদি ত্রিবিধ ত্রঃখেরই বিনাশ হইল, তখন সাধকের আনন্দ বই আর রহিল কি? আনন্দময় সাধক তখন আনন্দ-সলিলে জন্মের ত্রিতাপ-বহন নির্বাপিত করিয়া সুশীতল হইয়াছেন। বিপর্যায়, অশক্তি, তুষ্টি, এই তিনটা সিদ্ধির অঙ্কশ। তাহার কারণ, বিপর্যায় বিবেক-জ্ঞানের চির শত্রু, কাজেই বিপর্যায় সিদ্ধির বাধা জন্মায়। অশক্তি লক্ষণ সিদ্ধিরই প্রতিবন্ধক। সামর্থ্য না থাকিলে কিছুতেই কৃতকার্য হওয়া যায় না। তুষ্টিও সিদ্ধির প্রতিবন্ধকরণ করে। কোনও

বিষয়ে তুষ্টি হইলে তাহার প্রকৃত তত্ত্ব অনু-সন্ধান করিয়া উঠা যায় না। বাহ্য আকার কাছে ভাল লাগে, স্বভাবের শক্তিতে আমি তাহার গুণে মোহিত, তাহার দোষের ভাগ আমার চখে পড়ে না। কিছুই উপর তুষ্টি হওয়াই অস্তায়। আসক্তিতে মোহ উৎপা-দন করে। কোনও কোনও আচার্য্যের মতামুসরণ করিলে সিদ্ধির অস্ত্র প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। উহ অর্থ ক্ষুরণ। অভ্যাসাদি ব্যতীত আয়ত্নজ্ঞানের পূর্ব জন্ম-জিজ্ঞিত কর্মবলে অর্থ পরিক্ষুরণ, তাহার নাম উহ। শাস্ত্রে একরূপ অনেক আধ্যাত্মিক আছে, বাহ্যতে অবগত হওয়া যায়, ইহা অন্বে অভ্যাসাদিরহিত ব্যক্তিরও স্বয়ং জ্ঞানোদয় হইয়াছে। অপর কেহ গুরুর নিকট অধ্যাত্ম-শাস্ত্র পাঠ্য করিতেছে, ঐ পাঠ্য শ্রবণ করিলে, যদি সেই উপদেশ গ্রহণ করিয়া, কাহারও কখনও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তবে সেখানে সেই জ্ঞানক্ষুরণসিদ্ধিশক শ্রবণ করিয়াই হই-য়াছে বলিয়া, তাহারও নাম হয় শকসিদ্ধি। তাহারপর অধ্যয়ন; রীতিমতভাবে শাস্ত্রোক্ত ব্যবহার প্রতিপালন করিতে করিতে পুরুষ নিকট স্বাধায়াভাস করাই অধ্যয়ন। অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানোদয় হইলে, সেই সিদ্ধিকে অধ্যয়নসিদ্ধি বলে। আয়ত্নতত্ত্ববিৎ সূচক্কে প্রাপ্ত হইয়া দৈবাৎ ভাগ্যক্রমে কাহারও জ্ঞানক্ষুর্তি হইলে, সেই সিদ্ধির নাম সূচক্প্রাপ্তি। দানসিদ্ধির লক্ষণে এ আচার্য্যের মতে একটু নূতনত্ব আছে। ইনি বলেন, দান সিদ্ধির কারণ, দান-নিমিত্ত যে জ্ঞান হয়, তাহাকে দানসিদ্ধি বলে। কোনও জ্ঞানীকে আমি বহু অর্থ দানে

করিলাম,তিনি আমার সদ্ব্যবহারে প্রীত হইয়া আশ্রিত্বের যথার্থ রহস্য আমাকে বুঝাইয়া দিলেন । এ জ্ঞানপ্রাপ্তির কারণ—দান । অনেকে এ সিদ্ধান্তে সংশয় প্রকাশ করিতে পারেন । জ্ঞানীর আবার দানের আকাঙ্ক্ষা কি ? পাইলেইবা পরিতুষ্টি কি ? শাস্ত্র স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, যিনি লাভে এবং অলাভে সমান চিন্তিত, পাইলেও দৃষ্ট হননা, না পাইলেও ক্লিষ্ট অথবা কষ্ট হন না—তিনিই যথার্থ জ্ঞানী । এখানে একটু প্রণিধান আবশ্যিক । মনেকরা দয়াকার, আপনীর কোনও আকাঙ্ক্ষা না থাকুক,জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য জ্ঞানীর আকাঙ্ক্ষা আছে । আপ্তকাম পরমেশ্বরও জীবের ক্রন্দনে কর্ণপাত করিয়া দুঃখ বিনাশের ব্যবস্থা করেন, একথা আন্তিক শাস্ত্রে অনেক স্থানে আছে ; জ্ঞানীও পরে । যে সকল সাধু সন্ন্যাসী নিঃস্বপ্ন জন্ত অর্থ গ্রহণ করা বিষ্ঠা-গ্রহণের মত অকর্তব্য মনে করেন,ভূনাথায়,দেশীয় রাজস্ববর্গের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা ই চর্গম পর্কত-প্রদেশের পথ ও সেতু প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়াছেন । পরহিতৈষণা উদ্দীপিত না হইলে জ্ঞানীর জ্ঞান ব্যথা । যাহা জগতের কোনও কাজে আসে না, এরূপ জ্ঞান আর্ধ্য-শাস্ত্রে অদ্বিত নহে । আর্ধ্য-শাস্ত্রে মহামহিম কৃষ্ণ বলিতেছেন,—

উৎসীদেয়ুরিগেলোকানকুর্গ্যাংকর্ষচেদহং ।

শঙ্করস্ত চ কর্তা শ্রামুপহস্তামিমাঃ প্রজাঃ ।

যদি আমি কর্ষ না করি, তবে আমার দৃষ্টান্তে এই জগতের সকলেই ঘৃণা কর্ষ পরিভ্যাগ করিয়া লোক উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে । শঙ্করের (কুবীর পরিণাম

অবৈধ সম্ভান উৎপাদন,তাঁহাই শঙ্কর প্রার্থার মূল) কর্তা আমিই হইব । এই সকল প্রাণিগণ আমা হইতে কলুষিত—অর্থাৎ না বুঝিয়া আমার পথে চলিতে বাইয়া জগৎকে মগ্নি করিয়া তুলিবে । বস্তুতঃ জগতের ইহাই একটা নিয়ম,শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্ষ দেখিয়া অপর সকলে স্বীয় স্বীয় কর্তব্যের অবধান করুক । দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্থানে কোনও একজন, অশিক্ষিত ব্যক্তি স্থানীয় আচারের হর্তাকর্তা, সেখানকার লোকে অকুণ্ঠিত ভাবে তাহাদের নেতার অনুসরণ করে । হয়ত অপর পক্ষে তাহাদের সেই ব্যবহার যারপরনাই জঘন্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইল । ফলতঃ ভগবানও লোক-সংগ্রহার্থে কর্ষ করেন । সাধু-কর্ষ করিলে দোষ কি ? পরোপকার ব্রত অবলম্বন না করিলে জ্ঞানীর জ্ঞানের গরিমা কি ? অতএব পূর্বোক্ত ব্যাখ্যায় দোষাশঙ্কা নাই । “পূর্বোইহকুশস্ত্রিবিধঃ” এই অংশের ব্যাখ্যায় এই আচার্য্য বলেন, পূর্ক তিনটা, অর্থাৎ উহ, শব্দ ও অধ্যয়নরূপ ত্রিবিধ সিদ্ধি মুখ্য সিদ্ধির আকর্ষক । অকুশল্যারা আকর্ষণ করিয়া কোনও বস্তু নিকটে আনা যায় । এই তিনপ্রকার সিদ্ধিও পরবর্তিশ্রেষ্ঠসিদ্ধিকে আকর্ষণ করিয়া আনে । ইহার এরূপ ব্যাখ্যায় মূল রহস্য আর কিছু নয়, কেবল পূর্বোক্ত মতের অল্পপুরুত্ব বিবেচনাই কারণ । তুষ্টি সিদ্ধির বিরোধী, তুষ্টিই অতাব অশক্তিও সিদ্ধির প্রতিবন্ধক । কোনও পদার্থ, এবং তাহার অভাব, এই দুইটাই একটা কার্য্যে প্রতিবন্ধক হইতে পারে, এরূপ করণ্য অজ্ঞার, ইহা মনে করিয়াই

আচার্য্য মহোদয় পুঙ্খানুপুঙ্খ অন্বেষণ করিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। প্রত্যয়সর্গ বর্ণিত হইল।

ন বিনা ভাবৈলিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন
ভাবনির্বৃতিঃ ।

লিঙ্গাখ্যাভাবাখ্যশ্চ তস্মাদ্ দ্বিবিধঃ
প্রবর্ত্ততে সর্গঃ । ৫২

পদপাঠঃ । ন । বিনা । ভাবৈঃ । লিঙ্গং ।
ন । বিনা । লিঙ্গেন । ভাবনির্বৃতিঃ ।
লিঙ্গাখ্যাঃ । ভাবাখ্যাঃ । চ । তস্মাৎ । দ্বিবিধঃ ।
প্রবর্ত্ততে । সর্গঃ ।

ব্যাখ্যা । ন—হয়না । বিনা—ব্যতীত ।
ভাবৈঃ—প্রত্যয়সর্গ । লিঙ্গং—তন্মাত্রসর্গ ।
ন—হয়না । বিনা—ভিন্ন । ভাবাখ্যাঃ—
ভাব এই নামক প্রত্যয়সর্গ । চ—ও ।
তস্মাৎ—সেই নিমিত্ত । দ্বিবিধঃ—দুই-
প্রকার । প্রবর্ত্ততে—প্রবৃত্ত হয় । সর্গঃ—
সৃষ্টি । (পরস্পরের অপেক্ষা আছে বলিয়া
দ্বিবিধ সৃষ্টিরই আবশ্যকতা আছে ।)

বঙ্গার্থঃ । বুদ্ধিসৃষ্টি ব্যতীত তন্মাত্র
অর্থাৎ ভৌতিক সৃষ্টির পূর্ণতা হয় না, আবার
তন্মাত্রসৃষ্টি ভিন্নও বুদ্ধিসৃষ্টির স্বরূপ-নির্পত্তি
হয় না, উভয়ই উভয়বিধ সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয় ।

বিশদব্যাখ্যা । এখানে আশঙ্কা উপস্থিত
হইতেছে যে, উভয়প্রকার সৃষ্টির আবশ্যকতা
কি ? পুরুষার্থ সম্পাদনের জন্ত সৃষ্টি । সৃষ্টি
না হইলে ভোগ ও মোক্ষ, এই উভয়-
বিধ পুরুষার্থের কোনওটা সূক্ষ্ম হইতে
পারে না, সত্যবটে; কিন্তু তন্মাত্রসৃষ্টি অথবা
বুদ্ধিসৃষ্টি, ইহার যে কোনটার দ্বারা পুরুষার্থ-
সম্পাদন চলিতে পারে; দ্বিবিধ সৃষ্টি কেন ?

কারিকার এই প্রশ্নের উত্তরই দেওয়া হই-
তেছে। এই দুইটা সৃষ্টি পরস্পরকে অপেক্ষা
করে। তন্মাত্র-রচিত শরীরাদি না থাকিলে
বুদ্ধি ও ইঞ্জিয় সকল থাকিবে কোথায় ?
লিঙ্গ শরীর অনুমান করিবার সমস্ত প্রদর্শিত
হইয়াছে, বুদ্ধি ও ইঞ্জিয়গণের একটা ভৌতিক
আধার চাই, নচেৎ তাহাদের কার্য্যকারিতার
বিলোপ হয়; অতএব বুঝা বাইতেছে, বুদ্ধি-
সৃষ্টি তন্মাত্রসৃষ্টিকে অপেক্ষা করে। আবার
বুদ্ধিশূন্য শরীরের কিছুই কার্য্য থাকিতে
পারে না বলিয়া—তন্মাত্রসৃষ্টিও বুদ্ধিসৃষ্টির
সহায়ত্ব প্রার্থনা করে। শর্কাদি বিষয় ও
বিবেক-বৈরাগ্যাদি—উভয়েরই আবশ্যকতা ।
ভোগ ও মুক্তি, উভয়েই সৃষ্টিদ্বয়ের দরকার ।
একটা ছাড়িলে অপরটা থাকে না; সুতরাং
দুইটা চাই।

অষ্টবিকল্পোদৈব সৈর্য্যাগ্ যোনশ্চ
পঞ্চধা ভবতি ।

মানুষ্যশৈচকবিধঃ সমাসতো
ভৌতিকঃ সর্গঃ । ৫৩ ।

পদপাঠঃ । অষ্টবিকল্পঃ । দৈবঃ । তৈর্য্যাগ্-
যোনঃ । চ । পঞ্চধা । ভবতি । মানুষ্যঃ ।
চ । একবিধঃ । সমাসতঃ । ভৌতিকঃ । সর্গঃ ।
ব্যাখ্যা । অষ্টবিকল্পঃ—অষ্টপ্রকারের
বিকল্প অর্থাৎ সত্ত্ব বিভাগ বাছাইতে আছে ।
দৈবঃ—দেব জাতীয় সৃষ্টি । তৈর্য্যাগ্ যোনঃ—
তির্য্যাগ্ যোনির সম্বন্ধে । পঞ্চধা—পাঁচ
প্রকার । ভবতি (সৃষ্টিঃ)—সৃষ্টি হইয়াছে ।
মানুষ্যঃ—মানুষ্য সম্বন্ধীয় সৃষ্টি । চ—এবং ।
একবিধঃ—একপ্রকার । সমাসতঃ—সংক্ষেপে ।
ভৌতিকঃ—সূক্ষ্মত্ব বিধরক (প্রাণি সম্বন্ধীয়) ।
সর্গঃ—সৃষ্টি ।

বস্তুার্থে। দেবতাসৃষ্টি আট প্রকারের। পঁচ প্রকার ত্রিবিধ গ্ৰন্থানির সৃষ্টি। মানুষ্যসৃষ্টি একপ্রকার। সংক্ষেপে ইহাই ভৌতিক সৃষ্টি। বিশদ বাখ্যা। স্থূলভূত হইতে বাহ্য-দেয় দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের সৃষ্টিই ভৌতিক সর্গ। দেবতাদিগের মধ্যে আট প্রকার বিভিন্ন আকৃতি সম্পন্ন সম্প্রদায় আছে। ঈশানীকারগণ বলেন, ব্রাহ্ম, প্রাজ্ঞাতা, ব্রহ্ম, পৈত্র, গাকর্ষ, যাক্ষ, রাক্ষস ও ঈশানী, এই অষ্টবিধ দেবতা-সর্গ। এই আট প্রকারের আকৃতিগত মিলন নাই। কেহনও সম্প্রদায়ের তিন পা, কাহারও বা চারিহাত; কোনও দলের তিন চক্ষু ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন আকার ইহাদের দলবিভাগের এক-মাত্র কারণ হইয়াছে। পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, স্থাবর, এই পঁচ প্রকার ত্রিবিধ গ্ৰন্থানির বিভাগ। পশু এবং মৃগ জাতীয়তার একটু বিভিন্ন। মৃগ এখানে ভ্রমণ করে। পশু শ্রেণীকে বিশেষ লক্ষণদ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একটিকে পশু, অপরটিকে মৃগ নাম দেওয়া হইয়াছে। পক্ষীর অবয়ব পশুর অপেক্ষা স্বতন্ত্র, স্তম্ভরং উহা ভিন্ন জাতীয়। সরীসৃপ সর্পাদি সম্প্রদায় সাধারণের পরিচিত। মানুষ্য সর্গই একপ্রকার। তিন খানি চরণ অথবা তিনখানি হাত কিম্বা চারিটা চক্ষু কোনও দেশীয় কোনও মানব-জাতির দেখিতে পাওয়া যায় না। স্থাবরকে ত্রিবিধ গ্ৰন্থানির মধ্যে ফেলিবার উদ্দেশ্যে উহার প্রকৃষ্ট চৈতন্য নাই, ত্রিবিধ জন্তু পক্ষী-পখাদিরও ভ্রমণ করে। ভৌতিক সৃষ্টির বিস্তার বলিতে-ক্লেমে সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। প্রত্যেক পক্ষী, পশু প্রভৃতির শ্রেণীর অন্তর্গত অবা-

স্তর বিভাগ অথবা উপবিভাগগুলি অনেক অধিক হওয়া সম্ভব।

উর্দ্ধঃসম্বন্ধ বিশালস্তম্ভোবিশালশচ

মূলতঃ সর্গঃ ।

মধ্যে রজোবিশালো ব্রহ্মাদিস্তম্ভ

পর্যন্তঃ । ৫৪

পদপাঠঃ। উর্দ্ধঃ। সম্বন্ধবিশালঃ। তমেবিশালঃ। চ। মূলতঃ। সর্গঃ। মধ্যে। রজোবিশালঃ। ব্রহ্মাদিস্তম্ভপর্যন্তঃ।

বাখ্যা। উর্দ্ধঃ—উপরিতন হ্যা-প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ লোকে। সম্বন্ধবিশালঃ—সম্বন্ধগুণের আধিক্য বশতঃ স্থখবহুল। তমেবিশালঃ—তামস গুণের আধিক্য হেতুক মোহসঙ্কুল। চ—এবং। মূলতঃ—মূলদেশে অর্থাৎ অধোদিকে পশু প্রভৃতি। সর্গঃ—সৃজন ব্যাপার। মধ্যে—সাত্বিকগুণের নিম্নে এবং তামসিক গুণের উপরে, এই মধ্যভাগে অর্থাৎ রাজস মহুযাদিতে। রজোবিশালঃ—রজোগুণ-প্রবলতাবশতঃ স্থখবহুল (সৃষ্টি)। ব্রহ্মাদিস্তম্ভপর্যন্তঃ—সংক্ষেপে ত্রিবিধ জীব-সৃষ্টির পরিচয় অথবা সীমাবধারণ—ব্রহ্মা হইতে অপ-কৃষ্ট চৈতন্য সৃষ্টিবিশিষ্ট তৃণশুণ্ডাদি পর্যন্ত।

বস্তুার্থঃ। উর্দ্ধলোক সম্বন্ধবহুল, অধঃ-সৃষ্টি তমেবহুল, মধ্যে মহুযাসৃষ্টি রজোবহুল। সংক্ষেপে ত্রিবিধ সৃষ্টির পরিচয় ব্রহ্মা হইতে তৃণশুণ্ডা পর্যন্ত।

বিশদ বাখ্যা। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, প্রাকৃত জগতে জীব-সৃষ্টিবিভাগও ত্রিবিধ কাহারও সবাংশের আভিধায়া বশতঃ স্থখা-গিকা, কাহারও তামসতা প্রযুক্ত অজান ভাব, কাহারও রাজস-প্রকৃতি বশতঃ স্থখ-

স্বভাব। জগন্নাথ কৃষ্ণ গীতায় অমৃতাস্করে
বলিতেছেন,—রজসস্ত ফলঃ হুঃখঃ অজ্ঞানঃ
তমসঃ ফলঃ। অর্থাৎ হুঃখ রজোগুণের ফল
এবং অজ্ঞানাবৃত্ত অবস্থায় থাকা তমোগুণের
কার্য। মনুষ্য-সমাজ মুহূর্শুহুঃ নানাবিধ
প্রতিবিধান করিয়াও হুঃখের কর হইতে
তিসার্কী নিকৃতি পায় না। হুঃখ এই শ্রেণীর
সাধারণ গুণ—তাহাকে পরিত্যাগ করিতে
এসে যাইতে চাহে না। মানব কর্মজীব,
সংসারে কর্মকরাই যত কষ্টকর। পঞ্চাদির
মোহ প্রযুক্ত সুখ-হুঃখের সম্যক আলোচনা
হয় না; দেখা যায়, তাহারা অনেক সময়ে সুখ-
হুঃখের পার্থক্য ও সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে
পারে না। তাহাদের সাধারণ বিষয়ে সুখ-
হুঃখের অজ্ঞতা অনায়াসে অনুমান করিতে
পারা যায়। আংশিক সার্বিক ভাব মনুষ্যেও
দেখা যায়, তবে তাহার পরিমাণ রজোগুণের
অনুপাতে অকিঞ্চিৎকর; কখনও একটু
অধিক হইলে, সে মনুষ্যকে দেবপ্রকৃতি বলা
হইয়া থাকে। সন্তবহল উর্দ্ধসৃষ্টি আমাদের
চক্ষুর বিষয় নয়।

তত্র জরামরণকৃতং হুঃখং প্রাপ্নোতি

চেতনঃ পুরুষঃ।

লিঙ্গম্যাবিনিবৃত্তেঃ তস্মাৎ হুঃখং

স্বভাবেন। ৫৫

পদপাঠঃ। তত্র। জরামরণকৃতং ॥ হুঃখং।

প্রাপ্নোতি। চেতনঃ। পুরুষঃ। লিঙ্গম্য।

অবিনিবৃত্তেঃ। তস্মাৎ। হুঃখং। স্বভাবেন।

ব্যাখ্যা। তত্র—সেখানে অর্থাৎ উর্দ্ধে,
অর্থাৎ দেবে ও মধ্যো। (দেবসৃষ্টি পঞ্চাদিসৃষ্টি
ও মনুষ্য-সৃষ্টিতে) জরামরণকৃতং—জরা

অর্থাৎ শরীরের অকর্মণ্যাবস্থা—জীর্ণতা এবং
মরণ—অর্থাৎ দেহ-পতন বা মৃত্যু, এই উত্তর
ব্যাপার জনিত। হুঃখং—হুঃখ। প্রাপ্নোতি—
প্রাপ্ত হয়। চেতনঃ—চেতনাবিশিষ্ট। পুরুষঃ
—জীব (পুংলিঙ্গ-শরীরের শেতে—তিষ্ঠিত
তদাশ্রয়ণেন গোকাশ্বরগমনং সাধ্যমিত চ,
ইতি ব্যাৎপত্যা।) লিঙ্গম্য—লিঙ্গ অর্থাৎ স্ম
শরীরের। অবিনিবৃত্তেঃ—নিবৃত্ত—অর্থাৎ
বিনাশ পর্যন্ত। তস্মাৎ—সেইজন্য। হুঃখং
—হুঃখ। স্বভাবেন—স্বভাব বশতঃ। (প্রকৃ-
তির গুণ প্রাকৃত পদার্থের স্বভাব)।

বঙ্গার্থঃ। সৃষ্টিতে সর্বত্রই জীবগণ জরা-
মরণজনিত হুঃখ প্রাপ্ত হয়, যাবৎ লিঙ্গ-শরী-
রের নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ পর্যন্ত এই হুঃখ
হয়, সেইজন্য হুঃখই সৃষ্টির স্বভাব।

বিশদব্যাখ্যা। সন্তবহল সৃষ্টিই হউক,
আর রজোগুণ সৃষ্টিই হউক, হুঃখ সর্বত্রই
অল্প বিস্তর আছে। কেন না, গুণত্রয় পরস্পর
কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া থাকে না,
তবে কাহারও আধিক্য ও কাহারও অল্পতা
সংঘটিত হয় মাত্র। সার্বিক শরীরেও রজো-
গুণ-কার্য হুঃখ আছে; দেব-শরীরের হুঃখ-
সংবাদে পুরাণ সাক্ষ্য দিতেছে। চিরদিন
কেহই থাকিবে না। জীর্ণতা বৃদ্ধারও হইবে।
ব্রহ্মা হইতে কৃষ্ণি পর্যাভেরও “স্মাসি ময়িয়া
যাইব” এইরূপ একটা ক্রম রহিয়াছে।
নির্দিষ্ট দিনাবসানে শরীর অকর্মণ্য হইলে,
শরীরী মাত্রেরই দেহপাত হইবে, এ হুঃখ
হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে “লিঙ্গম্যাবিনি-
বৃত্তেঃ” এ অংশটুকুর অর্থ করা যাইতে
পারে। অজ্ঞানবশতঃ পুরুষ লিঙ্গ-শরীরের
সুখহুঃখাদি ধর্ম নিজে বলিয়া মনে করে,

এই জগতই দুঃখ। লিঙ্গ শরীর হইতে নিজে পৃথক্, এ জ্ঞান ক্ষুরিত না হওয়াই দুঃখের কারণ। অথবা এই অংশের দ্বারা দুঃখ কতকাল? এই প্রশ্নের উত্তর করা হইতেছে। যতদিন লিঙ্গদেহ আছে, ততদিন। লিঙ্গদেহ-গেলে মুক্তি। তখন ভোগ থাকে না; কাজেই দুঃখের সম্ভাবনা তখন নাই।

ইন্ডোষ প্রকৃতিকৃতো মহাদাদি-
বিশেষভূত পর্যাস্তঃ।

প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থইব
পরার্থ আরম্ভঃ। ৫৬

পদপাঠঃ। ইতি। এষঃ। প্রকৃতিকৃতঃ। মহাদাদি বিশেষভূত পর্যাস্তঃ। প্রতিপুরুষ বিমোক্ষার্থং। স্বার্থে। ইব। পরার্থে। আরম্ভঃ।

ব্যাখ্যা। ইতি—(পূর্বোক্তস্মারক ইতি শব্দ এখানে ব্যবহৃত)। এষঃ—এই। প্রকৃতিকৃতঃ—প্রকৃতি অর্থাৎ উপনিষদ্বক্তৃ প্রদানের কার্য্য মহাদাদি বিশেষভূত পর্যাস্তঃ—মহত্ত্ব অর্থাৎ বৃদ্ধি হইতে স্থলভূত পর্যাস্তঃ। (স্থলভূত পর্যাস্ত বলিবার হেতু এই যে, ঐ স্থানেই সৃষ্টির শেষ। ভৌতিক চরাচর ভূতের গুণ ব্যতীত নূতন কিছু গুণ পায় নাই, কাজেই ঐহকে স্থলভূত হইতে পৃথক্ বলিতে পারি না। এইজন্ত স্থলভূতসৃষ্টিই পদার্থসৃষ্টির শেষবস্তু)। প্রতিপুরুষ বিমোক্ষার্থং—প্রত্যেক পুরুষ অর্থাৎ জীবের মোক্ষ-সম্পাদনের জন্ত। (পূর্বে বলা হইয়াছে, ভোগ অর্থাৎ মোক্ষ, উভয়বিধ পুরুষার্থ সৃষ্টির দ্বারা সম্বন্ধিত হয়; এখন দেখান বাইতেছে, ইহবিধমতোপে বিরক্ত হইয়া পুরুষ মুক্তির পথে

পদার্পণ করিবে, এইজন্তই প্রকৃতি সৃষ্টি করেন-স্বার্থে—নিজের প্রয়োজনে। ইব—অর্থাৎ, মত, সদৃশ। (যেমন নিজ প্রয়োজনে, সেই-ক্ষণ) পরার্থে—পর প্রয়োজনে। আরম্ভঃ—প্রকৃতির জগৎ সৃষ্টির প্রথম উদ্যম। (সৃষ্টি তাঁহার নিজের জন্ত নহে, পরের জন্ত।)

বদ্বার্থঃ। মহত্ত্ব হইতে মহাভূত পর্যাস্ত এই সৃষ্টি প্রকৃতির কার্য্য। প্রত্যেক পুরুষের মুক্তির জন্ত প্রকৃতি সৃষ্টি করেন + লোকে নিজের প্রয়োজনের জন্ত যেরূপ কার্য্য করিতে দেখা যায়, প্রকৃতি পরের দরকারেও তদ্রূপ সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন। (আরম্ভ নিজের কার্য্যের মত ভাবে, কিন্তু কার্য্য পরের জন্ত।)

বিশদব্যাখ্যা। সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করিবার পক্ষে অনেকানেক বিপক্ষ মতের প্রতিবাদ ও স্বমতের যুক্তি প্রদান করা আবশ্যক হইয়াছে। এই জগৎ সর্বশক্তিমান্ অগাধজ্ঞানার্ণব পরমেশ্বর কর্তৃক রচিত। তিনি জীবকুলের কর্ম্মানুসারে অল্পগ্রহ-নিগ্রহের ব্যবস্থা করেন। সেখর-নশ্বানায়ের এই একটা প্রসিদ্ধ মত। আবার কোনও কোনও ঈশ্বরবাদীর অতি-প্রায় এই যে, জগৎ প্রকৃতিকার্য্য হইলেও ঈশ্বরের ইচ্ছায় উৎপন্ন। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে জগৎ জন্মে, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা বিহনে অথবা তাঁহার অধিষ্ঠানে বিনা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ অথবা সৃষ্টি, কিছুই হইতে পারে না। বিবর্তবাদীর মত, জগৎ কল্পনা মাত্র, ইহাতে কিছু বাস্তব বস্তু নাই। এই ভ্রমাত্মক বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত, উভয় কারণই ব্রহ্ম। এই সকল মত নিরাস করিতে না পারিলে, "প্রকৃতি জগৎকারণ"

এ সিদ্ধান্ত দ্বির থাকে না। আভিজ্ঞা করিতেছেন, সৃষ্টি প্রকৃতিরই কাণ্ড। কেন না, ঈশ্বরের সৃষ্টি করিবার দরকার কি? তিনি যদি একজন সর্বস্বত্ব সর্বশক্তিমান ও সর্বসম্পন্ন হন, তবে কি অভাবে সৃষ্টি করিবেন, বুঝি না। নিজের কোনও কামনা নাই, সৃষ্টির পূর্বে অস্তিত্ব কেহই নাই, কাহার জন্ত অথবা কাহাকে কৰ্মফল দিবার জন্ত সৃষ্টি করিবেন? সৃষ্টির পূর্বে কাহার কৰ্ম ছিল? যে সময় জগৎ জন্মে নাই, সৃষ্টিপনকার কৰ্ম একটা কি? আবশ্যক ব্যতীত কে কার্য করে? ঈশ্বরের কিছু দরকার প্রমাণ করা যায় না, অতএব ঈশ্বর সৃজন করিয়াছেন, এটা যুগা কথা, আর ঈশ্বর প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের জন্ত ইচ্ছুক হইবেন কেন? কামনা না থাকিলে তিনি নিৰ্ব্যাপার; নিৰ্ব্যাপার স্রষ্টাধর কি বাস্তব নানক ছেদন সাধনের অধিষ্ঠান সম্পাদন করে? যে কাটছেদ করার কামনা করে, সেই স্রষ্টাধরও করে, বস্তুঃসাম্প্রকাম ঈশ্বরের প্রকৃতির অধিষ্ঠান অসম্ভব। জগৎ নিৰ্ব্যাপা নহে, প্রত্যক্ষ বস্তু, তবে বিকারী। ব্রহ্ম যদি উপাদান- কারণ হন, তবে তিনিও বিকারী হন, তখন ব্রহ্মই বাস্তব। অতএব ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে; অচেতন প্রকৃতিপরের কাজ নিজের কাজের মত করে। সৃষ্টি বস্তুর ভোগ জীবের, বিরক্ত হইলে মুক্তিও জীবের; প্রকৃতির কেবল ভাঙ্গা চড়া। অচেতনের কামনা থাকে না, কিন্তু কাণ্ড থাকে। জ্ঞানবানের কামনা না থাকিলে কাৰ্য্য থাকিতেই পারে না। চেতনের ইচ্ছা হইতে চেষ্টা জন্মে। ইষ্ট-সাধনতা জানটা আগেই থাকা চাই। প্রকৃতির অচেত-

নের) ইষ্ট-সাধনতাজ্ঞান নাই, কিন্তু কাৰ্য্য আছে; অতএব ঈশ্বরকে জগৎকারণ বলিলে যে দোষ হয়, প্রকৃতিকে বলিলে, তাহা হয় না। নিরীশ্বর-বাদের অনেক ভাল মুক্তি-তর্ক আছে, তাহা এখানে আলোচ্য নয়। কুপিণ নিরীশ্বর ভিগেন, মনে হয় না। সাংখ্য-দর্শনে ঈশ্বর স্বাকার করা হয় নাই কেন? এ বিষয়ের রহস্য সময়ান্তরে প্রকাশ করিব।
(ক্রমশ:—)

মীমাংসাদর্শনম্ ।

(পূর্বাংশবৃত্তম্ ।)

অনিত্যসংযোগাৎ । ৬.

পদপাঠঃ । অনিত্য-সংযোগাৎ ।

ব্যাখ্যা । অনিত্যসংযোগাৎ—অনিত্য পদার্থের সহিত সংযোগ আছে বলিয়াও। (অর্থবাদ বাক্য অপ্রমাণ)

বঙ্গার্থঃ । অর্থবাদ বাক্যে কতকগুলি অনিত্য অর্থাৎ অচিরস্থায়ী পদার্থ প্রতিপাদিত হয়, এইজন্তও অর্থবাদের প্রামাণ্য স্বাকার করা যায় না।

বিশদব্যাখ্যা । পূর্বেও উক্তবার অনিত্য-সংযোগ বলিয়া আপত্তি করা হইয়াছিল, কিন্তু বিধিবাক্যের প্রামাণ্য স্থাপন করার সেই প্রশ্ন আবার অর্থবাদে আদিয়া পীড়াইতেছে। এটাও পূর্বপক্ষের স্রষ্টা এখানেই পূর্বপক্ষের অবগান। আগামিহুত্রে সিদ্ধান্তের মত অর্থাৎ অর্থবাদ বাক্যগুলিরও প্রামাণ্য আছে, উহার বনর্থক আছে, এই পক্ষ প্রতিপাদিত হইবে।

বিধানা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যাৰ্থেন

• বিধীনাং স্ত্যঃ । প

পদপাঠঃ । বিধিনা । ত্বু। একবাক্যত্বাৎ ।

স্তুত্যাৰ্থেন । বিধীনাং । স্ত্যঃ ।

ব্যাখ্যা । বিধিনা—বিধির সহিত ।

ত্বু—কিন্তু । একবাক্যত্বাৎ—একবাক্যতা

আছে, এই জন্তই । স্তুত্যাৰ্থেন—স্তুতি অর্থাৎ

প্রশংসার্থে স্বারাই । বিধীনাং—বিধিবাক্য

সকলের । স্ত্যঃ—হইতেছে । (অর্থবাদ

বাক্য সকলের প্রমাণ)

বঙ্গার্থঃ । বিধির সহিত একবাক্যতা

আছে বলিয়া বিধিস্তাবক অর্থবাদ-বাক্যের

প্রমাণ অর্থাৎ ।

বিশদব্যাখ্যা । অর্থবাদ নিরর্থক নহে,

উহার আবশ্যকতা আছে । যে বেদে বহু-

কাল্যাবস্থানে ফলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কৰ্ম্মা

করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই বেদে

অর্থবাদ বাক্য বৃথা প্রযুক্ত হওয়া অসম্ভব ।

চিন্তা করিলে, অনুসন্ধান করিলে, অনায়াসেই

ঐ সকল বাক্যের রহস্য আবিষ্কৃত হইতে

পারে । বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা

করিলে দেখা যাইবে, অর্থবাদবাক্য বিধির

স্তাবক । কোনও কার্যে কাহাকেও প্ররো-

চিত্ত করিতে হইলে, বলিতে হয়, এ কার্য

অতি উত্তম, ইহার পরিণাম বিশেষ সুখপ্রদ

ইত্যাদি । আপাততঃ বহুবিধসার্থী এবং

নানা ক্লেশে নিষ্পাদনযোগ্য বাগবজ্ঞাদি কৰ্ম্ম

করিতে বলিলে লোকের তাহাতে সহজতঃ

প্রবৃত্তি হয় না । তাহাকে প্ররোচিত করি-

বার জন্ত বাগ-কৰ্ম্মের দেবতার প্রশংসা

অথবা উত্তম প্রশংসা, কোনও স্থানেও

কৰ্ম্মকর্তার প্রশংসাও আবশ্যিক হইয়া উঠে ।

অর্থবাদ বাক্যগুলি বিহিত কৰ্ম্ম লোকের

অতিশয় আগ্রহ জন্মাইবার জন্ত প্রযুক্ত হই-

য়াছে । মনে করা যাউক, আমার কতক-

গুলি গাভী বিক্রয় করিবার দরকার আছে ।

বাজারে যাইয়া ক্রেতাকে প্ররোচিত করি-

বার জন্ত আমাকে বলিতে হইবে, এ গাভী

এখনও অনেককাল জীবিত থাকিবে । বিশেষ-

তঃ কালোবর্ণে ইহার পরিষ্কার চেহারা

দেখায় । আর এ গাভীটা গভী বৎসর যে

প্রসূব করিয়াছিল, তাহাতে অনেক পরি-

মাণে দুগ্ধ দান করিত । ইহাদের বংশে

প্রায়শই স্ত্রীবৎস (বকনাবাছুর) প্রসবকরা

নিয়ম । গাভীদ্বয়ের বিচার করিতে গেলে

ইহার মূল্য অনেক অধিক হওয়া উচিত, কিন্তু

আপনি জইলে অতি অল্পমূল্যে দিতে

পারিব । আপনি যোগ্যত্ব খড় (বিছালী)

পাইতে দিলেই ইহার পরিতৃষ্টি হইবে ;

তৈল অথবা অল্পমূল্যে মোসলাদি ইহাকে

খাইতে দিতে হইবে না । এসকল উক্তি

শ্রবণ করিলে ক্রেতার মন নিশ্চয়ই

আকৃষ্ট হইবে । যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম চরমে পরম

সুখদ হইলেও আপাততঃ নানা কষ্টকর

বলিয়ান্বিতকরণের প্রবৃত্তি হইবে না, কিন্তু

তাই বলিয়া নিরস্ত হইলে চলিবে না । রোগী

তিলক ঔষধ খাইতে চাহিবে না, তাহাকে

বলিতে হইবে, “তৈল মধুর, খাইলে সকল

অসুখ সারিয়া যায়, ঔষধ খাইলেই তোমাকে

ভাঃ দিনসন্দেশ দিব”—বিঃ মঙ্গল কামনা

করেন, তাহারই রূপ করা কর্তব্য । বেদ জগ-

গ্ন্যঙ্গলের চিন্তার পরিপূর্ণ, কাজেই শত শত

প্রশ্নোত্তর দেখাইয়া ঔষধ খাওয়াইতেছেন ।

অর্থবাদ বিধিবাক্যের শেষভাগ । যে বাক্যে

বিতর্ক হইলে পরস্পরের আকাজকা করে এবং সকলে মিশিয়া একটা মাত্র কার্য অথবা প্রয়োজন বুঝাইয়া দেয়, তাহাকে 'একবাক্য' বলা যায়। একরূপ একবাক্য ভাব অর্থবাদের সহিত বিধিবাক্যের আছে। কোনও স্থানে বলা হইল, যুদ্ধগণ যত করিয়াছিল, অপর স্থানে বলা হইল "যত করিবে।" এই দুইটা বাক্যের সম্বন্ধ আছে। প্রকৃতপক্ষে এটা একবাক্য। অচেতন বুদ্ধাদিও যখন যত করিয়াছে, তখন মনুষ্যের করা একান্ত উচিত, এইরূপ অর্থের একাংশ অর্থবাদ বাক্য দ্বারা প্রশংসারূপে প্রদর্শিত হইল, সুতরাং একার্থ-প্রতিপাদক বলিয়া ইহা একই বাক্য। কোন বাক্যে কোন বাক্যের শেষ ভাব প্রাপ্ত হইয়া একবাক্যতাপন্ন হইয়াছে, তাহা উত্তরোত্তর ব্যাখ্যানে প্রদর্শিত হইবে। একরূপ অর্থবাদবাক্য মহাভারত গ্রন্থ হইতেও উদ্ধৃত হইতেছে। মন্তকণ্ঠ্য কবকের কথা আছে। সেই কবন্ধ যুদ্ধ করিয়াছে, এ কথাও লেখা আছে। "উদাদায়ুসদোর্দি গ্নঃ পতিতবর্শিরোহিকিভিঃ। পশ্চাশ্বঃ পাতয়শ্বিন্স কবকা অপারোনিহ ॥" অর্থাৎ উগ্রত অন্তর্পাদী কবন্ধগণ (ছিন্নমস্তক) ভূমিতলে পতিত যে নিষ্কোর মস্তক, তাহাতে যে চক্ষু আছে, সেই চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিয়াই শক্রগণকে পাতিত করিতে লাগিল। ভূমিতলে পতিত মস্তকের চক্ষুদ্বারা দেখিয়া মস্তক-পুত্র দেহের হস্ত অন্ত্রাঘাতে শক্রনির্নাশ করিতে পারে, এ ধারণা অনেকের অঙ্গ-করিতে আসিলেও, স্বল্পদর্শনাস্ত্রকারগণ ইহাতে অঙ্গলি সঞ্চালনে অসুযোগ্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন। মহাভারতের ঐ বাক্যকে অর্থবাদ অর্থাৎ বোদ্ধগণের উৎসাহ বর্জন

জন্য প্ররোচনা বাক্য (অর্থবাদ) ভিন্ন আর কি বলিব? প্রকৃত বিষয় অসঙ্গত হইলে, স্বতর্থে দ্বারা উপপত্তি করা উচিত। কপোল-কল্পিত কথা নহে। সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তবিৎ "সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ" নামক সুবহুৎ বৃত্তিপূর্ব বেদান্ত গ্রন্থের রচয়িতা মহামুভব অপার-দীক্ষিত মহাশয় ঐ সিদ্ধান্তলেশ গ্রন্থে লিখিতেন,- শিরশ্চৈবানন্তরং মূর্ছামরণয়োরাণ্যন্ত-রানশ্চত্বাণেন দৃষ্টেনিরুদ্ধাথস্ত তাদৃশবাক্যস্ত কৈমুত্যা জ্ঞায়েন যোগোৎসাহাতিশয়প্রশংসা-পৎস্বাৎ। অর্থাৎ মস্তকক্ষেদন করিয়া ফেলিলে মূর্ছা এবং মরণ ইহার যে কিছু একটা অব-শ্যই উপরিত হইত, এই ভ্রম ঐ সকল দৃষ্ট-নিকর বাক্য প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, অতএব ঐ সকল বাক্য বোদ্ধাগণের উৎসাহতিশয় প্রশংসার্পণ বলিয়া ব্যুতীর্ণ হইবে। মস্তকবিহীন হইয়াও শক্রনিপাত করিয়াছিল, অতএব প্রত্যেক মর্শিরক ব্যক্তিকেই শক্র-নিপাতের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এই-রূপ তাৎপর্য ঐ বাক্যের প্রয়োগ। অত-এব এ সকল বাক্য অনর্থক বলিতে ইচ্ছা হয় না। এখানে ভিজ্ঞাশ্র হইতে পারে যে, যেখানে অর্থবাদ বাক্য প্রায়শঃ যায় না, অর্থাৎ বিধিবাক্যই আছে, তাহার অর্থবাদ নাই, সেখানে প্ররোচনা জন্মাইবে কে? সেখানে বিধিবাক্য যে ফলের উদ্দেশে যে কার্য করিতে আদেশ করা হইয়াছে, সেই ফলের আকাজকাই প্ররোচন উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে। যদি বলা যায়, বিধি বহুই যদি প্ররোচনা জন্মাইল, তবে অর্থবাদ কেন? তাহা দেখিলে, এ আশঙ্কা অত্যন্ত অসঙ্গত। কেননা যেখানে অর্থবাদ আছে

সেখানে তাহা প্রশংসার্থ; যেখানে নাট, সেখানে ক্ষতি নাই। যেগুলি আছে, তাহার অনর্থক নহে, তাহাদের কার্য আছে, ইহাই অর্থবাদের প্রামাণ্য। যদি অর্থবাদ না থাকিত, তবে বিবি দ্বারাই সর্বত্র প্রয়োচনা ঘটিত। যেখানে অর্থবাদ আছে, সেখানে ঐ অর্থবাদের অনর্থক্য পরিহারার্থে উহাকে ব্যবহার্য্যে প্রশংসার্থে বলাই যুক্তিপূর্ণ। যেখানে কোনও ব্যক্তির অর্থবাদ বাক্য নাই, সেখানেও গাভী দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া ক্রেতার ইচ্ছা হইতে পারে, আর যেখানে সর্ব্বগণ-বলী গাভী থাকিলেও প্রশংসাবাক্যদ্বারা ক্রেতার মন আকৃষ্ট হয়, সেখানেও ঐ অর্থবাদ বাক্যের দফনতা করণা করা যাইতে পারে। যে যোগের দেবতা অথবা দ্রব্যাদিকে লক্ষ্য করিয়া অর্থবাদ বাক্য স্ততি করে নাট, সেখানে স্বর্গফল অথবা পুরফল এবং সম্পত্তি-ফলাদির কথা শ্রবণ করিয়া সেট সেই কামনাশীল ব্যক্তির সহজতই প্রসূতি হইতে পারে। অতএব অর্থবাদ বাক্য বিধিসেবক; স্তুরাং তাহাদের প্রামাণ্য আছে। এই স্তুরে দীমাংসক-নত বলা হইল। অতঃপর ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ববাদের এক একটা যুক্তির প্রস্তান্তর দেওয়া হইবে। 'কোন কোন স্থানে ক্ষিপ্তপং ক্রমে স্ততি বর্ণিত হইয়াছে পর পর প্রদর্শিত হইতেছে।

তুল্যং চ সাম্প্রদায়িকম্ । ৮

পদপাঠঃ। তুল্যং। চ। সাম্প্রদায়িকং।

ব্যাখ্যা। তুল্যং—সমান, একরূপ। চ—ও।

সাম্প্রদায়িকং—সম্প্রদায়িক পৃঠন-পাঠনাদি।

বঙ্গার্থঃ। সাম্প্রদায়িক পৃঠন-পাঠনাদি

অর্থবাদে ও বিধিবাক্যে উভয়ই সমান।

বিশবাবায়ী। অর্থবাদের প্রামাণ্য স্থাপনজন্য আরও অনেকগুলি যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। বিধিবাক্য সেরূপ নিয়মে গুরু-শির্ষাদিক্রমে সেবিত ও আয়োজিত হইয়া আসিতেছে, অর্থবাদ বাক্যও তদ্রূপ। যদি অর্থবাদ বাক্যগুলি অনর্থক প্রমাণ মাত্র হইত, তবে বিধিবাক্যের সহিত এটগুলি সূদীর্ঘকাল ধরিয়া আচাঙ্গাগুণ শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন কেন? ছাত্রগণইবা নিরর্থক এই অর্থবাদ বাক্যরাশি মনে রাখিয়া কষ্ট পাঠরাছেন কেন? অনর্থক প্রমাদ-বাক্য যুগ যুগান্তর মনে করিয়া রাখিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? অতএব বলা যাইতে পারে, বিধিবাক্যের সেরূপ আনুষ্ঠানতা আছে, অর্থবাদ বাক্যগুলিও তদ্রূপ। নচেৎ বুদ্ধি-মান্ বর্জিতদিগের নিকট উহা সম্মানে অভ্যস্ত হইত না। যদি অর্থবাদ প্রমাণ হয়, তবে বিধিবাক্যের সম্মান বর্জিত হয়, এবং বিধিপ্রতিপাদিত যজ্ঞাদি কর্মেও লোকের আগ্রহ হইবার একটা উপযুক্ত কারণ আবি-দ্বৃত হয়। ঐ সকল অর্থবাদ সাম্প্রদায়িকতায়ও বিধিবাক্যের স্তায়, অতএব প্রমাণ, এ কথা বলা হইল।

অপ্রাপ্তাচারুপপত্তিঃ প্রয়োগেহি বিরোধঃ স্যাচ্ছন্দার্থস্তুপ্রয়োগভূত-

স্তস্মারুপপদ্যেত । ৯

পদপাঠঃ। অপ্রাপ্তা। চ। অরুপপত্তিঃ।

প্রয়োগে। হি। বিরোধঃ। স্তাৎ। শব্দার্থঃ।

তু। অপ্রয়োগভূতঃ। তস্মাৎ। উপপদ্যেত।

ব্যাখ্যা। অপ্রাপ্তা—(পাইতেছে না)

অরুপযুক্ত অথবা অরুপস্বিত। চ—আরও।

অনুপপত্তিঃ—উপপত্তির অন্তত ব। প্রযোগে
—অনুষ্ঠানে। তি—বৈহতু। বিরোধঃ—
বিরুদ্ধতাব। স্ত্রাং—সেইনিমিত্ত। উপ-
পদ্যোত—উপপন্ন হইতেছে।

বঙ্গ বর্ষঃ। পূর্বে যে অনুপপত্তি অর্থাৎ
শব্দ দুই বিরোধ দেখান হইয়াছে, তাহাও
আমাদিগের সিদ্ধান্তবাদের উপর উপস্থিত
হইতে পারিতেছে না। যেহেতু কার্ণের
অনুষ্ঠানে ঐ সকল ব্যবহৃত হইলে, শব্দও
দুই বিরোধ হইতে পারিত। শব্দের অর্থ
প্রয়োগ নহে; সেইজন্য উপপন্ন হইতে
পারে।

বিশদনাশা। শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং দুই-
বিরুদ্ধপদার্থ প্রতিপাদক বোধের অর্থবান-
বাক্য প্রমাণ নহে, এই যে একটি অনুপপত্তি
সিদ্ধান্তের উপর পূর্বপক্ষ হইতে দেওয়া
হইয়াছে, নিবেচনা করিয়া দেখিলে, সেই
অনুপপত্তি দোষ সিদ্ধান্তের সহিত কোনট
সংশয় রাখা যায় না। মন স্তেরকারী অর্থাৎ ভোর,
একথা বলায় কাহারও কোনও যত্নাদিকারী
পূর্বপক্ষের। প্রতি চৌর্ধেব বিধান করা হয়
নাই। যদি বলা হইত যে, যজ্ঞে স্তেবানু-
ষ্ঠান করিতে হয়, তখন চৌর্ধে-নিমেষজ্ঞাপীক
ঋতির সহিত বিরোধ হইত। পূর্ব ঐনকল
বাক্য দ্বারা কাহারও কর্তব্য বিধান করেন
নাই। শব্দের অর্থ প্রয়োগ নহে, প্রয়োগ
না হইলে বিরুদ্ধ হইল না। অতএব সিদ্ধান্ত-
বোধক শব্দগুলিও বিবিবাক্যের সহিত এক-
বাক্যতা প্রাপ্ত হইয়া কখনও নিন্দাদ্বারা স্ততি,
কখনও আধিকা ক্রমের দ্বারা স্ততি করে
মাত্র। উহা অনুষ্ঠান নহে, বিরোধও
নাই।

জগদ্বান। ১০

পদপার্থঃ। স্ত্রাবাদঃ। তু।
নাশা। স্ত্রাবাদঃ—গৌণার্থ প্রয়োগ।
তু—কিন্তু (যেখানে।)

বঙ্গ বর্ষঃ। যেখানে একটা বিধের, অপ-
স্কোন বস্তু স্ত হইতেছে, সেখানে গৌণার্থ
দ্বারা স্ততি কথিত হইবে।

বিশদ নাশা। এই স্তরটুকু চারি
প্রকার নাশা ভাস্যকার পূত্রাপাদ তত্ত্বশব্দ
স্বামী মহাশয় করিয়াছেন। ক্রমে সেই
চারিটা অর্থ পদস্থিত হইতেছে। বঙ্গবর্ষে
যা'হা বলা হইয়াছে, উহা ১ম প্রকারের অর্থ।
স্বত্র রচনা প উদ্দেশ্যে চিত্তা করিলে দেখা যায়
যে, পূর্বপক্ষের যুক্তি ষড়নট এখনকার
প্রমাণ বাক্য। প্রমাণ করানোয়, অর্থবাদ-
নাকা সকল বিধির স্থানক। তাৎপর্যতঃ
বিবিরোধিত (বিধের) পদার্থের স্ততিই
উহাদের লক্ষ্য। কিন্তু আপত্তি করা যাইতে
পারে, অর্থবাদ সকল ভানে বিধের পদার্থের
স্ততি করে না। এক পদার্থ বিধের, অপ-
স্কোন স্ততি করে; একপ হইলে, বিধের
স্থাবক বসিয়া অর্থবাদের প্রামাণ্য, একথা
বলা হয়। “বেতমশাখাহবকাভিচায়াং
বিকর্ষণং” বেতমশাখা ও অবকাধারা অগ্নিকে
বিকর্ষণ করিলে। এখানে, অগ্নি-বিকর্ষণ
কার্যে বেতমশাখা ও অবকার বিধান আছে।
ইহার শেষে অর্থবাদ দেখিতে পাউ। “অপো-
নৈ শাস্তাঃ” জল শাস্ত্রকারক। বিধান হইল
বেতমশাখা ও অবকার, স্ততি হইল কর্ণের।
অতএব বিবিস্তাবক অর্থবাদ, একথা মিথ্যা।
এই প্রস্তার উত্তর দিবার কল্পই “স্ত্রাবাদঃ”
স্বত্রের রচনা। এক বিহিত, অপন্ন স্তত,এ দোষ

এখানে হয় নাই। জলের স্তুতি করাতেই গোণভাবে বেতসশাখার স্তুতি করা হইতেছে। বেতস জলে জন্মে, জলের প্রশংসার তাহারও প্রশংসা হয়। পিতার প্রশংসা করিলে গুণভাবে তাঁহার অপত্যগণেরও প্রশংসা সম্পাদিত হয়। ককুৎস্থ এবং রঘু রাজার প্রশংসা করার, নানাতরানে রানাদির প্রশংসা হইয়া গিয়াছে। সময়ে একরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। শাস্ত্রে ও অন্তঃস্থ গ্রন্থে (কাব্যালিত্তে) ইহার বহুল পরিমাণে পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও আমাদের দেশে ৩ বিষ্ণু ঠাকুরের প্রশংসা করিলে, তদ্বংশজাত বাজির আশ্রয়াদিকে প্রশংসিত, ও আদৃত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এ নিরম সর্গের খাঁটে; স্তুতব্য বৃষা গেল, জলের প্রশংসার বেতসশাখা ও অবকার স্তব্ধকীর্তন, করা হইয়াছে। (১ম প্রকার ব্যাখ্যা)

দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যার আভাস দেওয়া যাইতেছে। পূর্বপক্ষ প্রমাণ করিতেছেন, “অর্থবাদ বিধিষেব হইলে, মোহরোদীৎ ইত্যাদি অর্থবাদটী কেন? বিধির শেষ? সিদ্ধান্তে বলা হইল “তস্মান্ বহিমি রজতং ন দেয়ং” (সেই গুণ যোগে রজত-দক্ষিণা দিবেনা) এই বিধিার্কোকার। “মোহরোদীৎ” ইত্যাদির পরে দেখা যাইতেছে, “তস্য যদশ্র অশীর্গাত” (তাহার যে অশ্রপাত হইয়াছিল।) ইহা দেখিলে নিশ্চয়ই বুঝায়, রোদন করার কথায় “দে” এই শব্দ দ্বারা বাহ্যকে বলা হইয়াছে, “তস্য” এইখানে ঘটাস্ত তৎ শব্দদ্বারাও তাহাকেই বুঝিত হইবে। এই পর্যন্ত দ্বারা (তৎশব্দ পূর্বকথিত ব্যক্তি) বস্তু প্রভৃতিতে আবার স্মরণ করাইয়া বুঝাইয়া দেয়, এই

কারণে) অশংসম প্রতিপাদিত হইল যে, “তস্য যদশ্র অশীর্গাত” ইহার অর্থ রজতের যে চপ্পের জল পড়িয়াছিল। তাহার পর দেখা যাইতেছে “তদ্ রজতমভবৎ” তাহাই রজত হইয়াছিল। রজত রোদন করিলে, তাহার নেত্র হইতে যে জল বাহির হইয়াছিল, তাহাই রজত হইয়াছিল, এইরূপ অর্থ এখন স্থির হইল। আবার অন্তর্দিলে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে—যোবহিমি রজতং দদ্যৎ, পুরান্য সশ্বংসরাৎ গৃহে রোদনং ভবতি (যে যজ্ঞে রজত-দক্ষিণা দান করে, সশ্বংসর মধ্যে তাহার ঘরে কান্নার রোল উঠে,) এই রজত-নির্দেশ্য প্রতি বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব রজত দান করিলে না, এই বিধির সহিত অর্থবাদের একবাক্যতা হইল। এখন অর্থবাদ হইতেছে, এই অর্থবাদ বিধির উপকার করিল কিরূপে? (নিষেধের বেলায় নিন্দা দ্বারা নিবেদনপ্রতির উপকার করা অর্থবাদের স্বভাব, এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া) যত্নে উত্তর দিতেছেন “গুণবাদস্ত” গুণবাদ দ্বারা উপকার করিলে, ইহাই উত্তর। রজত যদি রোদনপাত হইল, তবে রোদনগুণ। রজত দান করিলেও রোদন উপস্থিত হয়। রোদনপাত রজত দান করিলেও রোদন হইবার কথা। এখানে গুণবাদ স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই নিষেধের গুণ রোদন না করা। রোদন না করিলেও রোদন করিয়াছিল, এ কথা বলা হইল কেন? রজত অশ্রপাত না হইলেও তাহাকে অশ্রপাত বলা হইয়াছে কেন? সশ্বংসর মধ্যে রোদন হইলে, বলা হইল, কি হইবে কেন? এই কয়টা প্রশ্ন হইতে পারে। বাস্তবিক কাহিলে রজত

জন্মে না, কল্পকেও কেহ কাঁদতে দেখে নাট, কাঙেই এ কথা কয়তীর সাধারণ উত্তর হইলে চলিলে না। তৎক্ষণাৎ শুভবাদে উত্তর দেওয়া হইতেছে। কল্প শব্দ প্রয়োগ গৌণভাবে বোধন নিমিত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (বোন-মাৎ কল্পইতিভাষঃ) বধন নাম বলা হইল কল্প, তখন বোধন না করিলেও বোধন করিয়াছিল বলা যায়। চক্ষু-ভগ্নেব মতি ত বর্ণনাদৃশ্য আছে বলিয়া রজত অশ্রুজাত বলা যায়। সাদৃশ্য হেতুক গৌণ প্রয়োগ। (সাদৃশ্যাত্ত্ব মতামোদাঃ) রজত দান করিলে ধনকর জনিত ভংগ অনিবার্য, বোধন হইতেও পারে। ঐ সকল ব্যাক্যের আপাততঃ অর্থ বাহাই হটক, উহাদের উদ্দেশ্য রজত দিতে নিবেদন করা। (২য় প্রকার ব্যাখ্যা।)

তৃতীয়প্রকার ব্যাখ্যায় “স আয়ুর্নো-বপামুদখিদৎ” এই অর্থবাদ “সঃ প্রজাকানঃ পশুকানোশাস্যাৎস এনঃ প্রাজাপত্যঃ তুগর-মালভেত” (যে প্রজা অথবা পশু কামনা করে, সে এই প্রজাপতি দেবতাকপবিত্র পশু আলভন করিবে) এই বিধির শেষ ইহা বলা হইতেছে। সে সময় পশু একেবারেই ছিল না, কাজেই বাধা হইয়া প্রজাপতিকে নিজের বপা উৎখেদ করিতে হইয়াছিল। পশুর বপার অভাবে নিজের ব্যবহার। বজ্রের এতাদৃশ্য মাহাত্ম্য যে, বপা অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিলে অগ্নি হইতে পবিত্র পশু উৎখিত হইল। এইরূপে অনেক পশু হইল। এখানে একথাবার্তা কৰ্ম্মনামর্থা ও পশুপ্রাপ্তি প্রকারান্তরে বলা হইল। বপা উৎখেদ না হইলেও হইয়াছিল, একথা বলা কেন? এ

প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব, বাহা হয় নাই, এরূপ। বৃত্তান্ত বগায় প্রকাশিতরে কৰ্ম্ম-প্রশংসা হয়। কৰ্ম্মের পশু মিলাইতে না পারিয়া প্রজাপতি নিজেই নিজ বপাদ্বারা কার্য্য করেন। ইহা প্রশংসা বটে। ব্যক্তি-বিশেষের নাম ও কৰ্ম্মাদি লেখায় লোকের প্রবৃত্তি অথবা ভ্রম, একটা কিছু হয়। বস্তুতঃ আখ্যায়িকা বেদের জিনিষ নহে। যে সকল গল্প দেখা যায়, তাহার ভাষণাদি অশুদ্ধিকে। এ কথা বলিলে কোনও ঘটনার পর সময়ে রচিত বলিয়া বোধ অনিত্য হইয়া যায়। তবে আখ্যায়িকা কি নিরবলম্ব? তাহা নহে। জাগতিক জিনিষ লইয়া গৌণভাবে ঐ সকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রজাপতি বলিলে, বায়ু, আকাশ অথবা সূর্য্য বৃষ্টি বাইতে পারে। বপা, বৃষ্টি, বায়ু, রশ্মি, একই হইতে পারে। তাহাকে অগ্নিতে প্রক্ষেপ করা বিহ্বাদগ্নিতে দেওয়া, আর্জোদগ্নিতে দেওয়া, নৌককগ্নিতে দেওয়া এক পদার্থ হওয়া উচিত। তাহাহইলে জন্মল যে অজ, অন্ন ও নীজ এবং বিরূৎ, ইহাকে আলভন অর্থাৎ গ্রহণ করিলে, প্রজা অর্থাৎ জীসগণ গৃহ ও পশুদি প্রাপ্ত হন। এখানে শব্দ গৌণবৃত্তি দ্বারা ঐঐ পদার্থে প্রযুক্ত হইয়া মতা অর্থের আবিষ্কার করিতেছে। (৩য় প্রকার ব্যাখ্যা।)

চতুর্থ ব্যাখ্যায়—দেবাবৈদেববজ্রনমধ্য-বসায় দিশোন প্রজানন—এই অর্থবাদ “আদিত্যঃ প্রাপনীয়শ্চকঃ” (আদিত্য দেব-তাক প্রাপনীয় চক্র) এই বিধির শেষ ইহা প্রদর্শিত হইতেছে। আদিত্যচক্র, সকল মোহ নাশক, দিঙুমোহ পর্য্যন্তও মশ

করিতে সক্ষম, এইরূপে প্রণামা প্রাপ্যাদান
এ বাক্যের জ্ঞাপ্যার্থ্য। প্রকৃত ঘটনা যে
এখানে কিছু নাই, তাহা পূর্বেই বলা হই-
য়াছে। যদি বলা যায়, দিঙ্-মোহ শব্দ কেন
প্রযুক্ত হইল? দিঙ্-মোহ ছিল না বটে,
কিন্তু বহুকার্যো ব্যাপৃত থাকায় অনবকাশ ও
অবধান করিতে না পারাই এখানে মোহ।
মোহ শব্দ অনবধানে গৌণরূপে ব্যবহৃত।
আদিভা দেবতাক এর বহু কার্যো ব্যাপৃত
থাকিলেও অনবধানাদি বিনাশ করে, ইহাই
এখানকার রহস্যময় প্রবেশনা। অর্থবাদের
প্রামাণ্য সম্বন্ধে অনেক সূক্তি আছে; পর
পর প্রকাশিত হইবে। (ক্রমঃ:।)

শ্রীকেশবদেব ভাট্টারী সাংখ্যার্থ্য।
যশোহর, বেদবিদ্যাধর।

বেদান্ত-সূত্র ।

(পূর্ণানুস্মৃতি।)

(২য়)

- ৫। ঈকতে না শব্দম্ ।
- ৬। গৌণশ্চৈবানুশব্দাৎ ।
- ৭। তন্মিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ।
- ৮। হেঁয়স্বা বচনাজ্জ ।
- ৯। স্থাপ্যয়াৎ ।
- ১০। গতিস্মানান্যাৎ ।
- ১১। প্রতজ্জাজ্জ ।

৫। “ঈকতে” শব্দ থাকার প্রতি-
শিষ্টক রূপিনা, প্রকৃতি বা প্রধান জগতের
কার্য হইতে পারে না।

৬। “আত্ম” শব্দ থাকতে “ঈকপ”
শব্দের গৌণার্থ্য অগ্রাহ্য, মুখার্থ্যই গ্রাহ্য।

৭। প্রতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে যে,
আত্মনিষ্ঠই মোক্ষোপদেশী, সুতরাং “আত্মা”
শব্দ প্রধান বা প্রকৃতিতে প্রযোজ্য হইতে
পারে না।

৮। “সৎ” বা “আত্মা” পদে প্রধানকে
ব্যুৎসায় না; যেহেতু প্রধান বা প্রকৃতির পরি-
ভ্রান্ত হইবার কোন বচন নাই।

৯। “আত্মা” প্রধান বা প্রকৃতি হইতে
পারে না, যেহেতু জীবাত্মা পরমাত্মার সাহিত
মিলিত হয়।

১০। ব্রহ্মই যে জগতের কারণ, এ
বিষয়ে উপনিষৎ শমুহের এক মত।

১১। প্রতিতেও স্পষ্ট-উক্তি থাকা-
হেতু ব্রহ্মই জগৎ-কারণ বুঝতে হইবে।

(৫ম-সূত্র)।—সাংখ্যমতানুসারীগণের মতে
জড়া প্রকৃতিই জগতের কারণ। বৈদান্তিক
গণের মতানুসারে যে সমস্ত উপনিষদী বাক্যা-
বনী সর্বত্র সর্বশক্তিমান ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করে,
তাহাও তাঁহাদের মতে সর্ব-রজঃ-তমঃ—এই
ত্রিগুণাত্মক জড়া প্রকৃতিতেই অবিরোধে
প্রযুক্ত হইতে পারে।

সাংখ্যমতানুসারে পুরুষ বা জীবাত্মা
ব্যতীত অন্য সকল পদার্থই জড়ের আদিম মত।
প্রকৃতি হইতে প্রসূত। এই প্রকৃতিই পাশ্চাত্য
দার্শনিক অথবা ম্যেটোর মতানুসারীগণের
মতে এক অপ্রত্যক্ষ সুহৃদ্ব্যবস্থাপাদান বা
বিশ্বপ্রাণ, এবং ইহা হইতেই সর্বভূতের
সৃষ্টি।

প্রকৃতি হইতে ম-৭ বা বুদ্ধত্বের উৎপত্তি ; তদ্বারাই পুরুষ বা জীবাত্মার বহির্জগৎ-জ্ঞান জন্মে । ফলে ঐতিহাসিকতার সূক্ষ্মতম মূল অবস্থাই সত্ত্বের, বুদ্ধত্বের হইতেই অন্তর্কোষ, অহঙ্কার বা আনন্দের উদ্ভব । অহঙ্কারই অন্তর্কোষের সত্ত্ব স্বরূপ । ইহাকে মনস্ত্বের মূল তত্ত্ব বা সর্বজীবত্ব তত্ত্বের ভিত্তিভূমি বলা যাইতে পারে । অহঙ্কার হইতেই ভৌতিক জগতের হেতুত্ব পঞ্চতন্ত্রাত্মার উৎপত্তি । এই সূক্ষ্ম পঞ্চতন্ত্রাত্মা হইতে স্থূল সৃষ্টির মূল সত্ত্ব স্বরূপ পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন । অহঙ্কার হইতেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও আত্মস্তরিক গ্রহণ বিচারপক্ষম অন্তরিক্ষিয় বা মন সমুৎপন্ন ।

সাংখ্য-মতে আনন্দ পদার্থটি ব্যক্তিগত জীবাত্মতত্ত্ব । উহা অমুৎপন্ন ও অমুৎপাদনশীল অন্তর্কোষিত স্বরূপ । উহা কেবল প্রকৃতির ত্রয়ো মাত্র । প্রকৃতি-তত্ত্ব-জ্ঞান হইতেই জীবাত্মার আত্মজ্ঞান জন্মে, এবং তাহা হইতেই জীবাত্মা হুঃপমুক্ত হন । প্রকৃতি জ্ঞানশূন্য-অন্ধশক্তি-স্বরূপিণী, কিন্তু ক্রিয়াময়ী এবং আত্মা অক্রিয়, অশক্ত অগত জ্ঞানবৃত্তিসম্পন্ন । এই আত্মা ও প্রকৃতির পরস্পর সান্নিধ্যেই এই সর্বভূতাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চ সমুদ্ভূত ।

এই তত্ত্ব-ব্যাখ্যা উপলক্ষে শাস্ত্রে "অন্ধ-পঞ্চ-গতি"র একটী সূক্ষ্ম উদাহরণ উক্ত হইয়াছে । অন্ধ-অক্ষের স্বকোচক্রিয়া সূত্র নৈজে দিগমর্দন পূর্বক অন্ধকে চাপাইতে লাগিল ; অন্ধ, অন্ধ কক্ষিক পরিচালিত হইল অথ পক্ষে অতঃপর অন্ধকে চাপাইল । এই অন্ধ-অজ্ঞানকে জ্ঞানশূন্য

প্রধানের সহযোগিতায় নিজের জ্ঞানময় পুরুষের অভীষ্ট এই জগৎ-কার্য চবিত্তেছে ।

সাংখ্যকার কপিলোক্ত পুরুষ বা আত্মাই বৈদান্তিক জীবাত্মা । তবে কিনা, বৈদান্তিক-গণ সর্ব আত্মার একত্ববাদী, কিন্তু সাংখ্য-সুপারিগণ তাহাদের চিরপৃথগত্ববাদী অর্থাৎ বহুজীবাত্মাবাদী । বৈদান্তিক মতে উপাধির সমাময় বা সাবসবয় জগত্বই আত্মার আত্মায় আপাত-পার্থক্য-বোধ ; কিন্তু উপাধির অপগমেই সর্বাত্মার একত্ব-পরিণতি । সাংখ্যবাদী এক অদ্বৈত নিশ্চায়গতা সীকার করেন না ; কিন্তু বৈদান্তিক বলেন যে, সেই বিশ্বাত্মা হইতেই প্রতি পদার্থ প্রকাশিত, এবং ব্যক্তিগত 'দীর্ঘায়ামুহ' এই মারা-প্রপঞ্চ পরিকল্পিত জগতে আপাত-সতাক্রমে আভাসমান, কিন্তু তত্ত্বতঃ তাহাদের তথা-বিন বহুত্ব-সত্ত্বা অসিদ্ধ ।

সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অসীম বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মা মায়িক উপাধিগত সমীচক-ফলে বহুত্ব প্রত্যয়মান । যদি সাংখ্যোক্ত পঞ্চ-বিংশতি মূলতত্ত্ব মহা-বেদান্তোক্ত অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব যোগ করা যায়, আর তৎসঙ্গে যদি ইহা স্বাকার করা যায় যে, প্রত্যেক পদার্থই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত এবং ব্রহ্মই প্রত্যেক পদার্থ, অর্থাৎ "সর্বং স্বভবম্ ব্রহ্ম" এবং এই প্রত্যেক পৃ-কৃপ্তারমান জীবাত্মাও সোপাধিক সীমাবদ্ধিত সৈট এফ ব্রহ্ম, তাহা হইলেই বেদান্তদর্শনের তত্ত্ব ও সাংখ্যদর্শনের সন্ধিত তদ্বিভেদ্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি ।

জগৎকে কারণরূপে স্বীকৃত প্রদর্শন বা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবীর মার্গ সাংখ্যোক্ত মাই । বৈদান্তিক বলেন যে, স্বীকৃতিক্রম

প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব সম্ভাবিত নহে, পরন্তু কোন চৈতন্যসত্তাতেই নির্দিষ্ট সৃষ্টির মূল কারণত্ব নিহিত। বৈদান্তিক ও সাংখ্য উভয়মতেই অব্যক্ত প্রাকৃতিক তত্ত্বে জগতের উপাদান-কারণত্ব বর্জমান; কিন্তু নির্দিষ্ট বিশ্বের নিয়ামিকা বা নিয়িকারূপে প্রকৃতির যে প্রকৃষ্ট স্বাধীনসত্তা সাংখ্যশাস্ত্রে স্বীকৃত, বেদান্তে তাহা অস্বীকৃত। প্রকৃতি বস্তুই শক্তিমান, ইহাই বেদান্ত-সিদ্ধান্ত।

সাংখ্যাচার্য্যগণ উপনিষৎ হইতে প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান; কিন্তু বৈদান্তিক মতে ঐ সমস্ত ঔপনিষদী ব্যাক্যবলীর লক্ষ্যভূত সাংখ্যোক্ত প্রধান বা প্রকৃতি নহে, পরন্তু পরব্রহ্মই বটে।

পঞ্চম সূত্রে ইহাই উক্ত হইয়াছে যে, 'ঈক্ষণ' শব্দ জগৎ-কারণে প্রযুক্ত হওয়ায়, অর্থাৎ প্রকৃতি বা প্রাধানের জগৎ-কারণত্ব সূচিত হয় না। 'ঈক্ষণ' শব্দ চিত্তন-অর্থেই উপনিষদে প্রযুক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬-২) দৃষ্ট হয়।—

'সদেব সৌম্যোদয়গ্র আদীৎ একমেবাদিতীয়ম্। তদৈক্ষত বহুশ্চাৎ প্রজায়েরং তন্তোজাসৃজত।'

হে সৌম্য! আদিতে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ ছিলেন, তিনি দেখিলেন (চিন্তা করিলেন) অগ্নি প্রজা উপাদানার্থে বহু হই। তৎপরে তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন। আমরা ঐ তরুর আরণ্যকে (২১।৪-১-২) দেখিতে পাই "আত্মা বা ইন্দ্রেক এবাগ্র আদীরাশ্চৎ কির্করিসিষৎ স ঐক্ষত লোকাসৃজা, স ইবাক্রোকানসৃজত।" এক মাত্র আত্মাই এই নির্দিষ্ট বিশ্বসৃষ্টির প্রাচস্তে বিদ্যমান ছিলেন। আর বিশ্বেরকারী কিছুই ছিল না।

গরে "আমি জগৎ সৃষ্টি করিব" ব্রহ্ম এই চিন্তা করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিলেন। এই সমস্ত এবং আরো অনেক ঔপনিষদী প্রকৃতি-দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতি বা প্রধান জগৎ-কারণ নহে, সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম। পরমাত্মা পরমেশ্বরই জগৎ-কারণ।

সাংখ্য এইরূপ তর্ক করেন যে "স্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্" অর্থাৎ সৃষ্টিগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে, অতএব জ্ঞান-পদার্থ সৃষ্টিগুণাত্মক; এবং প্রকৃতি স্বাভাবিকগণময়ী, সূত্রাৎ প্রকৃতি কেননা "সর্বজ্ঞা" আখ্যায় অস্তিত্ব হইতে পারিবেন? এরূপ স্থলে তাঁহারা জুলিয়া যান যে, যেমন সৃষ্টি প্রকৃতির গুণ, তেমনি সর্বজ্ঞসমগ প্রকৃতির গুণ। সর্বজ্ঞগুণ প্রবন্ধক ও উদ্দীপকরূপে ইঞ্জিয়-উত্তেজক তমোগুণনাশকরূপে ও অন্ধকারস্বরূপে জ্ঞান-বরক; সূত্রাৎ এতদ্বয়েরে ক্রিয়া-প্রভাবে প্রকাশক সত্ত্ব অভিব্যক্ত হওয়ার, উহার জ্ঞান-শক্তিও অভিব্যক্ত হয়। অতএব প্রকৃতিকে সর্বজ্ঞা বলিলে, অন্ধজ্ঞাও বলিতে হয়। ফলিতার্থে চৈতন্যসত্তা দ্বারাই জ্ঞান-বস্তা প্রমাণিতব্য। সূত্রাৎ চৈতন্যভাব বশতঃ প্রকৃতি বা প্রাধানের কোন তত্ত্ববোধের সাক্ষ্য সম্ভবে না। "না চেতনস্তা প্রাধানস্ত সাক্ষ্যমস্তি।" আন্তিক সাংখ্যবাদিগণের অর্থাৎ পাতঞ্জলবাদিগণের মতানুসারে এক জগৎকর্তার বিদ্যমানতা বাহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন, প্রকৃতি বা প্রাধানের জ্ঞান স্বয়ংই জ্ঞান-সাপেক্ষ। যেমন অগ্নিবর্ণ তপ্ত সৌর-গোলক প্রকাশিত দাহিকা শক্তি সৌর-গোলকের প্রতি পরমাণুসমস্ত অগ্নিরই দাহিকা-শক্তি, তদ্বৎ চৈতন্যবোধেরই জ্ঞানসাপেক্ষ।

‘প্রকৃতিতে প্রকাশিত হইতে পারে। তদন্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, লোহ-গোলকের দাহিকা যেমন অগ্নিরই দাহিকা, তদ্রূপ প্রকৃতির জ্ঞানময়তা বা সর্জনতা আত্মা বা ব্রহ্মেরই জ্ঞানময়তা ও সর্জনতা মাত্র।

সাংখ্যাবাদিগণ আর একটি নূতন তর্ক করেন। তাঁহারা বলেন যে, যদি এক নিত্যজ্ঞান-শক্তি বা সর্জনতা-শক্তি ব্রহ্মে বিদ্যমান, স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মের অস্তিত্ব জাতবা বস্তুর অদ্বীন হইয়া পড়ে, স্বীকার করিতে হইবে। এতদন্তরে বলা যায় যে, স্বর্গের রশ্মিপ্রভা ধেরূপ দৌরকর-দীপ্ত বা রৌদ্রতপ্ত পদার্থ-সমূহের সাপেক্ষ নয়, উহা সপ্ত পদার্থেই নিত্যনিরপেক্ষভাবে সুরক্ষিত ও সুরক্ষিত হয়, সর্জনবিষয়-নিরপেক্ষভাবে ব্রহ্মের সর্জনজ্ঞানময়ত্বও তদ্বৎ।

বাহ্যউক, যদি তর্করূপে ব্রহ্মের জ্ঞান-শক্তির ক্রিয়াভূমিক্রমে কোন স্থায়ী বিষয় অস্বীকারে নির্লক্ষ্যতায় প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, নাম-রূপায়ক উপাধিই সেই বিষয়। উহা অন্যত্র অগত বিকাশোন্মুখ। (‘নামরূপে অব্যাক্তে বাচিকীর্তিতে’) অথবা অত্র কথায় বলিতে হইলে বলা যায় যে, মায়াই সেই বিষয়, বাহ্য জগৎ-রূপ জগৎকর্তার জ্ঞান-শক্তির ক্রিয়াভূমি। ব্রহ্ম স্বয়ং মায়া হইতে ভিন্নও নহেন, অস্তিত্বও নহেন; অগত মায়া ব্রহ্মেই বিদ্যমান বা ব্রহ্মস্বরূপ। এতাবত সমগ্র ঐবদান্তিক মন্দর্ভই ব্রহ্মবাচক, কিন্তু প্রকৃতি বা প্রবাসী বাচক নহে।

শেষতঃ উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

“নতশ্চ কার্যং করণঞ্চ বিদাতে।

ন তৎ সমশ্চাভাদিকশ্চ দৃশ্যতে ॥

পরাস্ত শক্তির্বিদিতৈব ক্ষরতে।

স্বাভাবিকী জ্ঞান বহুক্রিয়া ॥

‘অপাণিপাদো জননো গ্রহীতা।

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শূন্যাতাকর্ণঃ ॥

সংবেত্তি বেদাং নচ তস্যা বেত্তা।

তমাছরগ্রাং পশ্বৎ মহাস্তম ॥

(অস্ত্যাদি)

কার্য বা করণ নাহিক তাঁহার।

তুলা বা অগ্নি কিছু নহে তাঁর।

বহুরূপে তাঁর শক্তির বিকাশ।

স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান ক্রমের প্রকাশ ॥

অকর-চরণে গ্রহণ-মানন।

অনেক্র অশেষের দৃশন-শ্রবণ ॥

তিনি সমস্তই বেত্তা, তাঁর বেত্তা নাই।

প্রধান আদিশূরষ বলে তাঁরে তাই ॥

(৬ষ্ঠ সূত্র)—সাংখ্যাবাদী আবার এক

অভিনব তর্ক উদ্ভাবন করিয়া বলেন যে,

জগৎ-কারণত্বে প্রকৃতি বা প্রধানই লক্ষ্যীভূত,

যেহেতু ‘ঐক্ষণ’ শব্দ রূপকভাবেই উহাতে

প্রযুক্ত হইয়াছে, কাবণ “অগ্নি চিন্তা করি-

লেন”—“আপ চিন্তা করিলেন” এইরূপ উক্তি-

সমূহ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় এবং তদ্বৎস্থলে অগ্নি-জল

প্রভৃতি ভূত সচেতনভাবেই কল্পিত হয়,

ইত্যাদি। কিন্তু এই সূত্রেই উক্ত পূর্ব-

পক্ষের নিরাস কবা হইয়াছে। অর্থাৎ

জগৎ-কারণত্ব নির্দেশস্থলে “সৎ” শব্দ উক্ত

হওরতে, ‘ঐক্ষণ’ শব্দ রূপকার্থে ব্যবহৃত নয়,

বুঝিতে হইবে। উক্ত শাস্ত্রোক্তি পূর্বে এক

বার উদ্ধৃত হইয়াছে “সং দেব দৌমা ইদমস্মি

‘আসীং’ ইত্যাদি। অগ্নি, জল ও মৃত্তিকার সৃষ্টি বর্ণনাক্ষে অগ্নি, জল ও মৃত্তিকাদিকে ‘দেবতা’ এবং ঐ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাত মূলতথ্যকেও ‘দেবতা’ শব্দে নির্দেশ করা হইতেছে; যথা—‘সেয়ং ঐববৈতক্ষত হস্তাহমিনান্তিপ্রো দেবতা অনেন জীনেনায়ন্যাহস্ত প্রবিশ্চ নামক্ষপে ব্যাকরবাণীতি ।’ ঐ দেবতা চিন্তা পরিচালন যে, আমি এই জীবাত্মা দ্বারা উক্ত তিন দেবতা মধ্যে প্রবেশ করিব। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই প্রথমোক্ত ‘দেবতা’ পদ কদাপি স্মৃতেতন প্রকৃতি বা প্রধানে প্রযুক্ত হইতে পারে না; কারণ ‘জীবাত্মা’ শব্দের স্বতঃ পরিচিত ও পরিগৃহীত অর্থ বেহের পরিচালক এক মজীব ও সচেতন আত্মতত্ত্বই প্রত্যাহয়। এতদুৎ চৈতন্ততবে অচেতন প্রধানের সূতা কদাচ সস্তাবিত নহে। ফলে কেবল চৈতন্তরূপ ব্রহ্মের নির্দেশ প্রতীয়মান হইলেই সমগ্র অধ্যায়টির পূর্ণ তাৎপর্য্য পরিষ্কার পরিগৃহীত হয়। তৎপরে আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬৮-৭) দেখিতে পাই—

‘স্ব এষোপিনেতদায়মিদং সর্গং তৎসত্যং স আত্মাত্বমসি শেতকেতা ।’—ইহাই বিদ্বের মূল স্মৃৎ স্মার্ত্ত্ব, সমস্তই সেই আত্মা। সেই আত্মাই সর্গী হে শেতকেতা। তুনিও তাই। এখানেও চৈতন্তরূপ আত্মারই নির্দেশ হইতেছে—অচেতন প্রধানের নহে।

সাংখ্য পুনরপি একটি নূতন আপত্তি উপস্থিত করেন। সাংখ্যোক্ত দার্শনিক প্রাণালী অল্পসারে প্রকৃতিতত্ত্ব পুরুষ কর্তৃক পরিচালিত হইলেই পুরুষ বা জীবাত্মা মুক্তিলাভ করেন; প্রকৃতি বা প্রধানে কল্পরূপ

পুরুষের সেবা করেন, এবং প্রকৃৎ বৈকল্য প্রিয় ভূতাকে “আমার উপর আত্মায়রূপ” বলিতে পারেন, তরুণভাবে পুরুষের প্রিয়পরিচারিকা প্রকৃতিকে পুরুষের আত্মায়রূপ বলা যাইতে পারে। পরন্তু সাংখ্যোক্ত একরূপও উক্ত হয় যে, “ভূতাত্মা” শব্দে পুরুষত; সূত্রাং যেহলে ঈশ্বরের তৌতিক মূল পদার্থ সমূহকে নির্দেশপূর্ব্বক “আত্মা” শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সেহলে সেরূপ ভাবেই প্রধানকে আত্মা বলা অসঙ্গত নহে; সূত্রাং ঐপনিষদী বাকাবলী ব্রহ্মবাচিকা না হইয়া প্রকৃতিবাচিকাই হইবে।

(৭ম সূত্র)—সপ্তম সূত্রে উপরোক্ত সাংখ্যোক্ত নিরস্ত হইতেছে। আমাদের পূর্ব্বোক্ত শেতকেতা-প্রাসঙ্গিক বাক্যে শেতকেতুর স্মার একটা চৈতন্তরূপ জীবকে “তন্তমসি” “তুনি তাহাই” এইরূপ শিলা দেওয়া হইয়াছে; সূত্রাং উক্ত ‘আত্মা’ শব্দে অচেতন প্রধানকে না বুঝাইয়া চৈতন্তরূপ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে; কারণ চেতন জীবকে অচেতন হইবার উপদেশ নিতান্ত অস্বাভাবিক। একরূপ অর্থ স্বীকার করিলে একটি অচূপেক্ষণীয় অল্পপত্তি উপস্থিত হয়। অনেক স্থলে অনেক পদ রূপকভাবে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু যে ক্ষেত্রে তৎপদের প্রাপ্ত মৌলিক অর্থ উচ্ছলভাবে সঙ্গতি পায়, সে ক্ষেত্রে রূপকব্দের আরোপ কষ্টকল্পিত ও অসঙ্গত। পুরুষত মনকে ‘আত্মা’ শব্দ রূপকভাবে বা পৌণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে; এবং এইরূপ রূপকার্য বা পৌণার্থতির উক্ত বিধান ‘আত্মোক্তিক হইয়া পক্ষে।’ সমগ্র অধ্যায়টির তাৎপর্য্য ইহাই প্রকৃতিক বস্তুসে,

এখানে উক্ত শব্দটি উহার মৌখিক অর্থে বা
মুখ্যার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে ; কারণ বাহারা
আত্মনিষ্ঠ, তাঁহারা ই মুক্তি-সাধনার, বা
মুকুত্বের অধিকারী, কিন্তু অচেতন
প্রধানকে অবলম্বন করিয়া কাহারও কদাপি
সে অধিকার লাভ সম্ভবে না। বাহারা
শীর আত্মাকে স্ব-সর্কষ করিয়া পূর্বের
আত্মাকে স্বতন্ত্রিত্ব ও স্বদ্রুস্থিত জ্ঞান করে,
বিশ্বের সত্তিত তাহাদের সন্ধি-সংস্থাপন সুদূর-
পর্যন্ত। যিনি স্বয়ং আত্মাকে অপারের
আত্মাসহ হুনতঃ স্পষ্টপার্থক্যানিষ্ঠে দেখি-
য়াও মুনতঃ এক বা অপূর্ণক্ দেখিতে পারেন,
বিশ্বের সর্কষদার্থেই তাঁহার সেনার্থ শাস্তি-
সুধা সঞ্চিত। বিশ্বায়ত্ত্বের আশ্রিত হইয়া
তিনি ঐশাভুগ্ৰহে আনন্দ-রাজ্যে বিচা-
রিতে সমর্থ হন। তাঁহার সন্মেলকাল
ছেদিত, মোহাবরণ অপসারিত, কৰ্ম্মবন্ধ
বিমোচিত হয় ; তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব লাভে
কৃতার্থ-হন। শাস্ত্র স্পষ্টই তাহা বলিয়াছেন,—
“ভিত্যতে ছন্দরগ্রস্থিচ্ছিনাস্তে সর্কষসংশয়াঃ ।
ক্ষীরস্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ।”
কলে জিনি বিশ্বাত্মায় শীর জীবাত্মা একী-
ভূত বা সমীকৃত উপলব্ধি করিতেছেন,
তিনিই “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের অধি-
কারী। এই অধিকারেই বপার্থ মুক্তি-
লাভ। স্বর্গভোগ-কল্পনা ইহার নিকট
অকিঞ্চিৎকর।

(৮ম সূত্র)—প্রধান যে “আত্মা” সংজ্ঞায়
সংজ্ঞিত হইতে পারে না, তাহার আর একটি
কারণ এই সূত্রে সূচিত হইয়াছে। “অক-
ক্ষতী-দর্শন-ভার” একটি ভারসাম্যের প্রক-
রণ। বহুবিধার্থক্ “বিশিষ্ট” বাসক্ একটি

বহু তারার নিকটে ‘অকক্ষতী’ একটি ক্রম
তারা। আমাদের পুরাণশাস্ত্র অকক্ষতীকে
বশিষ্টের পত্নী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।
স্বপ্নের পরিচয় হুন-পরিচয়-সাপেক্ষ। সুতরাং
ক্রম তারা অকক্ষতীকে দেখাইতে হইলে,
অগ্রে বহুতারা বশিষ্টের প্রদর্শন আবশ্যিক।
অর্থাৎ প্রথমতঃ বশিষ্টঃ যেন অকক্ষতী, এই-
ভাবে বশিষ্টের প্রদর্শন বাতীত তৎপীর্ক্ববতী
বিন্দুবৎ প্রকৃত অকক্ষতীর প্রদর্শন সুসাধা
নহে ; সুতরাং অকক্ষতী দর্শনের উদ্য-
োগাণী। অতএব এই “অকক্ষতী-দর্শন”
রূপ জ্ঞায়-প্রবচন অসুসারে বলা বাইতে পারে
যে, স্বপ্ন ব্রহ্মতত্ত্বের নির্দেশার্থ অগ্রে হুন
প্রকৃতিতত্ত্ব নির্দেশ আবশ্যিক। এই জন্ত
প্রকৃতি বা প্রধানকে অগ্রে “আত্মা” বলিয়া
পরে স্বপার্থ, আত্মা ব্রহ্মকে নির্দেশ করা যায়।
ফলিতার্থে কিন্তু এ ক্ষেত্রে বশিষ্ট নক্ষত্রবৎ
প্রধানের অগ্র-নির্দেশ এবং অকক্ষতীবৎ
ব্রহ্মের পশ্চৎ-নির্দেশ হয় নাই ; অর্থাৎ
প্রধানকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম-নির্দেশ
হয় নাই।

এই সূত্রে ‘চ’ (৩) শব্দ একটি অতি-
রিক্ত কারণ সূচনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। বহি
প্রধানকে পুরোক্ত নৈয়ায়িক প্রবচন মতে
বশিষ্টস্থানীয় ধরা যায়, তাহা হইলেও তৎ-
প্রতি ‘আত্মা’ পদ প্রয়োগ বিসদৃশ হইয়া
উঠে। অধায়-প্রারম্ভে উক্ত হইয়াছে যে,
কারণের পরিজ্ঞানে প্রতি বস্তুই পরিজ্ঞাত
হয়। খেতকেতুকে তৎপিতা বলিলেন—
“উত তমাদেশনগ্রাকঃ সেনাশ্রতং ব্রহ্মতং
তবতি, অমতং মতঃ অবিজাতঃ বিজীভনু।”
অর্থাৎ—তুমি কি কদাপি সেই উপদেশ

প্রার্থনা করিয়াছ, যদ্বারা আমরা অশ্রুত বিষয় শুনিতে, অবুদ্ধ বিষয় বুঝিতে ও অজ্ঞাত বিষয় জানিতে পারি? তখন পুত্র সেই উপদেশ প্রার্থনা করিলেন এবং পিতা উত্তর করিলেন—“বথা সৌম্যোকেন মৃংপিণ্ডেন সর্কং মুগ্ধরং বিজ্ঞাতং স্রাৎ। বাচাৰন্তগং বিকারো নামধেয়ং মুক্তিকোত্তোব সত্যম্।” অর্থাৎ—“হে সৌম্য! একটিনাত্র মৃংপিণ্ড-জ্ঞানেই সর্ক মুগ্ধর বস্তুর পরিজ্ঞান হয়। ব্যবহারিক জগতে মুক্তিকার বিবিধ বৈকারিক ঘটন হেতুে সংজ্ঞানাস্যের ভেদ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বে যে মাটিসেই মাটি!” যিনি মাটিকে জানেন, তিনি মাটি-গঠিত সর্ক জবাই জানেন, অথবা যেখানে যেভাবে যে আকারেই পরিণত হউক না কেন, তিনি মাটিকে চিনিবেনই। মৃংপাত্রে ভাঙ্গিলে আবার মৃত্তিকাতেই পরিণত; অতএব মুগ্ধের তুলনায় মূল মৃত্তিকাই নিত্য ও অপর্যায়; আর মুগ্ধের আকারগত বিভিন্ন মৃত্তিকার বাবহারিক জগতে সত্য হইলেও তত্ত্বতঃ অনিত্য ও অপর্যায়।

অতএব জগতের যদি একমাত্র মূল কারণ হয় এবং তাহা পরিজ্ঞাত হয়, তবে জাগতিক ঐতি রস্তুই পরিজ্ঞাত। এ কোনে উৎপাদক কারণই কেবল অপর্যায়; কিন্তু উৎপন্ন কার্য অপর্যায়। যে স্থলে সমগ্র অধ্যায়টিতে ইহাই অবিতর্কিত ভাবে সূচিত হইতেছে যে, মূল কারণ পরি-জ্ঞাত হইলে প্রতিপদার্থই পরিজ্ঞাত হয়, সে স্থলে ‘আত্মা’ পদে যদি প্রধানকে বুঝায়, তবে প্রধানকে জানিলে সমস্তই জানা যাইতে পারে; কিন্তু সাংখ্যমতেই প্রধান-কর্মী সহ পুরুষ-জ্ঞান সঙ্গত হয় না; কারণ

পুরুষ প্রধানের বিকার নহে। অতএব জগদেককারণ ‘আত্মা’ বা ‘সৎ’ শব্দে প্রকৃতি বা প্রধানকে নির্দেশ করা যায় না। (৯ম সূত্র)—অবশেষে ৯ম সূত্রে অপর একটি নবযুক্তি অহুসারে দেখান হইয়াছে যে, প্রকৃতি বা প্রধান দুটপনিষদসমূহের “আত্মা” পদ-বাচ্য হইতে পারে না। এই সূত্র সিদ্ধান্ত করিতেছে যে, যে স্থলে স্বীকৃত চরম ও পরম গতি আত্মা, ‘সে স্থলে প্রধান কখনও সেই আত্মা হইতে পারে না। এই সূত্রে আনাদের অন্তর্কোষ বা জ্ঞানের জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই ত্রিবিধ অবস্থা সূচিত হইয়াছে। ঐ ত্রিবিধ অবস্থায় আত্মাত্মকে জাগরিত অন্তর্কোষ, স্বপ্নশীল অন্তর্কোষ ও সুষুপ্ত অন্তর্কোষ বলা যায়।

জাগ্রদবস্থার জীবাত্মা মনন দ্বারা বাহ্য জগতের বিষয়-বৈচিত্র্যে সম্বন্ধবদ্ধ থাকে। উহাতে আত্মার উপাধি কল্পিত হয়। এই প্রকারে অনিত্য বাহ্য-পদার্থ-বিশেষ এই স্থল জড় দেহেতেই আত্মবুদ্ধি জন্মে। আত্মার স্বপ্নাবস্থার বাহ্যবিষয়-সম্বন্ধ দেহাধীনত্ব ছাড়া-ইয়া মাত্র অন্তরিক্রিয়ে বা মনে সংস্কাররূপে নিবদ্ধ থাকে, এবং এইরূপে মনেই আত্ম-বুদ্ধি জন্মে। অবশেষে বন্ধন স্বপ্নের নিবৃত্তি হয়, তখন আত্মায় গাঢ় নিদ্রা বা সুষুপ্তি আসে এবং আত্মা পূর্ণাত্মরূপে নিম-জ্জিত বা নিগূন হয়। যখন কেহ গাঢ় নিদ্রা হইতে উৎখত হয়, তখন সে যে সুগভীর সুখ-নিদ্রার স্নানিত্রিত ছিল, এ অন্ত-কোষে স্পষ্ট অহুত্ব করে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, বাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধলেশপূত্র জগতের অন্তর্কোষ বা আত্মার সূচিত হয়

না। যদি সূক্ষ্ম সময়ে অন্তর্কোষের অভাব থাকিত, তবে জাগ্রদবস্থায় বিগত-সূক্ষ্ম-সম্ভোগের জ্ঞান আমরা কোথায় পাইতাম? এতাবতাত্মার সহিতই 'আত্মা'র সঙ্গতি সিদ্ধান্তিত হইতেছে। এই আত্মা কদাচ প্রকৃতি বা প্রধান হইতে পারে না; কারণ প্রকৃতি বা প্রধান কেবল বাহ্যজ্ঞানের বিষয়মাত্র। সচেতন আত্মা কখনও অচেতন প্রকৃতিতত্ত্বে লীন হইতে পারেন না।

(১০ম সূত্র)—দশম সূত্রে উক্ত হইতেছে যে, সমগ্র উপনিষদী শ্রুতিই এক বাক্যে অবিসংবাদী সিদ্ধান্তে ব্রহ্মকেই জগৎকারণ নির্দেশ করিতেছে। এ বিষয়ে যদি প্রকৃতি বা প্রধান-বাচিকা কোন শ্রুতি উপনিষদে থাকিত, তবে অবশ্য অপরাপর শ্রুতির সহিত তাহার অর্থ-সামঞ্জস্য সম্পাদনের সুসঙ্গত কারণও থাকিত। সে বাহ্যহটুক, ফলে সমগ্র উপনিষদেরই সর্বশ্রুতি-সমর্থিত গার সিদ্ধান্ত এইবে, ব্রহ্মই বিশ্বের মূল কারণ। আমরা এইরূপ শ্রুতি দেখিতে পাই,—‘আত্মন আকাশঃ সঙ্ঘতঃ। (ঐতঃ উঃ ৩.৩) “আত্মন এবৈদং সর্বঃ” [ছাঃ উঃ ৭২৬] “আত্মন এষঃ প্রাণো জায়তে।” [প্রঃ উঃ ১৩] অর্থাৎ আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন, আত্মা হইতে এই সমস্ত উৎপন্ন, আত্মা হইতে প্রাণ উৎপন্ন, ইত্যাদি। ফলে এই মন্দের বহু বচন-পরম্পরা সমস্ত উপনিষদেই দৃষ্ট হইবে।

(১১শ সূত্র)—একাদশ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রুতিতে সুস্পষ্ট ও সরলভাবেই “ব্রহ্মই বিশ্ব-কারণ” এই মহাজ্ঞান ও মহান্যতা সংঘোষিত হইয়াছে।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ (৬২) বলেন,— “স কারণ করণাধিপাধিপো মচাস্ত কশ্চি-
জ্জনিহা নচাধিপঃ।” অর্থাৎ তিনিই কারণ, তিনিই ইন্দ্রিয়েশ্বরেশ্বর; তাঁহার কেহই জন-
য়িতা বা প্রভু নাই। অতএব তাঁহার
প্রধানকেই শ্রুতিবাক্য-প্রমাণে জগৎ-কারণ-
রূপে প্রমাণিত করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদের
যুক্ত-তর্ক বিচারাদি সর্বৈব ভিত্তিহীনম্।

(ক্রমঃ:)

শ্রীঃ:—

সূচিস্তা-গীতা।

(“Brahmacharin” পত্র হইতে
পদ্যানুবাদিত।)

কর কর সূচিস্তা চিন্তন।

বাক্যরূপে সাবয়ব চিন্তাই স্বয়ম্। ১

কর কর সূচিস্তা চিন্তন।

কর্মরূপে পরিণত চিন্তাই স্বয়ম্। ২

কর কর সূচিস্তা চিন্তন ;

য়েমন চিন্তিবে, তুমি হইবে তেমন। ৩

কর কর সূচিস্তা চিন্তন ;

চন্দ্রে বর্ণে কিছু নয়, চিন্তা অমুসারে হয়
স্বরূপ বা কুরূপ-ধারণ। ৪

কর কর সূচিস্তা চিন্তন ;

গঠনেতে কিছু নয়, চিন্তা অমুসারে হয়
স্বরূপ বা কুরূপ-ধারণ। ৫

কর কর সূচিস্তা চিন্তন ;

সূচিস্তা স্মৃতি-মূল, সৌরভেতে গমাকুল
করবেক তোমার জীবন। ৬

কর কর স্চিষ্টা চিন্তন ;
তোমার স্চিষ্টা শুণে অগণ্যে অস্ত্রের মনে
হইবে স্চিষ্টা-উদ্দীপন । ৭

কর কর স্চিষ্টা চিন্তন ;
দেবেরা স্চিষ্টাকারী—‘সুমনসঃ’ আখ্যাধারী,
দানবেরা ‘দুর্মনসঃ’ ছাশ্চিষ্টা-কারণ । ৮

কর কর স্চিষ্টা চিন্তন ;
স্চিষ্টাসম্ভাব কিবা বিকাশে বিগল বিতা,
হারাইয়া হীরক-রতন । ৯

কর কর স্চিষ্টা চিন্তন ;
সংসার-সংগ্রামে হবে সক্ষি-সংস্থাপন । ১০

কর কর স্চিষ্টা চিন্তন ;
স্বাস্থ্যরক্ষা তরেও স্চিষ্টা-প্রয়োজন । ১১

কর কর স্চিষ্টা চিন্তন ;
ইহোন্মত্ত তরেও স্চিষ্টা-প্রয়োজন । ১২

কর কর স্চিষ্টা চিন্তন ;
হবে শাস্ত সমাহিত প্রক্লান্ত মন । ১৩

কর কর স্চিষ্টা চিন্তন ;
হবে ভূমি পুতায়ার প্রিয় নিকেতন । ১৪

কর কর স্চিষ্টা চিন্তন ;
কুচিন্তায় হ'তে হুগ পশুর অধম । ১৫

কর কর স্চিষ্টা চিন্তন ;
কাল-ধোঁড়া-বোবা-অন্ধ,
দৈহিক বিকারে মন্দ ;
ততোধিক মানসিক কুচিন্তক জন । ১৬

কর কর স্চিষ্টা চিন্তন ;
যেহেতু স্চিষ্টাবর্ণ মর্ত্যে আনে সত্য স্বর্ণ ;
কুচিন্তা নরক সত্য করে সংস্থাপন । ১৭

কর কর স্চিষ্টা চিন্তন ;
ক্লেশ-মলে তরু নদ, কুচিন্তার বত হয়
কলুষিত মানব-জীবন । ১৮

কর কর স্চিষ্টা চিন্তন ;
পরমেশ-রূপাপ্রাপ্ত স্চিষ্টক জন । ১৯

কর কর স্চিষ্টা চিন্তন ;
চিন্তার তোমার উত্তরাধিকার
করিবে সমৃদ্ধিগণ । ২০

কর কর স্চিষ্টা চিন্তন ;
চিন্তা অহুসারে ইহলোকান্তরে—
পুনঃ দেহ-সংগঠন । ২১

শ্রীশঃ—

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা ।)

শ্রীযত্ননাথ মজুমদার এম, এ, বি, এল্
কর্তৃক সম্পাদিত।



সূচী।

১। স্থপীতিভ্রম	...	২৬৫	৯। বেনাশ্ব-হৃত	...	২৯৫, ২৯৭
২। জ্ঞান-গীতা	...	২৬৮	১০। সাধন-পঞ্চকন্	...	৩০০
৩। পঠন-পাঠন-গীতা	...	২৬৮	১১। বৈশেষিক দর্শন	...	৩০১
৪। সনৎসজাত পদ	...	২৬৯	১২। সাংখ্য-দর্শন (সমাপ্ত)	...	৩০৬
৫। কর্ণ-গীতা	...	২৭১	১৩। দ্বন্দ্বত্বিকম্	...	৩১৭
৬। কঠোপনিষৎ	...	২৭৫	১৪। ভূ-গোল পুরিতম্	...	৩১৯
৭। আগন্তুধীর গুরুপুত্র	...	২৭৭	১৫। যোগী কে ?	...	৩২৩
৮। সদাচার-সমীচীনতা	...	২৮১	১৬। সাধকের হরি	...	৩২৫

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীদাস চট্টোপাধ্যায়দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দ ১৮২২।

১৩০৭-১৩০৮ সনের বাঙ্গাল হিন্দু-পত্রিকা প্রতি সন ১০ এং ১৩০৫ ও ১৩০৬ সালের বাঙ্গাল পত্রিকা প্রতি সন ১১০ মুদ্রণ বিক্রয়

পত্রাধিকারিত, টিকা পাতাইতে বা টিকানা-বদল জানাইতে, গ্রাহকগণ অবশ্য ২ নাম্বারের খবর ২ গ্রাহক-নম্বর দিবেন।

বৌদ্ধযুগে ভারত-মহিলা।

বিশাখার উপাখ্যান।

শ্রীচারু চন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য ১০/০ আনা।

প্রাচীন ভারতের একটা অপূর্ণ ও মনোরম ছবি প্রাচীন পার্শ্বী ভাষা হইতে সুল-
লিত বাঙ্গালায় অল্পবাদিত। ইহাতে বৌদ্ধযুগের সামাজিক অবস্থা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত
আছে। প্রাধান্য প্রদান ষাধিতীয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্রবিশেষরূপে প্রেরণিত।
গ্রন্থকারের নিকট ১২৪নং মসজিদ বাড়ী স্ট্রীটে (কলিকাতা) প্রাপ্তব্য।

বাণ-পরাজয়।

শ্রীপকানন কাঞ্চিলাল-প্রণীত দৃশ্যকাব্য। ইণ্ডিয়ান নিরয়, হিন্দু-পত্রিকা, হিতবাদী প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত।
১৪৬ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ তে দশ আনা। হস্ত গ্রন্থকার-প্রণীত "বৃষসেন-সংহার" পৌরাণিক
দৃশ্য কাব্য। মূল্য ছয় আনা, ভিঃ পিঃ তে আট আনা। উভয় পুস্তক একত্র লইলে ভিঃ পিঃ তে মোট
চৌদ্দ আনা। শ্রীনন্দলাল সাহা, ইন্ডেন্টস্, লাইব্রারি, যশোদর।

হিন্দু-পত্রিকার

মূল্য-প্রাপ্তি-স্বীকার।

(৯ই কার্তিক হইতে ২০শে
অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত।)

৩২২৩	বাবু গুণনিধি দাস	৮৭২	,,	হরিনাথ শাস্ত্রী	৪।৫।৬।৭	
৮৬৮	হরেন্দ্ররূপ গোস্বামী	১২৫৫	,,	কার্তিক চন্দ্র গিত্ত	৬।৭	
৮৪৬	হরিশোহন সাত্তাল	৭৯৪	শ্রী	শ্রীগড়মুরিয়া গোস্বামী	৬।৭	
২৪	আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় ৬ ও আং ৭	৩৩৩৪	,,	উপেন্দ্র নাথ গোস্বামী	৭	
৫৪৩	ধীর কৃষ্ণ সরকার	২০১১	,,	সারদা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য ৬ ও আং ৭	৭	
১৩৭২	কালীপদ মুখোপাধ্যায়	১৬৬৯	,,	প্রতাপ চন্দ্র সরকার	৮	
৮৬৬	হীরা লাল ঘোষ	৮০০	শ্রী	শ্রীমুত গোপাল চন্দ্র দাস	৭	
৩৩২৪	আশুকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১।২ ৩।৪।৫।৬।৭	৪২৪	বাবু	ব্রহ্মগাল চক্রবর্তী	৬।৭	
৩৩২৬	,, আশুতোষ নিরোগী	১৬৭৪	প্রমথ	কুমার ভট্টাচার্য্য	৭	
২৪৯১	,, চন্দ্র হরি পাল	৩২৮১	প্রফুল্ল	নাথ লাহিড়ী	,,	
১৮৩৬	,, রামচন্দ্র চূড়ামণি	২৫০	বিবেক	শ্বর বিশ্বাস	,,	
৩৩২৭	পণ্ডিত জোয়ালী প্রসাদ সিরানো	৩৩৩৬	কৃষ্ণধন	রায়চৌধুরী	৬।৭	
২৫১২	বিধু ভূষণ চক্রবর্তী	২৭৮৬	হরেন্দ্র	কুমার ঘোষ	১২।৩।৪।৫	
২৭৩২	পণ্ডিত হেমচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ ৬ ও আং ৭	১০৮৮	যোগেন্দ্র	নাথ রায়	৭	
১৪৭৪	,, যজেন্দ্র-কুমার রায়	২৫৩৩	দৈব	চরণ ভট্টাচার্য্য ৬ ও আং ৭	৭	
৮৩৪	,, সদয় নাথ মুকুমদার	৩১১২	প্রমথ	নাথ ভাটুড়ী	৭	
			রায়	কালী প্রমথ ঘোষ বাহাদুর ৬ (৫০ কপি)		
			২১৬৬	বাবু	ধরী চরণ গুহ	৬।৭
			৩২৪১	,,	তনবানী নাথ চক্রবর্তী	৭
			১৫৫২	,,	নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত	,,
			৪৫১	চন্দ্র	শেখর কুর	৮।৯
			৫৫৪	স্মারিকা	নাথ ঘোষ	৭
			২৩৭১	মহেন্দ্র	নাথ সেন	৬।৭
			৫৩	অধিকা	চরণ সরকার	৭
			৩৩৪০	বসন্ত	কুমার	৭

ভূতা নাই, কষ্ঠা নাট, ভাষা নাই তার,
বিদ্যা নাই, নাই কোন জীবন-উপায়!
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
একমাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

বিবাদে বিবাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে চানলে পর্ত্তে শক্রমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাছি
গতিস্বং গতিস্বং স্বমেকা ভবানি ॥

বিবাদে বিবাদে কিংবা প্রবাসে, অনলে,
প্রমাদে, পর্ত্তে, শক্রমধ্যে কিংবা জলে,
কিংবা অরণ্যেও যদি পড়ি গো জননি!
উদ্ধার করিও মোরে উদ্ধারকারিণি!
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
একমাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

অপারে মহাহস্তরেহত্যস্ত বোরে
বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
স্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা,
নমস্তে জগত্তারিণি জাহি হুর্গে ॥

অপার অগাধ ঘোর বিপৎসাগরে
যেন জন ডুবিয়া মাগো! হাহাকার করে,
তখনি হইয়া তার নিস্তার-তরণী,
বিপৎসাগর হ'তে তরাও জননি!
ত্রাণ করিতেছ মাগো! এই ত্রিসংসার,
আমারেও কর ত্রাণ, করি নমস্কার!

চিত্তাভঙ্গালেপো গরলমশনং দিকৃপটধরো
জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পশুপতিঃ।
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং
ভবানি স্বংপাশিগ্রহণপরিপাটীফলমিদম্ ॥

চিত্তভঙ্গ দেহোপরি মাখে সর্কক্ষণ,
নিরস্তর ক'রে থাকে গরল ভক্ষণ,

কণ্ঠে সর্প জড়াইয়া করে কণ্ঠহার,
মাথায় ধরিয়া রয় নিত্য জটাভার,
সর্কদাই থাকে নর-কপালে লইয়া,
বুরিগা বেড়াক সদা ভূত নাচাইয়া,
উলঙ্গ হইয়া রহে সদা পশুপতি,
তুমিই শিবের হুর্গে! একমাত্র গতি।
ধন্য শিবে পাণিদান করিলে শঙ্করি!
তাই শিব জগদীশ-পদ-অধিকারী!

অশেষব্রহ্মাণ্ড প্রলয় বিধিনৈসর্গিক মতিঃ
শ্মশানেষাসীনঃ কৃতভসিতলেপঃ পশুপতিঃ।
দধৌ কণ্ঠে হানাহলমখিলভূগোলরূপয়া
ভবত্যাঃ সঙ্গত্যাঃ ফলমিতি চ কল্যাণি কলয়ে ॥

অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ কারণ
পড়িয়া রয়েছে যার মন সর্কক্ষণ,
সর্কদাই রন্থ যিনি শ্মশানে পড়িয়া,
নিজ দেহে দেন যিনি ভঙ্গ মাথাইয়া,
সেই পশুপতি পৃথ্বী-রক্ষার কারণ
করিলেন কণ্ঠে দেখ গরল ধারণ
কেবল তোমারি সঙ্গে রহি অনিবার,
শিবের স্মবুদ্ধি হেন, বুঝিলাস সার!

মাতস্তাতস্ত দেহাজ্জননী জঠরগস্তাবদালক্কেদেহ-
স্বংকত্রী কারয়িত্রী করুণগুণময়ী কৰ্ম্মদেহস্বরূপা।
স্বং বুদ্ধিশ্চিত্তসংস্থাহম্যাপি ভবিতা সর্ক-
মেতৎ স্বদর্শং
ক্ষম্যো মেহংপরোধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে ॥

পিতার শরীর হ'তে জনম লভিয়া,
মাতৃগর্ভে রহিলাম শয়ন করিয়া।
তার পর তথা হতে দেখিহু সংসার,
যত কিছু খেলা মাগো! স্কুলি তোমার!
তুমি দয়াময়ী, কৰ্ম্ম-দেহ-স্বরূপিণী,
তুমি বুদ্ধি, তুমি চিত্ত-আশ্রয়-কারিণী;

†

তথাপিও অহং-বুদ্ধি গেল না আমার,
যাহা কিছু করি মাগো! সকল তোমার!
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেক্ষরুপিণি! • •
অপরাধ যত মোর ক্ষম গো জননি!

• বার্কক্যে বুদ্ধিগানঃ কৃতবিবশতনুঃ স্বাস-
কাশাতিসারৈঃ
কর্মানহে'হুঙ্কিহীনঃ প্রগলিতদশনঃ ক্ষুৎ-
পিপাসাভিভূতঃ।
পশ্চাত্তাপেন দক্ষো মরণমহুদিনং ধোয়গারিং
ন চঃশ্বৎ। •
ক্ষণ্ডব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে ॥

বুদ্ধকালে বুদ্ধিটুকু না রহিল আর,
আসিয়া জুটিল স্বাস কাশ অতিসার,
অবশ হইল অঙ্গ,—হ'ল অতি ক্ষণ,
হইলান অকর্মণ্য তায় দৃষ্টিহীন,
দস্তগুলি একে একে খসিয়া পড়িল,
ক্ষুধা তৃষ্ণা আসি মোরে চাপিয়া ধরিল,
অনুতাপানল শেষে দহিল আমার,
চিহ্নহু মরণ-চিহ্না না চিন্তি তোমায়!
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেক্ষরুপিণি!
অপরাধ যত মোর ক্ষম গো জননি!

আপৎসু মগ্নঃ স্মরণং বদীয়ং
করোমি হুর্গে করুণার্নবেশি।
নৈতচ্চঠরঃ মম ভাবয়েথাঃ
ক্ষুধাতৃষার্তা জননীং স্মরন্তি ॥

করুণা-সাগর হুর্গে! তুমিই ধরায়,
তব নাম স্মরে যেই, তরাও তাহার।
বিপৎ-সাগরে মাগো, নিমগ্ন হইয়া,
স্মরিতেছি তব নাম বিপদে পড়িয়া। •
যাহা কিছু বলিতেছি, সত্য সমুদয়,
শঠ বলি যেন কর প্রত্যাহ।

সন্তান ব্যাকুল হ'লে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়,
অমনি স্মরণ করে তাহার মাতায়!

জগন্মাতর্শ্রীমন্তুব চরণসেবা ন রচিতা,
ন বা দত্তং দেবি জ্বিগম্যপি ভূয়স্তব মুরা।
তথাপি ত্বং মেহং মম্বি নিকপন্মং যৎ প্রকুরুষে,
কুপুর্বো জায়ত কচিদিপি কুমাতা ন ভবতি ॥
জগৎ-জননি হুর্গে! জননি আমার,
নাহি সেবিলাম কতু চরণ তোমার।
তোমার উদ্দেশে মাগো! ভুলেও কখন
দান নাহি করিলাম কতু কিছু ধন।
তথাপি অতুল মেহ আমার উপর
প্রদর্শন করিতেছ তুমি নিরন্তর।
পুত্র করিতেও প্যারের মন্দ আচরণ,
মাতা কিন্তু না করেন কখন তেমন!

ন মোক্ষশ্রীকাজ্জা ন চ বিভববাগ্নাপি চ ন মে,
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখিস্থেচ্ছাপি ন পুনঃ।
অতস্ত্বং সংযাচে জননি জননং যাতু মম কৈ,
মুড়াণী রুদ্রাণী শিবশিবভবানান্তি অপত্যং ॥

নাহি মোর কিছু মাত্র মোক্ষের বাসনা,
নাহি মোর কিছু মাত্র ধনের কামনা,
তহজ্ঞান হেতু মোর নাহি অভিলাষ,
সুন্দরী-সন্তোষ-স্বপ্নে নাহিক প্রয়াস।
শিব-শিব-শিব-শম্ভু-শিবাবী-ভবানী,
সুড়ানী রুদ্রাণী হুর্গা উমা কাঁতায়নী,
এই সব নাম মাগো! করি উচ্চারণ
জীবন কাটিরায় যার, পার্থনা এখন।

শ্রীপূর্বচন্দ্র কবে, বি. ৪।

জ্ঞান-গীতা ।

(“Brahmacharin” পত্র হইতে

পদ্যানুবাদিত ।)

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;

আলো জ্ঞান, আঁধার অজ্ঞান । ১

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;

জ্ঞান লয় ধর্ম, অধর্ম অজ্ঞান । ২

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;

জ্ঞান দেয় শান্তি, অশান্তি অজ্ঞান । ৩

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;

পশু হতে নরকে পৃথক্ করে জ্ঞান । ৪

জ্ঞানানুসন্ধান কর,

যত জ্ঞান, তত আরো

বিনয়-বিনয় হবে,

সবার সম্মুখে রবে । ৫

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ,

অসত্য হইতে সত্য, অনিত্য হইতে নিত্য,

বাছিয়া তোমায় দিবে জ্ঞান । ৬

কর কর জ্ঞান উপার্জন,

কর্তব্য-নির্ণয়ে ভুল হরে না কখন । ৭

কর জ্ঞান উপার্জন সবে ;

মর্ত্য-বিষয়ের বার্থ গুরুত্ব না রবে । ৮

কর জ্ঞান উপার্জন সবে,

অনিবার্য বিষয়েতে বিবাদ না হবে । ৯

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;

নিরখিবে নর সবে সোদর-সমান । ১০

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;

নির্ভয় নিশ্চিন্ত তোমা করিবেক জ্ঞান । ১১

কর কর জ্ঞান অধিকার ;

মরণে ত্রাসিত, জীবনে হর্ষিত

কভু না হইবে আর । ১২

কর কর জ্ঞান অধিকার ;

হবে সদ্য নিরাসিত অজ্ঞান-সংস্কার । ১৩

কর কর জ্ঞান উপার্জন ;

হবে সর্ব পদার্থের স্বরূপ দর্শন । ১৪

কর কর জ্ঞান উপার্জন ;

জ্ঞানে তব কর্ম-প্রেম—ছুরির সাধন । ১৫

কর কর জ্ঞান উপার্জন ;

বৈবমো করিবে তুমি সাম্য দর্শন । ১৬

কর কর জ্ঞান উপার্জন ;

প্রতি দ্রব্যে দেখিবে একের প্রকটন । ১৭

কর কর জ্ঞান উপার্জন ;

আত্মায় নিজায়া, নিজাত্মায় আত্মা

করিবেক দর্শন । ১৮

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;

দূর হবে সর্ব ছঃখ-মূল দ্বৈতজ্ঞান । ১৯

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;

পাইলে একের জ্ঞান, পাবে সর্বজ্ঞান । ২০

জ্ঞান-উৎস হতে কর জ্ঞান অধিকার ;

জ্ঞানে পুরানন্দ লাভ হইবে তোমার । ২১

পঠন-পাঠন-গীতা ।

(“Brahmacharin” পত্র হইতে

পদ্যানুবাদিত ।)

(তৈত্তিরীয় উপনিষৎ)

ঋতক স্বাধায় প্রবচনে চ । সত্যক

স্বাধায় প্রবচনে চ । তপশ স্বাধায়-প্রব-

চনে চ । দমশ স্বাধায় প্রবচনে চ ।

শমশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ । অন্নশ্চ স্বাধ্যায়
প্রবচনে চ । অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে
চ । অতিথ্যশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ । মাহু-
ষঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ । প্রজা চ স্বাধ্যায়
প্রবচনে চ । প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ ।
সত্যমিতি সত্যবতা রাথীতরঃ । তপইতি
তপোনিতাঃ পৌকশিষ্টিঃ । স্বাধ্যায় প্রব-
চনে এবৈতি নাকো যৌগল্যাঃ । তদ্ধি তপ-
স্তদ্ধি তপঃ ।)

ত্ৰায়-নিষ্ঠা শিক্ষা কর ।

পঠন-পাঠন ধর । ১

সত্যের সাধন ল'ও ।

পঠন-পাঠনে রও ॥ ২

তপস্তা-সাধনে রহ,

পঠন-পাঠন সহ । ৩

দমিবে ইঞ্জিয়সবে,

পঠন-পাঠনে রবে । ৪

শমশ্চণে চিত্ত বাধ,

পঠন-পাঠন সাধ । ৫

তেজোগ্নি জালিবে রঙ্গে,

পঠন-পাঠন সঙ্গে । ৬

যজ্ঞ কর, বাধা নাই ;

পঠন-পাঠন চাই । ৭

অতিথি-সেবায় থাক ;

পঠন-পাঠন রাখ । ৮

নরের কর্তব্য লহ ;

পঠন-পাঠনে রহ । ৯

সাধিবে গৃহস্থ-ধর্ম ;

সন্তানে শিখাবে কর্ম ।

মনে রেখ অনিবার,

পঠন-পাঠন সাধ । ১০

সত্যপর "রথীতর"-স্মৃত

সাধনে হইলা সত্যপূতা । ১১

অমৃতপ্ত "পুকশিষ্টি"-স্মৃত

সাধিলা কঠোর তপ ব্রত । ১২

"নাক" নামে "যুগল"-নন্দন

সেধেছিল পাঠন-পাঠন । ১৩

পঠন-পাঠন জেনো তবে—

তীর তপ—তীর তপ ভবে । ১৪

শ্রী:—

সনৎসুজাতপর্বি ।

পূজাপাদ পণ্ডিত, শ্রীকালীদেব বেদান্ত-
বাগীশ মহাশয় শাস্ত্রভাষ্য সমেত সনৎ-
সুজাতীয় অধ্যায়শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া আশা-
দিগের পরম উপকার করিয়াছেন ; কারণ
উহাতে যে ভগবান্ শঙ্করচার্য্য ভাষ্য করি-
য়াছেন, তাহা জানিতাম না । তিনি প্রস্তাবনায়
লিখিয়াছেন যে "সনৎসুজাতীয় অধ্যায়শাস্ত্র
চারি অধ্যায়ে সমাপ্ত" ; কিন্তু মহাভারত
উদ্যোগপর্বে দেখিতে পাই যে, উহা পাঁচ
অধ্যায়ে (৪১ হইতে ৪৫ অধ্যায়ে) সম্পূর্ণ ।
১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায় ক্রমান্বয়ে ৪১, ৪২ ও
৪৩ অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে । মধ্যে ৪৪
অধ্যায়টি উহাতে নাই । ঐ অধ্যায়টির
শঙ্করচার্য্য ভাষ্য করিয়াছিলেন কিনা, জানি
না, স্মৃতরাৎ কোল মূল ও অণুবাদ প্রকাশ
করিয়া হিন্দুপত্রিকার পাঠকবর্গকে উপহার
দিলাম । যদি কোন মহাত্মার নিকট শাস্ত্র-
ভাষ্য থাকে, কৃপাকরিয়া প্রকাশ করিবেন
অথবা আমার জানাইলে ভাষ্য প্রামাণ্য-
প্রকাশ করিব ।

সনৎজাত উবাচ ।

শোকঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ কাম-
মানঃ পরাসুতা ।

ঈর্ষ্যামোহো বিধিৎসা চ রূপা-
সূয়া জুগুপ্সতা ॥১॥

দ্বাদশৈতেমহাদোষা মনুষ্যপ্রাণ-
নাশনাঃ ।

একৈকমেতে রাজেন্দ্র মনু-
ম্যান্ পূৰ্ব্যুপাসতে ।

যৈরাবিষ্টো নরঃ পাপং মূঢ়-
সঙ্গো ব্যবস্যাতি ॥২॥

স্পৃহয়ালুরুগ্রঃ পরুযো বদান্তঃ

ক্রোধং বিভ্রম্ননসা যৈ বিকথী ।

নৃশংসধর্ম্মাঃ ষড়্ভিমে জনী বৈ
প্রাপ্যাপ্যার্থং নোত সভাজয়ন্তে-

॥৩॥

সনৎজাত কহিলেন, হে রাজেন্দ্র !

শোক, ক্রোধ, লোভ, কাম, মান, নিদ্ৰা-
পরতা, ঈর্ষা, মোহ, বিধিৎসা, মেহ, অসূয়া
ও জুগুপ্সা মনুষ্যের ঞ্জননাশকারী; এই
দ্বাদশটি মহাদোষ। ইহাদের মধ্যে এক
একটি, মনুষ্যসকলকে (আশ্রয় করিবার-
জ্ঞ) উপাসনা করে, মনুষ্য এই সমস্ত দোষে
আবিষ্ট ও মূঢ়সঙ্গ হইয়া পাপাচরণ করে ॥২॥
স্পৃহয়ালু, উগ্র পরুষ (কটুবাকী), বদান্ত
(বহুভাষী), মনে মনে ক্রোধকারী ও বিকথী,
এই ছয়টি নৃশংসধর্ম্মা মনুষ্য অর্থ প্রাপ্ত
হইয়াও তাহার মাগ্ন করেনা, অপিচ মহৎ
লোকের অপমান করে ৩ সন্তোষ-গর্ভিণ-

সন্তোষ সন্নিদ্বি বিষমোহতিমানী

দত্ত্বা বিকথী রূপাণো দুর্ব্বলশ্চ ।

বহুপ্রশংসী বনিতাছিট্ সর্দৈব

সগুৈবোক্তাঃ পাপশীলা নৃশংসাঃ

॥৪॥

ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ তপোদমশ্চ অমাৎ-

সর্ঘ্যংহীন্তিতিক্ষানসূয়া ।

দানং শ্রুতকৈব ধৃতিঃ ক্ষমাচ

মহাব্রতাদ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥ ৫॥

যোনৈতেভ্যঃ প্রাচ্যবেদাদশেভ্যঃ

সর্ক্বামপীমাং পৃথিবীং চ শিষ্যাৎ ।

ত্রিভির্দ্বাভ্যামেকতো বার্থিতো যো

নাস্য স্বমস্তীতি চ বেদিতব্যম্ ॥৬॥

বিষম (ক্রৌন্সে পুরুষার্থ-বুদ্ধিবশতঃ অব্যাব-

স্থিত / অতিমানী, দানকরিয়া আশ্রয়প্রাধা-

কারী, দুর্ব্বল(বলদ্বারা অস্ত্রের অমঙ্গলকারী),

বহু প্রশংসী (নিজের স্মৃতিপ্রার্থী) ও সর্ক্বদা

বনিতাবিদ্বেষী, এই সাত প্রকার মনুষ্য পাপ-

শীল ও নৃশংস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ৪ ॥

ধর্ম্ম, সত্য, তপস্যা, দান, অমাৎসর্ঘ্য,

লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, দান, শ্রুত,

ধৃতি ও ক্ষমা, এই দ্বাদশ ব্রাহ্মণের মহা-

ব্রত ৫ ॥

যিনি এই দ্বাদশ গুণ হইতে স্বলিত

না হন, তিনি এই সমস্ত পৃথিবী শাসন

করিতে পারেন। এই সকল গুণের মধ্যে

যিনি দুই বা তিনটা গুণ অধিকার করিতে

পারেন, তাহার আপনাত্ত্বকোণ দ্রবাই নাই,
ইহা তাহার জানা কর্তব্য, অর্থাৎ তিনি
সম্পদায় ভাগ করিতে পারেন ৬ ॥

দমস্ত্যাগোহথাপ্রগাঁদ ইত্যেতে-
য্মৃতং স্থিতম্ ।

এতানি ব্রহ্মমুখ্যানাং ব্রাহ্মণ্যানাং
মনীষিণাম্ ॥ ৭ ॥

সদ্বাসন্য পরীবাদো ব্রাহ্মণস্য ন
শস্যতে ।

নরকং প্রতিষ্ঠাস্তেষু ষ্ণ এবং,
কুর্ষতে জনাঃ ॥ ৮ ॥

মদোহষ্ঠাদশদোষঃ স স্যাৎ পুরা
মোহপ্রকীর্তিতঃ ।

লোকদেষ্যং প্রাতিকূল্যমভ্যসূয়া
মৃষাবচঃ ॥ ৯ ॥

কামক্ৰোধোপারভদ্র্যং পরিবা-
দোথ পৈশুনম্ । অর্থহানিবিবাদশ্চ
নাৎসর্ঘ্যং প্রাণিপীড়নম্ ॥ ১০ ॥

ঈর্ষ্যা মোহোহতিবাদশ্চ সংজ্ঞানা-
শোভ্যসূয়িতা ।

তস্মাৎ প্রাজ্ঞো নমাদ্যেতে সদা-
হ্যেতদ্বিগর্হিতম্ ॥ ১১ ॥

দান, ত্যাগ ও অপ্রমাদ, একরটি ত্রয়ে
অমৃত থাকে; এই কয়টি দ্রব্য মনুষী
ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণেরই হইয়া থাকে ।
[বৃহদারণ্যকোপনিষদে ৫ অ-২ ব্রাহ্মণ ৩মন্ত্র—
এতৎ ত্রয়ংশিক্ষেত্র দমংদানং দয়ামিতি] ৭ ॥

সত্যই হউক অথবা মিথ্যাই হউক,
পরনিন্দা ব্রাহ্মণের কর্তব্য নহে। যে ব্যক্তি
এরূপ করে, তাহার নরকে স্থান হয়। ৮ ॥

পূর্বে যে মদ প্রভৃতি অষ্টাদশ দোষ
কীর্তিত হইয়াছে, তাহাই এক্ষণ বিশেষ

কর্মগীতা ।

১—২

কস্মাহুঞ্জীয়তাম্ নিতাংতত্রৈব মুক্তিকৃতমা ।
স্বাদীনেষিদ্ভিন্নার্থেষু কথমালস্যমাস্থিতম্ ?

১ ৩

সংপূর্কপিতিরো যস্মাৎ কৃত্বা কৃত্যমমৃতমম্ ।
পুরাতনমিদং দিব্যম্ ভারতম্ প্রাণয়নু মুদা ॥
তেষাং বংশাবতংসাঃ কিম্ যুগ্ম কস্ম-পরি-
চ্যুতাঃ ?

মদা কস্মাহুঞ্জীলেন সংরক্ষ কুলমদ্বত্রত্য ।
৪

যাবজ্জরা-জীর্ণ-শরীর-পঞ্জরাৎ
নৈবোৎপতিস্ত যাত্মপক্ষিগন্তব ।

তাবৎ সূকৃত্যম্ সততম্ সমাচর
কাস্থা শরীরে ক্ষণভঙ্গুরে বদ ॥

৫

কুক কৃত্যমহোরাত্তম্ নাত্র কার্য্যা বিচারণঃ ।
মমস্তাৎ পশুতে বেগাৎ কস্ম-স্রোতোহভি-
বর্ততে ॥

করিয়া বলা যাইতেছে—লোকদেষ্য (পর-
দার হরণাদি (প্রাতিকূল্য, (ধর্মবিষয়ে
বাধা দেওয়া), অভ্যসূয়া, মিথ্যাকথা, কাম,
ক্রোধ, পারভদ্র্য (মদ্যাাদিঃ বশ হওয়া)
পরিবাদ, পরদোষ কথন, অর্থহানি, (নৃত্য-
বেষ্টাদিতে ধনক্ষয়) বিবাদ মাসংঘ্য, প্রাণি-
পীড়ন, ঈর্ষ্যা, মোহ অতিবাদ (মর্ঘ্যাদা
অতিক্রম করিয়া বাক্য বলা), সংজ্ঞানাশ
(কার্য্যাকায্য বিবেকশূন্যতা) ও অভ্যসূয়িতা
(পরের অত্যন্ত দ্রোহকরা) এই সকল
দোষে প্রাজ্ঞব্যক্তি কখনও মত্ত হইবেন
না; কারণ এই সকল সর্বদা বিগর্হিত। ১১ ॥

कुरु कर्म, विना कर्म नास्त्योपासनं कचिৎ ।
कर्मोपासनया शखं ज्ञेयः परितुष्यति ॥

१

सञ्ज्या सुखनीमचिन्ताम् कार्यामद्यतनं कुरु ।
अनित्यामिदं मृतं ! शरीरम् क्षण-भङ्गुरम् ॥

८

कर्मणो न विरक्त्याम् परजन्म-विचिन्तया ।
विधारय मनस्येत्यं चिन्ता सर्व-विनाशिनौ ॥

९

नीचाङ्गिहेयम् कर्मैति मञ्जे मृत-विकल्पनम् ।
दिव्य-शक्तिप्रदम् कर्म सर्वतः सम्पदावहम् ॥

१०—११

सीरेण क्रियताम् कर्म 'लेखनी-चालनेन वा ।
कार्येन मनसा वापि नगरे वा वने सदा ॥

१२

कुरु कर्म सदा, कर्महीनः सर्वत्र निन्दितः ।
अकर्मणो राज-मार्ग-मार्ज्जकोहि विशिष्यते ॥

१३

कर्म-प्रभृतया शखं चर दासतयाहपि वा ।
येन केनापि भावेन यथा भवति वादृशम् ॥

१४

कुरु कर्म, कदा मातृहेयः परगलग्रहः ।
स्वातिवद्भुक्तुमानाम् अथवा भाग्याजीवनः ॥

१५

चर्याताम् सर्वदा कर्म तिस्रः सञ्ज्याज्याताम् सदा ।
न कर्मतीवरे देयः प्रश्रयो तिस्रुकायच ॥

१६

कुरु कर्म, मरे देहे कश्चिन्न जीवनं प्रवम् ।
नैकर्म्यामथवालस्यम् जीवने मरणाधिकम् ॥

१७

इदम् मातृयाकम् विक्रिजीवनं हि सुदुर्लभम् ।

तस्यां सर्वं प्रकारेण यत्रां कर्म समाचर ॥

१८

निरर्थकमिदम् जन्म मूर्खैरिति विकल्पितम् ॥

१९

यदि सताम् भवेत् कल्या सतामदा तदा प्रवम् ॥
अतः कुरु सदा कर्म—कालाकालमचिन्तयन् ॥

२०

यदि जन्मास्तुरम् सताम् इदम् जन्म तदा प्रवम् ।
अतोहृष्टीयताम् कर्म निर्दिकल्पेन चेतसा ॥

२१

नाहसत्यां जायते सताम् सत्यां सत्ये-
तरणवा ।

अतो जन्मास्तुरे सत्ये विद्धि सतामिदम्
जन्मः ।

जन्मनि शखते तस्यां कर्म शखतमाचर ।

२२

वादृशम् वपते बीजम् फलम् भवति तादृशम् ।
अतः सर्वप्रयत्नेन साधु कर्माहशीलय ॥

२३

वादृशी साधना यत्र सिद्धिर्भवति तादृशी ।
तस्यां समाधिमाहाय नियतम् कर्म साधय ॥

२४

समरे वीरवत् शखं उन्मीहम् हृदये बहन् ।
अहतिष्ठ सदा कर्म मा दैव-दोषदो भव ॥

२५

आयार्थे केवलम् कर्म विधेयम् समनचितिः
परार्थे सकलम् कर्म ह्यनभे नर-जन्मनि ॥

२६

हृषं विनाशयति यत् जनयच्छ कर्म,
क्लेशानपाया सततम् वितनोति शक्तिम्,
दारिद्र्या-घोर-तिमिरम् अविणार्कदीप्त्या,
दूरीकरोति च सदा कुरु त्वि कर्मम्

२१

कुरु यद्वादहूदिनम् कातरातुर-सेवनम् ।
वेन केनापि भावेन कर्मव्यतिरतो भव ॥

२८

जन्मभूमिमुक्तिमतीम् कुरु वाणिज्य-कर्मणा ।
सजातीह्यस्तान् यद्वात् कुरु सत्कर्मणा सदा ॥

२९

श्रद्धेशे कर्मणा लक्ष्मं यदत्र शक्यते कथम् ।
देशान्तर गतिसुप्त्या लाभार, भव कर्मठः ॥

३०

तरुनिकरानकैरुत्सृष्टाचलशेखरम् ।
समतिक्रम्य पौरुष्यात् कर्मव्यतिरतो भव ॥

३१

परदोषमनालोच पराचारमनिन्दयन् ।
सकृतां ह्यकृत्याम्वापि हितः नियतमाचर ॥

३२

कर्मणा मनसा वाचा ह्यासाधुत्वम् विगर्हयन् ।
सत्यश्रमरतो भूया जयेदम् कुरु सार्थकम् ॥

३ र

चिन्ता-विषधरीम् तीव्राम् कर्म-मन्त्रैः पराभवन् ।
सावधानमहोरात्रम् कर्मव्यतिरतो भव ॥

३३

हस्तरेह्लसतापके निपतेन यथा वृषुः ।
तथा सर्वप्रयत्नेन कर्म-योग-रतो भव ॥

३५

परनिन्दाम् वृथाभाषम् वृथा गोष्ठीनिबन्धनम् ।
परित्याज्य कर्मतीर्थे शान्तिविकं सदा कुरु ॥

३६

अत्र सत्कर्मसम्पत्तौ साहाय्यम् कुरु
सर्वदा ।
कायेन मनसा वाचा समस्तप्रापके भव ॥

३१

हिंसां हि पाशवीम् वृत्तिम् पर-दुःखे तथा
सुखं ।

नारकीरमिदं त्यक्त्वा सत्-कर्म-निरतो भव ॥

३८

कुरु कर्म, पुरः पृष्ठं विलोक्य नम-चक्षुषा ।

आकाशे हर्ष्या-रचनम् मा मृदवीतया रच ॥

३९

कुरु कर्म, परच्छिद्यं मा सक्नेहि कदाचन ।

४०

महाजनानामादर्शम् निगोकारुपमम् पुरः ।

समाचर सदा कर्म धैर्योत्साह-समन्वितः ॥

४१

लिक्षं वयस्तथा वंशं अविचार्य निरस्तयन् ।

यस्मिन् कस्मिन्नपि सदा कर्माभ्यास-रतो भव ॥

४२

यदास्मिन् जनने कर्म-योगी भवितुमिच्छति ।

कायेन मनसा वाचा सुपवित्रस्ततो भव ॥

४३

यद्यत्र कर्म-योगेन शान्तिम् समधिगच्छति ।

सवलः कुरु तद् यद्वात् हृदयं च कलेवरम् ॥

४४

धान्यं तथा धारणादि यत्करेत् कर्मणा समम् ॥

करहामिव जानीहि तस्य गिज्जिमर्षणम् ॥

४५

श्रेष्ठे मानं निकृष्टे च दयादानं प्रयत्नतः

वितरन् सर्वदा धीमन् कर्मयोगरतो भव ॥

४६

पूजायां "स-पिता" ह्यः ब्राह्मणक"स-

सोदरः ।"

पितायां "स-सुतः" ज्ञीयां "स-पति" इति

सर्वदा ॥

সম্বন্ধিষু সর্কেষু "সু" পূর্ব-পদ-ভাগে ভব ।

সর্কেষামুপকারায় সুকর্মণি সদাচর ॥

৪৭

মুপাণাং হজনে যুক্তো ভব প্রকৃতি-ধর্মতঃ ।

৪৮

শ্রেষ্ঠা জানপদো ভূধা বসতিঃসামলঙ্কক ।

সং-কর্মণি সহায়কো সর্কণা দৌক্ষিতৌ ভব ॥

৪৯

কৃত্বা রাজবিধিম্ মুর্ধ্বি কুরু কর্ম নিরন্তরম্ ।

আধিকুরু বিবিং নবাং কুবিধিং পরিবর্তয়ন্ ॥

৫০

কুরু কর্ম ধর্মবুদ্ধ্যা নির্মণা পরিপত্নিঃ ॥

৫১

ম শ্রেয়ান্কেবলং তাগঃ শ্রেয়সীম বিশাসিতা ।

এতরোং তরোরন্তঃ কর্মযোগং সমাচর ।

৫২

বিনয়েন তপাপেত্রা দয়াজ্জেনচ চেতসা ।

সুকর্মণি মহ বাক্য নিরতোহুর্দিনং ভব ।

৫৩

স্তব কর্মকরো নিতাম্ উপাসকবরো ভব ।

ভ্রাত্ব সর্বপ্রকারেণ ধর্ম কাপট্য-কঙ্কম ॥

৫৪

কুরু কর্ম, সমগ্রেহস্মিন্ জ্ঞানে সর্কমানবে ।

দিবাং শান্তিময়ং চিত্ত ভ্রাতৃত্বামহনিশম্ ॥

৫৫

ইনং বিদাত্মসু নিসর্গন্যা মনোরমং ।

সৌন্দর্যিৎ নিষ্ঠুরতা মা হংসি—ভব কর্মঠঃ ॥

৫৬

যত্নেনু চ ধর্মেষু প্রকারা বহবঃ স্মৃতাঃ ।

তেষাংক এব পারঃ কর্ম-যোগো বিশিষ্টো ॥

৫৭

জাতীনাং নিম্পুংহা বিত্তৌ প্রতিবেশিসনে-

ভণা ।-

ক্লেণৈক-কারণং লোভং তাক্কা কর্মরহো

ভব ॥

৫৮

অমারবাক্যজ্ঞানান বিস্তারেন কেনচিত্ ।

অনন্তং স্তাং নোকপদং তস্মাৎ কর্মরহো ভব ॥

৫৯

কেবলং চাটুর্বাক্যেন নতুম্মতি পরাংপরঃ ।

তস্মাৎ বিশজনৌনেন কর্মণা শ্রীগয়েষ্বরম্ ॥

৬০

চুর্কলং বা বিপন্নং বা দীনং বা শরণাগতম্ ।

রক্ষ প্রণিহিতায়্য সন্ সদা কর্মত্রতী ভব ॥

৬১

অভ্যাচারপরং ছষ্টং হিংসুকং চাত্তায়িনং ।

দময়ন্ নিত্যাশো বীর্গাৎ কর্ম-ত্রাত-রতো ভব ॥

৬২

সন্মানসাক্তেতর্বাপি পুরস্কারসা লিপ্ সয়া ।

কর্মণা কৃতনাশঃ স্যাৎ অতো ধর্ম্মার তৎকুরু ॥

৬৩

যাহুশং যাচসে কর্ম তং পরেযাং সমীপতঃ ।

তান্ প্রাত্যানারতং কর্ম যজ্জেনাচর ভাদৃশম্ ॥

৬৪

যৎকিঞ্চিদপি কর্তব্যং যদিযাৎ পুণ্ডঃস্থিতম্ ॥

সম্পাদয় প্রযত্নন হৃৎ যথা-শক্তি-সত্ত্ববনু ॥

৬৫

কুরু কর্ম, কর্মযোগ বনেন নিশ্চিতং নৃণাং ।

ভবেৎ সর্কাদ-সম্পূর্ণং ছষ্টরং জীবনত্রতম্ ॥

৬৬

বিবেকবিত্তয়া শখং কর্মক্ষেত্রং বিনির্গয়ম্ ।

ধিয়ানুংসার্যা বীর্যেণ কর্তব্যং প্রতিপালয় ॥

৬৭

কুরু কর্ম ফলং তস্য পরিণামেচ চিত্তয়ন্ ।

সাধনানিচ সর্কণি যজ্জেন চ বিবেচয়ন্ ॥

৬৮

বিহার ফলসন্ধানং কুরু কার্গামহনিশং ।

বস্তবেদ্ ভবতু স্বাস্তে ফলং তন্ন বিধায় ॥

৬৯

পরমেশং পরং ধোয়ঃ জদয়ে সু-প্রতিষ্ঠিতম্ ।

চিত্তয়ন্ নিয়তং ধর্মবুদ্ধ্যা কর্মপরো ভব ॥

৭০

সবৈবান্ন ভাবেন ভব কর্মসু তৎপরঃ ।

লভষ কর্মণা দিব্যং দেবস্বঃ মংজয়নি ॥

(কৈতি কর্ম-গীতা)

* কর্মণীকার বর্ষাভ্যন্তরে পূর্বের প্রকাশিত হইয়াছে ।

কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় কঠোপনিষৎ ।

(তৃতীয়াবলী)

একগতে সর্কোংকুঠ পরব্রহ্ম স্থানে
শুভার প্রতিষ্ট থাকি ভূক্তে হই জন
স্বকৃত কর্মের ফল, এবং যাহা হয়,
ব্রহ্মবিৎ ত্রিনাটিকেত পঞ্চায়িকগণ
যে জীব ব্রহ্মেরে ছায়াতপ তুলা কন । ১
যেই নাটিকেত অগ্নি, যাজ্ঞিকগণের
সেতুর সমান; যেই পরম অক্ষর
ব্রহ্ম, ভয়শূন্য পার, আশাখীবর্গের;
আমরা সক্ষম হই সে ছুঁয়ে জানিতে । ২
আস্মারথা, দেহরথ, বুদ্ধিরে সারথি,
মনকে লাগাম বলি জানিনে নিশ্চয় । ৩

১। সর্কোংকুঠ পরব্রহ্ম স্থানে—মূল আছে
“পরমেপরর্কো” শঙ্করাচাৰ্য্য বলেন—পরস্ব ৬ ব্রহ্মণা-
হর্কঃ স্থানং পরর্কঃ হার্দীকাসং তামন। অতএব
“স্বনয়াকামে।”

শুভার—বুদ্ধিতে ।

পঞ্চায়িকগণ—গৃহস্থগণ—

ছায়াতপ তুলা কন—জীবাত্মা ছায়াতুলা, পরমাত্মা
আতপ তুলা। প্রতিবিম্বরূপ জীবাত্মা সাক্ষাৎ কণ্ঠ-
কলভোগ করে। পরমাত্মা কেবল অষ্টা বা সাক্ষী
মাত্র। শঙ্কর বলেন—

“একস্তত্র কর্মকলঃ পিবন্তি ভূক্তে নেত্ররত্থাপি
পাত্তসখকাং পিবন্তা পিত্তাচাত পুত্রিত্তায়েন।”

যেভাষতর উপনিষৎ ১র্থ অধ্যায়, ৬৩ অং ত

“স্বাহুর্গা সবুজা সখারা” ইত্যাদি দেখুন ।

২। সেতুর সমান—দ্রুৎরূপ রেলের পারে বাই-
বার সেতু। এই সেতু অবলম্বন করিলে যাজ্ঞিক-
গণকে আর দুঃখভ্রমে সঁতার দিতে হয় না ।

সে ছুঁয়ে—“অগ্নি” ও “ব্রহ্ম” এই উভয়কে ;

৩। আস্মার সংসার-পবনের প্রধান সাধন শুরীর
রূপ রথ। এই শুরীর রথ রথের মনরূপ লাগাম
দেওয়। ইন্দ্রিয়-লব্ধ বুদ্ধিরূপ সারথিয়ারা পদ-
চালিত হয় ।

ইন্দ্রিয়গণেরে অথ, তাহাতে গৃহীত
বিষয় সমূহে পথ, ইন্দ্রিয় ও মন,
এ উভয় যুক্তাঘ্নারে মনোমীমকল
ভোক্তা বলি (রূপক্ষেতে) করেন বর্ণন ।

যে নছে বিজ্ঞানবানু; মানস সাহার
কছু নছে সমাহিত; সারথি সমীপে
ছুদায়ের মত তার ইন্দ্রিয় অবশ । ৫
সমাহিত মন যার, বিবেকী যে জন,

ইন্দ্রিয় বশেতে তার—সদথ যেমন । ৬
যেইজন অবিবেকী, নছে সমাহিত
মন যার; নিরস্তর অশ্রুতি যেকন,
পায় না সে ব্রহ্মপদ, সংসারেই আসে । ৭

যেমন বিজ্ঞানবানু, সমনস্ত সদাশ্রুতি,
সে পার সে ব্রহ্মপদ, যাতে না কস্মিতে হয়
বিজ্ঞান সারথি যার, প্রগ্রহ মানস,
বিষ্ণুর পরম্পদ লাভ করে সেই ।

সংসার-পথের বাহা পারের স্বরূপ । ৮
ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থ সমুদয়;
অর্থ হ’তে শ্রেষ্ঠ মনঃ, বুদ্ধি মনঃ হ’তে,
বুদ্ধি হ’তে হয় শ্রেষ্ঠ আত্মা সুগহান । ১০

৪। রূপ, রস, প্রক, শব্দ ও স্পর্শ এই পঞ্চ বিষয়
ইন্দ্রিয়রূপ অধের পথ বলিয়া জানিলে ।

৭। সংসারেই আসে—সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম
গ্রহণ করে ।

৮। বিজ্ঞানবানু—বিবেকী।
সমনস্ত—সমাহিতমন।

৯। প্রগ্রহ—লাগাম।
বিষ্ণু—সর্বব্যাপী পরব্রহ্মের ।

১০, ১১, ১২, স্রুতিতে চিত্তশুদ্ধির আবশ্যকতা
বর্ণিত হইয়াছে ।

১০, ১১। চকুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দুগ্ন এই সকল
ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপাদি স্বপ্ন ও শ্রেষ্ঠ ।
ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপাদি হইতে মনঃ মনঃ হইতে বুদ্ধি,
বুদ্ধি হইতে মহান আত্মা শ্রেষ্ঠ। মনঃ হইতে
জগতের বীজ স্বরূপ অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ এবং আত্মা হইতে

মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত; তা হ'তে
পুরুষ, তাহ'তে শ্রেষ্ঠ নাহি আর কিছু;
তাহাই পর্যাবসান, তাহা শ্রেষ্ঠ গতি । ১১
সর্বভূতে গুণভাবে র'ন আয়া এই;
প্রকাশ না হন; কিন্তু হেমন্বোদ্ধাগণ
তীক্ষ্ণ স্বপ্ন বুদ্ধিবলে দেখেন ই'হারে । ১২
সংযত করিবে প্রাজ্ঞ, বাক্য মনোমাঝে,
মনেরে করিবে জ্ঞানরূপী আয়ামাঝে,
জ্ঞানকে আয়াম, পুনঃ আয়ামে সংযত
করিবে বিকারশূন্য পরমায়ামাঝে । ১৩
উঠ, জাগ, জীবগণ! মোহ-নিদ্রা হতে,
শ্রেষ্ঠাচার্য্য কাছ হ'তে হও অবগত
পরমাত্ম তত্ত্ব; শুন রুহে কবিগণ—
কুরের শাণিত ধার যথা হ্রয়তয়,
তদ্রূপ হ্রগম তত্ত্ব-জ্ঞান-পথ হয় । ১৪
অশক, অস্পর্শ আর অরূপ, অব্যয়,
অরস ও নিতা, গন্ধহীন; আদি হীন,
অস্তহীন, যাহা শ্রেষ্ঠ মহৎ হইতে,
ঐব সে ব্রহ্মেরে জ্ঞাত হইয়া সাধক,
মুত্থা-মুখ হ'তে মুক্ত হ'ন সুনিশ্চিত । ১৫
মুত্থাপ্রোক্ত নচিকেত-প্রাপ্ত উপাখ্যান
বলিয়া, শুনিয়া তথা, সেধাবী মানব
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মবৎ হ'ন অহীমান । ১৬
যেজন প্রযত হ'য়ে ব্রাহ্মণ-সভায়
কিছা শ্রাদ্ধ কালে এই গুহ উপাখ্যান
শুনায় করিয়া পাঠ, তাহার নিকট
অনন্ত ফলদায়ক সেই শ্রাদ্ধ হয় । ১৭

ইতি তৃতীয়াবলী,

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

পুরুষ স্তেষ্ঠ । পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই;
তাহাই শেষ, তাহাই পরমগতি ।

১১। হ্রয়তয়—হ্রয়তিসম্পদী ।

(চতুর্থী বলী)

দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রথমাবলী ।

স্বপ্নজ্জ ইন্দ্রিয়-রায় বহির্শূন্য করি
স্বজন করিলা, তেঁই মানবসকল
বাহ বিষয়ের প্রতি করে দৃষ্টিপাত;
না দেখে অন্তরায়ামে; কোন কোন ধীর
নিবৃত্ত করিয়া চক্ষু বিষয় হইতে,
অমৃতত্ব লাভেচ্ছায় দেখে সে আয়াম । ১ -
অল্পবুদ্ধি জন করি কাম্যামুসরণ,
মুত্থার বিস্তীর্ণ পাশে হয় নিপতিত,
জানি ঐব অমৃতত্ব কিন্তু ধীর জন
অক্রম বস্তুর মাঝে কিছুই না চায় । ২
রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ মৈথুনজ—
যার বলে জানা যায়, হেথায় তাঁহার
কিধা আছে জানিবার ? ইনি আয়া সেই । ৩
যাঁহার বলেতে লোক দেখে বস্তুচর
স্বপনে ও জাগরণে; জ্ঞানীজন জানি
মহান্ ও সর্বব্যাপী যে আয়ামস্বরূপ—
মুক্ত হ'ন সংসারের শোক-তাপ হ'তে । ৪
যিনি এই কর্মফল কোণী জীবায়ামে
জানেন নিয়ন্তা বলি ভূত ও ভবোর,

২। মুত্থার বিস্তীর্ণ পাশে—জন্ম, মুত্থা, জরা,
রোগ ইত্যাদিতে

ঐব অমৃতত্ব—পরমাত্ম স্বরূপাবস্থানরূপ অমৃতত্ব ।

৩। সাধারণতঃ লোকে মনে করে, চক্ষুঃ প্রভৃতি
ইন্দ্রিয় রূপ-রসাদি অনুভব করিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক
তাহা নহে; আত্মাবিহীন পাকভোক্তক দেহ জড়
মাত্র; যেমন অগ্নিতে উত্তপ্ত হইলে লৌহও দগ্ধ
করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু সেই অগ্নিতাপ অপগত
হইলে আর লৌহের সেই দাহিকা শক্তি থাকে না
তদ্রূপ এই জড় দেহে আত্মার অবিস্থান হইলেই
ইন্দ্রিয় সকল রূপ-রসাদি অনুভব করিতে পারে
আত্মার অপগমে শরীর জড় মাত্রি থাকে। সেই আত্মা
সর্বজ্ঞ, তাহার অজ্ঞাত কিছুই নাই । হে নচিকেত!
তুমি যে আয়াম বিষয়-জিজ্ঞাস্য করিয়াছ সে আয়াম
এইরূপ ।

তথা বিদ্যমান সদা আপন নিকটে ;
 না লুকান তিনি এঁরে—ইনি আত্মা সেই । ৫
 প্রথম উৎপন্ন ব্রহ্ম তপঃ হুঁতে যিনি •
 প্রবেশি হৃদয়াকাশে প্রাণীসমূহের
 অবস্থিত পঞ্চভূত সহ ;—যিনি জাত
 জলের—সৃষ্টির পূর্বে—তঁাহারে যেকন
 জানেন—জানেন তিনি—ইনি আত্মা সেই । ৬
 সঙ্কতা অদিতিঃযেই সর্বদেবময়ী •
 প্রাণরূপে ; সমুৎপন্ন পঞ্চভূত সহ ;
 দীপের হৃদয়াকাশে প্রবেশিয়া যিনি •
 রহেন, তঁাহারে যিনি করেন দর্শন,
 দেখেন ব্রহ্মেরে তিনি—ইনি আত্মা সেই । ৭
 অরণি-নিহিত যেই অগ্নি জাতবেদা
 সুরক্ষিত গর্ভতুলা গর্ভিণী কর্তৃক ;
 পূজা যেই প্রাতিদিন, জাগরণশীল
 আভ্যমান জনে; জেনে—ইনি আত্মা সেই । ৮
 যাঁহুঁতে উদিত সূর্য্য, অস্ত যাঁতে ঘান,
 তঁাহাতেই অবস্থিত দেবতা সকল,
 অতিক্রম তঁারে কেহ না পারে করিতে ;
 (জানিবে নিশ্চয় তুমি)—ইনি আত্মা সেই । ৯
 যিনি হেথা অবস্থিত, তিনিই সেথায় ;
 যিনি সেথা অবস্থিত, তিনিই হেথায় ;

৫। কর্মফল ভোগি—মূলে আছে “মন্দং”—
 মধু—অদং, মধুপাতারং, কর্মফলভুজং ইতি ভাষ্যকারঃ ।

৬। জলের ও সৃষ্টির পূর্বে—কেবল জলের পূর্বে
 নহে, জল সহিত পঞ্চভূতের ও সৃষ্টির পূর্বে ইহাই
 ভাষ্যকারের অভিপ্রায় ।

৮। অরণি—দুইখানি কাঠ পরস্পর পর্ষর্ষণ
 করিয়া অগ্নি উৎপন্ন করিতে হইত, এই উৎপাদিত
 অগ্নিই বজ্রে ব্যবহৃত হইত । অগ্ন্যুৎপাদক সেই কাষ্ঠ
 গণ্ড-ঘরের নাম “অরণি ।”
 জাগরণশীল—অপ্রমত্ত ।

আভ্যমান জনে—মূলে আছে “হৃদয়াক্টি ;
 ধ্যান-ভাবনাবিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক ।
 ৯। যিনি হেথা অবস্থিত, তিনিই হেথায় ।

যেই জন নানাক্রমে ভাবয়ে নরোরে,
 পুনঃ পুনঃ মৃত্যুবশ হয় সে নিশ্চিত । ১০
 প্রাপ্তবা মনের দ্বারা এই আত্মা ; ইথে
 নাহি কিছু নানা ভাব, যেই জন এঁরে
 দেখে নানাক্রমে সেই হয় পুনঃ পুনঃ
 মৃত্যুর অধীন (সত্য কহিলু তোমায়) । ১১
 আছেন পুরুষ এক অক্ষুণ্ণ প্রমাণ,
 শরীরের মাঝে, যিনি ভূত ও ভবোর
 নিয়ামক ; এঁরে যদি জানেন সাধক,
 ষোড়শ থাকেনা কিছু ; ইনি আত্মা সেই । ১২
 ধুমহীন জ্যোতি তুলা, অক্ষুণ্ণ প্রমাণ,
 ভূত-ভবা-নিয়ামক, অদ্যা বর্তমান,
 কলা ও রবেন, যিনি—ইনি আত্মা সেই । ১৩
 দুর্গম পর্কতে বৃষ্টে সলিল যেমতি
 ধায় নানা দিকে, নিম্ন পার্কতা ভূমিতে,
 সেক্রমে পৃথক্ যিনি জ্ঞানেন ধর্ম্মেরে
 আত্মা হুঁতে, পুনঃ পুনঃ জন্ম হয় তাঁরি । ১৪
 হে গোতম, শুক্লোদকে শুক্লোদক যথা
 বৃষ্ট হ'লে এক(ই) রূপ করয়ে ধারণ,
 সেক্রমে জানেন যিনি একত্ব আত্মার,
 পরমাত্মা সহ তাঁর আত্মা এক হয় । ১৫
 ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমাবলী ।

চতুর্থীাবলী সমাপ্তা ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমন্নীরঞ্জন মিশ্র ।

সংস্কৃত বিদ্যালয়, বাটরখালী ।

(যশোহর)

১০। হেথা—এই শরীরে ।

সেখার—সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ।

১১। মনের দ্বারা—যে মনঃ শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের উপ-
 দেশে বিস্তৃত হইয়াছে, সেই মনের ।

আপত্ত্বীর গৃহসূত্রম্।

(পূর্নাসুত্রম্)

প্রাকৃতিক জগতে অনিষ্টের প্রশমনে সর্কলেরই সম্ভাব্যতঃ বাসনা হওয়া নিরমল সুতরাং শুভাশুভ বিচার পূর্বক উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট স্থির করিতে এবং নিকৃষ্ট পরিবর্জন ও উৎকৃষ্ট গ্রহণ করিতে হয়। আচার্যগণ এই অতি-প্রায়েই নিষিদ্ধ কৃত্যানুকরণ নিরূপণ করিয়াছেন। 'পূর্ব সংখ্যায়' অনেকেগুলি নিষিদ্ধ কৃত্য ও তাহাদের নিষেধের অমুকুণে মূল যুক্তি প্রকাশ করা হইয়াছে, বর্তমান সংখ্যায় অবশিষ্টনিষিদ্ধ কৃত্যাবিবরণ সর্বত্রো পিপী-বদ্ধ করা হইতেছে। আপত্ত্ব বর্ণিত হইতেছেন,—

নক্ষত্রনামা নদীনামা বৃক্ষনামাশ্চ
গর্হিতাঃ। ১২

নক্ষত্রের নামে বাহার নাম, সেই কৃত্য ও নদীর নামে বাহার নাম, সেই কৃত্য এবং বৃক্ষের নামে বাহার নাম, সেই কৃত্যকে বিবাহের বরণে গ্রহণ করা গর্হিত কর্ম, অতএব পরি-ভাগ একান্ত কর্তব্য। চিত্রা, স্বাতা, বিশাখা, রোহিণী ইত্যাদি নক্ষত্র-নাম জ্যৈষ্ঠলোকের থাকিতে পারে। গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, কৃষ্ণা প্রভৃতি নদী-নামেও রমণীর নাম শুনা যায়। বৃক্ষ-নামের মধ্যে শিশুপা প্রভৃতি ও স্ত্রীগণের নামরূপে পুরাকালে ব্যবহৃত হইত। বৃত্তি-কার মহাশয় এবং পরবর্ত্তিবর্ষশাস্ত্রসংগ্রা-হক মহোদয়েরা পূর্বোক্ত অতিমত প্রকাশ করেন। শিশুপা নাম ইদানীং শুনা যায় না। নর্মদা, যমুনা, গঙ্গা, বিশাখা এখনও রমণী-সম্মদ্যে অমূল্যকান করিলে পাওয়া যায়;

তবে মানুষের কতি পরিবর্ত্তনের সহিত সমস্ত উপকরণই নূতন আকার ধারণ করে; এই জন্ত অজ্ঞ কান্না ঐ সকল নাম বিয়ল-প্রচার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। “নক্ষত্রনদীনায়াং” ইত্যাদি স্মৃতি-বাক্য হইতেও আপত্ত্বীর সূত্রের রহস্ত আবিষ্কৃত হইতেছে। অনেকে মনে করিতে পারেন, নাম লিবাহের অমুপ-যুক্ততা বুঝায় কেমন করিয়া? পিতা-মাতা স্বল্পনে কঁটার নাম রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার বিশাখা রাখিলেও কৃত্য আপত্তি করিতে পারে না; আর রাবা রাখিলেও কঁটার সামর্থ্যে তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। বিশেষতঃ পিতা-মাতার নাম রাখিবার দোষে সমস্ত বিবাহ হইতে বঞ্চিত হইবে, ইহাও অত্যন্ত অব্যক্তিক। কঁটার নাম গঙ্গা থাকিলে, তাহাকে বিবাহ করাটা দোষের বলিয়া মহাসাধারণ হয়না। প্রত্যুত্তরে আমরা বলিতে চাছি, পিতা মাতার দোষেই হউক, অথবা নিজ দোষেই হউক, বর বাহাতে অনিষ্টজনকতা আশঙ্কা করিবেন; অর্থাৎ যে কৃত্যকে বিবাহ করিতে ক্ষতি বোধ করিবেন, সেই কৃত্যই তাঁহার পক্ষে পরিবর্ত্তনের যোগ্য। সর্বদা বরণণ নিজেদের ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিয়া উচিত্তে পারেন না, কাজেই নিরপেক্ষ মহর্ষিগণ রূপাণরায়ণ হইয়া সাধা-রণের মঙ্গলের জন্ত সেই সমস্ত রহস্ত প্রকাশ করিতেন। যে সময়ে সর্বপ্রথমে এই বিধান প্রবর্ত্তিত হয়, তখন যে সমস্ত কারণেই হউক না কেন, ঐগুলি সমাজের অনিষ্টকর বলিয়া লোকের ধারণা ছিল। সময় বিশেষে কতকগুলি জিনিষ লোকের নিকট ঘৃণাহ হইয়া দাঁড়ায়। ঐ সমস্ত নামে বর্ত্তমান সাধা-

রণের নিকট অপকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল বিবাহ একটা গুরু-গভীর রচনাময় পদার্থ। মানব-জীবনের অধিকাংশ শুভাশুভ ইহার সহিত সংক্ৰমিত, এটা নিশ্চিত। দাম্পত্য প্রেম এই বহুভূষণসম্বল সংসারের একটা অতি পবিত্র শাস্তির সামগ্রী, ইহাকে হৃৎস্পন্দিত মনোচিতকার শাস্তির শীতল ছায়া বলিতেও অনেক ভাবুক কুঞ্জিত হন নাই। নাম আবার ভালবাসার একটা উপকরণ। অনেকের নাম শুনিয়া মাত্র তাহার উল্লস একরূপ অমূল্য কাচা মেহ, ভক্তি ও প্রেম হইতে দেখা যায়। আবার, কোনও শক্রতা নাই, কত উপকার-আদর করে—কত আপন ভাবে, একপলকেরও নামটা শুনিলে প্রাণটা জলিয়া উঠে! ফলতঃ নামের ভিতর যে কি, বুঝা যায়—অপচ বল যায় না, এমন মামুর্গা আছে, তাহা নিকরণ করা কঠিন হইলেও অমূল্য করা সকলের ক্ষমতাই হইতে পারে। সমাজে বর্তমান সময়ে কালী, শ্রীমা, তারা, মারদা, মোক্ষদা, গঙ্গা, কমলা, বগলা, সর্বদক্ষণ প্রভৃতি নামের আদর নাই। গোলাপ-ফামিনী, সরোজফামিনী, সুরবানী, ইন্দুবানী, সরলা, মালতী, চাঁপা, গুণী, বেণী, চামেলী, চিনি, মিছরী টিতাদির অসম্ভব নাই,—ঘরে ঘরে, খেবে খেবে মাজান। “রামনগণ” শুনিলে হৃদয়ের কোলে গোলবোগ বাড়িয়া যায়। তখনও এইরূপ ঐ সকল নাম লোকে ভাল বাসিত না; কাজেই কতান পিতা-মাতা সমাজের গতি না বুঝিতে পারিয়া একরূপ নাম রাখিতে পারেন; রাখিলেও জামাতার মনোস্তম্ভিত হইতেন। ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিয়া জামাতার মনোস্তম্ভিত হইতে এই সকল নাম

রাখিতে নিঃস্বপ্ন করিয়াছেন। এ বিষয়ের স্থায়িত্ব নাই। কিছুদিন পরে এই সকল বিষয়ের এক একটা প্রতিপ্রসব বচনও সমাজ রীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রচিত হইয়াছিল, তাহা এখানে আলোচ্য নহে। আপত্তকের সর্ম্ময়ে প্রায়শঃ এই সকল নাম অদ্যুত ছিল না, ইহাই অনুমান করা সম্ভব। গোড়িলের সময়ে এ সকল বিষয় লইয়া একটা বিশেষ কিছু আন্দোলন হইত না বোধ হয়। ঋষি এইবার বিবাহকে আরও সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আনিয়া ফেলিলেন। “এবার অনেকগুলি নাম পাত্রীর বিবাহ যোগ্যতার বাধক হইতে গেলে বর্তমান কালের রীতির দিকে নজর করিয়া পৃথক মহাশয়েরা বিনা ওজরে সিদ্ধান্ত করিলেই আমরা অনেক পরিমাণে আশঙ্কিত হইব। মর্ধবিহীন বসিতেছেন,— সর্ব্বশিষ্ট রেফ লংকারোপীস্তা বরণে পরিবর্জ্জয়েৎ । ১৩

যাহাদের নামের উপাত্ত্য অর্থাৎ শেষ বর্ণের পূর্ববর্ণ “র” অথবা “ল” হইবে, সেই সমস্ত কথাকে বরণে পরিভাগ করিতে হইবে। হরদত্ত বলেন ‘বরণে পরিবর্জ্জয়েৎ’ এ বাক্যের তাৎপর্য এই যে, ‘বরণমপ্যসোং ন’ কর্তব্যঃ’ অর্থাৎ ইহাদের বরণও করিলে না। অত্যাচার বিবাহে নিমিত্তকথা বরণ পর্যান্ত করিয়া পরে তাগ করা যায়; এইগুলির বরণও করিতে নাই। কল, সুশীমা, তারা, এই সকল নাম বরণের দুইখ দরুন উদ্ধার করিয়াছেন। সুরবানী, সৌমী, কালী ইত্যাদি স্থিরিয়াছেন। সরলা, শিবলা, চাক প্রভৃতিও এই উৎপাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এ সকল নিয়ম পূর্ববৎ পুনরা প্রতিপালিত হয় না, হওয়ারও আবশ্যিকতা দেখা যায় না।

ইতঃপর “লক্ষণ সম্প্রায়ুপক্ষেৎ” এই-রূপ যে বিধান করিবেন, তদ্বিষয়ে একটু চিন্তা করা দরকার হইয়াছে। লক্ষণ কি, তাহা জানিতে না পারিলে অন্তরূপে পরীক্ষা করা উচিত। সেই পরীক্ষা-প্রণালীই আপাততঃ বিধিবদ্ধ করা হইতেছে।

শক্তি বিষয়ে দ্রব্যানি প্রতিচ্ছন্নানু-
গনিধায় ক্রয়াদুপস্পৃশেতি ॥ ১৪

শক্তি অর্থাৎ কস্তার বিবাহযোগ্যতারূপ সামর্থ্য আছে কিনা, ইহা পরীক্ষা করিতে হইলে, পরোক্ত দ্রব্যগুলি মৃত্তিকাপিণ্ডের আঁতস্তরে লুকায়িত রাখিয়া, ইহার একটিকে স্পর্শকর, এরূপ আদেশ করিতে হইবে। স্পৃষ্ট পদার্থের গুণ এত একটা বিশেষ ফল প্রদান করে; তাহা দ্বারা বিবাহের কর্তব্যতা নির্ণয় করা যাইতে পারে।

পর পর সূত্রে এই সমস্ত বিষয় ক্রমে পরিষ্কৃত হইতেছে। গোভিলের সময়েও পিণ্ড-পরীক্ষা প্রচলিত ছিল। গোভিল গৃহ-সূত্রের দ্বিতীয় প্রপাঠকে বিবাহপ্রকরণে— “তদলাভে পিণ্ডান্” এই তৃতীয় সূত্রে গোভিল বলিতেছেন, যদি কস্তার লক্ষণ-পরীক্ষণ না জানা থাকে, তবে এই পিণ্ডগ্রহণ-রূপ পরীক্ষা করিতে হইবে। কিরূপে কস্তাকে মৃৎপিণ্ড প্রদান করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়, তাহা গোভিল বলিতেছেন, “বেত্তাঃ স্ত্রীভ্যাম্ হৃদাদ্ গোষ্ঠাচ্চতুস্পাৎ আদেব-নাং আদহনাং ঈরিণাৎ সর্কেভ্যাঃ সস্তাখ্যং নবমং সমান্ কৃতগক্ষণান্ পাখাবাপায়

কুমার্যা উপনাময়েদৃতমেব প্রথম সূত্রং নাভোতি কশ্চনর্ভ ইয়ং পৃথিবী শ্রিতা সর্ক-মিদমদৌ ভূয়াদিতি তস্তানাম গৃহাঈষামেনকং গৃহাণোতি ক্রয়ং পূর্বেবাং চতুর্বাং গুরুতী মুপ-ষচ্ছেৎ সস্তাখ্যমপৌত্যোকে।” অর্থাৎ যজ্ঞবেদী হইতে, হলদ্বারা কৃষ্ট ভূমি হইতে, অগাধ-জল হৃদ হইতে, চতুস্পথ (চৌরাস্তা) হইতে, দ্রাতস্থান হইতে, অশানভূমি হইতে ও উষর ভূমি হইতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া, দেখিতে একপ্রকারের কাটিটা পৃথক পিণ্ড প্রস্তুত করিবেক, এবং আট প্রকারের মৃত্তিকা কিছু কিছু মিশাইয়া একটা পিণ্ড রচনা করিতে হইবে। পরে যে কস্তা বিবাহার্থ পরীক্ষণীয়া হইবে, তাহার নিকটে উপস্থিত করিবে এবং ঋত ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া, তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিবে, “এই পিণ্ড কয়টির মধ্যে ইচ্ছামত একটা গ্রহণ কর।” তখন সে যদি পূর্কোক্ত অর্থাৎ বেদী-কর্ষিত ভূমি, হৃদ ও গোষ্ঠ হইতে আনীত মৃত্তি-কারদ্বারা রাচিত পিণ্ড গ্রহণ করে, তবে তাহাকে বিবাহ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, মিশান মাটির পিণ্ডকে গ্রহণ করিলেও বিবাহ করা যাইতে পারে। আপস্তম্বের মত ঠিক এরূপ নয়। শুদ্ধ মাটির পিণ্ডে পরীক্ষা আপস্তম্ব বলেন নাই, মৃৎপিণ্ডের মধ্যে বীজাদি গোপনে রাখিয়া পিণ্ড স্পর্শ করিতে বলিয়াছেন। গোভিলের মতে ৯টা পিণ্ডের কথা। আপস্তম্ব ৫টির অধিক লেখেন নাই। উপকরণগুলিও উভয় মতে একরূপ নহে; পরসূত্রে প্রকাশ পাইবে। এরূপ পরীক্ষা বহুদিন নাই, ইহার উদ্দেশ্য সহজে অনুমান করা যায় না।

আপস্তম্ব মতানুসারে মৃত্তিকার্পণের অভ্যন্তরে যে সকল পদার্থ লুক্কায়িত রাখা নিয়ম, তাহার একটা ভাষিকা প্রদর্শিত হইতেছে। ইহা গোষ্ঠি-পন-মতের সহিত সম্পূর্ণ এক-রূপ নয়, সুতরাং বলা যাইতে পারে, পরীক্ষার স্রোতি একটু বিভিন্নাকার ধারণ করিয়াছিল।

নানাকীজানি সংস্কৃতানি বেদ্যাঃ
পাংসূন্ ক্ষেত্রাল্লোষ্ট্রং শকুচ্ছ্রাশান-
লোষ্ট্রমিতি । ১৫ ॥

সংস্কৃতব্রাহ্মি যবাদি, বেদী-পাংসূ (ধূলি), ক্ষেত্রলোষ্ট্র (ঢেলা) শকুৎ (গোময়) শ্মশান-লোষ্ট্র, এই কয়টা পদার্থই মৃৎপিণ্ড মধ্যে আবৃতভাবে রাখিতে হইবে। অতঃপর কোনটী স্পর্শ করিলে কিরূপ ফল হয়, তাহাও বলা হইতেছে।

পূর্বেবামুপস্পর্শনে যথা লিঙ্গ-
মুক্তিঃ । ১৬

পূর্বেকৃত চারিটা বস্তুর স্পর্শনে লিঙ্গমু-
ক্কপসমুক্তি বৃদ্ধি হয়, অতএব যে কত্যা এইগুলি স্পর্শকরে, তাহাকে বিবাহকরা শাস্ত্রের অনুজ্ঞাধীন। ব্রাহ্মি-যবাদি বীজ, বেদী-পাংসূ, ক্ষেত্রলোষ্ট্র, গোময়, এই কয়টা পদার্থযুক্ত-
পিণ্ড স্পর্শে বাহার যেরূপ সামর্থ্য, তদনুরূপ সমৃদ্ধি হয়। বীজ জনন কার্যেরই উপযোগী অতএব সমস্ত কৃত অভ্যাসের উহার দ্বারা স্মৃতিত হয়। বেদী-পাংসূ (শু) বৃদ্ধদ্বারা শুভ স্থাপন করে। বেদীতে বজ্রই হয়, বজ্র শুভ ফল প্রসব করিতে সক্ষম, কাজেই বেদী-
পাংসূ বজ্রবার্ত্ত অভ্যাসের সূচক হইতে পারে। ক্ষেত্রলোষ্ট্র হইতে ক্ষেত্রভাত বাতাদি সম্প্রদায়ের স্মৃতি স্মৃতি বহন করিয়া

হয়। গোময় দ্বারা পশুলাভজনিত উন্নতির দিব্য ধারণা করা অসম্ভব নহে। ইহাৎক সামর্থ্যাকরূপ ফলই বলা যায়। অবশিষ্ট পিণ্ডটী স্পর্শ করিলে দোষ হয় কি গুণ হয়, তাহা এখন চিন্তা করিবার অবসর হইয়াছে। আপস্তম্ব তদ্বিশয়ে বলিতেছেন,—

উভয়ং পরিচক্ষতে । ১৭ ॥

শেষ দ্রব্যটী অর্থাৎ শ্মশান লোষ্ট্র সকলেই নিন্দা করেন। “পরিচক্ষতে” কথার অর্থে মৃত্তিকার বলেন “গর্হীষ্য” অর্থাৎ নিন্দিত মনে করেন। এখানেও যথালিঙ্গ নিন্দা বুঝিতে হইবে। কেবলমাত্র নিন্দা করেন বলিলে, তাহার ফল মন্দ, একথা বুঝা যায়, কিন্তু নির্দেশ আবশ্যক। সেইজন্য সামর্থ্যা-
নুসারে ফল বুঝা উচিত। শ্মশান-লিঙ্গে মরণই ফল জানা যায়। মরিলেই শ্মশানে যাউতে হয়। আপস্তম্ব মতের পক্ষপণ্ডের ফল বর্ণনা সমাপ্ত হইল। বিবেচনা পূর্বক অবধারণ করিতে হইলে, এ সকল নিয়ম এখন পরীক্ষারূপে গ্রহণ করা হয় না।

পূর্বে নিষিদ্ধ কত্যা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, বিহিত কথার লক্ষণ নির্কটনও আবশ্যক। তজ্জন্ত স্মৃত্তে দেখা যায়—

বহুশীললক্ষণসম্পন্নানামুরোগামুপ-

যচ্ছৎ । ১৮ ।

কুলশীলসম্পন্ন লক্ষণসম্পন্নানামুরোগামুপ-
বিবাহ করবে। বহু শব্দে হরদত্ত বলেন কুল। যে কত্যা সংকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে বিবাহ। বাহারা মদগুণে জন্মগ্রহণ করে। তাহার মদগুণের আশ্রয় হয় বঁটে, কিন্তু আমরা মতাপি নীতিবিথাবিশারদের “দ্রা-

রত্নঃ ক্রমশঃ পিতৃভিঃ” এই অর্থ বচন ভুলিতে পারি নাই। বাহাইটক, সম্বন্ধে বিবাহ ভাল কথা, বন্ধু শব্দে বন্ধুজন বুঝাও আবশ্যিক। বিবাহ একটি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের আবিষ্কারক। কস্তার পিতাঃ ভ্রাতা ও বন্ধু বন্ধু না থাকিলে, আত্মীয়তা এবং পারস্পরিক উপকার প্রত্যাশা প্রচলিত থাকে না, সুতরাং বন্ধিত মাত্রেই উহা প্রার্থনীয়। শীলনতী কস্তাকে বিবাহ করা একান্ত কর্তব্য। নারী জগতে ছুড়ার-জতার ছায় ছুরপনের ব্যাধি আর নাই। দৌঃখীনা ধনতঃ বিবাহের পর বিষয় ফল পট্টয়াছে। এক্ষণে দুঃখ অধুনাতন সমাজে বিরল নহে। “ইহাতে জগতের মঙ্গল নিঃসং-টি হই। শীল শব্দে কেহ কেহ “আর্গ্যাচার” বুঝিয়াছেন। আর্গ্যগণের পক্ষে আর্গ্যাচার-ছুরপা রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করাই সম্ভব। পত্নীর একটি নাম “সংসর্গিনী”—সে সংসর্গ-রূপ আচারবতী না হইলে চলিবে কেন? লক্ষণ নিকরণে সমান-প্রচলিত নারী লক্ষণই গ্রাহ্য। সুবর্ণন বলেন, “গুণ্ডমপের” “উচ্চকপালী” লক্ষণমুক্তাঃ” গুণ্ডমপ গুট থাকি, কপাল দেশ অনুরূপ থাকি, দম্বারকীর অতিশয় সূক্ষ্মতা না থাকি, কেশের অনঙ্গতা মধ্যদেশের ক্ষীণতা ইত্যাদি পচলিত লক্ষণই মূললক্ষণ। ইহার বিপরীত হইলে, “গুণ্ডমপের” “উচ্চকপালী” প্রভৃতি বন্ধনীয়তা-গোচক বিশেষণ আদিয়া উপস্থিত হয়। অরোগ্য অর্থাৎ কয়কাস, অপস্মার, কুষ্ঠ ইত্যাদি অতিকিৎস্ত রোগা-জাম্বা নহে, এক্ষণে কস্তা বিবাহ্য। আর উপরোক্ত-রোগ-করা গুলির বিবাহ অনা-বশ্যক, কেননা ইহাদের দ্বারা বিবাহের উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইতে পারে না। বর্ষাচরণের সাহায্য

করা পূর্বকালে পত্নীর প্রেমাং কাগ্য ছিল। উহার ঐ কার্যে অসমর্থ। অপরোক্তোৎপাদনও উহাদের ক্ষেত্রে অনেকাংশে অসম্ভব ও অস-ম্ভব। বংশান্তক্রমে অতিকিৎস্তরোগ জন্মিবার উপায় আপনা হইতে সংগ্রহ করা বুদ্ধমানের কার্য নহে। “নাধিকাঙ্গীঃ ন বোগিগীঃ” স্মৃতিশাস্ত্রা মনে করুন। এক্ষণে কস্তা বিবাহ করিলে বিবাহসম্বন্ধে কুলনই ফলে, ইহা সাধারণের সম্বন্ধের স্বীকর্তব্য মনে করি।

কস্তা-লক্ষণের পর বর লক্ষণও কথিত হইতেছে, যথা,—

বক্ষুশীল লক্ষণমঙ্গলঃ শ্রুতবান-
রোগহিত্তি বরমংপৎ। ১৯।

বক্ষুশীল, লক্ষণমঙ্গল, বেদাদ্যায়ী, নীরোগ নাহিই উপযুক্ত বর। যে সমস্ত ঋণ থাকি একান্ত অতিপেত, ইহাতে তাহাদের সকল গুলিরই সংগ্রহ হইল। এক্ষণে বরে কস্তা দান বিধিত। আর্গ্যশাস্ত্র ও আর্গ্যদর্শনের মূল বেদ, বেদাদ্যয়নকারী বহুই আর্গ্যবীতির বিবাহে প্রশস্ত পাত্র। বক্ষু, চরিত, লক্ষণ ও অরোগিতা, কস্তা এবং বরে সমানই উপ-যোগী। পূর্বে বলা হইয়াছে, এক্ষণে লক্ষণ বরের বিবাহেই পূর্বোক্ত নিষিদ্ধ কস্তার উদ্দেশ্য। এক্ষণে গুণ্ডমঙ্গল, তাৎপর্যাতঃ রূপ-লক্ষণানু, বরের সহিত নিষিদ্ধকস্তার বিবাহ দেওয়া অতীব অজ্ঞায় কার্য।

বক্ষুশীল লক্ষণাদি নিরীচন করিবার একটি গুণ্ডমন্ত্র আছে, তাহা কেবল বর-বধূর মানসিক শ্রুতির দ্বারা পরিষ্কৃত করার উপায় চিন্তা মাত্র। মূললক্ষণ বর লক্ষণ কস্তাতেই অহরহ হইতে পারেন। আর্গ্যের সহিত সাধারণ কার্যে

মনোবৃত্তি বাহ্যর মনোবৃত্তির সহিত অনেকে-
কাংশে মিলে, আমি তাহাকেই ভালবাসিতে
পারি। কাজেই দম্পতীর ধর্ম, কর্ম, আচার,
ব্যবহার একরূপ হওয়া আবশ্যিক। পৃথিবীর
প্রায়শ্চলিত হইলে উহা মরুভূমির জায় ভয়ঙ্কর।
সংসারের মধ্যে জীবনের ব্রত প্রতিপালনে
যে ছুটি জীবন সমতঃসমুখ হইয়া এক সঙ্গে
চলিতে পারে, তাহাই জয়াপতি। এই
গভীর রহস্য পূর্বাচার্যগণ বিশেষরূপে ধারণা
করিতে পারিয়াছিলেন, কাজেই বিবাহ
অমুরাগমূলক হওয়াই উপযুক্ত, একথা
বলিতে তিনি একটি স্মরণ করিয়াছেন,
যথা,——

যস্যামনশ্চক্ষুর্নোর্নিবন্ধস্তস্যাম্বু ক্লে-

র্নে তরঙ্গাদ্রিয়েতে ত্যেকৈ । ২০ ॥

যে কস্তার বরের মন এবং চক্ষু পবিত্র হইয়া,
তাহাকে বিবাহ করিলেই মঙ্গল হয়, লক্ষণা-
দির আদর করিবার দরকার নাই, কোনও
কোনও আচার্য্য একথা বলেন। হরদত্ত
লিখিতেছেন “নেতরং মস্তাদিশুভবোমায়িকং
আদরণীয়ং”—লক্ষণের শেষ কথা পরস্পরের
সম্বন্ধি, যদি তাহাই ঘটিল, তবে উঁচুকপালে
দোষ কি? উঁচুকপাল দেখিয়া জামাতা
যদি কস্তার প্রতি অনাকর্ষ হইল এবং কস্তার
যদি জামাতাকে ক্রম্ব দেখিয়া পছন্দ না
করেন, তাহা দোষ। মনোমিলন হইলে
বর্ণের বে'মন কতক্ষণ থাকে? এই বিধান
পূর্ককালে বিশেষরূপে আদৃত হইত। বর
যদি কস্তা দেখিতে চাহেন, তবে তাহা আজ
কাল একটু নিষেধভার পরিচারক।
অনেকে কস্তার প্রবেশ করিয়া মঙ্গলের
অজ্ঞানতার কারণে দেখিতে বাইতে গনি।

নবাশিকার প্রসারের সহিত এই রীতি অনেক-
কটা অপসৃত হইতেছে। অধিকন্তু বচন হইতে
ব্যবহার, পূর্বে কস্তা দেখিয়াই বরেরা বিবাহ
করিতেন। শুণ শ্রবণে মন পবিত্র হইয়া
বটে, কিন্তু স্বাধীনতার পিপাসাটুকুও মিটাই-
তে অসুখতি দিয়াছেন; একথা অমুরাগ শাস্ত্রী-
দেশ গজেন করিয়া দেশাচারের প্রাচুর্য্যের
কতজনে যে কত অন্ধবন্ধুপতি মনোমিলন
উপর বহাইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা হঃসাধ্য।
হিন্দুর এই চরিত্রের শাস্ত্রগুণি যদি দেশের
দশজনের কার্যোপদেশক থাকিত, তবে
আর দেশে আচার, অন্যচার ও ব্যভি-
চারের এত প্রবল প্রোত চলিত না। নামে
শাস্ত্র রক্ষা, ব্যবহারে শাস্ত্রের মতকে পদাঘাত
করাই প্রদেশের মর্কনশের মূল। যদি
রোকগুমানী কস্তার পরিত্যাগ দেশে প্রচ-
লিত থাকিত, তবে বোধহয় কণির জু-
পিণ্ড-বিদ্যায়—“কেহবা কাজে বর-মাগা
মান, মুখ্যুর গলে হইয়ে গ্রিহমাণ, নখনে
মু'হরা খানত দারি” ইত্যাদি বাক্য শুনিতে
হইত না। এ নিয়ম এখনও ঘৃণিত, ব্যক্তিগত,
গণদর্শিত, প্রচলিত। এক কপায়, বিবাহ-
প্রস্তাবে এখনো যে সকল মচামাত্ত আদেশ
বলা হইল, তাহার একটিও প্রদেশে স্থান পাই-
তেছে না। বিবাহ মরণের সীমা গুল বিচার
শেষ হইল। এখানে এই শুণ এবং এই গট-
লের অবমান, আতঃপর খণ্ডে বিবাহ-প্রক্রিয়া,
কস্তার বরাদি ও কস্তা বিবাহ বিবৃত
হইতেছে।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

প্রথম পটল সমাপ্ত।

চতুর্থ খণ্ড ।

দ্বিতীয় পটল ।

সর্বপ্রথমে কস্তুর বরণ-নিবি বলা হই-
তেছে। পূর্বের বরণে পরিবর্তনীয় কস্তুর
কথা বলা হইয়াছে, অধুনা বরণের প্রণালী
লেখা আরম্ভক ।

সুহৃৎঃ সমবেতান্ মন্ত্রবতো বরান্
প্রহিণুয়াৎ । ১ ॥

সুহৃৎসংসদন্ত মন্ত্রবান্ বরণগণকে কস্তাবরণ
করিতে পাঠাইবে। এখানে বর শব্দে
যিনি সেই কস্তা বিবাহ করিবেন, তিনি
নহেন, যাহা বা কস্তা বরণ করিতে যাইবে,
তাহাদেরই নাম এখানে বর। হরদত্ত লিপি-
তেছেন—“বরান্ কস্তা বরণিত্ব্ণু প্রহিণুয়াৎ
ঋত্বাগুরেৎ বৃহস্মুদ্রাৎ কুপাৎ মহ্যং কস্তাৎ
স্বনীধবঃ” অর্থাৎ এই কুদ হইতে তোমরা
আমার জন্ত কস্তাবরণ করিয়া আইস, এই
কথা বলিয়া (ব্রাহ্মণ) মন্ত্রবান্ কস্তা-বরণিতা-
গণকে পাঠাইবে। সুদর্শনাচার্য্য লিখি-
য়াছেন, “মন্ত্রবত ইতি ব্রাহ্মণানাং এব গ্রহণং
তেন ক্ষত্রিয় বৈশ্যয়োরাপি ব্রাহ্মণা বরাঃ।”
অর্থাৎ মন্ত্রবান্ এই কথা বলার ব্রাহ্মণ বর-
ণিতা পাঠানই নিয়ম। ইহা দ্বারা বুঝায়,
ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের বিবাহেও কস্তাবরণ-কার্য্য
ব্রাহ্মণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এই কস্তাবরণার্থ
ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে বরণী সনাজে কণ-
ধিৎ বিকৃত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। পশ্চিম-
বঙ্গের কস্তাশীর্বাদই এই কস্তাবরণ। ইহা
কস্তা দেখা নহে, পাকা দেখার মাত্র কস্তাকে
আশীর্বাদ করা। এই নিয়মে অস্ত্রাপি পশ্চিম-
বঙ্গে অস্ত্রাশ্র আশ্রিত ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া
থাকেন। অস্ত্রগেরা কিছু পাইয়াও থাকেন

পূর্ববঙ্গে প্রচলিত “পান পত্র” অনেকাংশে
এই রীতির (কস্তাবরণের) স্মৃতি-চিহ্ন হই-
লেও তাহার প্রতিনিধি স্বরূপে ব্যবহৃত।
পূর্ব বঙ্গে “পানপত্রে” ব্রাহ্মণ পাঠান নিয়ম
নাই, নিজেরাই করা হয়। কস্তাবরণ কস্তার
পিত্রালায়ে হওয়া উচিত, আশীর্বাদও কস্তার
পিত্রালায়ে (কস্তা যেখানে বাস করে; মাতুল-
লালয়েও হইতে পারে) হইয়া থাকে। কিন্তু
“পান পত্র” এ নিয়ম সর্বদাই উল্লঙ্ঘন
করে। এই জন্ত বলিতেছিলাম “স্মৃতিচিহ্ন”
মাত্র হইলেও অন্ততঃ পক্ষে বিকৃত প্রতী-
নিবি বলিব।

তানাদিত্তো দ্বাভ্যামভিসমুদ্রয়েত । ২ ॥

সেই কস্তাবরণকারী ব্রাহ্মণকে
দুইটা ঋগ্‌মন্ত্রাণি অভিসমুদ্রিত করিবে। মন্ত্র
সমন্বয়ে প্রদর্শিত প্রথম দুইটা ঋক্‌ই অভি-
সমুদ্রণের মন্ত্র। “অভিবীক্ষ্য মন্ত্রোচ্চারণং
অভিসমুদ্রণং” হরদত্ত এইরূপ অভিসমুদ্রণের
স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। হরদত্ত আরও
বলিয়াছেন, এই অভিসমুদ্রণান্তর কস্তাকূলে
গমন করিয়া ব্রাহ্মণগণ কস্তার পিতাকে
বলিবে, অমুক গোত্রের অমুককে তোমার
কস্তা সম্প্রদান করিবে কি ? তিনি বলিবেন,
আচ্ছা ভাল কথা দিব। তাহার পর বিবাহ-
হের দিন স্থির হইবে। ইহা হইতে বুঝা-
গেল, পান পত্র ও কস্তাশীর্বাদ, দুইটাকে কস্তা-
বরণের প্রতিনিধি, তবে নিকট এবং অপেক্ষা-
কৃত দূরবর্তী, এই টুকুই পার্থক্য।

স্বরং দৃষ্ট্বা তৃতীয়াং জপেৎ । ৩ ॥

বর স্বরং কস্তাকে দর্শন করিয়া মন্ত্রসমা-
ন্বয় পঠিত তৃতীয় ঋক্‌ পাঠ করিবে। এই
দর্শন কখন কর্তব্য, তাহার বিবরণ হইবে

কিছুই নাই। বৃত্তিকার মহাশয়দিগের অচ্যুত হইয়া উহা আমরা অবগত হইতে পারি। তরদন্ত বলেন, এই কথার সহিত এই পাত্রেয় বিবাহ অমুক দিনে দেওয়া হইবে, বর-কছা উভয় পক্ষ হইতেই একরূপ নিশ্চয় করা হইলে পর, যখন সেই বিবাহের অবধারিত দিন আগিয়া উপস্থিত হইল, তখন (পূর্বের দিনে বুদ্ধি-শ্রদ্ধাদি সম্পাদন করিতে হইবে) ব্রাহ্মণ-ভোজন, আশীর্কণাদি কার্য সম্পাদনান্তে বর বিবাহার্থ বধুকূলে অর্থাৎ কছার পিতৃভবনে গমন করিবেন। মধুপর্কাদি দ্বারা বরের অর্চনা সম্পাদন পূর্বক “এই কছাকে পুত্র-জননাদি কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তোমাকে অর্পণ করিলাম” বলিয়া কছা সম্ভ্রমণ করিবেন। তাহার পর বর কছাকে গ্রহণ করিয়া স্বয়ং কছাকে দর্শন করিগাই তৃতীয়া (অবল্লভমিতাদি) ঋক্‌টী পাঠ করিবেন।

চতুর্থী সমীক্ষিত । ৪ ॥

চতুর্থী ঋক্‌ পাঠ করিয়া সমীক্ষণ অর্থাৎ সন্দর্শন করিবেন। বর কছাকেই স্বয়ং ইতি পূর্বে দর্শন করিয়া তৃতীয়া ঋক্‌ পাঠ করিয়াছেন, তখনও বধু বরকে দর্শন করে নাই। চারিচক্ষু-সন্নিগন তখনও ঘটে নাই। এই সমীক্ষণট শুভ দৃষ্টি। পরস্পরের অবলোকন, সূদর্শনাচার্য্য বলিতেছেন “বধ্বা দৃষ্টৌ স্বদৃষ্টিং নিপাতয়েৎ।” অর্থাৎ “সমীক্ষিত” শব্দ বধুর দৃষ্টিতে নিজের দৃষ্টিপাত। “স্বয়ং” শব্দ তৃতীয় সূত্রে ব্যবহৃত হইবার উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে বরের দেখা, এখানে বধু-বরের দেখাদেখি। সূদর্শনের নিকট আমরা আরও শুনিতে পাই, কুশাসনে বর ও বধু এই সময়ে উপবেশন করিয়া বর দ্বারা পূর্বক আগায়ান-

পরায়ণ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিবে যে, আমাদিগের ছই জনে মিলিত হইয়া সংগারের যাবতীয় কর্তব্য কার্য্য নিষ্পাদন এবং প্রজা অর্থাৎ সম্বানোৎপাদনাদি করিতে হইবে। কোনও কোনও আচার্য্য নাকি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। ব্যবহার এখানে বিশেষ কিছুই প্রামাণ্য বুঝাইতেছে না। সূদর্শন মহাশয় মতের আবিষ্কার নামটীও প্রকাশ করেন নাই।

অস্মুঠেনোপমধ্যময়া চান্সুল্যাদর্ভং
সংগৃহ্য উদ্ভুরেণ
যজুয়া তস্যা-ভ্রবোরন্তরং সংযুজ্য
প্রতীচীঃ নিরমোৎ । ৫ ॥

অস্মুঠ এবং উপমধ্যমা অস্মুণিধারা কুশ গ্রহণ করিয়া বর উত্তর অর্থাৎ পূর্বব্যবহৃত মন্ত্রের পরবর্তী “ইদমিদং” ইত্যাদি যজুর্মন্ত্র দ্বারা বধুর জ্বরের মধ্যবর্তী স্থানকে মার্জিত করিয়া ঐ কুশাকে প্রত্যগ্ভাবে শিরোদেশের উপরে পরিভ্যাগ করিবে। উপমধ্যমা অনামিকা অস্মুণীর নাম। “মধ্যমাসমীপে বর্ত্ততে ইতুপমধ্যমা।” মধ্যমার নিকটে থাকে বলিয়াই ইহার নাম উপমধ্যমা। তর্জ্বনীও মধ্যমার নিকটেই আছে, তাহাকে কিজন্ত উপমধ্যমা বলি নু? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, বৃত্তিকার মহোদয় বলিতেছেন, “অনামিকে তুাপদেঃঃ”—তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিলে গৃহসূত্রের তাৎপর্য্য অনেকস্থলেই অগ্রাহ্য হইয়া উঠে, অতএব ব্যবহার দর্শনেই তিনি ঐ উপদেশ প্রচার করিয়াছেন, মনে করিতে পারি।

প্রাপ্তে নিমিত্তে উত্তরাং জপেৎ । ৬

রোদনাদি নিমিত্ত প্রাধ হইলে, উত্তরা-

ধক্ পাঠ করিতে হইবে। সেই ধক্ "জীবাং-
 কদম্বি" ইত্যাদি। যদি বধু অথবা, বধুর
 কোনও আত্মীয় স্বজন কোনও কারণে
 রোদন করেন, তাহা হইলে তত না পারে
 রোদন নিমিত্ত ধক্ পাঠের বন্দনা। সাধা-
 রণতঃ রোদনে নহে, তাৎকালিক রোদনো
 ক্ষত্রে আছে "প্রাপ্তোনিমিত্ত" অর্থাৎ নিমিত্ত
 প্রাপ্ত হইলে। বাপায় বসিতে হইতেছে
 "রোদনাদি নিমিত্ত।" এখন নিমিত্ত শব্দে
 রোদন বুঝবার কারণ কি? একদা প্রম
 অমুদ্বিগ্ন প্রাণে উদ্ভিত হইতে পারে।
 তজ্জন্তু আনুদিগকে করে কষ্ট কণা বসিতে
 হইতেছে। মহর্ষি টীকামনিপ্রমুদ বেদার্থ-
 নির্ণায়ক মহাজনগণ "অঙ্গপীভাব" অর্থাৎ
 "কো কাহার অঙ্গ, ইত্য বুঝবার তত্ত্ব শক্তি,
 লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান, সমাধা, এই ছয়টি
 প্রমাণ বলিয়াছেন। ধক্ একটি মন্ত্র, মন্ত্র
 কার্যের অঙ্গ। কার্যোদ্দেশেই মন্ত্র পঠন।
 এখন বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক "জীবাং-
 কদম্বি" ইত্যাদি মন্ত্রটি কোন কার্যের অঙ্গ—
 অর্থাৎ কোন কার্যে পঠিত হইবে। লিঙ্গ
 নামক প্রমাণ বশে তাহা রোদন নিমিত্তই
 ব্যবহৃত হইবে। "লিঙ্গং শব্দসামর্থ্যং" শব্দের
 সামর্থ্যকে লিঙ্গ বলে। বেদোক্ত যে পদার্থ
 বুঝাইবার ক্ষমতা আছে, সেই কার্যে সেই
 শব্দবুক্ত মন্ত্রের পাবহার হইলে, তাহাকে লিঙ্গ-
 প্রমাণে অঙ্গপীভাবে প্রয়োগ হওয়া বদা-
 য়। আনরা এই মন্ত্র "কদম্বি" শব্দের
 দ্বারা রোদন বুঝিয়াছি। অতএব এখানে
 নিমিত্ত রোদনই হওয়া উচিত। মীমাংসা-
 শাস্ত্রে প্রবেশ না থাকিলে একথাগুলি ভাল-
 রূপে বুঝা যায় না। পাঠকসম্বোধনবর্গের

অবগতির তত্ত্ব আভাস ব্যক্ত প্রদর্শিত হইল।
 শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য ইত্যাদির প্রমাণ্য এবং
 এইগুলির দ্বারা কিরূপে অঙ্গপীভাব-নির্দি-
 হয়, তাহা মীমাংসা দর্শনে যথাগময়ে হিন্দু-পত্রি-
 কায় পাঠক দেখিতে ও জানিতে পারিবেন।
 অধুনা আমরা তাঁহাদের তত্ত্ব আভাস ও
 আশাস ভিন্ন অল্প কিছুই দিতে পারিলাম না।
 আশা করি, পাঠকগণ সহিষ্ণুতার পরিচয়
 "দিবেন।

যুগ্মানু সমবেতান্ মন্ত্রবত উত্তরয়া-
 হন্ত্যঃ প্রহিণুয়াৎ । ৭

সমবেত মন্ত্রানু যুগ্ম তৎপরবর্জিতধক্
 মন্ত্রদ্বারা জলাহারণের তত্ত্ব প্রেরণ করিবে।
 উত্তরা ধক্ "বাকংকুরং" ইত্যাদি ধক্।
 এখানে মন্ত্রানু পাঠাইবার উদ্দেশ্য বধুর
 স্নানার্থ জলাহারণ। ইহাদের দ্বারা আনীত
 ভগ্নের দ্বারা যে বধুর স্নান সম্পাদিত হইবে,
 তাহাতে মন্ত্রের সম্মতি আছে; ক্রমে ক্রমে
 প্রকাশ পাইতেছে।

উত্তরেণ যজুয়া তম্যাঃ শিরসি
 দর্ভেভুং প্রিনায় তস্মিন্মুত্তরয়া দক্ষিণং
 যুবচ্ছিদং প্রতিষ্ঠাপ্য ছিদ্রে স্তবর্ণং
 উত্তরয়া হস্তকায় উত্তরাভিঃ পঞ্চভিঃ
 স্নাশিরিত্বা উত্তরয়া হতেন বাসমা-
 চ্ছাদ্য উত্তরয়া নোক্তেণ সংনহতি
 তদনয়ুর তাঁহাদের দ্বারা জন আনাত হইলে,
 বধুর শিরোদেশে দর্ভ অর্থাৎ কুশদ্বারা
 পরিকল্পিত মণ্ডল "অর্ঘ্যমো অর্ঘ্যং"
 ইত্যাদি বস্তুসম্বন্ধে স্থাপন করিয়া
 তাহার দক্ষিণ বক্ষদেশে বামদিকের স্থাপন

করিয়া (ধেনস ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা) সেই ছিদ্রে “শংচে হিরণ্যং” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা স্বর্ণ দিয়া ঐ ছিদ্রে ঢাকিয়া দিয়া (জল নির্গত হইতে পারে, একরূপ ভাবে ঢাকা আবশ্যক, নচেৎ ছিদ্র একেবারে ঢাকিয়া গেলে, জল না পড়িলে জ্ঞান কথানই হইতে পারিবে না) সেই পূর্ণোক্ত আনীত মন্ত্রদ্বারা “হিরণ্য বর্ণা” ইত্যাদি পঁচনী মন্ত্রদ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে পাঁচবার ঘ্রান করাইবে। (কেহ কেহ বলেন, পাঁচ মন্ত্রের পাঠান্তে জ্ঞান একবারই করিতে হইবে।) অতঃপর সেই সাতা বধূকে “পরিষ্কা রিণোদর” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা আহত অর্থাৎ অশুভ বস্ত্র স্রগঃ বর পরাইয়া দিবেন। (স্বয়মের মন্ত্রগুণ্য পরিধাপর্যন্ত তিতি বৃদ্ধি-কারঃ) তাহার পর (অচমন করাইয়া) “আশামানা সৌমনসঃ” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ষোল্ল (সাধননিশেষ) স্পর্শ করাইবে। মর্ত্তেস্ত্র শব্দে কুশ-রচিত ইস্ত্র অর্থাৎ মণ্ডলাকার বস্ত্রনিশেষ। (মর্ত্তেঃ পরিকল্পিতসিঃ পরি মণ্ডলাকারমিতার্থঃ) প্রায়োগে অবগত হওয়া হয় “ইষং নাম কুশ্ত ধারণার্থং ত্বণপুঞ্জং” ত্বণরচিতমণ্ডল অপবা ত্বণপুঞ্জ, যাহাই হউক, ফলতঃ এই জ্ঞানকার্যে ইস্ত্রের আবশ্যকতা। ত্বণমণ্ডল মন্ত্রকের উপর স্থাপিত হইবে এবং ত্বণপুঞ্জ হইলে কুশ্ত ধারণে ব্যবহৃত হইবে। ঋষির কপার মন্ত্রকে স্থাপিত মজ্জিত কুশ-রচিত মণ্ডলকেই ইস্ত্র বলিবার ইচ্ছিত আছে। অনন্তর কি করিতে হইবে, তাহা কথিত হইতেছে,—

অষ্টৈনাং উত্তরায় দক্ষিণে হস্তে

কপালমিহানীয়াপরেণ

অগ্নিনুদগগ্রং কটমাস্তীর্ণা তস্মিন্মুপ-
বিশতঃ উত্তরোবরঃ ৷৯

তাহার পর এক বধূকে “পুষ্যাত্ত্বং” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা দক্ষিণহস্তে পাণপূর্ণক অগ্নিবু অভিনু-মুপে আনয়ন করিবে, অগ্নির অপর দিকে উত্তরাগ্র একটা কট (মাছুর) আস্ত্রত করিয়া (পিচাইয়া) বর এবং বধূ তুচ্ছাভে যুগ্মে উপবেশন করিবে। বর উত্তরদিকে, বধূ দক্ষিণ দিকে বসিবে। “উত্তরা” এই মন্ত্রদ্বারা অবগত “পুষ্যাত্ত্বং” এই মন্ত্রটী আনয়নেই প্রযুক্ত হইত ধারণে নচেৎ ইস্ত্র-ধারণে মন্ত্রবিধান। হরদক পিপিলাস্তেন “ত্বণপুঞ্জং ত্বণীকেন্দ্রং” অর্থাৎ সাত ধরাটী নীরবে (চুপ করিয়া) করিতে হইবে বর-বধূর উপবেশন সম সময়ে সম্পাদিত হইবে। চিত্রলেখিকা হরদকীই স্বদর্শনাচার্য্য বলেন, “যুগ্মে উপবেশনঃ যথোত্তরো বরঃ দক্ষিণাচ বধূঃ” বর উত্তর দিকে অর্থাৎ বধূ উত্তরদিকে বসিবে, তাৎপর্য্যাত্মীন বধূ বরের দক্ষিণেই বসিবে। অর্থাৎ সিদ্ধ হয় বলিয়া বধূর দক্ষিণে উপবেশন-আচার্য্য মহর্ষি মহোদয় সূত্রে পরিষ্টি করেন নাই। বর-বধূপবেশনেই আমাতের প্রসংখ্যার গৃহ্যসূত্রের বিধান।

(ক্রমঃ—)

কস্তচিং ব্রহ্মচারিণঃ—

সদাচার—শৌচবিধি ।

সদাচার সবকে কিছু বলা বোধ হয়
নয়ানয়িক হইবেনা, কারণ কদাচার শব্দ
কলে সর্পিদাই পেপিতে হইতেছে। উত্তরোবর

কারণ থাকিলে বস্তুর প্রকাশ সহজেই হইয়া পড়ে। সদাচারই ধর্মের মূল। ভগবান্ মহু বলিয়াছেন।—

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যঙ্ নিবন্ধং-
স্বেষু কর্মসু ॥

ধর্মমূলং নিষেবেত সদাচার-
মতদ্রিতঃ ॥

অর্থাৎ বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত, ধর্মের কারণ, অধারনাদি স্বয়ং কর্মের অঙ্গ যে সদাচার, তাহা আলম্বনীয় হইয়া একান্ত বদ্রে সেবা করিবে। ঋষিরা যখন মর্গে ভ্রমকে প্রিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণেরা স্বধর্ম পালন করিয়াও কেন অর্থে মৃত্যু-মুখে পতিত হরেন?

ভৃগু উত্তর দিলেন,—

অনভ্যাসেন বেদনামাচারশ্চ চ
বর্জনাং ॥

আলম্ব্যাদমদোষাচ্চ মৃত্যু বিপ্রান্
জিঘাংসতি ॥

অর্থাৎ বেদ অভ্যাস না করার, সদাচার পরিত্যাগ করার, সামর্থ্য থাকিলেও অবশ্র কর্তব্য না করার, অভোজ্য অন্নাদি ভোজন করার মৃত্যু ব্রাহ্মণদিগকে হিংসা করিয়া থাকেন। সদাচার তাহাকে বলা যায়?

সাধবঃ ক্লীণ দোষাশ্চ সচ্ছব্দঃ

সাধু বাচকঃ ॥

তেক্লামাচরণং যত্ন সদাচারঃ স
উচ্যতে ॥

(শুক্লকরকর্মসমূহ বাসনপূরণ।)

অর্থাৎ নিজেই সাধুরা যে আচার

পালন করেন, তাহা সদাচার বলিয়া কথিত হয়। কিংবা যে আচার পালন করিলে সংস্কার যায়, তাহাকে সদাচার বলা যাইতে পারে।

এথা এক আপত্তি হইতে পারে যে, এক এক দেশের সাধুরা এক এক প্রকারে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন দেখিলে পাওয়া যায়, তবে কাহার নিয়ম পালন করিয়া চলিব? আর্ঘ্যশাস্ত্র যখন সকল বিধির উৎপত্তি-স্থান, তখন যে সাধু, যে স্থানে যে আচার অনুষ্ঠান করুন না কেন, সকলেই শাস্ত্রসম্মত, সকলেরই উদ্দেশ্য এক—অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি। সকল শাস্ত্রেরই সামঞ্জস্য আছে, বিজ্ঞেরা তাহা অঙ্কন করিয়া থাকেন। তথাপি দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে আচারের কিছু পার্থক্য সম্ভব এবং অজ্ঞদিগের সুবিধার জন্যই সর্বত্রই মনু ব্যবস্থা করিয়াছেন—

যেনাম্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ
পিতামহাঃ ॥

তেন যয়াং সতাং মার্গতেন
গচ্ছন্নরিব্যতে ॥

অর্থাৎ শাস্ত্রের নানা প্রকার শাসন থাকিলেও, যে শাস্ত্রার্থ পিতৃপিতামহাদি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য; সেই সংপথ; সে পথে গমন করিলে কোন মতে তাহাকে অধর্ম আক্রমণ করিতে পারিবে না।

সদাচারের কি অর্থ?—

সংস্কার-...

আচারীর ভ্রতে হ্যায়ুরাচারাদীপিতাঃ
প্রজাঃ ।

আচারীজনমক্ষয়মাচারো হস্ত্য-
লক্ষণম্ ॥ (মনু ।)

অর্থাৎ সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি বেদোক্ত
আরু (শত বর্ষ), অভিন্নত পুত্র-পৌত্রাদি
প্রজা ও অন্তর ধন প্রাপ্ত হন ; এমন কি,
শরীরে অশুভ ফল সূচক অলক্ষণ থাকিলেও
তাহা নিফল হইয়া যায় । আচার সকল
অলক্ষণই নষ্ট করে ।

পুনশ্চ—

সর্ক্বলক্ষণহীনোহপি যঃ সদাচার-
বান্নরঃ ।

প্রক্ৰিয়ানোহনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি
জীবতি ॥

অর্থাৎ যে পুরুষ সদাচারসম্পন্ন, বেদে
প্রক্ৰিয়িত ও পরের দোষ কীর্ত্তন করেন
না, তিনি সর্ক্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক
শুভলক্ষণহীন হইলেও শত বর্ষ জীবিত
থাকেন ।

ইহাতে দেখা যাইতেছে, এক সদাচার
পালনেই বাঞ্ছিত সমস্ত ঐহিক বস্তু লাভ
হয় । অতএব ধর্ম-পিপাসুর ত কণ্ঠ্যই
নাই, ইহসর্ক্বব নাস্তিকও সর্ক্বদা সদাচারী
হইলে অশেষ কলাণ লাভ করিতে
পারে । “সদাচার” বলিতে অনেক কার্যের
অনুষ্ঠান বুঝায় । আমাদের জীবনের নিত্য-
নৈমিত্তিকাদি সমস্ত কার্যের বিধি পূর্ক্বক
অনুষ্ঠানের নাম সদাচার । অশাস্ত্রীর ও
বৈজ্ঞানিক কার্যে কোন কল হয় না ।
তদগত...

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসহ্য্য বর্ত্ততে
কামচারতঃ ।

ন স সিদ্ধিমবাপোতি ন সুখং
ন পরাং ক্ষতিম্ ॥

যুদ্ধ-বিদ্যালয়ে আহার-বিহার—এমন
কি, প্রতি পদক্ষেপটি পর্য্যন্ত গুরু-বাক্য
ও শাস্ত্রসম্মত হওয়ার কঠিন বিধি আছে ।
তদপেক্ষা অত্যধিক গুরুতর—এমন কি—
গুরুতম জীবন-সংগ্রামে শিক্ষালাভ করিতে
হইলে কি কোন নিয়ম পালনের আনন্ডকতা
নাই ?

শয্যা হইতে উঠিয়া প্রথম কাণী শৌচ ।
অতএব প্রথমে আগরী শৌচ-বিধির
আলোচনা করিব । এক কথা বলিতে,
অশুচি ব্যক্তি সদাচারী নহে । তৎকাল
উপনয়নের পরই আচার্য্য শিষ্যকে প্রথমে
শৌচ শিক্ষা দিবেন ।

উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচ-
চমাদিতঃ ।

আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সঙ্কোপাসন-
মেবচ ॥ (মনু)

অর্থাৎ গুরু শিষ্যের উপনয়ন দিয়া,
প্রথমতঃ তাহাকে আদ্যোক্তান্ত শৌচ
শিক্ষা দিবেন, পরে জ্ঞান, আচমন ও
সঙ্ক্যাবন্দনাদি এবং সাংপ্রাতঃ ছোমের
অনুষ্ঠান কিরূপে করিতে হয়, তাহার
উপদেশ দিবেন ; কারণ—

শৌচাচারবিহীনস্য সমস্তাঃ নিষ্কলাঃ

জিয়াঃ ।

অর্থাৎ বাহার শৌচাচার নাই, তাহার

সক্যাবক্ষমাধি—পূজাদি সমস্ত কার্যই বিফল
হয়। শ্রীলক্ষ্মীবেদীও বলিয়াছেন—

ত্যাগং সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ ত্রয় এতে
মহাশুণাঃ ।

যঃ প্রাপ্নোতি শুণানেতান্ শ্রদ্ধা-
বান্ স চ মেপ্রিয়ঃ ॥

(স্কন্দপুরাণীর লক্ষ্মীচরিত)

অর্থাৎ দান, সত্যপালন ও শৌচ, এই
তিনটি মহাশুণ। যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির
এই তিনটি শুণ আছে, সেই আমার
প্রিয়।

শৌচ, বিবিধ, অস্ত্রশৌচ এবং বহিঃ-
শৌচ। অস্ত্রশৌচ অর্থে তাবস্ত্রিকি, অর্থাৎ
মনকে কাম-ক্রোধাদি হইতে দোষশূন্য
করিয়া নির্মল করণ। বাহ্যশৌচ বলিলে
মস্তকের কেশাগ্র হইতে পদের নখাগ্র
পর্যন্ত শরীরের শুদ্ধি বৃদ্ধিতে হইবে।
আর্য শাস্ত্রের নিহিত সকল কার্যেই প্রথমে
স্বপ্নের অনুষ্ঠান, পরে তদ্বারা ক্রমে স্বপ্নে
উপস্থিত হওয়া যায়।

প্রথমে বাহ্যশৌচ আবশ্যিক। প্রাতে
শয্যা হইতে উঠিয়া প্রথম কার্য নল-মূত্র
তাগ। পূর্বকালে বোধ হয় সকলেই
স্নান মগ্ন ভাগ্য করিতেন এবং এখনও
নগর ভিন্ন প্রায় সকল গ্রামের লোকেই
ঐরূপ করিয়া থাকেন। সকল নগরেই
এখন পরিধানের ব্যবস্থা হইয়াছে। অধি-
কাংশ স্থলেই সে গুলি এক প্রকারের
নরক বলিলে হয়। অতএব পরিধানের
ঘাইয়া ভাল করিয়া শুচি হওয়া একান্ত
আবশ্যিক। শৌচের নিয়ম যথা—

উত্থায় পশ্চিমে রাত্রে তত
আচম্য চৌদকং ।

অস্ত্রর্দ্ধায় তুর্গৈর্ভূমিং শিরঃ প্রাব্ধ-
ত্য বাসসা ॥

বাচং নিয়ম্য যত্নেন জীবনো-
চ্ছাসবর্জিতঃ ।

কুর্যাম্মূত্র পুরীষস্তু শুর্চোদেশে
সমাহিতং ॥

(আত্মিকতত্ত্ব)

অর্থাৎ শেব রাত্রিতে শয্যা হইতে
উঠিয়া, মুণ্ড ধুইয়া, বাসের ধারা স্থান
পরিষ্কার করিয়া, মস্তক কাপড়ের দ্বারা
আবৃত করিয়া, কথা বন্ধ করিয়া, থুথু ফেলা,
হাঁহিতোলা প্রভৃতি দীর্ঘকালের কার্য না
করিয়া, শুচিস্থানে মগ্ন মূত্র তাগ করিবে।

তৎপরে ধৌতি কার্য করিবে। তাহার
নিয়ম যথা—

একালিন্দ্রে শুদে তিঅ্র স্তথা বাস-
করে দশ ।

উভয়োঃ সপ্ত দাতব্য্য মূদঃ শুদ্দি-
মভীপ্সতা ॥ (মমু।)

অর্থাৎ বিষ্ঠা তাগ করিয়া, লিন্দে
একবার, শুছে তিনবার, বাস করে দশ
বার, উভয় হস্তে সাতবার স্তম্ভিকা এবং
জল স্বেদন করিবে। এই স্নোকেয়-
টীকাতে ব্রহ্মক ভট্ট বলিয়াছেন, বহি
উপরি সংখ্যক স্তম্ভিকা লে নে হর্গন্ধ
দূর না হয়, তবে অধিক সংখ্যক সেপন
করিবে। আবার বহি স্তম্ভিকা স্তম্ভিক

গন্ধ দূর হয়, তাহা হইলেও স্নোকেত সন্ধ্যা মত ঘোঁড়ি করিতে হইবে। তাহার কারণ আছে। কোন কোন সময় দেখা যায়, দুই তিনবার হস্ত ধৌত করিলেই হয়ত গন্ধ তখনই দূর হয় বটে, কিন্তু হস্ত শুষ্ক হইলে আবার দুর্গন্ধ অমুভূত হয়।

পর্দতলেও তিনবার ঘূষারি দিতে হইবে, যথা—

ত্রিস্তম্ব পাদয়োর্দেয়া শুদ্ধিকামেম
নিত্যাশঃ ॥ (আঙ্কিকতত্ত্ব ।)

কারণ—

মেধ্যং পবিত্রমাণ্ডুয্যমলক্ষ্মী-
কলিনাশনং । ॥

পাদয়ো মলমার্গানাং শৌচাধান-
মভীক্ষুশঃ ॥

(শব্দকল্পদ্রুমখণ্ড রাজবল্লভ বচন ।)

অর্থাৎ পদধর ও মলনির্গমনের পথ সকল বারবার ধৌত করিলে মেধ্য ও আন্ডু বুদ্ধি হয়, শরীর শুদ্ধ হয় এবং অলক্ষ্মী ও কলির প্রভাব নষ্ট হয়।

দেখা বাইতেছে, ঋষিরা মল-মূত্র ত্যাগের বড় দৃঢ় নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। তাহার কারণ কি, একবার বুঝিতে চেষ্টা করা বাউক।

ভাবিয়া দেখুন, পারধানার তিতরটা কি? মল-মূত্রের দ্বন্দ্ব রেণুতে পরিপূর্ণ বাতাস। কেহ তাহার মধ্যে বাইলে, সেই বাতাসে ভাবিয়া গেল। সর্কাদে সেই সর্কাদেই তাহার মনোভাব উৎপন্ন হয়, তাহার

কণ, নাগা, সুখ প্রভৃতি দ্বার দিয়া সেই সকল তাত্ত্বিক বিষয় পদার্থ পুনরায় শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল; ইহাতে নিশ্চয়ই শরীর অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা; অতএব যতদূর সম্ভব, সেই সকল রেণু বাহাতে চর্শে না লাগে এবং দ্বার সকল দিগী শরীর মধ্যে না যায়, তাহা করা উচিত। ঋষিরা সেই বাবস্থাই করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল অপবিত্র রেণু সকল ধূলিকণার ছার কেশে ও ধরম্পর্শ বস্তুতে অধিক লাগিয়া যায় এবং বায়ু-মিশ্রিত বলিয়া শূন্তস্থান পাঠলেই তাহাতে প্রবেশ করে। এখন দেখুন, মাথার ও সর্কাদে, বিশেষতঃ প্রত্যেক দ্বারের চতুর্দিকে ও সম্মুখে কত কেশ আছে। প্রতি কেশের চারিদিকে শূন্ত স্থান আছে। তাহা হইলে, পারধানার বাইলে, কত অপবিত্র রেণু আমাদের সর্কাদে লাগিয়া গেল! বাস্তবিক ভাবিলে আতঙ্ক হয় এবং কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকি, তাহাই আশ্চর্য বোধ হয়। কারণ যে পারধানার অধিক লোক যায়, সেখানে মল-মূত্রের সহিত কত প্রকার রোগের বীজ প্রত্যাহ নিষ্কিপ্ত হইতেছে, তাহার সীমা নাই। সেই সকল বীজ রেণু আকারে পারধানার স্পর্শে সর্কাদে মিশ্রিত হইতেছে। অতএব সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, সেই সকল রেণু বাহাতে কেশে ও চর্শে না লাগে এবং দ্বার সকল দিগী শরীরে প্রবেশ না করে, স্বাস্থ্যার্থে তাহাই নিত্য প্রয়োজনীয় এবং সর্ক প্রথমে তথিধান আমাদের অবশ্য কর্তব্য। অস্বীকার্য্য জানি, সর্কলোকহিতকামী ঋষিরা

সুগদশীদিগের জন্ত তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন, কাপড় দিয়া সমস্ত বেটন করিবে, এমন কি, অবগুণ্ঠন করিবে। ইহাতে দূষিত রেণু সমূহ লগ্ন হইবার প্রধান স্থান মস্তকের কেশ ও উপরিস্থ ইন্ড্রিয়-দার-গুলি বন্ধ হইল। আবার বলিয়াছেন, কণা কহিবেনা' এবং খুখু কিংবা দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে না। বুকের মধ্যে বাতাস শূন্য হইলেই তাহা পূরণের জন্ত তৎক্ষণাৎ তথায় বেগে বায়ু প্রবেশ করে। কথা বলা, খুখু ফেলা, হাই তোলা, হাঁচি প্রভৃতি সকল কার্যেই বেগে শ্বাস বহির্গত হইয়া যায়; সুতরাং পূরণের জন্ত মুখ ও নাসিকা দিয়া বেগে বায়ু বন্ধ মধ্যে প্রবেশ করে। এখন পায়খানার কথা কহিলে বা খুখু ফেলিলে, কত মল-কণা-মুখ ও নাসা দিয়া শরীরে প্রবেশ করে, একবার চিন্তা করুন। বাস্তবিক তাহাতে বিষ্ঠা ভোজনই হইল। তবে দ্বার সকলের মুখে কেশ থাকিতে, অনেক কণা তাহাতে বাধিয়া যায় এবং শীঘ্র ক্ষিতরে যাইতে পারেনা। এই জন্ত মল-তাগ কালে কাপড় দিয়া মাথা, কাপ ঢাকিয়া, মুখ ও নাসিকার সম্মুখে তিন চারি পুরু কাপড় ছাত দিয়া ধারণ করা উচিত এবং বাহিরে আসিয়া হস্তপদে মৃদাঙ্গি লেপনের পর মুখমণ্ডল উত্তম করিয়া শীতল জল দ্বারা ধৌত ও বায়ুদ্বারা কুলি করিতে হইবে।

আমার বোধ হইতেছে, যেন কলেজের কোন নর্য যুবা উৎসাহ পূর্বক বলিতেছেন, 'প্রভে ত জুতা, মোজা, জামা পরিয়া

পায়খানায় যাওয়া ভাল"। আমি বলি, বিচার করিয়া দেখ, তাহা ভাল নহে। প্রতিবার পায়খানা হইতে আসিয়া সমস্ত পোষাক ধৌত করিতে হইবে; অর্থাৎ পায়খানার যাওয়ার জন্ত এক প্রস্ত পোষাক আবশ্যক। বাড়ীর সমস্ত লোকের ঐ রূপ এক এক প্রস্ত করিয়া পোষাক রাখা বড় সামান্য কথা নহে। পোষাক আবার শীঘ্র শুষ্ক হয় না, বর্ষাকালে হয়ত সমস্ত দিনেও শুষ্ক না হইতে পারে। অতএব পায়খানার জন্ত ২।৩ প্রস্ত স্বতন্ত্র পোষাক প্রত্যেকের রাখা আবশ্যক হইয়া পড়ে। আর তাহা রাখিলেই বা লাভ কি? যে গুহ স্থান সকলে মৃত্তিকা ও বারি লেপন আবশ্যক, পোষাকে তাহার নিবারণ হইতেছে না, কেবল পদতলের ৩ বার ধৌতিটা বাঁচিতেছে। এখন বিচার করিয়া দেখা যায়, বিনা পয়সায় তিনবার জল মাটি দিয়া ধৌত করা ভাল, কি ২।৩ প্রস্ত পোষাক রাখা ভাল? আর সাধারণ লোকে (দরিদ্রের ত কণাই নাই) কি সেই পোষাক প্রত্যেকে রাখিতে সমর্থ? আর্ধ্যশাস্ত্রোক্ত সকল কার্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে যতদূর সম্ভব, অভাব দূর হয় ও পরের অধীন না হইতে হয়, তাহা করা তাহাই হইল, আয় চিন্তনের অবসর পাওয়া যায় ও সুখ লাভ হয়। পোষাক করিয়া কত অভাব বৃদ্ধি করিতে হয় ও পরের অধীন হইতে হয়, একবার ভাব দেখি। বরং তাহাতে সেই পরিমাণ ভোমার জুগুপ্ত জ্ঞানান্তিরই বৃদ্ধি হইল। যদি পোষাক ধৌত না কর, তবে পায়খানার বস্ত্র লগ্ন রেণু দ্বারা শরীরে প্রবেশ

সকল পোষাক একত্র হইলে, ক্রমে বাসের
স্বর পায়খানা হইল! আজ কাল দেশ-
বাসী অস্বাস্থ্যতার ইহা একটা প্রধান কারণ
বলিয়া মনে হয়।

দুর্গন্ধ নিবারণ ও মল-মূত্রের কণা
সর্জন দ্বারা দূষিত করা কৃত উপকারী, সুতরাং
আবশ্যিক, তাহা বোম্বাই ও কলিকাতার প্লেগ
রোগেতে গভূর্ণমেন্ট যে ব্যবস্থা প্রচলিত
করিয়াছিলেন, তাহাতে উত্তম বৃদ্ধিতে পারা-
গিয়াছে। বাড়ীর সমস্ত নর্দমা ও পায়খানা
সর্জন চূর্ণ, আলকাতরা, রসকর্পূর প্রভৃতি
গন্ধ ও রোগবীজ নাশক দ্রব্য দ্বারা দূষিত
করার আজ্ঞা হইয়াছিল। আমাদের এই
বিকারযুক্ত শরীর ইহাতে ২। ১০ টি দ্বার
দিয়া অনবরত মলক্ষরণ হইতেছে। অতএব
স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তি শুচি থাকিয়া এই শরীর
সর্জন পরিষ্কার রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

আমাদের অদৃষ্টগুণে ইদানীং ভারতবর্ষে
নানা প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা
যাইতেছে। ডেঙ্গু, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ছপিংকাশি,
প্লেগ, এই সকল বিদেশীয় রোগ জাহাজ
করিয়া এই দেশে আসিয়াছে। জাহাজে
যাতায়াত অনেকদিন হইতে হইয়াছে, কিন্তু
রোগের আগমন এতদিন তঁত ছিল না।
প্লেগ ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপ পর্য্যন্ত
নানা স্থানে দেখা গিয়াছে; সকল স্থানেই
অল্প মাত্রায় হইয়াই নির্লীণ প্রাপ্ত হইয়াছে,
কিন্তু তাহা বোম্বাইকে যেমন হারখার
ও কলিকাতাকে ব্যভিচার করিয়াছিল,
এমন আর কোথাপি হয় নাই। আমার
বোধ হয়, আমাদের শরীর রোগের বীজ

সংক্রমিত হইয়াছে,

নতুবা ভারতবর্ষে ঐরাগ আদিগেই থাকিয়া
থাইতেছে কেন? উপযুক্ত সরস ভূমি
পাইলেই বীজের তণায় অঙ্কুর হয়। অনেক
জানেন যে, বাতাসে নানা প্রকার পীড়িত
বীজ সর্জন দ্বারা বেড়াইতেছে, অক্ষুণ্ণ শরীর
পাইলেই তাহাকে আশ্রয় করে। শৌচাচার-
বিহীন হইয়া আমাদের শরীর দিন দিন
পীড়িত উত্তম আবাস স্থান হইতেছে।
কারণ তাহাতে সম্বন্ধের হ্রাস করিয়া
তমোগুণের বৃদ্ধি করিতেছে। তমোক্রমী
শ্রেণী শরীরকে সরস করিয়া রোম-বীজের
পোষণ ও অঙ্কুর জন্মাইতেছে। শাস্ত্রীয়
শৌচ দেশ হইতে এক প্রকার উদ্ভিগ্নিগিয়াছে।
অসংযমী উদরসর্জন হওয়ায়, এখন শাস্ত্র-
ধানার সহিত অনেকবার সাক্ষাৎ করিতে
হয়। কৃতবার বিধি রাখা করিবে? এখন
সকলেই এক প্রকার রোগী বলিতে হইবে।
“আত্মরে নিয়মো নাস্তি”। বিধি সকল
সুস্থ ব্যক্তির জন্ত এবং তাহা রক্ষা করিতে
হইলে সকল বিষয়ে সংযম আবশ্যিক।

কেবল শীতল জল একটা উত্তম দুর্গন্ধ-
নিবারক বস্তু। শীতল জলে গন্ধ আকর্ষণ
করে। সম্প্রতি আমেরিকার একখানি
চিকিৎসা-পত্রে এই বিষয় স্পষ্ট করিয়া লিখিত
হইয়াছে। তাহাতে যথাঃলেখা আছে,
তাহার অনুবাদ এই—“বিজ্ঞান-শাস্ত্রের
প্রভাবে আজ কাল নানা প্রকার দুর্গন্ধ-
নিগরক ও রোগের বীজনাশক পদার্থের
কথা শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু নূতন
বিষয় আবিষ্কার করিতে বাইয়া আমরা
অনেক পুরাতন অথচ বাস্তবিক উপকারী
এবং স্বল্পভ দ্রব্য সকলের কথা ভুলিয়া

বাই—যেমন শীতল জল। সকলেরই জানা উচিত যে, শীতল জলে গ্যাস (gas) অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাই যে সকল গৃহে বায়ু সহজে বাতায়িত করিতে পারে না, সেই সকল স্থান উত্তম করিয়া খোঁত করা উচিত। (Medical Envoy) অতএব শৌচকার্যে প্রভূত জল ব্যবহার কত উপকারী! সর্বদাই দেখা যায়, কোন দুর্গন্ধময় স্থানের ভিতর দিয়া আসিলে বোধ হয় যেন মুখ ও নাসিকাতে সেই গন্ধ লাগিয়া রহিয়াছে। সেই সময় শীতল জলের দ্বারা মুখ ও নাসিকা ধুইয়া ছই একবার কুলি কবিলে আর গন্ধ অনুভব হয় না, অর্থাৎ শীতল জল সেই গন্ধ আকর্ষণ করিয়া গইল।

শুক মৃত্তিকা যে অতি উত্তম ও স্থলত দুর্গন্ধনিবারক বস্তু, তাহা সকলেরই জানা উচিত। কোন পচা বস্তুকে মাটি চাপা দিলে আর তাহার দুর্গন্ধ জানিতে পারা যায় না। কোন কোন জেলখানায় গভর্ণ-মেন্ট-বিধি আছে যে, চৌরেরা মনত্যাগ করিয়া তাহা শুক ও চূর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিবে। প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যতত্ত্ববেত্তা ডাঃ পার্কস্ (Dr. Parkes) তাঁহার পুস্তকে (Practical Hygiene) দুর্গন্ধ-নিবারক পদার্থের মধ্যে শুক মৃত্তিকার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। বলিতে পার, কার্বলিক এসিড্ (Carbolic acid) রসকপূর, ফিনাইল (Phenile) প্রভৃতি উৎকৃষ্ট দুর্গন্ধনিবারক বস্তুর একবার প্রয়োগেই যখন সমস্ত গন্ধ দূর হইতে পারে, তখন কেন ১০ দশ বার মাটি লেপন

করিয়া সময় নষ্ট করি? এই আপত্তি বড় ছরল। প্রথমতঃ উহারা প্রত্যেকেই বিষ, নিত্য ব্যবহারে পরিণামে নানা প্রকার রোগ জন্মাইতে পারে, এবং ঘরে রাখাও নিরাপদ নহে, ভ্রমক্রমে কেহ খাইলে আশু প্রাণবিয়োগ হইতে পারে। ২য়তঃ বায়ুসাধ্য ও কষ্টলভ্য—ডিস্‌পেন্সারি ভিন্ন কোন স্থানে পাওয়া যায় না।

আজ কাল শৌচকার্যে অনেকে সাবান (Soap) ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহাও ভাল নয়। প্রথমতঃ উহা বায়ুসাধ্য। সাধারণতঃ সস্তা যে সকল সোপ্ বাজারে বিক্রয় হয়, তাহাদের সর্বদা দীর্ঘ ব্যবহারে বর্ণের হানি হয়। ভাল সোপের অনেক মূল্য—এ দরিদ্র দেশে কখনই তাহার প্রচলন হওয়া উচিত নহে। ২য়তঃ—এক সাবান অনেকবার ব্যবহার করিলে, কিম্বা এক জলে তাহা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করিলে শুচি হওয়া হইল না, কারণ গুণ্ডি ত্রব্য বারম্বার ব্যবহার করিতে হইল। পায়-খানার মধ্যে প্রত্যেকে এক একখানি সোপ রাখা অসুবিধাজনক ও বায়ুসাধ্য।

অতএব শৌচকার্যে শীতল জল ও শুক মৃত্তিকা যেমন উপযোগী, তেমনই অনায়াস-লভ্য ও বায়ুশূণ্ড। ঋষিদিগের ব্যবস্থা কি সুন্দর, স্বাস্থ্যপ্রদ, অনায়াসসাধ্য ও সর্বজন-উপযোগী, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। হুল দৃষ্টিতে আমরা এই বিচার করিলাম, হুল দৃষ্টিতে শীতল জল ও মৃত্তিকার হয়ত আরও নানা গুণ থাকিতে পারে।

উপসংহারে বল্গব্য, প্রত্যহ নিত্যকার্যের অধিকারী হইতে হইলে, নিরুদ্ভিত নিরম

পালন করা উচিত। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যা হইতে উঠিয়া, বেগ চইলে, মল-মূত্র ত্যাগ করিতে হইবে। বিধি পূর্বক মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা ষাঁপা স্থান দোত করিয়া দস্তধাবন করা কর্তব্য; তৎপরে প্রাতঃস্নান করিতে হইবে। যাহারা প্রাতঃস্নান করিতে অসমর্থ, তাহারা অশিরস্ক স্নান করিবেন, অর্থাৎ ২।৩ ঘটি শীতল বা উষ্ণ জল বক্ষে ও পৃষ্ঠে ঢালিয়া দিবেন, তাহাতে মস্তক ভিন্ন সমস্ত, শরীর এক প্রকার দোত হইবে। তাহাও যাহার সহ্য হয় না, তিনি ভিক্ষা গামছা দিয়া মস্তক ও সর্কাস্ত্র মার্জনা করিবেন এবং দোত বা পটবস্ত্র পরিধান পূর্বক আসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করিয়া প্রাতঃসন্ধার প্রবৃত্ত হইবেন।

ত্রীসত্যজীবন শাহিড়ী।

বেদান্ত-সত্র ।

(পূর্নানুবৃত্তি।)

(৩য়)

- ১২। আনন্দময়োহ্ভ্যাসাৎ ।
- ১৩। বিকারশব্দান্নোতি চেন্নপ্রাচুর্য্যাৎ ।
- ১৪। তদ্ব্যপদেশাচ্চ ।
- ১৫। মন্ত্রবর্ণিকমেবচ গীয়তে ।
- ১৬। নেতরোহিনুপপত্তেঃ ।
- ১৭। ভেদব্যপদেশাচ্চ ।
- ১৮। কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ।

১৯। তস্মিন্নস্থ . চ তদ্যোগং . শাস্তি .

১২। ব্রহ্ম বোধার্থে “আনন্দ” পদের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হেতু “আনন্দময়” আত্মাই পরমাত্মা।

১৩। “আনন্দময়” শব্দের “ময়” প্রত্যয়টি বিকারার্থে প্রযুক্ত নহে, পরন্তু প্রাচুর্য বা পূর্ণত্ব অর্থেই প্রযুক্ত।

১৪। “আনন্দময়” পদের “ময়” পূর্ণার্থেই প্রযুক্ত, যেহেতু ব্রহ্মই আনন্দের মূল কারণ বলিয়া উক্ত।

১৫। আনন্দময়ই ব্রহ্ম; কারণ বেদের মন্ত্রভাগে যে ব্রহ্ম বর্ণিত, ব্রাহ্মণভাগেও সেই ব্রহ্মই গীত।

১৬। ব্যক্তিগত জীবন্যাও ইহার লক্ষ্য নহে; কারণ তাহাতে সিদ্ধান্তপক্ষে অনুপপত্তি উপস্থিত হয়।

১৭। পরমাত্মা ও জীবাত্মার পার্থক্য উক্ত থাকায়, “আনন্দময়” কদাপি জীবাত্মা নহেন।

১৮। আনন্দময়ে কামবস্তার অস্তিত্ব উক্ত হওয়ার, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ-সিদ্ধান্ত ও অপ্রতিপন্ন।

১৯। আনন্দময় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন শ্রুতি-সিদ্ধান্ত সূত্রতঃ।

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন, পঞ্চকেহ-গত ভাবে আত্মা পঞ্চভাবে লক্ষিত চন্ যথা অন্নময়, প্রাণময়, নিষ্কানময় ও আনন্দময়; অর্থাৎ অন্নগত আত্মা, প্রাণগত আত্মা, মনোগত আত্মা, বুদ্ধিগত আত্মা ও আনন্দগত আত্মা। যদিও এই অন্নময় দেহ, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি,

এই চারিটাই আত্মার বাহু পরিচ্ছদ বা বাহুস্তর, কিন্তু আমাদের যৌহমুগ্ধ চিত্তের স্বভাবই এই যে, আমরা ঐ সনস্তকেই আত্মা বলিয়া গ্রহণ করি। আমরা সর্বদা আত্মার যন্ত্ররূপ অন্তর্কোষকেই ভ্রমবশতঃ আত্মা বলিয়া গ্রহণ করি। ফলে আনন্দময়ই প্রকৃত আত্মা।

আনন্দময় কোষায়ুক আত্মাই পরব্রহ্ম, অথবা অন্নময়াদি কোষায়ুক আত্মার ত্রায় তাহা হইতে কিঞ্চিদ্বিভিন্ন, এই বিষয়ের বিচারই ১২শ সূত্রের বিষয়। ফলে পরমা-ত্মার নির্দেশস্থচনার “আনন্দ” পদ পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হওয়ায়, ইহা পরব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ স্তত্ব নহে।

“আনন্দং ব্রহ্মেতি বাজানানং। বিজ্ঞানানন্দং ব্রহ্ম (তৈ: উ: ৩।৬) ইত্যাদি ঔপনিষদী শ্রুতি এবং এইরূপ সমতাৎপর্যাসূচিকা অশ্রান্ত শ্রুতিও “আনন্দ” পদে ব্রহ্মই বুঝাই-তেছেন। মানুষ সাধারণতঃ অন্নময় স্থূল শরীর বা মনোময় সূক্ষ্ম শরীরকেই অসাধক অবস্থায় আত্মা বলিয়া বুলিয়া বসে, সুতরাং ঔপনিষদী শিক্ষাও মানব-প্রকৃতির স্ততঃ অশ্রুগতি অনুসারে ক্রমশঃ সাধককে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম উপনীত করে। ঔপনিষদী বাক্যাবলী ব্রহ্মরহস্য-ভেদিনী, ব্রহ্ম বিদ্যা-বোদিনী বা ব্রহ্মবার্তা-বাচিনী; সাধককে তাহার স্ববোধরূপ ব্রহ্মত্ব উপহার দেওয়াই তাহার কার্য; সুতরাং মানবীয় অধিকার-ক্রমের অনুবর্তনে তিনিও ব্রহ্ম-বোধন-বিষয়ে আদৌ স্থূল গড়ায়্যা হইতে আরম্ভ করেন। যদিও উহা বাস্তব আত্মা নহে, তথাপি স্থূল ভেদ করিয়া সূক্ষ্মসংগরণই আত্মাশ্রমকা-

নের ক্রম। সুতরাং স্থূল হইতে ক্রম স্থূলান্নতরে বা ক্রমসূক্ষ্মে অগ্রসর হইতে হইতে চরম পরিণামে সহজ জ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয়ের বিষয়ীভূত ভাবেই আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

বিন্দুবৎ সূদ্র অরুক্ষতী-নক্ষত্রকে দেখা-ইতে হইলে, তোমাকে তৎপার্শ্ববর্ত্তী বিশিষ্ট নামক একটা উজ্জ্বল বড় নক্ষত্রকে (তাহাই যেন অরুক্ষতী, এই ভাবে) অগ্রে দেখাইয়া, পরে তন্মিকটং যথার্থ অরুক্ষতী-বিন্দু দেখা-ইতে হইবে।

যদি প্রতিপক্ষবাদী এইরূপ তর্ক উপস্থিত করেন যে, “তস্যাপ্রিয়মেব শিরঃ” আনন্দই তাঁহার মস্তক, ইত্যাদি বাবো আনন্দময় পরমাত্মা নির্দেশিত হইতে পারেন না, কারণ তিনি হর্ষ-বিষাদের অস্পৃশ্য বা অতীত। এ স্থলে তদুত্তর স্বরূপ এই বলা যায় যে, উহা কেবল সৌষ্টবরক্ষার্থ রূপক কল্পনা মাত্র। এই আনন্দময় আত্মত্বেষেও একটা শরীর বা কোষ আরোপিত হইয়াছে। যেহেতু বেদান্তোক্ত ঐ সমস্ত কোষ বা শরীর-পরম্পরার অল্পতম রূপেই এই আনন্দময় কোষও কল্পিত হইয়াছে। উক্ত কোষ-পরম্পরার আরম্ভ অন্নময়কোষে অর্থাৎ অন্ন-পরিণাম-গঠিত ভৌতিক শরীরে এবং চরম বা পরম পরিণতি এই আনন্দময় বা প্রকৃত আত্মময় কোষে।

(ক্রমশঃ)

শ্রী শ্রী হরিঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রিকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ।
১০ম সংখ্যা ।

আশ্বিন ।

১৩০৭ সাল,
১৮-২২ শকাব্দা ।

বেদান্ত-সূত্র ।

(পূর্ণাঙ্গরক্তি)

১৩শ সূত্রে ব্যক্ত হইয়াছে যে, যদিও অন্ন-মা, প্রাণময় ইত্যাদি পদে 'ময়' প্রত্যয়বিকারার্থেই প্রযুক্ত বুঝায়, কিন্তু আনন্দময়ের 'ময়' পূর্ণার্থেই প্রযুক্ত। ব্রহ্ম আনন্দময়, কারণ অনন্ত আনন্দেই তাঁহার সর্বময় সত্তার সংপূর্ণতা। অতীত বলেন "পূর্ণানন্দময়ঃ ব্রহ্ম"।

১৪শ সূত্রে ইহাই সুব্যক্ত যে—“আনন্দময়” শব্দের “ময়” পূর্ণার্থকই বুটে, যেহেতু অতীত “এবহেবানন্দময়িত” প্রভৃতি বাক্যে ব্রহ্মকেই আনন্দের মূল উৎস বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব যিনি আনন্দ-মূলাধার, আনন্দের অভাব বা অপূর্ণতা তাঁহাতে কিরূপে সম্ভবে? তিনি স্বরূপ-রূপে পূর্ণানন্দসত্তাতেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

১৫শ সূত্রে অপর একটী যুক্তিবাদ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, “আনন্দময়” পদে ব্রহ্মই বাচ্য। তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২।১) বলিতেছেন—“ব্রহ্মবিদ্যাপ্রোতি পরঃ”

ব্রহ্মজ্ঞ জন পরমকে প্রাপ্ত হন। তৎপরের মধ্যেই বলিতেছেন—“মত্যাং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ব্রহ্ম মতাপরূপ, জ্ঞানপরূপ ও অনন্তস্বরূপ। অতঃপর অতীত বুঝাইয়াছেন যে, সমগ্র বিশ্ব এই ব্রহ্ম হইতে বিকাসিত। তৎপর অধিক-তর সমীচীন ভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব-বোধনার্থে “অন্নময়কোষ” হইতে আরম্ভ করিয়া “বিজ্ঞানময় কোষ” পর্যন্ত আয়ত্ত্বের বাহ্য চরুস্তর প্রদর্শন করিয়াছেন। অবশেষে মনে যে ব্রহ্ম “মত্যাং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” বলিয়া কীৰ্ত্তিত, সেই পরব্রহ্মই “ব্রাহ্মণে “তন্নদ্বিতী এতন্মাদ্বিজ্ঞানময়ঃপ্রোতিঃপর আনন্দময়ঃ” অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোষ পূর্ণাঙ্গ বাহ্য চরুস্তরোপায়ক আত্মা হইতে অতিক্রান্ত বা অতীত অন্তরাত্মা আনন্দময় কোষাত্মক, এই বলিয়া গীত হইতেছেন। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, উভয় ভাগের বাচ্যাবলীই পরব্রহ্ম-প্রমাণিকা।

যদি একপ অজ্ঞমান করা যায় যে, পরব্রহ্মী বাক্যে পরমায়াতিরিক্ত অতীতবিদ আত্মা আভাবিত হইয়াছেন, তবে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হয়; কারণ তাহা হইলে

শ্রুতিবাক্যের মূল আশোচ' বিবরণটাই বিপর্যায় হইয়া যায়, তাহা হইলে শ্রুতিকে এক নূতন অভিধেয় বিষয় অবলম্বন করিতে হয়। ফলে আনন্দময় আত্মাতিরিক্ত অন্তঃস্বরূপের অস্তিত্বই অসিদ্ধ; অতএব আনন্দময় আত্মাই পরব্রহ্ম।

আনন্দে ব্রহ্মোক্তি স্বাভাবিক।
আনন্দাঙ্কী। খলিমানি ভূতানি
জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি
জীবন্তি। আনন্দং প্রমত্ত্যভিসং-
বিশস্ত্যতি।

সৈম্য ভার্গবী বারুণী বিদ্যা
পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা।

আনন্দই ব্রহ্ম, ইতি তত্ত্বজ্ঞানোদয়।

আনন্দ-সত্ত্ব সর্গস্থিত সুনিশ্চয় ॥

আনন্দে সঙ্গাত ভূত আনন্দে জীবিত।

চরম পরমগতি আনন্দে মিলিত ॥

ব্রহ্মবিদ্যা এই ভার্গবী বারুণী।

পরম ব্যোমেতে প্রতিষ্ঠিতা ইনি ॥

অর্থাৎ যিনি ভূতস্বরূপের উপরোক্ত এই আনন্দ-ব্রহ্ম-বিজ্ঞান বিজ্ঞাত হন, তিনি পর-ব্যোমে (অন্তরাকাশে, ফণিতার্থে অন্তরা-ত্মার) প্রতিষ্ঠিত হন। এতাবতী "আনন্দময়" আত্মাষ্ট' পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম।

১৬শ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, "আনন্দময়" আত্মা ব্যক্তিগত জীবাত্মানহে। শ্রুতি বলেন—“সোহকামত বহুশাং প্রকারেঃ ইচ্ছিস তপোহতপ্যাত স তপস্তপ্ত। ইদং সর্গমশ্রু-জত বদিনং কিঞ্চ।” (তৈঃ উঃ ২।৬)

‘বহু ধরে জনমিব’ এই ইচ্ছা করি,

আত্মতপে তপ্ত হয়ে সগুণ স্বধরি,

এ সমস্ত যাহা কিছু— (অখিল ভুবন) স্বইচ্ছার ইচ্ছাময় করিলা সৃজন।

এই বিশ্ব-সৃষ্টি-বিধায়িনী শক্তির অসাধারণ-স্বাভাবিক বিশেষত্ব পরমাত্মা ব্যতীত কোন সোপাদিক জীবাত্মার সত্ত্বনে না।

১৭শ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, নিরূপা-ধিক পরমাত্মা ও সোপাদিক জীবাত্মার লক্ষণ-স্বতন্ত্র শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টে নির্দেশিত থাকায়, পরমাত্মা ব্যতীত জীবাত্মা কদাপি “আনন্দময়” অর্থাৎ অভিজিত হইতে পারেন না। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ (২।৭) বুঝাইতেছেন যে, “আনন্দময়” আত্মা রস-স্বরূপ; সেই রসাস্বাদ-সাধনাতেই জীবের আনন্দলাভ হয়। অতএব সেই আত্মাদিত বা বিদিত রসস্বরূপই পরমাত্মা এবং আত্মা-দক বা বেত্তাই জীবাত্মা। যদিও তত্ত্বতঃ পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক ও অভিন্ন, তথাপি যতদিন অবিদ্যা ও অজ্ঞানতা অবিদূরিত, ততদিন পরমাত্মা ও জীবাত্মা পৃথকরূপেই প্রোক্ত। সুতরাং জীবাত্মা অবাধ অংশ সত্য-গৌরবে পরাত্মা হইতে পরমার্থতঃ প্রভিন্ন নঃ হইলেও, জীবের মায়ামোহ-প্রাণের ক্ষান্তি পর্যন্ত প্রভিন্ন প্রতীয়মান হইবেই। ১৬শ ও ১৭শ—উভয় সূত্রেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার কৃত্রিম স্বতন্ত্র-সুপ্রচারিত হইয়াছে।

১৮শ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, যেহলে “ইচ্ছাস্ব স্বাভাবিক ব্রহ্মের সত্ত্বত্ব এবং তাহাই বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ তত্ত্ব, সেহলে ব্রহ্মই “আনন্দময়” হইতে পারেন, কিন্তু সাংখ্যোক্ত ইচ্ছাদি অন্তরঙ্গীকৃত অচেতনতা জড়া প্রকৃতি বা অধান বদ্বাচ হইতে পারে না।

শ্রুতি বলেন,—“সোহিকান্ময়ত বহুগ্যাং
প্রজায়ৈঃ” (তৈঃ উঃ ২। ৬) জড়া প্রকৃতিতে
কামনা সম্ভবে না, উহা চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মেই
সম্ভবে। যদিও শ্রুতিবাক্য-বিচারে সাংখ্যোক্ত
প্রধানের জগৎকারণত্বাদ ইতঃপূর্বেই
নিরস্ত হইয়াছে, তথাপি চৈতন্য ও তদ্ব্যবস্থা-
পোষক একটি অতিরিক্ত যুক্তিবাদ বলা
যাইতে পারে।

১৯শ শতকের তাৎপর্যে আমরা এই সিদ্ধান্তে
উপনীত হইতে পারি যে, “আনন্দময়”
আত্মা প্রধানও হইতে পারেন না, ব্যক্তিগত
জীবাত্মাও হইতে পারেন না। কারণ
তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে জীবাত্মা “আনন্দময়” পর-
মাত্মার সন্নিগন লাভ করেন।

শ্রুতি বলেন,—

“যদাহোবৈম এতস্মিন্নদৃশ্যেহ-
নাভ্যোহনিরুক্তেহ নিলায়নেহ ভয়ং
প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোহ ভয়ং
গতো ভবতি, যদাহোবৈম এত-
স্মিন্নদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য
ভয়ং ভবতি।” (তৈঃ উঃ ২। ৭)

অশরীরী, অনির্দেশ্য, অদৃশ্য ও অবিশেষ্য
আত্মার অভয়-স্থিতি যার,
সেই ত অভয় পায়; বিন্দু-ভেদ-বোধেচার!
ভয়ের কারণ ঘটে তার।

বৈতজ্ঞানের রাজ্যেই এই ভয়ের অধি-
কার। বৈতজ্ঞানের তিরোধানের সঙ্গে
সঙ্গে ভয়েরও তিরোধান হয়; কারণ তখন কে
আর কাঙ্ক্ষাকৈ ভয় করিবে? এক্ষণে কথা এই,
ইতঃপূর্বেই যেখানে প্রদর্শিত হইয়াছে যে,
সাংখ্য-স্বাধিকারের প্রধানের সহিত জীবা-

ত্মার চির-পার্থক্য নির্দিষ্ট, সেখানে এতদ্-
ভয়ের অতিরিক্ত বা একত্ব একাধই অসম্ভব
ও অস্বাভাবিক। অতএব যখন শ্রুতিবাক্য-
প্রমাণে জীবাত্মা ও আনন্দময় আত্মার
অভিন্নত্ব বা সন্নিগন সিদ্ধান্তিত হইয়াছে,
তখন উক্ত “আনন্দময়” আত্মা অবশ্যই
পরমাত্মা বা ব্রহ্মেই বটেন।

উপরি-উক্ত শ্রুতিবাক্য দ্বারা তাৎ-
পর্যাতঃ ইহাই অবদোদিত হয় যে, যিনি
অথগু মামা-জ্ঞানদ্বারা “আনন্দময়”
আত্মার সন্নিগনমর্ষণ করেন, তিনিই তৎ-
সহ অভেদ-মিলন-লাভে মোক্ষপদের অধি-
কারী হন।

জীবাত্মা আর কিছুই নহে, উপাধি-
বচ্ছিন্ন পরমাত্মা। যেমন “ঘটাকাশ” ঘট
ভাঙ্গিজেই মহাকাশ, তেমনিই জীবোপাধি
বা জীবত্ব ঘট ভাঙ্গিলেও জীবাত্মা পরমাত্মার
পরিণত বা প্রাণীন।

অজ্ঞ জনেরা সম্ভাব্যতঃ এই ভয়ে
ভীত হয় যে, পাছে তাহাদের জীবাত্মি-
মান-সর্কস্ব কৃত্ত আদিবটুকু হারাইয়া যায়।
তাহার সাক্ষ কৃত্ত আদিবটুকুই যেন
অস্তিত্ব আছে, আর অনন্তস্বরূপতাই যেন
অস্তিত্বশূন্যতা বা শূন্য বিদ্যমানতা! জীবনের
দৈনন্দিন সামান্য বাপারেরও মানব উদার
সমবেদনা ও উন্নতমস্তকের মন্ত্রাবধারণ করিয়া
থাকে এবং তাহার বিপরীত ভাষ বা
ব্যবহারকে হেয় জ্ঞান করে। অতএব একরূপ
ধারণা বস্তুতঃই বিশ্বয়ের বিষয় যে, মানবের
আত্মোন্নতি কোন এক নির্দিষ্ট সীমায়ই
আবদ্ধ থাকিবে, উহা চরম ও পরম লক্ষ্য
পাইছিবেন না! তাহার সংকীর্ণ আবিষ্কার

গণ্ডী ভেদ কর, মতাস্বরূপ পারসায়ার উদার আশ্রয় অবলম্বন কর। তোমার ব্যক্তিগত আদিত্য বা আনুসঙ্গিক ভঙ্গ প্রদান, উহা অচিরেই ভগ্ন হয়; কিন্তু মতা কখনও ভগ্ন হয় না; অতএব মতোর শরণ লও—মতো স্থপতিষ্ঠিত হও। তোমার মর্কভয়ের দ্বেতু তোমার ক্ষুদ্র আদিত্যে নিহিত। বিখ্যাতা-সাপরে তোমার ক্ষুদ্র আদিত্যে বিসর্জন কর, অর্থাৎ বিশ্বায় আত্মসমর্পণ কর; আর শোক-মোহ-ভয়ের ভয় থাকিবে না। উর্গতি-মিতানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ। ইহা অনন্ত — অক্ষয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশঃ—

সাধন-পঞ্চকম্ ।

বেদোনিতামদীরতাং তদ্বদিতং কর্মমলু-
প্তীরতাং, তেনেশশ্চ বিবীষতামুপচিতিঃ কামো
মতিস্তাজাতাম্ ।

পাপৌষঃ পরিধুরতাং ভব-সুখে দোবোহ-
ত্মসকীয়তাম্, আশ্বেচ্ছা বাবসীয়তাং নিজ
গৃহাহূর্বং বিনির্গমাতাঃ । ১

সংগঃ সংহৃ বিবীষতাং ভগবতো ভক্তি-
দৃঢ়তা বীষতাম্ । শাস্তাদিঃ পরিচীষতাং
দুর্ভিতরং কশ্মাশ্চ সন্তাজাতাম্ । সরিদ্ধালু-
পসর্পতাং প্রতিদিনং ত্বংপাছকে সেবাতাম্ ।
ঔকৈকাক্ষরমথাতাং প্রতিশিরোবাচ্যং সনা-
কর্ণাতাম্ । ২

বাক্যার্থঃ। বিচারিতাং প্রতিশিরঃ পক্ষঃ
সমাশীষতাম্ । দুশ্চর্যঃ সবিদ্যাভাঃ প্রতি-

মতস্বকৌহলসকীয়তাম্ । ঔকৈবাস্মি বিভা-
ব্যাতামহরংগর্বঃ পরিতাজাতাম্ । দেহেহহস্ম-
ত্রিকৃদ্ভাতাং বৃদভৈনকীরঃ পরিতাজাতাম্ । ৩
ক্ষুদ্রাশিষ্ট চিকিৎসাতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌ-
ষদং ভূজাতাং স্বাদয়ং নতু বাচ্যতাং বিধি-
বশাংপ্রাপ্তেয়ং সংকুস্যতাম্ । শীতোষ্ণাদি
বিসম্বৃত্যং নতু বৃথাবাচ্যং সমুচ্চারণাতাম্ ।
ঔদাসীতমভীষ্মাতাং জনকুপা-নৈর্দূর্ব মুৎ-
স্বজাতাম্ । ৪

একান্তে স্নানমাতাং পরতরে চেতঃ সমা-
ধীরতাম্—গুণীকৃত্য জুসনীফাতাং জগদিদং
তদবিতং দশ্যতাম্ । প্রাকর্ষ্য প্রবিলিপাতাং
চিত্তবনারাপ্তাওঁরৈঃ শিষ্যতাম্ । প্রাঃ কৃষ্ণহ
জাতাং অথ পরব্রহ্মায়না স্বীয়তাম্ । ৫

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং পঠত মনুষ্যঃ, সন্ধি-
স্তুরতাহুদিনং দ্বিরতামুপেতা, তদাশু মাংস্তি-
দাণানল-তীত্র-বার-তাপঃ প্রদ্যাদিনুপযাতি
চিত্তপ্রসাদাৎ ।

চারাল্লাবাদ ।

বেদ অধ্যয়ন কর অলুক্ষণ—
মদা রাখ মন করিতে পালন—
বেদ মত কর্ম, (সেই মার ধর্ম)
কর্ম দিয়া কর ঈশ-সন্তোষণ।
কামাকর্ম-মতি কর পরিতাপ।
অপসৃত কর যত পাপভাগ
সংসারের সুখে করিয়া বিচার,
দেবোহুসঙ্গান কর বারবার।
আশ্বইচ্ছা বাবসায়,
কর, (তাজি মমতায়)
বাহির স্বগৃহ হতে হওহে মস্তর। ১
সাধুসঙ্গ কর সদা,
দৃঢ় ভক্তি কর ভাবনার

শাস্তি আদি পরিচিত

হাঁক, তাগ কর্ম অর্থাৎ—

কর হে সুকীমতব, . . .

জানি দৃঢ় বন্ধক তাহার।

জ্ঞানবান-কাছে যাও,

রাপি যত্নে পড়ুকা মাথাং,

প্রতিদিন সেবহ সে শুক-পাছুকরি।

অক্ষতত্ত্ব করহ সন্ধান,

একমনে করি প্রণিবান,

শুন সদা বেদান্ত-বিজ্ঞান ॥ ২

মহাবাকা "তত্ত্বমসি"—নাশিতে অজ্ঞানরাশি,

কর তার ভাংপরা বিচার।

অটল বেদান্তপক্ষ, তাধাতে করিয়া লক্ষ্য,

আশ্রয় লওহে তুমি তার।

কর্কণ কৃতর্ক ঘন, কর তাগ, কতিমত-

তর্ক মনে গুঁজ অনিবার।

(অমাদি অনন্ত শুদ্ধ মিত্রীহ অপাপবিদ্ধ)

"বন্ধুআমি" ভাব এই মার।

গর্সি কর পরিহার, দেহে-“আমি” ও “আমার”

এই মতি তাজহ সহরে।

কত্ব বৃথগণ মনে, বাদ বিতণ্ডা ভঞ্জে,

করিওনা মন, তাজ তাহে ॥ ৩ ॥

ক্ষমা নামে আছে ব্যাসি ভয়ানক,

করে যদি আক্রমণ,

ভিক্ষা নামে তার অর্থার্থ ঐশ্বর,

তপনি কর সেবন।

সুস্বাদু ভোজন কত্ব অপেষণ,

ক'রোনা ভ্রমের বশে।

শুধু দৈববলে বা পাবে বেকালে,

তাতেই রবে সন্তোষে।

শীত উষ্ণ আদি সহি নিরবধি

কিভাবে অধীর ভবেনা তার।

(তত্ত্বকথা ভিন্ন বর্ণনাবাক্য ভুল)

কত্ব উচ্চারণ কাবাণীহার।

ঔদাসীয়ে কর অভিপায়; জনে রূপা,

নির্গতা, জাউহ উভয় ॥ ৪ ॥

নিরজনে সঙ্কোপনে, করহে পরম সুখে

অবধান।

পরতর নারারণে, যোগে কর পীয় চিত্ত

সম দান ॥

পূর্বতম পন্থায়া, বিশ্ব তাহে কল্পিত -

বারিহ -

বেথ, কত্ব বিনাপিত, পুঙ্ককর্ম মত

রাশিকৃত ॥

জ্ঞানবলে হয়ে বলা, পরকর্মে লিপ্ত

না হইও।

প্রারম্ভেব ভোগ কর, বধকপে স্থাপিত

বাহু ॥ ৫ ॥

যে মানব প্রতিদিন এই পুঙ্ককোক

“সাদানপক্ষক” নামে করয়ে পঠন,

অথবা যে চিন্তাকরে স্থিরভাবে সদা,

মত্ব সে সাম্যেরের তীর দাবানল-

সম-স্বাধার-তাগ-শাস্তি সুখে প্রাপ হয়ে

(জ্ঞানের গণিমা গুণে) চৈতন্য প্রমাদে ॥

(কমাচিদ্ দানম্যা)

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথম অধ্যায়, প্রথম আত্মিক।

(পূর্বোক্তবৃত্তা)

উক্ত ক্ষেপণমবক্ষেপণানুকুপনং

প্রসারণং গম্নমতি কস্মাপি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—কর্মপদার্থ পাচ প্রকার, যথা—

উচ্চক্ষণ, অবক্ষণ, আকৃষ্ণন, প্রসাধন ও

গমন।

বিশবব্যাখ্যা।—উর্দ্ধদিকে নিক্ষেপের নাম উত্থক্ষেপণ। হস্তধিত লোকটিকে যখন উর্দ্ধদিকে সঞ্চালিত করা হয়, তখন সমুদ্রের প্রবাহ হইতে হস্তে যে ক্রিয়া জন্মে, ঐ জাতীয় ক্রিয়াকে উত্থক্ষেপণ বলে। ঐরূপ অবো-
 ভাগে নিক্ষেপের নাম অবক্ষেপণ। উল্ল-
 খণ্ডে (তত্ত্ব প্রস্তুত করিবার পাত্র বিশেষে)
 ধাত্বাদি সংস্থাপন করিয়া ভূ-বিমুক্তির
 নিমিত্ত তাগাতে উত্তোলিত মুষ্ণকে পাতিত
 করিতে যত্নবীল পুরুষের হস্তে যে ক্রিয়ার
 আনন্দ হয়, ঐ জাতীয় কর্মই অবক্ষেপণ
 পদের প্রতিপাত্ত। বালকেরা বল খেলিবার
 সময় সমতল ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়া ঐ বলকে
 যখন সমভাবে ক্ষেপণ করে, তখন ঐ ক্ষেপ-
 ণকে সমক্ষেপণ বলায়াইতে পারে। কিন্তু
 এই সমক্ষেপণ অতিরিক্ত ক্রিয়া নহে, উল্লিখিত
 অবক্ষেপণের অন্তর্গত, ফলে উত্থক্ষেপণ বাতীত
 ক্ষেপণ মাত্রই অবক্ষেপণ বলিতে হইবে। প্রমা-
 রিত বস্তুর সঙ্কোচ-ক্রিয়া আকৃষ্ণন এবং
 সঙ্কোচিত পদার্থের বিস্তারণকে প্রসারণ
 বলে। ফল সকল যখন বিকশিত, তখন
 তাহাদের দলের প্রসারণ হয় এবং পুনরায়
 পূর্বাধিত হইলে দল সকল সঙ্কুচিত
 হইয়া থাকে। ঐরূপ পরিণয়ের বন্ধাদিকে
 আমরা কখন প্রসারিত—কখনবা আকৃষ্ণিত
 করিয়া থাকি। এই আকৃষ্ণন ও প্রসারণ
 ক্রিয়াদ্বারা পদার্থের আনন্দক সংযোগের
 নাম হয় না। তত্ত্ব হইতে বন্ধ প্রস্তুত করিবার
 সময় তত্ত্ব সমূহের পরস্পর যে সংযোগ
 হইতে বন্ধ জন্মে, ঐ সকল সংযোগকে বন্ধের
 আনন্দক সংযোগ বলে। এই আনন্দক
 সংযোগ সকল বিদ্যমান থাকিতেই বন্ধকে

কদাচিৎ আকৃষ্ণিত কখনবা প্রসারিত করা
 হয়। যে ক্রিয়াদ্বারা বস্তুর সংযোগের আনন্দক
 সংযোগের নাম হইয়া যায়, তাহা আকৃষ্ণন বা
 প্রসারণ পদের প্রতিপাদ্য নহে। একারণ
 দুই রাশিকে উত্তাপদ্বারা ঘনীভূত করিয়া
 ক্ষীর প্রস্তুত করিলে, তাহাতে “আকৃষ্ণিত”
 শব্দের ব্যবহার হয়না এবং ঐ ঘনীভূত অংশকে
 পুনর্বার জল-সংশ্লিষণে ঘনীভূত করিলেও
 উহা প্রসারিত বলিয়া বাবদ্ধত হইতে পারে
 না। উত্থক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকৃষ্ণন ও
 প্রসারণ বাতীত অল্প চলন মাত্রকেই গমন
 বলে। সাধারণতঃ গমন বলিলে আমরা
 পাদ নিক্ষেপ করাই বুঝি, কিন্তু রণ, শকট,
 নৌকা প্রভৃতির চলন স্থলেও ‘যাইতেছে’
 প্রভৃতি পদের ব্যবহার হইতেছে; সুতরাং
 একমাত্র পাদনিক্ষেপই গমন পদের প্রতি-
 পাদ্য নহে।

কেহ কেহ কর্ম পদার্থকে দশভাগে
 বিভক্ত করেন। তাহাদের মতে সূত্রে উল্লিখিত
 উত্থক্ষেপণ প্রভৃতি পাঁচটা ক্রিয়া বাতীত
 ভ্রমণ, রেচন, শুন্দন, উর্দ্ধজলন ও ত্রিগাঙ্গমণ
 নামক আরও পাঁচটা কর্মপদার্থ রহিয়াছে।

ভ্রমণ—কুলাল-চক্রাদির ঘূর্ণন। রেচন—
 অভ্যন্তর হইতে তরল পদার্থের বহির্গমন।
 শুন্দন—ক্ষরণ। উর্দ্ধজলন—প্রজলিত বস্তি-
 শিখার উর্দ্ধদিকে উত্থিতি। ত্রিগাঙ্গমণ—
 সর্পাদির বক্রভাবে গমন। উত্থক্ষেপণত,
 অবক্ষেপণত, আকৃষ্ণনত, প্রসারণত ও গমন-
 ত্তের জায় ভ্রমণত, রেচনত, উর্দ্ধজলনত ও
 ত্রিগাঙ্গমণত, এই পাঁচটা ধর্ম ও কর্ম পদা-
 র্থের বিভাজক হইতেছে; সুতরাং সন-
 ঠিতে কর্ম-ভিজ্ঞক ধর্ম পাঁচটা, কিন্তু

এই প্রকার বিভাগে টৈশেবিক দর্শনকার কণাধের সম্মতি নাই, কারণ ভ্রমণ, রেচন প্রভৃতি কর্মনিচয় গমনের অন্তর্গত। নতুবা নিষ্ক্রমণ, প্রবেশন প্রভৃতি তেদে কর্ম পদার্থকে বহু ভাগে বিভক্ত করিতে হয়। কোন পুরুষ গৃহের এক দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া অত্র দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, এতলে পুরুষের এক মাত্র গমন ক্রিয়াই প্রথম দ্বারে নিষ্ক্রমণ ও দ্বিতীয় দ্বারে প্রবেশন আখ্যা পারণ করিতেছে, সুতরাং বুঝিতে হইবে, নিষ্ক্রমণ-প্রবেশনাদি গমনেরই অন্তর্গত—অতিরিক্ত কর্ম পদার্থ নহে।

এইক্ষণ বিবেচনা হইবে—জপ, যজ্ঞ, উপাসনা প্রভৃতি সাধকের কর্ম, প্রজাবর্গের সংরক্ষণ, সুবিচার, সুনীতি শিক্ষা প্রদান প্রভৃতি রাজকীয় ও কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পাদি শ্রমোপকীর্ণগণের কর্ম বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত ও সমাজে ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু কর্ম-বিভাজক যজ্ঞ উত্থ্রেকপণ প্রভৃতি পাঁচটা মাত্র কর্ম পদার্থ বলিয়া নিষ্কিষ্ট হইল; তবে কি যজ্ঞাদি কর্মের সহিত উল্লিখিত যজ্ঞোক্ত কর্ম পদার্থের কোন সম্বন্ধ নাই? না থাকিলে ঐ জপ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া কোন্ পদার্থের অন্তর্গত, এই প্রশ্নের উত্তর বিষয়ে একটু নিকট চিন্তে বিবেচনা করিলে, সহজতই প্রতীত হইবে যে, যাগ-যাদি জাগতিক কর্ম নিচয়ের অন্তর্গত করিতে হইলে, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অথবা পদার্থ স্থর কিম্বা 'অন্ততঃ মনকে এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালিত করিতে হয়; অতএব চলনরূপ কর্ম পদার্থের প্রত্যেক পুরুষের প্রতি কার্যে বিচার কর, ত হইতে মনে সংশয় কি ?

যজ্ঞান্তর্গত হইলে মনকে চারু পূর্বক অগ্নিমধ্যে ঘূর্ণাদি নিক্ষেপ করিতে হয়। জৈবর-চিন্তায় নিরত হইতে হইলে মনকে বিষয়ান্তর হইতে অকার্য পূর্বক ব্রহ্মে অর্পণ করিতে হয়। রাজারক্ষার জন্ত রাজার অরণ্য রাজ-কর্মচারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জিন্স প্রভৃতির সঞ্চালন করিতে হয়। কাহাকেও উপদেশ দিতে হইলে, শব্দ প্রয়োগের জন্ত কণ্ঠ-তালুদির পরিচালন করিতে হয়; কৃষিকার্যে শরীর ও হলাদি সঞ্চালন অতীব প্রয়োজনীয়। বাণিজ্যে পণ্য প্রবাহের একস্থান হইতে স্থানান্তরে আনয়ন, ক্রয়-বিক্রয়াদি করিতে হয় এবং শিল্প কার্যে শরীর ও অঙ্গের পরিচালন ভিন্ন হয় না; সুতরাং বুঝ হইতেছে, স্থলবিশেষে শুধু বিশেষ আবৃত্ত সঞ্চালন সমষ্টি যজ্ঞাদি নানা আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া থাকে।

সদনিত্যং দ্রব্যবত্ কার্যং বারণং
সামান্য বিশেষ বাদিতি দ্রব্যগুণ
কর্মণামবিশেষঃ । ৮ ॥

পদব্যাখ্যা।—সং—সস্তানামক জাতির আশ্রয়। অনিত্যং—নাশের প্রতীতিযোগি অর্থাৎ যাহার ধ্বংস আছে। দ্রব্যগুণ—দ্রব্যস্বরূপ-সমবায়িকারণে আশ্রিত। কার্যং—প্রাপ্তভাবের প্রতীতিযোগি অর্থাৎ উৎপন্ন। বারণং—কার্যান্তর জননে হেতু। সামান্ত বিশেষবৎ—যে বস্তুটা সামান্ত (কোন জাতিররূপ সাধারণের ধর্ম) হইয়া, বিশেষ (অত্র কোন ব্যাপক ধর্ম হইতে অল্পস্থানবৃত্তি) হয়, সেই প্রকার জাতিবিশিষ্ট। ইতি—এইরূপ প্রত্যয় দ্রব্য গুণ কর্মণাম—দ্রব্য, গুণ ও কর্ম,

এই তিন প্রকার পুণ্যার্থের। অবিশেষ—
নৈমগ্ন্যাপ্যন্তু অর্থাৎ সমান।

অনুবাদ।—সত্তার আশ্রয়, বিনাশী,
দ্রব্যাত্মক সমবায়িকারণে অর্থাৎ, উৎপন্ন,
কার্যাস্তরের জনক এবং অত্বে কোন জাতি
হইতে অল্পস্থানবৃত্তি কেমন জাতির আধার
বলিয়া দ্রব্য, গুণ ও কর্ম, এই ত্রিবিধ পদার্থে
সমান ভাবেই প্রত্যয়টি জন্মে। দ্রব্য যে সং
অর্থাৎ সত্তার আশ্রয় বলিয়া প্রতীত হয়, ঐরূপ
গুণ, মন, কর্ম সং, এইভাবে গুণ কর্ম ও প্রমা-
জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। এতদ্বির অনি-
তাদি ব্যবহার ও দ্রব্যের জায় গুণ ও কর্মে
ভূগ্য ভাবেই হয়, এমত বৃত্তিতে হইবে।

তাৎপৰ্য্য—পদার্থের উদ্দেশ্য স্বত্রে ব্যক্ত
আছে—কর্ম, সাধন্যা ও বৈদ্যন্যাদ্বারা পদার্থ নিচয়ের
তত্ত্বনিশ্চয় করা মুমুক্শু পুরুষের প্রয়োজনীয়।
এই প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত দ্রব্য, গুণ ও
কর্ম নামক পদার্থত্রয়ের বিভাগান্তর তাহাদের
সামন্য (সজাতীয়ের ধর্ম) বলা হইতেছে। সত্তা-
নামে একটা জাতি, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম, এই তিন
পদার্থেই থাকে, অত্বে থাকে না, এ জন্ত দ্রব্য
সং; গুণ, মন ও কর্ম সং, প্রত্যয় ব্যবহার
হইতেছে। ঐ সত্তা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম, তিনেরই
সাধন্যা। সত্তার জায় অনিত্যত্ব, দ্রব্যবৎ অর্থাৎ
দ্রব্যাত্মক সমবায়িকারণ, প্রত্যয়, কার্যত্ব
(উৎপন্নত্ব) কারণত্ব (কাণ্যাস্তর জনকত্ব)
এবং সামান্য বিশেষত্ব, অর্থাৎ সত্তা হইতে
অল্পস্থানস্থায়ী জাতিবিশেষত্ব, এই কয়েকটা
ধর্মক দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম, এই পদার্থত্রয়ের
সাধন্যা। অনিত্যত্ব বলিলে, যে পদার্থ চির
দিন না থাকে, তাহার ধর্ম বিনাশকে বলায়।
ঐ বিনাশ সকল প্রকার কর্মে আছে বটে,

কিন্তু গগন প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যে এবং গগনৈ-
কত্ব প্রভৃতি নিত্য গুণে থাকে না, অত্বে ঐ
অনিত্যত্বকে দ্রব্য কিম্বা গুণের ও সাধন্যা বলা
হইল। যে ধর্মটি সকল দ্রব্যে কিম্বা সকল
গুণে না থাকে, তাহাকে দ্রব্যের কিম্বা গুণের
সাধন্যা বলা অসঙ্গত। ঐ প্রকার কার্যত্ব ও
দ্রব্যবৎ অত্বে গগনাদিতে নাই এবং কার-
ণত্ব রূপমাণব পরিমাণে থাকে না, সুতরাং ইহা-
দিগকে ও দ্রব্যগুণের সাধন্যা বলা হইতে পারে
না, প্রমত আশঙ্কাইলে বক্তব্য এই যে, স্বত্রে যে
অনিত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহাদের
অর্থগুলি পরিভাষিত—অর্থাৎ শাস্ত্রকারের
সাঙ্কেতিক। যথা—অনিত্যত্ব—অনিত্যবৃত্তি-
জাতিমত্ব। দ্রব্যবৎ—দ্রব্যরূপ সমবায়িকারণ-
শ্রিতবৃত্তি জাতিমত্ব। কার্যত্ব—উৎপন্ন বৃত্তি
জাতিমত্ব। কারণত্ব—কারণবৃত্তি জাতিমত্ব।
দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্ব নামক জাতিত্রয়ের
প্রত্যেকেই অনিত্যবৃত্তি, অর্থাৎ বৃত্তি ও দ্রব্যরূপ
সমবায়িকারণাশ্রিত বৃত্তি, হইয়াছে। ঐ দ্রব্যত্ব
সকল দ্রব্যেই আছে ঐ গুণত্ব সকল গুণেই আছে
এবং ঐ কর্মত্ব সকল কর্মেই রহিয়াছে; সুতরাং
পরিভাষিত অনিত্যত্ব প্রভৃতি দ্রব্যাদির
সাধন্যা হইতে অযোগ্য নহে।

দ্রব্যগুণয়োঃ সজাতীয়রন্তবত্বং
সাধন্যং ৯ ॥

বাখ্যা—দ্রব্যগুণয়োঃ—দ্রব্য এবং গুণের।
সজাতীয়রন্তবত্বং—সজাতীয়ের প্রতি, আশ্রয়
ভাবে কিম্বা আশ্রয়ে আশ্রিতভাবে উৎপাদ-
কত্ব। সাধন্যাং—স্ববৃত্তিধর্ম।

অনুবাদ। সজাতীয় কার্যাস্তরের প্রতি
সমবায়িকারণত্বটি দ্রব্যের এবং সজাতীয়ের
প্রতি সমবায়িকারণত্বটি গুণের সাধন্যা।

দ্রব্যাদি দ্রব্যান্তরমারভন্তে গুণাশ্চ

গুণান্তরং । ১০ ॥

অনুবাদ।—একটা দ্রব্য দ্রব্যান্তরকে জন্মায় এবং একটা গুণ অপর একটা গুণের উৎপাদক হইয়া থাকে ।

তাৎপর্য।—পূর্বেই বলা হইয়াছে, সাধর্ম্যা বলিলে সজাতীয়ের ধর্মকে বুঝায় । মনুষ্যরূপে সকল মনুষ্য সজাতীয় হইলেও, ব্রাহ্মণরূপে ক্ষত্রিয়রূপে সকলে সজাতীয় নহে । বহু স্থান বৃত্তি ব্যাপক ধর্ম পুরস্কারে অনেককে সাধর্ম্যা বলা যায়, কিন্তু অল্পস্থানস্থায়িব্যাপ্য ধর্ম অল্পসংখ্যাকেরই সাধর্ম্যা প্রাপ্তিপাদন করে । সদনিত্যাদি অষ্টম সংখ্যক সূত্রে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম, এ তিনের সাধর্ম্যা দেখাইয়া উপরোক্ত সূত্র দ্বয়ে দ্রব্য এবং গুণ, এই দুয়ের মাত্র সাধর্ম্যা অর্থাৎ সমান ধর্ম বলিয়া ব্যবহারোপযোগী ধর্মটি দেখান হইতেছে ; ঐ ধর্মের নাম সজাতীয়রস্তুকত্ব । কুলালেরা ছইখণ্ড কপাল প্রস্তুত করিয়া তাহাদের পরস্পর সংযোগে ঘট প্রস্তুত করিয়া থাকে । ঐ কপালদ্বয় কিম্বা তদারক্ণ ঘট, উভয়ই দ্রব্য পদার্থ, তন্মধ্যে একটা অবয়ব, অপরটা অবয়বী; একটা আশ্রয়, অপরটা আশ্রিত, একটা কারণ অপরটা কার্য অর্থাৎ কপাল স্বরূপ দ্রব্য পদার্থ সজাতীয় (দ্রব্যান্তর) ঘটের উৎপাদনে সম-বায়িকারণ (সমবায় সম্বন্ধে আশ্রয়রূপে উৎপাদক) হইয়া থাকে । গুণান্তরের উৎপাদনে গুণের আশ্রয়রূপে হেতুতা নাই, কিন্তু অসম-বায়ি হেতুত্ব আছে ন কপালদ্বয়ের রূপ হইতে ঘটের রূপ জন্মে । কপালের রূপের আশ্রয় কপাল, ঘট ঐ কপাল খণ্ডে আশ্রিত,

এ নিমিত্ত স্বাশ্রয়াশ্রিতত্ব সম্বন্ধে কপালের রূপ ঘটে থাকে, এমত বলা যায় । এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ঘটীয় রূপের আশ্রয়ে ঘট কপালীয় রূপ স্বাশ্রয়াশ্রিতত্ব সম্বন্ধে অবস্থিত থাকিয়া ঘটীয় রূপের জনক হইতেছে । গুণের সজাতীয় (গুণান্তর) জননে এতাদৃশ অসমবায়ি কারণত্বকে সজাতীয়রস্তুকত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে । নিমিত্ত কারণস্থলে আরম্ভ শব্দ ব্যবহার্য্য নহে । ঘটের উৎপাদিতে দণ্ড-চক্রাদি নিমিত্ত কারণ হওয়ার, ঘটে দণ্ডারক্ণ, চক্রারক্ণ, এইরূপ ব্যবহার হয়না । এই প্রসঙ্গে সমবায়িকারণ, অসমবায়িকারণ ও নিমিত্ত কারণ ভেদে কারণত্বকে ত্রিবিধ বলিয়া বুঝিতে হইবে ।

কর্মু কর্মসাধর্ম্যং নবিদ্যতে । ১১ ॥

অনুবাদার্থী। কর্ম—উৎক্ষেপণ গমনাদি । কর্মসাধর্ম্যং—কর্মজনিত । ন—না । বিদ্যতে—প্রমাণিত হয় ।

অনুবাদ । উৎক্ষেপণাদি কর্ম পদার্থের একটাও কর্মান্তরারক্ণ বলিয়া প্রমাণিত হয় না, সুতরাং কর্ম পদার্থ সজাতীয়রক্ণ নহে ।

তাৎপর্য্য । ঘটাদি সাবয়ব দ্রব্য যেমত তদীয়াবয়বীভূত কপালাদি দ্রব্যান্তরারক্ণ হইতেছে এবং ঘটীয় রূপাদি গুণনিচয় যেমত কপালীয় রূপ প্রভৃতি গুণ হইতে জন্মিতেছে, তদ্রূপ একক্রমে দীর্ঘকাল চলনশীল বস্তুর প্রথমোৎপন্ন চলনক্রিয়া হইতে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়, এইরূপে একটা গমন ক্রিয়া হইতে অপর গমনটা উৎপন্ন হইতেছে বলা বাইতে পারে । তাহা হইলে পূর্বোক্ত সূত্রদ্বয়ে কেবল মাত্র দ্রব্যের ও গুণের সজাতীয়রস্তু-

কত সাধারণ্য বলা অসম্ভব হয়, এই আশঙ্কা মিরাসের নিমিত্ত এই একাদশ স্তরের উত্থাপনা হইয়াছে। বস্তুতঃ কর্মে কর্মস্বতার ভাষের প্রমাণ নাই, এইটাই স্তরের তাৎপর্যার্থ। এই স্তরে বিদ্ভাত্ত সত্ত্বার্থক নহে—জ্ঞানার্থ-বাচী। এখানে বক্তার অভিসন্ধি এইরূপ— কর্ম পদার্থ সকল ক্ষণচতুষ্টিরস্তায়ী। প্রথম ক্ষণে জর্বে; ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে ঐ জর্বোর সহিত পূর্ব সংযুক্ত স্থানের বিভাগ জন্মে, তৃতীয় ক্ষণে ঐ বিভাগ হইতে পূর্ব সংযোগের বিনাশ হয়, চতুর্থ ক্ষণে ক্রিয়াশরী-ভূত ঐ জর্বোর সহিত উত্তর দেশের সংযোগ জন্মে; পঞ্চম ক্ষণে ক্রিয়ার নাশ হয়। দীর্ঘকাল চলমানীল জর্বো প্রথম ক্রিয়ার বিনাশ ক্ষণে যে দ্বিতীয় চলন-ক্রিয়া জন্মে, তাহার প্রতি প্রথম চলন-ক্রিয়া কারণ নহে, কিন্তু ঐ প্রথম ক্রিয়া প্রযুক্ত জর্বো যে এক প্রকার বেগের উৎপত্তি হয়, ঐ বেগাখ্য সংস্কার প্রভৃতিই দ্বিতীয় ক্রিয়ার কারণ, নতুবা যদি প্রথম ক্রিয়াই দ্বিতীয় ক্রিয়ার উৎপাদনে সমর্থ হইত, তবে ঐ প্রথমক্রিয়া নিজেই উৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষণেই দ্বিতীয় চলন ক্রিয়াকে জন্মাইতে পারিত; কেননা সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ক্ষণ বিশেষে সামর্থ্য কল্পনা করা কদাচ অায়সম্ভব নহে। কারণান্তরের সহায়তাবশতঃ চতুর্থ ক্ষণে ক্রিয়াস্তর জননে প্রথমক্রিয়ার সামর্থ্য কল্পনাও অসম্ভব, কারণ তাহা হইলে সেই কারণান্তর হইতেই দ্বিতীয় চলন ক্রিয়ার সম্ভাবনা হইতে পারে; সুতরাং প্রথম ক্রিয়ার কারণতা স্বীকারে কোন প্রয়োজনই থাকে না। যদি বলা যায় যে—দীর্ঘকাল চলমানীল পদার্থে ক্রিয়া উৎপত্তির দ্বিতীয়

ক্ষণে দ্বিতীয় চলন ক্রিয়া হয়, তৃতীয় ক্ষণে তৃতীয় চলন ক্রিয়া জন্মে, এই প্রকার কর্মধারা স্বীকারে দোষ কি? তবে উত্তরবাদীও এখানে অবশ্য বর্ণিবেন যে, তাহা হইলে দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন কর্ম হইতে কোনওরূপ বিভাগ জন্মে না, যেহেতু পূর্ব দেশের সহিত বিভাগ ত প্রথমোৎপন্ন ক্রিয়া হইতেই জন্মে; চতুর্থ ক্ষণ ব্যতীত উত্তরদেশ-সংযোগ জন্মে না; সুতরাং নবো বিভাগান্তরের সম্ভাবনা নাই। এইরূপে দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন দ্বিতীয় ক্রিয়া যদি কোন বিভাগই না জন্মাইল, তবে তাহার কর্মধেরই অধুপপত্তি হয়, কেন না সংযোগ-বিভাগের অনপেক্ষ কারণই কর্ম পদার্থ। ইহা ১৭ স্তরে কর্মলক্ষণাবসরে ব্যক্ত হইবে। যাহাতে বিভাগজনক নহে, তাহাতে কর্মধ জন্ম নাই, সুতরাং দ্বিতীয় ক্ষণে কর্মের উৎপত্তিই অসম্ভব হইতেছে। এতাবতী কর্মে সম্ভাবনার ভাষ নাই বলিয়া দ্বিতীকৃত হইল।

(ক্রমশঃ)

সাংখ্যদর্শন।

(ঐশ্বর্যককৃত কারিকা।)

(পূর্ণানুবৃত্তা।)

বৎসবিন্দুনিমিত্তং ক্ষীরস্থ যথা-

প্রবৃত্তিরজ্ঞস্ত।

পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃ-

ত্তিঃ প্রধানস্য ॥ ৫৭।

পদপাঠঃ। বৎসবিন্দুনিমিত্তং। ক্ষীর-
স্থ। যথা। প্রবৃত্তিঃ। জ্ঞস্ত। পুরুষ-
বিমোক্ষ-নিমিত্তং। তথা। প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য।

ব্যাখ্যা। বৎসবুদ্ধিনিমন্তং—বৎসের (বাছুরের) বুদ্ধির জন্ম। কীরন্ত—কীর অর্থাৎ হৃৎসের। যথা—যেমন! প্রবৃত্তিঃ—প্রবর্তনাব্যাপার। অজ্ঞস্ত—অজ্ঞের অর্থাৎ অচেতনের। পুরুষবিমোক্ষনিমিত্ত—পুরুষের মুক্তির জন্ত। তথা—সেইরূপ। প্রবৃত্তিঃ—প্রবর্তন। প্রধানস্ত—প্রধানের। (মাংখ্য-শাস্ত্রে প্রকৃতির . প্রধান সংজ্ঞাটী পারি-ভাষিকৌ, যোগার্থ নহে)

বঙ্গার্থঃ। বৎসের বুদ্ধির জন্ম যেমন অচেতন হৃৎসে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ অচেতনা প্রকৃতি পুরুষের মুক্তির জন্ত প্রবর্তিত হয়।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্বে বলা হইয়াছে, প্রকৃতি হইতেই এই বিশাল তন্ত্রাণ্ড উৎপন্ন, পরমেশ্বর এই সকল জাগতিক কার্যের কোনওটির কারণ হইতে পারেন না, কেননা পরমেশ্বর কোনও প্রমাণের বিষয় নহেন। সেস্বরবাদীরা ঈশ্বর-সমর্থনের অল্প-কূলে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন, তাহার কোনওটা কপিলের তীব্র প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না। সম্পূর্ণ আশঙ্কা হইতেছে, প্রকৃতি বিশ্বসংসার প্রসব করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতি অচেতনা, চৈতন্যব্যতিরেকে জড়পদার্থের কোনও কার্যকারিতা সম্ভবে না। হৃত্যীগক্রমে প্রকৃতি স্বয়ংই জড়া। জগৎকায়া নিস্পাদন করিতে হইলে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা চেতন চাই। জীবিত মনুষ্য, জীবিত গবাদি প্রাণি-গণ কার্য সম্পাদন করে, মরিয়া গেলে কেহই কিছু করিতে পারে না। সেই জড় শরীর বিদ্যমান রহিল বটে, কিন্তু জড়ের চালক হেঁয়ালীর জড়শরীরে অধিষ্ঠিত

নাই, কাজেই চৈতন্যরূপ অধিষ্ঠাতাকে হারাইয়া জড়দেহ অসাড় হইল, সমস্ত কার্য বিলুপ্ত হইল। এ দুইটো এক মহাসত্য আবিষ্কৃত হয় “জড়কার্যে অধিষ্ঠাতা চেতন চাই।” পুরুষগণ অর্থাৎ জীবমূহ, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন। কেননা তাহারা কেহই প্রকৃতির স্বরূপ অবগত নহে। যে বাহার স্বরূপ জানেনা, সে তাহার অধিষ্ঠাতা হওয়া অসম্ভব। রপের অধিষ্ঠাতা মারপি রপের মণাষণ সমস্তই অবগত আছে, এইজন্ত তাহুর অধিষ্ঠানে রথ চলি। যে রপের স্বরূপ জানেন না সেইরূপ, একজন চেতনমণুষ্য দাম্পণ্য রক্ষণালা কার্য সম্পন্ন হইতে পারেনা; ইহাতে মনে হয়, অধিষ্ঠাতার মর্দঙ্গ পরমেশ্বর। জীবগণ প্রকৃতিদেবীর অঞ্চল ধরিয়াই আছেন, তাহার একাংশ মাত্রই তাহার অবগত; সুতরাং তাহাদেব দ্বারা প্রকৃতির অধিষ্ঠান অর্থাৎ পরিচালন যুক্তিগত্ব বলিয়া বোধ হয় না। ইহাদ্বারা প্রতিপাদিত হইল, প্রকৃতি বিশ্বপ্রসূতি হইলেও পরমেশ্বর উপেক্ষা বিষয় নহেন। এই আশঙ্কা যোগবাদীর (পতঞ্জলিমতের) এই কারিকার রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য যোগবাদীর প্রদর্শিত আশঙ্কার প্রত্যুত্তর দেওয়া মাত্র। উত্তরে বলা হইতেছে, কোনও একটা উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া অচেতন প্রসূ হয়, তাহাতে স্বরূপাভিজ্ঞ অধিষ্ঠাতার আবশ্যক হয় না। চেতন মাত্র হইলেই হইল। পুরুষের ছোঁগ-মোক্ষ সম্পাদনার্থেই প্রকৃতি প্রবৃত্ত, তাহার প্রযোজক একমাত্র পরার্থী। পারার্থীই প্রকৃতির সনত্ত কার্যের মূল রহস্ত হৃৎস অচেতন পরার্থ, বৎসের বুদ্ধিরূপ পরার্থীতাবশেই

হৃৎ আপনি প্রবৃত্ত হয়; প্রকৃতিও পুরুষের ভোগমোক্ষ সম্পাদনের জন্ত প্রবৃত্ত হয়। যদি বলা যায়, হৃৎও ঈশ্বরাদিষ্ঠিত বলিয়া প্রবৃত্ত হয়, অতএব দৃষ্টান্তাগিদ্ধি নিবন্ধন অসম্ভব বার্থ হইল। তখন প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারিবে, ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব একেবারে অসম্ভব এবং যুক্তিবিরুদ্ধ। ঈশ্বর স্বীকার করিলে, ঈশ্বরবাদিগণ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই স্বীকার করেন; কিন্তু সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী পরমেশ্বরের প্রকৃতি পরিচালনা নিরর্থক। জ্ঞানীলোকের কার্যে প্রবৃত্তির কারণ দুই প্রকার। স্বার্থ এবং করুণা। যদি পরমেশ্বর করুণাপ্রযুক্ত প্রকৃতির অধিষ্ঠানে জগৎ সৃষ্টি করেন, তবে সে করুণা কাহার প্রতি? প্রকৃতি-অধিষ্ঠানের পরে সৃষ্টি। সৃষ্টির পূর্বে কাহার হৃৎখে পরমেশ্বরের জন্ম গলিয়াছিল? করুণার পাত্র চাই। যখন জীব-জগতের ময়ুম্বাদি তৃণ পর্যন্ত কোনও প্রকার পদার্থ সৃষ্ট হয় নাই, তখন কাহার উপর করুণা? সৃষ্টি করিলে পর হৃৎখত জীবজগতের প্রতি করুণাবান্ হইয়া পরমেশ্বর হৃৎখ নিবারণের উপায় করিতে পারেন বটে, কিন্তু পরম কারুণিক পরমেশ্বরের হৃৎখময় জীবজগৎ সৃষ্টি করিয়া পরে হৃৎখ বিনাশের উপায় চিন্তা করা অপেক্ষা সুশীল করিয়াই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করা উচিত ছিল। সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের এই সামান্য বিবেচনাটুকুও ছিল না, একথা বড়ই বিশ্বয় উৎপাদন করে। আর যদি বলা যায়, বিশ্ব-সৃষ্টিতে ঈশ্বরের স্বার্থ আছে। তিনি করুণা বশতঃ করেন নাই; স্বার্থবশেই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করিয়াছেন; তাহাইহলেও আশা পূরিয়া না।

পরমেশ্বর যদি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তদ্বারা ইষ্ট-সিদ্ধি করিতে চাহেন, তবে তাঁহার ঐশ্বর্য্য অপূর্ণ। যিনি সর্ববিধ ঐশ্বর্য্যের আকর, তিনি আবার কোন স্বার্থ সাধনের জন্ত জগৎ রচনা করিবেন? যাহার কোনও বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহার কোনও প্রকার অভাব আছে, ইহা নিশ্চয়। যাহা নাই, তাহাই চাই, ইহা হইল জগতের সাধারণ রীতি। আশা পূরিয়াগেলে আর কেহ কিছু চায় না। যদি জগৎ সৃষ্টিতে পরমেশ্বরের কোনও আশা না থাকিত, তবে তিনি সৃষ্টি করিবেন কেন? অতএব অনুমান করা যাইতে পারে, স্বার্থ এবং করুণা, কোনওটাই ঈশ্বরের প্রবৃত্তির কারণ হইল না। ইহা ব্যতীত প্রেক্ষাবান্দিগের প্রবৃত্তির অত্রবিধ কারণও নাই। অতএব ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব সম্ভব নহে। সুতরাং ঈশ্বরানুমানও অনর্থক। অচেতনের প্রবৃত্তিতে স্বার্থও চাই না, করুণারও আবশ্যক নাই। কেবল পরার্থতা মাত্র প্রযোজক স্বীকার করিলেই সকল উৎপাত নিরস্ত হয়। এখানে আচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণমহোদয় সংক্ষেপে ঈশ্বরান্বীকার করিতে অসম্মতি জানাইয়াছেন। সাংখ্যদর্শনেও নানাস্থানে ঈশ্বরাস্তিত্বের বিরুদ্ধে অনেকানেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে তাহা আলোচনা করা প্রসঙ্গানুগত হইলেও অনাবশ্যকীয়। কেন না নিরীশ্বরবাদের এত আড়ম্বরবৃত্ত বিচার সম্পূর্ণ রূপা। কপিলাচার্য্য নিরীশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু লিখিবার রীতি দেখিলে বোধহয় উহা "অভ্যুপগম বাদ" মাত্র। কেহ কেহ ইহাকে "ভ্যাত্তুর্জ্জম শ্রায়" বলিয়া থাকেন। দার্শনিক ক্ষেত্রে অনেক

সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা স্বমতের পরিপোষক নহে, আপাততঃ স্বমতের উপকারক বলিয়া বোধ হয়, সেই গুলিই স্বীকার করা হয়, তদ্বিরুদ্ধ মতের প্রতিকূলে যুক্তির উল্লেখও করা হয়। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে বুঝা যায়, ঐ সকল মত গ্রন্থকারের নিজস্ব নহে। কেননা ঐ সকল পক্ষ আশ্রয় ব্যতিরেকেও তাঁহারা স্বমত স্থাপন করিতে পারেন। পাতঞ্জলমত অবলম্বন করিলেও প্রকৃতির জগৎকর্তৃত্ব বাধা পড়ে না; অথচ সর্বশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধারণ করিতে হয় না। নিরীশ্বরবাদ সর্বত্র নিষিদ্ধ। ভগবানের অবতার কপিল মহোদয় যে ঈশ্বর মানিতেন না, ইহা বিশ্বাস হয়না। গীতাশাস্ত্রের ভগবদ্বাক্য স্মরণ করুন। “সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ” আবার সাংখ্য প্রবচনে কপিল বলিতেছেন “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ” বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন, এখানে ঈশ্বর-নিরাস কপিলের উদ্দেশ্য নহে; কেননা তাহা হইলে “ঈশ্বরান্ভাব্যং” এইরূপ স্মরণ করাই সম্ভব ছিল। কপিল পৌত্তিবাদ আশ্রয়ে ঈশ্বরান্বীকার করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যতীত অপর সকল অংশ গ্রন্থকারের মতবাহিত্বভূতও হইতে পারে।* সুখ্য বিষয় লইয়াই প্রামাণ্য। সেই বিষয়টাই গ্রন্থকারের নিজস্ব, তদ্ব্যতীত অংশ সকল গ্রন্থকারের মত-বিরুদ্ধ হইলেও গ্রন্থের প্রামাণ্যহানি হয় না। যাহা হটক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি আছে, তদপেক্ষা এ যুক্তি অনেকাংশে দুর্বল, সত্যহাতে মন্দেহ নাই। নিরীশ্বরবাদের যে সকল দৃঢ় যুক্তি আছে, তাহাও কপিল বলেন নাই। প্রকৃতি-পুরুষ প্রতিপাদনই

তাঁহার উদ্দেশ্য। প্রমাণে তিনি এরূপ অনেক মত উপেক্ষা করিয়াছেন, যাহা আপাততঃ সাংখ্য মতের বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বস্তৃতঃ তাঁহার পরিপন্থী নহে। প্রত্যক্ষের লক্ষণটী টিকেনা দেখিয়া অগত্যা ঈশ্বর অস্বীকার করাই কপিলের গ্রন্থে দেখা যায়; তাহাতে বস্তুতঃ ঈশ্বর অস্বীকার করা হয় নাই।

ঐংস্ক্য নিবৃত্তার্থং যথা ক্রিয়াসু
প্রবর্ত্ততে লোকঃ ।
পুরুষস্য - বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে
তদ্বদব্যক্তম্ ॥ ৫৮

পদপাঠঃ। ঐংস্ক্য—নিবৃত্তার্থং। যথা। ক্রিয়াসু। প্রবর্ত্ততে। লোকঃ। পুরুষে—
বিমোক্ষার্থং। প্রবর্ত্ততে। তদ্বৎ। অব্যক্তম্।
ব্যার্থা। ঐংস্ক্য নিবৃত্তার্থং—আকাঙ্ক্ষা
নিবৃত্তির জ্ঞাত। যথা—যে রূপ। ক্রিয়াসু—
কার্যে। প্রবর্ত্ততে—প্রবৃত্ত হয়। লোকঃ—
মনুষ্যসমাজ। (তাৎপর্যতঃ প্রাণিমািত্র)।
পুরুষস্ত—পুরুষের (জীবের আত্মার)।
বিমোক্ষার্থং—মোক্ষ অর্থাৎ ত্রিবিদ দুঃখ
বিগমের জ্ঞাত। প্রবর্ত্ততে—ব্যাপারিত হয়।
তদ্বৎ—সেইরূপ। অব্যক্তং—প্রকৃতি বা
প্রদান।

বস্তুতঃ। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির জ্ঞাত
যেমন লোক কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি
পুরুষের মোক্ষের নিমিত্ত (আপনা হইতেই)
প্রবৃত্ত হয়। (পুরুষার্থ সম্পাদিত হইলে
সেই পুরুষের নিকট হইতে নিবৃত্ত হয়।)

বিশদব্যপ্তম্। লোকে দেখিতে পাওয়া
যায়, যে যে উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই

তাহার প্রয়োজন। 'মমুযা' আদি জীবগণ নিজের উৎসৃষ্ট্য নিবৃত্তি করিবার জন্তই কার্যে মনোযোগ করে। প্রকৃতিরও পুরুষার্থ সম্পাদনে উৎসৃষ্ট্য আছে, তজ্জন্তই সেই উদ্দেশ্যে প্রকৃতির সৃষ্টিবিধি প্রবৃত্তি। দরকার থাকিলেই তদ্বশে প্রবৃত্তি হয়, 'এই মৌকিক দৃষ্টান্ত প্রকৃতির প্রবৃত্তিতে খাটে, এই কথা বলাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়।

রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ততে নর্তকী

যথা নৃত্যাং ।

পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনি-
বর্ততে প্রকৃতিঃ । ৫৯

পদপাঠঃ। রঙ্গস্য। দর্শয়িত্বা। নিবর্ততে।
নর্তকী। যথা। নৃত্যাং। পুরুষস্য। তথা।
আত্মানং। প্রকাশ্য। বিনিবর্ততে। প্রকৃতিঃ

বাখ্যা। রঙ্গস্য—রঙ্গমঞ্চেব। (সমীপে
ইত্যাখ্যাণার্থঃ) দর্শয়িত্বা—দেখাইয়া। নিব-
র্ততে—বিরতা হয়। নর্তকী—নৃত্যকারিণী
নর্তা। যথা—যেৰূপে। নৃত্যাং—নৃত্য (নাচ)
হইতে। পুরুষস্য—পুরুষের (অত্রাপি সমীপে
ইতাস্থ অধ্যাহারঃ কর্তব্যঃ।) তথা—সেই
প্রকার। আত্মানং—নিজেকে। (তাৎ-
পর্যাদীন নিজের সমস্ত কার্যাদি) প্রকাশ্য—
প্রকাশিত করিয়া। বিনিবর্ততে—নিবৃত্ত
হয়। প্রকৃতিঃ—সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রদান
কড়ত্ব।

বঙ্গার্থঃ। যেমন রঙ্গস্থানস্থ সভ্য অথবা
দর্শক মণ্ডলীকে নিজের নৃত্যাদি দেখাইয়া
পরে নর্তকী নৃত্য হইতে বিরতা হয়, তজ্জপ
প্রকৃতিও পুরুষের সমীপে নিজের সমস্ত

কার্যাদি ভাসরূপে দেখাইয়া পরে নিবৃত্ত
হয়। (প্রয়োজন পরিমাপ হইলেই প্রকৃ-
তির সৃষ্টি (তৎপুরুষের প্রতি) নিবৃত্ত হয়।

বিশদব্যখ্যা। প্রবৃত্তির কথা বলিলে
একটা আশঙ্কা সহজতই আসিরা উপস্থিত
হইল। যে কারণ বস্তু গেল, তাহা অমুসারে
প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইক, কিন্তু নিবৃত্তি হই-
বার একটা উপায় থাকি। চাই। যাহারা

চেতন, তাহারা বিবেচনাপূর্বক প্রবৃত্ত ও
নিবৃত্ত হইতে জানেন, অচেতনা প্রকৃতি চির-
দিনই প্রবৃত্ত হইতে পারে, কেননা তাহার
বিবেচনা করিবার সামর্থ্য নাই। প্রকৃতির
নিবৃত্তি না হইলে সর্বদাই সৃষ্টি হইতে লাগিল।

অনন্ত সৃষ্টি বন্ধনে পুরুষ ক্রমশঃ আবদ্ধ
হইতে লাগিলেন। মুক্তি ক্রমশঃই সম্ভাবনা
অতিক্রম করিল। এ সকল অল্পপত্তি
নিরাস করিতেই এই কারিকার রচনা।

যেৰূপ উদ্দেশ্যে যে কেহ প্রবৃত্ত হয়, সেই
উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইলে আপনা হইতেই নিবৃত্তি
উপস্থিত হয়। নর্তকীর কার্য সমাপ্ত দর্শক
মণ্ডলীর পরিতৃপ্ত সাধন, যখন তাহা সম্পন্ন
হইল, তখন নৃত্য হইতে আপনা আপনিই
নিবৃত্তি হইল। প্রকৃতির উদ্দেশ্য পুরুষের

মোক্শ, যখন যে পুরুষের প্রতি প্রকৃতির
আত্মপ্রদর্শন সমাপ্ত হয়, প্রকৃতির স্বরূপ
বুদ্ধি পানিরা বিরক্ত পুরুষ তাহা হইতে
দূরে থাকিতে ইচ্ছা করেন। তখন প্রকৃতি
পুরুষের মোক্ষ অর্থাৎ প্রকৃতি সমস্ত পরিত্যাগ-

জনিত ত্রিবিধত্বঃপবিনাশ উপস্থিত দেখিয়া
সতঃই ঐ পুরুষের প্রতি আর সৃষ্টি করেন
না। আবশ্যক বশেই প্রবৃত্তি। দরকার
করাইলে প্রবৃত্তিও নিবৃত্তি উপস্থিত হয়।

নানাবিধৈরূপারৈরূপকারিত্ব্যুপু-
কারিণঃ পুংসঃ ।

শুণবত্যশুণস্য সতস্তস্যার্থমপার্থকং
চরতি ॥ ৬০

শব্দার্থঃ । নানাবিধৈঃ উপায়ৈঃ ।
উপকারিণী । অমুপকারিণঃ । পুংসঃ ।
শুণবতী । অশুণত্ব । সতঃ । তস্ত অর্থঃ ।
অপার্থকং । চরতি ।

ব্যাখ্যা । নানাবিধৈঃ—নানাপ্রকারের।
উপায়ৈঃ—উপায়ের দ্বারা । কপকারিণী—
উপকার করিতে প্রবৃত্তা । অমুপকারিণঃ—
উপকার করিতেছে না, তাহার। পুংসঃ—
পুরুষের। শুণবতী—সঙ্গুণম্পন্ন (ত্রি শূণ-
ময়ী) অক্ষয়—বাহার শুণ নাই, তাহার।
সতঃ—নিত্যের। তস্ত—তাহার। অর্থঃ—
জ্ঞাত্ব । অপার্থকং—বুঝা, অর্থাৎ নিজের
লাভ না থাকিলেও । চরতি—আচরণ
করে। (পুরুষের পরিতৃপ্তি সাধনের জ্ঞাত্ব
স্বার্থশূন্যভাবে কার্য সাধন করাই প্রকৃ-
তির অনর্থক আচরণ।)

বঙ্গার্থঃ । শুণবতী প্রকৃতি উপকার-
প্রবৃত্তা কিঙ্করী স্তায় নানাবিধ উপায়ে অমু-
পকারী নিঃশূণ পুরুষের জ্ঞাত্ব স্বার্থশূন্যভাবে
কার্য্য করে ।

বিশদব্যাখ্যা । পুরুষার্থ সম্পাদনেই প্রকৃ-
তির প্রবৃত্তি, একথা স্বীকার করিলেই প্রশ্ন
হইতে পারে যে, নর্ত্তকী সভাগণের সন্তুষ্টি
সম্পাদন করিয়া বরূপ স্বার্থ লাভ করে,
কিঙ্করী যেমন নানারূপে পরিচল্য করিয়া
প্রভু হইতে উপকার প্রাপ্ত হয়, প্রকৃতিও

বরূপ পুরুষ হইতে কোনরূপ উপকার পায়
কি মা ? যদি উপকার না থাকে, তবে নর্ত্তকী-
দ্বারা নিরুদ্ভব হয় অসুচত । স্বার্থ-
সিদ্ধি বিশেষই নর্ত্তকীর প্রবৃত্তি, কেবল সভাস্থ
পুরুষগণকে পরিতৃপ্তি করিবার জ্ঞাত্ব নহে ।
অতএব প্রকৃতিরও পুরুষার্থ সম্পাদনে
কোননা কোনপ্রকার স্বার্থ আছে, সন্দেহ
নাই । প্রশ্নাত্মক এটি নবশক্তি উদিত
হইলে, প্রভুত্তর দিবার জ্ঞাত্ব এটি কারিকার
অবতারণা । সর্বদ্যই যে স্বার্থসিদ্ধি একটা
স্বতন্ত্র চাই, এরূপ নিশ্চয় হইতে পারে না ।
সভা পুরুষদিগকে সন্তুষ্ট করাই স্বার্থ হইতে
পারে, তজ্জন্মই প্রবৃত্ত হইতেও পারে ।
আবার নিজের কোনও জাতীয় উপকার না
থাকিলেও অপরের উপকার প্রত্যাশা—
নিঃস্বার্থ কর্ম করা জগতে অসম্ভব নয় । পুরুষ
প্রকৃতি-সঙ্গ জনিত হইতেই ফল প্রাপ্ত হন ।
অনুরক্ত হইলে ভোগ, বিরক্ত হইলে মোক্ষ ।
শুণবান্ বক্তি শুণহীনের জ্ঞাত্ব নানা উপায়ে
উপকার-চেষ্টা করিতে পারে, তাহাতে স্বার্থের
সংশ্রব না থাকাই দরকার । প্রকৃতিরও
পুরুষার্থ সম্পাদনই আবশ্যিক । পুরুষ হইতে
ফলপ্রাপ্তির আশা নাই । উৎকৃষ্ট কিঙ্করীর
লক্ষণ প্রকৃতিতে বিদ্যমান । প্রভুও কার্য্য
করিতে হইবে, তজ্জন্ম কিছুই প্রার্থনা নাই,
এরূপ প্রবৃত্তির ইচ্ছাই মুগমন্ত্র । পরের উপ-
কার স্বার্থ হইলেও স্বার্থ নয়, কেননা তাহার
ফল পরগত । এজন্মই প্রকৃতির আচরণকে
অপার্থক অর্থাৎ স্বার্থবিহীন বলা হইয়াছে ।
বস্তুতঃ পরার্থে কার্য্যকরা নিঃস্বার্থ বটে ।
প্রকৃতেঃ স্কৃৎসারতরং ন কিঞ্চিদ-
স্ত্যতি মে মতির্ভবতি ।

যা দৃষ্টান্তীভি পুনর্নর্দর্শনমুপৈতি
পুরুষস্য । ৬১

পদপাঠঃ । প্রকৃতেঃ । সুকুমারতরং ।
ন । কিঞ্চিৎ । অস্তি । ইতি । মে । মতিঃ ।
ভবতি । যা । দৃষ্টা । অস্মি । ইতি । পুনঃ ।
ন । দর্শনং । উপৈতি । পুরুষস্য ।

বাখ্যা । প্রকৃতেঃ—প্রকৃতির চেয়ে ।
সুকুমারতরং—অতিশয় কোমল স্বভাব ।
ন—না । কিঞ্চিৎ—কিছু । অস্তি—আছে ।
ইতি—এই প্রকার । মে—আমার । মতিঃ—
মনে । ভবতি—হয় । যা...য়ে (প্রকৃতি ।)
দৃষ্টা—অপর কর্তৃক দৃষ্টা । অস্মি—হইয়াছি ।
ইতি—এই প্রকার মনে করিয়া । পুনঃ—
আবার । ন...না । দর্শনং...দৃষ্টিপথে পতিত

প্রকৃতি । উপৈতি...প্রাপ্ত হয় । পুরুষস্য—
পুরুষের । (একবার পুরুষ কর্তৃক ভাল-
রূপে দৃষ্টা হইলে পুনর্বার দৃষ্টিতে উপস্থিত
হয় না, এইটুকু প্রকৃতির বিশেষত্ব ।)

বঙ্গার্থঃ । প্রকৃতি অপেক্ষা অপর কোনও
সুকুমার কিছুই নাই; এইরূপ মনে হয় । কেন
না, প্রকৃতি একবার পুরুষ কর্তৃক দৃষ্টা হইয়া
“আমাকে দেখিয়াছে” এইরূপ মনে করিয়া
আবার পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হয় না ।

বিশদবাখ্যা । নর্তকী-দৃষ্টান্তে প্রকৃতির
নিবৃত্তি বলা হইয়াছে ; এখানে চিস্তার বিষয়
এই যে, একবার নৃত্য হইতে বিরতা হইয়া ও
নর্তকী পুনর্বার নৃত্যে প্রবৃত্তা হইয়া থাকে ;
প্রকৃতিও যদি তাহাই হয়, তবে ত মোক্ষের
আশা রহিল না । এই কারিকায় এই
চিস্তারই উত্তর দেওয়া হইবে । যদিও
প্রকৃতি নর্তকী; তথাপি প্রকৃতির স্বভাব কুল-
বধুর স্তার সুকুমার । যদি কখনও কোনও

কুলকামিনী অনবধান বশতঃ অসংযত বঙ্গাদি
মত্রে পর-পুরুষের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তবে
সে যেমন দ্বিতীয়বার পুরুষ-সমক্ষে উপস্থিত
হইতে চায় 'না,' প্রত্যুত দূরে থাকিতেই
ভাল বাসে, তদ্রূপ প্রকৃতিও নিজের স্বরূপ
পুরুষের নিকট বিব্রত করিয়া পুনর্বার সে
পুরুষের নিকটস্থ হইতে ইচ্ছা করে না ।
কাজেই পুনঃ পুনঃ সংসার-নৃত্য উপস্থিত হয়
না । মুক্তির পথও অকটক থাকিয়া যায় ।
প্রকৃতির এই পেশন স্বভাবেই প্রকৃতির
সহিত কুলাঙ্গনার তুলনা ।

তস্মান্ন বধ্যতেহন্ধা ন মুচ্যতে নাপি
সংসরতি কশ্চিৎ ।

সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানা
শ্রয়া প্রকৃতিঃ ।

পদপাঠঃ । তস্মাৎ । ন । বধ্যতে ।
অন্ধা । ন । মুচ্যতে । ন । অপি । সংস-
রতি । কশ্চিৎ । সংসরতি । বধ্যতে । মুচ্যতে ।
চ । নানাশ্রয়া । প্রকৃতিঃ ।

বাখ্যা । তস্মাৎ—সেইজন্য । ন—না ।
বধ্যতে—বদ্ধ হয় । অন্ধা—সাক্ষাৎ । ন—না ।
মুচ্যতে—মুক্ত হয় । ন—না । অপি—ও ।
সংসরতি—সংসরণ লাভ করে । বধ্যতে—
বদ্ধ হয় । মুচ্যতে—মুক্ত হয় । চ—ই ।
নানাশ্রয়া—নানাবিধ আশ্রয়স্থ্য হইয়া ।
প্রকৃতিঃ—প্রধান বা অব্যক্ত ।

বঙ্গার্থঃ । যেহেতু প্রকৃতি নানাশ্রয়া
হইয়া বদ্ধ হয়, মুক্তিপান ও সংসরণ লাভ করে;
সেজন্য পুরুষ সাক্ষাৎসম্বন্ধে বদ্ধ হন না,
মুক্তি পান না, সংসার লাভ করেন না ।

বিশদব্যাখ্যা। পুরুষ অণুণ অপরিণামী হইলে তাঁহার বন্ধইবা কি? মোক্ষইবা কি? পুরুষের মোক্ষ বলিলে কি বৃথিব? মুচ্ছাত্ত্ব হইতে মোক্ষ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। মুচ্ছাত্ত্বের অর্থ বন্ধ-বিলেপণ। পুরুষের যদি প্রকৃত পক্ষে বন্ধ না থাকে, তবে মোক্ষইবা কি? আবার বন্ধ থাকিলে, অপরিণামী কেমন করিয়া? বন্ধ গুণ-সম্বন্ধের পরিণাম বিশেষ। এ তর্কের প্রত্যুত্তর এই শ্লোকে প্রদত্ত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে পুরুষের বন্ধ-মোক্ষাদি নাই। উহা উপচারিক—অর্থাৎ কল্পিত মাত্র। যুদ্ধে যদি মৈত্রেয় পরাজিত হয় অথবা জয় লাভ করে, তাহাদের সেই জয় পরাজয় রাজার উপর গিরা পড়ে। তদ্রূপ প্রকৃতির বন্ধ-মোক্ষাদি প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষের বলিয়াই বলা হয়। বাস্তবিক তাঁহার বন্ধাদি হইতেই পারে না।

রূপৈঃসমস্তাভিরেবতু বন্ধাত্যাঅনমা-
জ্ঞানা প্রকৃতিঃ।

মৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিনোচয়-
ত্যেকরূপেণ। ৬৩

ব্যাখ্যা। রূপৈঃ—বস্তাদি ভাবের (দ্বারা) সমুৎপত্তিঃ—সাততীরদ্বারা। (এব—নিশ্চয়ার্থে।) তু—কিন্তু; বন্ধাতি—বন্ধকরে। আন্যানঃ—আপনাকে। আন্যনা—(নিজেথেকে) প্রকৃতিঃ—প্রধান। সা—সেই প্রকৃতি। এষ—ই। চ—আবার। পুরুষার্থং প্রতি—ভোগ এবং যুক্তির প্রতি। বিনোচয়তি—বিমুক্তকরে। একরূপেণ—একটা ভাব (জ্ঞান) দ্বারা।

বন্ধার্থঃ। প্রকৃতি আপনা হইতে আপনাকে জ্ঞান বাস্তবিক উপর সাততী রূপ দ্বারা

বন্ধ করে, আবার একমাত্র জ্ঞানদ্বারা পুরুষার্থ সম্পাদিত হইলে আপনাকে মুক্ত করে। (পুরুষের বন্ধ-মোক্ষ পারমাথিক।)

বিশদব্যাখ্যা। পুরুষগত বন্ধ-সংসার-মোক্ষ ইত্যাদি পুরুষে উপচরিত অথবা আরোপিত হয়, কিন্তু পুরুষ কি উপায়ে বন্ধমোক্ষ অথবা সংসার প্রাপ্ত করেন, তাহা বলা আবশ্যিক। এক্ষোকে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। ধর্ম, অধর্ম, অজ্ঞান, ঠৈরাগা, ঐশ্বর্য, অনৈশ্বর্য, এইগুলিই মোক্ষোক্ত সাততী রূপ। এইগুলির দ্বারা ই বন্ধ হয়। আবার একমাত্র জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ নামক পরমপুরুষার্থ সম্পন্ন হয়। জ্ঞানোদয় হইলে পুরুষার্থের শেব প্রকৃতির কর্তব্য সমাপন হইবে অবসর।

এবং তদ্ব্যভাসান্মিনমে নাহমিত্য-
পরিশেবাং।

অবিপর্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে
জ্ঞানং। ৬৪

ব্যাখ্যা। এবং—এইপ্রকারের। তদ্ব্যভাসাৎ—তদ্ব্যভাস হইতে। ন—না। অস্মি—ক্রিয়াযুক্ত আমি। ন—নাই। মে—আনার অর্থাৎ মনিস্ত স্বামি। ন—নহি। অহং—(কর্তৃত্ববান) আমি। ইতি—এইরূপ। অপরিশেষং—যেজ্ঞানে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অবিপর্যয়াৎ—বিপর্যয়ের অভাব বশতঃ। বিশুদ্ধং—দোষস্পর্শশূণ্য। কেবলং—বিপর্যয়াদ পরিহীন। উৎপদ্যতে—আবির্ভূত হয়। জ্ঞানং—তত্ত্বজ্ঞান।

বন্ধার্থঃ। এইরূপে তত্ত্ব বিষয়ক অভাস বশতঃ তবসাক্ষাৎকার উপস্থিত হইলে, বিপ-

‘ দায় না থাকায় আঁমার ক্রিয়া নাই । “আঁমার কর্তৃত্ব নাই” “আঁমার স্বাধিক্য নাই” এই প্রকার বিশুদ্ধ কেবল তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পায় ।

(এই জ্ঞানই ত্রিবিধ ছুঃখের নিশাংহেতু)

১. বিশদব্যাখ্যা । প্রকৃতিগত বন্ধ-মোক্ষাদি পুঙ্খবে উপচরিত, পুরুষ নির্মিত, এইরূপ তত্ত্ব অবগত হইলে হয় কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে তত্ত্বনিষয়ক অভ্যাস হইতে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা বিশুদ্ধ, কারণ তাহাতে কর্তৃত্ব স্বাধিক্য এবং সর্করিত্ব আত্মায় স্থান পায় না । কর্তৃত্বাদির অপগম হইলে, আঁমার নিত্যবিশুদ্ধতা উপস্থিত হইলে, ত্রিতাপ আরোপ বন্ধ হয়, তাহাকেই মুক্তি বলা যায় । এই জ্ঞান অপরিশেষ, অর্থাৎ নিখিল জ্ঞেয় বস্তু এই সার্কভৌম জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয় । এই তত্ত্ব জ্ঞানোদর তত্ত্বাবগমের ফল ।

তেন নিবৃত্ত প্রসবাসর্থবশাং সপ্ত-
রূপ বিনিবৃত্তাং ।

“ প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষক-
বদবাস্থিতঃ স্বচ্ছঃ । ৬৫

ব্যাখ্যা । তেন—সেইহেতুক । নিবৃত্ত প্রসবাস্থ—সাহার প্রসব অর্থাৎ সৃষ্টিকারী নিবৃত্ত হইয়াছে সেই প্রকৃতিকে অর্থবশাং—বিবেক জ্ঞানের সামর্থ্যবশতঃ সপ্তরূপ বিনিবৃত্তাং—ধর্মাদি (জ্ঞান বাতীত) অবশিষ্ট সপ্তভাব নিবৃত্তিহইয়াছে সাহার, তাহাকে । প্রকৃতিং—প্রকৃতিকে । পশ্যতি—দেখে । পুরুষঃ—আঁব । প্রেক্ষকবৎ—সাক্ষীরূপ । অবস্থিতঃ স্বরূপে প্রকৃতিত । স্বচ্ছঃ—নির্মল ।

বঙ্গার্থঃ । তত্ত্বজ্ঞান হইলে, প্রকৃতি আর কার্য প্রসব (এই জ্ঞানী পুরুষের প্রতি) করেন না, তাহার ধর্মাদি সপ্তভাব নিবৃত্ত

হয়, কারণ বিবেক জ্ঞানের সামর্থ্যই ঐরূপ । তখন সাক্ষীপুরুষ নির্মল ভাবে স্বরূপে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতিকে দর্শন করেন ।

বিশদব্যাখ্যা । ভোগ এবং মোক্ষ প্রকৃতির কার্য, উহা হইলেই অধিকার সমাপ্ত হইল । অতএব প্রসব করাও নিবৃত্ত হইল । তত্ত্বজ্ঞানের অভাব (ভ্রমজ্ঞান) বশতঃই ধর্মাদি সপ্তভাব বিদ্যমান থাকে তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইয়া ভ্রমজ্ঞান দূর হইলে সপ্তভাবও নিবৃত্ত হইবে । কারণ বিনাশ হইলে কার্যও সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয় । স্বচ্ছ বা নির্মল বলিলে রক্তমোরুত্তি-কলুসিতা বুদ্ধির সংস্রবশুচ বৃষ্টিতেহইবে । সাক্ষী বুদ্ধির সম্পর্ক চাই, নচেৎ প্রকৃতি দর্শন ঘটে না ।

দৃষ্টা ময়েতু্যপেক্ষক একোদৃষ্টিহ
মিত্যুপরমতন্যা ।

সতিসংযোগেহপি তয়োঃ প্রয়ো-
জনং নাস্তি সর্গস্য । ৬৬

ব্যাখ্যা । দৃষ্টা—অবলোকিতা । ময়া—আঁমাকর্তৃক । ইতি—এই জ্ঞাত । উপেক্ষকঃ—অবহেলাকারী । এক—একজন । (পুরুষ) দৃষ্টা—(পুরুষ) অহং—আঁমি । ইতি—এই রূপে । উপরমতি—বিরত হয় । অত্যা—অপর । (প্রকৃতি) সতিসংযোগেহপি—সংযোগ থাকিলেও । তয়োঃ—তাহাদের উভয়ের । (পুরুষপুরুষের) প্রয়োজনং—দরকার । নাস্তি—নাই । সর্গস্ত—সৃষ্টির ।

বঙ্গার্থঃ । “আঁমি দেখিয়াছি” মনে করিয়া পুরুষ উপেক্ষা করেন, পুরুষিতও “আঁমাকে দেখিয়াছে” ভাবিয়া বিরতা হয় । তাহাদের পরস্পর সংযোগ থাকিলেও সৃষ্টির কোনও প্রয়োজন নাই ।

বর্গ জন্মই সৃষ্টি, সংযোগ মতে হয় বলিয়া
অনাবশ্যক স্থলে সংযোগ থাকিলে হইবে না।

বিশদব্যাখ্যা। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ
জন্য সৃষ্টি হয়, এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে,
এখন আবার বলা হইতেছে, পুরুষের জ্ঞানো
দয় হইলে প্রকৃতির সৃষ্টি কার্য নিবৃত্ত হয়।
ইহা আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হই-
তেছে। সংযোগ হইলে প্রকৃতির ভোগ্যতা—
যোগ্যতা, ও পুরুষের ভোক্তৃ-সোগ্যতা।
এতজন্মের যোগ্যতার নিবৃত্তি নাট, সৃষ্টির
নিবৃত্তি হইবার কারণ কি? এ শঙ্কার প্রত্যা-
স্তর এই কারিকার দেওয়া হইল। সংযোগ
থাকিলেই সৃষ্টি হইবে এমন নহে, পুরুষার্থ
হেতুক সংযোগই সৃষ্টির কারণ। পুরুষার্থ
সম্পূর্ণ হইলে শুধু সংযোগে সৃষ্টি হইতে পারে
না। পুরুষ প্রকৃতিকে দর্শন করিলে আর
প্রাকৃতিক কার্যে সংসৃষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন
না। প্রকৃতিও সূক্ষ্মরতা বশতঃ একবার
দেখাদিলে আর নিকটস্থ হইতে চাহেন না,
কাজেই সৃষ্টি হইতে পারে না। পূর্বে বলা
হইয়াছে, আবশ্যক থাকিলেই প্রগতি। পুরু-
ষার্থ ব্যতীত অন্য কিছু আবশ্যকও নাই।

সম্যগ্ জ্ঞানাদিগমাৎ ধর্ম্মাদীনাং-
কারণপ্রাপ্তৌ ।

তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্র ভ্রমিবদ্ধ ত
শরীরঃ । ৬৭

ব্যাখ্যা। সম্যক্ জ্ঞানাদিগমাৎ—সম্যক্
প্রকারে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে। ধর্ম্মা-
দীনাং—ধর্ম্মাদি সকলের। অকারণপ্রাপ্তৌ—
(অকারণে প্রাপ্তৌ ইত্যর্থে তাব প্রধান
নির্দেশঃ) অকারণে অর্থাৎ কারণ নহে,

এই পুকার অর্থই হয়। স্টিতি থাকিলে।
সংস্কার বশতঃ—সংস্কার থাকিলে বলিয়া।
বাস্তব্যুৎপত্তি মতে সংস্কার শব্দে অবিদ্যা
জনিত সংস্কার চৈক্যনামবৎ—চাক্ষুর ভ্রমণের
মতঃ প্রকাশ্য—শুভার দারণ করিয়া।

অর্থাৎ: সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে
ধর্ম্মাদির বন্ধজন্মাত্মতার কারণহীন হইলেও
প্রারম্ভ পরিদম্যাপা সংস্কারবশে জ্ঞানী শরীর
ধারণকরেন। যেমন কুণালের ব্যাধির নিবৃত্তি
হইলেও বেগাথা সংস্কারবশতঃ কুমারের টাঙ্কা
আপনা আপনি ঘুরিতে থাকে, তক্ষণ ধর্ম্মাদির
বন্ধ হইলেও অবিদ্যাসংস্কার বশে শরীর
ধারণ হয়।

বিশদব্যাখ্যা। তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইলে
শরীর কারণ ধর্ম্মাদির ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়,
তখন দেহ পতনই সম্ভব। তাহা হইলে
শব্দে যে জীবমুক্ত ব্যক্তির উল্লেখ আছে, তাহা
ব্যর্থ হইয়া যায়। কেন না জ্ঞান হইলে
জীবন থাকা সম্ভব নয়। যদি বল, কর্ম্মভোগের
জন্ম শরীর ধারণ, তবে অনন্ত কর্ম্ম ভোগে
অনন্তকাল কাটিল, তত্ত্বজ্ঞানে মোক্ষ, এ
প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হইল! এতাদৃশ শঙ্কার সমা-
ধানার্থে এই শ্লোক। ধর্ম্মাদির সানর্থা লোপ
হইলেও শরীরধারণ প্রারম্ভ-কর্ম্ম-সংস্কারবশতঃ
হয়। জ্ঞানে প্রারম্ভ ব্যতীত অর্থাৎ কর্ম্ম বিনষ্ট
হয়, প্রারম্ভ কর্ম্ম ভোগে অতিবাহিত করিতে হয়।
প্রাপ্তে শরীর ভেদে চারিতার্থভ্রাৎ
প্রধান নিবৃত্তৌ ।

ঐকান্তিকমাত্যান্তিকমুভয়ং কৈবল্যা-
মাপোতি । ৬৮

ব্যাখ্যা। প্রাপ্তে—প্রাপ্ত হইলে (উপ-
স্থিত হইলে) শরীরভেদে—দেহবিনাশ।

চরিতার্থত্বাৎ—প্ৰয়োজন সমাপ্ত হয় বলিয়া।
 প্ৰদান বিনিবৃত্তো—সেই পুরাণের পুঁতি পুঁকতি
 সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি হইলে। ঐকান্তিকং—
 অপরশ্চান্বী। অতান্তিকং—অবিনাশী।
 উভয়ং—দুইপ্ৰকার। ঠেকবলাং—মুক্তি অর্থাৎ
 ত্রিবিধ দুঃখ-বিগম। আনোতি—প্ৰাপ্ত হয়।

বঙ্গার্থঃ। শরীর বিনাশের পর পুঁকতির
 নিবৃত্তি হইলে অবশ্চান্বী অগ্নিনাশী মোক্ষ
 প্ৰাপ্ত হন (পুঁক্য)।

বিশদব্যাখ্যা। প্ৰারব্ধ ভোগের পর শরীর
 পতন, তৎপরে বিদেই মুক্তি। এই ক্রম
 বলা হইতেছে। জ্ঞানের পরেও শরীর থাকিলে
 কোন্ সময়ে মোক্ষ হইবে? এই প্ৰারব্ধ
 ভোগান্তে দেহপাত, পরে চির শাস্তি।

পুঁক্যার্থ জ্ঞানমিদং গুহ্যং পরমর্ষণা
 সমাখ্যাতং।

স্থিত্যংপত্তিপ্ৰলয়াশ্চিন্ত্যন্তে যত্র
 ভূতানাম্। ৬৯

ব্যাখ্যা। পুঁক্যার্থ জ্ঞানং—পুঁক্যার্থ
 সাধক জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) প্ৰতিপাদক সাংখ্য-
 শাস্ত্র। (লক্ষণরা।) ইদং—এই। গুহ্যং—
 গোপনীয় অথবা দূরবিগম্য। পরমর্ষণা—
 ঋষিপ্রবর কপিল কর্তৃক। সমাখ্যাতং—
 বিস্তৃতরূপে কথিত। স্থিত্যংপত্তিপ্ৰলয়াঃ—
 স্থিতি, উৎপত্তি, এবং প্রলয়। চিন্ত্যন্তে—
 অর্থাৎ বিবেচিত হয়। যত্র—যেখানে।
 ভূতানাং—প্ৰাণিগণের। (তাৎপর্যাতঃ বিশ্ব-
 বুদ্ধান্তে)।

বঙ্গার্থঃ। এই মোক্ষ কারণ তত্ত্বজ্ঞানের
 পুঁতিপাদক সাংখ্যশাস্ত্র মহামুনি কপিল
 বলিয়াছিলেন। এই শাস্ত্রে বিশ্বের উৎপত্তি

স্থিতি, ভঙ্গ ইত্যাদি বিষয় বিশেষরূপে বিচারিত
 হইয়াছে।

বিশদব্যাখ্যা। সাংখ্য-জ্ঞানের আদি
 অর্চিয়া ভগবানের পঞ্চমাবতার কপিল।
 অতএব ভগবদ্বাক্য বলিয়া এই শাস্ত্র পরম
 শ্রেয়স্ব। অকপোল-কল্পিত বলিয়া লোকে
 উপেক্ষা করিতে পারে, এই জন্ত গ্রন্থকার
 নিজের দায়িত্ব পুঁতিপালন করিয়াছেন।

এতৎ পবিত্রমন্ত্রাং মুনিরাহুরয়ে-

হনুকম্পরা প্রদদৌ।

আহুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ
 বহুধাকৃতং তন্ত্রং।

শিষ্য পরম্পরায়াগতমীশ্বরকৃষ্ণেণ
 চৈতদার্য্যাভিঃ।

সংক্ষিপ্তমার্য্যমতিনা সম্যগুক্তায়
 সিদ্ধান্তিতং। ৭০—৭১

বঙ্গার্থঃ। এই পবিত্র শ্রেষ্ঠ সাংখ্যশাস্ত্র
 কপিল মুনি আহুরি নামক ঋষিকে প্রদান
 করিয়াছিলেন। আহুরি পঞ্চ শিখাচার্য্যকে
 দান করেন। শঙ্কশিখ কর্তৃক অনেকগুলি
 গ্রন্থও রচিত হয়। শিষ্যপরম্পরায় ঈশ্বর কৃষ্ণ
 পর্যন্ত আসিল মতিমান ঈশ্বর কৃষ্ণ সমাক
 প্ৰকারে জানিয়া আৰ্য্যছন্দে সংক্ষেপে নিবদ্ধ
 করেন।

বিশদব্যাখ্যা। মুনি-বাক্যে বিশ্বাস
 করাবায়, কিন্তু ঈশ্বর কৃষ্ণের কথায় প্রামাণ্য
 কি? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে, শিষ্য-
 পরম্পরা ক্রমে ঋষি হইতে ঈশ্বর কৃষ্ণ এ
 রত্নের অধিকারী হইয়াছেন। এ হইল শ্লোক
 ঈশ্বর কৃষ্ণের রচিত নয় বলিয়া অনেকে
 বলেন। সম্ভবতঃ ঐ

সম্প্রত্যং কিল মেহর্থাংস্তেহর্থা কুং-

সুস্য যষ্টিতন্ত্রম্ ।

আখ্যায়িকা বিরচিতাঃ, পরব্দাদ
বিবর্জিতাশ্চাপি । ৭২

বঙ্গার্থঃ। সম্প্রতিতে (৭০ শ্লোক বিশিষ্ট
এই কারিকা গ্রন্থে) যে সকল পদার্থ নির্ণীত
হইয়াছে, যষ্টিতন্ত্র নামক সাংখ্য-প্রবচনের
প্রতিপাদিত পদার্থও সেইগুলি, তবে সাংখ্য-
প্রবচনের চতুর্থ অধ্যায়ে যে সকল আখ্যা-
য়িকা বলা হইয়াছে এবং পঞ্চ অধ্যায়ে (পর-
পক্ষ নির্জগাধায়ে) যে সকল পরমত বলা
হইয়াছে, তাহা এ গ্রন্থে বলা হইল না ।

বিশদব্যাখ্যা । এই শ্লোক হইতে মূল
সাংখ্যদর্শনের আভাস পাওয়া যায় । সাংখ্য-
প্রবচনের চতুর্থ অধ্যায় ও পঞ্চমাধ্যায়ের
পূর্বপক্ষমত এ গ্রন্থে নাই । অপর সাংখ্য-
রহস্য সংক্ষেপে প্রতিপাদিত হইয়াছে । মূল
সাংখ্য দর্শনের প্রাচীনতা অনেক অস্বীকার
করেন । তাঁহারা হিন্দু-পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষের
“সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু” প্রবন্ধ পাঠ
করিবেন । এখানে বিস্তৃত বলিয়া যে সকল
কথার অবতারণা করা গেল না । কারিকা
গ্রন্থ প্রামাণ্যযুক্ত, সমাজের আদরেরও
বটে । ঈশ্বর কৃষ্ণ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিরও
বহু পূর্ববর্তী সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ-কারিকা
ব্যাখ্যায় আমরা অনেক স্থলেই তৎকৌমুদী
রচয়িতা বাচস্পতি মিশ্রের মত গ্রহণ করি-
য়াছি ; গৌড়পাদ অথবা বিজ্ঞানভিক্ষুর
মত গ্রহণ করি নাই ; তবে স্থানে স্থানে
সংক্ষেপে ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছি মাত্র ।
কারিকাগ্রন্থের ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল ।

সমাপ্ত ।

ধন্যাক্ষকম্মা

তজ্জ্ঞানং প্রশমকবং যদিহিমাগাং
তজ্জ্জয়ং যদুপনিষৎসু নিশ্চিতাং
তেষাং ভূবি পরমার্থ নিশ্চিতঃ—
শেষান্ত ভূমিনিলয়ে পরিলম্বি ।

২

আদৌ বিজিতা বিষয়ান্ মদমোহ রাগ
দেবাদি শত্রুগণ মাক্তযোগরাজাঃ—
জ্ঞানাহমৃতং সমমৃত্যুয় পত্ন্যাদিদ্যা—
কাস্তাস্থা বত গৃহে বিচরন্তি ধন্যাঃ ।

৩

তাক্স্মা গৃহে রতিমতো গতিহেতু ভূতং—
আনোচ্চয়োপনিষদর্থরসং পিবন্তঃ
বীতস্পৃহা বিষয়ভোগপদে বিরক্তাঃ
ধন্যাস্চরন্তি বিজনেষু বিরক্তসঙ্গাঃ ॥

৪

তাক্স্মা নমাহমিতি বন্ধ করে পদে ধে
মানাবমানসদৃশাঃ সমদর্শিনশ্চ—
কর্তারমলমগমা তদপি তানি—
কুর্পন্তি কাম্পপরিপাক ফলানি ধন্যাঃ ॥

৫

তাক্স্মে বণাত্রয়মবেক্ষিত মৌক্ষমার্গাঃ
তৈশ্চাম্মতেন পরিকল্পিত দৈহযাত্রাঃ
জ্যোতিঃ পরাং পরতরং পরমায়মসংজ্ঞং
ধন্যা দ্বিজা রহসি হৃদ্যবলোকয়ন্তি ॥

৬

না সন্ন সন্ন সদন্ন মহন্ন চাগু—
ন স্ত্রী পুমান্ নচ নপুংস্কমেকবীজং
বৈব্রন্ধ তৎ সমমুপাসিত মেকচিত্তা—
ধন্যা বিরজু রিতরে ভবপাশবধাঃ ॥

• ৭ •

অজ্ঞানপক্ষ পরিমলমপেত সারং
 চঃখাপয়ং মরণ জন্ম জরাবসক্রং
 সংসার বন্ধন মনিতামবেক্ষা ধন্তাঃ
 জ্ঞানান্দিনা তদবশীর্গা বিনিশ্চরন্তি ।

৮

শাষ্টে রনজ্ঞমতিভিমধুর স্বভাটৈঃ
 একত্বনিশ্চিতমনোভিরপেত মোটৈঃ—
 সাকং বনেষু বিজিতান্নগদ সক্রপং
 শাস্ত্রসু গম্যগনিশঃ বিমৃশন্তি ধন্তাঃ ।

৯

অহিমিব জনযোগং সর্কদা বজ্জয়েদৃ বঃ
 কুণগমিব সুনারীং ত্যক্তু কামোবিরাগী—
 বিবমিব বিষয়ান্ গঃ মঞ্জমানো হরস্তান্
 জয়তি পরমহংসো মুক্তিভাবং সমেতি ॥

১০

সংপূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্কৈহপি
 করক্রমাঃ
 গাঙ্গুংবারি সমস্তবারিনিবহঃ পুণ্যাঃ
 সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ
 বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতি শিরো
 বারণসী মেদিনী—
 সর্কাবাহিতিরশ্ব বস্ত্র বিষয়া দৃষ্টে পর-
 ব্রহ্মণি ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্গা-বিষয়চিতং
 ধন্তাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

ছায়ানুবাদ ।

১

প্রশমিতে পারে, ইঞ্জিরগণেবে—
 যেই জ্ঞান,সেই প্রকৃত জ্ঞান ।
 উপনিষদেতে, যথাবিধিতে—
 বিনিশ্চিত জ্ঞের,নহেক জ্ঞান ॥

ধন্ত তারা—পরমার্থে বিনিশ্চল চেষ্টা
 বাহাদেবর ।
 শেষ্ স্বারা,—ভ্রমময় সংসারেতে ভ্রমে ভুগে
 ফের ।

২

করিয়া বিবর জয়, কামআদি রিপুচয়
 বীর্ষাবশে পরাজিয়া, যোগরাজ্য সংগ্রহিয়া
 জানিয়া মোক্ষের তঙ্ক, অমৃতব করি সত্য,
 আশ্রবিছাকাস্তা ল'য়ে, সুখে পরিতুষ্ট হ'য়ে
 ভবমৈ বিচরে যারা,তারা হৈত ধন্ত ।

৩

তাজি গৃহ ক্ষেত্র-রতি, বা'হতে চরমগতি
 সেই বেদান্তার্থ-রস পানকরি স্বেচ্ছা বশ,
 বাসনা বিসর্জি মুক্ত, বিবরভোগে বিরক্ত,
 সঙ্গদিয়া বিসর্জন, বিজনে বিনষ্ট মন,
 বিচরে সানন্দ যারা তারা হৈত ধন্ত !

৪

'আমি'ও'আমার'জ্ঞান জীবের বন্ধনিদান
 তাজিয়া এ ছুটি রঙ্গে ভাসিয়া জ্ঞানতরঙ্গে,
 মানে আর অপমানে মনে মনে সম জানে,
 উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ছয়ে সমচ'থে নিরখিয়ে,
 নিজ হ'তে কর্তা অস্ত্র জানিয়া,আপনি ধন্ত,
 কর্ম্মপরিপাক মত লভিয়া ফল সতত,—
 জগৎকর্তার দত্ত (দাসভাব বা প্রভুত্ব)
 সুখমনে করেন পালন ।

৫

পুরাদি ইষনাত্রয় পরিহারি স্বইচ্ছায়,
 মোক্ষমার্গ নিরীক্ষণ করিয়া, (প্রকৃত মন)
 ভিক্ষালক্ষ সুধা দিয়া দেহযাত্রা সমাপিয়া,
 পরমাত্মে নাম বার পরমজ্যোতিঃ প্রীকার
 অন্তরেতে নিরস্তর নেহারে স্বপ্নভংগ,—
 নিরজনে নিরঞ্জরে

• ২ •

সং বাহানয়, অসত্ ৭ যা নয় ।
নহে সদসং, না হঃ মহৎ,
অণু পরিমাণ— নহে তার মান,
পুরুষ রমণী কিছুই নয় ।

নহে নপুংসক, কিন্তু তাহা হায়
বিশালা বিশ্বের বীজ বলে যায় ;
অনির্কীচা হেনব্রহ্ম উপাসনা করিয়াছে যারা,
একচিত্ত ধন্যগণ্য বিরাজিছে ।

ভবপাশে দূতর বন্ধ আছে
ধনহ'তে স্বতন্ত্র তাহারা ।

অজ্ঞান-কর্দমে স্তনিমগ্ন হার ! সারহীন,
জগজরামৃত-সাম্রাজ্যে তঃখালয় দীন,
অনিভা সংসার-বন্ধ করি দরশন,
জ্ঞান-অসি আঘাতনে করিয়া ছেদন,
পাশমুক্ত করে বিচরণ, ধন্যই তাহারা ।

৮

অনন্তমানস যারা— শাস্ত্ররসে প্লাবিত অন্তর,
অদ্বৈত নিশ্চয়ে মন, অপগত মোহ-তমোবর ;
মধুর স্বভাব, বঁারা ত্যজিয়া বিভব বনবাণী—
তঁাহাদের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রে আয়তন-
অভিলাষী

রাত্রি দিন বিচারনিরত,

আয়জ্ঞান-আশে শিপাসিত

ভবধামে ধন্য তাঁরাইত ।

জনমমাগম আশা বিব সগী—
সে জন সতত করে পরিহার,
হরিনন্দননা ললনা নিরখি*
শব সম মনে জ্ঞান হয় যার,
ছরশ্র বিষয়দল বিষের সমান
বিরাগে বিরক্তচিত্ত করে অন্তমান
মোক্ষভাবে অবস্থিত সেই জ্ঞানীসর
“পরহংস” নামবারী, তার হ'ক্ স্ময় ॥

১০

সকল জগৎ হয় নন্দন, কানন,
কল্পপাদপের সম সন্দ শাখিগণ,
গাঙ্গেয় সলিল জলাশয়ে বারিচর
সকল ক্রিয়াই পুণ্য কাণ্ড পুণ্যময়
প্রাকৃত সংস্কৃত ক্রিয়া সমস্ত বচন
বেদান্ত-বাদের সমু, নিরখে নয়ন
এই যে মেদিনী, পুণ্যার্থী বারাগনী,
জগতের বস্তুজাত বস্তু অবিলাশী,
পূর্ণ হ'লে সাধকের ব্রহ্ম দরশন,
এইমত চিন্তা চিন্তে উপজে তখন ।
পরমহংস শঙ্করাচার্যাবিরচিত
দ্ব্যষ্টক সমাপ্ত ।

কল্পচিদ দীনস্ত ।

—

ভ-শোলন পরিচয় ।

৬ পাঠ । ১ম প্রপাঠক ।

• মণ্ডল বর্ণন ।

বাবশ মাসি বাতীত অপর মণ্ডলগণের কোন উল্লেখ প্রচলিত হিন্দু জ্যোতিষ গ্রন্থে
প্রাপ্যতা সুশিক্ষিত দম্পত্য বিবেচনা করেন যে, হিন্দু জ্যোতির্বিদগণ

ভ-চক্র ব্যতীত ভ-গোলের অপর অংশ পর্যবেক্ষণ করেন নাই। এই নিন্দাবাদ কলঙ্কের কথা বটে। হিন্দু-জ্যোতির্বিদগণের এই কলঙ্ক আচ্ছাদনার্থে মহামতি ত্রেনাও বলেন যে, বেদ-বিহিত ক্রিয়া কলাপের ক্ষণনির্বন্ধে গ্রহগণের গতি পরীক্ষায় রাশিচক্রে হিন্দু-চিত্র সতত নিবিষ্ট থাকিত। প্রাচীন চীন জাতির স্থায় ভ-গোলের অপর ভাগের সুশোভন তারকামালার তালিকা প্রকটনে হিন্দু চিত্র আকৃষ্ট হয় নাই। তাঁহাদিগের দৃষ্টি রাশি নক্ষত্র হইতে বিক্ষিপ্ত হইলে বিনা বাস্তবিক সাহায্যে হিন্দুগণিত শাস্ত্র পর্যবেক্ষণ মূলে সুবিশুদ্ধ ফলপ্রদ হইত না। মহামতি ত্রেনাও পূর্বপক্ষের নিন্দাবাদ স্বীকারে উত্তর পক্ষ সমর্থনে আঁতি বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিয়াছেন মনে হইতে পারে। কিন্তু শিশুমার মণ্ডল, মধ্যমণ্ডল, ব্রহ্মমণ্ডল ত্রিশঙ্কু মণ্ডল, কাল পুরুষ মণ্ডল আদি কয়েকটি অপর মণ্ডল নাম পুরাণাদিহে পরিগণিত হয়। কোন হিন্দু জ্যোতিষ গ্রন্থ হইতে এই সকল মণ্ডলের নাম গৃহীত হইয়া থাকিবে। তবে হিন্দু-জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রায়শঃ বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হইয়াছে, অতরাং প্রচলিত হিন্দু জ্যোতিষগ্রন্থাদিতে মণ্ডলগণের নামের অভাব দৃষ্ট হয় বলিয়া পাশ্চাত্য সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অত্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা সম্ভবত নহে।

ষাটশ রাশি ব্যতীত উত্তর ভ-গোলায় ২১টি ও দক্ষিণ ভ-গোলায় ১২টি মণ্ডল এক ৩৩টি প্রাচীন মণ্ডল নাম পাশ্চাত্য গ্রন্থে লক্ষিত হয়। ইদানিং দিনে মার-কুল-তিলক টাইকো নব নব মণ্ডল নাম স্থষ্টির পথ প্রদর্শন করেন এবং রো বেয়ার বোড প্রভৃতি জ্যোতিষবিদগণ তৎপথাবলম্বী হইয়া ক্রমে ৫৯টি নব মণ্ডল নাম যোগ করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ নব মণ্ডল নাম ব্যবহৃত হয় না। মণ্ডল তালিকায় নব মণ্ডলগুলি তিনটি চিহ্নিত রহিল।

পাশ্চাত্য মণ্ডল তালিকা । (১)

	II.	III.	IV.
১। পরশুমণ্ডল।	২। রক্রমে	১। মিথুন।	১। বনমাজ্জার*
২। ত্রিকোণমণ্ডল।	২। ব্রহ্মমণ্ডল।	২। কালপুরুষ	২। কর্কট রাশি।
৩। মেঘরাশি।	৩। দুর্বারাশি।	৩। শশ মণ্ডল।	৩। শুনকা মণ্ডল।
৪। তিমিমণ্ডল।	৪। ঘট্টিকা মণ্ডল*	৪। কপোত*	৪। একশৃঙ্গী মণ্ডল*

(১) ১২ রাশি ২৮ নক্ষত্র এবং ইলুবনা নক্ষত্র এবং শিশুমার মণ্ডল চিত্র-শিখাপ্ত মণ্ডল ব্রহ্মর্গি মণ্ডল কাল পুরুষ মণ্ডল মৃগবাধ মণ্ডল ত্রিশঙ্কু মণ্ডল এবং তারাগণ মন্যে ক্রম তারা প্রজাপতি তারা ব্রহ্মস্ব তারা অগ্নি তারা ~~শুক্ল~~ তারা অগস্ত্য তারা আপতারা অশ্বৎস তারা এই কয়েকটি হিন্দু নামে প্রচলিত গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অশিষ্ট লোকের কর্তৃত বা অসুবাদিত।

I.	II.	III.	IV.
৫। বজ্রকুণ্ড মণ্ডল।*	৫। স্বর্ণাশ্রমমণ্ডল।*	৫। মৃগবাণ।	৫। ককলাশ্রমমণ্ডল।*
৬। বামীমণ্ডল।	৬। জ্যোতিষমণ্ডল।*	৬। অর্ণবধান।	৬। পতঞ্জলীমীনমণ্ডল।*
		৭। চিত্রপটু।*	
		৮। অত্র।*	
		৯। টেবিল।*	
V.	VI.	VII.	VIII.
১। সিংহশাবকমণ্ডল।*	১। সপ্তর্ষি মণ্ডল।*	১। শিশুমার মণ্ডল।	১। চরকুলেশমণ্ডল।
২। সিংহরাশি।	২। সারমেয়মণ্ডল।*	২। ভূতেশ মণ্ডল।	২। কিরীট মণ্ডল।
৩। হ্রদসর্প মণ্ডল।	৩। করিমুণ্ডমণ্ডল।*	৩। তুলারশি।	৩। সর্প মণ্ডল।*
৪। ষষ্ঠাংশ মণ্ডল।*	৪। কঙ্কারশি।	৪। শাদ্দুল মণ্ডল।	৪। বৃশ্চিকরাশি।
৫। বায়ুযন্ত্র।*	৫। করতল মণ্ডল।	৫। মহিবাসুর মণ্ডল।	৫। মানদণ্ড মণ্ডল।*
	৬। কাংশ্র মণ্ডল।	৬। বৃত্তমণ্ডল।*	৬। দক্ষিণ ত্রিকোণ।*
	৭। ত্রিশঙ্কু মণ্ডল।*	৭। ধূমাট মণ্ডল।*	মণ্ডল
	৮। মক্ষিকা মণ্ডল।*		
IX.	X.	XI.	XII.
১। তক্ষক মণ্ডল।	১। বক মণ্ডল।	১। শেফালি মণ্ডল।	১। কাশ্যপায় মণ্ডল।
২। বীণামণ্ডল।	২। শূগাল মণ্ডল।*	২। গোবা মণ্ডল।*	২। ধ্রুবমাতা মণ্ডল।
৩। সর্পধারী মণ্ডল।	৩। বাণ মণ্ডল।*	৩। পক্ষীরাজ মণ্ডল।	৩। মীনরাশি।
৪। ধনুরাশি।	৪। পঞ্চ মণ্ডল।	৪। অশ্বতর মণ্ডল।	৪। ভাস্কর মণ্ডল।*
৫। দক্ষিণকিরীট।*	৫। শ্রিষ্টা মণ্ডল।	৫। কুম্ভরাশি।	৫। সম্পত্তি মণ্ডল।
৬। দূরবীক্ষণ মণ্ডল।*	৬। মকররাশি।	৬। দক্ষিণমীন মণ্ডল।	৬। হ্রদমণ্ডল।
৭। বেদি মণ্ডল।	৭। অন্নবীক্ষণমণ্ডল।*	৭। সারস মণ্ডল।*	৭। গ্রাব মণ্ডল।*
	৮। হিন্দু মণ্ডল।*	৮। চঞ্চুভূৎ মণ্ডল।*	
	৯। যমুর মণ্ডল।*		
	১০। অষ্টাংশ মণ্ডল।*		

I. ১ম বিধী।

পঞ্চ মণ্ডল Perseus.

তারি চিহ্ন।	তারি নাম।	পাশ্চাত্য	পাশ্চাত্য	স্থলব।	সংখ্যা।	তারি বর্ষ।
১	কুঠারপুট	Alpha.	Merfek.	২°	১০৪৩	
২	সারস	Beta.	Algol.	২°২-৩°৭	২৬৩	বহুদ্রপ

তারি চিহ্ন।	তারি নাম।	পাশ্চাত্য	পাশ্চাত্য	স্থলত্ব।	সংখ্যা।	তারি বর্ণন।
		তারি চিহ্ন।	তারি নাম।			
৩		Gamma.		৩°১	২৫৭	
৪		Epsilon.		৩°১	১২১২	বহুরূপ
৫		Zeta.		৩°১	১২০৭	
৬		Delta.	Capout.	৩°২	১২২২	বহুরূপ
৭	মেথুকা	Rho.	Meduci.	৩°৭	২৫৩	বহুরূপ
৮		Eta.		৪°০	৮৬৩	
৯		Nu.		৪°০	১১৩২	
১০		Omicron.		৪°০	১১৩৮	
১১		Tau.		৪°০	৮৮৫	
১২		Iota.		৪°১	২৬২	
১৩		Theta.		৪°৩	৮২৭	
১৪		Upsilon				
১৫		Phi.				
১৬		Psi.				
M.৩৪		M. 34				তারিান্তবক
		ত্রিকোণ মণ্ডল	Triangulum.			
১		Beta.		৩°১	৬৫৬	
২		Epsilon.		৩°৬	৫৫২	
৩		Gamma.				
		পাশ্চাত্য যেরাশি	Arus.			
১	অমল যোগ তারি অধিনী	Alpha.	Hamal.	২°১	৬৪৮	
২	শিরতাপ	Beta.	Sheratap.	২°৮	৫৭৭	
৩	যোগ তারি ভরণী			৪°৩	৮৭২	
৪	মুপরাশি	Gamma.	Mesar thim.	৪°৩	৫৭২-১৩	প্রথম আবিষ্কৃত
৫		Delta.		৪°৫	২৮৬	যোগ তারি
৬		Mu.				
৭		Epsilon.				

তারা চিহ্ন । তারা নাম । পাশ্চাত্য তারা নাম । হুলাস । সংখ্যা । তারা বর্ণন ।

তারা চিহ্ন । তারা নাম ।

৮		Zeta.		
৯		36.		
১০		Tau.		

মন্তব্য (১) ১১২৪ তারা = অশ্বিনী নক্ষত্র .

(২) ৩৬৩৯ তারা = ভরণী নক্ষত্র (Musca.)

তিমিস্তুল Cetus.

১	মার	Omicron.	Mira.	২'০--৭'০	৭২০
২		Beta.	Dephda.	২'১	১২৩
৩	মীনকেতন	Alpha.	Mencar.	২'৭	৭৪৯
৪		Gamma.	Kaffald-hina.	৩'৬	৩৩২
৫		Eta.	Dheneb.	৩'৬	৩৩২
৬	তিমিস্তুল	Iota.	Dheneb Koitos.	৩'৬	৬২
৭		Tau.		৩'৬	৫৩৬
৮		Theta.		৩'৮	৪২০
৯		Upsilon		৩'৮	৬১৮
১০		Zeta.	Bebukoi tos.	৩'৯	৫৬৫
১১		Delta.		৪'১	৮১১
১২		Pi.		৪'৩	৮৪৭
১৩		Xiz.		৪'৫	৭৬০
			• যজ্ঞকুণ্ড মণ্ডল Fornax.		
১		Alpha.		৩'৮	৯৯৭
২		Beta.			বহুতপ
৩		Nu.			

(ক্রমণঃ)

যোগী কে ?

(Brahmacharin পত্র হইতে

পত্রানুবাদিত)

বঙ্গদেশে বিখ্যাত জটা,

ভদ্র-মাথা অন্ন-ছটা,

সেও যোগী নয় :

পরার্থ-জীবনে যার
আমিষের সুরাসার—
সর্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয় । ১

অথবা মুণ্ডিতমুণ্ড,
শুষ্ক-শুশ্রূষা তুণ্ড,
গেকরা-করোয়া-দণ্ড,
তবু যোগী নয় ;

পরার্থ-জীবনে যার
আমিষের সুরাসার—
সর্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয় । ২

প্রাণায়ামে প্রাণ-অস্ত,
আসন-মুদ্রায় শ্রান্ত,
নয়নে নিমেষ ক্রান্ত,
তবু যোগী নয় ;

পরার্থ-জীবনে যার
আমিষের সুরাসার—
সর্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয় । ৩

বিভূতি দেখায় কত,
ভোজ-ভেকী জানে শত,
করে চিত চমৎকৃত,
তবু যোগী নয় ;

পরার্থ-জীবনে যার
আমিষের সুরাসার—
সর্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয় । ৪

মঠে রাজপূজা যার,
দানে রাজ-ব্যবহার,
শিষ্য রাজা-অমিদার,
তবু যোগী নয় ;

পরার্থ-জীবনে যার
আমিষের সুরাসার—
সর্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয় । ৫

সাধি সদা তীব্র তপ,
দেহ দহি যে মানব
লভে খ্যাতি-স্বতি-স্তব,
সেও যোগী নয় ;

পরার্থ-জীবনে যার
আমিষের সুরাসার—
সর্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয় । ৬

কি দারিদ্র্য কি সম্পদ,
নয়তা কি পরিচ্ছদ,
যথার্থ যোগিত্ব-পদ
কিছুতে না হয় ।

মন-বাক্য-ব্যবহার
শমিত দমিত যার,
যোগ-মার্গে অধিকার,
তাহারি নিশ্চয় । ৭

আমিতের প্রসারার্থ
পরার্থে মিলায়ে স্বার্থ,
লভি যথা পরমার্থ,
প্রেমানন্দভোগী ;

সুখেতে যে অচঞ্চল,
হুঃখেতে যে অবিহ্বল,
শুভাশুভে অবিচল,
সেই বটে যোগী । ৮

তিরকার পুরস্কার,
নিগ্রহাধুগ্রহ আর,
কিছুতে না চিত্ত যার
হৃৎসংবিদ্যোগী

পরার্থ-জীবনে যার

আমিত্বের স্মরণ—

সর্বভূতে একাকার,

সেই বটে যোগী । ৯

মিত যার পানাহার,

মিত কার্য—নিজ্রা আর ;

কায়-মন-বাক্য যার

স্মিত সংঘত,

সত্যস্বরূপেতে আর

আত্মসমর্পণ যার,

“যোগী” অভিধান তার

সত্য স্মরণত । ১০

আত্মা সর্বভূতময়,

সর্বভূত আত্মময়,

আমিত্ব-প্রসারে হয়

যাহার প্রেক্ষণ ;

ব্যষ্টিগত সর্ব আত্মা

সংগৃহিতে পরমাত্মা,

যে পায় এ ব্রহ্ম-বার্ত্তা,

যোগী সেই জন । ১১

সংসার-সংগ্রামে যার

আগত উপসংহার,

শান্তি-ধাম-সমাচার

প্রাপ্ত সেই জন ।

সেচ্ছা-সত্তা নাহি যার,

“প্রভোহে! ইচ্ছা তোমাঃ

পূর্ণ হক্” উক্তি যার,

যোগী সেই জন । ১২

শ্রীঃ:—

সাধকের হরি ।

সাধকের হরি বিষয়ময় । সাধক তাঁহাকে ইচ্ছাময়, জ্ঞানময়, আনন্দময়, প্রেমময়, পরি-শেষে সর্বময় বলিয়াই প্রাণে তৃপ্তি পান, অপারে আনন্দ রসে নিমজ্জিত হন । সাধকের হরি অনলে, অনিলে, সলিলে, মরুতলে, তরু-মূলে, ফুলে, ফলে সর্বত্র । ভক্তিরঙ্গের পূর্ণা-বতার প্রহ্লাদ বলিলেন, “হরি যে কেবল বৈকুণ্ঠে বাস করেন তাহা নহে, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পদার্থেই তাঁহার আধি-ষ্ঠান ।” ক্রোধপ্রজ্বলিত হিরণ্যকশিপু কহি-লেন, “আরে মূর্খ! তোর হরি যদি সর্ব হলেই থাকেন, তবে এই স্কটিকস্তম্ভেও আছেন ।” প্রহ্লাদ বিনয়বানত বদনে উত্তর করিলেন, “জগতের প্রতি পরমাণুতে যাহার চিন্মূর্ত্তি বিরাজিত, সেই হরি এখানে আছেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি ?” প্রহ্লাদের দৃঢ় বিশ্বাস হরি জগন্ময় । বস্তুতঃ ও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া হিরণ্যকশিপু পরিশেষে প্রহ্লাদকে “কুলভূষণ” বলিয়া ছিলেন । হিরণ্য-কশিপু যে একজন ভক্তি ভাবের সাধক নহেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তিনি শত্রুভাবে ভগবৎ প্রাপ্তির উচ্চতম আদর্শ, তাহাতে সন্দেহ নাই । তাঁহাদের হরি প্রাপ্তি শাস্ত্রের অবিসম্বাদীমত । কি কি ভাবে হরি প্রাপ্তি হইতে পারে, তাহা আমরা শাস্ত্র পাঠে অবগত হইতে পারি । “গোপ্যঃ কামাৎ ভরাৎকংসঃ স্বেষাৎ চৈদ্যাদয়োন্পাঃ। সস্বকাঙ্ক্ষয়ঃ স্নেয়াদ্ভূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো !” নারদ মুনিষ্ঠিরকে বলিলেন, গোপীগণ, কাম-ভাবে ভগবানকে ভজন্য করিয়া তৎপদ

প্রাপ্ত হইয়াছে।" কংস ভয়ে ভজনা এবং অচ্যুতদেবিন্দুপতিবন্দ শিশুপাল প্রভৃতি দ্বেষ-ভাবে চিন্তা করিয়া ভগবচ্চরণে স্থানলাভ করিয়াছে। বৃষ্ণিবংশোদ্ভূত ব্যক্তিগণ ভগ-বৎ কৃষ্ণকে আত্মীয় (ভ্রাতৃ পুত্রাদিরূপে) রূপে গ্রহণ করিয়া চরমে তদগতি লাভ করিয়াছে। তোমরা ভগবানকে ভালবাসি-য়াই তাঁহার হইতে পারিয়াছ, আমরা ভক্তি-সাধনা সমাধান করিয়া ভগবানের রূপা-কর্ণিণী লাভে সমর্থ হইয়াছি। গোপীগণ কৃষ্ণকে চাহিত, "কাস্ত" বলিতেই চাহিত। ভ্রাতা, পুত্র বা ভগবদ্ভাবে তাহার কৃষ্ণের ভজনা করে নাই। তাহার "জগদাথ" কৃষ্ণকে "প্রাণনাথ" বলিয়াই অতুল সুখ-মাগরে ভাসিত। কৃষ্ণের উদ্দেশে তাহাদের অনিবেদিত কিছুই ছিল না। মৌকিক সঙ্কীর্ণতার আবরণ বিদূরিত হইলে যে বিশ্ব-ময় নির্মল প্রেম উদ্ভিত হয়, তাহাতে ভগ-বান্কে লজ্জা, ভয়, করিবার অবকাশ থাকে না। গোপীগণ জানিয়াছিল তাহাদের প্রাণেশ্বর ব্রজেশ্বর হরি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব-স্থানে। তাহার যেদিকে চাহিত, সেই দিকেই কৃষ্ণ; কাজেই লজ্জা করিয়া কোথায় লুকাইবে, ভয় করিয়াইবা কোথায় পালা-ইবে! নব্বদা ভক্তিলক্ষণের শেষ লক্ষণ "আত্মনিবেদন" তাহাদের আবির্ভূত হইয়া-ছিল। তাহার, সুখ, দুঃখ, সম্পৎ, বিপৎ, প্রাণ, মন, কুল, মান, সবই কৃষ্ণের উদ্দেশে অর্পণ করিয়াছিল। কৃষ্ণের সুখ দুঃখ ব্যতীত তাহাদের স্বতন্ত্র একটা সুখ-দুঃখ-জ্ঞান ছিল না। তাহাদের জগৎ পাপপ্রিয় কৃষ্ণময় হই-য়াছিল। এই তমস্র ভাবে মিত্রতা, শত্রুতা,

স্নেহ ও নিরবচ্ছিন্ন ভক্তি ইত্যাদি সকল মার্গেরই চরম পরিণতি। কংস ভয়ে ও শিশুপাল হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির দ্বেষভাবে সর্বস্থানে হরিদর্শন করিতেন। কংসের বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই, "আত্মনঃ সংবিশনু-তিষ্ঠনু পর্য্যটনু প্রবদনু পিবনু। চিন্তয়া নো দ্বষীকেশং অপশুং তন্নয়ং ভগৎ।" কংস বসিয়া আছেন, দেখিলেন চতু-র্দিকে কৃষ্ণ, গৃহে প্রবেশ করিতেছেন, গৃহের সর্বস্থানে কৃষ্ণ। দাঁড়াইয়া থাকিয়াও দেখি-লেন সমস্ত স্থানে কৃষ্ণ বিরাজিত। বিচরণ করিতে, বাক্যালাপ করিতে—পান ভোজন করিতে—সর্বদা কৃষ্ণচিন্তা অস্থির উদ্ভিত থাকায় যেন জগৎই কৃষ্ণময় দর্শন করিতে লাগিলেন। এখানে তন্নয়তা পরিস্ফুট ভাব ধারণ করিয়াছে। শিশুপালাদির অন্তঃকরণে সর্বদা হরিনির্ঘাতন বাসনা বলবতী ছিল, তাহার দ্বেষ ভগবান্কে অনবরত চিন্তা করিয়া তন্নয় হইয়াছিল। বৃষ্ণিগণের আত্মীয় জ্ঞান এবং পাণ্ডবের স্নেহ ভগবান্কে বাস্তবিকই বাধ্য করিয়াছিল। পাণ্ডবের আত্মগত্য ভগবান্ আপনার অসঙ্কার স্বরূপ বিবেচনা করি-তেন। পুরাণের পাঠককে এ কথা বলিতে হইবে না। ভক্তিতে নারদ, শুক, শাণ্ডিলা, পুরুনাদ, ধ্রুব ইত্যাদি উজ্জল দৃষ্টান্ত। তাঁহার ভগবান্কে ভগবান্ বলিয়াই ভাবিতেন। সকল সাধকই ভক্ত, কেননা পুত্র ভাবেই হউক, আর শত্রু ভাবেই হউক এবং মহামহিম পর-মেশ্বর মনে করিয়া হউক, সকলেই ভগবানের চিন্তায় একান্ত অহরন্তর হইয়া তন্নয়তা এবং পরিণামে তৎপরতা লাভ হইয়াছিল। সাধ-নার রীতি ভিন্ন হইলেও, পুত্র, শত্রু, একপকার।

জগতের যাবতীয় বস্তুজাত ভগবানের বিকৃতি। পুত্র, মিত্র, শক্র, সকল ভাবেই ভগবানকে ভাবা যাইতে পারে। যে সাধক যে ভাবে ভগবানের উপর আত্মসমর্পণ করেন, ভগবান তাহার সম্মুখে সেই ভাবেই আবিভূত হন। ভগবানের মূর্তি সাধকের ভাব ময়। সাধকের মনে কৃষ্ণ, সম্মুখেও কৃষ্ণ। আবার ভিতরে কালী বাহিরেও তাহাই। সাধক ভগবানকে যেমন পুত্র, মিত্র, শক্র ইত্যাদি রূপে ভাবিতে পারেন, তদ্রূপ শ্বেত, কৃষ্ণ, নীল, রক্ত ইত্যাদি বিবিধ বর্ণে এবং দ্বিহস্ত, চতুর্হস্ত, পশহস্ত, মংগা, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, স্ত্রী, পুরুষ, ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে ভাবিতে পারেন। স্বতন্ত্র ভূষণে স্বেচ্ছামত সাজাইতে পারেন। শ্বেত, নীল, সকলই ভগবানের ক্ষুণ্ণি। সে সমসাগরে অসাম্য তরঙ্গ নাই, শ্বেত, কৃষ্ণ সেখানে একই বস্তু। সাধক ভগবানের জলদনৌল বর্ণ কল্পনা করিলেন, জগতের “নীল” দেখিলেই তিনি ভগবদ্ ভাবে বিভোর হন। নীল জল দেখিতে শাস্তি পান, নীল আকাশে চাতকের মত ভাকাইয়া থাকেন। রাধা কৃষ্ণবিরহিণী হইয়া কতবার যে কত কৃষ্ণবর্ণ মস্তকে হৃদয়ে রাখিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন, পরিশেষে কিছুতেই পুবল পিপাসার তৃপ্তি না হওয়ার স্বয়ংই কৃষ্ণমূর্তি ধারণ করিয়া সখীগণকে রাখাল সাজাইয়াছিলেন। ভাগবতচূড়ামণি উদ্ধব স্বয়ং কৃষ্ণবেশে কালান্তিপাত করিতেন। ভক্তের চক্ষে বিশ্ব ভগবানের মূর্তি অথবা ঐতিম্য। ভক্তি-সাধকের পদ্য পলাশলোচন খুঁজিতে অনেক কণ লালিয়াছে। কিন্তু এখন ভগবানের অগৌম

করণাজলবর ফলের মস্তকে গলিয়া পড়িল, তখন ফল বিশ্বময় ভগবানকে দেখিয়াছিল। আর পদ্মপলাশলোচনের অমূলফানে গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক অরণ্য বাস ক্রান্ত হয় নাই। সাধকের হৃদি, মান, অভিমত, ঘৃণা, লজ্জের বনীভূত ও ক্ষুদ্র নহেন, বিশাল ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী ইচ্ছাময়। ভক্তের পস্থা বড় পরিকৃত। ভক্ত স্বয়ং ভগবানের মতিমামাধুর্গোপরি তৃপ্ত হইয়া বিষয়ী হইলেও সন্ন্যাসী। জ্ঞানমার্গের সাধনা, যম নিয়ম, প্রাণায়াম, বেদবিচার কত কঠোরতা পরিপূর্ণ, স্নানোপাসনে বিদ্যা চাই, বুদ্ধি চাই, আরও কতক দরকার হয়। ভক্তির স্রোত জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল তরই তাঁমাইয়া দেয়, চণ্ডালী ব্যাধ বিচার করে না, প্রাণ গলিলেই মিলিল। বোধবিচার বিষয়-কল্পাতে বাস্তব হইতে হয় না। কেবল সাধকের হরেকে প্রাণ খুলিয়া চিন্তা করা চাই। তাহাতে প্রেমামানন্দ আবিভূত হইবে। জগদ্বস্ত্রভ অমৃত-রস আবাদনে সাধকের ভবপিপাসা শাস্ত হইবে। ভক্তদীর চিনি থাইয়া সেই রাজো রাজত্ব করিতে চাওন ম নিঃসংগে পাইতে ভক্তের বাসনা নাই, তিনি মতিদানন্দসমুদ্রে স্রুপে পাড়বাগ্নি আয় জলিতে চাওন। সাধকপদর রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—“চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি” ভক্তি বাস্তব জ্ঞান বৃথা, আবার জ্ঞানহীনের ভক্তি হইতে পারে না। গাহাকে না চিনি, তাহাকে কি ভাল বাসিতে পারি? যাহার কোনও খবর জ্ঞানি না তাহাকে কি আত্মসমর্পণ করা যাইতে পারে? যে দিকেই কেন যাই না, জ্ঞানি এবং ভক্তি দুই চাই। যে পথের জ্ঞানে পরি-নিষ্ঠা ভক্তির স্রোত সেখানে ফল শু নদীর ছায়। যে পথের ভক্তিতে, পরিনমাপ্তি, সে পথে জ্ঞান যেযান্তরস্থ বিদ্যাতের মত। প্রকাশ এবং অপ্রকাশ দেখিয়া হৃদয় সাধক

দলাদলি করিয়া ফেলেন। সাম্প্রদায়িকতা সাধকের হরি আদর করেন না। তাঁহার নিকট অটল সাম্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। বড় ভক্তি সাধকের জ্ঞান, অগাধ অতলস্পর্শী; যখন ভক্তির জলে দেশ ডুবিয়া গেল, তখন জ্ঞান ভিতরে জলিতে লাগিল। কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া অধ্যায় রাক্ত্যে প্রবেশ করিতে পার না। জ্ঞানপ্রচারক ভগবান্ শঙ্কর যে কতদূর ভক্তিসম্পন্ন ভক্তিসাধক ছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত স্তবগুলির দ্বিই একটা বাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন। জ্ঞানবাদের প্রসিদ্ধ মহামহিম আচার্য্য মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ দর্শনে ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ ভগবদ্ ভক্তির রূপা বলিয়াছেন, জ্ঞানমার্গের অন্ততম গুরু মহামুনি ব্যাসদেব যোগভাষ্যে ভগবদ্ ভক্তির অমুদোদন করিয়াছেন। ভক্তি সম্প্রদায়ের আচার্য্য শাণ্ডিলাও জ্ঞানকে উপেক্ষা করেন নাই, তবে ভক্তির স্রোতে জ্ঞান মার্গ—লুকায়িত থাকে, কিন্তু উভয়েরই আনন্তক আছে, এ কথা তিনি মুহুর্ন্তহঃ বলিতে ভুলেন নাই। ভক্তাচার্য্য শিরোমণি দেবর্ষি নারদ কেবল ভক্তি বিরহিত জ্ঞানের দ্বারা মুক্তির যৌপানে একপদও অগ্রসর হইয়া ছন্দর বলিয়াছেন। ভক্তিরসিক শুকদেব জ্ঞানীর উচ্চতম শিখরে সমাধীন হইতে যোগা। ভাগবতে আছে; “দৃষ্টাহুযাস্ত মুষি-মায়জমপানয়ং দেব্যোহি হি পার্দধূর্ন স্ত্রশ্চ চিত্রং, তদীক্ষা পুঞ্জতি মনো জগদ্বস্তবাস্তি, জীপুং ভিদানতু স্ত্রশ্চ বিবিত্তদৃষ্টেঃ।” একদা ভগবান্ শুকদেব নগ্নাবস্থায় গমন করিতে ছিলেন, তৎপশ্যৎ বস্তু পরিধান করিয়া তৎ-পিতা আচার্য্য ব্যাসদেব তাহার অহুসরণে রত ছিলেন। অপসরাগণ কোনও মরো-বহু উলঙ্গাবস্থায় অলক্ষ্যতা করিতেছিল, তাহারা উলঙ্গ শুকদেবকে দেখিয়া বস্তু পরি-ধান করিল না, কিন্তু বস্তুধারী ব্যাসকে দেখিয়া লজ্জায় নতমুখে বস্তু ধারণ করিল। তখন বিস্মিত ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এক্রূপ করিলে কেন? তাহারা অগ্নান বদনে

উত্তর করিল, শুকদেব যুবা এবং নগ্ন হইলেও জীপুকষ পার্থক্য তাহার মনে আসে না। সে লজ্জা হইতে দূরে অবস্থিত এবং আপনি জীপুকষের ভেদজ্ঞান হৃদয়ে পোষণ করিতে-ছেন, লজ্জাকেও বিদায় দেন নাই।” বাঁহারা জী পূর্বভেদজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়াছে, তাঁহাকে অদ্বৈত ভাবাপন্ন বলা যাইতে পারে, এই উচ্চতম জ্ঞানধনে প্রধান ভক্তেরা ধনী ছিলেন। অনবরত যেখানে ভগবৎচিন্তা, সেখানে অপর জ্ঞানের অবকাশ কই? ভক্তেরা প্রকৃত পক্ষেই অদ্বৈত জ্ঞান সম্পন্ন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে জ্ঞানের বিকাশ হয়, তজ্জন্ত অতজ্জন্ত আমরা গোল বাধাইয়া বসি। প্রকৃত জ্ঞানী প্রকৃত ভক্তকে প্রেমা-লিপ্সন দিয়া থাকেন। সাধকের প্রধান কর্তব্য সম্প্রদায় সিদ্ধ ঘৃণা জিহ্বাসারুজি বিদর্জন দিয়া সার্কজনীন “সাধকের হরি”কে ভজন করে। যেদিন ভক্তিবাদী এবং জ্ঞানবাদী আনন্দে মাতিয়া কোলাকুলি করবে, গলা-গলি হইবে, সেইদিনই প্রকৃত ভক্ত এবং প্রকৃত জ্ঞানীর পরিচয় পাওয়া যাইবে। বিবাদ বিসম্বাদ সাধকের হরি ভাল মনে করেন না। সাধক মাতেই জ্ঞানী হউন, ভক্ত হউন, কর্মী হউন, সকলেরই চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে, এক অপূর্ব সম-রসানন্দে মাতিতে হইবে, সমরস স্রোতে ভাসিতে হইবে। সাধকের হরি! দক্ষ ভারতে আর সম্প্রদায় বিদেববলি জ্বালাইও না। দীন লেখক শ্রীচরণে প্রার্থনা করে, স্মৃতি দেও। হরি! মনের মলা মুছাইয়া দেও, প্রাণের জালা মুছাইয়া দেও, স্মৃতি দেও, ভারতের প্রতি সদয় হও। দয়াময় নাম যে ডুবিতে চলিল! অশান্তি উৎপাতে শান্তি দাও। ভ্রান্তি মুছাইয়া শান্তি দাও!! বিপদে সম্পদে শান্তি দেও!!

শ্রীভারতী—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

হিন্দু-পত্রিকার উপহার।

বাঁহারা ১৩০৮সালের হিন্দু-পত্রিকার মূল্য পূর্বেই পাঠাইয়াছেন, কিম্বা ৩০শে চৈত্রের মধ্যে পাঠাইবেন; তাঁহারা হিন্দু-পত্রিকার বিশেষ উপহার স্বগ্ভাষণোপদ্বা প্রকরণম্। আনা মূল্যে পাইবেন।

হিন্দু-পত্রিকার মূল্য

হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণের মধ্যে বাঁহারা বর্ষমান বর্ষে ৩০শে চৈত্রের মধ্যে ১৩০৮ সালের হিন্দু-পত্রিকার মূল্য না পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের নিকট ১৩০৮ সালের ১ম সংখ্যা ভিঃ পিঃতে পাঠাইব। কারণ বৎসরের প্রথমে মূল্য আদায় করিতে আমাদের কার্যের বিশেষ সুবিধা হয়। কোন কোন গ্রাহক ভিঃ পিঃতে পত্রিকা লইতে আপত্তি করেন, কিন্তু তাঁহাদের আপত্তির কারণ কি জানিনা। কেননা ভিঃ পিঃতে পত্রিকা লইলেও উহা অধিক খরচ হয়, মনিষ্ট্রার করিয়া টাকা পাঠাইলেও নানা অধিক খরচ হইয়া থাকে। কার্যের সুবিধার জগ্জট ভিঃ পিঃতে পত্রিকা পাঠান হয় ইহাতে কাহারও কোন গ্লানির কারণ নাই। গিঃসপিষ্ট এবং অল্প পত্রিকা এইরূপ বৎসরের প্রথমেই ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হইয়া থাকে। যে সা গ্রাহকগণের নিকট ইহাতে ১৩০৮সালের মূল্য ভিঃ পিঃ দ্বারা আদায় করা হইবে। তাঁহারা যদি ইচ্ছা করেন, তাহাই হইলে তাঁহাদিগকেও হিন্দু-পত্রিকার উপহার চারিখানা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণকে নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি স্ব মূল্যে উপহার দেওয়া যাইবে।

- | | |
|--|--|
| ১। আমিত্বের-প্রসার ১০ স্থলে ১০ | ২। শাণ্ডিল্যসূত্র ১২ স্থলে |
| ৩। ৬প্রভাবতীদেবীর কৃত অমলপ্রস্থন ১২ স্থলে—৬০ | ৪। শ্রীযুক্ত বাবু শশি-বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত দার্শনিক নীমাংসা ১২ স্থলে ৬০ |
| | ৩৬০ ২৬০ |

বাঁহারা ৪খানি পুস্তক একসঙ্গে লইবেন, তাঁহারা ২২ টাকা মূল্যে পাইবেন।

ত্রিনিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজার।

বাণ-পত্রাজয় !

শ্রীকানন কাল্লিলাল-প্রণীত দৃশ্যকাব্য। ইণ্ডিয়ান মিরর, হিন্দু-পত্রিকা, হিতবাদী প্রভৃতি পত্র প্রকাশিত ১৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ ৩৬০ আনা। দত্ত গ্রন্থকার-প্রণীত "বৃহসেন-সংহার" পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য। মূল্য ছয় আনা, ভিঃ পিঃতে আট আনা। উভয় পুস্তক একত্র লইলে ভিঃ পিঃতে ৩৬০ আনা।
শ্রীমদলাল সাহা, টুডেটন, লাইব্রারি, বশোহর।

শ্রী শ্রী হরিঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ অর্ধশতাব্দে প্রকাশিত]

হিন্দু-পত্রিকা

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ।
১১দশ সংখ্যা ।

ফাল্গুন

১৩০৭ সাল,
১৮-২২ শকাব্দা

মীমাংসা দর্শনম্ ।

(পূর্ণাঙ্গবৃত্তম্)

রূপাংপ্রায়াং ॥ ১১ ॥

পদপাঠঃ । রূপাং । প্রায়াং ।

বাখ্যা । রূপাং—রূপ অর্থাৎ গুণবাদ-
রূপ পূর্বস্বয়োক্কেহেতুনিবন্ধন । প্রায়াং—
(প্রায়িকং ইত্যর্থ) প্রায়িকত্ব হেতুকণ্ড ।
(“স্তেনংমনঃ” ইত্যাদি স্থলে দৃষ্টবিরোধ
নাই) ।

বঙ্গার্থঃ । “স্তেনংমনঃ” “অনুভবাদিনী
বাক্” এই স্থলে দৃষ্ট বিরোধের শঙ্কা করা
হইয়াছিল, তাহা অমূলক । বস্ত্তঃ গুণবাদ
এখানে বক্তব্য । প্রায়িকত্ব গুণযোগে অনুভ-
বাদিনী বাক্ এই স্থান সমর্থিত হইয়াছে ।
কাজেই দৃষ্টবিরোধ ঘোষ এখানকার যোগা
নহে ।

বিশদবাখ্যা । অর্থবাদবাক্য বিশেষ
হওয়াই চাই । “স্তেনংমনঃ” এই অর্থবাদ
“হস্ত হিরণ্যং ভবতি অথ গৃহ্মতি” এই
বিধির মধ্যে হিরণ্য ধারণ হস্তেই

কর্তব্য, এই তাৎপর্য হিরণ্য প্রশংসা-
আদ্যক হওয়ার, মন স্তেন না হইলেও
তাহাকে স্তেন এবং বাক্ অনুভবাদিনী
না হইলেও তাহাকে মিত্যবাদিনী বলা
হইতেছে । এইরূপ প্রশংসা লোকে সাধা-
রনতঃ দেখিতে পাওয়া যায় । যেমন
“গুরুদেবে কাজ নাই, রাসকে ভোজন
করাইলেই ভাল হইবে” এখানে রাসের
প্রশংসা করিবার জন্ত এই রাস-প্রশংসা
ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে অসংস্পৃষ্ট গুরুদেবের
প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইল । ইহাতে
গুরুদেবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন তাৎপর্য-
বিশীভূত নয়, কেন না, ঐ বাক্যের
দ্বারা রাসের প্রশংসা ব্যতীত রূপের কিছুই
হইতেছে না । আচার্য্যেরা কেহ বলিয়া-
ছেন, হিরণ্য প্রশংসা, কেহ বলেন হস্ত
প্রশংসা । মন স্তেন বাকী মিত্যবাদিনী,
অতএব হিরণ্য ধারণ হস্তেই করা উচিত,
এই ভাবে কেহ ব্যাখ্যা করেন । অপরে
বলেন হিরণ্য গ্রহণই কর্তব্য, মনস্তেন,
হিরণ্যই পবিত্র । এই উভয়বিধ ব্যাখ্যার
মধ্যে পণ্ডিতগণ বিচার পূর্বক মুখ্যপক্ষ

আশ্রয় করিবেন, আমরা বাখ্যাতামাত্র সমালোচক নহি। একের নিন্দা করিলে তাৎপর্য্যতঃ অপরের প্রশংসা হয়, ইহা বাস্তবিক। পূর্বাচার্য্য মীমাংসকগণ বলেন “নহিন্দানিন্দিতুং প্রবর্ত্ততে ইতরচ্চ প্রশংসিতুং।” নিন্দা করায় সেই নিন্দিত বস্তুর প্রকৃত নিন্দনীয়ত্ব বুঝায় না, অপর কোনও বিহিত বস্তুর প্রশংসা বুঝাইয়া দেয়। সেই নিন্দার প্রয়োগ গুণবাদ আশ্রয় করিয়াই করিত হয়। মনস্তেন অর্থাৎ প্রচ্ছন্নরূপ, এই প্রচ্ছন্নরূপতা হস্তে নাই, অতএব হস্ত প্রশস্ত। এখানে মনকে প্রকৃত পক্ষে চৌর্গাঘোষে দোষী বলা উদ্দেশ্য না হইলেও, পরন্তু হস্তকে প্রশংসা করা এই বাক্যের তাৎপর্য্য হইলেও, প্রচ্ছন্নরূপগুণবোগ লক্ষ্য করিয়া হস্ত-প্রশংসার পরিচায়ক স্বরূপ মনকে স্তেয়-কারী বলা হইয়াছে। ঐরূপ বাক্য অন্ত বাদিনী, এখানেও প্রায়িকত্ব গুণ অবলম্বন করিয়া মিথ্যাবাদ দোষ অর্পিত হইয়াছে। প্রায়শঃ বাক্য মিথ্যাবাদিনী ইহা নিশ্চিত। অতএব তাৎপর্য্য বিষয়ে লক্ষ্য করিলে দৃষ্ট বিরোধাদি কিছুই নাই। অর্থবাদের গভীর তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়াই লোকে সহসা বীতশ্রদ্ধ হয়, কিন্তু নিপুণ নয়নে অবলোকন করিলে দেখা যাইবে, বিধির সমর্থন বাস্তব অর্থবাদ আর কিছুই কবে না। অর্থবাদ বিধির ভ্রাত্যবৎ কার্য্য করে। বৈধ পদার্থের উৎকার করিতে সে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তাহাতে অপর অবিহিত বস্তুর নিন্দা করিতে হয়, কিম্বা সেই বৈধ বস্তুর প্রশংসার্থ তাহার গুণ

বাড়াইয়াই বলিতে হয়, বাহ্য হউক না কেন, অর্থবাদ তাহা করিতে বাগ্ন। এই মূর্খ রহস্যটুকু ধারণা করিলে অর্থবাদের অর্থ বুঝিতে বিশেষ গোল হইবে না। তবে অর্থবাদগুণি চিনিতে পারা চাই, বিশেষতঃ অর্থবাদ, এইটুকু মনে রাখিলেই সে কার্য্য সহজ সাধ্য হইয়া টাড়াইবে। অপর যে স্থানে দৃষ্টবিরোধ বলিয়া আপত্তি করা হইয়াছে, তাহাও অকিঞ্চিংকর ইহা জানাইবার জন্য পরসূত্রে তদ্বিষয়ে আলোচনা করা হইতেছে।

দূরভূয়স্ব্যং ॥ ১২ ॥

পদপাঠঃ। দূরভূয়স্ব্যং।

বাখ্যা। দূরভূয়স্ব্যং—দূরবাহুল্য

বশতঃ। (নদদৃশে এই বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত অদর্শন গৌণ। অতএব দৃষ্ট বিরোধ হইল না।)

বঙ্গার্থঃ। বহু দূরতানিবন্ধন অদর্শন বলা হইয়াছে। (বস্তৃতঃ বহু দূরত্ব গুণ বোগে ঐ অদর্শনের অর্থ দর্শনাভাস মাত্র, কাজেই দৃষ্টবিরোধ এ স্থানে প্রয়োজ্য নহে।)

বিশদবাখ্যা। তস্মাৎ ধুমএবঅগ্নে দিবা দদৃশে নার্চিঃ, তস্মাৎ অর্চিরেব অগ্নের্কং দদৃশে নধুমঃ এই বাক্যে পূর্বে প্রত্যক্ষ-বিরোধ মনে করা হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, বেদে আছে দেখা যায় না, কাজেই এ বেদবাক্য অপ্রমাণ, কেননা প্রত্যক্ষ বিকল্প বিষয় ইহার প্রতিপাদ্য। পূর্নবাদীর এই কথাই বর্ত্তমান সূত্রে উত্তর দেওয়া হইতেছে। প্রথমতঃ অর্থবাদ বাক্য কোন্ বিধির প্রশংসা সাব্যস্ত

করা দরকার তাহার পর উহার প্রতি-
পাদ্য বস্তুর আলোচনা করা যায়, নচেৎ
যথা পবিত্রম সৌকার করিতে হয়।
“অগ্নিজ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃসাহা ইতি সায়ঃ
জুহোতি সূর্যো জ্যোতি জ্যোতিঃসূর্যঃসাহা
ইতি প্রোতঃ, এই দুইটা বিধান আছে।
প্রোতঃকালে সূর্য্য মস্ত্রে হোম এবং সারং-
কালে অগ্নিমস্ত্রে হোম করা এই বিধিযুগ-
লের বৌদ্ধব্য বিষয়,। এই বিধির শেষ
পূর্বোক্ত অর্থবাদ। এই বিধির স্মৃতি
করা অর্থবাদের রহস্য। দিনসে অগ্নির
অর্চি দেখা যায় না বলিয়া অগ্নিমন্ত্র
পরিভাগ পূর্বক সূর্য্যমন্ত্র দ্বারা প্রোতঃ-
কালীন হোমসম্পাদন করিতে হইবে এই
রূপে স্মৃতিকরাই অর্থবাদের অস্বস্ত্য।
আমার বাকিতে অর্চিঃ ই দেখিতে পাওয়া
যায় অতএব রাত্রিতে অগ্নি মন্ত্র প্রয়োগ
করিতে হইবে এইরূপে প্রয়োগের উপ-
যুক্ততা অবধারণ করাই অর্থবাদের স্মৃতি বা
প্রশংসা। এখন চিন্তার বিষয় এটুকু
বে অর্চি দেখা যায় না কই? দেখা
যায় ইতি! এ তর্ক স্পষ্ট নহে, কেননা
দেখা যায় না বলিবার উদ্দেশ্য উদ্ভূত।
বহুদূরে পর্ত্তাগ্রে আমরা যেসকল বৃক্ষাদি
দেখিতে পাই তাহাদের দর্শন যে প্রকৃত
তাহা বলিতে পারি না। শতহস্ত দীর্ঘ
বিশাল বৃক্ষ তখন আমার নয়নে ক্ষুদ্রাদপি
ক্ষুদ্র ভূগরূপে দৃশ্যমান। আকার পরিমাণ
রূপাদির অবধারণা শূন্য অসম্পূর্ণ দর্শনকে
দেখা না বলিয়া দর্শনাভাস বলাই যুক্তি
সঙ্গত। এখানে ও তাহাই। বহুদূর
নিবন্ধন **অগ্নিসম্পর্কিত প্রকৃত দর্শন**

নহে। অগ্নির প্রকৃতরূপ তখন অনেক
দূরে অবস্থিত। যদি অর্দর্শন অর্থ দ্ব
বাল্য বশতঃ দর্শনাভাস বলা গেল
তবে আর আপত্তির গতি কি? অর্থ
বাদ নির্দোষ। অতঃ দৃষ্ট বিরোধ পরিহা-
রের জন্ত স্মরণনা করা হইয়াছে যথা।
অপরাধাৎকর্ত্বুশ্চ পুত্র দর্শনম্। ১৩।
পদপাঠঃ। অপরাধাৎ। কর্ত্বুঃ। চ।
পুত্র দর্শনম্।

বাখ্যা। অপরাধাৎ—বাভিচারাদি
অপরাধ জনিত। কর্ত্বুঃ—জননকর্তা অর্থাৎ
উপপতির। চ—ও। পুত্র দর্শনম্—পুত্রদেখা
যাইতেছে। (মতএব অজ্ঞেয় অর্থ জ্ঞেয়ঃ)
বস্তুার্থঃ। রমণীগণের চরিত্র গত বাভি-
চারাদি অপরাধ বশতঃ উপপতিরও পু-
ত্র দেখা যাইতেছে, অতএব পিতৃতত্ত্ব অবিজ্ঞাত
না হইলেও জ্ঞেয় বটে স্মরণাৎ দৃষ্ট-
বিরোধ হইতে পারে না।

বিশদব্যখ্যা ॥ “নচৈতদ্ভিন্নোবয়ঃব্রাহ্মণ্য
বা ব্রাহ্মণ্যাবয়ঃ” এই অর্থবাদ বাক্যে
সূত্রিক বাদী দৃষ্টবিরোধ বুঝিয়া ব্যাকুল
হইয়া ছিলেন। আমরা ব্রাহ্মণিক ব্রাহ্মণ
এ সন্দেহ তাঁহার অস্তঃকরণে অবকাশ
পায় নাই। ব্রাহ্মণ সন্তান ব্রাহ্মণোচিত
বর্ণাশ্রম ধর্ম পরিপালন জন্ত ব্রাহ্মণ গত
বিশেষত লাভ করিবে তাহাতেই ব্রাহ্মণ
বলিয়া দৃঢ় ধারণা থাকিবে। ব্রাহ্মণের
অসাধারণ নিয়ম তাহাকে পালন করিতে
হয় শূদ্রাদি করেনা। ইহাতে সে আপনাকে
নিঃসন্দেহ ব্রাহ্মণ বলিয়া ধরিত্ত করিবে।
প্রেক্ষকারী মহাশয়ের প্রধান যুক্তি এই।
শাস্ত্র প্রবর্তক মহর্ষি দেখিলেন ঐ অর্থবাদ

প্রবরে প্রব্রিয়মাণ জ্ঞাৎ দেবাঃ পিতর ইতি।” অর্থাৎ প্রবরাহুসম্মুগ সময়ে যজমান “দেবাঃ পিতর” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা প্রবরাহুসম্মুগ করিবেন এই বিধির শেষভাগ। এই মন্ত্র দ্বারা প্রবরাহুসম্মুগ করা উচিত, এ বিষয়ে এই অর্থবাদ বাক্য বিধির দৃঢ়তা বিধানের মাহাত্ম্যাকীর্জন করিতেছেন, তাহাতেই বলা হইতেছে “আমরা ব্রাহ্মণ কি অত্রাহ্মণ তাহা জানি না”। একবার তাৎপর্য এই যে যদি ও আমরা অত্রাহ্মণ হই তথাপি এই মন্ত্রে প্রবরাহুসম্মুগ করিলে ব্রাহ্মণত্ব সম্পাদিত হইবে। বিধানের এত দূর সামর্থ্য এ মন্ত্রদ্বারা প্রবরাহুসম্মুগে অত্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হয় অর্থবাদ এই কথা জানাইতেছেন। যদি কেহ বলেন যে একরূপ করিবার দরকার কি? তখন অর্থবাদের চির মিত্র যুক্তি জাল আসিয়া বলিবে, প্রত্যেকেরই জন্মভেদেই। মৃত্যুনিজের জন্ম দোষশূন্য অথবা ব্যভিচারপক্ষকমুক্ত এ বিষয়ে কোনও অত্রাহ্মণ মিত্রান্ত্র স্থির করিতে পারেনা। কেন না তাহার পরীক্ষাকরিবার সময়ের বহুপূর্বে তাহার জন্ম সময়। নিজে নিজ জন্মের নির্ভেদতা প্রমাণ করিতে গেলে প্রত্যেকেরই অন্ধকারে পড়িতে হয়। জীবনের ব্যভিচার একান্ত শূন্য, যজমানের জন্ম তাহার মাতৃভার হইতে অথবা পিতা হইতে এ মন্ত্রেই চিরদিনই আছে, এতই চিরজন্মেই, কাজেই পরমপূজনীয় বেদের আদেশ প্রতিপালন করা সম্ভব। ব্রাহ্মণ উরুমে জন্ম কি না এই সন্দেহে জানি না বলা হইয়াছে। নিজের প্রত্যক্ষমুহূত ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারাদি

দ্বারা পরিষ্কৃত ব্রাহ্মণত্ব নিবেদিতদেশে নহে। পূর্বেপক্ষে যে শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধ দেখান হইয়াছে, তৎপরিহারার্থে পুনর্বার স্মরণচনা করা হইয়াছে, সেইমূত্র—

আকালিকেম্পা ।১৪।

পদপাঠঃ। আকালিকেম্পা।

ব্যাখ্যা। আকালিকেম্পা—অকালের ইচ্ছা, অর্থাৎ যে ইচ্ছা বহুকালপরে কার্যে পরিণত হইতে পারে, অথুনা হইবার নহে। তাদৃশী ইচ্ছাকেই লক্ষ্যকরিয়া “কে তাহা জানে যাহা এলোকে আছে অথবা না আছে” এই বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

বঙ্গার্থঃ ॥ বহুকাল ব্যবহিতা সন্দিক্কা-ইচ্ছা (ঐ বাক্যের প্রতিপাতা)।

বিশদব্যাখ্যা। “কোহিতদ্বেন” ইত্যাদি যে অর্থবাদবাক্যটা শাস্ত্রদৃষ্ট বিরোধের উদ্য হরণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা “দিক্ষুতী কাশানু করোতি” এই প্রাচীনবংশমণ্ডলের দ্বারবিধির শেষভাগ। ঐ ভাগদ্বারা দ্বারবিধির স্তম্ভিকরা দরকার। অর্থবাদের উহাই পরমপ্রয়োজন। দ্বারবিধির প্রত্যক্ষ ফল ধূম ইত্যাদিনির্গমন। এই দ্বারবিধি অকারায়রে স্বর্গসাধক হইতে পারিলেও অর্থবাদবাক্য বলিতেছে যে বহুদিবসাবসানে অনিশ্চিত স্বর্গাদিকে দ্বারবিধির ফল বলা অন্যায়, কারণ তাহা গৌণ অর্থাৎ বিলম্বে প্রাপ্ত। আপাততঃ সুলভফল ধূমনির্গমনই ইহার উদ্দেশ্য। দ্বারবিধির এতাদৃশ মাহাত্ম্য যে নিপকষ্ট অনির্দিষ্ট স্বর্গাদি ফলের প্রত্যাশায় আবদ্ধ রাখেনা, সহজলভ্য ধূমনির্গমনাদি দৃষ্টফলদ্বারা তদ্রূপমণ্ডলের উপকার করে। বহুবর্ষাবসানে আসার এই উপকার পুত্র

• অথবা পৌত্র জন্ম গ্রহণ করিবে, এবং তাহার দ্বারা এবস্থিধ প্রকারে উপকৃত হইব ইত্যাদি বার্তা যেমন বর্তমান পুত্রের উপকারের অপেক্ষায় প্রত্যাশফল নয় বলিয়া অনাশ্বাসের কারণ হয়, তদ্রূপ ভাবিকালীন স্বর্গ ও প্রত্যক্ষ ধূমপাগম ফলের বর্তমানতাসঙ্গে আশ্বাসের বিষয় নহে। (যেখানে প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে সেখানেই অপ্রত্যক্ষ ফলের অনাদর, প্রত্যক্ষফল না থাকিলে অগত্যা অপূর্ণ স্বর্গের আশায় তাকাইয়া থাকিতে হয়।)

অতঃপর ১অ ২পা ৩সূত্রে (তথা ফলা ভাব্যং ইত্যত্র) যে বলা হইয়াছে “শোভতেহস্তমুখং” ইত্যাদি স্থলেও প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ মিথ্যাফল প্রদর্শিত হইয়াছে, অতএব মিথ্যা সমর্থক ঐ অর্থবাদ বাক্য প্রমাণ পদবীতে পদস্থাপন করিতে যোগ্য নয়। এ সূত্রে সেই আপত্তির সমাধান প্রদত্ত হইতেছে।

বিদ্যাপ্রশংসা । ১৫ ॥

পদপাঠঃ। বিদ্যাপ্রশংসা।

বাখ্যা। বিদ্যাপ্রশংসা—বিদ্যার প্রশংসা করাই এখানকার উদ্দেশ্য।

বঙ্গার্থঃ। বিদ্যাপ্রশংসার্বই পাঠফল ঐ রূপে উপভুক্ত করা হইয়াছে। •

বিশদবাখ্যা ॥ যে অধ্যয়ন করিবে তাহার মুখ শোভিত হইবে, একথা কেবল বিদ্যা গ্রহণে প্রশংসা মাত্র। বস্তুতঃ গর্গত্রিরাজ বিধানের শেষ ভাগ “শোভতেহস্তমুখং য এবং বেদ” এই অর্থবাদ বিধির উপকার করিতে পাঠ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া কৈমু-তিক ~~স্বর্গ~~ বিধানের অহুষ্ঠান-

শের প্রশংসাসম্পাদন করিতেছে। বাহ্য পাঠ করিণে পাঠকের মুখ পরিশোভিত হয় তাহার অহুষ্ঠান না জানি কতই সুফল প্রদ এইরূপে স্তুতিনিস্পাদিন অর্থবাদের রহস্য। মুখ শোভাসম্পাদন বিষয়ে যদি বাদী একাত্মই অদীরতা প্রকাশ করেন, তবে তাহার তুষ্টির নিমিত্ত আনাদিগের বলিতে হইবে পাঠক আচাৰ্য্য প্রাপ্ত হইয়া যখন শিষ্য মগ্নীর নিকট প্রতির গভীর রহস্য জ্ঞানের মর্শ্বোদ্বাটন করিতে লাগিবেন তখন চতুর্দিকে উপবিষ্ট শিষ্যবৃন্দ গুরুবদনে নরনয়ুগল সংস্থাপন পূর্বক আচ্ছাদিত সহকারে প্রতি-তষ শ্রবণ করিবে। সেই সময়ের শিষ্য-গণ কর্তৃক আগ্রহ সহকারে দৃষ্ট আচাৰ্য্য-মুখ যে অনির্দ্বন্দ্বীয় শোভা স্নেহের বিকাশ করিতে থাকিবে, তাহা সহদয় মাত্রেয়ই স্বয়ং অহুভূত হইতে পারে। অথবা অধ্যাপনা সময়ে কিম্বা অধ্যয়নকালে রমজ্ঞ পাঠক অথবা বাখ্যাতার অন্তঃকরণে যে পরমানন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে তজ্জনিত অপূর্ণ জ্যোতিতে তৎকালীন তাহার মুখমণ্ডল এক অভিনবশোভার আবিষ্কার করে। যাহা হউক মুখশোভাটা একবারে অসম্ভব নহে। জ্ঞান একটা বাক্য ও পূর্ণপক্ষবাদী বিফলতা প্রদর্শন করিতে বিফল প্রয়াস পাইয়াছেন, যথা “আহস্ত প্রজায়াং বাজৌজায়তে” বেদ পাঠকের বংশানুক্রমে সম্মানসমৃতির ও সাম হইবে। এইটুকু ও আপত্তিকারীর সছ হয় নাই। পুরুষানুক্রমে বাহ্য বিদ্যান হয়, শাস্ত্র চর্চা এবং ধর্মাহুষ্ঠাননিয়ত

হয়, তাহারা সমাজের আদরের সামগ্রী সন্দেহ নাই। বংশক্রমে বেদাধ্যয়ন ও বৈদিকাচার পরিপালন নিয়ম থাকিলে বেদাহুবর্তী আৰ্য্য সমাজে তাহাদের অন্ন-সংস্থান বিশেষ কষ্টকর হয় না। এখানে মনে করা উচিত বেদজ্ঞ পিতার বেদজ্ঞ পুত্রকে লক্ষ্য করিয়াই সম্ভাবনায় বলা হইয়াছে, এতটুকু সাধারণ চিন্তাও যে মতো-দয়ের মনে উদিত হইতে পারে না, তিনি বেদার্থতত্ত্বের বিচার বিচার উপযুক্ত আপত্তি-কারীই বটে। মহর্ষির প্রতিদ্বন্দী সংগ্রহ করিতে এতদূরও অবতরণ করিতে হইয়া থাকে এটুকুই আমাদের বুদ্ধির বহির্ভূত।

অজ্ঞানার্থকা সম্বন্ধে বাদিবর দুই চারিটা উদ্ভ্রমতর্কেই অবতারণা করিয়াছেন। যদি পূর্ণাহুতিতেই সব সফল হইল তবে কিয়া কাণ্ড করিয়া কাজ কি? তাহার আপত্তি উত্তম, শুনিতে ভাল, বুদ্ধিলে কিন্তু কিছুই থাকেনা। মীমাংসাকাৰ্য্য প্রহ্লাত্তরে তাহাকে বলিতেছেন সব শব্দ-টার অর্থটা না বুঝিয়াই যত গোলযোগ হইয়াছে।

সৰ্ব্বত্বং আধিকারিকম্ । ১৬ ।

পদপাঠঃ । সৰ্ব্বত্বং । আধিকারিকং ।

ব্যাখ্যা । সৰ্ব্বত্বং—সকলত্ব । আধিকারিকং—অধিকার বিষয়ে অর্থাৎ প্রস্তুত মাত্র লইয়া, জগতের অগণিত পদার্থ নিচয় তাহার বিষয় হইতে পারে না।

বসার্থঃ । “পূর্ণাহুত্যা সৰ্ব্বান্ কামান্ অবাপ্নোতি” এই স্থলে “সৰ্ব্বত্ব” পদার্থ প্রস্তাবিত বিষয় হইয়াই বুদ্ধিতে হইবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লইয়া নহে।

বিশদব্যাখ্যা ॥ পূর্ণাহুতি দ্বারা সকল ফল পাওয়া সম্ভব হইলে, অবশিষ্টাংশ করিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু অপর্যাপক কার্য্যকলাপের উপদেশ আপনা হইতেই অপ্রমাণ হইয়া দাঁড়াইল। এই চিন্তার বাদিমহাশয় ব্যাকুল হইয়া, অর্থবাদ বাক্যের প্রামাণ্য মানিলে আর আর উপদেশ ব্যর্থ হয় এজন্য উহা অপ্রমাণ বলিয়া বসিয়াছেন। সিদ্ধান্ত পক্ষের কথা এই যে, “পূর্ণাহুতিং জুহুয়াৎ” এই বিবি-বাক্যের শেষাংশ প্রোক্ত অর্থবাদ। পূর্ণাহুতি হইতে সমস্ত ফল হয়, ইহার অর্থ যে কর্ম্মের যে ফল বেদ শাস্ত্রে প্রাপ্তিপাদিত হইয়াছে তৎ তৎ কর্ম্মের পরিমাপান্তরূপ পূর্ণাহুতি দ্বারা সেই উক্ত ফলসমস্তই পাওয়া যায়। কেবল কর্ম্মটা করিলে ফল হয় না, ঐ কার্য্য বিধানানুসারে শেষ করা চাই, পূর্ণাহুতি কর্ম্মই ফলদায়ক, পূর্ণাহুতিই কর্ম্মের পরাকাষ্ঠা, তাহা বাঁকী থাকিলে কার্য্য অসম্পূর্ণ। পূর্ণাহুতি যখন কার্য্য সম্পাদন করিল, তখন সমস্ত ফল পূর্ণাহুতিরই বলা যাইতে পারে। অনেক মনে করিতে পারেন, তবে আগেকার কিছু না করিয়া পূর্ণাহুতিমগ্নে পূর্ণাহুতি দিলেই হইল, তাহারা চিন্তা করিতে অবকাশ পান না যে, কোনও কর্ম্মের পরিমাপান্তরূপ আহুতি বিশেষ পূর্ণাহুতি নামে অভিহিত হয়, পূর্ণাহুতি কর্ম্মটা যদি না থাকিল তবে কিসের কিরূপ পূর্ণাহুতি? যেখানে বাহা অধিকৃত বিষয়, সেখানে তাহার কিছু অবশেষ না থাকিয়া নিঃশেষ হইলে

তাহাকেই “সৰ্ব” শব্দের দ্বারা বলা যাইতে পারে। অথু আমার আবশ্যকীয় ৪০ খানি পুস্তক কিনিতে, হইকো। ঐ চল্লিশ খানি সম্পূর্ণ হইলে আমি বলিতে পারি “সমস্ত পুস্তক কিনিয়াছি।” জগতের যাবতীয় গ্রন্থরাশির তুলনার আমার ৪০ খানি পুস্তক অণুমাত্র হইলেও আমার আবশ্যক লইয়াই আমার “সমস্ত” শব্দের প্রয়োগ। এখানেও তত্ত্বকর্মের সমগ্র ফল “সৰ্ব শব্দের” প্রতিপাদনই বস্তু। দর্শপূর্ণমাসিগায়ী পূর্ণাহুতিদ্বারা জ্যোতি-ষ্টোমের ফল পাওয়া যাইবেনা। দর্শপূর্ণ মাসেরই শাস্তোক্ত সম্পূর্ণ ফল লাভ করা যাইতে পারে। দর্শ পূর্ণমাসীয় ফলের সম্পূর্ণতাই ‘সমস্ত’ শব্দের লক্ষ্য, পূর্ণাহুতি আধানাদি কর্মাদি। যেখানেই (যে কাজেই) পূর্ণাহুতি দেওয়া হউক না কেন উহা কর্মের অন্তিম অঙ্গ বলিতে হইবে, যদি অঙ্গই হইল তবে “ফলবৎসর্গিণাবফলং তদঙ্গং” অর্থাৎ ফলবান্ প্রদান কর্মের সমীপে পঠিত অফল কর্মাদি ঐ পূর্বোক্ত প্রধান কর্মের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয় এই নিয়মানুসারে পূর্ণাহুতির ফলদাতা বৃথা, এইরূপ বিনিশ্চিত হইলে—“দ্রব্যাসংস্কার কর্মস্তু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদ ইতি” এই সূত্রানুসারে পরার্থ অর্থাৎ অঙ্গ কর্মের ফলশ্রুতি অর্থবাদ ইহা অত্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে পূর্ণাহুতি অঙ্গ কর্ম ইহা সর্ব সিদ্ধান্ত। অতএব এখানে পূর্ণাহুতির ফলকে অর্থবাদ বলিতে পারিলেও, পশুবন্ধবাজী সর্বলোক জয় করেন এই বাক্যে পঠিত সর্বলোকা-

ভিঙ্গয় ফল অর্থবাদ বলা যাইবেনা। কারণ উহা অঙ্গ কর্ম নহে, উহার ফলশ্রুতিকে মুখ্য ফলশ্রুতি বলিতেই হইবে, অর্থবাদের জ্ঞায় দৌণফল কল্পনা করা এখানে উচিত হইনা, তাহা হইলে সর্বত্র বিধি বাক্যের ফলমাত্র অর্থবাদই হইয়া দাঁড়ায়, ফল-বিধি উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অতএব এখানে অজ্ঞানার্থক্য দ্বারা হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব পক্ষ বাদীর এই সন্দেহ তর্কের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবার জন্তই মহর্ষি কৈর্মর্মনর বিজয় ভিঙ্গুমে ঘোষিত হইবেছে।

ফলদাতা কর্মনিষ্পত্তেস্তেষাং
লোকবৎ পরিমাণতঃ সারতো
বা ফলবিশেষতঃ স্যাৎ । ১৭ ।

পদগাঠঃ। ফলশ্রু। কর্মনিষ্পত্তেঃ। তেবাত্
লোকবৎ। পরিমাণতঃ। সারতঃ। বা।
ফলবিশেষতঃ। জ্ঞাতঃ।

ব্যাখ্যা। ফলশ্রু-ফলের। কর্মনিষ্পত্তেঃ—
কর্ম হইতে নিষ্পত্তি তর এই জ্ঞাত। তেবাত্-
তাহাদের। লোকবৎ—লোকে যেকপ দেশা
যায় তাদৃশ। পরিমাণতঃ—পরিমাণানুসারে
সারতঃ—ভোগদ্বারানুসারে। বা—(বিকল্প)
অথবা। ফলবিশেষতঃ—বিশিষ্টফল। জ্ঞাতঃ—
হয়।

বঙ্গার্থঃ। ফলের নিষ্পত্তি কর্ম হইতে
হয়, কিন্তু সেই সকল ফলের পরিমাণ-
বাহুল্য অথবা প্রকৃষ্টরূপে ভোগের বিষয়
হওয়া ইত্যাদিরূপ প্রকৃষ্টফল অথু কর্ম দ্বারা
সম্পদিত হয়। পশুবন্ধবাজী দ্বারা সমস্ত
ফল প্রাপ্ত হইলেও তাহা সামান্য রূপে,
ঐ ফল গুণি বিশেষ প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া

অথবা সেই ক্ষই অধিক পরিমাণে পাই
বার জন্ত অত্র কর্ম করিতে হয়, অতএব-
অত্র কর্ম বৃথা হইলনা। লোকে ইহার
দৃষ্টান্তস্বর্গস্থান করিলে এইরূপই দেখিতে
পাওয়া যায়।

বিশদব্যাখ্যা। পশুপদ্বাজী পৃথিবী
অন্তরীক্ষাদি যে কোনও লোক সকলো
জয় করিলেন ইহাতেই তাঁহার সর্বলোক
জয় হইল, কেননা, সমগ্রভাবে কোনও
লোক জয় করিলে তাহাতেই আমাদের
“সর্ব শব্দ” অসুগৃহীত হইল। অত্রকর্ম
দ্বারা, তিনি অবশিষ্ট লোক জয় করিতে
পারেন, কাজেই ইতর কর্মগুলি বিফল
হইলনা। অথবা পশুপদ্ব দ্বারা স্বর্গাদি
যে কোনও লোক জয় করিয়া তাহাতে
দেবৎ পরতন্ত্রসচ্ছন্দভাবে অব্যাহত উপভোগ
হইলনা, তৎকর্ত্ত অত্রকর্ম দ্বারা আবশ্যিক
এক কর্ম দ্বারা সর্গে সুপভোগ হইল, কিন্তু
তাহা স্বর্গ সুখের পরাকাষ্ঠা নহে। ঐ শেষ
সীমায় উপনীত হইবার জন্ত কর্ম্মস্থরের
সেবা করিতে হয়। কোনও স্থানে রাজা
হওয়া আপেক্ষা সেখানকার সর্দেঁসর্দী
সম্রাট হইতে স্বতন্ত্র কর্ম্ম আবশ্যিক। এই
রূপে পরিমাণের প্রসার ও ভোগের
বিস্তার লইয়াই সকল কার্য উপযোগী
হইতে পারে। ফলের দৃঢ়তা সম্পাদনই
এখানকার প্রকৃত উত্তর। লোকে যেরূপ সচ-
রাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও ভূমি
খণ্ড জমা করিয়া লইলে নিজের তাহাতে
একজাতীয় স্বমিহ জন্মে, কিন্তু ঐ ভূমি
খণ্ডকে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে নিজের
করিতে হইলে উহা জয় করা দরকার

হয়, সেইরূপ পৃথিবীতে কোনও কর্ম্ম দ্বারা
আধিপত্য প্রচারিত হইলেও তাহাকে
তদপেক্ষা নিরাপদ করিবার জন্ত অনেক
অত্রকর্ম্ম করা আবশ্যিক হইয়া পড়ে।
কিষ্ণা কোনও রাজা কোনও দেশ জয়
করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অন্তর্গত অনেক
খণ্ডি রাজা স্বাধীন রহিয়াছে তাহাদিগের
বিশেষ কোনও জাতীয় কর্ত্ত্ব অধিকা-
রীর নাই; এখানে এই সমগ্র দেশের
সর্বপ্রধান প্রভুশক্তি লাভ করিবার জন্ত
যেমন তাঁহাকে আরও অনেক কর্ম্ম করিতে
হয়। তদ্রূপ পশুপদ্বাজীর কর্ম্মস্থান
ব্যর্থ নহে, উহা প্রকৃত ফলের পরিমাণ
বৃদ্ধি এবং দৃঢ়তা নিস্পাদন করে; তবে
উহা অস্বাভাবিক বই উপেক্ষণীয় হইতে
পারিল না। যে এই অশ্বমেধ অবগত
আছে তাহারও ব্রহ্মহত্যাপাপ বিদূরিত
হয়। এই স্থলে যে পূর্বপক্ষী মহাশয়
বলিয়াছেন, তাহা হইলে অশ্বমেধ অস্থান
করাটা বেজায় বোকামী। আমরা তাঁহাকে
প্রত্যুত্তরে বলিতে বাধ্য হইব যে, অশ্ব-
মেধ যজ্ঞপ্রকরণ পাঠ করিয়া তাহার
বথার্থত্ব জ্ঞাত হইলে পাঠকের মানস-
পাপবৃত্তি প্রশমিত হইতে পারে। যজ্ঞ-
স্থান করিলে তাহার শরীরপরমাণুর
প্রত্যেকটি পাপের দাগ হইতে নিষ্কৃতি
পাইবে। কথটা আর একটু পরিষ্কার
রূপে বলিতে হইলে বলা উচিত যে মনে মনে
ব্রহ্মহত্যা করিবার প্রয়াস বাসনা ও ব্রহ্ম-
হত্যা পাপ, তবে উহাকে মনোগত পাপ
বলিতে হয়, আর শরীর (হস্তাদি) দ্বারা
সত্যসত্যই ব্রহ্মহত্যা সম্পাদন করা শরীর

ব্রহ্মহত্যা পাপ। এই উভয়বিধ পাপের
 জন্ম উভয়বিধ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা হইয়াছে।
 উভয়ের গুরুত্ব সমান নহে, কাজেই
 সমান প্রতীকার উচিত হইতে পারে না।
 তজ্জন্ম মানস ব্রহ্মহত্যা পাপ মনে মনে
 অশ্রমেণ অবগত হইলে সারিতে পারে
 কেন না, ঐ পবিত্র যজ্ঞের মাহাত্ম্য পাঠে
 অন্তঃকরণ অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হইলে আর
 অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত গড়ায় না। মনে হয়
 আমার সঙ্কল্পিত কার্য একান্ত গুরুতর
 অপরাধ, কেন না তাহার প্রতিকারের
 জন্ম এই একটা প্রকাণ্ড যাগ বিহিত
 হইয়াছে। অতএব এত বড় গুরুতর দোষ
 অনুষ্ঠান করা ভাল নয়। এক্ষেপে নিবৃত্ত
 হইলে তাহা অধায়নের ফল বই আর
 কি বলা যাইতে পারে। আর যজ্ঞানুষ্ঠান
 যে কঠোর নিয়মে করিতে হয়, সেই
 সকল হুঃসাধ্য প্রয়োগ অনুষ্ঠান করিলে
 শারীরিক পাপ উত্তেজনা ও মানসিক
 পাপ প্রবৃত্তি উভয়েরই প্রশমন সংঘটিত
 হয় সুতরাং অনুষ্ঠান করিলে প্রকৃত
 ব্রহ্মহত্যা নিবন্ধন শারীরিক ও মানস
 কলুষ কলঙ্ক দুইই যাইবার কথা।
 মানসিক আন্দোলনে মনঃ প্রবৃত্তিরূপ পাপ
 নিস্তেজ হইতে পারে, কিন্তু শারীরিক
 তাহাতে কুঞ্জিত হয় না। সময়বশে
 মানস প্রবৃত্তি দৌর্দণ্ড শরীর উত্তেজনার
 সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠে, যদি শরীরের
 সংস্কার করা হয় তবে আর শরীর ধর্ম
 উদ্বীর্ণ হয় না, কাজেই নিস্তেজ মনঃ
 প্রবৃত্তিরূপ পাপ আর সহায় অভাবে বৃদ্ধি
 পাইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন পাপের

দ্বিবিধ শক্তি একশক্তি শরীরের প্রত্যেক
 পরমাণুতে স্থগরূপে লাজন উৎপাদন করে,
 অপর শক্তি মনের উপর আধিপত্য
 প্রচার করে, ঐ শক্তি স্বক্ষরূপে বিলীন
 ভাবে থাকে। ব্রহ্মহত্যা অনুষ্ঠান করিলে
 মনে ঐরূপ পাপ শক্তির ক্রিয়া হইল
 অশ্রমেণ অবগত হইলে মনেন কালী
 গুচিয়া যায়, শরীরের পাপ বিদূরিত
 করিতে হইলে অনুষ্ঠান চাই। উভয়
 মতের পার্থক্যটুকু এই যে প্রথম মতের
 মানস পাপ কেবল ইচ্ছা মাত্র, অনুষ্ঠান
 জনিত মনের মলা নহে। দ্বিতীয় মতে
 উহা ইচ্ছা মাত্র নহে অনুষ্ঠান জনিত
 মনে যে পাপ কালিমা পতিত হয় তাহাই
 এতাবৎ পর্য্যন্ত দ্বারা প্রতিপাদিত হইল
 অত্যানর্পক হইতে পারে না।

পূর্বে যে “পৃথিবীতে অগ্নিচয়ন করিবে
 না, স্বর্গে করিবে না, আকাশে করিবে না,
 ইত্যাদি স্থানে অনুপযুক্তের ব্যর্থ নিষেধ
 করা হইয়াছে, অর্থাৎ আকাশে অথবা স্বর্গে
 অগ্নিচয়ন হইতে পারে না সেই অপসক্তের
 প্রতিবেদ কেন? এই আশঙ্কা করা হইয়াছে
 তাহার উত্তরে এখানে বলা যাইতেছে,
 আর ববরঃ প্রাণাহরণঃ ইত্যাদি স্থলে যে
 অনিত্য সংযোগ বলা হইয়াছিল তাহার
 প্রত্যুত্তর এখানে সূত্রে আছে। ঐ উত্তর
 পূর্বেই বেদ প্রামাণ্য পরিচিন্তনে বলা হইয়াছে
 আবার তাহাই স্মরণ করা হইতেছে।

অন্ত্যায়োর্বিথোক্তম্ । ১৮ ।

পদপাঠঃ । অন্ত্যয়োঃ । ১ যথা । উক্তম্ ।

ব্যাপা । অন্ত্যয়োঃ—শেষ দুইটা প্রস্তের ।

যথা—যে রূপ । উক্ত—বলা হইয়াছে ।

বঙ্গার্থঃ । শেষে দুইটি আপত্তির উত্তর আগে বেরূপ দেওয়া হইছে তাহাই এখানে পুনরীর বলা হইল ।

বিশদর্শনা । পূর্ণবীতে অগ্নিচরম করা যায় এ হেতু 'বর্গ রাখিয়া চয়ন করিবার বিধান দ্বারা তাহার নির্দিষ্ট করা হইতেছে । আকাশে করিবে না ইত্যাদি অভ্যন্তঃ মিত্র নিষেধের অনুবাদ অর্থাৎ পুনরুল্লেখ মাত্র । বাহ্য মিত্র, জাহা' বগিলে অনুবাদ করা হয় । ঐ অংশ নিত্যানুবাদ । এখানে এনটি বিষয় অগ্নিচরনের বাক্য । অপরটি ববর শব্দ সম্পন্ন প্রবচনশীল ব্যয়কে বৃক্ষাটবার বাক্য । একটীতে উত্তর স্বত্তি ও অপ্রসঙ্গের নিত্যানুবাদ । অপরটিতে ব্যবহার দশায় নিতা ব্যয়ট প্রতিপাদ্য, অতএব দোষ নাই । অর্থাৎ দর একশ্রেণীর প্রামাণ্য চিন্তা শেষ হইল ।

ক্রমশঃ—

শ্রীকেদারনাথ সাংগাতীপ ।

বৈশেষিক দর্শন ।

প্রথম অধ্যায় । প্রথম আক্ষিক ।

৫ (পূর্ণানুত্তি)

ন দ্রব্যং কার্যং কারণঞ্চ বধাত । ১২

পদব্যাখ্যা । ন—না । দ্রব্যং—সট পটাদি দ্রব্য পদার্থ । কার্যং—সজনিত দ্রব্যাস্তবকে । কারণঞ্চ—সকীয় কারণকেণ । বধতি—নষ্টকরে ।

অনুবাদ । দ্রব্য পদার্থ নিচয় সজনিত দ্রব্যাস্তবকে কিম্বা সকীয় কারণকে নাশ

করে না অর্থাৎ কার্য কারণ ভাবাপন্ন দ্রব্য ঘয়ের মধ্যে বধাতক ভাব নাই ।

তাৎপর্য । উল্লিখিত সূত্রে দ্রব্যের, গুণ ও কর্ম হইতে বৈধর্ম্য দেখান হইতেছে । কোন গুণ সজনিত গুণাস্তরের কিম্বা সকীয় কারণ গুণাস্তরের নাশক হয় পর সূত্রে তাহা দেখান হইবে এবং কর্ম ও সকীয় কার্য উত্তর দেশ সংযোগ হইতে নষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু দ্রব্যে কার্যনাশক কিম্বা কারণনাশক নাই । কপাল দ্বয়ে যে ঘটের আরম্ভক সংযোগ থাকে ঐ সংযোগের নাশ হইলে কিম্বা কপালেব নাশ হইলে ঘট নষ্ট হইয়া যায় তন্তিন্ন কপাল কখনও ঘটকে নষ্ট করে না কিম্বা ঘট ও কপালকে নষ্ট করিতে সমর্থ হয় না । সুতরাং কার্য নাশক কিম্বা কারণনাশক সূত্রের বৈধর্ম্য হইতেছে ॥

উভয়থা গুণাঃ । ১৩ ॥

পদব্যাখ্যা । উভয়থা—উভয় প্রকারে অর্থাৎ কান্যকে নাশ করিতে কিম্বা কারণকেও নাশ করিতে । গুণাঃ—শব্দাদি গুণ পদার্থ সমর্থ হয় ॥

অনুবাদ । গুণ পদার্থের মধ্যে কোনটা কার্যনাশ কোনটীক কারণ হইতে নষ্ট হইয়া থাকে ।

তাৎপর্য । পূর্ণসূত্রে কার্যবধাতু কিম্বা কারণ বধাতু এই উভয়টীকে দ্রব্যের বৈধর্ম্য বলা হইয়াছে । ঐ উভয়টীই যে গুণে আছে, ইহাই এই সূত্রের প্রতিপাত্য । ইতিপূর্বে প্রকাশিত আছে যে এতন্মতে শব্দ সকল উৎপন্ন হবিনাশী । কণ্ঠতাবাদির আঘাত জনিত বর্ণাত্মক শব্দের কিম্বা মৃদঙ্গাদি সমুখিত ধাতাত্মক শব্দের প্রাণেশ্বরে উপস্থিত

হইতে তরঙ্গমালার স্থায় কিম্বা কদম্ব কুসুমের কলিকার স্থায় ঐ সকল শব্দ হইতে চন্দ্রিত্বকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ বহু শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে । এই সমস্ত শব্দরাশির মধ্যে প্রথমোক্তপত্রটি দ্বিতীয়োৎপন্ন শব্দ হইতে এবং দ্বিতীয়টি তৃতীয় হইতে নষ্ট হইয়া যায় এই রূপে উপাত্ত্য শব্দটী অস্তিত্ব শব্দকে জন্মাইয়া তাহার নাশকও হয় যেহেতু অস্তিত্ব শব্দের আর নাশকান্তর নাই । তবেই দেখা যাইতেছে যে প্রথম শব্দটী স্বজনিত দ্বিতীয় শব্দ হইতে নষ্ট হয় এবং চতুর্থ শব্দটী স্বকীয় জনক উপাত্ত্য (অস্তিত্ব শব্দের আবাহিত পূর্ব) শব্দ হইতে হত হইতেছে এ নিবন্ধন গুণে কার্য্য নাশত্ব এবং কারণ নাশত্ব উভয় টাই থাকে ।

কার্য্য বিরোধি কর্ম্ম । ১৪

পদবাখ্যা । কার্য্যবিরোধি—কার্য্য হইয়াছে বিরোধি বাহার এতাদৃশ অর্থাৎ স্বকীয় কার্য্যনাশ । কর্ম্ম—গমনাদি ক্রিয়া ।

অনুবাদ । কর্ম্ম পদার্থ নিচয় স্বকীয় কার্য্যনাশ অর্থাৎ স্বজনিত উত্তর দেশ সংযোগ হইতে ক্রিয়ার নাশ হয় ।

তাৎপর্য্য । পূর্ব্ব সূত্রে গুণে কার্য্যকারণোভয় বিরোধিত্ব আছে দেখান হইয়াছে । সেইরূপ কর্ম্মও উভয়টী আছে কিনা এই সন্দেহ নিরাসের নিমিত্ত এই সূত্রের উল্লেখ হইতেছে । উৎপন্ন ও বিনাশী পদার্থের উৎপত্তির প্রতি ও বিনাশের প্রতি অবশ্য কোন না কোন কারণ আছে অবশ্য স্বীকার করিতে হয় মজুবা সকল সময়ে একটা পদার্থের উৎপত্তি কিম্বা সকল সময়ে তাহার বিনাশ হয় না কেন? ঘটাদিতে প্রথম ক্ষণে

ক্রিয়া অগ্রে বিতীয় ক্ষণে পূর্ব্ব সংযুক্ত দেশের সাহিত্য ঘটের বিভাগ হয় । তৃতীয় ক্ষণে ঐ পূর্ব সংযোগের নাশ হয় । চতুর্থ ক্ষণে উত্তর দেশের সাহিত্য ঘটের সংযোগ জন্মে পরক্ষণে ঘটের ঐ ক্রিয়ার নাশ হয় । এই ন্যায়ের প্রতি ফল বলতঃ ঐ উত্তর দেশ সংযোগকে কারণ বলিতে হইবে যেহেতু ঐ উত্তর দেশ সংযোগ না হওয়া পশ্চাত্ত ক্রিয়া নষ্ট হয় না ঐচ্ছ উত্তর দেশ সংযোগ জন্মিলেই পরক্ষণে ক্রিয়া আর থাকে না সুতরাং অল্প বাতিরেক বৃদ্ধতঃই ক্রিয়াতে স্বজনিত উত্তর দেশ সংযোগ নাশত্ব রহিয়াছে বলিয়া প্রতীত হইবার বাধা নাই ।

ক্রিয়া গুণবৎ সমবায়িকারণ মিস্তি
দ্রব্য লক্ষণম্ । ১৫

পদবাখ্যা । ক্রিয়া গুণবৎ—কর্ম্মের ও গুণের আশ্রয় । সমবায়ী কারণ—কারণের সমবায় সম্বন্ধে আশ্রয় হইয়া যেটা কারণ তাহা—এইটী । দ্রব্যলক্ষণম্—দ্রব্য পদার্থের বোধক লক্ষণ ।

অনুবাদ । কর্ম্ম বিশিষ্ট এবং গুণ বিশিষ্ট যে পদার্থ নিচয় কারণের সমবায় সম্বন্ধে আশ্রয় হইয়া কারণের তাহাদিগকে দ্রব্য বলে । এইটী দ্রব্য পদার্থের লক্ষণ ।

তাৎপর্য্য । শিষ্যদিগের আকাঙ্ক্ষামুরোধে দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম এই তিন পদার্থের সাধন্য বলিয়া ইহাদের লক্ষণ বলিতে আরম্ভ করতঃ প্রথমতঃ দ্রব্য পদার্থের লক্ষণ করিতেছেন । লক্ষণ বলিলে যে চিত্ত দ্বারা পদার্থকে চিনিয়া লওয়া যায় কিম্বা যে ধর্ম্মটী ইত্যরের ব্যাবর্তক হয় তাহা বুঝায় । দ্রব্য লক্ষণে ক্রিয়াবৎ এই অংশ দ্বারা দ্রব্যের চিত্ত দেখান

হইতেছে। ঘটাদিতে ক্রিয়া জন্মিলে প্রত্যক দেখা যায় স্তম্ভরাং ক্রিয়ার আধার বলিয়া দ্রব্যকে চিনিয়া লওয়ার বাধা নাই। যতপি গগনাদি দ্রব্যে কোন ক্রিয়া জন্মে না তথাপি ক্রিয়াবৎ এই শব্দ দ্বারা ক্রিয়াশ্রয় বৃত্তি যে পদার্থ বিভাজক ধর্ম, (দ্রব্যত্ব) তদ্বৎ এই নিষ্কৃষ্টার্থের বোধ হওয়াতে গগনাদি নিষ্ক্রিয় দ্রব্যে লক্ষণের অব্যাপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই যেহেতু ক্রিয়ার আশ্রয়ী ভূত ঘটাদিতে যে পদার্থ বিভাজকী ভূত দ্রব্যত্ব আছে ঐ দ্রব্যত্বৎ হইতে সঙ্কল দ্রব্যই হইয়াছে। অথবা ক্রিয়াজনিত সংযোগবৎ কিম্বা ক্রিয়াজনিত বিভাগবৎ এইরূপই ক্রিয়াবৎ শব্দের নিষ্কৃষ্টার্থঃ। গগনাদি নিষ্ক্রিয় দ্রব্যে ক্রিয়া না থাকিলেও তজ্জনিত ঘটাদি-সংযোগের কিম্বা ঘটাদি বিভাগের গগনাদিতে অসম্ভাব নাই। গুণবৎ এই বিশেষণে ব্যতিরেক দৃষ্টান্তক্রমে দ্রব্যের ইতরের ব্যাবৃত্তি দেখান হইয়াছে অর্থাৎ যে দ্রব্য নয় সে গুণের আশ্রয়ও নয় যেমত গুণ কর্ম সমাগ্র প্রভৃতি। যদিচ উৎপন্ন দ্রব্যে আত্ম ফণে গুণের সম্বন্ধ নাই কারণ, জন্মগুণের জনকী ভূত দ্রব্য একলক্ষণ পূর্বে না থাকিলে তাহাতে গুণের উৎপত্তি হয় না। কার্যের আবাবহিত পূর্ন-ফণে কারণ না থাকিলে কার্য জন্মে না এইটাই কার্য কারণ ভাবের নিয়ম। এমত অবস্থায় গুণবৎ এই লক্ষণ ঘটাদিতে আদ্য ফণে অব্যাপ্ত হইতেছে তথাপি গুণবৎ শব্দ দ্বারা গুণাত্ম্যভাবের বিরোধি যে যে পদার্থ (অর্থাৎ গুণ গুণের প্রাগভাব ও গুণের ধ্বংস) তাহার অগ্রতম বৎ এইরূপ নিষ্কৃষ্টার্থী প্রতিপাদিত হওয়ায় ঘটাদিতে আদ্য-

ফণে গুণাত্ম্য ভাবের বিরোধীভূত গুণ-প্রাগভাব থাকি নিবন্ধন অব্যাপ্তি সম্ভাবনা নাই। অতাস্ত্যভাবের বিরোধী পদার্থ তিনটী প্রতিযোগী তাহার প্রাগভাব এবং প্রতিযোগীর ধ্বংস। যেমত গুণ যেখানে আছে সে স্থলে গুণের অত্যন্ত্যভাব থাকে না সেই-রূপ গুণের প্রাগভাব কিম্বা গুণের ধ্বংস যে স্থানে আছে সে স্থলেও গুণের অত্যন্ত্যভাব থাকে না এই মতটীই এখানে অবলম্বনীয় হই-রাছে। সূত্রে ইতি শব্দের অর্থ ইহার। যেমত কর্মবৎ কিম্বা গুণবৎ এই ছয়ের মধ্যে প্রত্যেকই দ্রব্যের লক্ষণ হইতে পারে সেই-রূপ সমবায়ি কারণ দ্রব্যঃ এই অংশ মাত্রও দ্রব্য লক্ষণ হইলে কোন অব্যাপ্তি কিম্বা অতিব্যাপ্তি হয় না কারণ সমবায়ি কারণত্বটী একমাত্র দ্রব্যে থাকে অত্র কেহ সমবায়ি কারণ হয় না এবং গুণবৎ এই স্থলে সংযোগ-বৎ কিম্বা বিভাগবৎ অথবা পুংকৃত্বৎ এই সমস্তও প্রত্যেক দ্রব্যের লক্ষণ হইতে পারে বৃত্তিতে হইবে।

দ্রব্যশ্রয়ী গুণবান্ সংযোগ বিভাগে-
সু কারণ মনপেক্ষ ইতি গুণ লক্ষ-
ণম্। ১৬

পদব্যাখ্যা। দ্রব্যশ্রয়ী—দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান অর্থাৎ দ্রব্যরূপ আশ্রয়ে অবস্থিত। অগুণবান্—বাহাতে গুণ থাকে না অর্থাৎ দ্রব্যহীন। সংযোগবিভাগে- সংযোগ ও বিভাগ এই গুণধর্মের অতি। অকারণ মনপেক্ষঃ—নিজের উত্তর কালোৎপন্ন ভাবাস্তরকে অপেক্ষা না করিয়া যে কারণ নাশর অর্থাৎ কর্ম পদার্থে নির। ইতি

• এইটী। গুণলক্ষণম্—গুণ পদার্থের লক্ষণ অর্থাৎ পরিচায়ক।

অনুবাদ। দ্রব্যরূপ আশ্রয়ে অবস্থিত অথচ গুণের অনাশ্রয় (অর্থাৎ দ্রব্যভিন্ন) যে পদার্থ নিচয় নিজের উত্তর কালজাত অথ কোন ভাবান্তরকে অপেক্ষা না করিয়া সংযোগ কিম্বা বিভাগের প্রতিকারণ হয় না তাহারী গুণ পদার্থ। এইটী গুণের লক্ষণ।

তাৎপর্য। উদ্দেশ্য সূত্রে দ্রব্যের উদ্দেশ্যনস্তর গুণের এক তদনস্তর কর্মের উদ্দেশ্য করা হইয়াছে এইক্ষণ দ্রব্যাদির লক্ষণ নির্বাচনাবসরেও প্রথমত দ্রব্যের লক্ষণ বলিয়া এই সূত্রে গুণের লক্ষণ বলিতেছেন এবং পরসূত্রে কর্ম পদার্থের লক্ষণ বলাইবে। দ্রব্যশ্রয়ী এই বিশেষণ দ্বারা গুণ সকল যে দ্রব্যেই থাকে অস্ত্র থাকে না এইটী দেখান হইয়াছে। যদিচ সামান্যতঃ প্রতীত হয় যে দ্রব্যশ্রয়ী হইতে দ্রব্যত্ব ক্ষিত্ত্ব প্রভৃতি জাতি পদার্থ হইয়াছে অথচ তাহারী গুণবান্ ও নয় এবং সংযোগ কিম্বা বিভাগের প্রতিও কারণ নহে সূত্রাতঃ দ্রব্যত্বাদি জাতিতে (অলক্ষ্যে) গুণ লক্ষণের গমন হেতুক অতি ব্যাপ্তিরূপ দোষ হইতেছে। তথাপি বিশেষতঃ ইহাই বুদ্ধিতে হইবে যে, যে শ্রেণীস্থ আশ্রিত পদার্থ একমাত্র দ্রব্যেই সমবায় সম্বন্ধে থাকে অত্র থাকে না তাহারী বস্তুতঃ দ্রব্যশ্রয়ী পদ প্রতিপাদ্য। জাতি পদার্থের মধ্যে দ্রব্য ক্ষিত্ত্ব প্রভৃতি এক মাত্র দ্রব্য বৃত্তি হইলেও গুণত্ব কর্মত্বাদি জাতি গুণ কিম্বা কর্মে থাকে বলিয়া জাতি পদার্থান্তর্কতি সকলে দ্রব্যশ্রয়ী নহে; কিন্তু সকল গুণই দ্রব্যে থাকে এজন্য দ্রব্যশ্রয়ী

হইয়াছে। এ স্থলে ইহা বিবেচ্য যে উক্ত প্রকারে দ্রব্যশ্রয়ী পদে গুণকে গ্রহণ করা বাইবে কিন্তু জাতি পদার্থ গ্রাহ্য নহে ইহার অনুভব মাত্র দেখান হইল বস্তুতঃ লক্ষণে নিবেশাবসরে দ্রব্যশ্রয়ী পদে জাতীশ্রয় এট-নিষ্কৃষ্টার্থ লক্ষণামূলক বুদ্ধিতে হইবে জাত্যাধি পদার্থে আর জাতি থাকে না সূত্রাতঃ লক্ষণে পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অগুণ বান্ এই বিশেষণটী দ্বারা দ্রব্যের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে। সাবয়ব দ্রব্য সকল স্ব স্ব অবয়ব রূপ দ্রব্যে অপ্রতিষ্ঠ এজন্য দ্রব্যশ্রয়ী হওয়ায় তাহার ব্যাবৃত্তি করী আবশ্যক। দ্রব্যভিন্ন অথ কেহ গুণবান্ হয় না সূত্রাতঃ গুণবান্ এই শব্দ হইতে গুণবস্তুর এই যোগার্থ মূলক দ্রব্য ভিন্ন এই নিষ্কৃষ্টার্থটী লাভ হইতেছে নতুবা যে অগুণবান্ অর্থাৎ গুণবান্ নয় সেই গুণ এইরূপ ভাবে লক্ষণে প্রবেশ করাই হইলে প্রথমতঃ গুণ পদার্থের জ্ঞান না থাকিলে আর লক্ষণ বাক্য দ্বারা গুণের জ্ঞান হওয়া সম্ভব হয় না এজন্য লক্ষণে আত্মশ্রয় নামক দোষ হয়। যে পদার্থের লক্ষণ করা হয় পূর্বে ঐ পদার্থের জ্ঞানটী না থাকিলে যদি লক্ষণ প্রতিপাদ্য পদার্থের জ্ঞান হওয়া অসম্ভব হয় তবেই লক্ষণটী আত্মশ্রয় দোষে দুষ্ট হইয়াছে বুদ্ধিতে হইবে। স্বকীয় জ্ঞান সাপেক্ষ জ্ঞানকণ্ঠের নাম আত্মশ্রয়। সংযোগ বিভাগেষ কারণ মনোপেক্ষঃ এই অংশদ্বারা কর্মের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে। অথবা কর্ম পদার্থ সকল দ্রব্যশ্রয়ীও বটে এবং অগুণবান্ অর্থাৎ দ্রব্য ভিন্নও হইয়াছে সূত্রাতঃ তাহাতে গুণ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। উক্ত সংযোগ বিভাগেষ কারণ

অন্যপক্ষে এই অংশ লক্ষণে থাকিলে আর কর্মের অতির্যাপ্তি হয় না কারণ ঘটাদি দ্রব্যে ক্রিয়া জন্মিলে তাহা হইতে পূর্ক সংযুক্ত হইলে সর্হিত প্ৰটাদির প্রথমতঃ বিভাগ হয় পরে উত্তর দেশের সহিত ঐ ঘটের পুনঃ সংযোগ ও হইয়া থাকে ঘটের ঐ চপনাদি ক্রিয়া উক্ত ঐ বিভাগ ও সংযোগ জন্মাইতে স্নোত্তর জাত কোন ভাবান্তরকে অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই সমর্থ হয় এ নিবন্ধন কর্ম পদার্থ সংযোগ কিম্বা বিভাগ জন্মাইতে নিরপেক্ষ হইয়া কারণই হইয়াছে অকারণ নহে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে সংযোগ কিম্বা বিভাগের প্রতি যেটা কারণ নয় এমত বুলিলেই কর্ম পদার্থের ব্যাবৃতি হয় তবে লক্ষণে অনপেক্ষ ত্রই অংশ বলিবার তাৎপর্য কি? তাহার উত্তর এই—পূর্ক সংযুক্ত পদার্থ দ্বয়েরই বিভাগ হয় এবং বিভক্ত পদার্থ দ্বয়েরই পুনর্কর সংযোগ হইয়া থাকে এজন্ত বিভাগের প্রতি পূর্ক সংযোগের এবং উত্তর সংযোগের প্রতি পূর্ক বিভাগের কারণতা আছে স্বীকার করিতে হয় কিন্তু ঐ সংযোগ ও বিভাগ স্নোত্তর জাত ক্রিয়ার সাহায্য বাজীত বিভাগ ও সংযোগ জননে লক্ষণ নহে সুকুরাৎ অনপেক্ষ শব্দদ্বারা একমাত্র কর্মেরই ব্যাবৃতি হইয়াছে সংযোগ ও বিভাগরূপ গুণে লক্ষণ গমনের বাধা হয় নাই। নতুবা সংযোগ ও বিভাগের অকারণ নয় বিধায় বিভাগে ও সংযোগে লক্ষণের অব্যাপ্তি হইত। বস্তুতঃ সংযোগ বিভাগেই কারণ অনপেক্ষ: এই অংশের, কর্ম পদার্থ ভিন্ন এই নিষ্কৃষ্টার্থে তাৎপর্য বর্ণিত হইবে। তাহা হইলে সূত্রের নিষ্কৃষ্টার্থ এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে,

যেদমন্ত পদার্থ দ্রব্য ও কর্ম ভিন্ন হইয়া জাতের আশ্রয় হয়, তাহাদিগকে গুণ বলে। অতএব সংযোগ বিভাগ কর্ম অধর্ম প্রভৃতি কোন গুণেরই অসংগ্রহ নাই এবং দ্রব্যে কিম্বা কর্মাদিতে ও লক্ষণের অতিব্যাপ্তি (অলক্ষ্য সংগ্রহরূপ দোষ) নাই।

একদ্রব্য মগুণং সংযোগ বিভাগে-
যনপেক্ষ কারণমিতি কর্মলক্ষণম্ ॥

১৭।

পদবান্য। একদ্রব্যং—একটা মাত্র দ্রব্য হইয়াছে আশ্রয় বাহার অর্থাৎ বাহার প্রত্যেকে এক-একটা মাত্র দ্রব্যে আশ্রিত। অগুণ—যাহাতে গুণ নাই অর্থাৎ গুণপদার্থের অনাশ্রয়। সংযোগ বিভাগে অনপেক্ষ কারণঃ—নিজের উত্তর কালোৎপন্ন কোন ভাবান্তরকে অপেক্ষা না করিয়া বাহার সংযোগ ও বিভাগ জন্মাইতে সমর্থ হয়। ইতি—এইটী। কর্মলক্ষণং—পূর্কোদ্দিষ্ট কর্ম পদার্থের লক্ষণ।

অনুবাদ। যে পদার্থ নিচয়ের প্রত্যেকে একাধিক দ্রব্যে থাকে না অর্থাৎ এক একটা মাত্র দ্রব্যে অবস্থান করে ও যাহাতে গুণ থাকে না অর্থাৎ বাহার দ্রব্য ভিন্ন এবং বাহার প্রত্যেকে নিজের উত্তর কালোৎপন্ন কোন ভাবান্তরের সহায়তা ব্যতিরেকেই সংযোগ ও বিভাগকে জন্মাইতে সমর্থ হয় তাহারা কর্ম পদার্থ। এইটী কর্মের লক্ষণ।

তাৎপর্য। উদ্দেশ্য সূত্রের ক্রম অবলম্বন করিয়া গুণ লক্ষণের পর কর্মের লক্ষণ বলা হইতেছে। গুণের মধ্যে সংযোগ ও বিভাগ

• প্রত্যেকে একে থাকে না ছুইটী দ্রব্য থাকে আর দ্বিত্ব, ত্রিত্ব প্রভৃতি সংখ্যাও ক্রমাঙ্করে ছুইটী দ্রব্য তিনটী দ্রব্য প্রভৃতিতে থাকে এবং ষটাদি সাধারণ দ্রব্য ও অবয়বদ্বয়ে কিম্বা অবয়ব তরাদিতে অবস্থিত একজ্ঞ দ্রব্যকে কিম্বা গুণকে এক দ্রব্য বলা যায় না কিন্তু কর্ম পদার্থ সকল প্রত্যেকে এক একটী সত্ত্ব দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। ষটের চলন ক্রিয়া কদাচ গটে—থাকে না কিম্বা গটের পরিচালনও মঠাশ্রিত নহে সুতরাং কর্মকে এক দ্রব্য বলাতে হইবে। একাধিক দ্রব্যাপ্রতি পদার্থে না থাকে অথচ সত্ত্বর সাক্ষাৎ ব্যাপা যোগ্যতাই তদ্বৎই এক দ্রব্যত্ব এইটী ফলিতাথঃ। পূর্বে প্রকাশ আছে যে সত্ত্বা নামক জাতি দ্রব্যগুণ ও কর্ম এই পদার্থ ত্রয়ে থাকে। দ্রব্যত্ব গুণত্ব ও কর্মত্ব নামক জাতি ত্রয়ের প্রত্যেকই ঐ সত্ত্বার সাক্ষাৎ ব্যাপা (সত্ত্বার একাধিকরণে বৃদ্ধি অর্থাৎ তাহা অপেক্ষা অল্প স্থানে স্থায়ি হইয়া তাদৃশ অল্পস্থান স্থায়ি জাত্যন্তর হইতে অল্পস্থান স্থায়ি না হয় এমত) জাতি হইয়াছে। ঐ দ্রব্যত্বাদি জাতি ত্রয়ের মধ্যে একমাত্র কর্মত্বই একাধিক দ্রব্যাপ্রতি পদার্থে অবৃত্তি হয় অর্থাৎ উক্ত দ্রব্যাপ্রতি পদার্থে থাকে না এ নিমিত্ত ঐ কর্মত্বকে আদান করিয়া কর্মে লক্ষণের সম-ন্বয় করিতে হইবে। দর্শিত ব্রীতানুসারে অগুণ শব্দেরও গুণবস্তির বৃদ্ধি গুণাবৃত্তি জাতিমত্ব এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে গুণব-স্তির অর্থাৎ গুণশূন্য-কর্ম পদার্থে, কর্মত্ব জাতি বৃত্তি হইয়া গুণেও অবৃত্তি (অনবস্থিত) হইয়াছে সুতরাং ঐ কর্মত্ব জাতি দ্বারা কর্মে লক্ষণ সমন্বয়ের বাধা নাই। সংযোগ বিভা-

গের অনপেক্ষ কারণ এই কক্ষের তৃতীয় লক্ষণ। ক্রিয়া স্বাশ্রয়ে পূর্বেদেশ বিভাগ এবং উক্তর দেশ সংযোগ জন্মাইতে সমবায়ি কারণ—দ্রব্যকাল, অদৃষ্ট ঐশ্বর্য প্রভৃতি কারণান্তরকে অপেক্ষা করিলেও সত্ত্বের কালোৎপন্ন কোন ভাবান্তরকে অপেক্ষা করে না অর্থাৎ সংযোগ বিভাগের সমবায়ি কারণত্বত্ব দ্রব্য, কাল অদৃষ্ট ঐশ্বরে প্রভৃতি কারণান্তরের মধ্যে কেহই ক্রিয়ার উক্তর কালোৎপন্ন নয় একজ্ঞ কর্মে লক্ষণের সমন্বয় হইতেছে।

দ্রব্যগুণ কর্ম্মাণাং দ্রব্যং কারণং
সামান্যং । ১৮

পদব্যাখ্যা। দ্রব্যগুণ কর্ম্মাণাং দ্রব্যগুণ ও কর্ম্মের প্রতি। দ্রব্যং—দ্রব্যপদার্থই। কারণং—সমবায়িকারণ। সামান্যং—সমান অর্থাৎ এক।

অনুবাদ। দ্রব্য বে সমবায়ি কারণ হয় তাহা দ্রব্যগুণ কিম্বা কর্ম এই তিনের প্রতিই সমান অর্থাৎ একমাত্র দ্রব্য দ্রব্যান্তর গুণ ও কর্ম এই পদার্থ ত্রয়ের প্রতি সম-বায়িকারণ হয়।

তাৎপর্য। সমান শব্দের উক্ত স্বার্থে তদ্বিত্ত প্রত্যয় করিয়া স্ত্রত্বং সামান্য শব্দ নিম্পন্ন হওয়ার উহা তুল্যার্থবাচী হইয়াছে। দ্রব্যগুণ ও কর্ম এই তিনেরই দ্রব্যরূপ-সম-বায়িকারণগত সাম্য আছে। সাধারণ দ্রব্যের প্রতি যেমত তদীয় অবয়বাত্মক দ্রব্য সমবায়ি কারণ হয়। সেই প্রকার জ্ঞ গুণের এবং কর্ম পদার্থ নামের প্রতিও তাহাদের আশ্রয় স্বরূপ দ্রব্যই সমবায়ি কারণ হইয়া থাকে। ষটীয়

অবয়ব কপালধ্বয়, যেখান ঘণ্টের প্রতি সম-
 বায়ি কারণ, সেইরূপ কপালে উৎপন্ন রূপাদি
 গুণ ও চলনাদি ক্রিয়ারও সমবায়িকারণ।
 সূত্রঃ বুঝাইতেছে যেদ্বারূপ সমবায়ি
 কারণ জন্তুতী দ্রব্যাদি পদার্থ ত্রয়ের সাধর্ম্যা
 বলা হইল। যদিচ নিত্য দ্রব্যে কিম্বা নিত্য-
 গুণে দ্রব্য-জন্তুত নাই তথাপি দ্রব্য জনিত
 পদার্থে থাকে এমত যে পদার্থ বিজাজক ধর্ম
 (অর্থাৎ দ্রব্য কিম্বা কর্ম) তদাশ্রয়
 স্বরূপ তাৎপর্য বিষয়ীভূত ধর্মকে দ্রব্যাদি
 পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্যা বলাতে কোন দোষের
 সম্ভাবনা নাই কেন না তাদৃশ ধর্ম হইতে
 দ্রব্য গুণ ও কর্মত প্ৰত্যেকই হইয়াছে,
 এবং সকল দ্রব্যে সমস্ত গুণ ও বাবতীয়
 কর্ম পদার্থে উক্ত ধর্ম ত্রয়ের কোননাকোনটা
 অবশ্যই রহিয়াছে।

তথ্যিগুণঃ । ১৯

পদব্যাখ্যা। তথা—সেইরূপ। গুণঃ—
 গুণ পদার্থ।

অনুবাদ। দ্রব্যের আর গুণ ও দ্রব্যগুণ
 ও কর্ম এই তিনের প্রতি কারণ হয়।

তাৎপর্য। দ্রব্যগুণ ও কর্ম এই পদার্থ
 ত্রয়ে যেসমত দ্রব্য জন্তুত আছে তদ্রূপ
 গুণজন্তুতও আছে তদেবিনা উক্ত
 দ্রব্যাদি ত্রয়ের প্রতি দ্রব্য সমবায়ি
 কারণ হয় আর গুণ অসমবায়ি কারণ
 এই পার্থক্য। বাহাতে স্তমবায় সম্বন্ধে কার্গী
 থাকে তাহার নাম সমবায়িকারণ এবং ঐ
 সমবায়ি কারণে থাকিয়া কার্গের জনক অণচ
 বাহার নাশে কার্গীও নষ্ট হয় সেই অসম-
 বায়ি কারণ; অবয়ব দিগের সংযোগ হইতেই
 অবয়বী জন্মে। কপালধ্বয়ের সংযোগ ব্যতীত

ঘটজন্মে না—এজন্তু ঘটায়ক দ্রব্যের প্রতি
 কপালধ্বয়ের সংযোগ স্বরূপ গুণকে অবশ্য
 কারণ বলিতে হইবে। এই প্রকার অবয়বীর
 রূপরসাদি গুণ যে অবয়বের রূপরসাদি জনিত
 তাহা অননুভূত নহে। এবং ইহাও অবশ্য
 স্বীকার্য যে বায়ু প্রভৃতির অভিঘাতাদি
 বশতঃই বৃক্ষে শাখা পল্লবদির সঞ্চালন ক্রিয়া
 জন্মিয়া থাকে ঐ অভিঘাতাদি সংযোগরূপ
 গুণবিশেষ ব্যতীত অত কিছু নয়। পূর্ক
 স্ত্রোক্তবৎ এস্থলেও গুণার্থিকা সমবায়ি
 কারণ জন্তুত অর্থাৎ গুণজন্তু বৃত্তি পদার্থ
 বিভাজক ধর্মবস্তুকে দ্রব্যাদি পদার্থ ত্রয়ের
 সাধর্ম্যাস্তর বলা হইতেছে বুঝিতে হইবে।

সংযোগ বিভাগ বেগানাং কর্ম
 সমানম্ । ২০

পদব্যাখ্যা। সংযোগ বিভাগ বেগানাং—
 সংযোগবিভাগ এবং বেগাখা সংস্কার এই গুণ
 ত্রয়ের প্রতি। কর্ম—গমনাদি ক্রিয়াপদার্থ।
 সমানম্—এক। এ স্থলে কারণ পদের পূরণ
 করিয়া অথবা পূর্ক হইতে অনুবঙ্গ লইয়া
 অন্তর করিতে হইবে।

অনুবাদ। এক কর্ম সংযোগ বিভাগ
 ও বেগ এই গুণত্রয়ের পতিকারণ।

তাৎপর্য। দ্রব্য কিম্বা গুণের আর
 কর্মেরও অনেক কার্যকারিত্ব আছে ইহাই
 এ স্থলে প্রতিপাদ্য। ধূস্রাণধারী পুষ্কব
 শর নিক্ষেপ করিলে শরের যে চলন ক্রিয়া
 জন্মে ঐ চলনক্রিয়া হইতে ধূসর সহিত শরের
 বিভাগ হয় এবং শরের সহিত উত্তর দেশের
 সংযোগ জন্মে আর ঐ শরে বেগও জন্মিয়া
 থাকে সূত্রঃ বুঝাইতেছে যে বেগের এক

চলনক্রিয়া বিভাগ সংযোগ ওবেগ এই গুণ
জর স্বরূপ অনেক কার্য জন্মায়।

নদ্রব্য্যাণাং কৰ্ম্ম । ২১০

পদব্যাখ্যা। ন—নয়। দ্রব্য্যাণাং—দ্রব্যের
প্রতি। কৰ্ম্ম—উৎক্ষেপনাদি ক্রিয়া (কারণ
পদের পূরণ অথবা অল্পবহু বৃত্তিতে হইবে।)

অনুবাদ। দ্রব্যের প্রতি কৰ্ম্মের কারণতা
নাই। অর্থাৎ উৎক্ষেপনাদি কৰ্ম্ম পদার্থ
কোন দ্রব্যেরই কারণ হয় না।

তাৎপর্য। পূর্ন সূত্রে কৰ্ম্ম পদার্থকে
সংযোগ বিভাগ ওবেগ এই গুণত্রয়ের প্রতি
কারণ বলা হইয়াছে কিন্তু দেখা যায় দ্রব্যের
উৎপত্তিতেও কৰ্ম্মের উপযোগিতা আছে।
ঘট প্রস্তুত করিবার সময়ে কপালদ্বয়কে
সংযুক্ত করিতে তাহাদের পরস্পর নৈকট্যের
সম্পাদক যে সঞ্চালন ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়
ঐ ক্রিয়া ব্যতীত ঘটাবস্তক সংযোগ (অর্থাৎ
কপালদ্বয়ের সংযোগ) না জন্মাতো ঘট জন্মিতে
পারে না এ নিবন্ধন ঘটাস্বক দ্রব্যের প্রতি
কপালদ্বয়ের সংযোগ-সম্পাদক ঐ চলন
ক্রিয়াকে কারণ বলা উচিত তবে সংযোগ
প্রভৃতি গুণ ত্রয়ের স্তার দ্রব্যের প্রতিও
কৰ্ম্মকে কারণ বলিলেন না কেন? এতাদৃশ
প্রশ্নমূলক “নদ্রব্য্যাণাং কৰ্ম্ম” এই সূত্রের
উল্লেখ হইয়াছে। বস্তুতঃ দ্রব্যের প্রতি
কৰ্ম্মের কারণতা নাই ইহাই এ স্থলে প্রতি-
পাদ্য। এতৎ পক্ষে যুক্তাদি পর সূত্রে
প্রকাশিত হইবে।

ব্যতিরেকাৎ । ২২

পদব্যাখ্যা। ব্যতিরেকাৎ—ব্যতিরেক
অর্থাৎ নিবৃত্তি নিবন্ধন।

অনুবাদ। দ্রব্যোৎপত্তি সময়ে কৰ্ম্মের
নিবৃত্তি (বিনাশ) এ নিবন্ধন কৰ্ম্মকে দ্রব্যের
প্রতি কারণ বলা যায় না।

তাৎপর্য। সাধারণ দ্রব্যের উৎপত্তিতে
অবয়বের সংযোগ জনকীভূত ক্রিয়ার উপ-
যোগিতা থাকে। অর্থাৎ কৰ্ম্ম যে দ্রব্যের কারণ
নয় তৎপক্ষে হেতু কি? এই আপত্তির নির-
সার্থ “ব্যতিরেকাৎ” এই সূত্র দ্বারা কৰ্ম্মের
নিবৃত্তিকে অর্থাৎ দ্রব্যোৎপত্তি পর্যন্ত কৰ্ম্মের
অস্বাভাব্য অকারণত্বের হেতু বলিয়া নির্দেশ
করা হইতেছে। কপাল দ্বয়ের ক্রিয়া তাহা-
দের পরস্পর সংযোগ জন্মাইয়া ঘটোৎপত্তি
ক্ষেপে বিনষ্ট হইয়া যায় (যেহেতু সর্বত্র উভয়
দেশ সংযোগই কৰ্ম্মের নাশক) তাই কার্য-
ক্ষেপে থাকেনা বলিয়া অবয়বের ক্রিয়া অবয়-
বের প্রতি কারণ হইতে পারে না। এস্থলে
ইহা বিবেচ্য যে কার্য্যাধিকরণে কারিণের
অবস্থিতি সম্পর্কে সততঃ দেখা যায়। এক-
মতে পূর্নক্ষেপে থাকিয়া কার্য্যক্ষেপ পর্যন্ত
কারিণের থাকে। অন্যমতে কার্যোৎপত্তি-
ক্ষেপে না থাকিলেও চলে অস্বাভাবিত পূর্নক্ষেপে
থাকিয়াই কার্য্য জন্মাইতে কারিণের সাধারণ
আছে এই উভয় মতের মধ্যে পূর্নমত অব-
লম্বন করিলে দ্রব্যোৎপত্তি সময়ে কৰ্ম্মের
ব্যতিরেক তাহার অকারণত্বের হেতু হইতে
পারে কিন্তু পরমতে ঘটোৎপত্তির পূর্নক্ষেপ
পর্যন্ত স্থায়-অবয়বকৰ্ম্মের কাষণতার ব্যাধি
হয়কৈ? সতবিশেষ অবলম্বন করিয়া উক্ত
কারণত্বের খণ্ডন করিলে তাহাতে বাদীর
নিরাস হয় না এজন্য পরমতেও উক্ত ব্যতি-
রেক কৰ্ম্মের দ্রব্যাকারণত্ব হেতু হইতেছে
দেখাইতে হইবে মহাপট স্নান জ্ঞানিত পণ্ড

পটই তাহার দৃষ্টান্তহল। অবয়বের প্রতি
 অবয়বের ক্রিয়াকে কারণ বলিতে হইলে
 (পূর্বোক্ত মতদ্বয়ের পর মতেও) সর্বত্র
 সাবয়ব পরার্থোৎপত্তির পূর্বক্ষেপে তাহার
 অবয়বে আরম্ভক সংযোগঃস্বকুল ক্রিয়া থাকা
 চাই। কিন্তু একখানা লঘায়মান বস্তুকে
 খণ্ড করিয়া তাহা হইতে ক্ষুদ্র বস্তু প্রস্তুত
 করিলে ঐ ক্ষুদ্র গাটের আরম্ভকৌতৃত-তত্ত্ব
 সত্ত্বতি সংযোগের অস্বকুল কোন ক্রিয়া ঐ
 খণ্ড বস্তুসংপত্তির পূর্বক্ষেপে বাস্তবিক পক্ষে
 থাকে না সত্ত্বতাং কর্মের বাস্তবিক অর্থাৎ
 অভাবই, দ্রব্যাকারণে হেতু হইতেছে।
 বস্তুতঃ যেটা কারণের কারণ তাহাতে জন-
 ফল স্বীকার নাই। কালিদাস রচিত পুস্তকে
 কালিদাসের পিতা যে কারণ নহে তাহা বোধ
 হয় কেহই অস্বীকার করিবেননা। কারণেৎ-
 পত্তিতে জনকের জনককে (নিশ্চয়োজনবিধার)
 অস্বকুলিঙ্গ বলা হয়। অত্র দ্রব্যহসেও
 জনকৌতৃত অবয়ব সংযোগের জনক বিধার
 কর্ম দ্রব্যের প্রতি অস্বকুলিঙ্গ সিদ্ধ অর্থাৎ কর্ম
 জনিত অবয়ব সংযোগ হইতেই দ্রব্যোৎ-
 পত্তি সত্ত্বাবনা হওয়ার কর্মকে কারণ বলি-
 মার কোনই প্রয়োজন থাকে না।

ক্রমশঃ

অথর্কবেদীয়া

মুণ্ডকোপনিষৎ ।

প্রথমমুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

(মূলম্)

৩। ব্রহ্মদেবানাম্ প্রথমঃ সঘভূব

বিষত্ব কর্তা দুবনস্ত গোপ্তা।

স ব্রহ্ম বিত্তাং সর্কবিত্তাপ্রতিষ্ঠা

মগর্কীয় জ্যোষ্ঠ পূত্রায় প্রোহ ॥ ১

অথর্কয়ে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা—

থর্কীতাং পুরোবাচাদিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।

স তারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রোহ

ভারদ্বাজোহঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥ ২

শৌনকো হবৈ মহাশালোহঙ্গিরসং

বিধিবহুপসরঃ পপ্রচ্ছ ।

কস্মিন্ন ভগবো বিজ্ঞাত্তে

সর্কমিদং বিজ্ঞাত্তং ভবতীতি ॥ ৩

তস্মৈ স হোবাচ। দে বিদ্যে

বেদিতব্য ইতি হস্বদ্যৎ

ব্রহ্ম বিদো বদন্তি পরা

চৈষাপরা চ ॥ ৪

তত্রাপরা ঋথেদো য হুর্সেদঃ

সামবেদোহথর্কবেদঃ শিক্ষা কল্পো

ব্যাকরণং নিরু ক্তং ছন্দোজ্যোতিষ মিতিঃ

অথ পরা যযা তদক্ষর অধিগমাত্তে ॥ ৫

বস্তুদদৃশ্য মগ্রাহ মগোত্র মবর্ণম্

অচক্ষুঃ শ্রোত্রঃ তদপাণিপাদং নিস্তাং।

বিভূঃ সর্কগতং সূক্ষ্মং তদবায়ং

তদ্বৃত্ত যোনিং পরিপশ্বন্তি ধীরাঃ । ৬

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্মতে চ

যথা পৃথিব্যামোষধরঃ সন্তবন্তি ।

যথাযতঃ পুরুষাৎ কেশ লোনানি

তথাহক্ষরাৎ সন্তবতীহ বিখম্ । ৭

তপসা চীরতে ব্রহ্ম

ততোহয়মভিজায়তে ।

অগ্নাৎ প্রাণোমনঃ সত্যং

লোকাঃ কর্মহ চামৃতম্ ॥ ৮

যঃ সর্কজঃ সর্কবিদ্

যত জ্ঞান ময়ং তপসঃ

তত্ত্বাদেহতদ্ ব্রহ্মনাম

স্বপ্ন মনস্বী কীর্ততে । ৯

(বস্তু-স্বপ্নাদ)

এ বিশ্বের রচয়িতা ভুবন পালক
ব্রহ্মা, বেদগণ মাঝে অক্ষয়ন প্রথম ;
জ্যোতিপুত্র অথর্ষকে, কহিলেন তিনি,
সকল বিদ্যার মার, ব্রহ্ম বিদ্যা জেন ।
বলিয়া ছিলেন ব্রহ্মা অথর্ষকে যথা
অথর্ষা তাহাই কহিলেন অগ্নিরসে ;
তিনি পুনঃ ঠাঁরদ্বাজ সত্যবাহুে কন ;
তা'হতে সে পরাবরে আগ্নিরস লন । ২
যথাবিধি উপস্থিত হ'য়ে মঠাশাল—
শৌণক, করেন প্রশ্ন স্বর্ষি অগ্নিরসে
—“কৃপাকরি ভগবন্, কহ মোরে তবে
কি জানিলে এ সকল জানা মোর হবে ? ৩
বলিলেন তিনি, কহেন ব্রহ্মবিদগণ
বেদি তথা দুই বিদ্যা পরা ও অপরা । ৪ ।
ঋক্ যজু সামাথর্ষ বেদ চতুষ্টিয়
শিক্ষা কর ব্যাকরণ, নিকরু, জ্যোতিষ,
ছন্দঃ পুনঃ, হয় জেনো সে বিদ্যা অপরা
অক্ষর পুরুষ বেদ্য যাহে সেই পরা । ৫
অদৃশ, অগ্রাহ, মূলহীন, বর্ণহীন,
চক্ষুঃ, কর্ণ, হস্ত, পদ, নাহি য'র কিছু—
নিত্য, বিভূ, সর্বগত, সূক্ষ্ম অব্যয় —
সর্বভূত-যোনি বলি জানে জ্ঞানিগণ । ৬
আপন শরীর হ'তে উর্নাত যথা
বাহির করে তত্ত্ব, লয় পুনরায় ;
ওষধি জনমে যথা এই পৃথিবীতে,
জীবিত পুরুষ হ'তে কেশ লোম যথা—
সে অক্ষর-হ'তে অশ্মে এই বিশ্ব তথা । ৭
হইলেন ব্রহ্ম যবে তপঃ উপচিত
ঐহাতে জন্মিল অন্ন ৪ অন্ন হতে প্রাণ

মনঃ, সত্য লোকচর, কক্ষ জন্ম যুত
(একে একে, ক্রমে ক্রমে) হইল উকৃত ৮

সর্বভূত ও সর্ববিৎ হন যেই জন
তপঃ য'র জ্ঞানময়, জনমে তাঁ'হ'তে
ব্রহ্ম, নাম, রূপ, অঙ্গ ঐহাঙ্গি ইচ্ছাভো
ইতি অথন মুণ্ডকে প্রথমঃ ৯ ৩ ।

প্রথম মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

তদেৎ সত্যঃ

মন্ত্ৰেণু কশ্ম্মাণি কবয়োষাত্তপশ্চঃ
স্তানি ত্ৰেতায়াং বহুধা সন্ততানি ।
তাস্মাচরধ নিয়তং সত্যকানি
এষ বংপহা স্কৃকৃতস্ত লোকে । ১
যদালোচয়তে হৃচ্চিঃ সন্নিধে হব্যবাহুশ্চে
তদাজ্য ভাগোবহুরেণাহতীঃ প্রতিপাদ—
রেচ্চুকরাত্তম্ । ২

যজ্ঞায়িহোত্র মদর্শ মপৌর্গমাস
মচাতুর্ষায় মনাগ্রয়ণ মতিথি বর্জিতস্ত
অহত মবৈখদেব মবিধিনা হত
মাসপ্তমাং স্তস্ত লোকান্ চিনস্তি ।

কালী কর্ণাণীচ মনোজবাচ
স্বলোহিতা যাচ সপ্তম্বর্ণা ।
ক্ষু লিঙ্গিনী বিশ্বকর্ষীব দেবী
লেণায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ।

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেন্দু
যথাকালং চাহতয়োহাদদারন্ ।

ভরয়ন্ত্যতাঃ স্বর্বাশ্চ রশ্ময়ো
যত্র দেবানাং পতিরেকোহধিবাসঃ ।

এহেহীতি তমাহুতরঃ সূর্চনঃ
স্বর্য়ামা রশ্মিভির্গজমানঃ বহতি ।

প্রিয়াং বাচমন্তিবদন্ত্যর্চরন্ত্যঃ
এষযঃ পুণ্যঃ স্কৃকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ৩

স্নানান্তে অঙ্গাৎ পূজয়িত্ব
 অষ্টাদশোক্তমবরণং যেষু কৰ্ম্ম ।
 এতচ্ছ্রয়ো বেৎসি নন্দন্তি মুঢ়াঃ
 অরা মুঢ়াঃ তে পুনরেবাপি বাস্তি । ৭
 অবিভাঙ্গা মন্তরে বর্ষমানাঃ
 অরং খীরাঃ পণ্ডিতগ্ৰামাণাঃ ।
 জন্মগ্ৰামাণাঃ পরিয়ন্তি মুঢ়া
 অক্টেইব নীরমানা যথাক্রাঃ । ৮
 অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ষমানা
 বধং কৃতার্থাইত্যভি মন্তন্তি বালাঃ
 বৎকর্ষিণো, ন প্রবেদয়ন্তি
 রাগান্তেনাজুরাঃ ক্ষীণ লোকাস্যবস্তে । ৯
 ইষ্টা পূর্ভং মন্তমানা বসিষ্ঠং
 নাভ্যচ্ছ্রয়ো বেদমন্তে প্রমুঢ়াঃ ।
 না কস্য পৃষ্ঠেতে স্কৃততেহুত্বশ্বে—
 বং লোকং হীনতরং বা বিশস্তি । ১০
 ভগঃ শ্রদ্ধে বেহ্যপবনস্তারণ্যে
 শান্তা বিদ্যাংসোভৈক্যচর্বাংচরন্তঃ ।
 সূর্যা দ্বারেনং তে বিরজাঃ প্রয়াস্তি
 যত্রামৃতঃ স পুরুষোহব্যয়াস্তা । ১১
 পরীক্ষ্য লোকান্ কৰ্ম্মচিহ্নান্ ব্রাহ্মণো
 নির্বেদ মায়াশাস্তাকৃতঃ কৃতেন ।
 তদ্বিজ্ঞানার্থং সঙ্কর মেবাভিগচ্ছেৎ
 সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্ম নিষ্ঠং । ১২
 তস্মৈ স বিদ্যাহুপদদায় সম্যক্
 প্রশস্ত চিত্তায় শমাধিতার ।
 বেদাকুরং পুরুষং বেদ সত্যং
 প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ । ১৩

(বদ্যাহুবাদ)

সত্যইহা—

হনন্তে জানিখণ কৰ্ম্ম বে সলল
 দেশিধাছিলেম, তাহা বিবিধ রূপেতে

ত্রেতাতে বিস্তৃত ; তবে হরে সত্যকান্দ
 নিয়ত করহ তাহা ; ইহা তোমাদের
 হর রূপপ্রাপ্তিপথ স্বকৃত কর্ণের । ১
 সমিক্র হইলে হব্যবাহন, তাঁহার
 শিখা যবে লক্ লক্ করে, সে সমর
 আক্রান্তাগ মধ্যস্থলে শ্রদ্ধার সহিত
 আছতি করিবে দান ; ইহা তোমাদের
 হর কল প্রাপ্তি পথ স্বকৃত কর্ণের । ২
 বার অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, দর্শ পৌর্ণমাস
 আগ্ররণ যোগ হীন, অতিথি বর্জিত ;
 অকালাহুষ্টিত, নৈঋদেব কৰ্ম্মহীন,
 অহুষ্টিত অবিধিতে, তাহার নিশ্চয়
 হেন যজ্ঞফলে সপ্তলোক নষ্ট হয় । ৩ ।
 কালী ও করালী, মনোজবা, স্থলোহিতা,
 সুধুত্র বরণা ক্ষুণ্ণিজিনী বিশ্বকটী,—
 দীপ্তিময়ী, লক্ লক্ এই জিহ্বা সাত্ত
 আহরে অগ্নির ; ৪ ।

এরা হলে দীপ্যমান্

করে যেই যথাকালে অগ্নিহোত্রাদির
 অহুষ্ঠান, তারে এই আছতি সকল
 সূর্য্যরশ্মি দিয়া সেই স্থানে লয়ে যার
 একমাত্র দেবপতি রহেন যেথার । ৫
 দীপ্তিময়ী আছতির সেই বজ্রমানে
 “এস, এস, তোমাদের স্কৃতির ফলে
 লক্ পুণ্য ব্রহ্মলোক এই, হেন রূপ
 শ্রীতিকর বাক্য কহি, অর্চনা করিয়া,
 বহন করিয়া লয় সূর্য্যরশ্মি দিয়া । ৬
 এই অষ্টাদশাঙ্গের বজ্ররূপ ভেলা
 অদ্বিত, কথিত বাহে অশ্রেষ্ঠ করিয়া
 এরে শ্রেষ্ঠ মনে করে যেই মুঢ় গণ
 লভে তাহার পুনরাহু করা ও বরণ । ৭

অবিদ্যার মাঝে যারা থাকি বর্তমান
 আপনারে মনে করে ধীর সুপণ্ডিত
 জয়া যোগাধিতে তারা হ'রে পীড়ামান
 প্রমে অধোনীয়মান অঙ্কের সমান । ৮
 নানারূপ অবিদ্যার থাকি বর্তমান,
 “কৃতার্থ আমরা” হেন করে অভিমান
 অজ্ঞানীরা ; কশ্মিগণ রাগবশে
 কশ্মফলে, ব্রহ্ম বিদ্যা জানে না বিশেষে ;
 অতএব কশ্মফল হইলেক ক্ষয়
 হুঃখার্ভ হইরা তারা স্বর্গচূত হুয় । ৯
 মুঢ়, যারা ইষ্টাপূর্তে শ্রেষ্ঠভাবে মনে,
 নাহি জানে অশ্রু শ্রেয়ঃ, সূকৃতির ফলে
 স্বর্গে যেরে কশ্মফল অমুভব করি,
 এইলোকে কিবা হীনতরে আসে ফিরি । ১০
 যে সকল শাস্ত্র জ্ঞানী ভিক্ষাবৃত্তি ধরি,
 অরণ্যে করিয়া বাস করেন সাধন
 তপঃ আর শ্রদ্ধা, তাঁরা হয়ে রজোহীন,
 স্বর্ঘ্যদ্বার দিয়া সেথা করেন প্রয়াণ
 পুরুষ—অমৃতাব্যয় যথা বর্তমান । ১১
 পরীক্ষা করিয়া কশ্ম লক্ষ লোকচর,
 ব্রাহ্মণ নির্বেদ ভাবধরিবেন নিজে ;
 কশ্মে লভ্য নচে নিত্য পদার্থ যখন
 অতএব নিত্যবস্ত্র জ্ঞান লাভ তরে
 প্রোত্রিয় ও ব্রহ্ম নিষ্ঠ গুরু সন্নিকান
 সমিধ্ লইয়া করে করিবে প্রয়াণ । ১২
 সে বিদ্বান্ গুরু শাস্ত্র চিন্তা সমাধিত
 তদীয় সমীপ গত জনেরে তত্ত্বতঃ
 বলিলেন ব্রহ্ম বিদ্যা, যাহা প্রকাশয়
 সে অক্ষয়, সেই সত্য পুরুষ বিষয় । ১৩

ইতি প্রথম মুণ্ডকে বিতীর খণ্ডঃ ।

ইতি প্রথম মুণ্ডকং সমাপ্তম্ ।

শ্রীমদানন্দমিশ্রঃ ।

আমিত্তের প্রশংসা ।

(মায়া)

মায়া! মায়া! মায়া! সর্বত্রই মায়া:
 স্বর্গ, মর্ত, পাতাল, সর্বত্রই মায়ার সাত্ত্বাজ্য।
 প্রিয় পাঠক! ভাবিয়া ছিলাম, তোমার মায়া-
 পাশ ছিন্ন করি, হিন্দু-পত্রিকাকে বিশ্বিতর
 গর্ভে পাতিত করি, কিন্তু পারিলাম
 কই? মায়া, সেই বিশ্ব বিমোহিনী মায়া,
 সেই ব্রহ্ম-বিমোহিনী মায়া, হস্তে বন্দী হইয়া
 পুনর্বার তোমার দ্বারে উপস্থিত হইলাম।
 এদীনকে কিন্তু তাই বলিয়া তুমি অবহেলা
 করিও না। আমিত্ত আমি, আমার অলেকা
 কত শত মহাজন, মুনি, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষ,
 গন্ধর্ষ, দেবতা কেহই মায়ার হস্ত হইতে
 মুক্ত হইতে পারেন নাই। স্বয়ং ব্রহ্মই
 মায়ার হস্তে নিস্তার পান নাই। কল্পান্তে
 মায়া তাহাতে গীন হয়েন বটে, কিন্তু একেবারে
 বিনষ্ট হন না। স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া
 তিনি আবার ব্রহ্মের চিদাকাশে উদ্ভিত হইয়া
 তাহাকে সৃষ্টির কার্যে নিরোজিত করেন।
 ব্রহ্ম একজন বড় গৃহস্থ, তোমার আমার গৃহ
 ক্ষুদ্র, কিন্তু এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মও ব্রহ্মের গৃহ,
 আর এই ব্রাহ্মী মায়াই তাহার গৃহিণী
 স্বরূপা। ব্রহ্ম যেন সারাদিন গৃহস্থণীর
 কার্য করিতে কবিত্তে অবদন হইয়া পড়েন,
 এবং দিনান্তে গৃহস্থণী পিন্ধিত হইয়া নিদ্রাভি-
 ভূত হন। এত যত্নগা আর সহ হয় না, সৃষ্টি
 করিয়া কি কুকার্যই করিয়াছি! বিরক্ত
 গৃহস্থের, এইরূপ মনোভাব দেখিয়া মায়া
 গৃহিণী তখন সঙ্কুচিত হইলেন। মায়া

অতি চতুর্থা গৃহীত, স্নানোর মনের বিরক্ত
 ভাণ দেখিয়া তিনিও বলেন, তাইত এত
 যত্ন কি আর সূত্র হয়, চল আমরা বিশ্রাম
 করিগিয়া। সূত্রচতুর্থা তখন ব্রহ্মের কর্ণ-
 কুণ্ডের পূর্নকার বীরে বীরে সংসারের নান বিধ
 ক্রমিষ্ট কথা প্রবেশ করান রাত্রি প্রভাঃ হইতে
 না হইতেই, নিশ্চয় ক্রীণ ব্রহ্মের সংসার বাসনা
 পূর্নকার জাগরু ক্রমি পূর্নকার ঘোর সংসারী
 মঙ্গলপং ব্রহ্মা। তোমার আমার দিন রাত্রিকুণ্ড
 কুণ্ড, কিন্তু ব্রহ্মের দিন রাত্রি এক এক বৃহৎ
 কম, তোমার আমার গৃহীণী সকল কুণ্ড
 মায়ী লগনা, কিন্তু ব্রহ্মের গৃহাঙ্গনা সেই
 আধ্যাত্মিক জগৎজননী, ব্রাহ্মী মহামায়া।
 স্বয়ং ব্রহ্ম যখন এই সংসারের মায়ী এড়াইতে
 পারেন না, তখন আমরা ত কোন কৌটপু-
 কৌট। আর ব্রহ্মের এই সংসার কি যথার্থই
 অবশ্য সংসার যদি যথার্থই অশান্তি নয়
 তাহা হইলে ইনি ব্রহ্মেরই হউন আর যারই
 হউন, উহা সর্বথা পরিহার করা কর্তব্য।
 সংসারে যে অশান্তি, সে কি সংসারের নিজের
 না আমাদের কৃতকার্যের। সংসারে তৃষ্ণা
 আছে মতা, কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণার্থ জলাশয়ও
 আছে। তুমি বলিতে পার, তৃষ্ণা না থাকি-
 লেই হইত, কেবল জল থাকিলেই চণিত।
 কিন্তু তৃষ্ণা না থাকিলে জলের প্রয়োজন
 কোথায়? জল পানে যে সূত্রটুকু তাহা তৃষ্ণা
 আছে বলিয়া। ভাবিয়া দেখ তুমি বাহা
 কিছুকেই হুঃখ অভিধানে অভিহিত করিলে,
 তাহাই ব্রহ্মতঃ তোমার সুখের উপাদান
 মাত্র। রৌদ্র ও বৃষ্টি উভয় হইতেই সুখ
 হুঃখ আসিতে পারে। রৌদ্র ও বৃষ্টি প্রকৃতির
 নিয়মামুসারে হইবে, তোমার তাহা পঙ্কি-

বর্ধন করিবার সামর্থ্য নাই, কিন্তু তুমি
 তোমার কাৰ্য্যাবণী এমনি ভাবে নিয়ন্ত্রিত
 করিতে পার, যে রৌদ্র ও বৃষ্টি তোমার পক্ষে
 সুখকর হয়। সৃষ্টির প্রত্যেক ব্যাপারেই
 অনন্ত মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে, মানব অজ্ঞান
 বশতঃ তাহাদিগকে অনঙ্গলে পরিণত করে।
 জ্ঞানের বিকাশের সচিৎ সর্প বিষয় মানবের
 মঙ্গলদায়ক হইয়াছে। মঙ্গল, অনঙ্গল বস্তু-
 সম্বন্ধে নহে, প্রয়োগের বিভিন্নতায়। এই
 মতা উপলক্ষ্য করিতে পারিলে, আপাত
 প্রতীয়মান অবশ্রম্ভাবী অতীব হুঃখ জনক
 ব্যাপারকেও আত্মার শান্তির উপকরণ স্বরূপ
 গ্রহণ করা যায়। জগতে পিতার পুত্রাদি-
 মৃত্যু জনিত শোক অপেক্ষা অল্প কোন
 ক্রেশই বলবত্তর নহে, কিন্তু পিতা জ্ঞানী
 হইলে সে ক্রেশ অল্পতর করেন না। মৃত্যু
 কি? এই দেহের বিনাশ। পুত্র পুত্রাতন
 জীর্ণ বস্ত্র, বাহা আর পরিধান করা যায় না,
 তাহা পরিতাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান
 করিলে, পিতার সুখ না হুঃখ হয়? সুখই
 হয়। তবে মৃত্যু কেবল দেহাত্মক প্রাপ্তি, এই
 জ্ঞান দৃঢ় হইলে, আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে
 হুঃখ হইবে কেন? ভগবানের বিধানে যে
 দেহ কার্য্যকর্ম্ম সে দেহের ধ্বংস হয়না। মৃত্যু
 অস্তিত্ব নয়না। জীবের কষ্টে তিনি অতি
 ক্লিষ্ট। জীবের কষ্টে তিনি সহ করেন না।
 তাই জীব যখন নানাবিধ অপকার্য্যে নিজের
 দেহকে সম্পূর্ণ অকর্ম্মা করিয়া অশেষ ক্লেশ
 ভোগ করেন, মৃত্যু তখন অহুকম্পা করিয়া
 তাহার হুঃখের অবদান করিয়া দেহ। ভাবিয়া
 দেখ, মৃত্যু না থাকিলে, জগৎ কি অশান্তিময়
 হইত। স্বীয় কৃত কার্য্যে রোগ দেহে উপ-

স্থিত, কিছুতেই আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই।
 ঐকান্তিক নিয়মামুসারে এদেহের উপকরণ
 আরক্ষণ্য করা অসম্ভব। এই বিপদেব্দ সময়
 মৃত্যু উপস্থিত হয়েন এবং অভয় প্রদান
 করেন, “ভয় নাই, আমি তোমার দেহ পরি-
 বর্তন করিয়া দিতেছি, নূতন দেহ ধারণ
 করিয়া, নূতন উপকরণ লইয়া নূতন বস্ত্র
 বলীয়ান হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ কর।”
 কত সময় আমরা, “হা মৃত্যু তুমি কোথায়”
 বলিয়া আর্তবাদ করি, কত অল্পনয়ে বিনয়ে
 মৃত্যুকে আহ্বান করি, কিন্তু মৃত্যু দেখা দেন
 না। সময় হয় নাই, এখনও দেহের উপকরণ
 এত অক্ষণ্য হয় নাই, যখন নূতন দেহের
 প্রয়োজন। এ বস্ত্র এখনও ব্যবহার করা
 যায়, পিতা নূতন বস্ত্র দিলেননা। বালক
 কাঁদিল, পিতা তাহা শুনিলেন না। কে না
 দেখিয়াছেন, পুত্রশোকে কত জনক জননী
 দিবানিশি মৃত্যুর সাধ্য সাধনা করিতেছেন,
 কেনা দেখিয়াছেন কত পত্নী পতির শোকে
 আহার নিজা পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুর উপা-
 সনা করিয়াছেন, কিন্তু কৈ, মৃত্যু কোথায় ?
 মৃত্যু দয়ালু বটে, কিন্তু অজ্ঞানীর প্রার্থনার
 কর্ণ দেন না। ঃস্বার্থের বিনা আহ্বানেও
 তিনি আসিয়া উপস্থিত করেন; যে পুত্রকে
 চক্ষুর অন্তরাল করিলেই প্রাপ্য হইয়, তাহা
 কেও তিনি বলপূর্ব্বক লইয়া যান। আর্তনাদে
 কর্ণও দেন না। মৃত্যু অপেক্ষা ভগতে আর
 কোন পদার্থই অধিকতর হুঃখজনক বলিয়া
 বিবেচিত হয় না, কিন্তু সেই মৃত্যুও আনা-
 দেয় সম্বন্ধে জ্ঞাত। আর এই মৃত্যু জ্ঞানিত
 যে হুঃখ, তাহার মূল কোথায় ? মৃত ব্যক্তির
 স্বার্থ, না নিজের ? তাবিয়া দেখ, স্বীয় স্বার্থই

উহার মূল। তুমি চলিয়া গেলে আমার
 কি হইবে, কিবা আমি আকাশে যে গৃহ
 নির্মাণ করিয়াছিলাম, তাহা কোথায় গেল,
 আমি হুঃখ ভোগ করি, কিবা আমার কর্তক,
 গুলি আশা পূর্ণ হইল না, ইচ্ছাই আমাদের
 হুঃখের মূল কারণ। শাস্ত বলেন যে আত্মীয়
 স্বজন অশ্রু বর্ষণ করিলে, দেহ— বিমুক্ত আত্মার
 ক্লেশ হয়। হইবারই কথা। আমি পুরাতন
 বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান
 করিতেছি, আমি হুঃখ বিমুক্ত হইয়া হুঃখ
 প্রবেশ করিয়াছি, তুমি স্বীয় স্বার্থে অন্ধ হইয়া
 আমার জ্ঞাত চৌকায় আরক্ত করিলে।
 আমাকে যদি যথার্থই ভালবাস, তবে
 তোমার হুঃখিত না হইয়া আনন্দিত হওয়াই
 উচিত। দৌড়েরা আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে
 অনেক প্রকার আনন্দ আহ্বান করে।
 সমাগ্র বিশেষের চক্ষু শোক চিহ্ন ধারণ না
 করিয়া এইরূপ সময় হর্ষ চিহ্ন ধারণ উপ
 হ্যাস্যময় হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী
 পক্ষে মৃত্যু যথার্থই কি আনন্দের জিনিস নহে।
 এখন ভেবে দেখ মায়া কি ? মায়ার দার্শনিক
 ব্যাখ্যা আপাততঃ তুলিয়া যাও। বুদ্ধের
 অবতন ঘটনপটীয়নী শক্তি ক্ষয় কালের
 জ্ঞাত নিস্তৃত হইয়। নিষ্ঠুর ব্রহ্ম পরিত্যাগ
 করিয়া এই বস্তু ব্যবহারিক জগতের দিকে
 নেত্রপাত কর। সম্বন্ধের প্রতি মাতার
 মায়া, এ মায়া কি নবুদয়! মাতা নিষ্কর
 সুখ হুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, মায়ার
 প্রভাবে পুত্রকে আহ্বান করেন। তুমি কি
 বল যে এই মায়া পরিত্যাগ ? কখনই না।
 তুমি বলিলে যে এ মায়া সঙ্গী মায়া, এজগতে
 যদি কেহ স্বর্গ সুখ অশুভক করেন, তবে

সন্তান বৎসলা মাত্ৰ। তাহাই যদি হইল তবে এ মায়া পাশ ছেদন কেন করিব, উহার বিনাশ না করিয়া প্রসার করিয়া অনন্ত স্বৰ্গ মুখ কেন উপভোগ না করি? বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় সন্তানের প্রতি যে মমতা, উহা যদি সে প্রসার করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ক্ষুদ্র মায়া ব্রাহ্মী মায়া বা মহামায়াতে পরিণত হইল। ক্ষুদ্র আত্মার ক্ষুদ্র মায়া, কিন্তু মহাত্মা বা পরমাত্মার মহা মায়া পরম মায়া। ক্ষুদ্র মায়া যতই প্রসার করিতে পারিবে, ততই তামার ক্ষুদ্র আত্মা ক্ষুদ্র উপাধি পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মার নিকটবর্তী হইবে। তোমার আত্মা যে ক্ষুদ্র, তাহাৎ কারণ তোমার মায়া ক্ষুদ্র, তাহার কারণ তুমি নিজ পুত্র কন্যাদি ভিন্ন আর কাহারও প্রতি মায়া করিতে জান না, তোমার মায়াকে মহামায়ার পরিণত কর, তোমার আত্মার ক্ষুদ্রতা থাকিবে না, উহা মহা বা পরমাত্মার পরিণত হইবে। অতএব পুত্র কন্যার প্রতি যে মায়া তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে না, উহার প্রসার করিতে হইবে। উহার প্রসার করিলেই আশিষ্টের প্রসার হইবে, ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিবে আর মায়া পরিত্যাগ করিতে চাহিলেই কি করা যায়? করাও যায় না, করিকে চেষ্টা করাও অসম্ভব জনক। স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিলাম, ধনৈবগাদি পরিত্যাগ করিলাম, অরণ্যে গমন করিলাম। সেখানেও সেই বিশ্ব বিজয়িনী মায়া। হরত শকুন্তলা আসিয়া জুটিল, না হয় হরিণ শিশু আসিয়া জুটিল। তাহাদিগেতেই তদ্ব্যয় কল্পিল। শকুন্তলা বা হরিণ শিশু আবার

আমাকে সংসারে প্রবেশ করাইল। রাজ্যাদি পরিত্যাগের পর এক হরিণ শিশুতেই ভরতের তাবৎ সংসার হইয়াছিল। শকুন্তলা পতি গৃহে বাইবার সময় বুদ্ধ কণু মহর্ষি কতই না কাঁদিলেন।

যামাত্যাদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎ-
কৰ্ণমা
অন্তর্কীর্ণা ভরোগরোধি পদিতং চিন্তালভুং
দর্শনম।

ঐবক্রবাং মম ত্রাবদী দৃশামপি মেহাদরগৌ-
কমঃ
পীড্যন্তে গৃহিনঃ কথং ন তনয়া বিপ্লব হুঃখৈ-
নবিঃ।

শকুন্তলা অদ্য পতি গৃহে গমন করিবে, হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইতেছে, খত্যাস্তরীণ হুঃখ হেতুক মুখে যেন কথা সরিতেছে না! জড়তা আসি-
তেছে, চিন্তা হেতু চক্ষুতে অন্ধকার দেখি-
তেছি, আমি বনবাসী, তথাপি কন্যা মেহে আমার এতদূর বিহ্বলতা উপস্থিত হইয়াছে না আমি কন্যা পতিগৃহে প্রথম গমন করিবার সময় গৃহিদের কতই না হুঃখ উপস্থিত হয়। হরিণ শিশু বা শকুন্তলা না থাকিলেও আশ্র-
মের তরলতা তাহাদের স্থান অধিকার করে, তাহারা ই পুত্র কন্যা হইয়া দাঁড়ায়। এড়াইবার উপায় নাই, আবশ্যকও নাই, লাভও নাই, এড়-
ইতে গেলেও সমূহ অনিষ্ট। নিগুণ বুদ্ধ মায়া আশ্রয় স্বগুণ ব্রহ্মা বা ঈশ্বর হয়েন। তিনিই ব্রহ্মাণ্ড গৃহের গৃহস্থানী, মহামায়া তাহার গৃহিনী। গৃহিনীকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে কে কখন গৃহস্থানীকে সন্তুষ্ট করিয়া পারে? অসম্ভব। মাতৃষেী পুত্রকে পিতা কি কখন ভাল বাসেন? কখনই না। পিতার ভ্রুণ-

বান্ বলিয়াছেন যে মায়া আশ্রয় করিয়া তিনি জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছেন । মহামায়া আমাদের মাতা স্বরূপা, তিনিই •জননী•রূপে আমাদের লালন পালন করেন । পিতার নিকট কি সব সময় যাওয়া যায়, যত কিছু আবদার সব না মায়ের কাছে । মা জগদম্বে । মহামায়ে একবার আমাদের ক্রোড়ে লব, তাহা হইলেই আমার জীবন স্বার্থক হইবে । তোমার রূপায় পিতৃ পদ লাভ হইবে, আর তোমার অরূপা হইলে আমার দুর্গতির গীমা থাকিবে না । ••

মায়ায় প্রসার বহুবিধ ভাবে করা যায় । ভগবানকে পিতৃরূপ এবং মহামাকে মাতৃরূপে গ্রহণ করিয়া আমাদের প্রসার সাধন করা যায় । সাধারণ সাধকের পক্ষে ইহাই সহজ প্রকৃষ্ট উপায় । ভগবান্ পিতৃ পুত্রস্য সখৈব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ান্নাঃ । তাহাকে পিতৃ ভাবে দেখিতে চাও দেখ, সখা ভাবে দেখিতে চাও দেখ, পুত্র ভাবে দেখিতে চাও দেখ, পতি ভাবে দেখিতে চাও তাহাও পার । সর্বিবিধ ভাবেই মায়ায় প্রসার । মায়ায় প্রসার না করিলে তাহাকে পাওয়া যায় না । ক্ষুদ্র মায়ায় তিনি ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত বা জীবাত্মা, মহামায়ায় তিনি মহা বা পরমাট্মা । নন্দরাজা ও যশোদা ঠাকুরাণী ভগবানকে পুত্ররূপে আরাধনা করিয়াছিলেন । মনে করিওনা যে নিজের পুত্রের প্রতি ঐকান্তিক মারা বা স্নেহ থাকিলেই ভগবানকে পুত্ররূপে আরাধনা করা যায় । স্বীয় পুত্রের প্রতি যেরূপ স্নেহ মমতা, তাবৎ বিশেষ সেইরূপ স্নেহ মমতা দেখান চাই । যাহার স্নেহ মমতা যতদূর প্রসারিত, তিনি ভগবানের নিকট ততদূর অগ্রসর । বাহার পুত্র প্রেম বিশ্ব

প্রেমে পরিণত হয়, তিনি ক্ষুদ্র মায়াপাধি পরিত্যাগ করিয়া মহামায়াপাধি আশ্রয় করিয়া আনন্দধামে চিবানন্দ • ভোগ করেন । সখার প্রতি সখার কে প্রেম, তাহাও প্রসারিত করিতে হয়, তাবৎ বিশেষ পতিত স্থাপন করিতে পারিলেই, শ্রীদাম, সুদাম, অর্জুন পাত্তির জয় ক্ষুদ্র মায়াপাধি পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বজনীন মায়াপাধি আশ্রয় করিয়া মহামায়াবীষ্মপূর্ণ ব্রহ্মসন্ধিধানে বাওয়া যায় । পিতা হইয়া যেরূপ বিশেষ পুত্র প্রেম প্রসার করিতে পার, তদ্রূপ পুত্র হইয়া বিশেষ পিতৃ প্রেম প্রসার করিতে পার । মাতা হইয়া যেরূপ বিশেষ পুত্র প্রেম বিস্তার করিতে পার, তদ্রূপ পুত্র হইয়া বিশেষ মাতৃ প্রেম বিস্তার করিতে পার । বহুবিধ ভাবের মধ্যে পতি পত্নী ভাবে সাধন বড়ই কঠিন ও বিপজ্জনক । এই ভাবে সাধারণতঃ মধুর ভাব বলা যায় । নিজেকে মহামায়া করিয়া ভগবানের আরাধনাই মধুর বা গোপী ভাব বা বামাচার । আমি নিজেই সেই মহামায়া, সেই প্রকৃতি । বস্তুতঃ এই জগতই মহামায়ায় । আমরা সকলেই মায়ায় উপাধি সঞ্চার । মহামায়া যেভাবে ভগবানকে আশ্রয় করিয়াছেন, আমিও আমার ক্ষুদ্র পরিহার করিয়া সেইভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিব । তাবৎ বিশেষ পতি-প্রেম প্রসার করিব । ঐরূপ তাবৎ বিশেষ পত্নী প্রেম প্রসার ও একবিধ উপাসনা । পতি-প্রেম বা পত্নী প্রেম প্রসারের সহিত ইন্দ্রিয় পরিত্যক্তির কোন সংশয় নাই, অজ্ঞান বস্তুতঃ ভ্রান্ত-জীব ইহাতে ইন্দ্রিয় পরিত্যক্তির সংশয় করিয়া পাপ পক্ষে নিমগ্ন হয় । ঋষি

বাক্যবাক্য তদীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিয়া ছিলেন যে পতি যে পত্নীকে ভালবাসে, সে পত্নীকেই জ্ঞান নহে, পত্নীর মতো আত্মা বিরাক্ষিত বর্ণিয়া, এবং পত্নী যে পতিকে ভালবাসে, সে পতিদের জ্ঞান নহে, পতির মতো আত্মা আছে বলিয়া । ; আত্মার অস্তিত্ব উপলক্ষি হইয়া চাই । আত্মাই সে একমাত্র নিত্য বস্তু তাহাও উপলক্ষি করা চাই । মানব উপাধি জড়িত । পার্থিব নিয় উপাধি হইতে ক্রমে তাহার উচ্চ উপাধিতে আনোহণ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই, এজন্ত তাহার পতি, পত্নী, পুত্র, পিতা মাতা, ভ্রাতা ইত্যাদি কতকগুলি ক্ষাত নামোপাধি আশ্রয় করিয়া উর্দ্ধে মহামায়ার নিকট গমন করিতে হয় । ইন্দ্রিয় পরিচর্যায় উর্দ্ধে গমন করা যায় না, নিয় পতিত হইতে হইবে । বামাচার ও গোপীত্বের অনুরাগে আমাদের দেশে যে কত কথিতচার, কত জগ হত্যা আদি পাপ-শ্রোত প্রবেশ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই । এ সমুদায় ভাব নির্দোষ ভাবে প্রসারিত করা বড়ই কঠিন । মাতৃভাব পিতৃভাব বা পুত্রভাবাদি প্রসারিত করা সহজ ও স্বকর এবং তাহাতে আপদের আশঙ্কা নাই । গোপীত্ব বা বামাচারে পদে পদে পদস্বপনের সম্ভাবনা এইজন্ত সন্দর্ভা পরিহার্য । ফল কথা এই যে যিনি সে ভাবেই বিশ্বে বিরাজ করুন, তাহার মায়ী প্রসারিত করিতেই হইবে, এবং এই মায়ী প্রসারিত করিতে পারিলেই, তিনি তাহার ক্ষুদ্র অহংকে বা আমিত্বকে প্রসারিত করিয়া সমগ্র বিশ্বে সেই পরমাত্মার সবা উপলক্ষি করিয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে পারেন । নিজের প্রতি এবং বাহাদিগকে

নিজ বা আত্মীয় জ্ঞান করি, তিনিই পতি পত্নীই হউন, পিতা মাতা পুত্র বা বন্ধুই হউন, তাহাদের প্রতি যে মমতা, তাহা প্রসারিত করিয়া স্বীয় ক্ষুদ্র মায়াকে মহামায়ার পরিণত করা চাই, তাহা হইলেই আমিত্বের প্রসার সাধন করা হয় । হে জীব ! তুমি যদি বুদ্ধানন্দ ভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে আমি-ত্বের প্রসার কর, এবং যদি আমিত্বের প্রসার করিতে চাও, তাহা হইলে তোমার ক্ষুদ্র মায়াকে মহামায়ার পরিণত কর । মাতঃ জগদম্বো ! দীনের প্রতি দয়া কর, বিশ্বের প্রতি তোমার যে মায়ী তাহার অণু প্রমাণ অবনম সম্বন্ধকে দান করিয়া কৃতার্থ কর । ওং শান্তি, শান্তি, শান্তি ।

কত্বেচিং পরিব্রাজকস্ত ।

—

প্রাচীন ও নব্য ন্যায়ের

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ।

সাংসারিক সুখে আগ্রহ-চিন্তিত বাক্তি-বর্ণের মানস দর্পণ নানাবিধ মিথ্যা জ্ঞান জনিত কুসংস্কার কালিনায় আবৃত থাকার হাহাতে সহস্রতঃ সংপদার্থের প্রতিভা পড়ে না সুতরাং ধারণা হয় যে শরীর বাতীত অস্ত কোন আত্মা নাই; আমি গৌরবর্ণ আমি সূষ্ট পুষ্ট অথবা আমি রুগ্ন কৃষ্ণ কৃষ্ণবর্ণ ইত্যাদি প্রতীতি নিচয় শরীরেরই আত্মত্ব পরিচয় প্রদান করিতেছে । পুত্র কলত্রাদি হইতে বাদুশ সুখের অমুভূতি হয় তদতিরিক্ত জগতে বিশেষ সুখের অস্তি কি হইতে পারে । আজ আমি রাজকীয় নিয়ম বিরুদ্ধ অথবা পর পৌড়ন করিয়াও রাজদ্বারে প্রমা-

•ধাতাব বশতঃ পরিভ্রাণ পাইলাম। পরকীয় অর্থরাশি বলে ছলে অথবা কৌশলে গ্রহণ করিতে পারিলে তাহা হইতে সংসারযাত্রা-স্বপ্নে নির্বাহ হইতে পারে, সুতরাং শাস্ত্র প্রণেতাগণ ভ্রম বশতঃ ঐ গুলি নিষিদ্ধ শ্রেণী ভুক্ত করিয়াছেন। কার্যের ফলাফল এই শরীরেই ভোগ করিতে হয়। পরলোকে বলিয়া অঁথ কিছু নাই এবং অদৃষ্ট নামক কোন ক্রিয়া-ফলেরও অস্তিত্ব অসম্ভব। স্ত্রী পুরুষ হইতে শরীরাত্তরের উৎপত্তি ও জরা অনস্থার কিম্বা তৎপূর্ণেরও ধাতুঃবসম্য সমুৎখত কঠিন রোগাদি জনিত ঐ শরীরের পতন স্বভাবসিদ্ধ অবশ্যস্থাবী। শাস্ত্র-কারেরা যে অপবর্গ(মুক্তি) পদার্থ নির্কীচন করেন তাহা কি ভয়ানক! যে সময়ে কলাগণ কর কার্যাদি কিছুই থাকে না। ঐসম্পদ কথ্য শূন্যবস্থায় কিসে ভদ্র হইতে পারে? সুতরাং ঐরূপ মুক্তিতে কাহারও রুচি জন্মিতে পারে না। এইরূপ ভ্রমরাশি পরিপূর্ণ সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন মানবগণ বস্তুতঃ অকলাণীয় বিষয়-গুলিকে কলাগার্হ মনে করিয়া তাহার অঙ্ক-কূলে অহুরাগ ও প্রতিকূলে দ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঐ রাগ দ্বেষ হইতে* মায়ী লোভ দ্বৈর্বা অস্থয়া প্রভৃতি*দোষ নিচয়ের প্রাজুর্ভাব হয়। দোষাশ্রিত হইলে মনুষ্য শরীরদ্বারা হিংসার্চৌর্গ্য অবৈদ মৈথুনাদি আচ-রণ করিয়া থাকেন, বাগিঞ্জিরদ্বারা মিথ্যা কিম্বা অন্তের মর্ম্ম-পৌড়াদায়ক পক্ষি বাক্যের প্রয়োগ করেন, এবং মনদ্বারা পরদ্রোহ পর দ্রবালিষ্ট্গা প্রভৃতি নিন্দনীয় বৃত্তির প্রশ্রয় দানে কুণ্ঠিত হয়েন না এই সমস্ত পাঁপাশ্বিক্য প্রযুক্তি অবশ্য অধর্ম্মের লক্ষ্য হইয়া থাকে; ঐ

অধর্ম্ম হইতে ছঃখ দায়ক পুনঃ শরীরাত্তর-পরিগ্রহ হয় এবং ক্রমশঃ ছঃখ-রাশিও উপ-ভুক্ত হইতে থাকে। যদিচ ধার্মিক পুরুষেরা ইহ অমো আয়তত্ব শাস্ত্রংকার দশায় উপ-নীত হইতে না পারিলে, শরীরদ্বারা দান-পরিভ্রাণ পরিচর্যা প্রভৃতি, বাগিঞ্জিরদ্বারা সত্যহিত পিয় বাণ্য প্রয়োগ ও স্বাদ্যাদি, এবং মনদ্বারা দয়া অস্পৃহা ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি সদমুষ্ঠান সম্পাদন করিলেও তিঞ্জনিত ধর্ম্ম বশতঃ শরীরাত্তর গ্রহণ করাতে জন্ম মৃত্যু জনিত ক্রেশ উপভোগ করিয়া রাখকন অধর্ম্মাচ্ছিত্ত শরীরের স্থায় প্রাতি নিয়ত তাঁহাদিগকে ছঃখরাশি ভোগ করিতে হয় না এবং তাহাদের মুক্তিপথও গারিকটে উপস্থিত হয়। ফলতঃ যতদিন শরীর পূর্ণ-গ্রহ থাকিলে ততদিনই ক্রেশ ভোগ করিতে হইবে এনিমিত্ত ছঃখ জন্মকীভূত পুনঃ জন্মের নিরাকরণে চেষ্টিত থাকা সর্ব্বতোভাবে বিদেয়। পুনর্জন্ম নিবৃত্তি করিতে হইলে তৎ সাধনকীভূত ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্পাদিকা প্রযুক্তির নিবৃত্তি করা প্রয়োজন হয়। রাগ দ্বেষ মনু-খিত দোষের অপসারণ বাতীত উক্ত প্রযুক্তির নিরাকরণ সম্ভবে না সুতরাং অবশ্য নিরাকরণীয়-দোষ নিচয়ের নিরাস মানসে পূর্নোন্নিপিত মিথ্যাজ্ঞান গুলিকে দূরীভূত করিতে হইলে পদার্থ নিচয়ের তত্ত্বজ্ঞানই একমাত্র প্রয়োজনীয় হটয়া উঠে। মিথ্যা জ্ঞান, দোষ, প্রভৃতি, জন্ম ও ছঃখ ক্রমশঃ উৎপন্ন এই পাঁচটা পুনঃ পুনঃ প্রবর্তিত হইয়া সংসারচক্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তৎ জ্ঞান দ্বারা ঐ পাঁচের স্তনীভূত মিথ্যাজ্ঞান গুলিকে অপসারিত করিতে পারিলে মনুষ্য

দিগকে আর সংস্কৃত চক্রে পরিভ্রমণ করিতে হয় না। মিথ্যাজ্ঞানের অপায়ে রাগ হেমা-
য়ক দোষের বিনাশ হয়, দোষ না থাকিলে
ধর্ম্মধর্ম্মীয় প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া যায়,
প্রবৃত্তি না থাকিলে জন্ম স্তম্ভাবনা হয় না
এবং পুনর্জন্ম না হইলে দুঃখও আর জন্মে
না সূতরাং দুঃখের আত্মাস্তিকী নিবৃত্তিতে
মানব মোক্ষ দশায় উপনীত হইতে পারেন।
আমাদের এই নম্বর দেহ আত্মা নহে;
আত্মা অবিনাশী জ্ঞাতা সূত্র দুঃখ ধর্ম্মধর্ম্মের
আশ্রয়; ঐ ধর্ম্মধর্ম্মীয়ক অদৃষ্ট, সদস্য
ক্রিয়ার ব্যাপার মাত্র; তাহা হইতে শরী-
রাস্তর পরিগ্রহ করিয়া লোকে সূত্র দুঃখের
উপলোক্য করিয়া থাকেন; সূত্রের ছায় দুঃখ
নিবৃত্তিও আমাদের একান্ত অভিপ্সিত স্বতঃ
প্রয়োজন, তাই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ
অপবর্গ (মুক্তি) ভীষণ পদার্থ নহে; ইত্যাদি
বিষয়গুলি কেবল বাক্যের দ্বারা প্রতিপা-
দিত হয় না কারণ লোকের মনে যে সমস্ত
সুসংস্কার বদ্ধমূল রহিয়াছে তাহারাও স্বকীয়
বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক বাক্যের উপর বিশ্বাস
স্থাপনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, একারণ
যুক্তি প্রমাণাদি দ্বারা ঐ সমস্ত সংপদার্থের
বখার্বিত্য প্রতিপাদন করা একান্ত প্রয়োজ-
নীয় হইয়া পড়ে; প্রায়শঃ পরোক্ষ বিধয়ে
প্রত্যক্ষ মূলক অনুমানই বলবৎ প্রমাণরূপে
পরিগৃহীত হইয়া থাকে। মহর্ষি গোতম
প্রণীত ছায় দর্শন, প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি
ষোড়শ পদার্থের প্রথমতঃ উদ্দেশ্য অনন্তর
প্রত্যোকের লক্ষণ, অবাস্তর বিভাগ ও বিচার
পূর্বক ব্যবস্থা করতঃ অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থ
নিশ্চয়ক অনুমানীয়ক প্রমাণ ও তদনুকূল

তর্কাদির পথ প্রদর্শক হইয়া মোক্ষোপযোগি
তত্ত্ব জ্ঞানের প্রবোজক হইয়াছে। শ্রুতিতে
উক্ত আছে আত্মার ক্রমশঃ শ্রবণ মনন নির্দি
ধ্যান ও সাক্ষাৎকার সম্পাদিত হইলে
মোক্ষ লাভ হয়। শ্রবণের পশ্চাৎ চক্ষু
(উন্নয়ন) অসীক্ষা পদের প্রতিপাদ্য; তৎ
সম্পাদক তর্ক বিদ্যা [স্তায় বিদ্যা] অসী-
ক্ষিকী পদে অভিহিত হইয়া থাকে শাস্ত্র-
কারেরা বলেন শ্রুতি স্মৃতি প্রতিপাদিত
বিষয় যিনি শাস্ত্র বিরোধি তর্কধারা অনুসন্ধান
করিতে সমর্থ তিনিই বস্তুতঃ ধর্ম্মজ্ঞ। মোক্ষ
ধর্ম্মে উক্ত আছে শাস্ত্র প্রধান অসীক্ষিকা
রূপ মনন রণ্ডদ্বারা উপনিষৎ সমুদ্র মথিত
হইলে তাহা হইতে অমৃত (মোক্ষ) লাভ
হয়; অর্থাৎ উপনিষদের আয়ত্ত্বশাস্ত্রী অর্থ-
টাই গ্রহণ করিতে হইবে।

আমাদের জ্ঞান ভ্রমও বখার্বিত্যেদে দ্বিবিধ।
এক পদার্থকে অস্ত্র বলিয়া জানার নাম ভ্রম
যেমন অন্ধকারে রজ্জু দেখিল কোন সমস্ত
সর্প বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে; এই ভ্রম
জ্ঞান উত্তর কালে বাধিত হয় অর্থাৎ রজ্জু
সমীপে আলোক লইয়া ভালরূপ দেখিলে
যখন জানাবায় যে উহা সর্প নহে রজ্জু তখন
পূর্বকার সর্প বলিয়া জ্ঞানটী যে মিথ্যা তাহা
নিশ্চিত হইয়া যায়। ভ্রম ভিন্ন জ্ঞানকে
বখার্বিত্য জ্ঞান বলে। যেমন মনুষ্য দেখিলে
এইটী মনুষ্য, বৃক দেখিলে এইটী বৃক, অথবা
রজ্জু দেখিলে ইহা রজ্জু ইত্যাদি। বখার্বিত্য
মিথ্যাভেদে যেমন জ্ঞানকে বিভাগ করা যায়
মেইনত অনুভব এবং স্মরণ ভেদেও জ্ঞান
দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে; অনুভব
অনুভব চারি প্রকার প্রত্যক্ষ অনুমিত উপ-

মিতি ও শব্দ (শব্দজনিত) প্রত্যেকের বিবরণ ক্রমশঃ প্রকটিত হইবে। এই চতুর্বিধ অল্পভবের মধ্যে যথার্থ জ্ঞান গুলিই বস্তুতঃ প্রমাণদবাচ্য এবং করণ অর্থাৎ যাহাদিগের দ্বারা প্রমাণজ্ঞান জন্মে তাহারা প্রমাণ বলিয়া কথিত সকলেই জানেন যে, পূর্বে যে বিষয়টা জানা ছিল না তাহার কখনও স্মরণ হয় না। ভালরূপ অভ্যস্ত বিষয়টা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহা ভগ্ন স্মৃতিপথে উপস্থিত হয় কিম্বা উপেক্ষা না করিয়া পূর্বে প্রত্যক্ষীকৃত পদার্থটাই স্মরণের বিষয় হইয়া থাকে সুতরাং স্মরণাত্মক জ্ঞানে অগৃহীত গ্রাহিত্ব না থাকিতে অর্থাৎ; অজ্ঞাত কোন পদার্থকে বিষয় না করতে পারিভাবিক প্রমাণ নাই; অতএব স্মরণের কারণীভূত পূর্নামুভব কিম্বা তজ্জনিত সংস্কারকে প্রমাণ বলিয়া অভিহিত করা হয় না। এতাবত স্থির হইতেছে যে প্রত্যক্ষ অধুমিতি উপমিতি ও শব্দে এই চতুর্বিধ প্রমাণজ্ঞানের করণীভূত প্রত্যক্ষ অধুমান উপমান ও শব্দ এই চারিপ্রকার প্রমাণ পদার্থ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত ঘটাদি পদার্থের সন্নির্কর্ষ হইলে যে যথার্থ জ্ঞান জন্মে তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমিতি বলে এবং ঐ প্রত্যক্ষ প্রমাণ করণীভূত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া কথিত হয়। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ঘ্রক ও মনঃ এই ছয়টা ইন্দ্রিয়ভেদে প্রত্যক্ষ ও হয় ভাগে বিভক্ত। চক্ষুঃদ্বারা ঘটাদি দ্রব্য তাহার রূপ ও পরিমানাদির প্রত্যক্ষ হয় এই প্রত্যক্ষকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলে। কর্ণ দ্বারা ধ্বনি ও বর্ণভেদে দ্বিবিধ শব্দ ও তদগত ধ্বনির বর্ণদ্বাদির প্রত্যক্ষ হয়, ইহাকে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ কহে।

নাসিকাদ্বারা গন্ধ ও তদগত গৌরভাদির প্রত্যক্ষ হয় ইহা শ্রাবণ প্রত্যক্ষ বলিয়া কথিত হয়। জিহ্বা দ্বারা রস ও তদগত মধুর অম্লদ্বাদির প্রত্যক্ষ হয় ইহাকে রাসন প্রত্যক্ষ বলে। ঘ্রিক্রিয় দ্বারা দ্রব্য তাহার স্পর্শ ও তদগত শীতল উষ্ণদ্বাদির প্রত্যক্ষ হয় ইহাঘ্রি প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত হয়। এবং মনঃ দ্বারা জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি গুণও সেই জ্ঞানাদির আশ্রয় বলিয়া জীবাশ্রয়ও প্রত্যক্ষ হয়, এই প্রত্যক্ষ মানস প্রত্যক্ষ নামে কথিত হইয়া থাকে। চক্ষুরাদি পাঁচটা ইন্দ্রিয় কেবল বাহ পদার্থের গ্রাহক, এন্নিমিত্ত উহাদিগকে বহির্বিদ্রিয় এবং মনঃদ্বারা জ্ঞানাদি অভ্যন্তরস্থ পদার্থের জ্ঞান হয় বিধিক মনকে অন্তরিদ্রিয় বলে। বাহ কিম্বা অভ্যন্তরস্থ যেকোন পদার্থের প্রত্যক্ষ করা হটক সন্দর্ভই জ্ঞাতব্য পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নির্কর্ষ হওয়া প্রয়োজন। চক্ষু মুদ্রিত করিলে পুরোপার্জি কোন পদার্থের দর্শন হয় না কিম্বা চক্ষু এবং দ্রষ্টব্য এই উভয়ের মধ্যে কোন আবরণ থাকিলেও সেই দ্রষ্টব্য পদার্থটাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না সুতরাং সন্নির্কর্ষের উপযোগিতা রহিয়াছে।

ইন্দ্রিয়ের সহিত জ্ঞাতব্য পদার্থের যে সঙ্গ হওয়া প্রয়োজন তাহাই এস্থলে সন্নির্কর্ষ পদবাচ্য। এই সন্নির্কর্ষ প্রধানতঃ হই-ভাগে বিভক্ত লৌকিক এবং অলৌকিক। লৌকিক সন্নির্কর্ষ হইতে লৌকিক প্রত্যক্ষ এবং অলৌকিক সন্নির্কর্ষ হইতে অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। সচরাচর লোকে চক্ষু দ্বারা রূপাদি দর্শন করে ত্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে রসনা দ্বারা রসের আশ্বাদন হয় ঘ্রক দ্বারা স্পর্শ।

মুণ্ডব করে শ্রবণধারা শব্দ শ্রবণ করে এবং মনদ্বারা আমি বুঝিতেছি আমি সুখ পাই-তেছি ইত্যাদিরূপে যে জ্ঞানাদির উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় ঐ সমস্ত প্রত্যক্ষ শৌকিক সন্নিকর্ষজাত। এই শৌকিক সন্নিকর্ষ ষড়-বিধ। সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযোক্ত সমবেত সমবায়, সমবায়, সমবেত সমবায় এবং বিশেষণতা (স্বরূপ সম্বন্ধ)। দ্রব্যের প্রত্যক্ষে দ্রব্যের সহিত চক্ষুরাদির সংযোগই সন্নিকর্ষ। সম্মুখত বৃক্ষাদি দর্শন কালে বৃক্ষাদির 'সহিত নয়নের' একপ্রকার সংযোগ জন্মে। এবং দৃষ্টিক্ষেপ না করিয়া ও বস্তুজন্মের সহিত সংলগ্ন হওয়াতে হস্তাদি দ্বারা গৃহীত পুস্তকাদির অমুণ্ডব হইয়া থাকে। দ্রব্যে অবস্থিত রূপ রস গন্ধ স্পর্শাদিনু প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবায় নামক সন্নিকর্ষ উপযোগী। দ্রব্য-গুলি ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্তরূপ রসাদি ঐ দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে সূত্ররূপে রসাদিতে চক্ষু রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংযুক্ত সমবায়ই সন্নিকর্ষ। রূপে গুরুত্ব পীত্বাদি রসে মধুরত্ব অম্লত্বাদি, গন্ধে সৌরভত্ব অসৌরভত্বাদি এবং স্পর্শে শীতত্ব উষ্ণত্বাদি যে যে ধর্ম আছে ঐ সমস্ত জাহ্নু পদার্থ রূপাদিতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, ইহাদের প্রত্যক্ষকালে দ্রব্যের ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত হয় ঐ দ্রব্যে, রূপাদির সমবায় সম্বন্ধ গুরুত্বাদি ধর্ম আছে বলিয়া প্রত্যক্ষ কালে গুরুত্বাদি ধর্ম ইন্দ্রিয়ের সংযুক্ত সমবেত সমবায় নামক সন্নিকর্ষ থাকে বুঝিতে হইবে। আমরা এখন শব্দ শ্রবণ করি ঐ শব্দ দূরবর্তী থাকিলেও ক্রমশঃ কর্তে আনিয়া উপনীত হয়। 'শ্রবণেন্দ্রিয় গগনাত্মক এবং উহাতে শব্দ সমবায় সম্বন্ধে অব-

স্থিত একত্র শব্দের প্রত্যক্ষে সমবায়ই সন্নিকর্ষ। শব্দের কোনটা ধ্বনি কোনটা বা বর্ণায়ুক, শব্দগত ঐ ধ্বনিত্ব, বর্ণত্ব, কত্ব, খত্ব প্রভৃতি ধর্মের প্রত্যক্ষে সমবেত সমবায়াত্মক সম্বন্ধই ব্যাপার; কেননা শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ে সমবেত, এবং ঐ সমবেত শব্দের আবার সমবায়, কত্ব, খত্ব প্রভৃতি জাতি স্বরূপ ধর্মের পরিহারাচ্ছে। এস্থলে যে ধর্ম শব্দের প্রয়োগ করা হইল ঐ ধর্ম শব্দে আধেয় পদার্থকে বুঝায় অর্থাৎ যে পদার্থটা কোন স্থানে থাকে তাহাকেই ধর্ম বলা যাইতে পারে গগন প্রভৃতি পদার্থ আধেয় হয় না একত্র গগন ঋনাদিক আত্মা ইহাদিগকে কাহারও ধর্ম বলা যায় না। আধার ও আধেয় এই দুয়ের পরস্পর কোন সম্বন্ধ না থাকিলে তাহাদের আধাধেয়ভাবের উপপত্তি হয় না। আমি আসনে উপবিষ্ট আছি এস্থলে আমার সহিত আসনের সংযোগ নামক সম্বন্ধ আছে বিধায় আমি আধেয় ও আসন আধার হইতেছে। মনুষ্যে গৌর, শ্রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি কোন একটা রূপ গগনাদি ক্রিয়া ও মনুষ্যাদি জাতি আছে এস্থলে মনুষ্য ও তাহার রূপাদিতে সমবায় সম্বন্ধ থাকিতে মনুষ্য আধার ও রূপ ক্রিয়া জাতি প্রভৃতি আধেয় বলিয়া প্রতীতি হয়। দ্রব্য ব্যতীত অন্তর্জ সংযোগ সম্বন্ধ থাকে না এবং দ্রব্যগুণ কর্ম ও জাতি পদার্থ ব্যতীত অন্তর্জ কেহ সমবায় সম্বন্ধের সম্বন্ধীয় হয় না সূত্ররূপে অভাবাদিতে আধেয় প্রতীতি হলে বিশেষণতা নামক সম্বন্ধান্তর স্বীকার করিতে হয়। 'বিশেষণতার অপন্ন নাম স্বরূপ। অর্থাৎ ঐ সম্বন্ধটা আধার ও আধেয়েরই স্বরূপ। সংসর্গ ব্যতীত আধা-

সাধের ভাবের উপপত্তি হয় না বিধায় বিশেষণভাষ্য সম্বন্ধে স্বীকার করা হইয়া থাকে। এইক্ষণ এই গৃহে কোন শব্দ নাই অর্থাৎ গৃহ মধ্যবর্তী আকাশে শব্দের অভাব আছে; শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা এইরূপ প্রত্যক্ষ হলে গগনান্ময়ক শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দভাবের সন্নিকর্ষের নাম বিশেষণতা এবং এইক্ষণ এই বৃক্ষে ফল কিম্বা দল নাই অর্থাৎ ফল ও পুষ্পের অভাব আছে, চক্ষুরদ্বারা এই প্রকার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এতদ্বারা বৃক্ষের আদ্যন্তরতা ও ফল পুষ্পাভাবের আদ্যন্তরতা নিয়ামক বিশেষণতারই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যদিচ শব্দভাবের শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিশেষণতা মাত্র সন্নিকর্ষ। একিচ্ছ চক্ষু সংযুক্ত বৃক্ষে যে ফল পুষ্পের অভাব আছে ঐ অভাবের সহিত চক্ষুর কেবল মাত্র বিশেষণতা সম্বন্ধ নহে পরন্তু সংযুক্ত বিশেষণতাই তত্ত্বাত্ম সন্নিকর্ষ এমত অবস্থায় বিশেষণতাকে নানাপ্রকার বলায় তাৎপরি তথাপি পুত্ৰাক্রোপ যোগী সন্নিকর্ষের বিভাগ হলে সমস্ত প্রকার বিশেষণতাকে বিশেষণতাক্রম অল্পগত ধর্মদ্বারা একপ্রকার ধরিয়া পূর্বোক্ত ষড়্বিধের অবতারণা করা হইয়াছে।

অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিন প্রকার। সামান্য লক্ষণ জ্ঞান লক্ষণ ও যোগজ। সমুদয় বৃক্ষে বৃক্ষত্ব দর্শন করিয়া সেই বৃক্ষের আশ্রয় বলিয়া বাবতীয় বৃক্ষের একপ্রকার অলৌকিক অনুভব হইয়া থাকে এইহলে ঐ জ্ঞাত বৃক্ষত্বই সন্নিকর্ষ এই সন্নিকর্ষের নাম সামান্য লক্ষণ কেন নী এই সন্নিকর্ষটি বৃক্ষত্বাদি সাধারণ ধর্মের স্বরূপ হইতেছে। জ্ঞান লক্ষণাক্রম সন্নিকর্ষ জ্ঞানের স্বরূপ; রক্ত রূপাত্মক

বিশেষণ জ্ঞানটী যে কোক প্রকারে থাকিলে তৎপরে রক্তরূপ বিশিষ্ট বলিয়া অনেকগুলি পদার্থের অলৌকিক অনুভব হইতে পারে এইহলে বিশেষণীভূত রক্ত রূপের জ্ঞানই লক্ষণাত্মক সন্নিকর্ষ। যদিচ সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ জন্মিত ও জ্ঞান লক্ষণ সন্নিকর্ষ জন্মিত অলৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বয়কে সাধারণতঃ একবিধ বলিয়াই প্রতীতি হয় তথাপি বিশেষ দৃষ্টিতে উহাদিগের পার্থক্য জানা যায়। চক্ষুরদ্বারা সমুদয় বৃক্ষে বৃক্ষত্বের প্রথমতঃ লৌকিক প্রত্যক্ষ না জন্মিলে সেই বৃক্ষত্বের আশ্রয়ীভূত বাবতীয় বৃক্ষের সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষবশতঃ অলৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না এতদ্বারা আরও বিশেষ এই আছে যে বৃক্ষত্বাদি সাধারণ ধর্মের আশ্রয় বাতীত অস্ত্রের (বৃক্ষ বাতীত পদার্থের) অনুভব হয় না কিন্তু জ্ঞান লক্ষণাচ্ছলে প্রথমতঃ বিশেষণের প্রত্যক্ষ অপেক্ষা করে না যে কোন প্রকারে জ্ঞান থাকিলেই চলে এবং বিশিষ্ট বুদ্ধি জন্মিতে বস্তুতঃ যে বিশেষণের আশ্রয় নয় তাহারও অনুভব হইতে পারে আর বিশেষ্য কোন স্থলে একটী কোন স্থলে দুইটী কোন স্থলে বা বহু পদার্থ অনুভব হইয়া থাকে। যোগজ সন্নিকর্ষটি যোগি পুরুষ সাধা; তাঁহার যোগবলে একস্থানে থাকিয়া নানা স্থানের বিষয়গুলি জানিতে পারেন এই জ্ঞানটী অলৌকিক প্রত্যক্ষ বাতীত অনুমানাদি নহে। যোগি পুরুষদিগের যোগ যে অলৌকিক ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ বাসো তাহারই নাম যোগজ সন্নিকর্ষ।

(ক্রমশঃ)

স্বরজ্ঞান।

(সূচনা।)

“অনন্ত স্বরূপের রত্নাকরে কোন্ রত্নের অভাব? প্রকৃতি দেবীর লীলাভূমি, প্রকৃতি-গত মৌল্যের প্রতিকৃতি, প্রকৃতি রাজ্যের ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার ভারতবর্ষে অমূল্য ঐশ্বর্যের অপ্রতুল নাই। নিখিল-রস-বিলাসিনী জীব-দয়-বিনোদিনী ভারতভূমির কুঠী সন্তান—আর্গাজ্য জ্ঞান ধনে অতুলনীয় ধনী ছিলেন। তাঁহাদের অলোক সামগ্র্য জ্ঞানানোকের স্তিমিত জ্যোতিঃ এখনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত মণ্ডলীর নয়ন ঝলগিত—মন বিমোহিত করিতেছে। সেই আর্গ্য জ্ঞানের অনন্ত-জ্ঞান-প্রসূত অনন্ত-শাস্ত্রের মধ্যে স্বরোদয় শাস্ত্রখানি অতি উপাদেয় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এবং শুভাদপি শুভ। কিন্তু সর্কনাশক কালের গুরুতর সংঘর্ষে, বিভিন্ন জ্ঞানের বারম্বার নিষ্পেষণে, সর্কগ্রামী যুগের অপ্রতিহত প্রচলনে—অপূর্ব মাধুর্য পূর্ণ, অতীব প্রয়োজনীয় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ স্বর-শাস্ত্র আজ লুপ্ত প্রায়। হর্ভাগ্য ভারতের—বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশের শাস্ত্র-ব্যবসায়ী “ব্রাহ্মণ পণ্ডিত” আখ্যায়িকারী মহাশয়দিগের স্বরজ্ঞানে জ্ঞান-খাকা দূরে থাক, স্বরোদয় শাস্ত্রের নাম পর্যন্ত অনেকের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। স্বরোদয় শাস্ত্রে যোগিগণের অভাবশূন্য যোগবিষয়ক গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়া, ইহার গৌরব যোগী মহাশয়রাই এখনও রক্ষা করিতেছেন। স্বরোদয় শাস্ত্রে যোগ সাধনের অপূর্ব কৌশল ও সহজ পন্থা ব্যক্ত আছে। কিন্তু দিবস-বাসনা-বিব্রহিত

যোগিগণের জ্ঞান, নিয়ত বিষয় কার্যে ব্যাপৃত গৃহস্থলোকেরও স্বরোদয় শাস্ত্র অতীব প্রয়োজনীয়।

একমাত্র খাম প্রকাশের গতি অনুসারে সকল কার্য্য করিবার বাবস্থা যাহাতে বর্ণিত আছে, তাহাকে স্বরশাস্ত্র বা স্বরোদয় কহে। স্বরশাস্ত্র কাহারও স্ক্রপোল-কল্পিত নহে। ইহা পঞ্চানন-আনন নির্গত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

স্বদেহস্তিত খাম প্রকাশের গতি বুঝিয়া-স্বরশাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিলে সংসারে প্রত্যেক কার্য্যে সফল লাভ করা যায়। দৈনন্দিন সূত্র দুঃখ এধং ভাবী আপদ বিপদ ও মঙ্গলামঙ্গল প্রত্যহ জ্ঞানিতে পারা যায়। একপক্ষ (১৫ দিন) মধ্যে নিজ দেহে শ্রেয়া ঘটিল কি গরম-জনিত কোন পীড়া হইবে কিনা, তাহা প্রতি প্রতিপদ তিথিতে জ্ঞানিতে পারা যায় এবং বিনা ঔষধে সহজে পীড়ার হস্ত হইতে পরিদ্রাণ পাওয়া যায়; ডাক্তার কবিরাজের খোসামোদ কি অর্থব্যয় করিতে হয় না। এক কথায় বলি, প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ অবধি সাংসারিক, বৈষয়িক সমস্ত কার্য্যে সফল হয়। স্বরশাস্ত্রের নিয়মে যে কার্য্যে গমন করিবে, তাহা সফল হয়। কিন্তু যোগী ও গৃহস্থের নিত্য সহচর অতীব প্রয়োজনীয় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ স্বরশাস্ত্র যেমন ছুপ্পা প্যা ও ছলভ, তেমন স্বরজ্ঞ উপবৃত্ত গুরুতর অভাব। আজ কাল ব্যবসায়ের অনুরোধে কেহ কেহ “পবন বিজয় স্বরোদয়” নামক একখানি পুস্তক কলিকাতা হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অসম্পূর্ণ ও অবি-শুদ্ধ এবং ভ্রম-প্রমাদ পূর্ণ। উক্তির ‘স্বর স্বরোদয়’ ‘যাগ স্বরোদয়’ প্রভৃতি অত্যাশ্রয় গ্রন্থ বাঙ্গলাদেশে আছে কিনা সন্দেহ। আর সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত এবং বিবিধ শাস্ত্রে মহাজ্ঞানী হইলেও স্বরশাস্ত্র পড়িয়া বুঝিতে বা স্বরশাস্ত্রের অনুবাদ করিতে পারেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রী শ্রী হরিঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আটন মতে রেজিষ্ট্রী কৃত ।

হিন্দু-পত্রিকা

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড,
১২দশ সংখ্যা ।

চৈত্র ।

১৩৮৭ সাল,
১৮২২ শকাব্দা।

স্বরজ্ঞান ।

(পূর্বীহ্নরুতি ।)

স্বরজ্ঞ গুরুর নিকট শিক্ষা ব্যতীত, কেবল শাস্ত্রদৃষ্টে বন্ধিবার কি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবার উপায় নাই। এ দেশে শাস্ত্র গ্রন্থ ছলভ এবং স্বরজ্ঞ গুরুরও অভাব। এজন্ত প্রত্যক্ষ ফলদায়ক অমূল্য স্বরশাস্ত্র লুপ্ত প্রায়।

আমি তীর্থ পর্যটন সময় পবিত্র পঞ্চপটী তীর্থে তৈলঙ্গ দেশীয়া এক ভৈরবী মাতার নিকট স্বরজ্ঞানের শিক্ষা কিঞ্চিৎ পাই। সেই আমার প্রথম। তৎপূর্বে স্বরজ্ঞানের কথা কখন জ্ঞানে আসে নাই এবং স্বর শাস্ত্রের কথাও কর্ণে পোছে নাই। তৎপরে পুণ্য-সলিলা নর্মদা তীর-বাগী জটনৈক যোগী মহাশ্বার নিকট হস্ত লিপিত স্বরোদয় শাস্ত্র দেখিয়া ছিলাম। সেই মহাজ্ঞানী মহাতপা যোগী মহাশ্বার অহুক্ষেবা করিয়া সেই জীর্ণ পুথি পড়িয়া তাঁহার নিকট উপদেশ পাইয়াছিলাম। শেষে আমি হরিদ্বারে গমন করিয়া জটনৈক মুসলমান ফকিরের নিকট স্বরজ্ঞানের বহ-

নিষয় এবং গৃঢ়তত্ত্ব সকল শিখিয়াছিলাম*। কিন্তু ক্রমাগত ৮ বৎসর নানা তীর্থ ও নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া স্বরজ্ঞ উপযুক্ত গুরুদর্শন আনার ভাগো আর ঘটে নাই। এবং অদ্যপি সমগ্র স্বর শাস্ত্র ও গুরুযোগ্য স্বরজ্ঞ ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হইল না। ইহাতেই পাঠক-গণ বন্ধিতে পারিবেন যে, স্বরশাস্ত্র কিরূপ ছল্পাণ্য ও স্বরজ্ঞ গুরুর কেমন অভাব।

* আমি তীর্থ পর্যটন কালীন হরিদ্বারে অবস্থিতি সময় জটনৈক মুসলমান ফকির দেখিয়াছিলাম। তাঁহার জন্মস্থান বোধে প্রদেশাভ্যর্গত হুয়াট (সৌরাষ্ট্র) নামক প্রসিদ্ধ দেশে। তিনি মুসলমানের তীর্থ মকা বস্তবার দর্শন করিয়া, শেষে হিন্দুর তীর্থ ভ্রমণ করিতেছেন। মৌলবী উপাধি বিশিষ্ট বলিয়া, মৌলাব সাহেব নামে তিনি পরিচিত। জানে ও যোগ সাধনে তাঁহার ছায় উপযুক্ত সাধু পুং কন্ম বেশিয়াছি। মুসলমানের ছায় নমাজ, কি হিন্দুর ছায় পূজার্কর্চনাদি বাহ্যিক ক্রিয়া কিছুই করিতেন না। কেবল নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহযোগ সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার যোগের প্রভাব এবং উজ্জ্বলিত অলৌকিক ক্ষমতা হিরণ্যর, রত্নকি, এলাহাবাদ, লাহোর প্রভৃতি স্থানে তদানীপন প্রবাসী উচ্চপদস্থ কতিপয় বাদ্যসী বাবু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি যোগ-বলে স্তূত ভবিষ্যৎ বোস্তা, এবং যোগ-বলে অন্তর্দ্বারী ও মুহূর্তমাত্রে গুঞ্জ বস্তুরে গমনাগমন ক্ষমতা বিশিষ্ট। ভক্তিগুণে বিশেষ কৃপাপাত্র ব্যক্তিগণ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মহাশ্বা মুসলমান যোগীর সহিত

যোগী, সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে কচিং কোন
সরঞ্জ যোগীর নিকট সরশাস্ত্র দেখিতে
পাওয়া যায় ; কিন্তু সহস্র সহস্র যোগীগণের
মধ্যে একজন ~~সরোপদেশ~~ শিক্ষা দিবার
উপযুক্ত গুরু পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।
আমার পূর্ব শিক্ষা বাতীত যাহা অভাব
আছে এবং যুগ বিবরণ—সহস্র সহস্র শাস্ত্র পাঠে
বুরিয়ার কার্য করা যায় না,—গুরু-মুখে
শিখিতে হয়, তাহা শিক্ষা করিবার জন্ত নির-
ন্তর চেষ্টা করিয়াও অদ্যাপি উপযুক্ত সরঞ্জ
গুরুলাভ আমার জোগ্য হইল না। যাহটুক
সরাসুগারে কার্য করিলে সরবলে সমস্ত
কাণ্ডই সুসিদ্ধ হয়। জগদগুরু মহাদেব
বলিয়াছেন—

‘শক্রং হস্তাৎ সরবলৈ স্তথা মিত্রসমাগমঃ ।
লক্ষ্মী প্রাপ্তিঃ সরবলৈঃ কৌর্তিঃ সরবলৈস্তথা ।’

আমিও উপরোক্ত স্থানে একত্র অনেকদিন বেড়াই-
রাছি। আমরা উভয়েই সংসার নিরাগী সন্ন্যাসী
হইলেও আমাদের উভয়ের মধ্যে কেমন একটা স্নেহ,
ভক্তির বন্ধন পড়িয়াছিল অতি স্নেহ চক্ষে অপত্য
বাৎসল্য চক্ষে অপত্য বাৎসল্য ভাবে আমাকে দেখি-
তেন এবং দয়্য। পূর্বক আমাকে সরশাস্ত্রের গুঢ়ত্ব ও
শাস্ত্রপ্রবাসের কয়েক প্রকার ত্রিয়ার, যোগ সাধনের
কৌশল, যোগাসনে বসিয়া অগ্রে মনঃস্বর করিবার
চমৎকার সহজ উপায়, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি অতি গুহ্য
ও দুর্লভ বিষয়ের শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহ
ও শিক্ষাগুণে আমি এতাবধি মুগ্ধ হইয়াছি। যখন যে
শেষ ছাড়াছাড়ি দিনে বালকের ন্যায় কান্দিয়াছি।
তাঁহাতে সেই দিন হইতে ১০ বৎসর স্ত্রে—আমি
যেখানেই থাকি না কেন, আমাকে দর্শন দিবেন
বলিয়াছিলেন।—একথা বিধাম কবি। তিনি যেরূপ
সত্যবাদী, ধার্মিক যোগী এবং আমার ভাব্য ভাব-
নের ভাগালিণী বাহা যাহা বলিয়াছেন, সমস্তই বর্ণে
বর্ণে মীলিতেছে, আর যেরূপ অলৌকিক ক্ষমতা দেখি-
রাছি। তাহাতে আমার জনহিত স্থান অন্তর্কালে
জানিয়া দর্শন দিবেন জমস্তব কি ? তাঁহাকে দেখিয়া
বুখিয়াছি কে পর রলে সমস্ত কথ্য যোগ সাধনে
হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতির সমান আধি-
কার আছে।

সরবলৈর্দেবতা সিদ্ধিঃ সরবলৈঃ স্কিতিপোবশঃ।

সর্ব শাস্ত্র পুরাণাদি স্মৃতিবেদাস্তর্কপুস্তকম্ ।
সরজ্ঞানাৎ পরং মিত্রং নাস্তিকিঞ্চিৎসরাননে ।’

শক্রবিনাশ, বন্ধু সমাগম, লক্ষ্মী প্রাপ্তি,
কৌর্তি সঞ্চয়, দেবতা সিদ্ধি, বশীকরণ প্রভৃতি
সকল কার্যই সরবলে সুসিদ্ধ হয়। পুরা-
ণাদি শাস্ত্র ও স্মৃতি, বেদান্তাদি শাস্ত্র সর
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সরজ্ঞান অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ মিত্র আর কিছুই নাই। বাস্তবিক
সরোদয় অসুগারে সংসারের সকল কার্যই
সুসিদ্ধ হয়। ভগবান বলিয়াছেন—সর-
জ্ঞানের অপেক্ষা মিত্র, ধন ও গোপনীয়
বিষয় কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া
যায় না। যথা—

‘সরজ্ঞানাৎ পরং মিত্রং সরজ্ঞানাৎ পরং
ধনম্।

সরজ্ঞানাৎ পরং গুহ্যং ন বা দৃষ্টং ন বা
শ্রুতম্ ॥

সর শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা সন্দেহে বলিয়াছেন—

‘ইদং সরোদয়ং শাস্ত্রং সর্কশাস্ত্রোত্তমোত্তমম্ ।’
অর্থ—এই সরোদয় শাস্ত্র সর্কশাস্ত্রোত্তমোত্তম
উত্তম।

সরাসুগারে বাত্রাদি কোন কার্য করিলে,
জ্যোতিষ মতে মন্দ তিথি, বার, কু-যোগ,
নিষ্টি প্রভৃতি অন্ত্যস্ত বিরুদ্ধ যোগাদিতে ঐ
কার্য হইলেও একমাত্র সরবলে শুভ হয়। যথা—

‘ন তিথি নর্চ নক্ষত্রং ন বার গ্রহ দেবতাঃ ।
ন বিষ্টি ন বাতাপাতো বিকল্যাদ্যাহুৎসেবচ ।’

কুযোগে নৈব দেবেশি ! প্রভবন্তি কদাচন ।
 প্রাপ্তে স্বরবলে সিদ্ধিং সৰ্বমেব ফলং শুভম ॥”
 আমরা পঞ্জিকা দৃষ্টে ব্যতীপাত, বৃষ্টি
 দোষ এবং মন্দ তিথি নক্ষত্রযুক্ত মন্দ দিনে
 স্বরানুসারে ষাটাদি শুভ কার্য্য করিয়া
 নির্বিঘ্নে সুফল প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে
 স্বরোদয় শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা ও প্রত্যক্ষ ফল
 দেখিয়া আশ্চর্য্যায়িত হইয়াছি। এই জ্যেষ্ঠ
 মহাদেব বলিয়াছেন—“আশ্চর্য্যং নাস্তিকে
 লোকে।” অর্থাৎ স্বর শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ ফল
 দেখিয়া শাস্ত্রে শঙ্কাহীন অবিখ্যাতী নাস্তিক
 ব্যক্তিরও আশ্চর্য্য বোধ হয়।—কথাটা অতি
 সত্য। এই ক্ষুদ্র লেখক বহু কার্য্যে প্রত্যক্ষ
 ফল দেখিয়াছে। এক্ষণ পাঠকগণের উপকা-
 রার্থে—যোগের আনুকূল্য জনক, যোগীর
 শিক্ষণীয় গুণতত্ত্ব সকল আপাততঃ প্রকাশ না
 করিয়া, নিয়ত কর্ম্মশীল সংসারী লোকের উপ-
 কারী ও নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় বলিব।
 ইহাতে শব্দের ঘট্টা, ভাবের চট্টা; অলঙ্কারের
 চকচকানি, ইংরাজী বুকুনী নাই। শাস্ত্র
 লিখিত সংস্কৃত-ভাংশ* অক্ষরান সহ এবং কেবল-

শুক-মুখ-গত অত্রাত্ত জাতীয়া বিষয়-শ্রী শ্রী গুরু
 দেবের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ যাহা শিক্ষা করি-
 রাছি, সাধারণের বোধগম্য জনক মূলভাষায়
 তাহাই লিখিব। হিন্দু-পত্রিকার হিন্দু পাঠক-
 গণ লেখার দোষ-গুণ না ধরিয়৷ খ্যাস প্রশা-
 সের গতি জানিয়া যথানিয়মে যেকোন
 কার্য্য করিলে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন সন্দেহ
 নাই। যদি হিন্দু ধর্ম্ম সত্য হয়, যদি দেবাদি
 দেব মহাদেবের বাক্য মিথ্যা না হয় এবং
 পাঠকের হৃদয়ে বিশ্বাস আসিয়া স্থান, স্থান,
 তাহাহইলে, মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—প্রত্যক্ষ
 ফল পাইবেন নিশ্চয়! নিশ্চয়!! নিশ্চয়!!!

স্বাস্থ্যমূল পরিচয় ।

“কায়—নগর মধ্যেতু নাকতো রক্ষ পালক।”
 দেহ-নগর মধ্যে বায়ু রক্ষ পালক, অর্থাৎ
 জীবন। “এই জীবন বায়ু মনুষ্যের নিখাস
 প্রশাস। ইহার উচ্চগতি এবং নীচগতি
 দ্বারা বর্ণের যে উচ্চারণ ভেদ, তাহাকে সচ-
 রায় লোকে খ্যাস বলিয়া থাকে। এই খ্যাস
 দুই প্রকার। যথা—উচ্চাস ও নীচ খ্যাস।
 ১ম, উচ্চাস।—বায়ু আকর্ষণ বা গ্রহণের

নাম। অর্থাৎ নাসিকার দ্বারায় যে বায়ু
 টানিয়া লওয়া যায়। ইহার অন্য নাম—
 নিখাস।

২য়, নীচখ্যাস।—বায়ু বিকর্ষণ বা পরি-
 ত্যাগের নাম। অর্থাৎ যে নিখাস পরিত্যাগ
 করা যায়। ইহার অন্য নাম—প্রশাস।*

মনুষ্য শরীরে দিবা রাত্ৰ খ্যাস প্রশাস
 হইতেছে। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অপার
 রূপার মানবের—জাগ্রদব্ধার, নিদ্রিতাব্ধার
 সকল সময়েই অনবরত খ্যাস ক্রিয়া সম্পন্ন
 হইতেছে। খ্যাসের বিরাম নাই। নাসাপটু

* নর্ষদা তীরে যে যোগীর নিকট স্বর শাস্ত্র দৃষ্টে
 শিখিয়াছিলাম, সে অতি অশ্ববিধাজনক স্থান। দাতন
 করিবার কাঠি একটা হাতে ভাজিয়া সরু করিয়া লটকা
 ছিলাম। আর প্রথমে করণা ঘনিয়া মূলবৎ ৩ তরঙ্গ
 কালি, শেষে সিদ্ধর গুলিয়া মাল কালি করিয়া লইয়া
 ছিলাম। এই কালি কলমের দ্বারায় জঘন্ড ক গজে
 ও কতক তদ্বেশীয় একপ্রকার বৃক্ষের পাতায় পর-
 শাস্ত্রের সংস্কৃত ভাংশ নকল করিয়া ছিলাম। স্বরের
 উপদেশ ও স্বরমতে সমস্ত কার্য্য করিবার প্রাণী
 বোধিক যাহা শিখিয়াছিলাম, তাহা মানস-পটে
 অঙ্কিত রহিয়াছে। কিক কালি কলমের জঘন্ড সংস্কৃত ভাংশ
 অন্নদিন মধ্যেই অশ্লষ্ট ও অস্পষ্ট হইয়াছিল। একা-
 রণ এই প্রবন্ধের লিখিত সংস্কৃত ভাংশ কোন স্থানে
 যদি অশ্লষ্ট ও অসংলগ্ন হয়, তাহা নংস্কৃত পাঠক-
 গণ কমা করিবেন।

দিয়া প্রতিনিয়ত নিখাস প্রখাস গতারা ত করিয়া থাকে। ঋস বাহির হইয়া যদি দেহের মধ্যে পুনঃ প্রবেশ না করে, কিম্বা দেহ হইতে পুনঃ বাহির না হয় তাহা হইলেই জীবের মৃত্যু অধিবার্ধ্য। ইহাতে নিঃসন্দেহ বুঝা যাইতেছে যে ঋসই জীবের প্রাণ। এজন্ত শাস্ত্রেও একবার নিখাস গ্রহণ ও পরিত্যাগকে 'প্রাণ' সংজ্ঞা দিয়াছেন। একবার নিখাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ (প্রাণ) হিসাব ধরিয়া হিন্দু-শাস্ত্রে পল, দণ্ড নির্ণীত হইয়াছে। তদনুযায়ী—

একবার নিখাস গ্রহণ ও পরিত্যাগকে 'প্রাণ' বলে। ইহার ৬ প্রাণে অর্থাৎ ৬ বার নিখাস গ্রহণ ও পরিত্যাগে এক পল হয়; ৬০ পলে এক দণ্ড, ৬০ দণ্ডে এক দিবা রাত্র হয়। এই সময়নিরূপণের সহিত স্বর ও যোগশাস্ত্রের মিলন রহিয়াছে। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, একদিবা রাত্রে মনুষ্যের ২১৬০০ বার নিখাস প্রখাস হইয়া থাকে। যথা—

$$৬ \times ৬০ \times ৬০ = ২১৬০০$$

এক দিবা রাত্রে মনুষ্যের ২১৬০০ বার নিখাস প্রখাস হয়। উহাকে অজপালপ কহে। একবার ঋস গ্রহণ ও পরিত্যাগে 'হংস' শব্দ হ্রস্ব। উপনিষদ বাক্যদ্বারা উহা পরব্রহ্ম 'হংস' উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, এই তিনের কারণ। এই হংস বিপরীত মোহ জীবের স্মৃতিভাবিক সহজাত সাধনা। ইহার বিবরণ এখানে বলিব না।

হিন্দুর গণনামুসারে ৬ প্রাণে একপল হয়। ইংরাজী হিসাবে ঐ এক প্রাণ বা একবার নিখাস প্রখাস ৪ সেকেন্ড সময়ে হয়, আর ১৫ খালে ১ মিনিট।

এখন স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে যে, মনুষ্যের ঋস প্রখাসই প্রাণ। প্রাণ বা স্বরের দ্বারায় যেরূপ কালের প্রভেদ এবং মনুষ্যের প্রাণের সহিত দেবলোক, পিতৃলোক প্রভৃতির সহিত কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও এক সূত্রে গ্রথিত, তাহা নিম্নের লিখিত তালিকায় প্রকাশ করিতেছি।

একবার নিখাস গ্রহণ ও পরিত্যাগে নাম।	প্রাণ
৬ প্রাণে	১ পল হয়।
৬০ পলে	১ দণ্ড।
৬০ দণ্ডে কিম্বা ২১৬০০ প্রাণে	১ দিবা রাত্র।
১৫ দিনে	১ পক্ষ।
২ পক্ষে	১ মাস।
৩ ঋতুতে	১ অয়ন।
২ অয়নে বা ৩৬৫ দিনে	১ বৎসর।
মনুষ্যের ১ মাস	পিতৃলোকের ১ দিন
মনুষ্যের ১ বৎসরের দেবতার	১ দিন।
মনুষ্যের ৩৩২০০০ বৎসরে	১ মহাযুগ।
৭১ মহাযুগে	১ মন্বন্তর।
১৪ মন্বন্তরে	ব্রহ্মার ১ দিন।
১০০ মহাযুগে	১ কল্প।
২ কল্পে	ব্রহ্মার ১ দিবারাত্র।
ব্রহ্মার ১০০ বৎসরে	বিষ্ণুর ১ দিন।
বিষ্ণুর ১০০ বৎসরে	মহাদেবের ১ দিন।

† সচরাচর ৩৬৫ দিনে বৎসর ধরা হয়। কিন্তু জ্যোতির্বিদগণ পৃথিবীর স্থল গণনা করিয়া ৩৬৫ দিন, ৬খণ্ড, ১২ মিনিট, ৩০ সেকেন্ডে পূর্ণ এক বৎসর হয় বলিয়া থাকেন। আমাদের দেশীয় জ্যোতির্বিদগণের মতে ইহা মিলিবে কিনা জানি না।

এই কাণ পরিমাণ দৃষ্টে ও অন্ত্যস্ত
অনেক কারণে বুঝায় যে, প্রাণ ভগবানের
অংশ। শাস্ত্রেও উক্ত আছে যে,—

‘প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণোবিস্কুঃ পিতা-
মহঃ ।
প্রাণেন ধার্ব্যতে লোকঃ সর্বং প্রাণময়ং
ভগৎ’

এই প্রাণ যে মনুষ্যের শ্বাস বায়ু, তাহা
অবিসম্বাদিত সত্য। গন্ধর্ষ তন্ত্রে উক্ত হই-
য়াছে—‘প্রাণোবায়ুরিতি খাতঃ ।’ এই প্রাণ
বায়ু নখাগ্র হইতে মুক্তক পূর্ণাস্ত্র বাপ্ত
থাকিয়া শরীরে বল প্রদান ও চক্ষু, কর্ণ,
নাসিকা, হস্ত, পদ প্রভৃতি কর্মেদ্রিয় গণকে
কর্মে প্রবৃত্ত করিতেছে এবং উদর মধ্যগত
অন্ন জলাদি ভুক্ত জব্য পাক করিয়া রসাদি
রক্ত ও বীৰ্য্যরূপে পরিণত করে। ঐ প্রাণ-
বায়ু দশ নামে কথিত হয়; কিন্তু তাহা এক-
মাত্র শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া বিশিষ্ট প্রাণ-বায়ুর
অবস্থা বিশেষ মাত্র। সুতরাং প্রাণ-বায়ুই
প্রধান। এই প্রাণ বায়ু নাসাপুট দিয়া বাহ্য
নিয়ত গত্যাত করিতেছে। তাহারই নাম
নিশ্বাস প্রশ্বাস।

শ্বাসের গতি ।

সকলেই বলিয়া থাকেন যে, দুই নাসি-
কার সুমান ভাবে শ্বাস প্রবাহিত হয়; কিন্তু
তাহা খুব ভ্রম। মনুষ্যের দুই নাসিকার
এককালে বায়ু বহন হয় না। কখন দক্ষিণ
নাসিকার, কখন বাম নাসিকার বহিয়া থাকে।
প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের সময় হইতে এক
ঘণ্টা (আড়াই দাঁড়) কাল বাম নাসিকার,
আবার এক ঘণ্টা দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস
বহন হয়। এইরূপে দিবা রাত্র মধ্যে ১২ বার

বার বাম নাসিকার, ১২ বার দক্ষিণ নাসিকার
বহন হয়। প্রভাতে সূর্যোদয়ের সময়
কোন দিন কোন নাসিকার প্রথমে নিশ্বাস
বহিবে তাহার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। যথা—
কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া,
সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী,
অমাবস্যা—এই কয় তিথিতে সূর্যোদয়কালে
প্রথমে দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস বহন আরম্ভ
হইয়া এক ঘণ্টা থাকিবে। পরে বাম নাসি-
কার শ্বাস আসিয়া এক ঘণ্টা বহন হইবে।
আবার দক্ষিণ নাসিকার শ্বাসিয়া এক ঘণ্টা
থাকিবে। এইরূপে দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টার
মধ্যে ১২ ঘণ্টা দক্ষিণ ও ১২ ঘণ্টা বাম নাসি-
কার উপরোক্ত নিয়মে পর্যায়ক্রমে নিশ্বাস
প্রবাহিত হয়। আর কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী,
পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দশমী, একাদশী দ্বাদশী—এই ছয়
তিথিতে প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের সময়
প্রথমে বাম নাসিকার শ্বাস বহন হয় এবং
উপরোক্ত নিয়মে এক ঘণ্টা হিসাবে ক্রমান্বয়ে
একবার বাম নাসিকার, একবার দক্ষিণ নাসি-
কার নিশ্বাস বহে। শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ,
দ্বিতীয়া, তৃতীয়া; সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী;
ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা—এই নয় দিন
প্রভাতে সূর্যোদয়ের সময় প্রথমে বাম নাসি-
কার শ্বাস বহন আরম্ভ হয়। চতুর্দশী,
পঞ্চমী, ষষ্ঠী; দশমী, একাদশী, দ্বাদশী—এই ছয় দিন
সূর্যোদয়ের সময় প্রথমে দক্ষিণ নাসিকার
শ্বাস বহন আরম্ভ হইয়া এক ঘণ্টা স্থিতি
থাকে। পরে উপরোক্ত নিয়মে আবার বাম
নাসিকার আসিয়া এক ঘণ্টা ও পুনঃ এক
ঘণ্টা দক্ষিণ নাসিকার পর্যায়ক্রমে দিবারাত্র
শ্বাস বহিবে। এইরূপ নিয়মে শ্বাস বহন

মহুগু জীবনে স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রেয়া ও কফের পীড়ার জন্য ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে।

“উপরোক্ত নিয়মে—যে তিথিতে সূর্যোদয়ের সময় যে নাসিকায় খাস বহন হইলে সকল কার্য সিদ্ধি হয়। যথা—

সূর্যোদয়ের পূর্বে সূর্যাস্তে চন্দ্রোদয়ো ভবেৎ ।
সিদ্ধান্তি সর্ব কার্য্যানি দিবা রাত্র গতাশ্চপি ।”
(স্বপ্ন স্বরোদয়)

অর্থাৎ—যেদিন প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের সময় দক্ষিণ নাসিকায় প্রথম বহন হইবার নিয়ম এবং যে দিন বাম নাসিকায় প্রথম খাস বহন হইবার নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে। সেই দিন সেই সেই নির্দিষ্ট নাসিকায় বহন হইলে কি দিবা কি রাত্রিকালে সকল কার্য সিদ্ধি হয়।

যদি কোন দিন সূর্যোদয়ের সময় কাহারও উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ যে তিথিতে যে নাসিকায় প্রথম খাস বহন হইবার নিয়ম, সে দিন যদি তাহার বিপরীত নাসিকায় খাস বহন হয়, তাহা হইলে সেদিন অমঙ্গল জনক হইবে। যথা—

“যদা প্রভাষকালে তু বিপরীতোদয়ো ভবেৎ ।
চন্দ্রস্থানে বহমার্কো রবি স্থানে চ চন্দ্রমাঃ ।
প্রথমে মানসাদ্বেগং ধনহানিং দ্বিতীয়কে ।
তৃতীয়ে পমনং প্রোক্ত মিষ্টনাশং চতুর্থকে ।
প্লঙ্ঘমে রাজ্য বিবংসং ষষ্ঠে সর্বার্থ নাশনং ।
সপ্তমে ব্যাধি ভুংখানি, অষ্টমে মৃত্যুমাশিংশং ॥”

প্রভাষকালে যদি নিখাসের বিপরীত বহন হয়, তাহা হইলে প্রথম সময়ে মানসিক উবিঘর্ষা, দ্বিতীয় সময়ে ধনহানি, তৃতীয় সময়ে গমন, চতুর্থ সময়ে ইষ্টনাশ, পঞ্চম

সময়ে বিতর্কধ্বংস, ষষ্ঠ সময়ে সর্বার্থ নাশ,* সপ্তমে ব্যাধি ও ভুংখ, অষ্টম সময়ে মৃত্যু হয়।*

উভয় পক্ষের প্রতিপদ তিথি ব্যতীত আর সমস্ত তিথিতে বিপরীত উদয় হইলে ঐরূপ ফল ফলিবে। প্রতিপদ তিথিতে বিপরীত বহন হইলে যে দোষ হয়, তাহা গরে বলিব।

যদিচ তিথির নিয়মে বিপরীত নাসিকায় প্রথম খাস বহন হইলে উপরোক্ত ফল হয় ;

কিন্তু বারবিধশবে তিথির নিয়মের বিপরীত হইলেও অশুভ হয় না। তদ্বৎ—

স্বপ্ন স্বরোদয়ে—

“গুরু শুক্র বুধেন্দুনাং বাসরে বামনাড়িকাঃ ।
অর্ক অঙ্গার শৌরাণাং বাসরে দক্ষ নাড়িকা
সিদ্ধান্তি সর্ব কার্যোযু।” ইত্যাদি।

অর্থ—শুক্র পক্ষের সোমবার ও বুধ বৃহ-
স্পতি, শুক্র এই চারিদিন প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের সময় প্রথমে যদি বাম নাসিকায় খাস বহন হয়, তাহা হইলে সেই দিন সর্ব কার্য সিদ্ধ হইবে এবং সর্বত্র জয়লাভ হইবে।

(ভারতের নারীরা বিজুবী খনার বচনে একথার প্রমাণ আছে যথা—“সোম, শুক্র শুক্র, বুধে বাম, হেলায় লক্ষা জিতেন রাম।”)

আর রুক পক্ষে শনি, রবি ও মঙ্গলবারে সূর্যোদয়ের সময় দক্ষিণ নাসিকায় প্রথম খাস বহন হইলে, সেইদিন সর্ব কার্য সিদ্ধ হয়। ইহা দ্বারায় স্থির হইতেছে যে, শুক্র পক্ষে যে তিথিতে প্রথম দক্ষিণ নাসিকায় খাস বহন হইবার নিয়ম, সেদিন যদি বাম

* মৃত্যু বলিলে একেবারে ভবলীলা সাজ বুঝিতে হইবে না। গুরুতর অপমান, কষ্ট প্রভৃতি মৃত্যুবৎ ঘটনা।

নীসিকায় প্রথম খানবহন হয়, আর সেই দিন প্রথমোক্ত চারি বারের কোন বার হয়, তাহা হইলে তিথির নিয়মের বিপরীত বৃশতঃ কোন হানি হইবে না। ঐ চারিবার মাত্র গুরু পক্ষে ফলদায়ক হইবে।

এ) নিয়মে শনি, রবি, মঙ্গলবার কেবল মাত্র কৃষ্ণ পক্ষে ফলদায়ক হইবে। কৃষ্ণপক্ষে ঐ তিন বারে তিথির নিয়মের বিপরীত বহন হইলেও কোন হানি হইবে না। প্রত্যাহ শুভ হইবে।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, ভাহাতে পাঠক-গণ নিখাম প্রসাসের পরিচয় ও গতি অবশ্যই বুঝিয়াছেন। এক্ষণে খাসের গতি অনুসারে সাংসারিক সকল কার্য্য কিরূপে করিলে সুফল পাওয়া যায়, তাহা বলিব। কিন্তু বিষয় বড় গুরুতর; স্বরশাস্ত্র ও কঠিন। বিনা গুরুপদেশে কেবল মাত্র স্বরশাস্ত্র পাঠ করিয়া কিছুই বুঝিবার যো নাই। এজন্য দেবাদি-দেব মহাদেব বলিয়াছেন—“জ্ঞানতে গুরু বাক্যোন, ন বিজ্ঞা শাস্ত্র কোটিভিঃ।” এ ছেন বিষয়ের গুরুগরি করিবার ক্ষমতা ও সাহস আমার নাই। শ্রীশ্রী গুরুদেবের রূপায় আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান ও শিক্ষানুসারে স্বরমতে যে সকল কার্য্য করিয়া প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিব। পাঠকগণ তদনুসারে কার্য্য করিলে প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিবেন এবং স্বরশাস্ত্রের সফলতা ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়া মোহিত হইবেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীউমানাথ চট্টোপাধ্যায় ।

— — — যশোহর ।

আপস্তম্বীয় গৃহসূত্রম্ ।

(পূর্কামুত্তম্)

বর বধু কঃ উপবেশন করিলে পর যাহা যাহা অনুষ্ঠান করিলে যথাক্রমে মহর্ষি, বর্ণিতহেচন —

অগ্নেরূপসমাপানাত্ আজ্ঞাভাগান্তে-
হুতৈনাগাদিতোদাভ্যঃ অভিমন্ত্র-
য়েতী ১০

অগ্নির উপসমাপান (ইহা পূর্কো পরি-
কৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।), হুতের
আজ্ঞাভাগ হোমঃ পূর্ণাস্ত কার্য্য সম্পাদন
করিয়া বর বধুকে পুণম হুতে তুটী মন্ত্রদ্বারা
অভিমন্ত্রিত করিলে। বর উখিত প্রায় হইয়া
বধুকে এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিলে, বধু উপ-
বিষ্টাই থাকিবে। তৃতীয় অনুবাকের প্রথম তুটী
মন্ত্র “সোমঃ প্রথমঃ” ইত্যাদিই এখানকার
অভিমন্ত্রণের মন্ত্রদয়। অতঃপর পাণিগ্রহণ
নামক কর্ম্মটি বিবৃত হইবে। মহর্ষি পাণি-
গ্রহণের রীতি বলিতেছেন—

অথাশ্চৈ দক্ষিণেন নীচা হস্তেন
দক্ষিণমুস্তানং হস্তং গৃহীয়াৎ । ১১

তদনন্তর বর দক্ষিণ হস্তে গৃহীত করিয়া
বধুর উস্তান দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিলে।
ইহাকে আচার্য্যেরা পাণিগ্রহণ কর্ম্ম নামে
অভিহিত করেন অশ্চৈ শব্দ এখানে অস্তাঃ
(ইহার অর্থঃ বধুর) এই অর্থঃ ব্যবহৃত
হইয়াছে। পাণি গ্রহণ ব্যাপার যে অথ্যাপি
অব্যভিচারিতরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা
সকলেই অবগত আছেন। এবিষয়ে অধিক

বনিবার আবশ্যক দেখি না। বিশেষ কাম-
মায় কর গ্রহণেরও কিঞ্চিৎ বিশেষ উপস্থিত
হইবে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

যদি কাম্যেত স্ত্রীরেব জনয়েয়ং
ইতি অঙ্গুলীরেব গৃহীয়াত। ১২

বর যদি কামনা করেন যে স্ত্রী পুঞ্জা
(কন্যা) কে অম্বু ইব, তবে অঙ্গুলী গ্রহণ
করিবেন। অঙ্গুষ্ঠ অথবা করতল গ্রহণ
করিবেন না। অঙ্গুলী গ্রহণ করিলে
সেই সংকল্প সিদ্ধ হইতে পারে একরূপ
কোনও যুক্তি আছে কিনা বলা যায় না।
অগাধ জ্ঞানার্জনমহর্ষিগণের বাক্য অবশ্যই
মূল শূত্র নহে, তবে সাধারণ বুদ্ধি লেখকের
অথবা পাঠকের তাহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই।
অন্ত্ররূপ কামনা থাকিলে গ্রহণ প্রথা অন্ত্র
আকার ধারণ করিবে যথা—

যদি কাম্যেত পুংসএব জনয়েয়ং
ইত্যঙ্গুষ্ঠমেব। ১৩

যদি কামনা থাকে যে পুরুষ (পুত্র)
উৎপাদন করিব তাহা হইলে অঙ্গুষ্ঠ গ্রহণ
করিবে। এখানে পূর্ন শূত্র হইতে “গ্রহণ
করিবে” এই অংশ লইয়া অর্থ করিতে
হইবে। বিশেষ কিছু কামনা থাকিলে যেক্রম
করিবে তাহা কথিত হইতেছে—

সোহভীবাঙ্গুষ্ঠ মেভীব লোমানি
গৃহ্নাতি। ১৪

যে পাণি গ্রহণে পুত্রোৎপাদন অথবা
কন্যাজননরূপ কোনও নির্দিষ্ট কামনা করে
না, সে হস্তান্ত্র লোম সকল ঈষদভিম্পৃষ্ট
হয় এবং অঙ্গুষ্ঠ ও ঈষদভিম্পৃষ্ট হয়, তক্রমে
গ্রহণ করিবে।

গৃভ্ণামি ইত্যেতাভিশ্চত স্তভিঃ। ১৫

গৃভ্ণামিহা (তোমার হস্ত গ্রহণ করি-
লায়) ইত্যাদি চারিটা মন্ত্রদ্বারা গ্রহণ করিবে।
এখানেও “গৃহীয়াৎ” এই অর্থ বোধক
“গৃহ্নাতি” পদের অম্বুবৃতি আবশ্যক। পাণি-
গ্রহণে মন্ত্র চারিটা, প্রত্যেক মন্ত্রদ্বারা এক-
বার পৃথগ্ভাবে পাণিগ্রহণ করিতে হইবে না।
মন্ত্র চারিটা পাঠ করিতে হইবে ও চারি-
মন্ত্রে শেষে একবার মাত্র পাণি গ্রহণ করিতে
হইবে। “পুত্রোৎপাদনম্ভূৎ” পুত্রোৎপাদন
মন্ত্র পাঠে পাণি গ্রহণ পুনঃ পুনঃ করানা হউক
এই বৃত্তিকার বাক্য পূর্বোক্ত রহস্যের আবি-
কারক। ব্যবহারও একটা প্রমাণ।

অথেনা মূত্তবেনাশ্মিৎ দক্ষিণেন পদা
প্রাচীমুদীচীং বা দশমভিপ্রক্রময়-
ত্যেকমিষ ইতি। ১৬

তাহার পর অগ্নির অদূরে উত্তর হইতে
আরম্ভ করিয়া নব বধুকে দক্ষিণ পদের দ্বারা
প্রাচী (পূর্ন) অথবা উদীচী (উত্তর) দিকে
সপ্তপদ গমন করাইবে। ইষেভা ইত্যাদি
সাতটা মন্ত্র ঐ সপ্তপদ গমনে ক্রমে (একপদ
গমনে একটা) ব্যবহৃত হইবে। ইহাকে
সপ্তপদী গমন কহে। সপ্তপদীগমনের রহস্য
অতি গভীর। তাহা মন্ত্রগুলির অর্থ পাঠ
করিলে বুঝা যায়। সপ্তপদী গমনের মন্ত্রগুলি
দম্পতীর পরস্পরের প্রতি দৃঢ়রূপে নির্ভর
ও অত্যাশ্রয় অম্বুবাগ বৃদ্ধি করিতে এবং চিরন্তন
অধিকার দানাদি বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিতে
শিক্ষাদেয়। হিন্দু-পত্রিকার বহুদিন হইল
সপ্তপদীগমনের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে এ
প্রসঙ্গে পুনরুল্লেখ নিম্নরোজন।

মর্বেতি মন্ত্রে পদে জপতি। ১৭

মন্ত্রমপদে “মধামন্ত্রপদাভব” ইত্যাদি মন্ত্রটি জপ করিবে। মন্ত্রম পদ ভূমিতে নিঃক্ষিপ্ত হইলে এই মন্ত্র পাঠ করা হয়, ব্যবহার ও শাস্ত্র উভয়েরই সমমত।

চতুর্থপত্র ও মধাপ্ত হইল।

পঞ্চম পত্র।

প্রাগ্‌ঘোমাং প্রদক্ষিণমগ্নি কৃষা। ১

হোম মন্ত্রের পূর্বে যে সকল মন্ত্র নিবদ্ধ আছে, সেই সকল মন্ত্র হোমকালের পূর্বক্ষণ পর্য্যন্ত জপ করিবে। জপ সমাপনান্তে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবে। হোমের পূর্বে বর ও বধ উভয়েই করিবে। বধুর দক্ষিণ হস্ত বর গ্রহণ করিয়া পরিক্রমণ করিবে কোনও চীকাকারের অতিপ্রায় এইরূপ।

যথাস্থানমুপনিষ্ঠাষারক্রামান্তরা অহিতীজু-
হোতি সোমায় জনিবিদে সাহা ইত্যোতৈঃ
প্রতিমন্ত্রাঃ। ২

প্রদক্ষিণ করিবার পর বর ও বধ পূর্বে যে স্থানে যিনি উপবিষ্ট ছিলেন সেই স্থানেই পুনর্বার উপবেশন করিয়া বধু অথবা বধুকাণ্ডী হইলে পরবর্ত্তি ষোড়শ প্রধান অহিতী প্রদান করিবে। “সোমায় জনিবিদে সাহা” ইত্যাদি প্রত্যেক মন্ত্রে এক একটা দিতে হইবে।

অনৈনামুক্তরেণামিঃ দক্ষিণেন পদা অশ্বানং
আস্থাপন্নত্যাতিষ্ঠেতি। ৩

অনন্তর অগ্নির উত্তরাংশে দক্ষিণ পদের দ্বারা পাষণ্ড ও (লোড়) টানিয়া লইয়া স্থাপন করিবে। তত্কালে পদদ্বারা অক্রমণ

কর এই বলিয়া স্থাপন করিতে হইবে। এই অশ্বাক্রমণ ব্যাপার গিলুপ্ত হয় নাই তবে কোনও স্থানে একটু আধুটু স্তম্ভরূপ হইয়াছে।

মধাস্তা অঞ্জলিবৃণস্তীয়া দ্বির্লজা নোপ্যান্তি
চারয়তি। ৪

তাহার পর বধুর অঞ্জলি বিস্তার করিয়া চাইবার লাজ দ্বারা (খই দিয়া) হোম করিবে। হোম বর সম্বন্ধেই করিবে। বধুর হস্ত হোমীয় বস্ত্র প্রকার পুত্র স্বরূপ “ইয়ং-নারী” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ বরকেই করিতে হইবে। বর হোমকর্ত্তা হইলেও বধু হস্তই এখানে বিধান বলে হোম সম্বন্ধি লাজ দ্ববোর আধার।

তস্তাঃ সেন্দর্দণ্যোলাজান্‌ আব পতীত্যোকে। ৫

বধুর গোদণ্ডা খই শুগিকে লইয়া বধু হস্তে ঢাণিয়া দিবে, তাহার পর বর হোম করিবে, কোনও কোনও আচার্য এই কথা বলিয়া থাকেন—সর্পত্র ব্যবহার এ নিয়ম সমর্থন করে না, তবে কোথাওবা দেখিতে পাওয়া যায়।

জুহোতীয়ং নীর্দীতি।

“ইয়ংনারী” ইত্যাদি মন্ত্রে লাজ হোম করিতে হয়।

উক্তরাতিষ্ঠিত্যতিঃ প্রদক্ষিণমগ্নিঃ কৃষাশ্বান-
গাতাপয়তি যথা পুরস্তাৎ। ৬

পরবর্ত্তি “তৃত্যমগ্রে পর্যাবহন” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা অগ্নকে প্রদক্ষিণ করিয়া লোড়টিকে পূর্ব স্থানে স্থাপন করিতে হইবে। বর বধুর হস্ত দারণ করিয়া মন্ত্র তিনটি পাঠ সমাপ্ত হইলে, প্রদক্ষিণার্থে প্রক্রমণ আরম্ভ

করবেন। হরদত্ত মহাশয় বলেন, 'তিস্রপা-
মন্তে পরিক্রমণারম্ভঃ' তিনটি মন্ত্রের শেষে
পরিক্রমণ আনুক হইবে। যে কোনওটির
পরে অথবা পড়িতে পড়িতে ভ্রমণ নহে।

দোমশ্চোত্তরমা। ৮

অর্থ্যমণঃ সু দেবং ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হোম
করিতে হইবে।

পুনঃ পরিক্রমণস্থাপনং হোমশ্চোত্তরমা। ৯

পুনর্কারঃ: পরিক্রমণ স্থাপন ও ঐ
পূর্বোক্ত মন্ত্রদ্বারা হোম করা আবশ্যিক।
পূর্বে যেন্নপ বলা হইল তজপই আবার
করিতে হইবে। এখানে জিয়ার অনুষ্ঠান
বারম্বার, নিয়ম মন্ত্রাদি সকলই একরূপ।

পুনঃ পরিক্রমণম্। ১০

আবার পূর্ববৎ অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে
হইবে।

জয়াদি প্রতিপদাতে। ১১

জয়াদি হোম সকল এখানে করা
আবশ্যিক।

পরিষেচনাস্ত কৃত্তঃ উত্তরাভ্যাং যোক্তুং নিমুচ্য

তাং ততঃপ্রবা বাহরেৎ প্রবাহারয়েৎ। ১২

জয়াদি হোম করিয়া তৎপরে পরিষেচ-
নাস্ত কর্ম সম্ভপন করিয়া "প্রত্না মুধ্যামি"
ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় পাঠ করিয়া যোক্তু বিমোক
করিবার পরে বধূকে রথারোহণ পূর্বক
লইয়া যাইবে অথবা শিবিকাদি সমুদ্বা বাহ
য়ানে আরোহণ করাইয়া লইবে। পরিষেচনের
পরেই যোক্তু বিমোক করিতে হইবে প্রস্থান
কালে নহে। রথাদি দ্বারা লইয়া যাওয়া
পূর্বকালে প্রচলিত ছিল, বর্তমানকালে
তাহার দৃষ্টান্ত মিলে না। শিবিকাবাহনে

বধূকে লইয়া যাওয়া আজ কা'ল প্রায়ই
পরিদৃষ্ট হয়। এ নিয়ম সহসা উচ্ছিন্ন হই-
বার সম্ভবও নাই।

সমাপ্যোত্তমগ্নিমহুহরন্তি। ১৩

এই বৈবাহিক অগ্নি উখাতে (ধূপদানীর
ক্রায় পাত্র বিশেষ ইহাতে অগ্নি স্থাপন করা
হইত) তুলিয়া গমনশীল বনবধুর পশ্চাতে
তদীয় লোকেরা লইয়া যাইবে। "পশ্চাতে"
বনিবার তাৎপর্য এই যে অগ্নি লইবেনা।
সঙ্গে সঙ্গে লইয়া গেলে কোনও দোষ হয়
না। এই বৈবাহিক অগ্নি হইতেই সাধিক-
দিগের সমস্ত আশ্রমের কাণ্ডের প্রথম ক্র-
পাত হইতে থাকে।

নিত্যোধার্যাঃ। ১৪

এই বৈবাহিক অগ্নি পত্নী সম্বন্ধি কর্মের
জন্ত অর্থাৎ গৃহস্থদিগের পক্ষে আশ্রমোচিত
হোমাদির নিমিত্ত সর্বদা ধার্যা। পাণিগ্রহণ
হইতে আচার লক্ষণ সমস্ত কর্ম এই অগ্নিতে
করিতে হইবে। ইহাকে গৃহ অগ্নি কহে।
প্রাচীনকালে এই অগ্নি উখায় তুলিয়া গলদেশে
বাঁধিয়া রাখা হইত, অথবা সস্তকে রাখা
হইত। কোনও স্থানে গমন করিতে হই-
লেই এই উপায়ে লইতে হইত। সর্বদা গলে
ধারণ নিয়ম ছিল না, কুণ্ডেই রাখা হইত।
এই অগ্নি ধারণ সম্বন্ধে কোনও গৃহকার
বিকল্প বিধান করিয়াছেন। মহর্ষি আপস্ত-
ম্বের মতে তাহা অজ্ঞায়।

অহুগতো মন্বাঃ। ১৫

শ্রোত্রিয়াগারাদ্বাহার্যাঃ। ১৬

অরণি নির্ম্মণনদ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিতে
হইবে। যদি বৈবাহিক অগ্নি কোনওরূপে

নষ্ট হয় তখন এইরূপ বিধান অনেক আচার্যের মত । মথন দ্বারা উৎপাদন কিম্বা বেদাধায়ন সম্পন্ন ব্রাহ্মণের গৃহে যে অগ্নিদ্বারা পাকা দিক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহাও আনা যাইতে পারে । উভয় পক্ষেই বৈবাহিক অগ্নি তত্ত্বরূপে উৎপন্ন বৃদ্ধিতে হইবে । যাহারা বলেন, মন্থন দ্বারা উৎপাদন করিতে হইবে তাঁহাদের মতে বিবাহের অগ্নি ও মন্থনোৎপন্ন হওয়া চাই । শ্রোত্রিয় গৃহ হইতে আয়নপক্ষেই বৈবাহিক অগ্নি সেই রূপে সংগৃহীত বৃদ্ধিতে হইবে । শ্রোত্রিয় শব্দটি আ'জ কা'ল বড় গোরব বিহীন হইয়া পড়িয়াছে । শাস্ত্র বলেন—একাংশাখাং দকন্নাং বা বচ্ছিরদৈরধীত্যাচ, যট্ কর্ম নিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্মবিৎ । দমগ্র বেদশাখাধারী অন্ততঃপক্ষে একাংশাখাং নিনি শিক্ষা কল্প, ব্যাকরণ, নিকট, হন্দ, ও জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং যজ্ঞন, বাজ্ঞন, অধ্যয়ন লক্ষ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহণ এই বিপ্রোচিত ষট্ কর্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহাকে শ্রোত্রিয় বলে । কেবল বিদ্বান্ হইলে চলিবে না । অনুষ্ঠানও করিতে হইবে । পবিত্র কর্তব্য পরায়ণ ব্রাহ্মণই শ্রোত্রিয় । বাল্যকালে ৬ পিতৃদেবের নিকট গুণিতামা “ষট্ কর্মকালিতঃ ব্রাহ্মণত্বাং” সম্প্রতি ষট্ কর্মহীন ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে জাতীয় গৌরবে উন্নত । বেদের নাম যাহারা শুনে নাই তাহারা শ্রোত্রিয় । অধ্যয়নসম্পন্ন হইলেও কোণিজের চ'পে “শ্রোত্রিয়” নিম্ন গুরে । আর সমাজ মত্ কেরা অক্ষর না শিখিয়াও গৌরবান্বিত ! কা'ল যাহা হইবে কেবল যে আচারের পরিবর্তন

হইয়াছে তাহা নহে, বহি ব্যবহার (শব্দ-ব্যবহারও) নূতন আকার ধারণ করিয়াছে । প্রাসঙ্গিক বিষয়টি এইখানেই পরিত্যক্ত হইল ।

উপবাসশাস্ত্রতরমাতার্যায়ঃ পত্ন্যর্ক্যাহুগতে ।

১৭১

অগ্নি অহুগত হইলে ভার্গ্যা এবং পতি উভয়েরই উপবাস করিতে হইবে । যে কেহ করিতেও পারে । কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন যে অন্ততর কালের জন্ত অর্থাৎ দিনে অথবা রাত্রে কোনও কালের জন্ত উভয়েরই উপবাস করিতে হইবে । এই উপবাস অগ্ন্যুৎপত্তির প্রায়শ্চিত্তার্থ । কাহারও মতে একের উপবাস কাহারও মতে উভয়েরই উপবাস । কেহ বলেন বিকল্প, কাহারও মতে সমুচ্চর । অপিবোত্তরমা জুহুয়ান্নোপিবসেৎ । ১৮

কিম্বা “অযাশ্চান্ন” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা একটা আহুতি প্রদান করিবে, উপবাস করিতে হইবে না । হরদত্ত বলেন “প্রায়শ্চিত্তমিদং অপহরণাদিনাঘিনাশেহপি ঐষ্টব্যাম্” অর্থাৎ অগ্নি সমেত উষা যদি কেহ চুরি করিয়া লইয়া যায় তাহা হইলেও এই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে । অগ্নির অপহরণ অথবা অন্ত কোনও উপায়ের অগ্নি বিনাশ করিল তখন শক্রতা সাধন সম্পন্ন হইত । পৌঙ্কবিপ্লবের সময়েও অনেক উপায়ে গৃহে সুরক্ষিত অগ্নি নষ্ট করা চটয়াছিল এক্ষণে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে ।

উত্তরা রথশ্রোতস্তন্বী । ১৯

“সত্যোনোত্তীভিত্য” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা রথের উত্তমন করিতে হইবে । এই

বিধান বর বধূ প্রস্থান কালীন রথারোহণের মন্ত্র ক্রমাদি জ্ঞাপন করিতেছে। মধ্যে কতকগুলি অমিথিবরক বিধি লিপিবদ্ধ করার কাণীততঃ তৎপক্ষীয় কান্যবিশেষের কর্তব্যোপদেশ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। এই জন্তই টাকাকার বলিতেছেন ‘দম্পতোঃ প্রস্থান বিশেষ ধর্ম উচ্যতে’ দম্পতীর দ্বিবিধ গমনের মধ্যে রথারোহণ দ্বারা সম্পাদনীয় গমন বিশেষের ধর্মই এখানে বর্ণ্য হইতেছে। পরবর্তী কার্য পূর্বে বলা এবং পূর্ববর্তি কার্য পরে লেখা, গৃহস্থত্রের অপরাধ নহে, কারণ গৃহস্থত্র মন্ত্রকাত্মস্বারে প্রকৃত, অমুষ্ঠান ক্রমাস্বারে নহে।

বাহুবৃত্তান্তাঃ যুক্তি। ২০

রথারহনকারী অথ অপরাধ বৃষকে বাহ বলা যায়। পূর্বোক্ত মন্ত্রের পরস্থ মন্ত্র দুইটি দ্বারা রথে বাহ যোজনা করিতে হইবে। কোনও ব্যাখ্যাকারের মতে মন্ত্র দুটি এককালীন দুইটি বাহ ধুরার বাধিতে হইবে। কেহবা বলেন ‘যুক্তি’ ইত্যাদি প্রথম মন্ত্র দ্বারা দক্ষিণের বাম সংযুক্ত করিবে। ‘যোগে যোগ’ ইত্যাদি দ্বিতীয় মন্ত্রদ্বারা অত্রী প্রত্যেক বাহই মন্ত্রদ্বয় পাঠের পরে পৃথক রূপে বাধিতে হইবে, এ কথাও কোনও আচার্য্য বলিয়াছেন। বাহাটক আজ কাল রথারোহণপূর্বক বর বধুকে গৃহে গমন করিতে হয় না, স্তরায় ব্যবহার কোন পক্ষই সমর্থন করিতে পারিল না। রথে গরু যোজনা করা তৎকালে শাস্ত্রীয় নিয়মই ছিল। বৃত্তিকার হরদত্ত বলিয়াছেন “বাত্যামুহুত রথস্ত্রোবাহৌ অখাবনডুঃখীবা” যে দুইটি রথ বাহীরা লইবে তাহারা বাহ, অধু অখা। বৃষতঃ

ইহার বহু পূর্ব কালে গোবাহু যান ভ্রাম্ভগণ ব্যবহার করিতেন এক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু অ’জ কা’ল উহা জঘন্ত পদ্ধতি বলিয়া গণ্য। যদিও বঙ্গের অনেক স্থানেই ভদ্র লোকের গোযানে চলিতে হয়, তথাপি আরোহীরা ঐ কার্য্য শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া মনে করেন না। প্রত্যুত অগত্য ঐ কার্য্য করিতে হয় তাহাও বাস্তব করেন। গরুতে যে রথ টানে তাহা গরুর পাড়ী বই আর কি? গঠন প্রাণালী হরত একটু বিভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু গোবাহুমান বলিয়া পূর্ববর্তি ব্যবহার শাস্ত্র তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই, অনন্ত ত্রস্তের কথায় দেখা যায় গোযানে আরোহণ করিয়া পিবাহাস্তে বর বধু গৃহে গমন করিতেছেন, এ কথাটা সাধারণের গোচরীভূত হইলেও অনেকেই ইহা ভালরূপে অবগত নহেন। গৃহস্থত্রের বৃত্তিকার মাননীয় হরদত্ত বলেন, পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, আরও অহুকুলে প্রমাণ স্মরণতা। গোবধ নিবৃত্তির সময় হইতেই গোযানে গমন দৃশ্যীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতে গোজাতির উপর আরও অনেক জাতির সূহানুভূতি উপস্থিত হয়। যেখানে যত আদর, সেখানে ততই অকর্ষণাত, স্তরায় ভারতীয় গোগমাজ দেব পূজা পাইয়াও বলহীন ছুটুহীন ও অকর্মণ্য হইয়া গেল। বস্তুতঃ গোযান ব্যবহার পূর্বতন সমাজে আদৃত ছিল সন্দেহ নাই।

দক্ষিণমগ্রে। ২১

প্রথমে দক্ষিণ দিকের বাহী যোজনা করিতে হইবে।

আরোহতী যুক্তান্তিরতিমন্ত্রমতে। ২২

বাহু ষোড়শবার পরে রথে আরোহণ
কারিণী বধূকে “সুকিংসুকং” ইত্যাদি মন্ত্র
চতুষ্টিয় দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবেন। • মন্ত্রে
“সুচক্রং” ইত্যাদি পদ থাকায়, তাহার দ্বারা
বুঝায় মন্ত্র পাঠ রথেরই করিতে হইবে।
মন্ত্র পদের দ্বারা অর্থ বুঝিয়া তৎ সামর্থ্যামু-
সারে সেই কার্যে মন্ত্র নিয়োগ করিলে
তাহাকে “লিঙ্গ”-প্রমাণামুসারে নিয়োগ বলা
যায়। মীমাংসাদর্শনে এ বিষয় ব্যাপীত
হইবে। গৃহ স্ত্রেও পূর্বে প্রকার বলা
হইয়াছে। কাহারও মতে এ মন্ত্র বধূ অভি-
মন্ত্রণে নিমুক্ত এই হেতুক উহা রথ বুঝাইবার
সামর্থ্য অর্থবাদ, কর্তব্যের উপদেশ নহে।
সুদর্শনাচার্য্য বলেন, বধূ রথে আরোহণ
করিতে থাকিলে এই মন্ত্র অভিমন্ত্রণ ব্যবহৃত
হইবে, কারণ “সুচক্রং” ইত্যাদি রথ লিঙ্গ
মন্ত্র আছে। যদি অর্থাৎ আরোহণ কালে
বধূকে অভিমন্ত্রিত করা হয়, তবে প্রথম
তিনটি মন্ত্রদ্বারা চতুর্থ মন্ত্রেই রথলিঙ্গ
“সুচক্রং” শব্দ আছে। এ সকল মতামতের
সমালোচনায় বিশেষ ফল হইবার সম্ভাবনা
দেখি না।

স্ত্রে বহু নৌকাবস্তুগাত্তরয়নীলং দক্ষি-
ণশাং লোহিত মুত্তরশ্রাং। ২৩

রণের উত্তর বয়ে নীল এবং লোহিত
হইতে স্ত্রে “নীললোহিতে” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা
ত্রিগাণ্ডভাবে অবস্থিত করিবেন। সেই স্ত্রে
হইতেই মধ্যে যেটা নীল সেটা দক্ষিণ বর্তনীতে
ষোড়শবার করিবেন, লোহিতটা উত্তর অর্থাৎ
অপর বয়ে।

স্ত্রে উত্তরাত্তরভিত্তি। ২৪

সেই স্ত্রে চইটা “যেনীশ্বরশ্রুং” ইত্যাদি
তিনটি মন্ত্রদ্বারা উপর যাইবে।

তীর্থস্থগুচতুষ্পন্যতিক্রমেচোক্তবাং লপেৎ২৬

তীর্থ, স্থান, গু চতুষ্পন্য অতিক্রম করিয়া
যাইতে হইলে বর উত্তরা দিকটা জপ করি-
বেন। পুণ্ড্রা নদী, গঙ্গা যমুনা, প্রভৃতি অজ্ঞাত
তীর্থ স্থান প্রথমে তীর্থ শব্দবাচ্য, গঙ্গাদিগের
গাত্র কণ্ঠ মনেব জন্ত প্রোথিত কাষ্ঠ দণ্ডকে
স্ত্রাণ্ বলা হয়। সাধারণতঃ খুঁটার, নামই
স্ত্রাণ্। কাহারও মতে গঙ্গার শরন জন্ত যে
গর্ভমত নিম্নভূমি তাহাই স্ত্রাণ্। চতুষ্পন্য
(চৌরাস্তা) সাধারণের পরিজ্ঞাটী। এই
সকল স্থানের উপর দিয়া যাইতে হইলে
“তামন্দসাত্ত” ইত্যাদি মন্ত্র বর জপ করিবেন।
যদি এতাদৃশ স্থান বারবার অভিক্রম করিতে
হয় তবে বারবারই জপ করিতে হইবে।
যেখানে নিমিত্ত উপস্থিত হয় সেখানে নৈমি-
স্তিক কার্য্য করাই দরকার। নিমিত্ত না
হইলে মেটেই করিতে হইবে না।

পঞ্চম পংক্ত সমাপ্ত।

ষষ্ঠ খণ্ড ।

নাবমুত্তররামুমত্তরতে। ২৫

“অয়ংনো মহাং পারং” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা
নৌকা অমুমন্ত্রণ করিতে হইবে। এ বিধানটির
উদ্দেশ্য এই যে, পথে গমন করিতে যদি বৃহৎ
নদী পার হইতে হয় তখন নৌকা ব্যতীত আর
গতি নাই, স্ত্রেরা নৌকায় পার হইতে হইবে,
তৎকালে নৌকার অমুমন্ত্রণ করিতে হইবে।
পৃষ্ঠের দিকে থাকিয়া পশ্চাদ্ দর্শন করিতে
করিতে মন্ত্র পাঠ করার নাম অমুমন্ত্রণ।

অপুণ্যকরিয়া পত্নীর বর ও বধু সেই নৌকার আরোহণ করিয়া পার হইবেন।

ন চ নাব্যাং স্তরতী বধুঃ পশ্চৎ ২

নৌকার পার হইবার কালে বধু নৌকা-বাহনদিগকে দর্শন করিবে না। নৌকাতে (নাবিক্তবানাব্যাঃ) বাহারা থাকে তাহার নাম্য, অর্থাৎ দিগকে (নাব্যান্) দেখাই বধুর নিষিদ্ধ কর্ম। নীচজাতীয় কৈবর্তাদি নাব্য একথা বৃত্তিকার বলিয়াছেন। তাহা দিগকে দর্শন করা নব বধুর পক্ষে সুলক্ষণ নহে। ইহাতে অনেকটা লঙ্কারকার কথা আশঙ্কিত। কেহ বলেন নাব্য শব্দে নৌকার জন, কিন্তু তাহা পুংলিঙ্গ হইতে পারে না, তৎকৃত্ত ভাদৃশ বাখ্যার সারবস্থা দেখি না। বিশেষতঃ নৌকার জল দর্শন করা বধুর পক্ষে কোনও অস্ত্রীয় কাজ নহে। নৌকা-স্থিত নীচ শ্রেণীর লোক দর্শন করা স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষতঃ নববিবাহিতার অস্ত্রায়। "স্তরতী" প্রভৃতি অনেক ছান্দস প্রয়োগ গৃহ্য-সূত্রে আছে। অর্থবোধে বিশেষ কষ্ট হয় না, এই অস্ত্র সেন্ত্রীর বিশদ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। ভীষ্মোক্তরাং অপেৎ ৩

পার হইয়া পরে বর "অস্ত্র পার" ইত্যাদি শব্দ মন্ত্র জপ করিবেন। উত্তীর্ণ হইয়া মন্ত্র পঠন, নৌকার থাকিয়া নহে।

শ্মশানাদি ব্যতিক্রমে ভাঙে রথের রিষ্টেই-ক্লপসমাধানাদাজাভাগান্তেই হারকারামুত্তরা আহতীহঁতা জয়াদি প্রতিপত্ততে পরিবেচ-নান্তঃ করোতি ৪

শ্মশানভূমির উপরিভাগে ভোজনার্থ তাণ্ড কিবা বধুর অলঙ্কারাদি পূর্ণ ভাণ্ড অথবা

রথ নষ্ট হইলে পরোক্ত হোম কর্ম করিতে হইবে। অগ্নির উপসমাধান হইতে আত্ম-হোম পর্য্যন্ত ও বধু অলঙ্কার হইলে 'ষদ্ব্তে-চিং' ইত্যাদি সপ্ত আহতি প্রদান করিবে, জয়াদি হোম করিবে, পরিবেচনান্ত সমস্ত করিবে। এখানে অধিশাকের যোগ থাকিল ('শ্মশানাদি) শ্মশানেরই উপর দিয়া গমন করা এবং তথায় ভাণ্ডাদি নষ্ট হওয়ার কথা আসিল। শ্মশানের উপর দিয়া গেলে পুরোক্ত প্রায়শ্চিত্ত, তথায় জব্য নষ্ট হইলে এই হোম প্রায়শ্চিত্ত। তীর্থ স্থানাদির উপর দিয়া না গিয়া নিকট দিয়া গেলেও পুরোক্ত প্রায়-শ্চিত্ত করিতে হইবে। অনেক স্থলে নিকট গমনই সম্ভব।

ক্ষীরিণামস্ত্রোবাং বা লক্ষ্মণানাং বৃক্ষাণাং নদীনাং ধ্বংনাংচ ব্যতিক্রম উত্তরে যথা লিঙ্গং অপেৎ ৫

ক্ষীরিণী ("উড়ুন্নরো বটোহখথো বেষ-গঃ গক্ষ এনচ পঞ্চোতে ক্ষীরিণোরক্ষাঃ সংজারঃ সমুদাহতাঃ ইত্যাম্বর্কদে" বজ্রডুমর, বট, অখথ, বেষতস, পাকুড় এই পাঁচ ক্ষীরিণী) গণের অথবা অস্ত্রাণ্ড গক্ষায়ুক্ত প্রসিদ্ধ শমী বৃক্ষ-দির নদীর (জলপূর্ণাই হউক জলহীনাই হউক) ও নিরঞ্জল অরণ্য প্রদেশের অতিক্রম হইলে পরোক্ত মন্ত্র লিঙ্গানুসারে পাঠ করিতে হইবে। অর্থাৎ যে মন্ত্রে যে স্থানের অবোধক কোনও শব্দ আছে সে স্থানের অতিক্রম হইলে সেই মন্ত্রটাই পাঠ করিবে, অস্ত্রটি নহে।

বৃক্ষাতিক্রমে যে গন্ধর্বা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হরদত্ত বলেন, নদী অতিক্রম করিলে "বা ওষধঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ তাহার অতিপ্রোত। ধর্ম ব্যতিক্রম করিতে

হইলে “বানি ধ্বানি” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ আবশ্যিক। সুদর্শনাচার্যের মতে দুর্গাদি তিস্তিনীকা সীমাকদম্ব ইত্যাদি লক্ষণ বৃক্ষ। গ্রাম্য পশু যে অরণ্যে বাস করেনা এতাদৃশ দীর্ঘারণের নাম ধ্ব ইহা সুদর্শন বলেন।

গৃহাস্তরয়া সংকাশয়তি ৬৬

উত্তরাখক্ মন্ত্র “সংকাশয়ামি” ইত্যাদি পাঠ করিয়া গৃহ সংকাশিত করিলে। বাটা আসিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গৃহে প্রাপ্ত যৌতুকাদি লভ্যধন স্থাপন করিয়া তাহার দ্বারা গৃহ বিকাশ বিশিষ্ট করিবে। সুদর্শনাচার্যের মতে গৃহ শব্দের অর্থ জাতি বন্ধু প্রভৃতি। তাহাদিগকে দেখাইবে। নব বিবাহিতা বধুকে সঙ্গে লইয়া জামাতা স্বগৃহে গমন করিয়া স্বশুরায় হইতে লভ্যধনাদি আত্মীয় বর্গকে দেখাইবেন, অথবা তাহার দ্বারা গৃহ সুশোভিত করিবেন এ আদেশ সর্বথা প্রতিপাল্য। কিন্তু মন্ত্রাদি পাঠ পূর্বক শাস্ত্রানুসারে এই কার্য সম্পাদন করিতে দেখা যায় না। পূর্বকার দিনে লোকে নিজের বয়স ও অর্থাদি গোপন করিত, তদ্বিনে অর্থাদি আত্মীয়দিগকে দেখান একটা বিধি সাপেক্ষ কার্য ছিল, অধুনা সামাজিক স্রোতের পরিবর্তনে উহা আভাবিক বুলিয়া বিবেচিত হইতেছে, সুতরাং বিধির অপেক্ষা নাই। এমতাবস্থায় মন্ত্র কার্য উঠিয়া যাওয়ার প্রকৃত কার্যের কোনও হানি হইতেছে কিনা তাহা ভগবান জানেন। মন্ত্রাদি দ্বারা সম্পাদিত সংস্কারকার্য ফলপ্রসূ অর্থাৎ ভূমিতে অনেক দিন হইতে এই ধারণা চলিয়া আসিতেছে। গুচ রহস্ত অমুলঙ্কর।

বাহাবস্তরয়াং বিমুক্তি দক্ষিণমগ্রে । ৭

“আ বামগময়ং নোদেবঃ সর্বিতা” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বয় দ্বারা রথের বাহ দুইটা মোচন করিবে তাহার মধ্যে দক্ষিণ বাহটা অগ্রে মোচন করিতে হইবে। বাহয়ুগল রথ বহনে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছে, তাহাদের যথেষ্ট বিচরণ ও ভোজনাদি দান উচিত, সুতরাং সর্বাগ্রে তাহাদের মোচনই করিয়া বলিয়া উপদিষ্ট হইতেছে।

প্রপাদয়ন্ উত্তরাং বাচয়তি দক্ষিণেন পদা । ৮

বর বাহ মোচন করিয়া পরে সায়ংকালে গৃহে প্রবেশ করিয়া দম্পতীর যেখানে আসস্থান সেই গৃহের মধ্যে লোহিত বর্ণ বৃষচর্ম বিস্তৃত করিয়া পাতিবে। যাহার স্ত্রী পশ্চিমে থাকে ও লোম উত্তরাভিমুখ সেই রূপে চর্ম পাতিতে হইবে শর্ম শর্ম ইত্যাদি ঋক্ মন্ত্র পাঠ করিয়া বিস্তৃত করিতে হয়। তাহার পর দক্ষিণ পদের দ্বারা বধুকে গৃহে প্রবেশ করাইবে। দক্ষিণ পদ প্রথমে গৃহে নিক্ষেপ করিবে ইহা তাৎপর্য। তাহার পর বধুকে গৃহানু ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইবে। প্রাচীনকালে বধুকে মন্ত্র পড়ান হইত বলিয়া বোধ হয়, কেননা অনেক স্থানে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। নিজে পড়িয়া তাহাকে শুনাইলে তাহাতে বোধ হয় “বাচয়তি” শব্দের গোরব রক্ষিত হয় না যাহা হউক “বাচয়তি” শুনিলে মনে হয় ঐ মন্ত্র নিজে প্রবোধক হইয়া তাহার দ্বারা বলাইবে। এ বিষয় প্রিয় পাঠক! সমতান্ত্ররূপ সমর্থন করিয়া লইও। দীন লেঙ্ককের ততদূর আলোচনা করার ক্ষমতা নাই।

ন চ দেহনীমতি তিষ্ঠতি । ৯

দেহলী অক্ষরমণ করিবে না। দরজার চতুর্দিকের বন্ধনী কাঠের নাম দেহলী। কাহারও মতে দরজার চতুর্দিকের বন্ধনী কাঠের (যে চতুর্দিকাকাঠি কাঠের অভ্যন্তরের অক্ষাংশ দরজা সেই কাঠের) মধ্যে কাঠটি মুক্তিকার উপর স্থাপিত তাহাকেও দেহলী বোঝেন। ঘোড়ের উপর অনেক "চৌকাঠ" কে দেহলী বলিয়া থাকেন, কেহবা তাহার নিম্নের কাঠ খানি বলেন, এটরূপ বৃত্তিতে হইবে। বধু গৃহে ঘাইবার সময় দেহলী কাঠে তাহার পদ স্পর্শনী হয় একপে ঘাইবে। স্বদর্শনাচাৰ্য্য বলিয়াছেন দেহলীতে পদ সংস্পর্শ হওয়া বরো নিষিদ্ধ। "চকারদ্বারা হপি" ইহাই তাহার কথা। যবে "নচ" এই এক চ আছে তাহার দ্বারা বরও সমুচিত হইতেছেন এই রূপই তাহার অভিপ্রায়।

উত্তর পূর্ব দেশে হবার শ্রাধে রূপগমনাদি ভাগ্যভাগ্যে হবার রূপ মুক্তরা গাছতীর্থে জয়াদি প্রতিপত্ত্য পরিবেচনাস্তঃ কুরা উত্তরগা চন্দ্রপূর্ণিমিত উত্তরোত্তরঃ। ১০

যে স্থানে চন্দ্র আস্তিত্ব আছে সেই স্থানের উত্তর পূর্ব দিকে বৈবাহিক অগ্নি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অগ্নির উপসমাধান হইতে আজ্য ভাগ্যস্ত সম্পাদন করিয়া পর-কৃষ্টি ত্রেয়দশ প্রাধান্যহিত "আগ্নগোষ্ঠঃ" ইত্যাদি মন্ত্র যোগে বর দিবেন। জয়াদি হোমাস্তে পরিবেচনাস্ত কার্য্য নিম্পন্ন করিয়া "ইহগাবঃ প্রজায়ধ্বঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া শূক্রেণ চন্দ্রে উপবেশন করিবে। তাহাতে বর উত্তর দিকে। তাৎপর্য্যধীন বধু দক্ষিণভাগে বসিতে হইবে ইহাও হুচিৎ

হইল। এই কার্য্যটিকে অমডুচ্ছ্রোপবেশন বলে। স্মার্ত কুল চূড়ামণি রথুনন্দন লিখিয়াছেন বৃষচন্দ্রোপবেশন পর্য্যন্ত যজুর্কৌদীয়-গণের বিবাহ। যজুর্কৌদেয় কর্মকাণ্ড আপ-স্তম্ব মহোদয় স্মৃতিত করিয়াছেন, তাহার মূখ্য এই স্মৃতিত চন্দ্রোপবেশন যজুর্কৌদীয় বিবাহের পরিসমাপ্তরূপে স্থাপন।

অপাশ্রাঃ পুনোভৌব পুত্রায়াঃ পুত্রমক উত্তরগা উপবেশ্য তন্মৈ ফগাভ্যন্তরেণ যজুযা প্রদার উত্তরে জপিতা বাচঃ যচ্ছত্যানক্ষত্রেভাঃ। ১১

তাহার পর যে নারী কেবল পুত্রই প্রসব করিয়াছে কন্যা প্রসব করে নাই এবং বাহার পুত্র সঙ্কল জপিত আছে সেই স্ত্রীর পুত্রকে নব বধুর ক্রোড়ে "গোমেনাদিত্য" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা উপবেশন করাইয়া উপবিষ্ট পুত্রকে প্রবৃত্ত ইত্যাদি যজুমন্ত্রদ্বারা ফগাদি দান করিতে হইবে। তাহার পর "ইহপ্রিয়ঃ স্তমপ্রণী" ইত্যাদি সাক্ষর জপ করিয়া সেই বৃষচন্দ্রাসনে বর ও বধু কথা বলা বন্ধ করিয়া নীরবে নক্ষত্র উত্তির সময় অর্থাৎ সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিবে। ফল গ্রহণাস্তে পুত্রটী যথেষ্ট গমন করিতে পারে হরদত্তের কথার অবগত হওয়া যায়। অপরিচিতা নব বধুর কোলে বসাইয়া কুমারকে ফলাদি মা দিলে সে কাঁদিতোও পারে, স্তরাত ভুলাইবার ব্যবস্থা। যে স্ত্রী কখনও পুত্র শোক প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার পুত্রকে স্পর্শ করিলে নব বধুও সন্তান শোকে কাতর হইবে না এইরূপ অভিপ্রায়েই বোধ হয় এ নিয়ম ব্যবস্থিত হয়। নব বধু পুত্রই গর্তে ধারণ করিবে এই ভুলই যে পুত্রপ্রসূতির পুত্রকে তাহার ক্রোড়ে দেওয়া হয়। প্রাচীন সংস্কার কর্ম কার্য্য

অধিকারের পতীর পবেবগার কল, আমাদের
কৃত্ত বুদ্ধিতে তাহার বুদ্ধি অতুলমান করা
যাইবে। কোনও প্রাচীন টীকাঙ্কায়ের
মতে বধু একাই নীরবে থাকিবে, মতান্তরে
উভয়েরই নীরবতা অবলম্বন বিধেয়।

উনিঃস্বন্দিত্যে প্রাচীঃ উদীচীঃ বা দিশঃ
উপনিঃস্বন্দিত্যে ইতরাভ্যাঃ বথা লিঃঃ প্রঃ অর-
ক্ষতীঃ চ দর্শনতি। ১ঃ

মন্ত্র উনিত হইলে পূর্নদিকে বা উত্তর
দিকে নিঃক্ষান্ত হইয়া "প্রাকিতঃ মণুবর্ষয়ঃ"
এই মন্ত্র ছটীটার দ্বারা সমর্থ্যায়গারে (যে
মন্ত্রের যে দর্শন প্রতিপাদনে ক্ষমতা আছে,
সেই মন্ত্রদ্বারা সেইটী দেখা) প্রব ও অরক্ষতী
বধুক দেখাইবে। অরক্ষতী দর্শন ও প্রব
দর্শন বুদ্ধিমূক বলিয়া নহে হয়।

পৃথিবীর জীব প্রাণকে একস্থানেই দর্শন
করিবে। উ-চক্রের পরিবর্তনে পৃথিবীবাসী
প্রাণ-মক্ষত্রাদির স্থান ভাগ দেখিলেও প্রাণের
একস্থানে স্থিতি দেখিবে। প্রা পৃথিবীর
সমস্ত্রে। মেরুদণ্ডকে বুদ্ধি করিয়া উত্তর
দিকে চালাইলে তাহা প্রাণের সমীপে উপ-
নীত হইবে, অতরাং প্রাণের গতি পৃথিবীর
লোকের পক্ষে দৃশ্য নয়। এই জন্ম প্রব
জনড় বলা হয়। অশুর-কুলে সকল নড়চড়
হইলেও তুমিঙ্গনের মত জনড় থাকিও, এই
উপদেশ প্রব দর্শনে লাভ হয়। "পতি কুল
প্রবাসি" ইত্যাদি বাক্য ইহার প্রমাণ। অর-
ক্ষতীও যেমন বশিষ্ঠের সহিত নিগিয়া
আছেন, উহাকে লোকে সহসা দেখিতে
পায় না, অরক্ষতীকেও যেমনের স্বামীর
পৃথিবী নিগিয়া এবং বাণেশ্বরের সহিত অশু-

বুঃ হইয়া থাকিতে উপদেশ দেওয়া হই-
বেছে। অরক্ষতী দর্শন এই উপদেশ আবি-
ষ্কার করে। দুইটী মন্ত্রদ্বারা এই দর্শন ও
অরক্ষতী দর্শন ক্রমিতে হয়, অথবা বাচ্যে
প্রব শব্দ আছে, সেই মন্ত্র দ্বারা প্রব দর্শন
এবং অপরটী দ্বারা অরক্ষতী দর্শন করিতে
হয়, এইরূপ মন্ত্র-বিষয়-স্বপ্নস্তের অভিপ্রায়।
সিদ্ধান্তরূপ মন্ত্র নিম্নরোগ আপনা হইতেই
হইতে পারে, অথবা বলা অন্যায়ক্রমে এ
প্রাণের উত্তরে তিনি উক্তদিব নিঃক্ষান্ত
অথবা বলা হইয়াছে প্রকৃপ বুলেন। অপরের
মতে "বশা লিঃঃ" এই অংশটুকু মন্ত্র মতঃ
স্বরূপে গৃহীত হইয়াছে, বস্তুতঃ উক্ত
মৌলিকতা নাই। কেহ বলেন, উহা স্মৃতি
করিয়া রাখা হইবার জন্ম বলা হইয়াছে।

পরবর্তী মন্ত্রদ্বারা অরক্ষতী, মণুবর্ষি ও
ক্রান্তিকার সম্বন্ধে প্রতিপাদিত হওয়ায়, এই
শ্লোককেই এই মন্ত্রদ্বারা দেখাইতে হইবে;
কোন অরক্ষতীকে নহে, কোনও আচার্য্য
এ কথা বলেন। মতান্তরে সমাধোচনা
পাঠ হইয়া করিবে। মক্ষত্রকালে প্রব
দর্শন মক্ষত্রা ঘটতে পারে, কিন্তু অরক্ষতী বা
মণুবর্ষি অথবা ক্রান্তিকার দেখা সকল সময়ে
মক্ষত্রকালে হইতে পারেনা। "কার্ত্তিক",
অগহারণ নামে বিবাহ হয়, তখন মক্ষত্রাগগণে
অরক্ষতী থাকেনা। "অনেক সময় শিব
রজনীতে মণুবর্ষি উদিত হয়। অরক্ষতীও
মণুবর্ষির মতো বশিষ্ঠের গায়-গায় আছে। সে
সকল সময়ে তাহাদিগকে দেখার ব্যবস্থা ক্রমঃ
সমর্থিত হইবে, বোধি না। বাহ্য-হটকঃ মন
পৃথিবী মতঃ মন্ত্রঃ তখনই দেখিবে এইরূপ
অর্থে বিধান রচিত বলিয়া বোধিতঃ

অনেকের আপত্তি নাই। বারান্তরে অল্প
দ্বিধার আনোচিত হইবে।

সুত পুত্র সমান্ত ।

(ক্রমঃ)

কর্তৃদেব ব্রহ্মচারিণঃ ।

লোকান্ত-সূত্র ।

(পূর্ব-স্মৃতি)

(৩র্থ)

- ২০। অস্তিত্বকোপদেশাৎ ।
- ২১। ভেদবাপদেশাক্ষাতিঃ ।
- ২২। আকাশস্তমিত্যৎ ।
- ২৩। অতএব প্রাণঃ ।
- ২৪। জ্যোতিশ্চরণাতিধানাৎ ।
- ২৫। হ্রস্বোহতিধানায়োতি চেম তথা চেতো-
হর্ষন নিগদান্তবাহি দর্শনং ।
- ২৬। জুতানি পাদবাপদেশোপস্তেঃশবঃ ।
- ২৭। উপদেশভেদায়োতি চেমোভয়স্মিরপা-
বিহেরাপাৎ ।
- ২৮। প্রাণত্বপালুগনাৎ ।
- ২৯। নবক্ত রায়োপদেশাদিতি চেমধ্যায়
সমক্ষে ভূম হ্যাস্মন ।
- ৩০। শাস্ত্রদৃষ্টাত্ত্বপদেশো বানদেব বৎ ।
- ৩১। জীব মুখ্য প্রাণপিচারোতি চেমুপপা-
লৌবধ্যাদাশ্রিত্ত্বানিহঃকোপাৎ ।

২০। ব্রহ্মের লক্ষণ-নির্দেশ থাকায়
আদির্তা ও আকন্যাব্যভী পূর্ব পরব্রহ্মকেই
বুঝাইতেছে।

২১। ভেদের ব্যাপদেশ থাকায় কারিণ
ত্যানি ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন।

২২। ব্রহ্মের লক্ষণ থাকায় “আকাশ”
পদে ব্রহ্মই বুঝাইতেছে।

২৩। ঐরূপে (পূর্বস্মৃতিতে কারণে)
“প্রাণ” পদে ব্রহ্মই বুঝাইতেছে।

২৪। “চরণ” শব্দের উল্লেখ থাকায়
“জ্যোতিঃ” পদে ব্রহ্মই বুঝাইতেছে।

২৫। “হ্রস্ব” অতিধান ব্রহ্ম-বাচক নহে
বলিয়া যে আপত্তি উত্থাপিত হয়, তাহা যুক্তি-
বিরুদ্ধ; কারণ হ্রস্ব দ্বারা জ্যোতিমুখে
চিত্ত পরিচালিত হয় এবং এরূপ প্রয়োগ
ঋতান্তরেও পরিদৃষ্ট হয়।

২৬। জুতানি কারণ স্বরূপ উল্লিখিত
হওয়ার “গায়ত্রী” পদ ব্রহ্ম বাচক হইলেই
উপপত্তি শিদ্ধ হয়।

২৭। ভেদ হেতু ব্রহ্ম লক্ষ্য হইতে পারে
না বলিয়া যে আপত্তি, তাহা অসঙ্গত;
কারণ তাহাতে কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না।

২৮। বাহ্য পশ্চাৎ উক্ত হইবে, তদ্বা-
রাই প্রমাণিতব্য যে “প্রাণ” পদ ব্রহ্মকেই
লক্ষ্য করে।

২৯। বক্তার বীর আত্মাকে উদ্দেশ
করা হেতু ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় নাই, এই-
রূপ আপত্তি হইলে, তদন্তরে এই যে, বহু
স্থানে “প্রাণ” শব্দ প্রয়োগে ব্রহ্মকেই ব্যক্ত
করা হইয়াছে।

৩০। শাস্ত্রদৃষ্ট হেতুই ইন্দ্রের “অহং
ব্রহ্ম” উক্ত বানদেবের উক্তির দ্বারা বুঝিতে
হইয়ে।

৩১। জীব এবং প্রাণের লক্ষণ থাকায়
ব্রহ্মবোধকতা অস্বপন এই আপত্তি অসঙ্গত;

কারণ অন্তরূপ অর্থ করিলে, প্রথমতঃ ত্রিবিধ-
উপাসনার প্রয়োজন হয়, দ্বিতীয়তঃ যে
অর্থ করা হইয়াছে, তত্ত্ব প্রতিপন্নাম্বারাতেও
সেই অর্থ দৃষ্ট হয়, তৃতীয়তঃ ইহাতে ব্রহ্ম-
লক্ষণও ব্যক্ত ।

—

২০শ ও ২১শ সূত্র ৭ম অধিকরণের অন্ত-
র্ভুক্ত । ২২শ সূত্র ৮ম, ২৩শ সূত্র ৯ম, ২৪শ
হইতে ২৭শ সূত্র পর্য্যন্ত ১০ম এবং ২৮শ
হইতে ৩১শ সূত্র পর্য্যন্ত ১১শ অধিকরণের
অন্তর্ভুক্ত ।

এই সমস্ত অধিকরণে উপনিষাদ বানরুত
কতিপয় শব্দ বা পদ-বিশেষের বিচার-বিতর্ক
সীমাবদ্ধ হইয়াছে। “আকাশ” ও “প্রাণ”
শব্দ পরমাত্ম-বোধক হইয়াই তৎপর্যায়
শব্দরূপে উপনিষদে ব্যবহৃত হইয়াছে ; অর্থাৎ
উক্ত শব্দদ্বয়ে ভৌতিক আকাশ ও ভৌতিক
প্রাণবায়ুও বুঝায় ; অতএব উহা বিচার-
বিতর্কের বিষয়ীভূত হইয়াছে ।

(২০শ ও ২১শ সূত্র)—ছান্দোগা-উপ-
নিষদে (১৬৬) নিম্নস্থ বাক্যাবলী দৃষ্ট
হয় ;—

“অথ য এবোহস্তরাদিত্যো হিরণ্যঃ পুরুষো
হুশ্রুতে হিরণ্যম্ অথ হিরণ্যকেশ আপ্রণবাৎ
মর্ক এন সুবর্ণঃ । তত্ত্ব যথা কপাসঃ, পুত্ররীক
ব্রহ্মবম্ ক্রমা, তত্ত্বদিত নাম, স এব
মর্কভাঃ পাপুভাঃ উদিত, উদেতি, হঠৈ
মর্কভাঃ পাপুভাঃ য এবং বেদ ইত্যাদি
ইত্যন্তঃ অথাখ্যায়মপ্যথ য এবোহস্তরাদিত্যে
পুরুষো দৃশতে ।

হিরণ্যের পুরুষ আদিত্যে অধিষ্ঠিত ।

একশ-শব্দ হয় তাঁর হিরণ্যম্ অধিষ্ঠিত ।

পদনথ পর্যন্ত সমস্ত সর্বময় ।

অরণ্যারামিন্দ মন খেতে নেত্রধর ॥

‘উঃ’ অভিধানে তিনি অভিহিত হন ।

সে হতু সর্গপাপের উর্দ্ধে তিনি বসে ॥

এই তত্ত্ব অঙ্গত আছেন যে জন;

তিনিও পাপের উর্দ্ধে অবস্থিত হন ।

ইতি তত্ত্ব দেবপক্ষে ; অধাতু পক্ষে কে-

সে পুরুষ দৃষ্টে অসুত্রাক দর্শনেতে ।

এক্ষেণে বিচার্য বিষয় একে যে, যিনি

আদিত্যাসনে ও অহুনিম্নে অধিষ্ঠিত করিলরা

বর্ণিত হইয়াছেন, তিনিই পরমাত্মা ব্রহ্ম, না

তিনি অপর কোন পরমপুরুষ, পুরুষ-

বিশেষ ।

পরমাত্মা “অশব্দমস্পর্শরূপনূনরস্”

(কঃ উঃ ১-৩৬ঃ ৫) শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস-

রহিত । তিনি নিরাদার—আম্ম মহিমাতেই

প্রতিষ্ঠিত এবং আকাশবৎ সর্বব্যাপী, অনাদি-

অনন্ত-নিত্য । যথা—“য জগনঃ কস্মিন্

প্রতিষ্ঠিত কতিশেষমহিম্ন আকাশবৎ সর্ব-

গতশ্চ নিত্যঃ ।” (কঃ উঃ ৭-২৪) এই সমস্ত

এবং অপরোপ উপনিষদী উক্তি সমূহ দ্বারাও

ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে যে, পরমাত্মা সর্বো-

পাদিধিপিশুস্ত) অতএব বিচার্য প্রশ্ন এই

সে, ছান্দোগা উপনিষতক পুরুষ এই নিরু-

পাণিক ব্রহ্ম-লক্ষণাবিত না হইয়াও কিরূপে

পরমাত্মা বা পরব্রহ্মরূপে প্রতিপন্ন হইতে

পারে ন? এতদ্বত্তরে ইহাই পক্ষের যে, “য

আম্মা অপহত পাপুঃ” (ছাঃ উঃ ৮ ৩ ১)

ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ই শাপাতীত পরমাত্ম-

মত্তারই অববোধ হইতেছে, সুতরাং বিচার্য

স্থলেও উক্ত আদিত্যাদিষ্ঠিত হিরণ্য পুরুষের

শাপাতীতত্ব স্পষ্ট পরিব্যক্ত থাকায়, উহা দ্বারা

সেই "শুদ্ধমপাণেবিন্দম্" ব্রহ্মই প্রতিপাদিত
হইতেছেন ।

এক্ষেণে বুঝিতে হইবে যে, পরমেশ্বরের
অরূপ-লক্ষণায়িত নিগূঢ়ত্ব বর্ণনা স্থলে
ঐহাহাকে "নিকৃৎপানিক" বলা হইয়া থাকে,
কিন্তু উপাত্ত ব্রহ্ম উপহার তত্ত্ব লক্ষণা-
য়িত ২ গুণত্ব প্রতি-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে । ব্রহ্মও
প্রকৃতপক্ষে অরূপ ব্রহ্ম উপহার স্বনাম্নাতেই
প্রতিষ্ঠিত, তথাপি এ স্থলে সাধকের ধ্যান-
ধারণার উপযোগিতা নিধানার্থে আদিত্যামনে
ও অক্ষি-দর্পণে উপহার সরূপমত্বা কল্পিত
হইয়াছে । মেয়ের বিষ্ণু রূপ, ক্রমের মূল-
ত্ব তেজঃ, তেজের মূলত্ব আদিত্য ;
অতএব উপাসকের ধ্যান ধারণাবিগ্ননা
ভাঙেই মগুণ ব্রহ্মহিংসা পুরুষরূপে ঐজমা-
নিষ্ঠানে কল্পিত । শাস্ত্র স্পষ্টই বর্ণনাছেন,
"পানক্ষানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ।"

সর্বদয় নিরাকার ব্রহ্মের আকার ও
আকার কল্পনা ভিন্ন উপাসনাই অসম্ভব হয় ।
পরমত্বী ২১শ সূত্র এই তত্ত্বই সিজ্ঞাপিত
হইতেছে । বৃহদারণ্যক উপনিষদের (১-৩৯)
অর্থ্য্যানী ব্রাহ্মণে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়, যথা—
"য আদিত্যো হিষ্টেবাদিত্যার্থী হুতোযনাদিত্যো
নবেদ মনাস্কৃতাঃ শবীৰঃ ন আদিত্যমস্থরো
যমরতোয ত আশ্নাহুর্হীনামৃতঃ ।

আদিত্য-আধারে, আদিত্য অস্থরে,
অবিষ্টান হর যার,
যার পরত্ব না জানে আদিত্য ;
আদিত্যই তমু তার ।
আদিত্য-অস্থরে রুহি বোণা করে
আদিত্যের নিয়মিত ;

আদিত্য সেই আত্মারূপী এই—
অত্বর্গ্যানী নিত্যানৃত ।

উপবৃদ্ধি বাক্যে আদিত্যোক্তীপক আত্মা-
পুরুষ যে পরমাত্মা নহে, এইরূপ সিদ্ধান্তই
আপাততঃ অব্যবহিত হয় ; কিন্তু বাস্তবিক
পক্ষে বৃহদারণ্যকোক্ত এই অত্বর্গ্যানী পুরুষই
ছান্দোগ্য-উপনিষক্ত আদিত্যবিদ্বিত হির-
ণ্মা পুরুষ । পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে,
ব্রহ্মও পরমাত্মা প্রতি জীবাত্মাই মূলত্ব,
তথাপি উপাসনার অধিকার-কালানিচ্ছিন্ন-
ভাবে সর্ব জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্ররূপে স্থপতি-
পন্ন ।

(২২শ সূত্র)—ছান্দোগ্য উপনিষৎ
(১৭৩) নিম্নে কৃত উক্তি করিতেছেন,
যথা

"অত্র লোকত্র কা গতিরিত্যাকাশেইতি
হোবাচ সর্কণি হা ইমানি ভূতাত্মাকাশাদেব
সমুৎপত্ত্ব হতাকাশং প্রাত্যন্তং যত্মাকাশে
হেতৌভা জ্ঞারানাকাশঃ পরারণং ইতি ।

কিবা হর-মূলত্ব এই জগতের ?
উত্তর—আকাশ হর মূলত্ব । এর ।
যেহেতু আকাশ হতে সর্ক-ভূতাদয় ;
আকাশেই হর পুনাঃ সর্কের বিদায় ।
সর্কভূত হতে হয় আকাশ মহান ;
আকাশেই সর্বের পরম পরিণাম ।

এখানে "আকাশ" পদে পরমাত্মাই
সোদরা ; যেহেতু ব্রহ্মের লক্ষণ-বিশেষক
এখানে নিস্পষ্ট বাক্য । সর্বদয় উপনিষদেরই
ইহা অসিমনাদী সিদ্ধান্ত যে, ব্রহ্ম হইতেই
সর্কভূতের স্ফূর্তি ; অতএব উপবৃদ্ধিত
ছান্দোগ্য-বাক্যে আকাশকেই বোঝেন। সর্ক-
ভূতের স্ফূর্তিবক স্মরণ করণ বলা হইয়াছে,

ইসে স্বপ্নে উক্ত "আকাশ" পদে ব্রহ্মই প্রতি-
পাদ্য। উৎসাহাতিক আকাশ নহে; কারণ
ভৌতিক আকাশ স্বয়ংই ব্রহ্ম হইতে সম্ভব।

"তন্মাত্রা এতন্মাদান্বন আকাশঃ সমুদ্রঃ ।

আকাশঃ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ ইত্যাদি ॥

(তৈঃ উঃ ২)

এই অগ্নি হইতে আকাশ উৎপন্ন; আকাশ
হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জল উৎপন্ন ইত্যাদি।
এতদ্রূপ তত্ত্বাত্ম উৎপন্নীয় প্রাতিভেদ
"আকাশ" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

"আকাশো বৈ নামঃ কৃৎসনোনিবহিতা" (ছাঃ
উঃ ৮:১৫) আকাশই নাম-রূপের প্রকাশক।
এ উক্তিতে ব্রহ্ম-সমগ্নই লক্ষিত। "ঋগ্বেদ-
কণ্ঠে পরমে বোদান্ যস্মিন্ দেবা অধিবশে
নিষেদুঃ। (ঋগ্বেদ :- ১৬৪:৩২) কন-লয়-
রহিত পরম সোমেন বেদঃমুহ ওৎপ্তিত ও
দেব সমুহ অধিষ্ঠিত।

"সৈমগ ভার্গবী-বারুণী বিদ্যা পরমে
বোদান্ প্রাতিষ্ঠিতা" (তৈঃ উঃ ১:১৬) ভৃগু-
বকণের এই ব্রহ্মবিদ্যা, ইহা পরম বোদানে
প্রাতিষ্ঠিতা। "ওঃ ক ব্রহ্ম, ওঃ ঋঃ ব্রহ্ম।"
ব্রহ্মই ক, ব্রহ্মই ঋ (আকাশ) (ছাঃ উঃ ৪ : ১০৫)

(২৩শ সূত্র) ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত
হইয়াছে— "ইমানি ভূতানি প্রাণৈবোতি-
সংনিশস্তি প্রাণমভাজ্জহতে।" এই সমস্ত
ভূতই প্রাণে নিসঞ্জিত, প্রাণে সমুদ্ভূত এবং
প্রাণেই স্থান-সিদ্ধান্তিত। এ উক্তিও ব্রহ্ম-
ব্রহ্মণই বিশেষতঃ বিজ্ঞাপনী। এতাবতঃ
পুরু হইতুমার্বণী মীমাংসা অনুসারে এই
ব্রহ্মপ্রতিপন্ন হইতেছে যে, "আকাশ"
পদ বৈরূপ ব্রহ্ম-বোধক; এই "প্রাণ"-পদও

সেইরূপ ব্রহ্ম-বোধক; ইহা, ভৌতিক বায়ু
নহে।

২৩শ হইতে ২৭শ সূত্র পর্যন্ত যে
"জ্যোতি" পদ আলোচিত হইয়াছে, উহাও
সংসারের ভৌতিক জ্যোতি নহে; ইহাও
পরব্রহ্ম-প্রজ্ঞাপক। এতদ্বিচারবিঘ্নীভূত
উক্তি ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩:৩৭) এই
রূপ দৃষ্ট হয়—

"৩৭ সমস্তঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপতে
বিশ্রুতঃ পুঃৈব সর্গতঃ পুঃৈবমৃতসৈব স্তবে
লোকেষিনং নাব তদাদিদন নিরন্তঃ পুরুষে
জ্যোতিঃ।"

যে আলো নিকাশে এই আকাশ উপরী
মহলোক-সর্গ হইতে যঃহা মহন্তর ॥
যঃহা অস্ত্রীক আর নাহি অল্প লোক।
পুরুষের অযুর্জ্যোতি এই সে আলোক ॥

এ স্থলে "জ্যোতিঃ" শব্দ সামান্য ঐতিহাসিক
আলোক বুঝাইতেছে না, পরন্তু সর্গাঙ্ক-
জ্যোতি স্বরূপ পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে।
পূর্ববর্তী সূত্র সমূহের সিদ্ধান্তে আদিত্যামনে
ও অক্ষিধর্ষণে অবস্থিত তিথ্যা-রূপমতী
ব্রহ্ম ব্রহ্ম-বোধক, ব্রহ্মাণ্য সূত্র নিচয়ে
"জ্যোতি" পদও ব্রহ্ম-বোধক।

অপর, "গায়ত্রী" পদের প্রয়োগেও
ব্রহ্ম তত্ত্বই বিজ্ঞাপিত। "গায়ত্রী বা উদং
সর্গং ভূতং।" (৩-২১২) এই সমস্ত ভূতই
গায়ত্রী, অথবা গায়ত্রীই সর্গভূতাত্মিকা।

এই অধিকরণে ইহাও প্রকাশিত যে,
এই সমস্তই তাঁহার মহন্ত; ইহার অতীত
মহন্তর তত্ত্বই পরম পুরুষ। তাঁহার এক
পদে সর্গভূত-মতী; অমৃত-ইরূপ অপর
ত্রিপাদাত্মদেবে প্রাতিষ্ঠিত। বধা—এতাবা-

মদ্য সতিনা জ্যোতিষ্ক পুরুষঃ পাদোত্তম সর্ক-
ভূতানি ত্রিপাদস্তমুতঃ দিবি ।” অর্থাৎ
“রিপাদ” পদের উল্লেখই বুঝতে হইবে,
সুতরাং “জ্যোতিষ্করণ” পর পদবন্ধ-সংজ্ঞা-
পক ; সুতরাং এ জ্যোতিঃসাম্রাজ্য ভৌতিক
জ্যোতিঃনয় ; ইহা সমগ্ৰ ভৌতিক বিশ্বের
বিধাতা জ্যোতিঃরূপ বুদ্ধ ।

পূর্বোক্ত স্রষ্টতে বুদ্ধের চতুর্ভুজ বা
চতুরাশ উক্ত হইয়াছে । ইহার ত্রিপাদ
অমৃতত্ব-প্রতির এবং অবশিষ্ট চতুর্ভুজ গাড়ে
এই সার্বিক জগৎ সৃষ্টি । এক্ষণে বিবেচনা,
বুদ্ধমূণ অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়ই
শেষতঃ বুদ্ধ সে স্থলে “জ্যোতিঃ” পদে বুদ্ধ
না বুদ্ধেরা সাধারণ আলোক মাত্র বুদ্ধিলে,
আলোচ্য বিষয় ছাড়িয়া আমরা অবাস্তব
অপ্রাসঙ্গিক নূতন বিষয়ে অবতরণরূপ মহাত্ম্যে
পতিত হইব ; সে চেতু অধ্যায়টা একান্তই
ভৌতিক জ্যোতিঃ-প্রসঙ্গপশিশু । বুদ্ধই
এখানে “জ্যোতিঃ” রূপে উক্ত হইয়াছেন ;
কারণ তিনিই সর্কজ্যোতিঃর জ্যোতিঃরূপ ।

“তমেব ভাস্বনমুভাতি সর্কঃ ।

তস্ত ভাগা সর্কসিদ্ধং বিভাতি ।”

তিনি জ্যোতিঃসর্ক জ্যোতিঃ তাঁর অমৃতত্ব
উঁহারি বিভায় এই বিশ্ব বিভাসিত ।

ধর্মভাবের জন্ম বিকাশ ক্ষেত্রে কার্গা-
কসেই মূল কারণরূপে কল্পনা অনেক স্থলে
নির্ভুল নহে । আকাশেই সর্কভূতের উৎ-
পত্তি-প্রতিষ্ঠা, সুতরাং অজ্ঞানাবস্থার নিম্ন বি-
কারী মানব আদৌ আকাশকেই ভৌতিক
জগতের মূল কারণ রূপে গ্রহণ করিয়াছিল ।
তৎপর রূপে সাধনোন্নতিসহকার্যে সে ক্রমের
অপনোদন হইল, মানব জগতের স্বার্থ-মূল-

কারণের স্বার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হইল, তখনও
সেই কার্গা ফলের অভিধানেই প্রকৃত
কারণকে অভিহিত করিতে লাগিল । এই
কণেই মানব-সমাজে একদা প্রত্যক্ষ পরি-
দৃশ্যমান ভৌতিক সূর্যই জগৎ-প্রসবিতা
“সবিতা” নামে জগৎ কারণরূপে গৃহীত ও
পূজিত হওয়ার পরে, সেই সবিতার সনিতা
“পরম কারণের স্বার্থ জ্ঞান লাভ হইলেও ‘সূর্য’
শব্দেই তাঁহার অভিধান অপরিবর্তিত রহিয়া
গেল । বুদ্ধের “আকাশ” “জ্যোতিঃ”
“প্রাণ” প্রভৃতি অবাস্তব অভিধানেরও এই
ভাবে উৎপত্তি । সূর্যের জ্বালা কোন কোন
সময় আকাশ, জ্যোতিঃ, প্রাণ-বায়ু প্রভৃতিই
জগৎ-কারণ রূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল ;
পরে কালে মানব-জ্ঞানের উচ্চাধিকার কলে
যখন সূর্যের সূর্য্য, আকাশের আকাশ,
জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ, প্রাণের প্রাণ পরবুদ্ধের
পরম জ্ঞান লাভ হইল, তখন ঐ সমস্তকে এক
মাত্র মূল কারণের কার্গা জানিলেও, কার্গা-
পরিচয়ের সঠিত কারণ-পরিচয় সম অভি-
ধানে অভিগ্নরূপে প্রচলিত রহিল । আলোচ্য
সূত্র সমূহে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে,
উপনিষদ বদিত ভৌতিক সংজ্ঞার পরমায়া
অভিহিত হইয়াছেন, তথাপি তদ্বার্থতঃ ইহা
অভ্রান্তরূপেই অব্যবহিত হইতেছে, উক্ত
ভৌতিক সংজ্ঞা সকল বুদ্ধ-বোধক, পরন্তু
নামাত্মরূপ বাস্তব ভৌতিক-সংজ্ঞা-বোধক
নহে ।

২৫শ সূত্র পূর্ববর্তী সূত্রের সমর্থক ও
তাৎপর্য-পোষকমাত্র । পূর্ববর্তী সূত্রের ত্রিংশ
উল্লিখিত “স্বায়ম্ভী” পদে বুদ্ধই প্রতিপাদিত
বিশ্ব বৈদিক ছন্দ বিশেষ নহে । “স্বায়ম্ভী

‘বা ইন্দু সর্কিৎ’ এই শ্রোত বাক্যই বিচার-
দিঘরীভূত। অনন্তর গায়ত্রী, পুণ্ড্রী, শরীর,
অম্বু:করণ, বাক্য, নিখাস ইত্যাদি বিবিধ
ভৌতিক তত্ত্বে বর্ণিত হইতেছে। তৎপর
এইরূপ বাক্য উক্ত হইয়াছে যে, গায়ত্রীর
চতুস্পাদ ও ষড় ব্যাহতি বা বিভাগ আছে।
সর্কিশেষে আগরা এই বাক্য প্রাপ্ত হই যে,
এ সমস্ত তাঁহাকেই মহিমা স্বরূপ। এখানে
‘গায়ত্রী’ শব্দ ঠৌদিক ছন্দ মাত্রকেই বুঝাইতে
পারে না, কারণ উহা কেবল কতিপয় শব্দ-
বিশেষ বা সর্গ-বিশেষের সমষ্টি মাত্র; স্মরণ্য
উহা কদাপি সর্কভূতের আত্মস্বরূপ হইতে
পারে না। অতএব “গায়ত্রী” শব্দ নিষ্পষ্ট
সূক্ত-বাচক। আমরা উক্ত:পূর্বেই বলি-
য়াছি যে, বিবিধ নাম-রূপ উপাধি বর্জিতভাবে
সংগত স্বরূপে সূক্ত বিবিধ মাধকের উপাগা
হইয়া থাকেন; অতএব “গায়ত্রী” শব্দের
উল্লেখ কেবল ছন্দ-গীত গায়ত্রীর ত্বার্থ-
বলে সূক্তের প্রতি চিত্তের রতি-গতি সম্পা-
দনার্থই হইয়াছে। অপর, অজ্ঞরূপ সরল
ভাবেও গায়ত্রীকে সূক্ত বোধিকা বলা
বাইতে পারে; কারণ ষড় ব্যাহতি সহ গায়ত্রী
চতুস্পাদী এবং সূক্তও চতুস্পাদ।

২৬ সূত্রের নির্ধারণ এই যে, গায়ত্রী
সূক্ত-বাচিকা না হইয়া মাত্র ছন্দ-বাচিকা
হইতে পারে না; কেন না, তাহা হইলে
শাস্ত্র যে পুণ্ড্রী, শরীর, অম্বু:করণ, বাক্য
ইত্যাদি সর্কবিধ ভৌতিক সম্বন্ধে তাঁহার
‘চরণ’ রূপে নির্দেশ করিতেছেন, তাহা
নিভা-অনন্ত ও অসুপন্ন হইয়া পড়ে।
সুতরাং অধিকার-দুর্গবির বৃক, স্মরণ্যে সর্ক-
ভৌতিক পাদত্রী এইরূপ উপভুক্ত ব্রহ্ম-

লক্ষণ স্মৃতি হওয়ার, ঐশ্বর্য ত্বার্থতঃ ব্রহ্মই
বটে, কিন্তু সামান্ত চন্দ্রবিশেষ নহে।

২৭ সূত্রের বিচারা এই যে, যে সূক্ত
পূর্বেই শ্রোত বাক্য (তাঁহার অম্বু:
ত্বায়ক পাদত্রয় আকাশে প্রতিষ্ঠিত)
আকাশ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান রূপে বর্ণিত এবং পর-
বর্তী শ্রোত বাক্য (সেই জ্যোতি আকাশের)
উর্ক্বে উদ্ভাসিত) আকাশ ব্রহ্মের আবাবহিত
সীমাত্বরূপে কথিত হইয়াছে, সে স্থলে পূর্বে বর্তী
বাক্য কিরূপে তাৎপর্যাতঃ পরবর্তী স্মৃতি
সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইতে পারে? যেহেতু একতঃ
‘আকাশ’ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান, অজ্ঞতঃ আকাশ
ব্রহ্মের সমীপবর্তী মাত্র! এতদ্ব্যতিরিক্ত বস্তু
যথা একটি বাজ-পক্ষী “তরু শিরের
উপরে” দৃষ্ট হইতেছে বলাও বাহ্য, “তরু-
শিরে” দৃষ্ট হইতেছে বলাও তাহাই। অতঃ
এব প্রকৃত পক্ষে যে ব্রহ্ম “আকাশের অতীত
বা উর্ক্বে”—তাঁহাকে “আকাশ” বলিলেও
বিরোধ-বোধ কষ্ট-কল্পনা মাত্র; যদিহা
উহাতে বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই।

২৮ সূত্রের বিচারা এই যে, “কৌশি-
তকী ব্রাহ্মণ” উপনিষদে ব্যবহৃত “প্রাণ”
শব্দ ব্রহ্ম-বাচক বা ভৌতিক প্রাণ-বা-
বাচক। পূর্বেই ২১ সূত্রের বিচারিত
বিষয়েই স্মৃতি টোকা সমবিষয়ীভূত। নিয়োক
রূপ বাক্যাবলা কোষিতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদের
দৃষ্ট হই, যথা—

নিবোধাস-পুত্র প্রতর্কনকে ইত্য কবি-
লেন, “আমিই প্রাণ—আমিই চিরায়তঃ
জীবন স্বরূপ—অমৃত স্বরূপ আনন্দে স্থান-
পরায়ণ হই।” প্রাণই ঐশ্বর্য চিরাগতঃ
আমি, অবিদ্যমান, অমৃত, অপো, ইত্যাদি

স্থলে অমৃতত্ব, চিন্ময়ত্ব, আনন্দ ইত্যাদি ব্রহ্মেরই বিশেষলক্ষণ সমূহ প্রাণে আরোপিত হওয়ার, "প্রাণ" পদ পরমায়া বা ব্রহ্ম বাচ্য হওয়ার কিছুরই সূচক হইতে পারে না।

২০শ সূত্রের বিচার্য বিষয় এই যে, বর্ণন ইন্দ্রে বলিযাচ্ছেন, আমিই প্রাণ, আমিই চিন্ময়া ইত্যাদি; তখন তৎকাল ব্রহ্ম বা পরমায়া-প্রতিপাদক কিরূপে হইতে পারে? এতজুস্তরে বলা যায়, এই একই অধারে বে স্থলে এক্ষণ ব্রহ্ম-বিনির্দেশের বহুত্ব দৃষ্ট হয়, সেস্থলে "প্রাণ" পদও তক্রূপেই ব্রহ্ম-বিনির্দেশক হইয়াছে। যদি এ উত্তর সন্তোষজনক না হয়, তবে ২০শ সূত্রায়ুগারে এই উত্তরসাক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় যে, ইন্দ্র বেদানে স্বীয় উক্তিতে স্বীয় ব্রহ্ম-স্বরূপতাই বাস্তব করিতেছেন, সেখানে প্রত্যুক্ত বাসদেব স্বর্ষ্য ব্রহ্ম-পরিণতির স্থায় উহারও সমাপ্তি-মিচ্ছিত্ত্বপ্রাপ্ত ব্রহ্ম-পরিণতি স্বীকার করিতে হইবে। বর্ণন কাহারও সমাপ্তি-মিচ্ছিত্ত্ব-কালে অবস্থার অপগম হয়, তখন উহার জীবাত্মা পরমায়া ব্রহ্মের সহিত একীভূত উপস্থিত হয়, তখন সেই সিদ্ধ পুরুষ "মোহং" মহাবাক্যের অধিকারী হন, যে হেতু "ব্রহ্মবিদ্ব-স্কৈব ভবতি" ব্রহ্ম জানে যে, ব্রহ্ম হয় সে। যখন ইন্দ্র বলিলেন, "আমিই প্রাজ্ঞ আত্মা" ইত্যাদি, তখন তিনি আত্ম ব্রহ্মই বিজ্ঞাপন করিলেন; অতএব ইহাতে অসুন্দার অসঙ্গতি নাই।

৩১শ সূত্রের বীয়াসিতব্য বিষয় এই যে, উপস্থিত ব্রহ্ম-উপনিষদী-প্রতি-পদসমূহের ব্যক্তিগত জীবাত্মা ৩২শ্রাদ-বায়ু স্ফুতিরও প্রাক-

তিক লক্ষণাবলি লক্ষিত হইতেছে, অতএব উদ্ভাষ্য উক্তং সত্ত্বার সমপ্রাণতা সঙ্গত-নী হইয়া পুরব্রহ্ম-প্রমাণ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? উত্তর এই যে, সমগ্র অণুরূপ ব্রহ্ম-তবেই সমাহিত, অতএব যদি উপরোক্ত শ্রোত বাক্যাবলীর অর্থ ভৌতিক প্রাণবায়ু-প্রকৃতি রূপেই গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এক ব্রহ্ম-স্বাক্ষের উপাসনাগতস্থান-ধারণাদির বিধি-বিভক্ত বিষয় কল্পিত হইয়া পড়ে, যথা— জীবাত্মা, প্রাণু বায়ু এবং ব্রহ্ম-সুতরাং এ সিদ্ধান্ত সত্ত্বীয় অসঙ্গত বা অসুপপন্ন, মনে হইতে পারে। একাভিধেয়-লক্ষিত একটি মাত্র বাক্যোক্তিরূপে বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার কল্পনা অসম্ভব। যাহাউক, পূর্ব প্রদর্শিত মতে এই সমস্ত শ্রোত বাক্যের অর্থই ভাবাসুত্রে পরিগৃহীত হইয়াছে। অতএব ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ব্রহ্ম-লক্ষণের বিশেষত্বই বিশেষত্ব বা হওয়ার, ভৌতিক "প্রাণ" ইত্যাদিই কখনও ব্রহ্ম-পরিবর্তে পরিগৃহীত ও প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)
শ্রীঃ—

অনার্য্য কে ?

সদী বর্ণ দেহ চর্ম, হীন ব্যবসায় কর্ম,
নীচ জন্ম, অনার্য্য সে নয়।
সদীঘর মন যায়, হীনাচার-বাবহার,
হীনাশয়, অনার্য্য সে হয় ॥ ১
উপজীব্য আপনার— অর্জনে অশক্তি যায়,
অকর্মণ্য অলস বেলায়,
পয়-গলগ্রহ হয়ে, আশ্রয়ে-নিগ্রহে
ভীত বৈ, অনার্য্য সে নয় ॥ ২

পত্নী পুত্র আপনার, বৃদ্ধ পিতা-মাতা আর,
 পালনে উপেক্ষা যার হয়;
 স্বোপার্জিত অর্থ যত নেশোষে শয়িগত,
 সেই হায়! অনার্য্য নিশ্চয় ১০

পরস্পী পাইলে পাপে, কলুষ কটাক্ষপাতে
 পরিহরে পাপেচ্ছা সংবম;
 হেন কথকিঙ্কর যে, মরকের অভিশপ্তে,
 নিশ্চয় যে অনার্য্য অধম ১১

ইন্দ্রিয়-সেবকগত বিষয়-বিলাস যত,
 তাই যার জীবনের সার;
 অতীন্দ্রিয় তদে যার একান্ত অনধিকার,
 যথার্থ "অনার্য্য" আখ্যা তার ১২

শুদ্ধ-সরণতায়ুত স্মৃষ্টি মন্ত্রমপুত—
 নারী প্রতি নাহি যার হয়;
 যে ভাবে নারী কেবল "ইন্দ্রিয় সেবার কল"
 সেই হায়! অনার্য্য নিশ্চয় ১৩

শুধু স্বার্থ-সিক্তি তলে যে জন জীবন ধরে,
 পরার্থে অনর্থ ভাবে বেই;
 ক্ষুষ্টি রম্যতলে থাক, নিদ্রার্থ বজায় থাক,
 যে চায়, অনার্য্য হায় সেই ১৪

প্রত্যকে মিত্রতাকারী, পরোক্ষে পরম অসি,
 "বিষকুস্ত পরোমুখ" সেই;
 পর-ভ্রু-খেচক্ষু ভাগে, কিঙ্কবে অস্তরে হাগে,
 অনার্য্যের অগ্রগণ্য সেই ১৫

দরিদ্র-ভূর্জলে যার সুপ্রবল অভ্যাস;
 নরমের প্রতি যে গরম;
 অথচ "শক্দের ভুক্ত," শ্রীপদ-লেখনাসক্ত!
 সেই সত্য অনার্য্য অধম ১৬

স্বার্থ-কল-ভর-ভরে, অথবা পরার্থ-তলে,
 বাহিরে বা বিচার-আগারে;

কর যে অমতা বাকা, দেয়ণ্য অমতা সাক্ষা,
 যথার্থ অনার্য্য বণি তাপে ১০

ড কাতী-চুরী চাতুরী, জালিয়াতী জুরাচুরী,
 নানা শাঠা সাধিরা যে জন—
 নিকম পূরণ তরে পরম হরণ করে,
 এ সংসারে অনার্য্য সে জন ১১

অনার্য্য সে ব্যাচচারী, অত্যাচারী হত্যাকারী,
 অনার্য্য বিশ্বাসহারী যত;
 হিংসুক-ভ্রষ্ট্রুখ শঠে অনার্য্য স্ব সত্য বটে,
 অনার্য্যই নহে জাতিগত ১২

অনার্য্য নিষ্ঠুর-ক্রুর, অনার্য্য সে মোভাতুর,
 ক্রোধাবিষ্ট-কান-ক্রিষ্ট-অশিষ্ট নিচয়,—
 সমাজের শত্রু বাবা, কার্য্যতঃ অনার্য্য তাঁরা,
 নীচজাতি-জন্মগত অনার্য্যই নয় ১৩

কার্য্যদোষে অনার্য্যই—চণ্ডাণ্ডই বটে।
 কার্য্য-শুণে দুঃক্ষণই—আর্য্যই প্রকটে ॥
 দুঃক্ষণই—চণ্ডাণ্ডই, আর্য্যই বা অনার্য্যই,
 কার্য্যাকার্য্য বিচারে বিদিত ১৪

উচ্চ-কুল-অভিমান আর্য্যই না করে দান;
 উচ্চ কার্য্যে আর্য্যই নিশ্চিত ১৫

অনার্য্যই কার্য্যতঃ জীবনে যার বটে,
 তার মগ্ন অশয়ই পরিহার্য্য বটে ১৬

সনাতন ধর্ম্মভরে, স্বদেশে শুভতরে
 থাকুক এ সত্য নিত্য চিন্তে সর্পময়,—
 অবসার্থ অনার্য্যেরা পরিহার্য্য নয় ১৭

কঠোপনিষৎ।

(বঙ্গাভূবাদিতা)
 . পঞ্চমী বঙ্গী ।

আছে নগর এক একাদশবার;
 তাহাতে করেন বাস আত্মা অমহীন,

নিষ্ঠা ও চৈতন্যরূপী, তাঁরে করি ধ্যান,
সাদক না পান শোক ; বিমুক্ত হইয়া
কর্ণের বন্ধন হ'তে, মুক্তি পান তিনি।
(নিশ্চয় জানিও তুমি) ইনি আত্মা সেই ১
সে আত্মাই হ'ন সূর্য্য আকাশ-নিবাসী।
সে আত্মাই হ'ন বায়ু অন্তরীক্ষবাণী ॥
সে আত্মাই হ'ন অগ্নি পৃথিবীনিবাসী।
সে আত্মাই হ'ন সোম কলসানিবাসী ॥
সে আত্মা মানবে, দেবে, যজ্ঞে ও আকাশে।
সে আত্মা জলজ রূপে জলেতে প্রকাশে ॥
সে আত্মা স্থলজরূপে ত্রীহি-যবাদিতে।
সে আত্মা যজ্ঞাক্ষরূপে জনমে যজ্ঞেতে ॥
সে আত্মা নগ্নাদি রূপে শৈলে বহমান।
তিনিই কেবল মাত্র সত্য ও মহান ॥ ২
সে আত্মা প্রাণের উর্দ্ধে, নিরে অপানের
করেন প্রেরণ, মধ্যে আসীন বামনে
সকল দেবতাগণ করে উপাসনা। ৩
শরীরস্থ-ব্রহ্মসমান, আত্মা দেহ হ'তে
বিমুক্ত হইলে হেথা কিবা থাকে আর ?
— ইনি আত্মা সেই । ৪
প্রাণ কিথা অপানেতে না থাকে জীবিত
কোন মর্ত্য ; থাকে মাত্র জীবিত কেবল
কাজের আশ্রয়ে, যাহে এ দুই-আশ্রিত । ৫
এই গুহ্য সূত্রান ব্রহ্মের নিমগ্ন,
তথা মরণের পর আত্মা বাহ্য হয়,
এখন বলিব তোমার, শুনেহে গৌ তম । ৬
কর্ম, জ্ঞান অমৃতাবে আত্মা কোন কোন
শরীরে গ্রহণ জন্ম প্রবেশে যোনিতে,
তীবরহ হয় প্রাপ্ত অজ কেহ কেহ । ৭

১। নগর এক একাদশ ঘর—এই কবিতার
শরীরকে নগর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। চক্ষুঃ
নাসাঃ, কণ্ঠঃ, মুখ, নাভি, উপস্থ, ওহু এবং বক্ষ-
বন্ধ এই একাদশ স্থানেই শরীরের একাদশ ঘর।

সুখ হ'লে প্রাণিগণ, থাকিয়া জাগ্রত
নিম্পন্ন করেন যিনি কাম্য বস্ত্র চয়,
সুদুর্ভিন, ব্রহ্মতিনি, তিনিই অমর ;
পৃথিব্যাদি সর্ব লোক তাঁতেই আশ্রিত ;
না পারে করিতে কেহ অতিক্রম তাঁরে ;
(নিশ্চয় জানিবে তুমি) ইনি আত্মা সেই । ৮
ভূবনে প্রবিষ্ট যথা "একই অনল
দীর্ঘ-বস্ত্র-রূপ-ভেদে হয় ভিন্ন-রূপ ;
তথা এক অন্তরাত্মা সর্বভূতগত—
নানা বস্ত্র ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ;
রহে না অন্তরে শুধু, বাহিরেও থাকে । ৯
ভূবনে প্রবিষ্ট যথা একই পবন
নানা বস্ত্র ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ,
তথা অন্তরাত্মা এক সর্বভূতগত—
নানা বস্ত্র ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ;
রহে না অন্তরে শুধু, বাহিরেও থাকে । ১০
যথা নাহি লিপ্ত হ'ন সর্বলোকচক্ষুঃ—
সূর্য্য বাহ্য দোষ সহ, চক্ষু গ্রাহ্য যাহা,
তথা এক অন্তরাত্মা সর্বভূতগত—
লোক-রূপে সহ কভু নাহি লিপ্ত হন ;
যেহেতু নিলিপ্ত তিনি স্বতন্ত্রস্বভাব । ১১
এক মাত্র নিয়ামক সকলের যিনি,
সর্বভূত-অন্তরাত্মা ; যিনি এক রূপে
করেন বহু প্রকার, যে সকল জ্ঞানী
দেখেন আত্মস্থ তাঁরে, লভেন তাঁহার
ধর্ম শাস্ত সুখ, না পায় অপরে । ১২
অনিত্য পস্তর মাঝে শুধু নিত্য যিনি,
চৈতন্য-কারণ যিনি চেতন বস্ত্রর,
একমাত্র যিনি পূর্ণ করেন কামনা,
দেখেন আত্মস্থ তাঁরে যে সকল জ্ঞানী,
নিত্য শাস্তি তাঁহাদের, নহে অপরের । ১৩
"তিনি এই"—এরূপেতে জানিয়া বাহিরে

অনির্দেশ্য শ্রেষ্ঠ সুখ লভে ব্রহ্মবিৎ,
কি রূপে জানিব তাঁরে ? তিনি দৌণ্ডিম্যন—
অপনার জ্যোতিঃ কিম্বা অন্তঃজ্যোতিঃ বলে ? ৪
সূর্য্য কিম্বা চন্দ্র-তারার না দেয় কিরণ,
অথবা বিদ্যুৎ মেঘা না পায় প্রকাশ ;
এ অগ্নি কোথায় লাগে ?—এর সকলোট
তাঁহারি দৌণ্ডিতে শুধু হয় দৌণ্ডিম্যন ৫
ইতি পঞ্চমী বন্দী ।

ষষ্ঠী বন্দী ।

উর্দ্ধমূল, নিম্নশাখ, এই সনাতন
সংসার পাদপ, এর মূল হ'ল যিনি,
—শুদ্ধ তিনি, ব্রহ্ম তিনি, তিনিই অমর ;
পুণিযাদি সর্বলোক তাঁতেই আশ্রিত ;
না পারে করিতে কেহ অতিক্রম তাঁরে :
(নিশ্চয় জ্ঞানৈভূমি) ইনি আত্মা সেই ।
প্রাণরূপ ব্রহ্ম হ'তে নিঃসৃত হইয়া
সমস্ত পদার্থচয়—সকল জগৎ
চলিতেছে নিজ নিজ কার্য সম্পাদিয়া ;
উজ্জ্বল বজ্রের তুল্য মহা ভয়ানক
তাঁহারে যে জন জানে, সে হয় অমর ।
এঁরি ভয়ে অগ্নি, সূর্য্য তাপ করে দান,
এঁরি ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু, মৃত্যু ধাবমান ।
শরীর-পাতের পূর্বে যদি নাহি পারে
ব্রহ্মেরে জানিতে জীব, তা'হলে নিশ্চয়
জীবের আবাসভূমি পৃথিবাদি লোকে
শরীর ধারণ ক'রি আসে পুনরায় ।
আপনার প্রতিবিশ্ব দর্পণে যেমতি
দেখে সৌর্য, করে তথা ব্রহ্ম দরশন
কিঞ্চল আত্মায় ; দেখে স্বপানে যেমতি
স্বপ্ন-বাসনাক্রান্ত কার্যাবসী তার,
তথা পিতৃলোকে করে ব্রহ্ম দরশন ।

রূপে যথা আত্মরূপ করে দরশন,
গর্ভলোকোক্তে তথা নিরণে ব্রহ্মেরে ;
ছায়ারূপে হেরে যথা, তথা ব্রহ্মলোকে ।
আত্মা হ'তে ভিন্নরূপে উৎপন্ন বাহার্য,
এই হিন্দুয় সমূহের জেনে ভিন্ন ভাব,
জেনে আর উদয়াস্ত, জ্ঞানীজন বড়
শোক নাহি প্রকাশেন, শুন নীচিকেত : ।
ইন্দ্রের সমূহ হ'তে শ্রেষ্ঠ জেনো মনে ;
মন হ'তে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ; বুদ্ধি হ'তে পুনঃ
মহান্দ্রমে আত্মা শ্রেষ্ঠ ; মহৎ হইতে
অবাক্কে জানিবে শ্রেষ্ঠ ; তা'হ'তেও পুনঃ
ব্যাপক সংসারদর্শ-বঞ্চিত পুরুষ—
হ'ল শ্রেষ্ঠ ; যারি জেনে জীব সমুদায়
করে মুক্তিলাভ, তথা অমরতা পায় ।
না হয় ই'হার রূপ দর্শন-বিষয়,
সংক্ষেপে কেহ না পারে দেখিতে তাঁহারে ;
হ'ল তিনি প্রকাশিত, সংশয়রহিত
রূপরূপ বুদ্ধিবলে ; মননেতে পুনঃ
তাঁহারে জানিবে লাভ হয় অমরতা ।
যে সময় রঙে স্থির মনের সহিত
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বুদ্ধি চেষ্টা নাহিকলে,
তাঁহারে পরমাপতি কহে জ্ঞানীগণ ।
স্থিরভাবে হিন্দুরের ধারণাই যোগ ;
যে হেতু যোগের আছে উৎপত্তি অপায়,
অতএব অপায়ের পরিহারতরে
যোগিগণ অপ্রমত্ত র'ন যোগ কাপে ।
বাক, মনঃ, চিন্তা চক্ষে নাহি পাণ্ডুযাযিক
সেই পরমায়ননে, আশ্রিত ব্যতীত
অন্তে তাঁর উপলক্ষি পারে কি করিতে ?
(উপাদিসংসৃত আর উপাদিবিহীন,
এ উভয় ভাবে তিনি জ্ঞাতবা জীবের ।)
“আছেন” এরূপে তাঁর উপলক্ষি করি

তদ্ব্যভাবে কতিবেৎ উপনক্তি তাঁর ;

“আছেন” একপ ভাবে যে জানে তাঁহারে,
ত্বার কাছছ “তদ্ব্যভাব” হয় প্রকাশিত। ১৩

৫ মর্ত্য-জীব-হৃদয়েরে আশ্রয় করিয়া

থাকে যে কামনা মন, তাঁহার। যখন

বিনষ্ট হইয়া যায়, মর্ত্য ও তখন

অমর হইয়া যায়, বুঝে পায় তথা। ১৪

ইহলোকে হৃদয়েরে গ্রন্থিগুলি যবে

ছিদ্র হয়, মর্ত্য করে অমরতা লাভ।

এই মন্ত্র এ শাস্ত্রের জেনো উপদেশ। ১৫

হৃদয়ের এক শত এক নাড়ী মাঝে

সুস্থিয়া নির্গত, ভেদ করিয়া স্তম্ভক ;

অতৃকালে উদ্ধে এসে এই নাড়ী যোগে

লভে জীব অমরত্ব ; অত্র নাড়ী যত—

বহুবিধ গতিশালী, ঘটায় তাহার।

সংসারেতে যাতারাত জীবের কেবল। ১৬

সে পুরুষ অমরায়্যা, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ

গরিবিত্ত হৃদয়েতে সকল জনের,

সুখা হ'তে ইষীকার গ্রহণ সমান

আপন শরীর হ'তে দৈর্ঘ্য সহ তাঁরে

করিবে পৃথক ; তাঁরে শুদ্ধ ও অমৃত

জানিবে—জানিবে তাঁরে শুদ্ধা ও অমৃত। ১৭

শুনি নচিক্বেতা বসের কথিত—

বুদ্ধবিদ্যা, জেনে বোগবিধি যত

তুল বুদ্ধপ্রাপ্ত নিশ্চয় অমর!

অথ জ্ঞানিলেও লভিবে এ বর। ১৮

ইতি যজ্ঞপত্নী।

কঠোপনিষৎ সনাত্তা।

শ্রীমদাঞ্জন মিশ্র

প্রকৃতি-বিজয়।

যেথা কেহ চিন্তা করে কর্ম মানবের,
জ্ঞান-শক্তি করি দৃষ্টি, হয় সে বিশ্বরাবিষ্ট।

যে শক্তিতে পরাভূত শক্তি স্বভাবের।

মহতী শক্তি অতি প্রকৃতির বটে ;

কিন্তু মহতর। শক্তি নরের নিকটে।

৫ পতাবটে হেন শক্তি আছে স্বভাবের,

বহু মাধে বাদ সদা মাধে মানবের ;

তবু নর আপনীরে সামাগি রাখিতে পালে,

স্বপক্ষে স্বভাবে আনেন প্রভাবে জ্ঞানের।

আপাততঃ এ দিঙ্কাস্ত বৃক্ষে উঠা ভার,

কিন্তু এ অক্রান্ত যতা, নর-প্রতিকুলে নিত্য

স্বাধীন স্বভাব মাধে শত্রু-ব্যবহার।

৫ অগচ বিজ্ঞান-বলে যাদা বশীভূত হলে,

তান্ত তুল্য মানবের মিত্র নাহি আর।

প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তি-নিচয়ের

প্রয়োজন প্রতিষ্ঠিতে উন্নতি নরের।

কিন্তু বজ্র-বৃষ্টি-বাত, ভূমিকম্প-অগ্ন্যুৎপাত,

জলপ্লাবনাদি বত অনর্থ-অপায়,

আজিও মানবী শক্তি পরাভূত তার।

৫ অক্রান্ত-সাধন-ফলে, বিবুদ্ধ বিজ্ঞান বলে

ভাওবা জিনিবে নর! তাই বা কে কবে,

বিজ্ঞানের শক্তি কোথা সীমাবদ্ধ হবে ?

তবে কিনা এই সব অনর্থ যা ঘটে,

ভাবান্তরে তাও দেখি আবশ্যক বটে।

৫ বুদ্ধি করে সবলতা, সিদ্ধিকরে সতর্কতা,

পূর্ণসাবলম্বনতা ত্বর্ণ করে দান।

কল্পে নরে নিসর্গের নিরপেক্ষাবান

৫ শক্তের তত্ত্ব সবাই, নরের নিকটে

বিপক্ষেরবেশে এসে নিসর্গ নিস্কন্দ,

ভাবান্তরে হয় পরে বাক্য পরম । সুশুশক্তি প্রকৃতি কাম্বোজাধোদন,
 ব্যক্তিগত ভাবে নর ধ্বংস পায় সুবিস্তর, মানব-সমাজে সাধে দোরায়্যা ভীষণ ;
 স্বভাব-সংগ্রামে হারি হারি পরাজিত ; দুর্লভ মানব তবু প্রবলা-প্রকৃতি-প্রভু
 কিস্ত জাতিগত ভাবে প্রকৃতি বিজয় লাভে হইয়া বসেছে আজ সাধি কি সাধন !
 স্বভাবের প্রভু হয়ে বসে সে নিশ্চিত । • বেদে বাক্য এ রহস্য-ভেদ বিবরণ ।
 প্রকৃতির সহ রণে হ'লে পরাজিত, • প্রকৃতির নিরস্তা যে পুংষ পরম,
 মনুষ্যের মনুষ্যত্ব না হয় অর্জিত । • মানব-অদয় তাঁর পিয়মিকেশন ।
 হয় সে মরিবে রণে বিশেষত্ব বিসজ্জনে, মানবের এ মত্ব, বিশেষত এ বিশেষত্ব,
 নয় সে করিবে রণে প্রকৃতি-বিজয় । জীব-রাজ্যে এ রাজত্ব, তাঁর বলে হয় ।
 এ দুয়ের অস্তুর নিয়তি নিশ্চর ॥ তাঁর বলে মানবের প্রকৃতি-বিজয় ॥

ভ-গোল পরিচয় ।

৬ পাঠ । ১ম প্রপাঠক ।

মণ্ডল বর্ণন ।

মণ্ডল Eridanus. ১৪.

তারি চিহ্ন ।	তারি নাম ।	পাশ্চাত্য	পাশ্চাত্য	স্থলত্ব ।	সংখ্যা ।	তারি বর্ণন ।
		তারি চিহ্ন ।	তারি নাম ।		(a)	
১	নদীমুখ	Alpha.	Achornar.	০°৫	৫০৭	অতু জ্বল ।
২		Theta.		২°৭	৯৩৭	
৩		Beta.	• Cirsa.	২°৯	১৫৮৮	
৪		Gamma.	Zaurok.	৩°০	১২৩৪	
৫		Upsilon 4.		৩°৩	১৩৩৩	
৬		Phi.	•	৩°৬	৭১৭	
৭		Delta.	Rana.	৩°৭	১১৪৮	
৮		Epsilon.	•	৩°৭	১১০০	
৯		Tau 4		৩°৮	১০৩৭	
১০		Upsilon 2.		৩°৮	১৪৩৩	
১১		Upsilon,		৩°৯	১৪২৯	
১২				৩°৯	১৪৪১	
১৩		Eta.	Azha.	৪°০	৯১০	
১৪		Upsilon 3.		৪°০	১৩৭২	

(a) বিভিন্ন গ্রনোমিরান কালে তারি লিখিত সংখ্যা

তারিখ।	তারিখ।	তারিখ।	তারিখ।	তারিখ।	তারিখ।	তারিখ।
তারিখ।	তারিখ।	তারিখ।	তারিখ।	তারিখ।	তারিখ।	তারিখ।
১৫	Kapha.	৪০	৫৯৬			
১৬	Omicron.	Beid.	৫১	১২৯০		
১৭	Tau 3.		৪৩	২৫৪		
১৮	Mu.		৪৩	১৪৬৯		
১৯	Pi.					
২০	Zeta.	Zebal				
২১	41.	Thimim.				
২২	Psi.					নীলবর্ণ।
H ২৬	H826					বিশালত্বক।

যেহা (২) ৪।৩০।৭।৮।২১।১৪।১৮।২ ইত্যাদি তারি = বিপ্রমুণ্ড।

হৃদয়গুণ Hydrus.

II ২য় বিধী ২৫

চিত্রক্রমেণ মণ্ডল Camelopardalis.

তারিখ।	তারিখ।	তারিখ।	তারিখ।	তারিখ।	তারিখ।	তারিখ।
তারিখ।	তারিখ।	তারিখ।	তারিখ।	তারিখ।	তারিখ।	তারিখ।
১	Beta.					
২	Alpha.					
৩	Gamma.					
২৪০	940					তারিস্তবক
ব্রহ্ম মণ্ডল Auriga. (b)						
১	ব্রহ্মদ্রব	Alpha	Capella.	০২	১৬১৬	যৌথ তারি অতু জ্বল পীতবর্ণ
২	উরঃ	Beta.	Menkali naw.	২১	১৮২৫	
৩		Theta.		২৭	১৯০০	
৪		Iota.		২৭	১৫২০	
৫		Epsilon.		৩২	১৫৪০	
৬		Eta.		৩৩	১৫৫৮	
৭	প্রজাগতি	Delta.		৩৮	১৮৮৫	
৮		Zeta.	Sudutomi.	৪০	১৫৪১	
১০৬৭		1067				তারিস্তবক
M ৩৭		M37.				তারিস্তবক

মুদ্রক (১) ৫৬৮ তারি = মুগশিশু (Kids)

(b) ব্রহ্মরশিঃ বিগুহুশ্চ। রামায়ণ ৬৪৪৮

পাশ্চাত্তা বুধরাশি Taurus 14.

তারা চিহ্ন।	তারার নাম।	পাশ্চাত্তা তারার চিহ্ন।	পাশ্চাত্তা তারার নাম।	স্থলহ।	সংখ্যা।	তারার বর্ণ।
১	হলদীবর্ন	Alpha.	Aldebaran	১°০	১৪৭০	
২	অগ্নি	Beta	Nath.	১°৯	১৬৮১	
৩	ইল্‌বলা (c)	Zeta.		৩°০	১৭৬৭	
৪	দেবসেনা	Eta.	Acyone.	৩°০	১১৬৬	
৫		Theta.	Alya.	১°৬	১৩৮১	
৬		Lambda		১°৬	১২৪১	
৭		Epsilon		৩°৭	১৩৭৬	
৮		Xi.		৩°৮	১০১৮	
৯		Omicron.		৩°৮	১০৫৮	
১০				৩°৮	১১৪৭	
১১				৩°৮	১১১৬	
১২	শকটমুগ	Gamma.	Hyadum primus.	৩°৯	১৩২৮	

(ক্রমশঃ)

ভারতেশ্বরী ।

“মহতী দেবতা রাজা নররূপেণ ঐষ্টতি ।

দ্বিংশ শতাব্দীর প্রথম পরবে,
প্রথম মাসের দ্বাবিংশ দিবসে,
অপরাজিত বর্ষ ঘটিকার শেষে—
পড়িল কি কাল নিশার ছায়া !
অস্তাচলগত দেব দিনমণি,
সম্ভার আঁধার গ্রাসিল অবনী,
সে আঁধারে করি আঁধার ধরণী—
মহারাণী মাতা ত্যজিল কারা । ১
পলকে পলকে তাড়িত ঝলকে—
এ শোক সংবাদ ভরিল ভুলোকে,

“মহারাণী আর নাই টহলোকে”—
বিলাত—ভারত মা হারা হায় !
শুধু তাই নয়, এশিয়া-আফ্রিকা,
সমগ্র যুরোপ, যুগ-আমেরিকা,
অষ্ট্রেলিয়া—শতদ্বীপা সাগরিকা,
শোক-পর্ক সর্ব ভুবনময় ! ২
শত শত তোপ-ছাড়ি আর্জনাৎ—
(শোক জুর্ঘোগের অশনি-সম্পাত !)
ঘোষিল এ ঘোর অন্তত সম্বাদ ;
নব বরষের হরষ লয় !

ইল্‌বলা: তৎ শিরোদেশে তারকা নিবসতি যে ॥ অমরকোষ:

(d) ইল্‌বলা: পঞ্চ তারকা: । ইতিহাসী ।

(ক) ইল্‌বলা গোম দেবত্যা । গুরুত্বপূর্ণ ১৭৫৯২

অঙ্গ মুখে প্রলম্ব-বিশ শতাব্দ,
নৃত্য-গীতোৎসব সব হল তুচ্ছ,
ছাট ছাট-বাট-বিষাদে বিশঙ্গ,
শোক-ক্লম্ব-চিহ্ন-চৌদিকময় ! ৩

কি বিচারালয়, কিবা কার্যালয়,
কিবা গণ্যালয়, কি বিদ্যা-ছালয়,
সব কক্ষ-শুদ্ধ শোকের নিলয় !
নীচব — নিচেই — নিরাশ প্রাণ !

প্রাণদামে মন করি স্থাস বন্ধ,
বিশাল বিরাট রুটিশ-রাজত্ব,
যোগে সংসন্নিয়া শোকাকুল চিত্ত,
মহারাজী মায় করিল দান ! ৪

“মহারাজী নাই”—এক অকস্মাৎ
নিদারুণ শোক-সম্বাদ নির্ধ্বজ !
বিনা মেঘে হার যেন বজ্র-ধাত !
বিনা বাতে দিক্ উৎপলে যেন !

কোটি কোটি প্রজা নেত্র-নীরে ভাসে,
হা-হুতশে হার ! হৃথ-দীর্ঘশ্বাসে ;
হারিয়ে নিষ্ঠুর নিয়তির বশে—
স্নেহ-দয়াময়ী জননী হেন !

মহারাজী রাজা রাম-রাজ্য প্রায়,
নির্ধিক্স নিশ্চিন্ত প্রজা সমুদায়,
জাতি ধরে থেকে সুখে নিজ্রা যায়,
শান্তি-সমীরণ শীতলে সবে !

এহেন মৌরাজ্য সূচরিতে বার,
সে চরিতে আজ্ চিরোপসংহার !
হেন রাজী-মায়ে হারারে প্রজার
মাতৃশোকভার কেন না হবে ? ৬

বার মৌরাজ্যে রবি অস্ত নাহি বান,
হর মহাদেশে বার রাজ-হান

যে রাজী মর্ত্যের ইঞ্জাণী সমান,
সে রাজীনা আর নাহি দরায় ।
শুক্ সিংহাসন, খসিল ভুলোকে,
পুণ্ড-সিংহাসন বসিল ছালোকে ;

পতি-পুঞ্জ-পৌত্র অইয়া পুঙ্কে—
বসিলা মোদের রাজীমা তায় ! ৭
‘তরে কেন আর শোকের বিকারু ?
ঈংরেচ্ছা বুঝি মুছি অশ্রুদীর ;

পিতৃ-মাতৃশোকে নয়ন-আসার
বসিতেও হিন্দু-শাস্ত্রে বারণ ।
শাস্ত্রাদেশে তাই মাতৃশোক ম’য়ে,
পরমেশ-পদে প্রণত হৃদয়ে

এ প্রার্থনা, যেন শ্রীপদ আশ্রয়ে
মা মোদের চির শান্তিতে র’ন । ৮

মায়ের প্রসাদী রাজাসনে আজ
রাজুন্ মোদের প্রিয় যুবরাজ,
ভারত-মন্ত্রাট্ ইংরাজের রাজ—
বিশ্বরাজ-রূপা করন লাভ ।

হ’ন দীর্ঘজীবী—পালন পুণিণী,
অরি সদা কদে সেই মাতৃদেবী ;
শীতল-শায়ন-সমীরণ সেবি
জুড়াক্ প্রজার প্রাণের তাপ । ৯

এ প্রার্থনা পূর্ণ কর ভগবান ;
রাজা-দেবতায় অভিন্নতা-জ্ঞান
প্রাচীন ভারতে ছিল দীপামান ;
সে শিকা-উপেক্ষা যেন না হয় ।

অর্গে হ’ক্ জয় শ্রীমহারাজীর,
মর্ত্যে হ’ক্ অর নব ভূপতির,
এ বাসনা দীন ভারতবাসীর
পুরাণ দরায় হে দরাসর ! ১০

